ওঁ

# সত্যার্থ প্রকাশঃ।

( বঙ্গানুবাদ )

বেদাদিবিবিধসশ্চাস্ত্রপ্রমাণসমন্বিতঃ

শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য
শ্রীমদ্দয়ানন্দসরস্বতীস্বামীবিরচিতঃ।

প্রকাশক

আর্য্যসমাজ

১৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

৩য় সংস্করণ
৩০০০

সৃষ্টাব্দ ১৯৭২৯৪৯০২৬
বঙ্গাব্দ ১৩৩৩।
দয়ানন্দাব্দ ১০৩।

মূল্য ৩ টাকা
বাঁধাই ৪।০

প্রকাশক
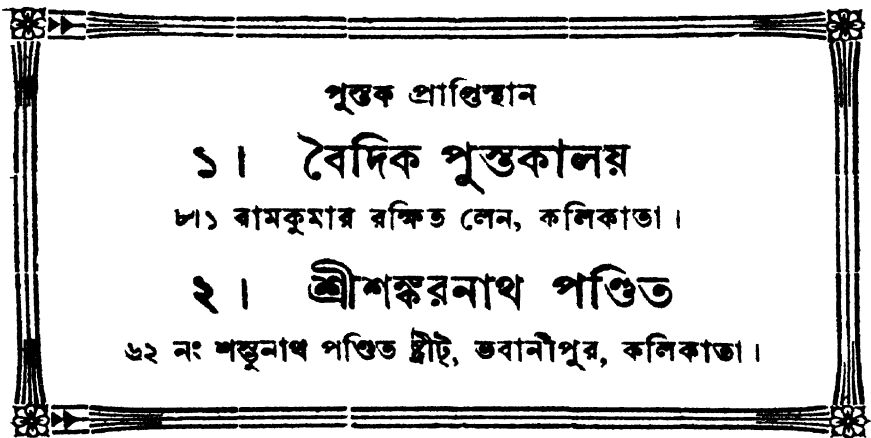
আর্য্যসমাজ

১৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

পুস্তক প্রাপ্তিস্থান

১। বৈদিক পুস্তকালয়

৮।১ রামকুমার রক্ষিত লেন, কলিকাতা।

২। শ্রীশঙ্করনাথ পণ্ডিত

৬২ নং শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট্, ভবানীপুর, কলিকাতা।

মুদ্রাকর

শ্রীভোলানাথ বসু

শ্রীধর্ম্ম প্রেস

১২ নং গোপীকৃষ্ণ পাল লেন, কলিকাতা।

সত্যার্থ প্রকাশ

মহর্ষি স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী

# মহর্ষি স্বামী দয়ানন্দের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

ভারতভূমির পশ্চিম উপকূলে কাটিওয়াড় প্রদেশ। কাটিওয়াড় অনেকগুলি ক্ষুদ্র বৃহৎ হিন্দুরাজ্যে বিভক্ত। সেই ক্ষুদ্র বৃহৎ হিন্দু রাজ্যগুলির মধ্যে মর্ব্বি একটি রাজ্য। দয়ানন্দ নিজে বলিয়াছেন ;—"আমি মর্ব্বি রাজার অধীন কোন নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছি।" তিনি সন্ন্যাসী ছিলেন বলিয়া যেমন জন্মস্থানের নাম বলিতেন না তেমনই, পিতামাতার নামও প্রকাশ করিতেন না। ১৮৮১ সম্বৎ [খৃঃ ১৮২৪] দয়ানন্দের জন্মাব্দ। দয়ানন্দের পিতা উদীচ্য ব্রাহ্মণ। তাঁহার পিতা ধনশালী এবং সম্ভ্রমশালী ব্যক্তি ছিলেন। অধিকন্তু দয়ানন্দের পিতা একজন ঘোরতর শৈব বলিয়াও প্রসিদ্ধ।

দয়ানন্দ বাল্যকাল হইতেই তীক্ষ্ণবুদ্ধি। এই হেতু চতুর্দ্দশ বৎসরে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই তিনি সমগ্র যজুর্ব্বেদ কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি বাল্যকাল হইতে যেমন তীক্ষ্ণবুদ্ধি, তেমনই তৎকাল হইতে সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ। তিনি ইচ্ছা করিলেই সংসারে থাকিয়া সকল প্রকার সাংসারিক সুখই উপভোগ করিতে পারিতেন কিন্তু, তিনি তাহা করিলেন না। যেহেতু, যে বৈরাগ্যের অনল তাঁহার অন্তরে অল্পে অল্পে প্রধূমিত হইতেছিল তাহা, ক্রমশঃ স্ফুলিঙ্গময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহাকে সাংসারিকতার সীমা হইতে দিন দিনই পৃথক্ করিয়া ফেলিতে লাগিল। একটি সহোদরার মৃত্যু এবং মৃত্যুকালীন তাহার অবর্ণনীয় যন্ত্রণাই দয়ানন্দের এই সংসার-বিরক্তির কারণ। এই সম্পর্কে তিনি নিজে বলিয়াছেন,—"আমার চারিদিকে যখন আত্মীয় স্বজনগণ ভগিনীর নিমিত্ত বিলাপ ও রোদন করিতেছিলেন, আমি তখন পাষাণনির্ম্মিত মূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চল ভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম যে, ইহ-সংসারে সকল মনুষ্যকেই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে সুতরাং, আমিও এক দিন মৃত্যুমুখে পতিত হইব। আমি ভাবিলাম, কোথায় গমন করিলে মৃত্যুযন্ত্রণা হইতে রক্ষা পাইব, এবং মুক্তির পথ দর্শন করিব। আমি সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া সঙ্কল্প করিলাম যে, যে কোন প্রকারেই হউক আমি, মুক্তির পথ আবিষ্কার পূর্ব্বক অবর্ণনীয় মৃত্যুক্লেশ হইতে নিজকে রক্ষা করিব।" এই সুমহৎ সঙ্কল্পে দয়ানন্দ ক্রমশঃ সুদৃঢ় হইয়া উঠিলেন, এবং একদিন সন্ধ্যাকালে সংসারের মায়া-মমতা চিরদিনের মত বিসর্জ্জন করিয়া মুক্তির পন্থা অন্বেষণে বাহির হইলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় একুশ বৎসর

দয়ানন্দ শুনিয়াছিলেন যে, মানুষ যোগবলে মুক্তি লাভ করিতে পারে। এই হেতু তিনি গৃহ হইতে বাহির হইয়াই যোগীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কয়েক স্থানে কয়েক জন যোগীর নিকটে যোগ-বিষয় কিছু কিছু শিক্ষা লাভ করিয়া, প্রায় দুই বৎসর পরে তিনি, নর্ম্মদা-তীরবর্ত্তী চাণোদ-কর্ণালিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি এই-

স্থানে আসিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন এবং সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া দয়ানন্দ সরস্বতী নামে প্রখ্যাত হইলেন। চাণোদ-কর্ণালির অদূরেই ব্যাসাশ্রম। ব্যাসাশ্রমের যোগানন্দ যোগবিশারদ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। এই নিমিত্ত তিনি যোগানন্দের নিকটে যাইয়া যোগাভ্যাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু, তাহাতে দয়ানন্দের তৃপ্তি হইল না। তিনি যোগমার্গের উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে উঠিবার জন্য অভিলাষী হইলেন। তদনুসারে নর্ম্মদাতট পরিত্যাগ পূর্ব্বক তিনি ভারতের অপরাপর স্থান ভ্রমণে বাহির হইলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে, কিছু দিন পরে, তিনি উত্তরাখাণ্ডের হিমভূমিতে আসিয়া পৌঁছিলেন। এই সময়ে দয়ানন্দের চিত্তে যোগ-জিজ্ঞাসা এতই প্রবলা হইয়া উঠিয়াছিল যে, তিনি যে স্থানে কোন যোগীপুরুষের সন্ধান পাইতেন, শত ক্লেশ স্বীকার করিয়াও সেই স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইতেন। এই কারণ, কখন অখিমঠে, কখন যোশিমঠে, কখন তুঙ্গনাথের তুঙ্গশৃঙ্গে, কখন বা অলকনন্দার চির-তুষারাবৃত তটভূমিতে যাইয়া তিনি, যোগসিদ্ধ মহাত্মাদিগের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তিনি ইহার জন্য শারীরিক ক্লেশ সহ্য করিতে ক্রুটি করিলেন না। তিনি এই উদ্দেশ্যে দুর্গম পথ, দুর্ভেদ্য অরণ্য, দুরারোহ পর্ব্বত, তুষারাময় শৈলশৃঙ্গ, শ্বাপদসঙ্কুল বনভূমি সকল অতিক্রম করিতে অনুমাত্রও বিচলিত হইলেন না। দয়ানন্দ এই একই উদ্দেশ্যে এক একটি করিয়া এগারটি বৎসর ক্ষেপণ করিলেন। কিন্তু তথাপি স্বীয় অভীষ্ট বস্তু লাভ করিতে পারিলেন না। সুতরাং দয়ানন্দ তখন অতৃপ্ত চিত্তে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এমত সময়ে ঘটনাক্রমে মথুরাবাসী এক মহাত্মার সন্ধান পাইয়া তিনি অবিলম্বে মথুরার অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

মথুরাবাসী সেই মহাত্মার নাম বিরজানন্দ স্বামী। বিরজানন্দ চক্ষুহীন বলিয়া প্রজ্ঞাচক্ষু নামে অভিহিত হইতেন। বস্তুতই তিনি প্রজ্ঞাচক্ষু ছিলেন। বিরজানন্দের পাণ্ডিত্য, বিরজানন্দের প্রতিভা, বিরজানন্দের শাস্ত্রদর্শিতা, বিরজানন্দের বাক্‌পটুতা সমস্তই অদ্ভুত ছিল। পঞ্চম বৎসর বয়ঃক্রমের সময় দুই চক্ষু হীন হইয়া পড়িলেও সমগ্র শাস্ত্র বিরজানন্দের জিহ্বাগ্রে নৃত্য করিত। বিরজানন্দের সম্বন্ধে এই স্থলে আর একটি কথা উল্লেখযোগ্য। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন যে, যাহা ঋষি-প্রণীত গ্রন্থ তাহা থাকুক, আর যাহা মনুষ্যপ্রণীত তাহা বিলুপ্ত হইয়া যাউক। এই হেতু তিনি বেদাদি আর্ষগ্রন্থ, এবং বেদোক্ত ধর্ম্মকেই স্বীয় হৃদয়ের সর্ব্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন, এবং বৈদিক ধর্ম্মের পুনরুদ্দীপনা-রূপ মহাসঙ্কল্প অন্তরে লইয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি জরাজীর্ণ হইয়া পড়িলেও, বৈদিক ধর্ম্মের জয়পতাকা স্কন্ধে লইয়া বসিয়াছিলেন, এবং কাহার স্কন্ধে সেই পতাকা অর্পণ করিয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হইবেন এই চিন্তাতেই, দিনের পর দিন অতিবাহিত করিতেছিলেন। এমত সময় দয়ানন্দ উপস্থিত হইয়া দণ্ডবৎ করিলেন।

দয়ানন্দ জ্ঞান-শিক্ষার্থী। সুতরাং, শিক্ষার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, বিরজানন্দ অপরকে যাহা বলিতেন দয়ানন্দকেও, তাহাই বলিলেন। তিনি বলিলেন,—"তুমি একাল পর্য্যন্ত যাহা কিছু অধ্যয়ন করিয়াছ তৎসমুদয় ভুলিয়া যাও। তোমার নিকট যদি কোন মনুষ্যপ্রণীত গ্রন্থ থাকে তবে, তাহা যমুনার জলপ্রবাহে ফেলিয়া আইস; যেহেতু মনুষ্যপ্রণীত গ্রন্থের আলোক তোমার হৃদয়ে যত দিন প্রতিভাত থাকিবে, আর্ষগ্রন্থের আলোক তত দিন কিছুতেই প্রতিভাত হইবে না"। দয়ানন্দ তাহাই করিলেন, এবং বিরজানন্দের পাদমূলে উপবিষ্ট হইয়া নূতন ভাবে ও নূতন প্রণালীতে শিক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি পাণিনি-সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া মহাভাষ্য এবং নিরুক্ত প্রভৃতি আর্ষগ্রন্থগুলি একে একে অধ্যয়ন করিলেন। আর্ষগ্রন্থমালার আলোচনায় দয়ানন্দের চিত্তে একটি নূতন আলোকের সঞ্চার হইল, যে আলোক তিনি ইতঃপূর্ব্বে এত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াও প্রাপ্ত হন নাই। সে আলোক তখন তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে তৃপ্তচিত্ত না করিলেও, তিনি স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলেন যে, সেই আলোকের সাহায্যেই তিনি তাঁহার কাঙ্ক্ষিত বস্তু ক্রমে লাভ করিতে পারিবেন। শিক্ষা-সমাপ্তির পর দয়ানন্দ বিদায়প্রার্থী হইলেন। বিদায় কালে বিরজানন্দ প্রিয়তম শিষ্যকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং আশীর্ব্বাদের পর বলিলেন,—"তোমাকে আমার নিকটে একটি প্রতিশ্রুতি করিয়া যাইতে হইবে।" দয়ানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি প্রতিশ্রুতি, খুলিয়া বলুন ?" বিরজানন্দ বলিলেন—"তুমি যত দিন জীবিত থাকিবে, আর্য্যাবর্ত্তে বৈদিক ধর্ম্মের পুনঃ-প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত ততদিন বদ্ধপরিকর হইয়া রহিবে।" দয়ানন্দ "তথাস্তু" বলিয়া বিদায় লইলেন।

অতঃপর তিনি মথুরা হইতে আগ্রায় আসিয়া কিছুদিন অবস্থিতি করিলেন। আগ্রা হইতে গোয়ালিয়ার, জয়পুর ও আজমীর প্রভৃতি নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া নানা সম্প্রদায়ের সহিত তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন ও সকল সম্প্রদায়ের নিকটেই বেদোক্ত ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিলেন। পরিশেষে ১৯২৪ সম্বতের [ খ্রীঃ ১৮৬৭ ] কুম্ভে আসিলেন, এবং হরিদ্বারের উচ্চতর ভূমির উপরে দণ্ডায়মান হইয়া বৈদিক ধর্ম্মের বিজয়ডঙ্কা বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। সেই নাদে অনেকেই চমকিত হইয়া উঠিলেন, যাহা শুনিয়া দণ্ডী, পরমহংস এবং পরিব্রাজকগণ পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন,—"এ আবার কি ! এ আবার কে !" ফলতঃ সেই ক্ষণ হইতেই দয়ানন্দ-দিবাকর প্রকটিত হইতে আরম্ভ করিলেন।

কিছুদিন পরে, হরিদ্বারের উচ্চভূমি হইতে অবতরণ করিয়া, গঙ্গাপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে বৈদিক ধর্ম্মের প্রবাহকে প্রসারিত করিবার উদ্দেশে, তিনি অনুগাঙ্গ প্রদেশের নগর ও জনপদ সমূহ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। তিনি গড়মুক্তেশ্বর হইতে কাম্পিল, কাম্পিল

হইতে ফরাক্কাবাদ, এবং ফরাক্কাবাদ হইতে কানপুর ও প্রয়াগ হইয়া বারাণসীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বারাণসীতেও বৈদিক ধর্ম্মের বিজয়নিশান উড্ডীন হইল। দয়ানন্দ কাশীর বক্ষের উপরে দাড়াইয়া উচ্চনাদে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে—"শাক্ত-শৈবাদি সাম্প্রদায়িক মত বেদবিরুদ্ধ, তিলক-ত্রিপুণ্ড্রাদি-ধারণ বেদ বিরুদ্ধ, এবং পাষাণাদি মূর্ত্তিপূজনও বেদবিরুদ্ধ।" এই ঘোষণা শুনিয়া কাশীর লোকে কোলাহল তুলিল। দয়ানন্দকে পরাভূত করিবার উদ্দেশে অচিরে এক মহাসভার অধিবেশন হইল। মহাসভার মহাব্যাপার দেখিবার নিমিত্ত আনন্দবাগের অভিমুখে জনস্রোত ছুটিতে লাগিল। কাশীরাজ স্বর্গীয় ঈশ্বরীপ্রসাদ নারায়ণ মহাসভার অধিনায়ক হইলেন। স্বামী বিশুদ্ধানন্দ ও পণ্ডিত বলশাস্ত্রী প্রভৃতি মহারথ গণ সমাগত পণ্ডিতবৃন্দের প্রতিনিধি হইয়া দয়ানন্দের সঙ্গে শাস্ত্র-সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। সংগ্রামে দয়ানন্দের পক্ষ অপরাজিত হইয়া রহিল। কাশীর অতিরথ ও মহারথগণ একত্র হইয়াও ইহা প্রতিপন্ন করিতে পারিলেন না যে, পাষাণাদি মূর্ত্তিপূজন বেদানুমোদিত। তখন পণ্ডিতগণ মিছামিছি একটা কোলাহল তুলিয়া বলিতে লাগিলেন—"দয়ানন্দ পরাজিত হইয়াছেন।" সে কোলাহলে কেবল কাশীর কলঙ্কই প্রকাশ পাইল। সেই শাস্ত্র-সংগ্রামে কাশী কাঁপিয়া উঠিল, এবং সেই কম্পন-স্রোত চতুর্দ্দিকে গড়াইয়া পড়িয়া সমগ্র ভারতকে কাঁপাইয়া তুলিল। দয়ানন্দের নাম তখন ভারতের গ্রামে গ্রামে প্রচারিত হইয়া পড়িল। ইহার পর দয়ানন্দ বিহারে গমন করিলেন, বঙ্গদেশে আসিলেন, মান্দ্রাজ ভিন্ন ভারতের প্রায় সমস্ত বিভাগেই পরিভ্রমণ পূর্ব্বক বৈদিক ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। তিনি কি বোম্বাই কি রাজপুতানা, কি পঞ্জাব, যে স্থানেই যাইলেন, সেই স্থানের পণ্ডিতদিগকেই বিচার যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। "মূর্ত্তিপূজা বেদ-প্রতিপাদিত নহে সুতরাং উহা মিথ্যা" এই কথা, একাকী এক সহস্র হইয়া আর্য্যাবর্ত্তের চতুর্দ্দিকে প্রচার করিতে লাগিলেন। দীপ্যমান অগ্নিশিখা যেমন সহজে নির্ব্বাপিত হয় না, প্রচণ্ড নদী-প্রবাহকে যেমন সহজে রোধ করা যায় না, দয়ানন্দের প্রতাপও তেমনই নির্ব্বাপিত হইল না; এজন্য তাঁহার গতিও তেমনি রুদ্ধ হইয়া পড়িল না। এতদ্ভিন্ন তিনি স্থানে স্থানে বৈদিক পাঠশালা স্থাপিত করিলেন। আর্য্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া বৈদিক ধর্ম্ম প্রচারের পথ খুলিয়া দিলেন। গবাদি পশুর উন্নতির জন্য গো-কৃষ্যাদি-রক্ষিণী সভার সূচনা করিলেন, এবং এইরূপে আর্য্যাবর্ত্তের অশেষ হিতসাধক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের [১৯৪০ সম্বৎ] ৩০ শে অক্টোবর দীপাবলীর দিবসে ভারতের সমস্ত দীপমালাকে নির্ব্বাপিত করিয়া দয়ানন্দ ইহলোক হইতে অবসৃত হইলেন।

---

# সূচিপত্রং।

## ১২শ সমুল্লাসঃ





## ১৩শ সমুল্লাসঃ



## ১৪শ সমুল্লাসঃ

# প্রমাণসূচী।

## অ

# বিশেষ দ্রষ্টব্য।

## পৃষ্ঠা সংখ্যায় ভুল।

পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৮৩ হইতে ৩০৪ পর্য্যন্ত ভুল ছাপা হইয়াছে, অতএব পাঠকগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক পৃষ্ঠা সংখ্যা হাতে লিখিয়া ঠিক করিয়া লইবেন।

বিনীত
প্রকাশক

ওঁ

সচ্চিদানন্দেশ্বরায় নমো নমঃ

# ভূমিকা

যে সময়ে আমি এই সত্যার্থপ্রকাশ নামক গ্রন্থ রচনা করি, সেই সময়ে এবং তাহার পূর্ব্বেও সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন করিতাম এবং পঠন পাঠনেও সংস্কৃত ব্যবহার করিতাম। তদ্ব্যতীত আমার মাতৃভাষা গুজরাটী হওয়াতে এবং হিন্দীভাষা বিশেষ জানিতাম না বলিয়া এই পুস্তকের ভাষা অশুদ্ধ রহিয়া গিয়াছিল ; এক্ষণে হিন্দী ভাষায় কথোপকথন করায় এবং রচনা করার অভ্যাস হইয়াছে। এই হেতু ব্যাকরণানুসারে এই পুস্তকের ভাষা সংশুদ্ধ করিয়া দ্বিতীয়বার মুদ্রিত করা গেল। কোন কোন স্থলে শব্দ, বাক্য এবং রচনার প্রভেদ হইয়াছে। উক্তরূপ প্রভেদ প্রয়োজনীয় ( উচিত ) বোধ হইয়াছে কারণ তদ্ব্যতিরেকে ভাষার প্রণালী পরিশোধন করা কঠিন হইত। কিন্তু অর্থবিষয়ে প্রভেদ করা হয় নাই ; বরং বিশেষ করিয়া পূর্ব্বোক্ত অর্থ বিস্তৃত করিয়া লিখিত হইয়াছে। প্রথম মুদ্রাঙ্কণকালে যে সকল ভ্রম প্রমাদ ছিল তৎসমস্ত নিষ্কাসিত ও পরিশুদ্ধ করিয়া উপযুক্ত রূপে পরিবর্ত্তিত করা গিয়াছে।

এই পুস্তক চতুর্দ্দশ সমুল্লাসে অর্থাৎ চতুর্দ্দশ বিভাগে রচিত হইয়াছে। উহার মধ্যে প্রথম দশ সমুল্লাসে পূর্ব্বার্দ্ধ এবং পরে আর চারি সমুল্লাসে উত্তরার্দ্ধ রচিত হইয়াছে ; শেষের দুই সমুল্লাস এবং তৎপরবর্ত্তী স্বসিদ্ধান্তপ্রকাশ কোন বিশেষ কারণবশতঃ প্রথমতঃ মুদ্রিত করিতে পারি নাই। এক্ষণে উহাও মুদ্রিত হইল।

প্রথম সমুল্লাস———ওঙ্কারাদি নামের ব্যাখ্যা।

দ্বিতীয় সমুল্লাস———সন্তানদিগের শিক্ষা।

তৃতীয় সমুল্লাস———ব্রহ্মচর্য্য, পঠন পাঠন ব্যবস্থা, সত্যাসত্য গ্রন্থের নাম এবং পাঠের রীতি।

চতুর্থ সমুল্লাস——বিবাহ এবং গৃহাশ্রমের ব্যবহার।

পঞ্চম সমুল্লাস——বানপ্রস্থ এবং সংন্যাসাশ্রম বিধি।

চতুর্দ্দশ সমুল্লাসের শেষে আর্য্যদিগের সনাতন বেদবিহিত মতের বিশেষ ব্যাখ্যা লিখিত হইয়াছে। এই মত আমি যথাবৎ বিশ্বাস করিয়া থাকি।

সত্য অর্থ প্রকাশ করাই, আমার এই গ্রন্থ রচনা করিবার মুখ্য প্রয়োজন। সত্যকে সত্য বলিয়া প্রতিপাদন করা এবং মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপাদন করাকেই সত্য অর্থ প্রকাশ করা বুঝিতে হইবে। সত্যকে অসত্য বলিয়া প্রকাশ করা অথবা অসত্যকে সত্য বলিয়া প্রকাশ করা সত্যার্থ প্রকাশ করা নহে। যে পদার্থ যেরূপ তাহাকে তদ্রূপ বলা, লেখা এবং বিশ্বাস করাকেই সত্য প্রকাশ বলে। যে সকল লোক পক্ষপাতী হয়, তাহারা আপনাদিগের অসত্যকেও সত্য বলিয়া এবং বিশ্বাসী মতাবলম্বী দিগের সত্যকেও অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন এবং সেই জন্য তাঁহারা সত্যমত প্রাপ্ত হইতে পারেন না। এই জন্য সর্ব্বসাধারণের সম্মুখে সত্যাসত্যের স্বরূপ সমর্পিত করিয়া দেওয়াই, বিদ্বান ও আপ্তলোকদিগের মুখ্য কর্ত্তব্য। তাহা হইলে লোকে নিজদিগের হিতাহিত বুঝিয়া সত্যার্থের গ্রহণ ও মিথ্যার্থের পরিত্যাগ করিয়া, সর্ব্বদা আনন্দে কালযাপন করিতে পারেন। মনুষ্যের আত্মা সত্যার্থের জ্ঞাতা হইলেও নিজ নিজ স্বার্থ সাধনের জন্য দুরাগ্রহ ও নির্ব্বন্ধ বশতঃ অথবা অবিদ্যাদোষ বশতঃ, সত্য পরিত্যাগ করিয়া কখন কখন অসত্যের দিকে ধাবমান হয়। পরন্তু এই গ্রন্থে এরূপ অসত্যপরতা প্রকটিত হয় নাই। কাহাকেও মনোদুঃখ দেওয়া বা কাহারও হানি করা এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য নহে। যাহাতে মনুষ্যজাতির উন্নতি এবং উপকার হয়, যাহাতে মনুষ্যগণ সত্যাসত্য জানিয়া সত্যের গ্রহণ ও অসত্য পরিহার করিতে সমর্থ হয়েন তাহারই, উপদেশ করা এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য। কারণ সত্যোপদেশ ব্যতিরেকে মনুষ্যজাতির উন্নতির কারণ আর কিছুই হইতে পারে না।

এই গ্রন্থের যদি কোন কোন স্থলে ভ্রমপ্রমাদ বিষয়ে বা মুদ্রাঙ্কণে অশুদ্ধি থাকে উহা, জানিতে পারিলে বা কেহ উহা জানাইয়া দিলে, সত্যজ্ঞান অনুসারে উহার

পরিবর্ত্তন করা যাইবে। যদি কেহ পক্ষপাত বশতঃ প্রকারান্তরে এই পুস্তকোক্ত কথার খণ্ডন অথবা মণ্ডন করেন, তাঁহার কথায় কর্ণপাত করা যাইবে না। অবশ্য যদি কেহ মনুষ্যমাত্রেরই হিতৈষী হইয়া কোন বিষয় বা মত প্রকাশিত করেন, উহা সত্য বিবেচিত হইলে সংগ্রহ করা যাইবে। আজকাল প্রত্যেক সম্প্রদায়ে অনেক বিদ্বান্ লোক আছেন, ইহাঁরা যদি পক্ষপাত ত্যাগ করিয়া সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত অর্থাৎ যে সকল মত সকলের অনুকূল এবং সকল প্রকারে সত্য তাহারই শ্রবণ এবং যে সকল মত পরস্পর বিরুদ্ধ তাহার পরিহার করিয়া সকলে পরস্পর প্রীতিপূর্ব্বক ব্যবহার করেন এবং অপরকে তদনুসারে ব্যবহার করিতে উপদেশ করেন, তাহা হইলে জগতের পূর্ণ হিত সম্পাদিত হয়। কারণ বিদ্বান্‌দিগের বিরোধ হইতেই, অবিদ্বান্ দিগের বিরোধ বর্দ্ধিত হইয়া, নানাবিধ দুঃখের বৃদ্ধি এবং সুখের হানি হইয়া থাকে। স্বার্থপর লোকে এইরূপ সাধারণ হানিতে প্রীত হয় এবং এই হানিই সকল লোকদিগকে দুঃখসাগরে নিমগ্ন করিয়া রাখিয়াছে। যখন মহাত্মাগণ সার্ব্বজনিক মঙ্গল লক্ষ্য করিয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন তখন স্বার্থপর-লোকেরা তাঁহাদিগের সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হইয়া নানা প্রকার বিঘ্ন উৎপাদন করে। কিন্তু কথিত আছে যে "সত্যমেব জয়তে নানৃতং, সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।" অর্থাৎ "সর্ব্বদা সত্যের জয়। অসত্যের পরাজয় এবং সত্য হইতেই বিদ্বান্‌দিগের পথ বিস্তৃত হইয়া থাকে"। এই দৃঢ়নিশ্চয় বশতঃ আপ্তলোকে কখন পরোপকার করিতে ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন না অথবা, সত্যার্থ প্রকাশ করিতে কখন নিবৃত্ত হয়েন না। "যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্" এই গীতোক্ত বচন নিশ্চিত সত্য। ইহার অভিপ্রায় এই যে বিদ্যাভ্যাস এবং ধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান, প্রথম আরম্ভ সময়ে বিষতুল্য ক্লেশপ্রদ বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু উহা পরিণামে অমৃততুল্য সুখপ্রদ হইয়া থাকে। এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া আমি এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছি। শ্রোতৃবর্গ অথবা পাঠকগণ, প্রীতি পূর্ব্বক এই গ্রন্থ প্রথমতঃ শ্রবণ ও দর্শন করিয়া ইহার যথার্থ তাৎপর্য্য অবধারণ করিলেই যথেষ্ট মনে করা যাইবে। এই গ্রন্থের অভিপ্রায়ানুসারে সমগ্র ধর্ম্মমতানুসারে যাহা যাহা অবিরুদ্ধ এবং সত্য বলিয়া বোধ হইয়াছে তাহা, অবিরুদ্ধ বোধে স্বীকার করা হইয়াছে এবং যাহা যাহা ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মমত মধ্যে মিথ্যা বিষয় বলিয়া বোধ হইয়াছে তাহার খণ্ডন করা হইয়াছে। গ্রন্থের অভিপ্রায় অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম মতের গোপনীয় অথবা প্রকাশিত অসৎ ব্যাপার সকল প্রকটিত করতঃ, বিদ্বান্ এবং অবিদ্বান্ সর্ব্বসাধারণ লোকের সম্মুখে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। আশা করা যায় যে সকল লোকে এই সমস্ত বিষয় বিচার করিয়া এবং পরস্পর প্রেমাবদ্ধ হইয়া এক সত্যমতস্থ হইবেন। যদিও আমি এই আর্য্যাবর্ত্ত দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং

এই স্থানে বাস করিতেছি তথাপি, এই দেশের ভিন্ন ভিন্ন মতমতান্তরের প্রতি পক্ষপাতী না হইয়া, সমস্ত দেশীয় ধর্ম্মমতের মিথ্যা মত সম্বন্ধে যথার্থ সত্য প্রকটিত করিতে সাহসী হইয়াছি। দূর দেশস্থ ধর্ম্মসংস্কারক এবং সামান্যতঃ যাবতীয় সংস্কারকদিগের সহিত আমার সহানুভূতি আছে। মনুষ্য মাত্রেরই উন্নতি সম্বন্ধে আমার স্বদেশবাসীদিগের সহিত যেরূপ, বৈদেশিকদিগেরও সহিত তাদৃশ সহানুভূতি আছে। সমস্ত সজ্জন লোকেরই এইরূপ আচরণ করা উচিত। আমি কোন মতবিশেষের পক্ষপাতী হইলে, আজ কাল যেরূপ কেহ কেহ স্ব স্ব ধর্ম্মমতের প্রশংসা, সমর্থন ও প্রচার করেন, এবং অন্যমতের নিন্দা হানি এবং নিবারণ করিতে তৎপর হয়েন, আমিও তদ্রূপ করিতাম। কিন্তু এরূপ করা মনুষ্যত্বের বহির্ভূত। বলবান্ পশু দুর্ব্বল পশুকে ক্লেশ দেয় এবং বিনাশও করিয়া থাকে। মানবদেহ লাভ করিয়া যদি কেহ তদ্রূপ কার্য্য করেন তবে, তিনি মনুষ্য স্বভাব যুক্ত না হইয়া পশুবৎ হইয়া উঠেন। মনুষ্য তাঁহাকে বলা যায় যিনি, বলবান্ হইয়া দুর্ব্বলের রক্ষা করেন। যিনি স্বার্থপরবশ হইয়া কেবল পরের হানি করিতে তৎপর হয়েন তাঁহাকে পশুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া মনে করিতে হইবে। আর্য্যাবর্ত্তীয় ধর্ম্মমত বিষয়ে একাদশ সমুল্লাস পর্য্যন্ত লেখা হইয়াছে। এই কয় সমুল্লাস মধ্যে যে সকল সত্যমত প্রকাশিত করা হইয়াছে তৎসমস্ত বেদোক্ত বলিয়া আমার সর্ব্বথা মন্তব্য এবং নব্য পুরাণ ও তন্ত্রাদি গ্রন্থোক্ত যে সকল মতের খণ্ডন করা হইয়াছে তৎসমস্ত আমার পরিত্যাজ্য। দ্বাদশ সমুল্লাসে চার্ব্বাকের মত প্রকাশিত করা হইয়াছে। যদ্যপি এক্ষণে চার্ব্বাকের মত লুপ্তপ্রায় হইয়াছে তথাপি চার্ব্বাকের বৌদ্ধ ও জৈন দিগের সহিত অনীশ্বরবাদাদি বিষয় বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে বলিয়া এবং চার্ব্বাক নাস্তিকদিগের মধ্যে প্রধান বলিয়া তাহার, চেষ্টা রোধ করা প্রয়োজনীয়। কারণ মিথ্যা মতের রোধ না করিলে, সংসারে অতিশয় অনর্থ বিস্তৃত হইয়া পড়ে। চার্ব্বাকের এবং বৌদ্ধ ও জৈন দিগের মত সকল দ্বাদশ সমুল্লাসে সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। বৌদ্ধ এবং জৈন দিগের মতের সহিত চার্ব্বাকের মতের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে এবং কিছু কিছু বিরোধও আছে। জৈনগণেরও অনেকাংশে চার্ব্বাক এবং বৌদ্ধদিগের সহিত ঐক্যমত আছে এবং কোন কোন বিষয়ে প্রভেদও আছে। এইজন্য জৈনদিগকে ভিন্ন শাখা বলিয়া গণনা করা যায়; ইহাও দ্বাদশ সমুল্লাসে সূচিত হইয়াছে। উক্ত দ্বাদশ সমুল্লাসে বৌদ্ধ ও জৈন মত এবং উহাদিগের প্রভেদ যথাসাধ্য লিখিত হইয়াছে। বৌদ্ধদিগের মত দীপবংশাদি প্রচীন গ্রন্থ সমূহে, বৌদ্ধ মত সংগ্রহে, এবং সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে প্রকাশিত আছে এবং তাহা হইতে এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। জৈনদিগের নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত পুস্তক আছে। উহার মধ্যে ১ আবশ্যক সূত্র, ২ বিশেষ

আবশ্যক সূত্র, ৩ দশবৈকালিক সূত্র, এবং ৪ পাক্ষিক সূত্র, এই চারি মূলসূত্র আছে। ১ আচারাঙ্গ সূত্র, ২ সুগড়াঙ্গ সূত্র, ৩ থানাঙ্গ সূত্র, ৪ সমবায়াঙ্গ সূত্র; ৫ ভগবতী সূত্র, ৬ জ্ঞাতাধর্ম্মকথা সূত্র, ৭ উপাশকদশা সূত্র, ৮ অন্তগড়দশা সূত্র, ৯ অনুত্তরোববাই সূত্র, ১০ বিপাক সূত্র, এবং ১১ প্রশ্ন ব্যাকরণ সূত্র এই একাদশ অঙ্গ আছে। ১ উপবাই সূত্র, ২ রায়পসেনী সূত্র, ৩ জীবাভিগম সূত্র, ৪ পন্নবণাসূত্র, ৫ জম্বুদ্বীপপন্নতী সূত্র, ৬ চন্দপন্নতী সূত্র, ৭ সূরোপন্নতী সূত্র, ৮ নিরিয়াবলী সূত্র, ৯ কপ্পিয়া সূত্র, ১০ কপবড়ীসয়া সূত্র, ১১ পুপ্পিয়া সূত্র, এবং ১২ পুপ্পিয়চুলিয়া সূত্র, এই দ্বাদশ উপাঙ্গ আছে। ১ উত্তরাধ্যয়ন সূত্র, ২ নিশীথ সূত্র, ৩ কল্প সূত্র, ৪ ব্যবহার সূত্র, এবং ৫ যতিকল্প সূত্র এই পাঁচ কল্প সূত্র আছে। ১ মহানিশীথ বৃহদবচনা সূত্র, ২ মহানিশীথলঘুবাচনা সূত্র, ৩ মধ্যমবাচনা সূত্র, ৪ পিণ্ডনিরুক্তি সূত্র, ৫ ওঘনিরুক্তি সূত্র এবং ৬ পর্য্যষণা সূত্র এই ছয় ছেদগ্রন্থ আছে। ১ চতুস্মরণ সূত্র, ২ পচ্চখান সূত্র, ৩ তন্দুলবৈরালিক সূত্র, ৪ ভক্তিপরিজ্ঞান সূত্র, ৫ মহাপ্রত্যাখ্যান সূত্র, ৬ চন্দাবিজয় সূত্র, ৭ গণীবিজয় সূত্র, ৮ মরণসমাধি সূত্র, ৯ দেবেন্দ্র স্তবন সূত্র, এবং ১০ সংসার সূত্র, এই দশ পয়ন্না সূত্র আছে। তদ্ব্যতীত এবং নন্দী-যোগোদ্ধার সূত্র, ও প্রামাণিক বলিয়া গণনীয় হইয়া থাকে। ১ পূর্ব্ব গ্রন্থ সমূহের টীকা, ২ নিরুক্তি, ৩ চরণী, ৪ ভাষ্য, এই চার অবয়ব গ্রন্থ এবং সমস্ত মূল গ্রন্থ মিলিয়া পঞ্চাঙ্গ কথিত হইয়া থাকে। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে ঢুণ্ডিয়াগণ অবয়ব দিগকে বিশ্বাস করেন না। জৈনগণ এই সকল গ্রন্থ ব্যতীত অনেক অন্য গ্রন্থেরও প্রামাণিকতা বিশ্বাস করেন। দ্বাদশ সমুল্লাসে ইহাঁদিগের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে বিশেষ বিচার লিখিত হইয়াছে, তাহা পাঠক-গণ দেখিতে পাইবেন। জৈনদিগের গ্রন্থে লক্ষ লক্ষ পুনরুক্তি দোষ আছে। উহাদিগের এরূপও স্বভাব আছে যে, আপনাদিগের কোন গ্রন্থ অন্য মতাবলম্বীর হস্তে পতিত হইলে অথবা মুদ্রিত হইলে তাঁহারা, তত্তৎ গ্রন্থ অপ্রামাণিক বলিয়া থাকেন। কিন্তু উহাঁদিগেব তাদৃশ উক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা। কারণ জৈনদিগের মধ্যে ব্যক্তি বিশেষ কোন পুস্তকের প্রমাণ স্বীকার করিলে অন্য ব্যক্তি বিশেষ উহার প্রামাণিকতা অস্বীকার করিলেও উহা, জৈন-মতের বহির্ভূত হইতে পারে না। অবশ্য যে পুস্তক জৈনদিগের মধ্যে কেহই প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করেন না এবং কখন কোন জৈন স্বীকার করেন নাই তাহা, অগ্রাহ্য হইতে পারে। পরন্তু এমন কোন জৈনগ্রন্থ নাই যাহার প্রামাণিকতা জৈনদিগের মধ্যে কেহ না কেহ স্বীকার করেন না। অতএব এ স্থলে যে যে গ্রন্থের মতের খণ্ডন বা মণ্ডন করা হই-য়াছে তাহা, তত্তৎ গ্রন্থের উপর শ্রদ্ধাবিশিষ্ট জৈনদিগেরই জন্য করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। পরন্তু এমন অনেক জৈন আছেন যাঁহারা কোন গ্রন্থ জানিয়া এবং তাহা প্রমাণ বলিয়া বিশ্বাস করিয়া ও সভা সংবাদ স্থলে আপনাদিগের মত পরিবর্ত্তন করেন। এই কারণ বশতঃ জৈনগণ আপনাদিগের গ্রন্থ সকল লুকাইয়া রাখেন, অন্য মতাবলম্বীদিগকে

দেন না এবং শ্রাবণ বা অধ্যাপন করান না। তাহার কারণ উক্ত গ্রন্থ সকল এতাদৃশ অসম্ভব কথায় পরিপূর্ণ যে, জৈনদিগের মধ্যে কেহই তাহার ব্যাখ্যা ও কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। তাদৃশ মত পরিত্যাগ করাই উক্তরূপ মতের প্রকৃত প্রত্যুত্তর।

ত্রয়োদশ সমুল্লাসে খৃষ্টীয়দিগের মত লিখিত হইয়াছে। ইঁহারা বাইবেলকে আপনাদিগের ধর্ম্মপুস্তক বলিয়া থাকেন। ইঁহাদিগের মত বিষয়ে বিশেষ বিচার উক্ত ত্রয়োদশ সমুল্লাসে দেখিতে হইবে। চতুর্দ্দশ সমুল্লাসে মুসলমান মত বিষয় লিখিত হইয়াছে। ইঁহারা কোরাণকে আপনাদিগের মতের মূলপুস্তক বলিয়া বিশ্বাস করেন। ইঁহাদিগের মত সম্বন্ধে বিশেষ বিচার. উক্ত চতুর্দ্দশ সমুল্লাসে দেখিতে হইবে। চতুর্দ্দশ সমুল্লাসের শেষভাগে বৈদিক মত বিষয় লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকর্ত্তার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ ভাবে এই গ্রন্থ পাঠ করিলে কেহই এই গ্রন্থের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিবেন না। কারণ বাক্যার্থ বোধের. আকাঙ্ক্ষা. যোগ্যতা. আসত্তি এবং তাৎপর্য্য এই চারিটি কারণ আছে। এই চারিটী কারণের উপর মনোযোগ দিয়া যদি কেহ কোন গ্রন্থ পাঠ করেন তবেই তাহারা যথাসাধ্য গ্রন্থের অভিপ্রায় অবগত হইয়া থাকেন। "আকাঙ্ক্ষা" অর্থাৎ কোন বিষয়বিশেষে বক্তার এবং বাক্যস্থ পদের পরস্পর আকাঙ্ক্ষা হইয়া থাকে। যাহা দ্বারা বা যেরূপে কোন বিষয় সিদ্ধ হইতে পারে তাহাকে যোগ্যতা কহে। যেমন জল দ্বারা সিঞ্চন করা। যে পদের সহিত যে পদের সম্বন্ধ আছে সেই পদ সেই পদের নিকট উচ্চারণ করা বা সন্নিবেশিত করাকে আসত্তি কহে। যে অভিপ্রায়ে বক্তা কোন শব্দ উচ্চারণ করিয়াছেন বা লিখিয়াছেন, সেই অভিপ্রায়ের সহিত তাঁহার লিখিত বা উচ্চারিত বাক্য সংযোজিত করাকে তাৎপর্য্য কহে। এরূপ অনেক বিকৃত ও দুরাগ্রহ বিশিষ্ট লোক আছেন, যাঁহারা বক্তার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ কল্পনা করিয়া থাকেন। বিশিষ্ট ধর্ম্মমতাবলম্বিগণই বিশেষতঃ এইরূপ করিয়া থাকেন। কারণ নিজ নিজ ধর্ম্মমতের আগ্রহ বশতঃ, তাঁহাদিগের বুদ্ধি অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া নষ্ট হইয়া যায়। আমি পুরাণাদি, জৈনগ্রন্থ সকল, বাইবেল এবং কোরাণ প্রথম হইতেই বিরুদ্ধ দৃষ্টিতে পাঠ করি নাই। উক্ত গ্রন্থ সমূহে কথিত শ্রেষ্ঠ মতের গ্রহণ এবং দুষ্ট মতের পরিত্যাগ করিয়া আমি সর্ব্বসাধারণ মনুষ্য জাতির উন্নতির জন্য প্রযত্ন করিতেছি। এইরূপ সকল লোকেরই প্রযত্ন করা উচিত। উপর্য্যুক্ত ধর্ম্মসমূহের কয়েকটী দোষই প্রকাশিত করা হইয়াছে। আশা করি উহা দেখিয়া মনুষ্যগণ সত্যাসত্য মত নির্ণয় করিয়া সত্যের গ্রহণ এবং অসত্যের পরিহার করিতে এবং অন্যকে তাদৃশ শিক্ষা দিতে সমর্থ হইবেন। মনুষ্যদিগের মধ্যে কাহাকেও প্রতারণা করতঃ বিরুদ্ধ বুদ্ধি উৎপাদন করিয়া, একজনকে অপরের শত্রু করা এবং পরস্পরের ভিতর কলহ বা হত্যাকাণ্ড বিস্তার করা বিদ্বান্‌দিগের স্বভাবের বহির্ভূত। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া অবিদ্বান্‌গণ অন্যথা বিবেচনা করিলেও বুদ্ধিমান

লোক ইহার যথাযোগ্য অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেই আমি নিজ পরিশ্রম সফল মনে করিব। এই আশায় আমার অভিপ্রায় সমস্ত সজ্জনদিগের সমক্ষে উপস্থাপিত করিতেছি। আশা করি সজ্জনগণ স্বয়ং এই পুস্তক পাঠ করিয়া এবং অপরকে শ্রবণ করাইয়া আমার পরিশ্রম সফল করিবেন। আমি যেরূপ পক্ষপাতী না হইয়া সত্যার্থ প্রকাশ করিয়াছি তদ্রূপ অনুষ্ঠান করা কেবল আমারই নহে পরন্তু, সকল মহাশয়গণেরই মুখ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। প্রার্থনা করি সর্ব্বাত্মা সর্ব্বান্তর্য্যামী সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা নিজ কৃপা প্রদর্শন করতঃ, এই গ্রন্থের আশয় বিস্তৃত এবং চিরস্থায়ী করুন। ইতি।

অলমতি বিস্তারেণ বুদ্ধিমদ্বরশিরোমণিষু।

ইতি ভূমিকা।

স্থান মহারাণাজীর উদয়পুর
ভাদ্রপদ শুক্লপক্ষ সংবৎ ১৯৩৯

(স্বামী) দয়ানন্দ সরস্বতী

সচ্চিদানন্দেশ্বরায় নমো নমঃ।

অথ প্রথম সমুল্লাসারম্ভঃ।

ওঁ শন্নোমিত্রঃ। শং বরুণঃ শন্নোভবত্বর্য্যমা। শন্নইন্দ্রোবৃহস্পতিঃ। শন্নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। নমো ব্রহ্মণে নমস্তে বায়ো ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি ঋতং বদিষ্যামি, সত্যং বদিষ্যামি, তন্মামবতু। তদ্বক্তারমবতু। অবতু মাম্ অবতু বক্তারম্। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

অর্থ—ওঙ্কার পরমেশ্বরের শ্রেষ্ঠ নাম। কারণ অ, উ এবং ম এই তিন অক্ষর মিলিত হইয়া সমস্তে "ওঁ" হইয়াছে। এই নাম হইতে পরমেশ্বরের অনেক নাম আইসে। অ হইতে বিরাট, অগ্নি এবং বিশ্বাদি; উ হইতে হিরণ্যগর্ভ, বায়ু এবং তৈজসাদি ও ম হইতে ঈশ্বর, আদিত্য এবং প্রাজ্ঞাদি নাম সূচিত এবং গৃহীত হয়। বেদাদি সত্য-শাস্ত্রে ইহার এরূপ স্পষ্ট ব্যাখ্যান আছে যে এই সমস্ত নামই পরমেশ্বরবাচক। (প্রশ্ন) বিরাট আদি নামে পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য অর্থ কেন বাচিত হয় না? ব্রহ্মাণ্ড, পৃথিবীআদি ভূত, ইন্দ্রাদি দেবতাগণ এবং বৈদ্যকশাস্ত্রোক্ত শুণ্ঠ্যাদি ওষধিদিগেরও এই নাম কথিত হয় কি না? (উত্তর) হাঁ, হয়; কিন্তু পরমাত্মারও এই নাম। (প্রশ্ন) এই নাম হইতে কেবল দেবতাগণের গ্রহণ করা যায় কি না? (উত্তর) তোমার এরূপ গ্রহণ করিবার প্রমাণ কি? (প্রশ্ন) দেবতাগণ প্রসিদ্ধ এবং উত্তম; এই জন্য উহাকেই গ্রহণ করিতেছি। (উত্তর) কি বল? পরমেশ্বর কি অপ্রসিদ্ধ? এবং তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কি কিছু আছে? তবে এই নামে পরমেশ্বরকে কেন গ্রহণ করিতেছ না? যখন পরমেশ্বর অপ্রসিদ্ধ নহেন এবং তাঁহার তুল্য কেহ নাই তখন, তাঁহা অপেক্ষা কেহ শ্রেষ্ঠ কিরূপে হইতে পারে? এই হেতু তোমার বাক্য সত্য নহে। তোমার এরূপ কথনে অনেক দোষ আইসে; যেমন "উপস্থিতং পরিত্যজ্যানুপস্থিতং যাচতে" ইতি বাধিতন্যায়ঃ। কেহ কাহারও নিমিত্ত ভোজনদ্রব্য রাখিয়া উহাকে ভোজন করিতে অনুরোধ করিলে, যদি সে উহা পরিত্যাগ করিয়া অপ্রাপ্ত ভোজনের নিমিত্ত যত্র তত্র ভ্রমণ করে, তবে উহাকে বুদ্ধিমান বলা যায় না। কারণ উক্ত ব্যক্তি উপস্থিত এবং সমীপস্থিত পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া অনুপস্থিত অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বস্তুর নিমিত্ত শ্রম করিতেছে। তাদৃশ পুরুষকে যেরূপ বুদ্ধিমান বলা যায় না তোমার কথানুসারে তুমিও সেইরূপ হইতেছ। কারণ তুমি উক্ত বিরাটাদি নামের প্রসিদ্ধ এবং প্রমাণসিদ্ধ অর্থ পরমেশ্বর এবং ব্রহ্মাণ্ডাদি পরিত্যাগ করিয়া, অসম্ভব এবং অনুপস্থিত দেবাদি অর্থ গ্রহণের জন্য পরিশ্রম করিতেছ। ইহাতে কোন প্রমাণ বা যুক্তি নাই। তোমাকে এরূপ বলিতে হইবে যে, যে স্থলে যাহার প্রকরণ সে স্থলে তাহারই গ্রহণ করা উচিত। যেরূপ কেহ "হে ভৃত্য ত্বং সৈন্ধবমানয়" অর্থাৎ ভৃত্য! তুমি সৈন্ধব আনয়ন কর এইরূপ কহিলে, ভৃত্যের প্রকরণ বিচার করা আবশ্যক। কারণ সৈন্ধব অর্থে ঘোটক এবং লবণ এই দুই পদার্থই বুঝায়। স্বামীর গমন সময়ে এরূপ কহিলে ঘোটক এবং ভোজন সময়ে এরূপ কহিলে লবণ আনয়ন করা উচিত। গমন সময়ে লবণ অথবা ভোজনকালে ঘোটক আনয়ন করিলে স্বামী ক্রুদ্ধ হইয়া কহিবেন যে "তুমি অতি নির্ব্বোধ পুরুষ, গমন সময়ে লবণের অথবা ভোজন সময়ে ঘোটকের কি প্রয়োজন আছে? তুমি প্রকরণ বুঝ না। তাহা

না হইলে তুমি যে সময়ে যাহার প্রয়োজন তাহাই আনিতে পারিতে। তোমার প্রকরণ বিচার করা উচিত ছিল। তুমি তাহা কর নাই। অতএব তুমি মূর্খ, আমার নিকট হইতে চলিয়া যাও।” ইহাতে এই সিদ্ধ হইল যে, যে স্থলে যাহার গ্রহণ করা উচিত তাহারই, অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপ তোমার এবং আমার সকলেরই স্বীকার করা এবং এইরূপ কার্য্য করা আবশ্যক।

অথ মন্ত্রার্থঃ।

ওঁ খম্ব্রহ্ম ॥১॥ যজুঃ অং ৪০ মং ১৭ ॥

দেখ বেদে এই এই প্রকরণে ওঁ পরমেশ্বরের নাম।

ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীৎ ॥২॥ ছান্দোগ্য উপনিষদ্ মং ১।

ওমিত্যেতদক্ষরমিদꣳ সর্ব্বং তস্যোপব্যাখ্যানম্ ॥৩॥ মাণ্ডূক্য মং ১।

সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি তপাꣳসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি। যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যো-মিত্যেতৎ ॥৪॥ কঠোপনিষদ্। বল্লী ২ মং ১৫ ॥

প্রশাসিতারং সর্ব্বেষামণীয়াংসমণোরপি। রুক্মাভং স্বপ্নধীগম্যং বিদ্যাত্তং পুরুষং পরং ॥৫॥

এতমেকে বদন্ত্যগ্নিং মনুমন্যে প্রজাপতিং। ইন্দ্রমেকে পরে প্রাণং অপরে ব্রহ্ম শাশ্বতং ॥৬॥ মনুং অং ১২। শ্লোঃ ১২২।১২৩ ॥

স ব্রহ্মা স বিষ্ণুঃ স রুদ্রস্সশিবঃ সোঽক্ষরঃ সঃ পরমঃ স্বরাট্। স ইন্দ্রঃ স কালাগ্নিঃ স চন্দ্রমা ॥৭॥ কৈবল্য উপনিষদ্।

ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্। একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ ॥৮॥ ঋং মং ১। অনু ২২ সূং ১৬৪ মং ৪৬।

ভূরসি ভূমিরস্যদিতিরসি বিশ্বধায়া বিশ্বস্য ভুবনস্য ধর্ত্রী। পৃথিবীং যচ্ছ পৃথিবীং দৃꣳহ পৃথিবীং মাহিꣳসীঃ॥৯॥ যজুঃ অং ১৩ মং ১৮॥

ইন্দ্রোমহ্না রোদসী পপ্রথচ্ছব ইন্দ্রঃ সূর্য্যমরোচয়ৎ। ইন্দ্রেহ বিশ্বা ভুবনানি যেমির ইন্দ্রে স্বানাস ইন্দবঃ॥১০॥ সামবেঃ ৭ প্রং ৩ অ ৮ সূং। ১৬ অং। ২ খং। ৩ সূং। ২ মং॥

প্রাণায় নমো যস্য সর্ব্বমিদং বশে। যো ভূতঃ সর্বস্যেশ্বরো যস্মিন্ৎ সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং॥১১॥ অথর্ব্ববেদ কাণ্ড ১১। অং ২। সূং ৪ মং ১॥

অর্থ—এস্থলে এই প্রমাণ লিখিবার তাৎপর্য্য এই যে এই প্রমাণ হইতে ওঙ্কারাদি নামে পরমেশ্বর গৃহীত হয়। ইহা পূর্ব্বেও লিখিত হইয়াছে। পরন্তু পরমেশ্বরের কোন নামই সেরূপ অনর্থক নহে যেরূপ লোকে দরিদ্র হইলেও ধনপতি প্রভৃতি নামে কথিত হইয়া থাকে। ইহা হইতে এইরূপ সিদ্ধ হইল যে, কোন স্থলে গৌণিক, কোন স্থলে কার্ম্মিক এবং অন্যস্থলে স্বাভাবিক অর্থ বাচিত হয়। ওঁ আদি নাম সার্থক যথা। ( ওঁ খং ব্রহ্ম ) "অবতীত্যোম্ আকাশমিব ব্যাপকত্বাৎ খম্ সর্ব্বেভ্যো বৃহত্বাৎ ব্রহ্ম"—রক্ষা করেন বলিয়া (ওঁ), আকাশের ন্যায় ব্যাপক বলিয়া ( খং ) এবং সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বলিয়া ( ব্রহ্ম ) ঈশ্বরের নাম॥১॥ যাঁহার নাম ওঁ এবং যাঁহার নাশ নাই, তাঁহাকেই উপাসনা করা উচিত অন্যকে নহে॥২॥ সমগ্র বেদাদি শাস্ত্রে পরমেশ্বরের প্রধান এবং স্বকীয় নাম ( ওঁ ) বলিয়া কথিত আছে, অন্য সকল নাম গৌণিক॥৩॥ যেহেতু সমস্ত বেদ ও সকলপ্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান রূপ তপশ্চরণ যাহার বর্ণন করেন এবং যাঁহার প্রাপ্তি ইচ্ছা করতঃ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম স্বীকৃত হয় তাঁহার নাম ওঁ এইরূপ লিখিত আছে॥৪॥ যিনি সকলের শিক্ষাদাতা, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, স্বপ্রকাশ স্বরূপ এবং সমাধিস্থ ( যোগীর ) বুদ্ধিগম্য, তিনিই পরম পুরুষ ইহা জানিতে হইবে॥৫॥ স্বপ্রকাশ বলিয়া "অগ্নি", বিজ্ঞান স্বরূপ বলিয়া "মনু"

সকলের পালনকর্ত্তা এবং পরমৈশ্বর্য্যবান্ বলিয়া "ইন্দ্র", সকলের জীবনমূল বলিয়া "প্রাণ" এবং নিরন্তর ব্যাপক বলিয়া পরমেশ্বরের নাম "ব্রহ্ম" ॥৩॥ সর্ব্ব জগতের স্রষ্টা বলিয়া "ব্রহ্মা", সর্ব্বব্যাপক বলিয়া "বিষ্ণু", দুষ্টকে দণ্ড দিয়া রোদন করান বলিয়া "রুদ্র", মঙ্গলময় এবং সর্ব্বকল্যাণের কর্ত্তা বলিয়া "শিব"। "যঃ সর্ব্বমশ্নুতে ন ক্ষরতি ন বিনশ্যতি তদক্ষরম্"।১। যঃ "স্বয়ং রাজতে স স্বরাট্" ॥২॥ "যোঽগ্নিরিব কালঃ কলয়িতা প্রলয়কর্ত্তা স কালাগ্নিরীশ্বরঃ ॥৩॥ (অক্ষর) অর্থাৎ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত অবিনাশী। (স্বরাট্) অর্থাৎ স্বয়ং প্রকাশ স্বরূপ এবং (কালাগ্নি) অর্থাৎ প্রলয়কালে সকলের কাল এবং কালেরও কাল বলিয়া পরমেশ্বরের নাম কালাগ্নি ॥৭॥ (ইন্দ্রং মিত্রং) যে এক অদ্বিতীয় সত্য ব্রহ্ম বস্তু আছেন, তাঁহারই ইন্দ্রাদি সকল নাম।

"দ্যুষু শুদ্ধেষু পদার্থেষু ভবো দিব্যঃ" "শোভনানি পর্ণানি পালনানি পূর্ণানি কর্ম্মাণি বা যস্য সঃ" "যো গুর্ব্বাত্মা স গরুত্মান্" "যো মাতরিশ্বা বায়ুরিব বলবান্ স মাতরিশ্বা" ॥

যিনি প্রকৃত্যাদি দিব্য পদার্থে ব্যাপ্ত, (পর্ণ) যাঁহার পালন এবং কর্ম্ম সকল পূর্ণ, যাঁহার আত্মা অর্থাৎ স্বরূপ মহৎ, যিনি বায়ুতুল্য অনন্ত এবং বলবান্ হয়েন, এরূপ পরমাত্মা তজ্জন্য দিব্য, সুপর্ণ, গরুত্মান্ এবং মাতরিশ্বা নামে কথিত হয়েন। শেষোক্ত নামের অর্থ পরে লিখিত হইবে ॥ ৮ ॥ (ভূমিরসিঃ) "ভবতি ভূতানি যস্যাং সা ভূমিঃ" ঈশ্বর হইতে সমস্ত ভূত ও প্রাণী উৎপন্ন হয় বলিয়া তাহার নাম "ভূমি"। শেষোক্ত নামের অর্থ পরে লিখিত হইবে। ॥৯॥ (ইন্দ্রোমহ্না) এই মন্ত্রে ইন্দ্র পরমেশ্বরেরই নাম বলিয়া এই প্রমাণ লিখিত হইয়াছে। ॥১০॥ (প্রাণায়) যেরূপ সমস্ত শরীর ও ইন্দ্রিয় সকল প্রাণের অধীন হইয়া থাকে তদ্রূপ, সমস্ত জগৎ পরমেশ্বরের অধীন হইয়া আছে। ॥১১॥ পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ সকলের যথাবৎ অর্থ জানিয়া এই সকল নাম করিলে পরমেশ্বরেরই গ্রহণ হয়; কারণ ওম্ এবং অগ্ন্যাদি নামের মুখ্য অর্থ হইতে পরমেশ্বরেরই গ্রহণ হয়। যেরূপ ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ব্রাহ্মণ ও সূত্রাদির ঋষি ও মুণিগণকৃত ব্যাখ্যানে পরমেশ্বরের গ্রহণ দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ গ্রহণ করা সকলেরই উচিত। পরন্তু "ওঁ" ইহা কেবল পরমাত্মারই নাম। অগ্নি আদি নাম হইতে পরমেশ্বরের গ্রহণ বিষয়ে প্রকরণ ও বিশেষণ, নিয়মকারক হইয়া থাকে। ইহা হইতে এইমাত্র সিদ্ধ হইল যে, যে যে স্থলে স্তুতি, প্রার্থনা এবং উপাসনা প্রভৃতি প্রকরণ হইবে এবং সর্ব্বজ্ঞ, ব্যাপক, শুদ্ধ, সনাতন ও সৃষ্টিকর্ত্তা প্রভৃতি বিশেষণ লিখিত হইবে সেই সেই স্থলে উক্ত নাম দ্বারা পরমেশ্বরের অর্থ গৃহীত হইবে। আর যে যে স্থলে নিম্নলিখিতরূপ প্রকরণ হয় যথা:—

ততো বিরাডজায়ত বিরাজো অধিপুরুষঃ। শ্রোত্রাৎ

**বায়ুশ্চ প্রাণশ্চ মুখাদগ্নিরজায়ত। তেন দেবা অযজন্ত। পশ্চাদ্ভূমিমথো পুরঃ। যজুঃ অঃ ৩১।**

**তস্মাদ্বা এতস্মাৎ আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। পৃথিব্যা ওষধয়ঃ। ওষধিভ্যোঽন্নম্। অন্নাদ্রেতঃ। রেতসঃ পুরুষঃ। স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ॥ তৈত্তিং উপং ব্রহ্মাবল্লী অ ১।**

ইহা তৈত্তিরীয় উপনিষদের বচন। এই সকল প্রমাণে বিরাট্, পুরুষ, দেব, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও ভূমি আদি নাম লৌকিক পদার্থেরই হইয়া থাকে। কারণ যে যে স্থলে উৎপত্তি, স্থিতি, প্রলয়, অল্পজ্ঞ, জড়, দৃশ্য আদি বিশেষণ লিখিত হয়, সেই সেই স্থলে পরমেশ্বরের গ্রহণ হয় না। পরমেশ্বর উৎপত্তি প্রভৃতি ব্যবহার হইতে পৃথক এবং উল্লিখিত মন্ত্রে উৎপত্তি প্রভৃতি ব্যবহারে উক্ত হইয়াছে, এইজন্য উক্ত স্থলে বিরাট আদি নাম হইতে পরমাত্মার গ্রহণ না হইয়া সংসারী পদার্থের গ্রহণ হইয়া থাকে। কিন্তু যে যে স্থলে সর্ব্বজ্ঞাদি বিশেষণ প্রযুক্ত থাকে সেই সেই স্থলে পরমাত্মার এবং যে যে স্থলে ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ এবং অল্পজ্ঞাদি বিশেষণ প্রযুক্ত থাকে, সেই সেই স্থলে জীবের গ্রহণ হইয়া থাকে। এইরূপ সর্বত্র বুঝিতে হইবে। কারণ পরমেশ্বরের জন্ম ও মরণ কখন হয় না। এইজন্য বিরাট্ আদি নাম হইতে এবং জন্ম আদি বিশেষণ হইতে জগতের জড় এবং জীবাদি পদার্থের গ্রহণ করা উচিত, পরমেশ্বরের নহে। যেরূপ প্রমাণানুসারে বিরাট আদি নাম হইতে পরমেশ্বরের গ্রহণ হইয়া থাকে নিম্নলিখিত প্রমাণ সকল তদ্রূপ জানিতে হইবে। অথ ওঙ্কারার্থঃ। (বি) উপসর্গ পূর্ব্বক (রাজৃ দীপ্তৌ) এই ধাতুর উত্তর "ক্বিপ্" প্রত্যয় করিয়া 'বিরাট্" শব্দ সিদ্ধ হইয়া থাকে। "যো বিবিধং নাম চরাঽচরং জগৎ রাজয়তি প্রকাশয়তি স বিরাট্"। বিবিধ অর্থাৎ বহুপ্রকার জগৎকে প্রকাশিত করেন বলিয়া বিরাট্ নামে পরমেশ্বরের গ্রহণ হইয়া থাকে। (অঞ্চু গতিপূজনয়োঃ) (অগ, অগি এবং ইণ) ইহারা গত্যর্থক ধাতু, ইহা হইতে "অগ্নি" শব্দ সিদ্ধ হয়। "গতেস্ত্রয়োঽর্থাঃ"। "জ্ঞানং গমনং প্রাপ্তিশ্চেতি, পূজনং নাম সৎকারঃ"। "যোঽঞ্চতি অচ্যতেঽগত্যঙ্গত্যেতি সোঽয়মগ্নিঃ"। পরমেশ্বর জ্ঞানস্বরূপ ও সর্ব্বজ্ঞ এবং জানিবার, প্রাপ্ত হইবার এবং পূজা করিবার যোগ্য হয়েন বলিয়া তাঁহার নাম অগ্নি। (বিশ প্রবেশনে) এই ধাতু হইতে "বিশ্ব" শব্দ সিদ্ধ হইয়া থাকে। "বিশন্তি প্রবিষ্টানি সর্ব্বাণ্যাকাশাদীনি ভূতানি যস্মিন্ যো

বা২হকাশাদিষু সর্ব্বেষু ভূতেষু প্রবিষ্টঃ স "বিশ্বঃ" ঈশ্বরঃ" যাঁহাতে আকাশাদি সমগ্র ভূত প্রবেশ করিয়া থাকে অথবা যিনি উহাতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন সেই পরমেশ্বরের নাম "বিশ্ব"। এই সকল নাম অকার মাত্র হইতে গৃহীত হয়। "জ্যোতির্বৈ হিরণ্যং তেজোবৈ হিরণ্যমিত্যেতরেয়ে, শতপথে চ ব্রাহ্মণে" "যো হিরণ্যানাং সূর্য্যাদীনাং তেজসাং গর্ভ উৎপত্তিনিমিত্তমধিকরণং স হিরণ্যগর্ভঃ," যাঁহা হইতে সূর্য্যাদি তেজঃসম্পন্ন লোক উৎপন্ন হইয়া যাঁহার আধারে রহিয়াছে অথবা যিনি সূর্য্যাদি তেজঃস্বরূপ পদার্থের গর্ভ, নাম, উৎপত্তি এবং নিবাসস্থান হয়েন সেই পরমেশ্বরের নাম হিরণ্যগর্ভ হইয়া থাকে। ইহাতে যজুর্ব্বেদের মন্ত্র প্রমাণ আছে ঃ—

**হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেকঃ আসীৎ। স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। যজুঃ অঃ ১৩। মং ৪॥**

ইত্যাদি স্থলে "হিরণ্যগর্ভ" হইতে পরমেশ্বরেরই গ্রহণ হইয়া থাকে। (বা গতি-গন্ধনয়োঃ) এই ধাতু হইতে "বায়ু" শব্দ সিদ্ধ হয়। (গন্ধনং হিংসনং) "যো বাতি চরাচরং জগদ্ধরতি বলিনাং বলিষ্ঠঃ স বায়ুঃ" ঈশ্বর চরাচর জগতের ধারণ জীবন ও প্রলয় করেন বলিয়া এবং সমগ্র বলবান্ অপেক্ষা বলিষ্ঠ বলিয়া তাঁহার নাম "বায়ু" হইয়া থাকে। (তিজ নিশানে) এই ধাতু হইতে "তেজঃ" এবং ইহার উত্তর "তদ্ধিত" প্রত্যয় করিয়া "তৈজস" শব্দ সিদ্ধ হইয়া থাকে। যিনি স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ এবং সূর্য্যাদি তেজস্বী লোকের প্রকাশকারক সেই ঈশ্বরের নাম "তৈজস" হইয়াছে। এই সকল নাম উকার মাত্রা হইতে গৃহীত হয়। (ঈশ ঐশ্বর্য্যে) এই ধাতু হইতে "ঈশ্বর" শব্দ সিদ্ধ হয়। "য ঈষ্টে সর্ব্বৈশ্বর্য্যবান্ বর্ত্ততে স ঈশ্বরঃ"। পরমেশ্বরের সত্য বিচারশীল জ্ঞান থাকায় এবং তাঁহার অনন্ত ঐশ্বর্য্য আছে বলিয়াই তাঁহার নাম ঈশ্বর। (দো অবখণ্ডনে) এই ধাতু হইতে "অদিতি" এবং ইহাতে "তদ্ধিত" প্রত্যয় করিয়া "আদিত্য" শব্দ সিদ্ধ হইয়া থাকে। "ন বিদ্যতে বিনাশো যস্য সোঽয়মদিতিঃ অদিতিরেব "আদিত্যঃ"। যাঁহার কখন বিনাশ নাই, তাদৃশ ঈশ্বরের নাম "আদিত্য"। (জ্ঞা অববোধনে) "প্র" পূর্ব্বক "জ্ঞা" ধাতু হইতে "প্রজ্ঞ" এবং ইহাতে 'তদ্ধিত" প্রত্যয় করিয়া "প্রাজ্ঞ" শব্দ সিদ্ধ হয়। "যঃ প্রকৃষ্টতয়া চরাচরস্য জগতো ব্যবহারং জানাতি স প্রজ্ঞঃ+প্রজ্ঞ এব প্রাজ্ঞঃ"। ঈশ্বর নিভ্রান্ত জ্ঞানযুক্ত হইয়া সমগ্র চরাচর জগতের ব্যবহার যথাবৎ জানিয়া থাকেন বলিয়া তাঁহার নাম "প্রাজ্ঞ"। এই সকল নামার্থ মকার হইতে গৃহীত হইয়া থাকে। যেরূপ এস্থলে এক এক মাত্রা হইতে তিন তিন অর্থ ব্যাখ্যাত হইয়াছে তদ্রূপ অন্য নামার্থও ওঙ্কার হইতে

জানা যায়। (শন্নোমিত্রঃ শং বং) এই মন্ত্রে যে মিত্রাদি নাম আছে, উহাও পরমেশ্বরের নাম। কারণ স্তুতি, প্রার্থনা ও উপাসনা শ্রেষ্ঠেরই করা হয়। শ্রেষ্ঠ তাঁহাকেই বলা যায় যিনি গুণ, কর্ম্ম, স্বভাব এবং সত্য ব্যবহারে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়েন। সমগ্র শ্রেষ্ঠ বস্তু ও জীব হইতে যিনি অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ তাঁহাকেই পরমেশ্বর বলা যায়। তাঁহার তুল্য কখন কেহ নাই, ছিল না এবং হইবে না। যখন তাঁহার তুল্য কেহ নাই, তখন কেহ তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিরূপে হইতে পারে? যেরূপ পরমেশ্বরের সত্য, ন্যায়, দয়া, সর্ব্বশক্তিমত্তা এবং সর্ব্বজ্ঞত্বাদি অনন্ত গুণ আছে, তদ্রূপ অন্য কোন জড় পদার্থের বা জীবের নাই। যে পদার্থ সত্য, তাহার গুণ, কর্ম্ম এবং স্বভাব সত্য হইয়া থাকে, এইজন্য পরমেশ্বরেরই স্তুতি, প্রার্থনা এবং উপাসনা করা মনুষ্যের উচিত এবং তদ্ভিন্ন অন্য কাহারও উপাসনাদি করা উচিত নহে। একারণ যেরূপ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেব নামক পূর্ব্বকালীন বিদ্বান্ মহাশয়গণ তথা দৈত্য দানবাদি নিকৃষ্ট মনুষ্য এবং অন্য সাধারণ মনুষ্যগণও কেবল পরমেশ্বরে বিশ্বাস করতঃ তাঁহারই স্তুতি, প্রার্থনা এবং উপাসনা করিয়াছিলেন এবং তদ্ভিন্ন অন্য কাহারও উপাসনাদি করেন নাই; সেইরূপ আমাদিগের সকলের করা উচিত। এবিষয়ের বিশেষ বিচার মুক্তি এবং উপাসনা বিষয়ে (প্রস্তাবে) করা যাইবে।

(প্রশ্ন) মিত্রাদি নাম হইতে সখা এবং ইন্দ্রাদি দেবতা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ অর্থ আছে, সুতরাং উহারই গ্রহণ করা আবশ্যক। (উত্তর) এস্থলে উক্ত অর্থ গ্রহণ করা উচিত নহে। যেহেতু মনুষ্য মাত্রেই কাহারও মিত্র কাহার বা শত্রু এবং অপরের পক্ষে উদাসীন এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্য মুখ্যার্থে মিত্রশব্দে সখা আদি গ্রহণ হইতে পারে না। পরমেশ্বর সমস্ত জগতের নিশ্চিত মিত্র, তিনি কাহারও শত্রু নহেন এবং কাহারও পক্ষে উদাসীন নহেন। তিনি ভিন্ন কেহই যখন এরূপ হইতে পারে না, এই জন্য এস্থলে কেবল পরমেশ্বরেরই গ্রহণ হইতেছে। অবশ্য গৌণ অর্থানুসারে মিত্রাদি শব্দ দ্বারা সুহৃদাদি মনুষ্যেরও গ্রহণ হইয়া থাকে। (ঞি মিদা স্নেহনে) এই ধাতু হইতে ঔণাদিক "ক্ত্র" প্রত্যয় করিয়া "মিত্র" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "মেদ্যতি স্নিহ্যতি স্নিহ্যতে বা স মিত্রঃ" পরমেশ্বর সর্ব্বাপেক্ষা স্নেহ ও প্রীতি করিবার যোগ্য বলিয়া, তাঁহার নাম "মিত্র" হইয়াছে। (বৃঞ্ বরণে, বর ঈপ্সায়াম্) এই ধাতু হইতে উনাদি "উনন্" প্রত্যয় হইয়া "বরুণ" শব্দ সিদ্ধ হয়। "যঃ সর্ব্বান্ শিষ্টান্ মুমুক্ষূন ধর্ম্মাত্মনো বৃণোত্যথবা যঃ শিষ্টৈর্মুমুক্ষুভির্ধর্ম্মাত্মভির্ব্রিয়তে বর্য্যতে বা স বরুণঃ পরমেশ্বরঃ" যিনি আত্মযোগী, বিদ্বান্, মুমুক্ষু এবং ধর্ম্মাত্মাদিগকে স্বীকার করেন অথবা শিষ্ট, মুমুক্ষু এবং ধর্ম্মাত্মাদিগের গ্রহণীয় হয়েন তাদৃশ ঈশ্বরের নাম "বরুণ"। অথবা "বরুণো নাম বরঃ শ্রেষ্ঠঃ" পরমেশ্বর সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া

তাঁহার নাম "বরুণ"। (ঋ গতিপ্রাপণয়োঃ) এই ধাতু হইতে "যৎ" প্রত্যয় করিয়া "অর্য্য" শব্দ সিদ্ধ হয় এবং "অর্য্য" পূর্ব্বক (মাঙ্ মানে) এই ধাতুর উত্তর "কনিন্" প্রত্যয় করিলে "অর্য্যমা" শব্দ সিদ্ধ হইয়া থাকে। "যোঽর্য্যান্ স্বামিনো ন্যায়াধীশান্ মিমীতে মান্যান্ করোতি সোঽর্য্যমা"। যিনি সত্য ও ন্যায়কারী লোকদিগের মান বৃদ্ধি করেন এবং পাপী ও পুণ্যবান্ লোকদিগের পাপ ও পুণ্যের ফলের যথাবৎ বিধান করেন সেই পরমেশ্বরের নাম "অর্য্যমা"। (ইদি পরমৈশ্বর্য্যে) এই ধাতুর উপর "রন্" প্রত্যয় করিয়া "ইন্দ্র" শব্দ সিদ্ধ হয়। "য ইন্দতি পরমৈশ্বর্য্যবান্ ভবতি স ইন্দ্রঃ পরমেশ্বরঃ"। পরমেশ্বর অখিল ঐশ্বর্য্যযুক্ত বলিয়া তাঁহার নাম ইন্দ্র হইয়াছে। "বৃহৎ" শব্দ পূর্ব্বক (পা রক্ষণে) এই ধাতুতে "ডতি" প্রত্যয় করিলে বৃহৎ শব্দের তকারের লোপ এবং সুডাগম হওয়াতে "বৃহস্পতি" শব্দ সিদ্ধ হইয়া থাকে। "যো বৃহতাং আকাশাদীনাং পতিঃ স্বামী পালয়িতা স বৃহস্পতিঃ" যিনি বৃহৎ হইতেও বৃহৎ ও বৃহৎ আকাশাদি ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী তাদৃশ পরমেশ্বরের নাম বৃহস্পতি। (বিশল্ ব্যাপ্তৌ) এই ধাতুতে "নু" প্রত্যয় হইয়া "বিষ্ণু" শব্দ সিদ্ধ হয়। "বেবেষ্টি ব্যাপ্নোতি চরাচরং জগৎ সঃ বিষ্ণুঃ"। চর এবং অচর (স্থাবর ও জঙ্গম) জগতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন বলিয়া পরমাত্মার নাম "বিষ্ণু" হইয়াছে। "উরুর্মহান্ ক্রমঃ পরাক্রমো যস্য স উরুক্রমঃ"। অনন্ত পরাক্রমযুক্ত হওয়াতে পরমাত্মার নাম "উরুক্রম" হইয়াছে। যে পরমাত্মা (উরুক্রমঃ) মহা-পরাক্রমযুক্ত (মিত্র) সকলের সুহৃদ্ এবং অবিরোধী হয়েন, উক্ত (শম্) সুখকারক, (বরুণঃ) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ (শম্) সুখস্বরূপ (অর্য্যমা) ন্যায়াধীশ (শম্) সুখপ্রচারক, (ইন্দ্রঃ) সর্ব্বৈশ্বর্য্যবান্ এবং (শম্) সর্ব্বৈশ্বর্য্যদাতা, (বৃহস্পতিঃ) সর্ব্বাধিষ্ঠাতা, (শম্) বিদ্যাপ্রদ এবং (বিষ্ণুঃ) সর্ব্বব্যাপক পরমেশ্বর (নঃ) আমাদিগের কল্যাণকারক (ভবতু) হউন্।

(নমো ব্রহ্মণে নমস্তে বায়ো) (বৃহ বৃহি বৃদ্ধৌ) এই ধাতু হইতে "ব্রহ্ম" শব্দ সিদ্ধ হইয়া থাকে। যিনি সকলের উপরে বিরাজমান, সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও অনন্তবলযুক্ত পরমাত্মা হন, তাদৃশ ব্রহ্মকে আমি নমস্কার করিতেছি। হে পরমেশ্বর! (ত্বমেব প্রত্যক্ষম্ব্রহ্মাসি) আপনিই অন্তর্য্যামিরূপে প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম। (ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি) আমি আপনাকেই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম কহিব। কারণ আপনি সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হইয়া সকলকে নিত্য প্রাপ্ত হইতেছেন। (ঋতং বদিষ্যামি) আপনার যে যথার্থ বেদস্থ আজ্ঞা, আমি সকলের জন্য উহারই উপদেশ এবং আচরণ করিব। (সত্যং বদিষ্যামি) আমি সত্য বলিব, সত্য মানিব এবং সত্যেরই (অনুষ্ঠান) করিব। (তন্মামবতু) অতএব আপনি আমার রক্ষাসাধন করুন। (তদ্বক্তারমবতু) আমাকে আপ্ত ও সত্যবক্তাস্বরূপে আপনি আমার রক্ষাসাধন করুন; আপনার আজ্ঞাতে যেন আমার বুদ্ধি স্থির হইয়া

কখন বিরুদ্ধ না হয়। কারণ আপনার আজ্ঞাই ধর্ম্ম এবং যাহা উহার বিরুদ্ধ তাহা অধর্ম্ম। (অবতুমামবতু বক্তারং) এ স্থলে দ্বিরুক্তি পাঠ অধিকার্থ অর্থাৎ গুরুত্বভাব প্রকাশার্থ বুঝিতে হইবে। যেরূপ "কশ্চিৎ কঞ্চিৎ প্রতিবদতি ত্বং গ্রামং গচ্ছ গচ্ছ"। এস্থলে দ্বিরুক্ত ক্রিয়ার উচ্চারণ দ্বারা "তুমি শীঘ্র গ্রামে যাও" ইহা সিদ্ধ হইয়া থাকে। এস্থলেও আপনি আমার অবশ্য রক্ষা সাধন করুন অর্থাৎ যাহাতে আমি ধর্ম্মে স্থিরতা লাভ করিতে পারি এবং অধর্ম্মে ঘৃণা করিতে সমর্থ হই তজ্জন্য আমার উপর আপনি কৃপা করুন, তাহা হইলে আমি অতিশয় উপকৃত মনে করিব। (ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ) ইহাতে তিনবার শান্তি পাঠের প্রয়োজন আছে। এই সংসারে ত্রিবিধ তাপঅর্থাৎ তিন প্রকার দুঃখ আছে। প্রথমতঃ "আধ্যাত্মিক দুঃখ" অর্থাৎ যাহা নিজ শরীরে হইয়া থাকে; যথা— অবিদ্যা, রাগ, দ্বেষ, মূর্খতা ও জ্বর পীড়াদি। দ্বিতীয় "আধিভৌতিক দুঃখ" অর্থাৎ যে দুঃখ শত্রু, ব্যাঘ্র ও সর্পাদি ভূত বা প্রাণী হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৃতীয় "আধিদৈবিক দুঃখ" অর্থাৎ যে দুঃখ অতিবৃষ্টি, অতিশীত, অত্যুষ্ণতা এবং মন ও ইন্দ্রিয়ের অশান্তি জন্য উৎপন্ন হয়। এজন্য প্রার্থনা হে পরমাত্মন! আপনি এই তিন প্রকার দুঃখ বা তাপ হইতে পৃথক্ রাখিয়া আমাদিগকে সর্ব্বদা কল্যাণকর কর্ম্মে প্রবৃত্ত রাখুন। কারণ আপনি কল্যাণস্বরূপ হইয়া সমস্ত সংসারের কল্যাণকর্ত্তা এবং ধার্ম্মিক ও মুমুক্ষু লোকদিগের কল্যাণদাতা। এই নিমিত্ত আপনি নিজ করুণা প্রকাশপূর্ব্বক সকল জীবের হৃদয়ে প্রকাশিত হউন, যাহাতে সমস্ত জীব ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত ও অধর্ম্মাচরণ ত্যাগ করতঃ পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়া তাপত্রয় হইতে পৃথক্ থাকে। "সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ" এই যজুর্ব্বেদীয় বচনে "জগতঃ" অর্থাৎ চেতন প্রাণী ও জঙ্গম বা চলনশীল পদার্থের এবং "তস্থুষঃ" অর্থাৎ অপ্রাণীর অর্থাৎ পৃথিবী আদি স্থাবর জড় পদার্থের আত্মা স্বরূপ হওয়াতে এবং স্বপ্রকাশ স্বরূপ হইয়া সকলের প্রকাশকারক বিধায় পরমেশ্বরের নাম "সূর্য্য" হইয়াছে। (অত সাততগমনে) এই ধাতু হইতে "আত্মা" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "যোঽততি ব্যাপ্নোতি স আত্মা" যিনি সমস্ত জীবাদি জগতে নিরন্তর ব্যাপক হইয়া রহিয়াছেন; "পরশ্চাসাবাত্মা চ য আত্মভ্যো জীবেভ্যঃ সূক্ষ্মেভ্যঃ পরোঽতিসূক্ষ্মঃ স পরমাত্মা" যিনি সমস্ত জীবাদি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং জীব, প্রকৃতি ও আকাশ অপেক্ষাও অতিসূক্ষ্ম বা সূক্ষ্মতম এবং সমস্ত জীবের অন্তর্য্যামী আত্মা, এজন্য সেই ঈশ্বরের নাম "পরমাত্মা"। সামর্থ্য বিশিষ্টের নাম ঈশ্বর। "য ঈশ্বরেষু সমর্থেষু পরমঃ শ্রেষ্ঠঃ স পরমেশ্বরঃ" যিনি ঈশ্বর অর্থাৎ সামর্থ্যবিশিষ্টের মধ্যে সামর্থ্য-তম, যাঁহার তুল্য কেহই নাই, তাঁহার নাম পরমেশ্বর। (ষুঞ্ অভিষবে, ষূঙ প্রাণিগর্ভবিমোচনে) এই ধাতু হইতে "সবিতা" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "অভিষবঃ প্রাণিগর্ভবিমোচনং চোৎপাদনম্। যশ্চরাচরং জগৎ সুনোতি সূতে বোৎপাদয়তি স সবিতা পরমেশ্বরঃ" পরমেশ্বর সমস্ত জগতের উৎপত্তি করেন

বলিয়া তাঁহার নাম "সবিতা" হইয়াছে। ( দিবু ক্রীড়াবিজিগীষাব্যবহারদ্যুতিস্তুতিমোদ-মদস্বপ্নকান্তিগতিষু ) এই ধাতু হইতে "দেব" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। ( ক্রীড়া ) যিনি শুদ্ধ জগতের ক্রীড়া করাইতে ইচ্ছা করেন। ( বিজিগীষা ) যিনি ধার্ম্মিক :লোকদিগকে জয়যুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন। ( ব্যবহার ) যিনি সমস্ত চেষ্টার সাধন এবং উপসাধন দান করেন। ( দ্যুতি ) যিনি স্বয়ংপ্রকাশ স্বরূপ হইয়া সকলকে প্রকাশ করেন। ( স্তুতি ) যিনি প্রশংসার যোগ্য। ( মোদ ) যিনি স্বয়ং আনন্দস্বরূপ হইয়া অপরকে আনন্দ প্রদান করেন ; ( মদ ) যিনি মদন্মত্তদিগের তাড়না করেন ; (স্বপ্ন) যিনি সকলের শয়নার্থ রাত্রি এবং প্রলয় বিধান করেন ; ( কান্তি ) যিনি কামনা যোগ্য ; ( গতি ) যিনি জ্ঞান স্বরূপ. এরূপ পরমেশ্বরের নাম "দেব" হইয়াছে। অথবা "যো দীব্যতি ক্রীড়তি স দেবঃ"। যিনি নিজস্বরূপে আনন্দ সহকারে স্বয়ং ক্রীড়া করেন অথবা অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে ক্রীড়াবান সহজস্বভাব দ্বারা সমস্ত জগতের সৃষ্টি করেন, কিম্বা যিনি সমস্ত ক্রীড়ার আধারস্বরূপ বিরাজিত রহিয়াছেন। "বিজিগীষতে স দেবঃ" যিনি সকলের বিজেতা এবং স্বয়ং অজেয় অর্থাৎ যাঁহাকে কেহ জয় করিতে পারে না। "ব্যবহার-য়তি স দেবঃ"। যিনি ন্যায় এবং অন্যায় ব্যবহারের জ্ঞাতা এবং উপদেষ্টা। "যশ্চরাচরং জগৎ দ্যোতয়তি"। যিনি সকলের প্রকাশক "যঃ স্তূয়তেস দেবঃ"। যিনি সকল মনুষ্যের প্রশংসার যোগ্য এবং নিন্দার অযোগ্য। "যো মোদয়তি স দেবঃ' যিনি স্বয়ং আনন্দস্বরূপ হইয়া অপরের আনন্দোৎপাদন করেন ও যাঁহার দুঃখের লেশমাত্র নাই। "যো মাদ্যতি স দেবঃ"। যিনি স্বয়ং হর্ষবিশিষ্ট এবং অপরকে দুঃখ হইতে পৃথক্ করেন। যঃ স্বাপয়তি স দেবঃ"। যিনি প্রলয়কালে অব্যক্ত ( প্রকৃতি ) মধ্যে জীব সকলকে নিদ্রিত (সুষুপ্তি) অবস্থায় রাখেন। "যঃ কাময়তে কাম্যতে বা স দেবঃ" যাঁহার কামনা সত্য এবং যাঁহার প্রাপ্তিকামনা শিষ্ট লোক সকল করিয়া থাকেন ; 'যো গচ্ছতি গম্যতে বা স দেবঃ'। যিনি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত এবং যিনি জানিবার যোগ্য ইত্যাদি গুণযুক্ত পরমেশ্বরের নাম "দেব হইয়া থাকে। ( কুবি আচ্ছাদনে ) এই ধাতু হইতে "কুবের" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "যঃ সর্ব্বং কুবতি স্বব্যাপ্ত্যাচ্ছাদয়তি স কুবেরো জগদীশ্বরঃ"। পরমেশ্বর স্বব্যাপ্তি দ্বারা সকলকে আচ্ছাদন করেন বলিয়া তাঁহার নাম "কুবের" হইয়াছে। ( প্রথ বিস্তারে ) এই ধাতু হইতে "পৃথিবী" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "যঃ প্রথতে সর্ব্বজগদ্বিস্তৃণাতি স পৃথিবী" পরমেশ্বর সমস্ত বিস্তৃত জগতের বিস্তারকর্ত্তা বলিয়া তাঁহার নাম "পৃথিবী"। ( জল ঘাতনে ) এই ধাতু হইতে "জল" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "জলতি ঘাতয়তি দুষ্টান্, সংঘাতয়তি অব্যক্ত-পরমাণ্বাদীন্ তদ্ ব্রহ্ম জলম্"। যিনি দুষ্টদিগকে তাড়ন করেন অব্যক্ত ও পরমাণু-দিগকে পরস্পর সংযুক্ত ও বিযুক্ত করেন সেই পরমাত্মাকে "জল" বলা যায়। ( কাশৃ দীপ্তৌ ) এই ধাতু হইতে "আকাশ" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "যঃ সর্ব্বতঃ সর্ব্বং

জগৎ প্রকাশয়তি স আকাশঃ"। পরমাত্মা সর্ব্বদিকে জগতের প্রকাশক বলিয়া তাঁহার নাম "আকাশ" হইয়াছে। অদ ভক্ষণে। এই ধাতু হইতে "অন্ন" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে।

অদ্যতেঽত্তি চ ভূতানি তস্মাদন্নং তদুচ্যতে॥১॥
অহমন্নমহমন্নমহমন্নম্। অহমন্নাদোহমন্নাদোহমন্নাদঃ॥২॥
তৈত্তিঃ উপনিঃ। অনুবাক ২।১০॥

অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ॥ বেদান্তদর্শনে। অঃ ১। পাঃ ২। সূঃ ৯॥

অর্থ—যিনি সকলকে অন্নে রাখিবার এবং সকলকে গ্রহণ করিবার যোগ্য। যিনি চরাচর জগৎকে গ্রহণ করিয়া থাকেন এরূপ ঈশ্বরের "অন্ন", "অন্নাদ" এবং "অত্তা" নাম হইয়াছে। এখানে তিন বার পাঠ কেবল আদরার্থ জানিবেন। উডুম্বর ফল মধ্যে যেরূপ কৃমি উৎপন্ন হইয়া উহারই ভিতর অবস্থান করে এবং সময়ে নষ্ট হইয়া যায় তদ্রূপ, পরমেশ্বরের মধ্যে সমগ্র জগতের অবস্থান ও লয়াদি হইয়া থাকে। (বস নিবাসে) এই ধাতু হইতে "বসু" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "বসন্তি ভূতানি যস্মিন্নথবা যঃ সর্ব্বেষু বসতি স বসুরীশ্বরঃ"। যাঁহাতে সমগ্র আকাশাদি ভূত বাস (অবস্থান) করে এবং যিনি এই সকলের মধ্যে বাস করেন সেই পরমেশ্বরের নাম "বসু" হইয়াছে। (রুদির অশ্রুবিমোচনে) এই ধাতুর উত্তর "ণিচ" প্রত্যয় করিয়া "রুদ্র" শব্দ সিদ্ধ হয়। "যো রোদয়ত্যন্যায়কারিণো জনান্ স রুদ্রঃ"। পরমেশ্বর দুষ্কর্ম্মকারিদিগকে রোদন করান এজন্য তাঁহার নাম "রুদ্র" হইয়াছে।

"যন্মনসা ধ্যায়তি তদ্বাচো বদতি। যদ্বাচাবদতি তৎ কর্ম্মণা করোতি। যৎ কর্ম্মণা করোতি তদভিসম্পদ্যতে॥"

ইহা যজুর্ব্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণোক্ত বচন। জীব মনে যেরূপ চিন্তা করে, তাহাই বচনে প্রকাশ করে, যাহা বচনে প্রকাশ করে তাহাই কার্য্যরূপে সাধন করে এবং যাহা কার্য্যে সাধন করে তাহাই প্রাপ্ত হয়। ইহা হইতে এই সিদ্ধ হইতেছে যে জীব যেরূপ কার্য্য করে, তদ্রূপই ফল লাভ করে। যখন দুষ্কর্ম্মকারী জীব ঈশ্বরের ন্যায়ব্যবস্থানুসারে দুঃখরূপ ফল লাভ করে, তখনই সে রোদন করে এবং এইরূপে ঈশ্বর তাহাকে রোদন করান। এইজন্য পরমেশ্বরের নাম "রুদ্র" হইয়াছে।

আপোনারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ।
তা যদস্যায়নং পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥"
মনু॥ অঃ ১॥ শ্লোঃ ১০॥

জল এবং জীবদিগের নাম "নারা"। এই "নারা" অর্থাৎ জল ও জীব যাঁহার নিবাসস্থান সেই সর্ব্বজীবব্যাপক পরমাত্মার নাম "নারায়ণ" হইয়াছে। (চদি আহ্লাদনে) এই ধাতু হইতে "চন্দ্র" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "যশ্চন্দতি চন্দয়তি বা চন্দ্রঃ"। যিনি আনন্দস্বরূপ এবং সকলকে আনন্দিত করেন এরূপ ঈশ্বরের নাম "চন্দ্র" হইয়াছে। (মগি গত্যর্থকঃ) ধাতুতে "মঙ্গেরলচ্" সূত্র দ্বারা "মঙ্গল" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "যো মঙ্গতি মঙ্গয়তি বা স মঙ্গলঃ"। যিনি স্বয়ং মঙ্গল স্বরূপ এবং সমগ্র জীবের মঙ্গলের কারণ সেই পরমেশ্বরের নাম "মঙ্গল" হইয়াছে। (বুধ অবগমনে) এই ধাতু হইতে "বুধ" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "যো বুধ্যতে বোধয়তি বা স বুধঃ"। যিনি স্বয়ং বোধস্বরূপ এবং সমগ্র জীবের বোধের কারণ সেই পরমেশ্বরের নাম "বুধ" হইয়াছে। "বৃহস্পতি" শব্দের অর্থ পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। (ঈ শুচির পূতীভাবে) এই ধাতু হইতে "শুক্র" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "যঃ শুচ্যতি শোচয়তি বা স শুক্রঃ" যিনি স্বয়ং অত্যন্ত পবিত্র এবং যাঁহার সংসর্গ বশতঃ জীবও পবিত্র হইয়া যায় সেই ঈশ্বরের নাম "শুক্র" হইয়াছে। (চর গতিভক্ষণয়োঃ) এই ধাতুতে "শনৈস্" এই "অব্যয় উপপদ" যুক্ত হইয়া "শনৈশ্চর" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "যঃ শনৈশ্চরতি স শনৈশ্চরঃ"। যিনি সকলকে সহজে প্রাপ্ত হইয়া ধৈর্য্যবান্ হইয়া আছেন, সেই পরমেশ্বরের নাম "শনৈশ্চর" হইয়াছে। (রহ ত্যাগে) এই ধাতু হইতে "রাহু" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "যো রহতি পরিত্যজতি দুষ্টান্ রাহয়তি পরিত্যাজয়তি বা স রাহুরীশ্বরঃ"। একান্তস্বরূপ হওয়ায় যাঁহার স্বরূপে অন্য কোন পদার্থ সংযুক্ত নহে এবং যিনি দুষ্টকে স্বয়ং পরিত্যাগ করেন এবং অন্যকেও পরিত্যাগ করান এরূপ পরমেশ্বরের নাম "রাহু" হইয়াছে। (কিত নিবাসে রোগ পনয়নে চ) এই ধাতু হইতে "কেতু" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "যঃ কেতয়তি চিকিৎসয়তি চিকিৎসতি বা স কেতুরীশ্বরঃ" ঈশ্বর"। সমস্ত জগতের নিবাসস্থান এবং সমস্ত রোগ রহিত এবং মুমুক্ষুদিগকে মুক্তি সময়ে সর্ব্বপ্রকার রোগ হইতে নির্ম্মুক্ত করেন বলিয়া পরমাত্মার নাম "কেতু" হইয়াছে। (যজ দেবপূজাসঙ্গতিকরণদানেষু) এই ধাতু হইতে "যজ্ঞ" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ"। ইহা ব্রাহ্মণ গ্রন্থের বচন। "যো যজতি বিদ্বদ্ভিরিজ্যতে বা স যজ্ঞঃ"। পরমেশ্বর সমগ্র জাগতিক পদার্থের সংযোগ করেন ও সকল বিদ্বান্ লোকের পূজ্য এবং ব্রহ্মা হইতে সমস্ত ঋষি ও মুনিগণের পূজ্য ছিলেন এবং পরেও সকলের পূজ্য থাকিবেন বলিয়া তাঁহার নাম "যজ্ঞ" হইয়াছে। কারণ তিনি সর্ব্বত্র ব্যাপক হইয়া আছেন। (হু দানাদনয়োঃ, আদানে চেত্যেকে) এই ধাতু হইতে "হোতা" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "যো জুহোতি স হোতা"। পরমেশ্বর জীবদিগের সম্বন্ধে দেয় পদার্থের দাতা এবং গ্রহণীয় পদার্থের গ্রহীতা বলিয়া তাঁহার নাম "হোতা" হইয়াছে। (বন্ধ বন্ধনে) এই ধাতু হইতে "বন্ধু" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "যঃ স্বস্মিন্ চরাচরং জগদ্

বধ্নাতি, বন্ধুবদ্ ধর্ম্মাত্মনং সুখায় সহায়ো বা বর্ত্ততে স বন্ধুঃ"। ঈশ্বর আপনা হইতে সমস্ত লোক লোকান্তরকে নিয়মে বদ্ধ করিয়া রাখেন এবং সহোদরের তুল্য সহায় হইয়া থাকেন. এইজন্য উহারা নিজ নিজ পরিধি অথবা নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় না। ভ্রাতা যেরূপ অপর ভ্রাতার সাহায্যকারী হইয়া থাকে, তদ্রূপ পরমেশ্বরও পৃথিব্যাদি লোকদিগকে ধারণ. রক্ষণ এবং সুখদান করেন। এইজন্য পরমেশ্বর "বন্ধু" সংজ্ঞক হইয়াছেন। ( পা রক্ষণে ) এই ধাতু হইতে "পিতা" শব্দ" সিদ্ধ হইয়াছে। "যঃ পাতি সর্ব্বান্ স পিতা"। ঈশ্বর সকলের রক্ষক অর্থাৎ পিতা যেরূপ নিজ সন্তানদিগের উপর কৃপালু হইয়া তাহাদিগের রক্ষা ও উন্নতির অভিলাষ করেন, তদ্রূপ পরমেশ্বরও সকল জীবের রক্ষা ও উন্নতি ইচ্ছা করেন, এইজন্য তাঁহার নাম "পিতা" হইয়াছে। "যঃ পিতৃণাং পিতা স পিতামহঃ"। ঈশ্বর পিতারও পিতা বলিয়া তাঁহার নাম "পিতামহ" হইয়াছে। "যঃ পিতামহানাং পিতা স প্রপিতামহঃ"। যিনি পিতামহের (অর্থাৎ পিতারও পিতার) ও পিতা, তাঁহার নাম "প্রপিতামহ" হইয়াছে। "যো মিমীতে মানয়তি সর্ব্বান্ জীবান্ স মাতা"। যেরূপ পূর্ণকৃপাযুক্ত জননী নিজ সন্তানগণের সুখ ও উন্নতির অভিলাষ করেন তদ্রূপ পরমেশ্বরও সমগ্র জীবের উন্নতি ও বৃদ্ধি ইচ্ছা করেন. এই জন্য পরমেশ্বরের নাম "মাতা" হইয়াছে। আঙ পূর্ব্বক ( চর গতিক্ষণয়োঃ ) এই ধাতু হইতে "আচার্য্য' শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "য আচারং গ্রাহয়তি সর্ব্বা বিদ্যা বা বোধয়তি স আচার্য্য ঈশ্বরঃ"। যিনি অপরকে সত্য আচার গ্রহণ করান্ এবং সকল বিদ্যার প্রাপ্তিহেতু হইয়া সকল বিদ্যা লাভ করান. সেই পরমেশ্বরের নাম "আচার্য্য" হইয়াছে ( গৃ শব্দে ) এই ধাতু হইতে" গুরু' শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "যো ধর্ম্মান্ শব্দান্ গৃণাত্যুপদিশতি স গুরু" ॥

**স এষ পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ ॥**

**যোগসূত্রসমাধিপাদে সূঃ ২৬ ॥**

যিনি সত্যধর্ম্মপ্রতিপাদক এবং সকল বিদ্যাযুক্ত বেদের উপদেশক। ও যিনি সৃষ্টির আদিতে অগ্নি বায়ু. আদিত্য, অঙ্গিরা এবং ব্রহ্মাদি গুরুগণেরও গুরু. যাঁহার কখন বিনাশ হয় না সেই, পরমেশ্বরের নাম "গুরু" হইয়াছে। ( অজ গতিক্ষেপণয়োঃ. জনী প্রাদুর্ভাবে ) এই দুই ধাতুর অন্যতর হইতে "অজ" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। যোঽজতি সৃষ্টিং প্রতি সর্ব্বান্ প্রকৃত্যাদীন্ পদার্থান্ প্রক্ষিপতি জানাতি বা কদাচিৎ ন জায়তে সোঽজঃ"। যিনি প্রকৃতির অবয়ব স্বরূপ আকাশাদি ভূত সম্বন্ধীয় পরমাণু সমূহকে যথাযোগ্য মিলিত করেন এবং শরীরের সহিত জীবের সম্বন্ধ উৎপাদন করতঃ জন্ম দান করান এবং যিনি স্বয়ং কখন জন্মগ্রহণ করেন না, সেই পরমেশ্বরের নাম "অজ"

হইয়াছে। ( বৃহি বৃদ্ধৌ ) এই ধাতু হইতে "ব্রহ্মা" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "যোঽখিলং জগন্নির্ম্মাণেন বৃংহতি বর্দ্ধয়তি স ব্রহ্মা"। যিনি সম্পূর্ণ জগতের নির্ম্মাণ করতঃ উহার বৃদ্ধি করেন সেই পরমেশ্বরের নাম "ব্রহ্মা" হইয়াছে। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইহা তৈত্তিরীয়োপনিষদের বচন। "সন্তীতি সন্তস্তেষু সৎসু সাধু তৎ সত্যম্। যজ্জানাতি চরাচরং জগত্তজ্জ্ঞানম্। ন বিদ্যতেঽন্তোঽবধির্মর্য্যাদা যস্য তদনন্তম্। সর্ব্বেভ্যো বৃহত্ত্বাদ্ ব্রহ্ম"। যে সকল পদার্থ, অস্তিত্ববিশিষ্ট তাহাকে "সৎ" কহা যায়। ঈশ্বর উহাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাঁহার নাম "সত্য" হইয়াছে। ঈশ্বর সমগ্র জগতের জ্ঞাতা বলিয়া তাঁহার নাম "জ্ঞান" হইয়াছে। যাঁহার অন্ত অবধি অথবা মর্য্যাদা অর্থাৎ এতাদৃশ দীর্ঘ, এতাদৃশ বিস্তৃত, এতাদৃশ ক্ষুদ্র অথবা এতাদৃশ বৃহৎ এরূপ, পরিমাণ নাই, এজন্য পরমেশ্বরের নাম "অনন্ত" হইয়াছে। "আঙ্" পূর্ব্বক ( ডু দাঞ্ দানে ) এই ধাতু হইতে "আদি" শব্দ এবং "নঞ্" পূর্ব্বক এই ধাতু হইতে "অনাদি" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "যস্মাৎ পূর্ব্বং নাস্তি পরং চাস্তি স আদিরিত্যুচ্যতে, ন বিদ্যতে আদিঃ কারণং যস্য সোঽনাদিরীশ্বরঃ"। যাঁহার পূর্ব্বে কিছু ছিল না এবং যাহার পশ্চাৎ সমস্ত হইয়াছে, তাহাকে "আদি" বলা যায়, এবং যাঁহার আদি কারণ কেহই নাই সেই পরমেশ্বরের নাম "অনাদি" হইয়াছে। "আঙ্"পূর্ব্বক (টু নদি সমৃদ্ধৌ) এই ধাতু হইতে "আনন্দ" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "আনন্দন্তি সর্ব্বে মুক্তা যস্মিন্, যদ্বা যঃ সর্ব্বাঞ্জীবানানন্দয়তি স আনন্দঃ"। যিনি স্বয়ং আনন্দস্বরূপ, যাঁহাতে সমস্ত মুক্তজীব আনন্দ লাভ করেন, যিনি সমস্ত ধর্ম্মাত্মা জীবদিগকে আনন্দযুক্ত করেন এজন্য সেই ঈশ্বরের নাম "আনন্দ হইয়াছে। ( অস ভুবি ) এই ধাতু হইতে "সৎ" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "যদস্তি ত্রিষু কালেষু ন বাধ্যতে তৎ সদ্‌ব্রহ্ম" যিনি সদা বর্ত্তমান আছেন, অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান এই ত্রিকালেই যাঁহার বাধা ( অভাব ) নাই, সেই পরমেশ্বরকে 'সৎ" কহা যায়। ( চিতী সংজ্ঞানে ) এই ধাতু হইতে "চিৎ" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "যশ্চেতি চেতয়তি সংজ্ঞাপয়তি বা সর্ব্বান্ সজ্জনান্ যোগিনস্তচ্চিৎ পরংব্রহ্ম"। যিনি স্বয়ং চেতনস্বরূপ হইয়া সকল জীবকে চেতনবিশিষ্ট ও সত্যাসত্য বিজ্ঞাপিত করেন, সেই পরমাত্মার নাম "চিৎ" হইয়াছে। উপর্য্যুক্ত তিনটী শব্দ একত্র বিশেষণ ভাবে প্রযুক্ত হইলে পরমেশ্বরকে "সচ্চিদানন্দস্বরূপ" কহা যায়। "যো নিত্যধ্রুবোঽচলোঽবিনাশী স নিত্যঃ"। যিনি নিত্য, নিশ্চল এবং অবিনাশী, তিনিই নিত্যশব্দবাচ্য ঈশ্বর। ( শুন্ধ শুদ্ধৌ ) এই ধাতু হইতে "শুদ্ধ" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "যঃ শুন্ধতি সর্ব্বান্ শোধয়তি বা স ঈশ্বরঃ"। যিনি স্বয়ং পবিত্র এবং অশুদ্ধি হইতে পৃথক্ হইয়া সকলকে শুদ্ধ করিয়া থাকেন এরূপ, পরমেশ্বরকে "শুদ্ধ" বলা যায়। ( বুধ অবগমনে ) এই ধাতুর উত্তর ক্ত" প্রত্যয় করিয়া "বুদ্ধ" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "যো বুদ্ধবান্ সদৈব জ্ঞাতাস্তি স বুদ্ধো জগদীশ্বরঃ"। ঈশ্বর সর্ব্বদা সকলকে জানেন বলিয়া

তাঁহার নাম "বুদ্ধ" হইয়াছে। (মুচ্‌লৃ মোচনে) এই ধাতু হইতে "মুক্ত" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "যে মুঞ্চতি মোচয়তি বা মুমুক্ষূন্ স মুক্তো জগদীশ্বরঃ"। যিনি স্বয়ং সর্ব্বদা অশুদ্ধি হইতে পৃথক্ এবং সমস্ত মুমুক্ষুদিগকে ক্লেশ হইতে মুক্ত করেন সেই, পরমাত্মার নাম "মুক্ত"। অতএব "নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবো জগদীশ্বরঃ"। এই জন্যই জগদীশ্বরের স্বভাবকে নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ এবং মুক্ত কহা যায়। "নির্" এবং "আঙ্" পূর্ব্বক (ডু কৃঞ্ করণে) এই ধাতু হইতে "নিরাকার" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "নির্গতঃ আকারাৎ স নিরাকারঃ"। পরমেশ্বরের কোন আকার নাই এবং কখন শরীর ধারণ করেন না বলিয়া তাঁহার নাম "নিরাকার" হইয়াছে। (অঞ্জু ব্যক্তিম্রক্ষণ-কান্তি-গতিষু) এই ধাতু হইতে "অঞ্জন" শব্দ সিদ্ধ হয় এবং ইহাতে "নির্" উপসর্গ যোগ হওয়াতে "নিরঞ্জন" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "অঞ্জনং ব্যক্তিম্রক্ষণং কুকাম ইন্দ্রিয়ৈঃ প্রাপ্তিশ্চেত্যস্মাদ্যো নির্গতঃ পৃথগ্‌ভূতঃ স নিরঞ্জনঃ"। ঈশ্বর, ব্যক্তি অর্থাৎ আকৃতি, ম্লেচ্ছাচার, দুষ্টকামনা এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বিষয়ক ব্যাপার হইতে পৃথক বলিয়া তাঁহার নাম "নিরঞ্জন" হইয়াছে। (গণ সংখ্যানে) এই ধাতু হইতে "গণ" শব্দ সিদ্ধ হয়, এবং ইহার পর "ঈশ" এবং "পতি" শব্দের যোগ হইলে, "গণেশ" এবং "গণপতি" শব্দ সিদ্ধ হইয়া থাকে। "যে প্রকৃত্যাদয়ো জড়া জীবাশ্চ গণ্যন্তে সংখ্যায়ন্তে তেষামীশঃ স্বামী পতিঃ পালকো বা"। যিনি প্রকৃত্যাদি জড় এব সমস্ত জীবখ্যাত পদার্থের স্বামী এবং পালক, তাদৃশ পরমেশ্বরের নাম "গণেশ" বা "গণপতি"। "যো বিশ্বমীষ্টে স বিশ্বেশ্বরঃ"। সংসারের অধিষ্ঠাতা বলিয়া পরমেশ্বরের নাম "বিশ্বেশ্বর" হইয়াছে। "যঃ কূটেঽনেকবিধ ব্যবহারে স্বস্বরূপেণৈব তিষ্ঠতি স কূটস্থঃ পরমেশ্বরঃ"। যিনি সকল প্রকার ব্যবহারে ব্যাপ্ত এবং সমস্ত ব্যবহারের আধার হইয়াও কোন ব্যবহারে স্বস্বরূপের পরিবর্ত্তন করেন না সেই, পরমেশ্বরের নাম "কূটস্থ" হইয়াছে। যাবতীয় দেব শব্দের অর্থ ইতঃপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, তাহাতেই দেবী শব্দেরও অর্থ বুঝিতে হইবে। পরমেশ্বরের নাম তিন লিঙ্গেই প্রযুক্ত হয়। যথা "ব্রহ্ম চিতিরীশ্বরশ্চেতি"। যখন ঈশ্বরের বিশেষণ হইবে তখন "দেব", যখন "চিতির" বিশেষণ হইবে তখন "দেবী" বুঝিতে হইবে। এইজন্য ঈশ্বরের নাম "দেবী" হইয়াছে। (শক্‌লৃ শক্তৌ) এই ধাতু হইতে "শক্তি" শব্দ সিদ্ধ হয়। "যঃ সর্ব্বং জগৎ কর্ত্তুং শক্নোতি স শক্তিঃ"। সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিতে সমর্থ বলিয়া, পরমেশ্বরের নাম "শক্তি" হইয়াছে (শ্রিঞ্ সেবায়াম্) এই ধাতু হইতে "শ্রী" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "যঃ শ্রীয়তে সেব্যতে সর্ব্বেণ জগতা বিদ্বদ্ভির্যোগিভিশ্চ স শ্রীরীশ্বরঃ"। সমস্ত জগৎ, বিদ্বান লোক, এবং যোগিজন যাঁহার সেবা করেন, সেই পরমাত্মার নাম "শ্রী" হইয়াছে। (লক্ষদর্শনাঙ্কনয়োঃ) এই ধাতু হইতে "লক্ষ্মী" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "যো লক্ষয়তি পশ্যত্যঙ্কতে চিহ্নয়তি চরাচরং জগদথবা

বেদৈরাপ্তৈর্য্যোগিভিশ্চ যো লক্ষ্যতে স লক্ষ্মীঃ সর্ব্বপ্রিয়েশ্বরঃ”। যিনি চরাচর জগতের স্রষ্টা এবং জগৎকে চিহ্নিত অর্থাৎ দৃশ্য বা দৃষ্টির উপযোগী করেন, যেরূপ শরীরস্থ নেত্র নাসিকাদি, বৃক্ষস্থ পত্র, পুষ্প, ফল এবং মূল, পৃথিবী ও জলাদির কৃষ্ণতা, রক্ততা এবং শ্বেততা, ( সম্পাদন ) তথা মৃত্তিকা পাষাণ এবং চন্দ্রসূর্য্যাদি চিহ্ন রচনা করেন এবং সমস্ত দর্শন করেন ; যিনি স্বয়ং সকল শোভার শ্রেষ্ঠ শোভা, এবং যিনি বেদাদি শাস্ত্রের এবং ধার্ম্মিক বিদ্বান্ যোগীদিগের লক্ষ্য অর্থাৎ দৃষ্টিযোগ্য, তাদৃশ পরমেশ্বরের নাম “লক্ষ্মী” হইয়াছে। ( সৃ গতৌ ) এই ধাতু হইতে “সরস্” এবং ইহার উত্তর “মতুপ্” এবং “ঙীপ্” প্রত্যয় করিয়া “সরস্বতী” শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। “সরো বিবিধং জ্ঞানং বিদ্যতে যস্যাং চিতৌ সা সরস্বতী”। যাঁহার বিবিধ বিজ্ঞান অর্থাৎ শব্দার্থ প্রয়োগের যথাবৎ জ্ঞান হইয়া থাকে, সেই পরমেশ্বরের নাম “সরস্বতী” হইয়াছে। “সর্ব্বাঃ শক্তয়ো বিদ্যন্তে যস্মিন্ স সর্ব্বশক্তিমানীশ্বরঃ”। ঈশ্বর স্বকার্য্য সাধনের জন্য অন্যের সহায়তা গ্রহণ করেন না, এবং নিজ সামর্থ্য দ্বারা স্বকামনা পূরণ করিতে সমর্থ বলিয়াই তাঁহার নাম “সর্ব্বশক্তিমান্” হইয়াছে। ( ণীঞ্ প্রাপণে ) এই ধাতু হইতে “ন্যায়” শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। “প্রমাণৈরর্থপরীক্ষণং ন্যায়ঃ” ইহা বাৎস্যায়নমুনিকৃত ভাষ্যের ন্যায়সূত্র সম্বন্ধীয় বচন। “পক্ষপাতরাহিত্যাচরণং ন্যায়ঃ” যাহা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের পরীক্ষা দ্বারা সত্য বলিয়া সিদ্ধ হয়, এবং যাহা পক্ষপাতরহিত ধর্ম্মাচরণ তাহাকে “ন্যায়” কহা যায়। “ন্যায়ং কর্ত্তুং শীলমস্য স ন্যায়কারীশ্বরঃ”। ন্যায় অর্থাৎ পক্ষপাতরহিত ধর্ম্মানুষ্ঠান করা যাঁহার স্বভাব সেই পরমেশ্বরের নাম “ন্যায়কারী”। ( দয় দানগতিরক্ষণহিংসাদানেষু ) এই ধাতু হইতে “দয়া” শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। “দয়তে দদাদি জানাতি গচ্ছতি রক্ষতি হিনস্তি যয়া সা দয়া। বহ্বী দয়া বিদ্যতে যস্য স দয়ালুঃ পরমেশ্বরঃ। যিনি অভয়দাতা, যিনি সর্ব্ববিদ্যার সত্যাসত্যবিজ্ঞাতা, যিনি সজ্জনের রক্ষাকর্ত্তা এবং দুষ্টদিগের যথাযোগ্য দণ্ডবিধাতা, সেই পরমাত্মার নাম “দয়ালু”। “দ্বয়োর্ভাবো দ্বিতা, দ্বাভ্যামিতং দ্বীতং বা, সৈব তদেব বা দ্বৈতম্, ন বিদ্যতে দ্বিতীয়েশ্বরভাবো যস্মিংস্তদদ্বৈতম্”। অর্থাৎ “স্বজাতীয় বিজাতীয় স্বগত ভেদশূন্যং ব্রহ্ম”। “দ্বয়ভাব ( দুই হওয়া ) অথবা দ্বিত্বযুক্ত হওয়াকে দ্বিতা, দ্বীত অথবা দ্বৈত কহে। ঈশ্বর ঈদৃশ দ্বৈতরহিত অর্থাৎ সজাতীয় যেরূপ মনুষ্যপক্ষে মনুষ্যের সজাতীয় দ্বিতীয় মনুষ্য ; বিজাতীয় অর্থাৎ মনুষ্যপক্ষে মনুষ্য ভিন্ন অন্য জাতীয় পদার্থ যেরূপ বৃক্ষ পাষাণাদি, স্বগত অর্থাৎ মনুষ্যের নিজ শরীরে যেরূপ চক্ষু কর্ণ নাসিকাদি অবয়বের ভেদ হইয়া থাকে তাদৃশ, দ্বিতীয় সজাতীয় ঈশ্বর, বিজাতীয় ঈশ্বর, এবং স্বস্বরূপে তত্ত্বান্তর ইত্যাদি রহিত, একই পরমেশ্বর বিদ্যমান আছেন। এইজন্য পরমাত্মার নাম “অদ্বৈত” হইয়াছে। “গণ্যন্তে যে তে গুণাঃ

বা যৈর্গণয়ন্তি তে গুণাঃ, যো গুণেভ্যো নির্গতঃ স নির্গুণ ঈশ্বরঃ"। ঈশ্বর জড়পদার্থের সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এবং রূপ রস স্পর্শ গন্ধাদিগুণ এবং অবিদ্যা, অল্পজ্ঞতা, রাগ, দ্বেষ ও অবিদ্যাদি ক্লেশ যাহা জীবের গুণ তাহা হইতেও পৃথক্ হন। এতৎ সম্বন্ধে "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্" ইত্যাদি উপনিষদ্‌বচন প্রমাণ আছে। যিনি শব্দ, স্পর্শ এবং রূপাদি গুণরহিত, তাদৃশ পরমাত্মার নাম "নির্গুণ" হইয়াছে। "যো গুণৈঃ সহ বর্ত্ততে স সগুণঃ"। যিনি সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান, সর্ব্বসুখ, পবিত্রতা ও অনন্তবলাদি গুণযুক্ত, সেই পরমেশ্বরের নাম "সগুণ" হইয়াছে। যেরূপ পৃথিবী গন্ধাদি গুণযুক্ত হওয়াতে সগুণ, এবং ইচ্ছাদি গুণরহিত হওয়াতে নির্গুণ বলা যায়, তদ্রূপ পরমেশ্বরকে জগৎ ও জীবগুণ হইতে পৃথক্ বলিয়া "নির্গুণ", এবং সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণযুক্ত বলিয়া "সগুণ" বলা যায়। অর্থাৎ একবারে সগুণতা এবং নির্গুণতা রহিত, এরূপ কোন পদার্থেরই ও সম্ভাব হইতে পারে না। যেরূপ চেতনগুণ হইতে পৃথক্ বলিয়া জড়পদার্থ নির্গুণ, এবং নিজজড় গুণবিশিষ্ট হওয়াতে সগুণ হইয়া থাকে তদ্রূপ, জীব ও জড়গুণ হইতে পৃথক্ বলিয়া নির্গুণ এবং ইচ্ছাদি স্বগুণযুক্ত বলিয়া "সগুণ" হইয়া থাকে। পরমেশ্বর সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। "অন্তর্যন্তুং নিয়ন্তুং শীলং যস্য সোঽয়মন্তর্য্যামী"। যিনি সমস্ত প্রাণি এবং অপ্রাণিরূপ জগতের মধ্যে ব্যাপক হইয়া সকলের নিয়ামক হইয়া থাকেন, সেই পরমেশ্বরকে "অন্তর্য্যামী" বলা যায়। "যো ধর্ম্মে রাজতে স ধর্ম্মরাজঃ।" যিনি ধর্ম্মেরই মধ্যে প্রকাশমান হয়েন এবং অধর্ম্ম হইতে রহিত হইয়া ধর্ম্মেরই প্রকাশ করেন এরূপ পরমেশ্বরের নাম "ধর্ম্মরাজ" হইয়াছে। (যমু উপরমে) এই ধাতু হইতে "যম" শব্দ সিদ্ধ হয়। "সঃ সর্ব্বান্ প্রাণিনো নিযচ্ছতি স যমঃ" যিনি সকল প্রণিগণের কর্ম্মফলের ব্যবস্থা করেন, এবং স্বয়ং সমগ্র অন্যায় কার্য্য হইতে পৃথক্ থাকেন এরূপ, পরমাত্মার নাম "যম" হইয়াছে। (ভজ সেবায়াম্) এই ধাতু হইতে "ভগ" শব্দ এবং ইহার উত্তর "মতুপ্" প্রত্যয় করিলে "ভগবান্" পদ সিদ্ধ হয়। "ভগঃ সকলৈশ্বর্য্যং সেবনং বা বিদ্যতে যস্য স ভগবান্"। যিনি সর্ব্বৈশ্বর্য্যবিশিষ্ট এবং ভজনযোগ্য সেই ঈশ্বরের নাম "ভগবান্" হইয়াছে। (মন জ্ঞানে) এই ধাতু হইতে "মনু" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "যো মন্যতে স মনুঃ"। মনু অর্থাৎ মনন বা বিজ্ঞানশীল এবং মাননীয় বলিয়া ঈশ্বরকে "মনু" বলা যায়। (পৃ পালনপূরণয়োঃ) এই ধাতু হইতে "পুরুষ" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "যঃ স্বব্যাপ্ত্যা চরাঽচরং জগৎ পৃণাতি পূরয়তি বা স পুরুষঃ"। যিনি সমগ্র জগতে পূর্ণ হইয়া আছেন এরূপ পরমেশ্বরের নাম "পুরুষ" হইয়াছে। (ডু ভৃঞ্ ধারণ-পোষণয়োঃ) "বিশ্ব" পূর্ব্বক উক্ত "ভৃ" ধাতু হইতে "বিশ্বম্ভর" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "যো বিশ্বং বিভর্ত্তি ধরতি পুষ্ণাতি বা স বিশ্বম্ভরো জগদীশ্বরঃ"। যিনি জগতের ধারণ এবং পোষণ করেন, সেই পরমেশ্বরের নাম "বিশ্বম্ভর" হইয়া থাকে। (কল সংখ্যানে)

এই ধাতু হইতে "কাল" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "কলয়তি সংখ্যাতি সর্ব্বান্ পদার্থান্ স কালঃ"। ঈশ্বর জগতের সকল পদার্থের এবং জীবগণের সংখ্যা করেন বলিয়া তাঁহার নাম "কাল" হইয়াছে। (শিষ্‌ল্ বিশেষণে) এই ধাতু হইতে "শেষ" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "যঃ শিষ্যতে স শেষঃ" যিনি উৎপত্তি এবং প্রলয়ের অবসানেও অবস্থান করেন, সেই পরমাত্মার নাম "শেষ" হইয়াছে। (আপ্‌লৃ ব্যাপ্তৌ) এই ধাতু হইতে "আপ্ত" শব্দ সিদ্ধ হয়। "যঃ" সর্ব্বান্ ধর্ম্মাত্মন আপ্নোতি বা সর্ব্বৈর্ধর্ম্মাত্মভিরাপ্যতে ছলাদি রহিতঃ স আপ্তঃ"। যিনি সত্যোপদেশক, সর্ব্ববিদ্যাযুক্ত ধর্ম্মাত্মাদিগকে প্রাপ্ত হয়েন, এবং যিনি ধর্ম্মাত্মাদিগের প্রাপ্তিযোগ্য ও ছলকপটাদিরহিত, এরূপ পরমাত্মাকে "আপ্ত" বলা যায়। (ডু কৃঞ্ করণে) "শম্" পূর্ব্বক "কৃধাতু" হইতে "শঙ্কর" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "যঃ শং কল্যাণং সুখং করোতি স শঙ্করঃ"। যিনি কল্যাণ অর্থাৎ সুখ প্রদান করেন, সেই ঈশ্বরকে "শঙ্কর" বলে। "মহৎ" শব্দ পূর্ব্বক "দেব" শব্দ হইতে "মহাদেব" শব্দ সিদ্ধ হইয়া থাকে। "যো মহতাং দেবঃ স মহাদেবঃ", যিনি মহতী দেবতাদিগের ও দেবতা এবং বিদ্বানদিগের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ বিদ্বান, এবং সূর্য্যাদি পদার্থেরও প্রকাশক সেই পরমাত্মার নাম "মহাদেব" হইয়াছে। (প্রীঞ্ তর্পণে কান্তৌ চ) "এই ধাতু হইতে "প্রিয়" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। যঃ প্রীণাতি প্রীয়তে বা স প্রিয়ঃ"। যিনি সকল ধর্ম্মাত্মা, মুমুক্ষু এবং শিষ্টলোকদিগকে প্রসন্ন করেন এবং অখিল কামনার যোগ্য, সেই ঈশ্বরের নাম "প্রিয়"। (ভূ সত্তায়াম্) "স্বয়ম্" শব্দ পূর্ব্বক "ভূ" ধাতু হইতে "স্বয়ম্ভু" পদ সিদ্ধ হইয়াছে। "যঃ স্বয়ং ভবতি সঃ স্বয়ম্ভুরীশ্বরঃ," যিনি স্বয়ংই অবস্থান করিতেছেন এবং কখন অন্য কিছু হইতে উৎপন্ন হন না এরূপ, পরমাত্মার নাম "স্বয়ম্ভূ" হইয়া থাকে। (কু শব্দে) এই ধাতু হইতে "কবি" শব্দ সিদ্ধ হয়। "যঃ কৌতি শব্দয়তি সর্ব্বা বিদ্যাঃ স কবিরীশ্বরঃ"। ঈশ্বর বেদদ্বারা সর্ব্ববিদ্যার উপদেশক এবং জ্ঞাতা বলিয়া তাঁহার নাম "কবি" হইয়াছে। (শিবু কল্যাণে) এই ধাতু হইতে "শিব" শব্দ সিদ্ধ হয়। বহুল-মেতন্নিদর্শনম্" এই প্রমাণ হইতে "শিবু" ধাতু মানা যায়। যিনি কল্যাণস্বরূপ এবং কল্যাণকর্ত্তা এরূপ পরমেশ্বরের নাম "শিব" হইয়াছে।

পরমেশ্বরের এই শত প্রকার নাম লিখিত হইল, কিন্তু এতদ্ভিন্ন পরমাত্মার আরও অসংখ্য নাম আছে। যেরূপ পরমেশ্বরের অনন্ত গুণ, কর্ম্ম এবং স্বভাব বিদ্যামান আছে, তদ্রূপ তাঁহার অনন্ত নামও আছে। উহার মধ্যে প্রত্যেক গুণ, কর্ম্ম এবং স্বভাবের জন্য, তাঁহার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র এক এক নাম আছে। আমার লিখিত এই নাম-সমূহকে সমুদ্র মধ্যে জলবিন্দুবৎ জানিবে, কারণ বেদাদি শাস্ত্রসমূহে পরমাত্মার অসংখ্য গুণ কর্ম্ম ও স্বভাব ব্যাখ্যাত হইয়াছে, যাহার অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনে এবিষয় বোধ

জন্মিতে পারে। যিনি বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, তাঁহারই পক্ষে অন্য পদার্থেরও সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ হইতে থাকে।

(প্রশ্ন) অন্য গ্রন্থকার সকল গ্রন্থের আদিতে, মধ্যে এবং অন্তে, যেরূপ মঙ্গলাচরণ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ আপনি কিছুই লিখেন নাই অথবা করেন নাই কেন?

(উত্তর) আমার তদ্রূপ করা উচিত নহে। কারণ যদি গ্রন্থের আদিতে, মধ্যে এবং অন্তে মঙ্গলাচরণ করিতে হয়, তাহা হইলে আদি, মধ্য এবং অন্তের মধ্যস্থলে যাহা কিছু লিখিত হইবে উহাতে, অমঙ্গল হইতে পারে। এই জন্য "মঙ্গলাচরণং শিষ্টাচারাৎ ফলদর্শনাচ্ছ্রুতিতশ্চেতি" ইহা সাংখ্য দর্শনের ৫ম অধ্যায়ের ১ম সূত্র। ইহার অভিপ্রায় এই যে ন্যায়, পক্ষপাত রহিত, সত্য ও বেদোক্ত যে সকল ঈশ্বরাজ্ঞা আছে তাহারই, সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বদা যথাবৎ আচরণ করাকেই মঙ্গলাচরণ বলা যায়। গ্রন্থের আদি বা আরম্ভ হইতে সমাপ্তি পর্য্যন্ত সত্যাচার করাই যথার্থ মঙ্গলাচরণ, নচেৎ কোনস্থলে মঙ্গল অথবা অমঙ্গল লেখার প্রয়োজন (বিধান) নহে। এ বিষয়ে মহাত্মা মহর্ষিদিগের লেখা দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। যথা—

যান্যনবদ্যানি কর্ম্মাণি তানি সেবিতব্যানি নো ইতরাণি॥

ইহা তৈত্তিরীয়োপনিষদের বচন—প্রপাঠক ৭ অনুঃ ১১। হে সন্তানগণ! যাহা "অনবদ্য" অনিন্দনীয় অর্থাৎ যাহা ধর্ম্মযুক্ত কর্ম্ম তাহাই, তোমাদের সেবনীয় ও কর্ত্তব্য, এবং যাহা অধর্ম্মযুক্ত কর্ম্ম, তাহা অকর্ত্তব্য। আধুনিক গ্রন্থসমূহে "শ্রীগণেশায় নমঃ"। "সীতারামাভ্যাং নমঃ"। "রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ"। "শ্রীগুরুচরণারবিন্দাভ্যাং নমঃ"। "হনুমতে নমঃ"। "দুর্গায়ৈ নমঃ"। "বটুকায় নমঃ"। "ভৈরবায় নমঃ"। "শিবায় নমঃ"। "সরস্বত্যৈ নমঃ"। "নারায়ণায় নমঃ" ইত্যাদি লিখিত দেখা যায়। বুদ্ধিমান লোকে এই সকলকে বেদ এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ জানিয়া (মিথ্যা) অযথাকার্য্য বলিয়া বুঝিয়া থাকেন; যেহেতু বেদে এবং ঋষিদিগের গ্রন্থে এরূপ মঙ্গলাচরণ দৃষ্টিগোচর হয় না। আর্ষ গ্রন্থসমূহের (প্রারম্ভে) "ওঁ" এবং "অথ" শব্দ দৃষ্টিগোচর হয়। যথা,—

"অথ শব্দানুশাসনম্"। অথেত্যয়ং শব্দোঽধিকারার্থঃ প্রযুজ্যতে। ইতি ব্যাকরণমহাভাষ্যে।

"অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" অথেত্যানন্তর্য্যে বেদাধ্যয়নানন্তরম্ ইতি পূর্ব্বমীমাংসায়াম্।

"অথাতো ধর্ম্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ" অথেতি ধর্ম্মকথনান্তরং ধর্ম্মলক্ষণং বিশেষেণ ব্যাখ্যাস্যামঃ। বৈশেষিক দর্শনে।

"অথ যোগানুশাসনং" অথেত্যয়মধিকারার্থঃ যোগশাস্ত্রে।

"অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ" সাংসারিকবিষয়ভোগানন্তরং ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তর্থঃ প্রযত্নঃ কর্ত্তব্যঃ। সাংখ্যশাস্ত্রে।

"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"। ইদং বেদান্তসূত্রম্।

"ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত"। ইদং ছান্দোগ্যোপনিষদ্বচনম্।

"ওমিত্যেতদক্ষরমিদꣳ সর্ব্বং তস্যোপব্যাখ্যানম্"। ইদঞ্চ মাণ্ডুক্যোপনিষদারম্ভবচনম্॥

এই সকল উপযুক্ত শাস্ত্রের প্রারম্ভোক্তি বচন। এইরূপে অন্যান্য ঋষি ও মুনিদিগের গ্রন্থেও "ওঁ" এবং "অথ" শব্দ লিখিত আছে। পুনশ্চ চারি বেদের আদিতে (অগ্নি, ইট্, অগ্নি, যে ত্রিষপ্তাঃ পরিয়ন্তি) এই শব্দ গুলি লিখিত আছে; (পরন্তু) "শ্রীগণেশায নমঃ" ইত্যাদি শব্দ কুত্রাপি নাই। (আধুনিক) বৈদিক লোকে বেদ পাঠের আরম্ভে যে "হরিঃ ওঁ" এইরূপ লিখেন বা পাঠ করেন, উহা তাহারা পৌরাণিক এবং তান্ত্রিক লোকদিগের মিথ্যা কল্পিত রীতি হইতে শিক্ষা করিয়া তাহারই অনুসরণ করেন। বেদাদি শাস্ত্রে "হরি" শব্দ আদিতে কুত্রাপি বর্ণিত নাই। সুতরাং গ্রন্থের আদিতে "ওঁ" অথবা "অথ" শব্দ লেখা উচিত। এই স্থানে ঈশ্বর বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র লিখিত হইল। পশ্চাৎ শিক্ষা বিষয়ে লিখিত হইবে।

ইতি শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতীস্বামিকৃতে সত্যার্থপ্রকাশে
সুভাষাবিভূষিত ঈশ্বরনামবিষয়ে
প্রথমঃ সমুল্লাসঃ সম্পূর্ণঃ

⁂

# অথ দ্বিতীয়সমুল্লাসারম্ভঃ

অথ শিক্ষাং প্রবক্ষ্যামঃ ॥

## "মাতৃমান্ পিতৃমানাচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" ॥

ইহা শতপথ ব্রাহ্মণের বচন। বস্তুতঃ, প্রথম মাতা, দ্বিতীয় পিতা এবং তৃতীয় আচার্য্য, এই তিন উত্তম শিক্ষক লাভ করিলেই মনুষ্য জ্ঞানবান হইয়া থাকেন। যে সন্তানের মাতা এবং পিতা ধার্ম্মিক এবং বিদ্বান্, সে সন্তান অতিশয় ভাগ্যবান এবং তাহার কুল ধন্য। মাতা হইতে সন্তানের যত প্রকার উপদেশ এবং উপকার লাভ হয়, আর কাহারও দ্বারা তাদৃশ হয় না। মাতা সন্তানের উপর যেরূপ স্নেহ প্রকাশ করেন এবং তাহার হিতকামনা করেন, তদ্রূপ আর কেহ করে না; এইজন্য (মাতৃমান) অর্থাৎ "প্রশস্তা ধার্ম্মিকী মাতা বিদ্যতে যস্য স মাতৃমান্।" তাদৃশ মাতাও ধন্য, যিনি গর্ভাধান সময় হইতে যতদিন পূর্ণবিদ্যা লাভ না হয় ততদিন যাবৎ, সন্তানদিগকে সুশীলতার উপদেশ দান করিয়া থাকেন।

গর্ভাধানের পূর্ব্বে, মধ্যে এবং পরে, মাদক দ্রব্য, মদ্য, দুর্গন্ধ, রুক্ষ ও বুদ্ধিনাশক পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া, ও যাহা সেবন করিলে শান্তি, আরোগ্য, বল, বুদ্ধি, পরাক্রম এবং সুশীলতার ফলস্বরূপ সভ্যতা প্রাপ্ত হওয়া যায় এরূপ, পদার্থ অর্থাৎ ঘৃত, দুগ্ধ, মিষ্ট অন্নপানাদি শ্রেষ্ঠ পদার্থ সেবন করা, মাতা এবং পিতার অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহাতে রজঃ এবং বীর্য্যের সমস্ত দোষ নির্ম্মুক্ত হইয়া অত্যন্ত গুণযুক্ত হয়। ঋতু গমন বিধি অনুসারে অর্থাৎ রজোদর্শনের পঞ্চম দিবস হইতে ষোড়শ দিবস পর্য্যন্ত ঋতু দানের সময়। এই ষোড়শ দিবসের মধ্যে প্রথম চারিদিন ত্যাজ্য হওয়াতে, অবশিষ্ট ১২ দিনের মধ্যে একাদশী এবং ত্রয়োদশী পরিত্যাগ করিয়া, ১০ রাত্রি মধ্যে গর্ভাধান প্রশস্ত। রজোদর্শনের দিনাবধি ষোড়শ দিনের পর সমাগম অবিধেয়। পুনরায় যতদিন ঋতুদানের সময় উপস্থিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত এবং গর্ভস্থিতির পর এক বর্ষকাল বয়স্ক সন্তান না হওয়া পর্য্যন্ত, স্ত্রী পুরুষ সংযুক্ত হইবে না। যখন উভয়ের শরীরে আরোগ্য এবং পরস্পর প্রসন্নতা থাকিবে, এবং কোনরূপ শোক থাকিবে না, সেই অবস্থাই সমাগমের পক্ষে প্রশস্ত। চরকে এবং সুশ্রুতে যেরূপ ভোজন ও আচ্ছাদনের বিধান আছে, এবং স্ত্রী পুরুষের পরস্পর প্রসন্নতা বিধান সম্বন্ধে যেরূপ রীতি মনু স্মৃতিতে লিখিত আছে তদ্রূপ, অনুষ্ঠান ও ব্যবহার করিতে হইবে। গর্ভাধানের পর স্ত্রীর পক্ষে অত্যন্ত সাবধানের সহিত ভোজন এবং আচ্ছাদন করা প্রয়োজনীয়। পরে এক বর্ষকাল

বয়স্থ সন্তান না হওয়া পর্য্যন্ত উক্ত স্ত্রী, পুরুষের সঙ্গ করিতে পারিবে না। যাবৎ সন্তানের জন্ম না হয় তাবৎকাল গর্ভিণী, কেবল বুদ্ধি, বল, রূপ, আরোগ্য, পরাক্রম ও শান্তি ইত্যাদি গুণকারক দ্রব্য সেবন করিতে থাকিবে।

প্রসবের পর অত্যন্ত সুগন্ধি জলে শিশুকে স্নান করাইয়া ও নাড়ীচ্ছেদন করিয়া সুগন্ধি ঘৃতাদি দ্বারা হোম * করিতে হইবে। স্ত্রীরও স্নানভোজনাদি যথাযোগ্য কার্য্য সকল এরূপে করিতে হইবে যাহাতে, বালক এবং স্ত্রী উভয়েরই শরীর আরোগ্য এবং পুষ্টতা লাভ করিতে পারে। যাহাতে দুগ্ধের উত্তম গুণ উৎপাদিত হয়, এরূপ পদার্থ মাতাকে অথবা ধাত্রীকে ( উপমাতাকে ) ভোজন করিতে হইবে। প্রসূতার দুগ্ধ ছয় দিন পর্য্যন্ত নবজাত সন্তানকে পান করাইয়া পরে, ধাত্রী নিজ স্তন্য দুগ্ধ পান করাইবে। ধাত্রীকে মাতা পিতা উত্তম পদার্থ পান ভোজন করাইবেন। কেহ দারিদ্র্যবশতঃ, ধাত্রী নিযুক্ত করিতে অসমর্থ হইলে তিনি, গোদুগ্ধ অথবা ছাগীদুগ্ধ ব্যবহার করিবেন। বুদ্ধি পরাক্রম এবং আরোগ্যকর ওষধি, পরিষ্কৃত জলে ভিজাইয়া এবং সিদ্ধ করিয়া তৎপশ্চাৎ ছাঁকিয়া, উক্ত দুগ্ধের সহিত সমানভাগে মিশ্রিত করিয়া বালককে পান করাইবে। প্রসবের পর বালক ও প্রসূতিকে একটি বিশুদ্ধ বায়ুবিশিষ্ট স্বতন্ত্র গৃহে অবস্থান করিতে দিবে। উক্ত স্থানে সুগন্ধ এবং দর্শনীয় পদার্থ সকল সংস্থাপন করা কর্ত্তব্য। প্রসূতিকে বিশুদ্ধ বায়ুবিশিষ্ট স্থানে ভ্রমণ করিতে দিবে। যে স্থানে ধাত্রী, গাভী, অথবা ছাগী আদির দুগ্ধ পাওয়া যায় না, সে স্থলে অন্য কোনরূপ উচিত মত ব্যবস্থা করিতে হইবে যেহেতু প্রসূতা স্ত্রীর দেহাংশ হইতে বালকের শরীর উৎপন্ন হয়। প্রসবকালে স্ত্রী অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, সুতরাং, প্রসূতি নবজাত বালককে স্বীয় স্তন্য পান করাইবে না। স্তন্য দুগ্ধ নিঃসরণ যাহাতে বন্ধ হয় এবং স্রাবিত না হয় তজ্জন্য, উপযুক্ত ঔষধ স্তনের ছিদ্রোপরি লেপন করিতে হয়। এরূপ করিলে, প্রসবের পর দ্বিতীয় বর্ষেই প্রসূতি পুনরায় সবল যুবতী সদৃশ হইয়া উঠে। ততদিন পর্য্যন্ত পুরুষও ব্রহ্মচর্য্য বলে বীর্য্য সংরোধ করিবে। যে স্ত্রী এবং পুরুষ এরূপ করিবেন, তাঁহাদিগের সন্তান উত্তম জন্মিবে ও তাঁহারা স্বয়ং দীর্ঘায়ু হইবেন এবং তাঁহাদিগের পরাক্রম বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে ও এইরূপ করিলেই জাত সন্তানও উত্তম, বলবান্, পরাক্রমশালী, দীর্ঘায়ু এবং ধার্ম্মিক হইবে। স্ত্রী, যোনি সঙ্কোচন এবং শোধন এবং পুরুষ বীর্য্য স্তম্ভন করিবে। এইরূপ করিলে পরবর্ত্তী যত সন্তান জন্মিবে, তাহারা সকলেই উৎকৃষ্ট সন্তান হইবে।

---

* বালকের জন্ম সময়ে "জাতকর্ম্ম সংস্কার" হইয়া থাকে। উহাতে হবনাদি বেদোক্ত কর্ম্ম করিতে হয়। ( সংস্কার বিধি ) নামক গ্রন্থে এ বিষয় সবিস্তার লিখিত আছে।

মাতা যাহাতে বালক সভ্য হয় এবং কোন অঙ্গ দ্বারা কুচেষ্টা করিতে না পারে, এরূপ সৎশিক্ষা সর্ব্বদা প্রদান করিবেন। বালক কথা কহিতে আরম্ভ করিলেই যেরূপে জিহ্বার কোমল প্রযত্নের দ্বারা স্পষ্ট উচ্চারণ করিতে পারে, মাতার এরূপ উপায় করা কর্ত্তব্য। যে বর্ণের যে উচ্চারণস্থান এবং যে প্রযত্ন ; অর্থাৎ যেরূপ "প" ইহার উচ্চারণ স্থান ওষ্ঠ এবং ইহার প্রযত্ন স্পষ্ট এই উচ্চারণ স্থান এবং প্রযত্নানুসারে ওষ্ঠদ্বয় মিলিত করিয়া "প" শব্দ উচ্চারণ করা কর্ত্তব্য। এইরূপে হ্রস্ব, দীর্ঘ, ও প্লুত অক্ষরদিগেরও সম্যক উচ্চারণ করা শিখাইতে হইবে। মধুর, গম্ভীর, এবং সুন্দর স্বর তথা অক্ষর, মাত্রা, বাক্য, সন্ধি ও অবসান যাহাতে স্পষ্ট স্পষ্ট শ্রুতিগোচর হয়, তাহার জন্যও চেষ্টা পাইতে হইবে। যখন কিয়ৎপরিমাণে কথা কহিতে এবং বুঝিতে শিখিবে তখন, যাহাতে বালক সুন্দর বাক্য প্রয়োগ করিতে পারে, ও বৃদ্ধ, কনিষ্ঠ, মান্য, পিতা, মাতা, রাজা এবং বিদ্বান্ লোকদিগের সহিত কথোপকথন এবং সদ্ব্যবহার করিতে এবং উহাদিগের পার্শ্বে উপবেশন করিতে শিক্ষা করে তাহারও জন্য প্রযত্ন করা কর্ত্তব্য। যাহাতে কোন স্থানে উহার অযোগ্য ব্যবহার না হইয়া বরং সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠা হয় এবং যাহাতে জিতেন্দ্রিয় ও বিদ্যাপ্রিয় হইয়া উক্ত বালক সৎসঙ্গে রুচি প্রকাশ করে, তাহার জন্যও প্রযত্ন করিতে হইবে। যাহাতে বৃথা ক্রীড়া, রোদন, হাস্য, কলহ, হর্ষ, শোক ও কোন পদার্থে লোভ, ঈর্ষা বা দ্বেষাদি করিতে না পারে তাহাও শিক্ষা দিবে। উপস্থেন্দ্রিয়ের স্পর্শ ও মর্দ্দন দ্বারা ক্ষীণতা ও নপুংসকতা উপস্থিত হয়, এবং হস্তও দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া থাকে, সুতরাং বালক উহা স্পর্শ করিবে না। যাহাতে সর্ব্বদা সত্যভাষণ, শৌর্য্য, ধৈর্য্য, প্রসন্নতাদি গুণ লাভ করিতে পারে, তাহার জন্যও চেষ্টা করিবে। পঞ্চমবর্ষবয়স্ক পুত্র ও কন্যাকে, দেবনাগরী অক্ষরের এবং অন্যদেশীয় ভাষার অক্ষরের অভ্যাস করাইবে। তৎপশ্চাৎ যতপ্রকার উত্তম শিক্ষা আছে যথা :—বিদ্যা, ধর্ম্ম ও পরমেশ্বর বিষয়ক, এবং মাতা, পিতা, আচার্য্য বিদ্বান্, অতিথি, রাজা, প্রজা, কুটুম্ব বন্ধু, ভগিনী ভৃত্য প্রভৃতির সহিত সদব্যবহার বিষয়ক মন্ত্র, শ্লোক এবং সূত্র পদ্যাকারে বা গদ্যাকারে অর্থ সহিত কণ্ঠস্থ করাইবে। যাহাতে সন্তান কোন ধূর্ত্তের প্রতারণায় পতিত না হয় তাহাও, অথবা যে সকল ব্যবহার বিদ্যাধর্ম্মবিরুদ্ধ এবং যে সকল কারণবশতঃ লোকে ভ্রান্তিজালে পতিত হয় তাহা, নিবারণের জন্যও উপদেশ দিতে হইবে। এরূপ করিলে ভূত প্রেতাদি মিথ্যা কথায় বিশ্বাস জন্মিবে না।

গুরোঃ প্রেতস্য শিষ্যস্তু পিতৃমেধং সমাচরন্।
প্রেতহারৈঃ সমং তত্র দশরাত্রেণ শুধ্যতি ॥

মনু০ অ০ ৫ ॥ ৬৫ ॥

অর্থ—গুরুর দেহান্ত হইলে তখন তাঁহার প্রেতাখ্য মৃত শরীরের দাহকারী শিষ্য, মৃতক শরীরের উত্থাপনকারী প্রেতহারদিগের সহিত দশম দিনে শুদ্ধ হইয়া যায়। উক্ত শরীরের দাহান্তে ঐ মৃত ব্যক্তির নাম "ভূত" হইয়া থাকে অর্থাৎ তিনি "ভূত" অমুকনামা পুরুষ ছিলেন। যাহা কিছু উৎপন্ন হইয়া বর্ত্তমান কালে অবস্থিত না থাকে তাহা, "ভূতস্থ" হইলে তাঁহার নাম "ভূত" হইয়া যায়। ব্রহ্মা হইতে আজ পর্য্যন্ত সমস্ত বিদ্বান্ লোকের এইরূপ সিদ্ধান্ত চলিয়া আসিতেছে। পরন্তু যাহাদিগের শঙ্কা, কুসঙ্গ এবং কুসংস্কার জন্মে তাহাদিগেরই পক্ষে ভয় এবং শঙ্কারূপ ভূত, প্রেত, শাকিনী-ডাকিনী প্রভৃতি অনেক ভ্রমজাল দুঃখদায়ক হইয়া থাকে। দেখ যখন কোন প্রাণীর মৃত্যু হয়, তখন ঐ জীব (জীবাত্মা) পাপ ও পুণ্যের বশীভূত হইয়া, পরমেশ্বরের ব্যবস্থানুসারে সুখ ও দুঃখের ফলভোগার্থ জন্মান্তর ধারণ করিয়া থাকে। কেহ কি অবিনাশী পরমেশ্বরের এই ব্যবস্থার লোপ করিতে পারে? জ্ঞানহীন লোক বৈদ্যকশাস্ত্র অথবা পদার্থ বিদ্যা না পড়িয়া বা না শুনিয়া বিচারশূন্য হওয়াতে, সন্নিপাত জ্বরাদি দৈহিক রোগের এবং উন্মাদকাদি মানসিক রোগের নাম, ভূত এবং প্রেতাদি মনে করিয়া লয়। উক্ত রোগাদির উপযুক্ত ঔষধ এবং পথ্যাদি সেবন না করিয়া, এরূপ ধূর্ত্ত, পাষণ্ড, মহামূর্খ, অনাচারী, স্বার্থপর, মেথর, চম্মকার, শূদ্র এবং ম্লেচ্ছদিগের উপর বিশ্বাসযুক্ত হইলে উহারা নানাপ্রকার প্রতারণা, ছল ও কপটতা করিয়া এবং উচ্ছিষ্ট ভোজন করাইয়া মিথ্যা মন্ত্র ও যন্ত্র ব্যবহার করতঃ, সূত্র ও তাগা বাঁধে এবং বাঁধিয়া দিয়া থাকে। এইরূপে লোক স্বীয় ধন নাশ, সন্তানাদির দুর্দ্দশা এবং রোগবৃদ্ধি করিয়া স্বয়ং দুঃখ (পাইয়া) ও অপরকে দুঃখ দিয়া থাকে। জ্ঞানবিষয়ে অন্ধ অথচ ধনবান্ লোক, যখন পূর্ব্বোক্ত দুর্বুদ্ধি পাপী এবং স্বার্থপর লোকদিগের নিকট যাইয়া প্রশ্ন করে "মহাশয়! এই বালক, বালিকা, স্ত্রী অথবা পুরুষের যে কি অবস্থা হইয়াছে তাহা বলিতে পারা যায় না।" তখন উক্ত ধূর্ত্ত বলিয়া থাকে যে "ইহার শরীরে বৃহৎ ভূত, প্রেত, ভৈরব, অথবা শীতলা দেবী প্রভৃতি আসিয়াছেন। যাবৎ তুমি ইহার উপায় না করিবে তাবৎ উহা অন্তর্হিত হইবে না, এবং হয়ত ইহার প্রাণও বিনাশ করিতে পারে। যদি তুমি উত্তম বস্ত্রাদি ও খাদ্য দ্রব্য আদি ভেট দাও তবে, আমি মন্ত্র জপ এবং পুরশ্চরণ দ্বারা ঝাড়িয়া উহাকে তাড়াইয়া দিতে পারি"। তখন উক্ত নির্ব্বোধ অন্ধ এবং তাঁহার অত্মীয়গণ বলেন "মহাশয়! বরং আমার সর্ব্বস্ব যাউক, তথাপি, ইহাকে আরোগ্য করিয়া দিউন"। এইরূপ কহিলে উক্ত ধূর্ত্তের কার্য্যসিদ্ধি হয়। (তখন) ধূর্ত্ত কহে যে, "আচ্ছা, এত সমাগ্রী এবং এত দক্ষিণা আনয়ন কর, দেবতার ভেট লইয়া আইস এবং গ্রহদান করাও"। পরে ঝাঁঝর মৃদঙ্গ, ঢোল এবং থালা লইয়া পীড়িত ব্যক্তির সমক্ষে গাইতে এবং বাজাইতে থাকে এবং উহার মধ্য হইতে একজন পাষণ্ড উন্মত্তবৎ রূপ দেখাইয়া, নাচিয়া ও লম্ফ প্রদান করিয়া কহে যে "আমি

ইহার প্রাণ অবশ্য লইব"। তখন উক্ত অন্ধ ( নির্ব্বোধ ) সেই সকল মেথর ও চামারাদি নীচ লোকের চক্রে পড়িয়া কহে যে "আপনি যাহা অভিলাষ করেন লউন, কিন্তু ইহাকে বাঁচাইয়া দিউন"। তখন ঐ ধূর্ত্ত বলিয়া থাকে যে "আমি হনুমান" ( মহাবীর ) "তুমি আমার পূজার্থ পক্কান্ন মেঠাই মিষ্টান্ন, তৈল, সিন্দুর সওয়া মণ রোট বা মিষ্ট ঘৃতে ভাজা গোধূম পিষ্টক এবং কৌপীন জন্য রক্ত বস্ত্র আনয়ন কর"। অথবা বলে "আমি দেবী ভৈরব," "আমার জন্য পাঁচ বোতল মদ্য, কুড়িটী কুক্কুট, পাঁচটী ছাগ এবং মিষ্টান্ন ও বস্ত্র লইয়া আইস।" যখন একথার উত্তরে উক্ত নির্ব্বোধ বলে যে "যাহা ইচ্ছা গ্রহণ কর"। তখন সেই উন্মত্ত রোজা অত্যন্ত নাচিতে এবং লাফাইতে থাকে। অবশ্য যদি কোন বুদ্ধিমান্ উহাদিগকে উপরোক্ত উৎকোচ না দিয়া তৎস্থানে পাঁচ জুতা, লাঠি এবং চপেটাঘাত প্রদান এবং পদাঘাত করে, তাহা হইলে, উহার হনুমান্, দেবী অথবা ভৈরব, তৎক্ষণাৎ প্রসন্ন হইয়া পলায়ন করে। কারণ এই ধূর্ত্তগণ কেবল ধনাদি হরণার্থ প্রতারণা মাত্র করিয়া থাকে।

যখন কোন গ্রহগ্রস্ত লোক গ্রহ স্বরূপ জ্যোতির্বিদাভাসের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করে, "মহাশয়"! ইহার কি হইয়াছে?" তখন তিনি বলেন যে "ইহার উপর সূর্য্যাদি ক্রূর গ্রহ আক্রমণ ( কুদৃষ্টি ) করিয়াছে। যদি তুমি ইহার জন্য শান্তিপাঠ, পূজা ও দান করাও তবেই, আরোগ্য হইতে পারে নতুবা, অত্যন্ত পীড়িত হইয়া মরিয়া যাওয়া আশ্চর্য্যজনক নহে"। ( প্রশ্ন ) যদি কেহ প্রশ্ন করে যে জ্যোতির্বিৎ মহাশয়! বলুন এই পৃথিবী যেরূপ জড়, সূর্য্যাদি লোকও তাদৃশ জড় কি না? ইহা তাপ এবং প্রকাশ (প্রদান) ব্যতীত অন্য কিছু করিতে অসমর্থ, বিশেষতঃ ইহা কি চেতন পদার্থ যে ক্রুদ্ধ হইলে দুঃখ এবং প্রসন্ন হইলে সুখ প্রদান করিতে পারে? পুনঃ ( প্রশ্ন ) এই যে সংসারে রাজা, প্রজা, সুখী এবং দুঃখী দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা কি গ্রহফল জন্য নহে? ( উত্তর ) না, এ সমস্ত পাপ পুণ্যের ফল। (প্রশ্ন) তবে কি জ্যোতিঃশাস্ত্র মিথ্যা? ( উত্তর ) না, উহাতে যে সকল অঙ্ক, বীজ, রেখা এবং গণিত বিদ্যা আছে তৎসমুদায়ই, সত্য, কিন্তু যে (গ্রহ) ফলের লীলা আদি আছে সমস্তই মিথ্যা। (প্রশ্ন) তবে যে এই সকল জন্মপত্র হইয়া থাকে, তাহা কি নিষ্ফল? ( উত্তর ) হাঁ! উহা জন্মপত্র নহে, বরং উহার নাম শোকপত্র রাখা কর্ত্তব্য; কারণ সন্তানের জন্ম হইলে সকলে আনন্দ করে, কিন্তু সেই আনন্দ তত ক্ষণই থাকে যতক্ষণ, জন্মপত্র রচিত হইয়া উহাতে গ্রহ ফলের কথা শুনিতে পাওয়া না যায়। পুরোহিতকে জন্মপত্র রচনার প্রস্তাব করিলে, সন্তানের মাতা-পিতা বলিয়া থাকেন "মহাশয়! আপনি অতি উৎকৃষ্ট জন্মপত্র প্রস্তুত করুন"। পিতা ধনাঢ্য হইলে নানাপ্রকার রক্ত ও পীত রেখাবিশিষ্ট চিত্র বিচিত্র জন্মপত্র প্রস্তুত করিয় ও নির্ধন হইলে সাধারণ রীতি অনুসারে উহা প্রস্তুত করিয়া, পুরোহিত শুনাইতে

আইসেন। তখন উক্ত সন্তানের মাতা পিতা জ্যোতির্ব্বিদের সম্মুখে উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে "ইহার জন্মপত্র উত্তম হইয়াছে ত?" জ্যোতির্ব্বিদ্ বলেন "যেরূপ আছে তাহা শুনাইয়া দিতেছি। ইহার জন্মগ্রহ অতি উত্তম ও মিত্রগ্রহগণও অতি উৎকৃষ্ট আছে এবং ইহার ফল বশতঃ সন্তান ধনাঢ্য এবং প্রতিষ্ঠাবান্ হইবে। এই সন্তান যে সভায় গিয়া উপবেশন করিবে তথায় ইহার তেজ সকলের উপর পতিত হইবে। ইহার শরীর আরোগ্যবিশিষ্ট হইবে এবং এই বালক রাজসম্মান প্রাপ্ত হইবে" ইত্যাদি। এই কথা শুনিলে পিতা প্রভৃতি বলিয়া উঠেন যে আহা আপনি অতি শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্ব্বিদ্! তখন জ্যোতির্ব্বিদ্ মহাশয় বুঝেন যে এরূপ কথায় কার্য্য সিদ্ধ হইল না তখন তিনি বলিতে আরম্ভ করেন যে "হাঁ পূর্ব্বোক্ত গ্রহ সকল ত উৎকৃষ্ট বটে কিন্তু, অমুক গ্রহ ক্রূর রহিয়াছে অর্থাৎ অমুক অমুক গ্রহের যোগবশতঃ অষ্টমবর্ষে ইহার মৃত্যুযোগ রহিয়াছে"। একথা শুনিয়া মাতা পিতাদির পুত্রজন্ম জন্য আনন্দ চলিয়া যায় এবং তাঁহারা তৎস্থানে শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া জ্যোতির্ব্বিদকে কহেন "হে শ্রদ্ধেয় মহাশয়! এক্ষণে আমাদিগের কি করা কর্ত্তব্য?" তখন জ্যোতিষী মহাশয় বলেন যে ইহার "উপায় কর"। গৃহস্থ জিজ্ঞাসা করে "কি উপায় করিব?" জ্যোতিষী তখন প্রস্তাব করিতে থাকেন যে "যদি এই এই রূপ দান কর ও অমুক গ্রহমন্ত্রের জপ করাও এবং নিত্য ব্রাহ্মণ ভোজন করাও তবে, অনুমান হয় যে নবগ্রহজনিত বিঘ্ন দূরীভূত হইয়া যাইবে"। "অনুমান" শব্দ এইজন্য প্রয়োগ করা হয় যে যদি সন্তান মরিয়া যায় তবে জ্যোতিষী বলিবেন যে "আমি কি করিতে পারি, পরমেশ্বরের উপর কাহারও হাত নাই। আমি অনেক যত্ন করিয়াছি এবং তুমিও করিয়াছ কিন্তু উহার কর্ম্মফলই এইরূপ ছিল।" আর যদি বাঁচিয়া যায় তবে, তিনি কহেন যে "দেখ, আমার মন্ত্র, দেবতা এবং ব্রাহ্মণের কিরূপ শক্তি। তোমার সন্তানকে বাঁচাইয়া দিয়াছি।" এবংবিধ স্থলে এইরূপ পণ ধার্য্য করিয়া রাখা উচিত যে. ইহাঁর জ্যোতির্ব্বেদের জপ ও পাঠ হইতে কোন ফল না হইলে, উক্ত ধূর্ত্তের নিকট হইতে ব্যয়িত ধনের দুই কিম্বা তিন গুণ ধন আদায় করিয়া লওয়া হইবে। আর সন্তান বাঁচিয়া যাইলেও ঐরূপ লওয়া কর্ত্তব্য। কারণ জ্যোতিষীর মতে ইহার কর্ম্মফল এবং পরমেশ্বরের নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিবার শক্তি কাহারও নাই।" তদ্রূপ গৃহস্থেরও বলিবার আছে যে "এই সন্তান নিজ কর্ম্ম ফলে এবং পরমেশ্বরের নিয়মানুসারে বাঁচিয়াছে, তোমার অনুষ্ঠান দ্বারা নহে।" তৃতীয়তঃ যখন এইরূপে গুরু প্রভৃতি (অপর) লোকে, পুণ্যদানচ্ছলে স্বয়ং ধনগ্রহণ করিয়া থাকেন তখনও. জ্যোতির্ব্বিদ্‌কে যে সকল উত্তর দেওয়া হইয়াছে উহাদিগকেও সেইরূপ উত্তর দেওয় বিধেয়।

এক্ষণে শীতলা এবং মন্ত্র তন্ত্র ও যন্ত্রের বিষয় বলিতে বাকী আছে। ইহারাও

পূর্ব্বোক্তরূপ প্রতারণা এবং বঞ্চনা করিয়া বেড়ায়। কেহ বলে যে "মন্ত্র পাঠ করিয়া সূত্র অথবা যন্ত্র বাঁধিয়া দেওয়া হইলে, আমার দেবতা অথবা পীর উক্ত মন্ত্র ও যন্ত্রের প্রভাবে কোন বিঘ্ন ঘটিতে দেন না।" উহাকে এইরূপ উত্তর দিতে হইবে যে "তুমি কি মৃত্যু, পরমেশ্বরের নিয়ম এবং কর্ম্মফল হইতেও লোককে বাঁচাইতে (রক্ষা করিতে) পার? তোমার এরূপ করা সত্ত্বেও কত শত বালক মরিয়া যায়; তোমার গৃহেও তোমার সন্তানাদি মরিয়া যায় এবং তুমিই কি মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইবে!" তাহা হইলে উক্ত ধূর্ত্ত আর কিছুই কহিতে পারে না, বরং বুঝিতে পারে যে এ স্থলে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। এই জন্য এই সকল মিথ্যা ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া ধার্ম্মিকগণ সমস্ত দেশের উপকার সাধন করিয়া থাকেন, নিষ্কপট হইয়া সকলকে বিদ্যা শিক্ষা দেন এবং উত্তম বিদ্বান্ লোকদিগের প্রত্যুপকার করতঃ জগতের অশেষ উপকার সাধন করেন। এইরূপ সদভিপ্রায় কখনও পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। যাবতীয় লীলা, রসায়ন, মোহন, মারণ উচ্চাটন এবং বশীকরণাদির কথা উল্লিখিত আছে উহাও অতি পামর (নৃশংস) বলিয়া বুঝিতে হইবে। এইরূপ মিথ্যা বাক্য সম্বন্ধে বাল্যাবস্থাতেই বালককে উপদেশ দিয়া তাহার হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া উচিত। এরূপ করিলে সন্তান কাহারও ভ্রমজালে পতিত হইয়া দুঃখ পায় না। বীর্য্য রক্ষণে সুখ, বীর্য্যনাশে দুঃখ উপস্থিত হয় ইহাও, বালককে বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। দেখ যাহার শরীরে বীর্য্য সুরক্ষিত হয় তাহারই, আরোগ্য, বুদ্ধি, বল ও পরাক্রম বৃদ্ধি পাইয়া অত্যন্ত সুখোৎপাদন করে। ইহার রক্ষণের নিম্ন লিখিত রূপ নিয়ম জানিতে হইবে। বৈষয়িক কথা, বিষয়ী লোকের সহবাস, বিষয়ের চিন্তা, স্ত্রী দর্শন ও উহার সহিত নির্জ্জনে অবস্থান এবং আলাপ ও সংস্পর্শ প্রভৃতি কর্ম্ম হইতে পৃথক্ থাকিয়া, ব্রহ্মচারীগণ উত্তম শিক্ষা এবং সম্পূর্ণ বিদ্যালাভ করিয়া থাকেন। যাহার শরীরে বীর্য্য থাকে না সে নপুংসক হইয়া মহা কুলক্ষণী হয় এবং প্রমেহ রোগাক্রান্ত হইলে দুর্ব্বল, নিস্তেজ ও নির্বুদ্ধি হইয়া, উৎসাহ, সাহস, ধৈর্য্য, বল এবং পরাক্রমাদি সদ্গুণ হইতে রহিত হইয়া যায়। যদি তোমরা এই সময়ে সুশিক্ষা ও বিদ্যালাভ করিতে, এবং বীর্য্যরক্ষা করিতে ভ্রান্ত হও তাহা হইলে পুনরায় এ জন্মে এরূপ অমূল্য সুযোগ আর লাভ করিতে পারিবে না। "যতদিন গৃহকর্ম্মের ভার লইয়া আমরা জীবিত আছি, ততদিন তোমাদিগের বিদ্যালাভ এবং শরীরের বলবৃদ্ধি সাধন করা কর্ত্তব্য", এইরূপ এবং অন্যান্য শিক্ষা সন্তানকে মাতা পিতার দেওয়া কর্ত্তব্য বলিয়াই, "মাতৃমান্ পিতৃমান্" এই দুই শব্দ উক্ত বচনে গৃহীত হইয়াছে। অর্থাৎ পঞ্চম বর্ষ পর্য্যন্ত মাতা এবং ষষ্ঠ বর্ষ হইতে অষ্টম পর্য্যন্ত পিতা বালককে শিক্ষাদান করিবেন। নবমবর্ষের প্রারম্ভে দ্বিজ আপনার পুত্রের উপনয়ন দিয়া আচার্য্যকুলে অর্থাৎ যেখানে পূর্ণ বিদ্বান্‌গণ এবং পূর্ণ বিদুষী স্ত্রী, শিক্ষা এবং বিদ্যা দান করেন, সেই স্থানে পুত্র

ও কন্যাকে প্রেরণ করিবেন। শূদ্রাদি বর্ণ উপনয়ন না দিয়াই ( সন্তানগণকে ) বিদ্যাভ্যাস জন্য গুরুকুলে পাঠাইবে। যিনি পাঠের সময় সন্তানের লালন না করিয়া বরং তাড়না করিয়া থাকেন তাঁহারই, পুত্র বিদ্বান্, সভ্য এবং সুশিক্ষিত হইয়া থাকে। এ বিষয়ে ব্যাকরণ মহাভাষ্যের প্রমাণ আছে যথা :—

**সামৃতৈঃ পাণিভির্ঘ্নন্তি গুরবো ন বিষোক্ষিতৈঃ।**
**লালনাশ্রয়িণো দোষাস্তাড়নাশ্রয়িণো গুণাঃ॥**

**অঃ ৮।১।৮॥**

অর্থ :—মাতা, পিতা এবং আচার্য্য, সন্তান অথবা শিষ্যকে তাড়না করিলে বুঝিতে হইবে যেন তাঁহারা নিজ সন্তান এবং শিষ্যকে নিজ হস্তদ্বারা অমৃত পান করাইতেছেন। সন্তান অথবা শিষ্যকে লালন করিলে বুঝিতে হইবে যে, তাঁহারা নিজ সন্তান এবং শিষ্যকে বিষপান করাইয়া নষ্ট এবং ভ্রষ্ট করিয়া দিতেছেন। কারণ লালন হইতে সন্তান অথবা শিষ্য দোষযুক্ত হয় এবং তাড়না দ্বারা গুণযুক্ত হইয়া থাকে। সন্তান এবং শিষ্যদিগেরও তাড়ন হইতে সর্ব্বদা প্রসন্ন এবং লালন হইতে সর্ব্বদা অপ্রসন্ন থাকা উচিত। পরন্তু মাতা, পিতা অথবা অধ্যাপকগণ কখন ঈর্ষা অথবা দ্বেষ পরবশ হইয়া, যেন তাড়না না করেন এবং সর্ব্বদা বাহিরে ভয় প্রদর্শন করিয়া অন্তরে কৃপাদৃষ্টি রাখেন। যেরূপ অন্যান্য শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য তদ্রূপ চৌর্য্য, লাম্পট্য, আলস্য, প্রমাদ, মাদক সেবন, মিথ্যাভাষণ, হিংসা, ক্রূরতা, ঈর্ষা, দ্বেষ এবং মোহ প্রভৃতি দোষ পরিত্যাগ করতঃ সত্যাচার গ্রহণ করিবার শিক্ষা দেওয়াও অবশ্য কর্ত্তব্য। কারণ যে পুরুষ কাহারও সমক্ষে যদি একবার চুরি, লাম্পট্য এবং মিথ্যাভাষণাদি কার্য্য করে তবে, তাহার সেই লোকের নিকট মৃত্যু পর্য্যন্ত আর কখন প্রতিষ্ঠালাভ হয় না। মিথ্যা-প্রতিজ্ঞের যেরূপ হানি ও ক্ষতি হয় সেরূপ অন্য কাহারও হয় না এজন্য, যাহার সহিত যে প্রতিজ্ঞা করিবে, তাহার নিকট সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করা উচিত। অর্থাৎ যেরূপ কেহ যদি অপরকে বলে যে "আমি তোমার সহিত অমুক সময়ে মিলিত হইব অথবা তুমি আমার সহিত মিলিত হইবে, কিংবা অমুক দ্রব্য আমি তোমাকে অমুক সময়ে দিব"। সে যদি উক্ত প্রতিজ্ঞা পূর্ণ না করে তবে, আর কেহই উহাকে বিশ্বাস করিবে না। এইজন্য সকলের সর্ব্বদা সত্যবাদী এবং সত্যপ্রতিজ্ঞ হওয়া উচিত। কাহারও উপর অভিমান করা উচিত নহে। ছল, কপটতা এবং কৃতঘ্নতায় নিজের হৃদয়ই দুঃখ অনুভব করে, সুতরাং অন্যে পরে কা কথা? ছল ও কপটতা তাহাকেই বলা যায়, যখন লোকে ভিতরে একপ্রকার এবং বাহিরে আর এক প্রকার দেখাইয়া অপরকে মুগ্ধ করে এবং অপরের ক্ষতি বিষয়ে চিন্তা না করিয়া কেবল নিজের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করে। কাহারও পূর্ব্বকৃত উপকার

গণনা না করাকে কৃতঘ্নতা বলে। ক্রোধাদি দোষ এবং কটুবচন পরিত্যাগ করতঃ শান্ত এবং মধুর বাক্য প্রয়োগ করা এবং (অনর্থক) অধিক বাক্য বা বৃথা জল্পনা পরিত্যাগ করা উচিত। যৎদূর বলা প্রয়োজনীয়, তাহার অধিক অথবা ন্যূন কথা বলা উচিত নহে। বৃদ্ধের সম্মান করিবে এবং তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে উচ্চাসনে উপবেশন করাইবে। প্রথমে "নমস্তে" এইরূপ বলিয়া অভ্যর্থনা করিবে, এবং তাঁহার সম্মুখে কখন উচ্চাসনে উপবেশন করিবে না। সভামধ্যে এরূপ স্বযোগ্য স্থানে উপবেশন করিবে যে, কেহ যেন তথা হইতে উঠাইয়া দিতে না পারে। কখন কাহারও সহিত বিরোধ করিবে না এবং বিশিষ্ট গুনসম্পন্ন হইয়া সর্ব্বদা গুণগ্রহণ এবং দোষ ত্যাগের অভ্যাস রাখিবে। সজ্জনের সহবাস করিবে এবং দুষ্টের সহবাস পরিত্যাগ করিবে। স্বীয় মাতা, পিতা এবং আচার্য্যকে শারীরিক ও মানসিক চেষ্টা দ্বারা, ও ধনাদি উত্তম পদার্থ প্রদান করতঃ, প্রীতিপূর্ব্বক সেবা করিবে।

যান্যস্মাকং সুচরিতানি তানি ত্বয়োপাস্যানি নো ইতরাণি।
তৈত্তিং প্রপং ৭, অনুং ১১।

ইহার অভিপ্রায় এই যে, মাতা, পিতা এবং আচার্য্য নিজ সন্তান অথবা শিষ্যকে সর্ব্বদা সত্যোপদেশ দিবেন এবং বলিবেন যে "আমাদিগের যে সকল ধর্ম্মযুক্ত কর্ম্ম আছে তাহারই গ্রহণ করিবে এবং যে যে দুষ্কর্ম্ম আছে তাহা পরিহার করিবে। যাহা যাহা সত্য বলিয়া জানিবে তাহারই প্রচার এবং প্রকাশ করিবে। কোন পাষণ্ড ও দুরাচার লোকের উপর বিশ্বাস করিবে না। মাতা, পিতা এবং আচার্য্য যে সকল সৎকার্য্যের উপদেশ দিবেন তাহা যথোচিৎ পালন করিবে। যথা যদি মাতা, এবং পিতা ধর্ম্ম বিদ্যা উত্তম আচরণ সম্বন্ধীয় কোন শ্লোক, "নিঘণ্টু", "নিরুক্ত", "অষ্টাধ্যায়ী" অথবা অন্যসূত্র কিম্বা বেদমন্ত্র কণ্ঠস্থ করাইয়া থাকেন, তবে তাহার অর্থ পুনরায় বিদ্যার্থীদিগকে বিদিত করাইবে। প্রথম সমুল্লাসে পরমেশ্বরের যেরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তদ্রূপ স্বীকার করিয়া তাঁহারই উপাসনা করিবে। যদ্বারা আরোগ্য বিদ্যা এবং বল প্রাপ্ত হওয়া যায় এরূপ, ভোজন আচ্ছাদন এবং ব্যবহার করিবে এবং অপরকে করাইবে। অর্থাৎ যে পরিমাণ ক্ষুধা হইবে তাহার কিঞ্চিৎ ন্যূন ভোজন করিবে এবং মদ্য ও মাংস সেবন হইতে সর্ব্বদা পৃথক থাকিবে। অজ্ঞাত এবং গভীর জলে প্রবেশ করিবে না; কারণ তাহা হইলে জলজন্তু বা অন্য কোন পদার্থ হইতে দুঃখ পাইবার সম্ভাবনা এবং সন্তরণ না জানিলে ডুবিয়া যাইতে পারে। "নাবিজ্ঞাতে জলাশয়ে" ইহা মনুর বচন। অজ্ঞাত জলাশয়ে অবতরণ করিয়া স্নানাদি করিবে না।

দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ।

সত্যপূতাং বদেদ্বাচং মনঃপূতং সমাচরেৎ॥
মনুঃ অঃ ৬।৪৬॥

অর্থ—নিম্নদিকে দৃষ্টিপাত করতঃ উচ্চ নীচ স্থান দেখিয়া চলিবে, বস্ত্রে ছাঁকিয়া জল পান করিবে, সত্যদ্বারা পবিত্রীকৃত বাক্য বলিবে এবং মনে মনে বিচার করিয়া কার্য্য করিবে।

মাতা শত্রুঃ পিতা বৈরী যেন বালো ন পাঠিতঃ।
ন শোভতে সভামধ্যে হংসমধ্যে বকো যথা॥

ইহা চাণক্যনীতির ২য় অধ্যায়ের ১১ শ্লোকের বচন। যে মাতা পিতা সন্তানের বিদ্যালাভের জন্য যত্নবান না হন তাঁহারা নিজ সন্তানের সম্পূর্ণ শত্রু। উক্ত (বিদ্যাহীন) সন্তান বিদ্বান্দিগের সভায় উপবেশন করিলে, যেরূপ হংসমধ্যে বক কুৎসিত দেখায় তদ্রূপ সেও তিরস্কৃত হয় এবং কুৎসিৎ দেখায়। মাতাপিতার নিজ সন্তানকে শারীরিক এবং মানসিক চেষ্টা দ্বারা ও ধন ব্যয় করিয়া, বিদ্যা, ধর্ম্ম, সভ্যতা এবং উত্তম শিক্ষাযুক্ত করাই তাঁহাদিগের কর্ত্তব্যকর্ম্ম ও পরম ধর্ম্ম ও কীর্ত্তির কার্য্য জানিতে হইবে। বালশিক্ষা সম্বন্ধে অল্পই লিখিত হইল। বুদ্ধিমান্ লোক ইহা হইতে অধিক বুঝিয়া লইবেন।

ইতি শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতীস্বামিকৃতে সত্যার্থপ্রকাশে
সুভাষাবিভূষিতে বালশিক্ষা বিষয়ে দ্বিতীয়ঃ
সমুল্লাসঃ সম্পূর্ণঃ।

# অথ তৃতীয় সমুল্লাসারম্ভ

## অথাঽধ্যয়নাধ্যাপনবিধিং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥

এক্ষণে তৃতীয় সমুল্লাসে অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনের রীতি লিখিত হইতেছে। সন্তানদিগকে উত্তম বিদ্যা, শিক্ষা, গুণ, কর্ম্ম এবং স্বভাব রূপ আভূষণে ভূষিত করা পিতা, মাতা, আচার্য্য এবং আত্মীয় লোকদিগের পক্ষে মুখ্য কর্ম্ম ! স্বর্ণ, রৌপ্য, মাণিক্য, মুক্তা অথবা প্রবালাদি রত্নযুক্ত অলঙ্কার ধারণ করিলে মনুষ্যের আত্মা কখন সুভূষিত হইতে পারে না। যেহেতু অলঙ্কারাদি ধারণ করিলে কেবল দেহাভিমান, বিষয়াসক্তি ও দস্যুভয় এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটা সম্ভবপর। সংসারে দেখা যায় যে, অলঙ্কারাদি ধারণ করাতে দস্যুহস্তে বালকদিগের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

বিদ্যাবিলাসমনসো ধৃতশীলশিক্ষাঃ,<br>
সত্যব্রতা রহিতমানমলাপহারাঃ।<br>
সংসারদুঃখদলনেন সুভূষিতা যে,<br>
ধন্যা নরা বিহিতকর্ম্মপরোপকারাঃ ॥

যাঁহাদিগের মন বিদ্যা-বিলাসে তৎপর থাকে, যাঁহারা সুন্দর শীল স্বভাবযুক্ত এবং সত্যভাষণাদি নিয়ম পালনে রত থাকেন, যাঁহারা অভিমান অপবিত্রতা রহিত হইয়া অন্যের মলিনতার নাশ করেন, এবং যাঁহারা সত্যোপদেশ ও বিদ্যাদান করতঃ, সংসারী লোকদিগের দুঃখ দূর করিয়া সুভূষিত বেদ বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পরোপকারে রত থাকেন সেই নর নারীগণই ধন্য। অতএব অষ্টম বর্ষ বয়সে বালকদিগকে বালকদিগের এবং কন্যাদিগকে কন্যাদিগের পাঠশালায় প্রেরণ করিবে। অধ্যাপক, পুরুষ হউন, অথবা স্ত্রীই হউন, তিনি দুষ্টাচারী হইলে তাঁহার দ্বারা শিক্ষা প্রদান করাইবে না। পরন্তু পূর্ণ বিদ্যাযুক্ত এবং ধার্ম্মিক অধ্যাপকই অধ্যাপনার এবং শিক্ষা দিবার উপযুক্ত হন। দ্বিজ স্বকীয় আলয়ে সন্তানের যজ্ঞোপবীত এবং কন্যার যথাযোগ্য সংস্কার করাইয়া যথোক্ত আচার্য্যকুলে অর্থাৎ নিজ নিজ পাঠশালায় প্রেরণ করিবেন। বিদ্যাশিক্ষার স্থান একান্ত প্রদেশে হওয়া উচিত। আর ঐ বালকদিগের ও কন্যাদিগের পাঠশালা একটী অপর হইতে অন্ততঃ দুই ক্রোশ দূরে অবস্থিত থাকা প্রয়োজনীয়। যাহারা তথায় অধ্যাপিকা

ও অধ্যাপক পুরুষ বা ভৃত্য ও অনুচর হউক তাহারা কন্যাদিগের পাঠশালায় সকলেই স্ত্রী এবং বালকদিগের পাঠশালায় পুরুষ নিযুক্ত থাকিবেন। স্ত্রীলোকদিগের পাঠশালায় পঞ্চমবর্ষবয়স্ক বালক এবং পুরুষদিগের পাঠশালায় পঞ্চমবর্ষবয়স্কা বালিকা ও যাইতে পারিবে না। অর্থাৎ যতদিন ইহারা ব্রহ্মচারী বা ব্রহ্মচারিণী থাকিবে, ততদিন স্ত্রী অথবা পুরুষের পরস্পরের দর্শন, স্পর্শন, একান্ত সেবন, সম্ভাষণ, বিষয়ালাপ, পরস্পর ক্রীড়া বিষয় চিন্তা ও সঙ্গ এই অষ্ট প্রকার মৈথুন কার্য্য হইতে পৃথক থাকিবে। অধ্যাপকগণও ইহাদিগকে এই সমস্ত বিষয় হইতে রক্ষা করিবেন, যদ্দারা ইহাদিগের উত্তম বিদ্যাশিক্ষা ও সুশীল স্বভাব জন্মিবে এবং শরীর ও আত্মা বলযুক্ত হইয়া নিত্য নিত্য আনন্দ বর্দ্ধন করিতে সমর্থ হয়। পাঠশালা হইতে এক যোজন অর্থাৎ চারিক্রোশ দূরে নগর অথবা গ্রাম থাকিবে। রাজকুমার অথবা রাজকুমারীই হউন আর দরিদ্রসন্তানই হউক সকল পাঠার্থীকে তুল্য বস্ত্র, খাদ্য, পানীয় এবং আসন দিতে হইবে, কারণ সকলকেই তপস্বী হইতে হইবে। উহাদিগের মাতা পিতা স্বীয় সন্তানদিগের সহিত এবং সন্তানগণ স্বীয় মাতা পিতার সহিত মিলিত হইতে পারিবে না ও উহাদিগের মধ্যে এক অপরের সহিত কোন প্রকার পত্র ব্যবহার করিতে পারিবে না; যাহাতে ইহারা সাংসারিক চিন্তা হইতে রহিত হইয়া কেবল বিদ্যা বৃদ্ধির চিন্তাতেই মগ্ন থাকে। ভ্রমণের সময় অধ্যাপক উহাদিগের সমভিব্যাহারে থাকিবেন, যদ্দারা কোন প্রকার কুচেষ্টা করিতে না পারে, আর না আলস্য বা প্রমাদ করিতে সমর্থ হয়।

**কন্যানাং সম্প্রদানং চ কুমারাণাং চ রক্ষণম্॥**
**মনুঃ অঃ ৭ শ্লোক ১৫২॥**

ইহার অভিপ্রায় এই যে ইহাতে (এরূপ) রাজনিয়ম এবং জাতিনিয়ম হওয়া চাহি যে পঞ্চম অথবা অষ্টম বর্ষের পর কেহই নিজ বালক ও বালিকাকে গৃহে রাখিতে না পারেন এবং পাঠশালায় অবশ্য প্রেরণ করিবেন আর না পাঠাইলে দণ্ডনীয় হইবেন। পুত্রের যজ্ঞোপবীত প্রথমে গৃহে ও তৎপরে দ্বিতীয় বার পাঠশালায় আশ্চর্য্যকুলে হইবে। পিতা, মাতা অথবা অধ্যাপক স্বীয় বালক বালিকাদিগকে অর্থসহিত গায়ত্রী মন্ত্রের উপদেশ প্রদান করিবেন। এই মন্ত্র এরূপ যথাঃ—

**ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ। তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি।**
**ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ॥ যজু। অঃ ৩৬। মঃ ৩॥**

এই মন্ত্রের প্রথমে যে (অউম্) তাহার অর্থ প্রথম সমুল্লাসে লিখিত হইয়াছে। সেই স্থল হইতে জানিয়া লইবেন। এক্ষণে তিন মহাব্যাহৃতির অর্থ সংক্ষেপতঃ লিখিতেছি। "ভূরিতি বৈ প্রাণঃ"। "যঃ প্রাণয়তি চরাঽচরং জগৎ স ভূঃ স্বয়ম্ভূরীশ্বরঃ"। যিনি সমগ্র

জগতের জীবনের আধার, প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর এবং স্বয়ম্ভূ হওয়ায় প্রাণবাচক "ভূঃ" পরমেশ্বরের নাম হইয়াছে। "ভুবরিত্যপানঃ"। "যঃ সর্ব্বং দুঃখমপানয়তি সোঽপানঃ"। যিনি সর্ব্বদুঃখ রহিত এবং যাঁহার সঙ্গবশতঃ জীব সমস্ত দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পায় এজন্য সেই পরমেশ্বরের নাম "ভূবঃ"। "স্বরতি ব্যানঃ"। "যো বিবিধং জগৎ "ব্যানয়তি ব্যাপ্নোতি স ব্যানঃ"। যিনি নানাবিধ জগতে ব্যাপক হইয়া সমস্ত ধারণ করেন, এজন্য উক্ত পরমেশ্বরের নাম "স্বঃ" হয়। এই তিনটী বচন তৈত্তিরীয় অরণ্যকে প্রপাঃ ৭ অনুঃ ৫ এ লিখিত আছে। (সবিতুঃ) "যঃ সুনোত্যুৎপাদয়তি সর্ব্বং জগৎ স সবিতা" (তস্য) যিনি সমস্ত জগতের উৎপাদক এবং সর্ব্বৈশ্বর্য্যদাতা হয়েন (তাঁহার)। (দেবস্য) "যো দীব্যতি দীব্যতে বা স দেবঃ"। যিনি সর্ব্বসুখদাতা এবং যাঁহার প্রাপ্তিকামনা সকলে করেন সেই পরমাত্মার যে (বরেণ্যম্) "বর্ত্তুমর্হম্" অর্থাৎ স্বীকরণযোগ্য অতি শ্রেষ্ঠ (ভর্গঃ) "শুদ্ধস্বরূপম্" অর্থাৎ শুদ্ধস্বরূপ এবং পবিত্রকারী চেতন ব্রহ্মস্বরূপ হন (তৎ) সেই পরমাত্মার স্বরূপকে আমরা (ধীমহি) "ধরেমহি" অর্থাৎ ধারণ করি। কি প্রয়োজন জন্য? যে (যঃ) "জগদীশ্বরঃ" যিনি সবিতা দেব পরমাত্মা (নঃ) "অস্মাকম" আমাদিগের (ধিয়ঃ) "বুদ্ধীঃ" বুদ্ধিকে (প্রচোদয়াৎ) "প্রেরয়েৎ" প্রেরণা করেন অর্থাৎ অসৎ কার্য্য হইতে পরিত্যাগ করাইয়া সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত করেন। হে পরমেশ্বর! হে সচ্চিদানন্দস্বরূপ! হে নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ, মুক্তস্বভাব! হে অজ, নিরঞ্জন, নির্ব্বিকার! হে সর্ব্বান্তর্যামিন্! হে সর্ব্বাধার জগৎপতে! সকলজগদুৎপাদক হে অনাদে, বিশ্বম্ভর, সর্ব্বব্যাপিন্! হে করুণামৃতবারিধে! সবিতুর্দেবস্য তব যদোং ভূর্ভুবঃস্বর্বরেণ্যং ভর্গোঽস্তি তদ্বয়ং ধীমহি দধীমহি ধরেমহি ধ্যায়েম বা, কস্মৈ প্রয়োজনায়েত্যত্রাহ"। "হে ভগবন্! যঃ সবিতা দেবঃ পরমেশ্বরো ভবানস্মাকং ধিয়ঃ প্রচোদয়াৎ স এবাস্মাকং পূজ্য উপাসনীয় ইষ্টদেবো ভবতু নাতোঽন্যং ভবত্তুল্যং ভবতোঽধিকং চ কিঞ্চিৎ কদাচিন্ মন্যামহে"। হে মনুষ্যগণ! যিনি সমগ্র সমর্থ মধ্যে সমর্থ, সচ্চিদানন্দানন্তস্বরূপ, নিত্য শুদ্ধ, নিত্য বুদ্ধ, নিত্যমুক্তস্বভাবযুক্ত কৃপাসাগর, যথাযোগ্য ন্যায়কারী, জন্মমরণাদিক্লেশরহিত, আকার-রহিত, সকলের ঘটঘটবেত্তা, সকলের ধর্ত্তা পিতা ও উৎপাদক, যিনি অন্নাদি দ্বারা বিশ্বের পোষণকর্ত্তা, সর্ব্বৈশ্বর্য্যযুক্ত, জগতের নির্ম্মাতা, শুদ্ধস্বরূপ এবং যিনি প্রাপ্তিকামনার যোগ্য হয়েন সেই পরমাত্মার যে শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ আছে তাহাকেই, আমি হৃদয়ে ধারণ করি। এই প্রয়োজনার্থ যে সেই পরমেশ্বর আমার আত্মা ও বুদ্ধির অন্তর্য্যামী স্বরূপে আমাকে দুষ্টাচার অধর্ম্মমার্গ হইতে নিবৃত্ত করিয়া শ্রেষ্ঠাচার সত্যমার্গে প্রবৃত্ত করুন। উহাঁকে পরিত্যাগ করিয়া আমরা অন্য কোন বস্তুর ধ্যান করিব না। যেহেতু না কেহ তাঁহার তুল্য অথবা অধিক আছেন। তিনিই আমাদিগের পিতা, রাজা, ন্যায়াধীশ এবং সর্ব্বসুখদাতা হয়েন।

এইরূপে গায়ত্রীমন্ত্রের উপদেশ করতঃ, সন্ধ্যোপাসনার যে স্নান আচমণ প্রাণায়ামাদি ক্রিয়া আছে ( তাহার ) শিক্ষা দিবে। প্রথমতঃ স্নানের প্রয়োজন এই যে, ইহা দ্বারা শরীরগত বাহ্য অবয়বের শুদ্ধি এবং আরোগ্য লাভ হয়। ইহার প্রমাণ :—

অদ্ভির্গাত্রাণি শুধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি।
বিদ্যাতপোভ্যাং ভূতাত্মা বুদ্ধির্জ্ঞানেন শুধ্যতি॥

মনুঃ অঃ ৫। ১০৯।

জলদ্বারা শরীরের বাহ্যাবয়ব, সত্যাচরণ দ্বারা মন, বিদ্যা এবং তপ অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার ক্লেশ সহন করিয়া ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিলে জীবাত্মা জ্ঞান অর্থাৎ পৃথিবী হইতে পরমেশ্বর পর্য্যন্ত পদার্থগণের বিবেক দ্বারা বুদ্ধি দৃঢ়নিশ্চয় এবং পবিত্র হয়। এইজন্য ভোজনের পূর্ব্বে স্নান অবশ্যই করা কর্ত্তব্য। দ্বিতীয় প্রাণায়াম। এতদ্বিষয়ে প্রমাণ :—

যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ।

যোগ সাধনপাদে সূঃ ২৮॥

যখন মনুষ্য প্রাণায়াম করে তখন প্রতিক্ষণ উত্তরোত্তর কালে অশুদ্ধির নাশ এবং জ্ঞানের প্রকাশ হইতে থাকে। যাবৎ মুক্তি না হয় তাবৎ, তাহার আত্মার জ্ঞান নিয়ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

দহ্যন্তে ধ্মায়মাননাং ধাতূনাং হি যথা মলাঃ।
তথেন্দ্রিয়াণাং দহ্যন্তে দোষাঃ প্রাণস্য নিগ্রহাৎ॥

মনু অঃ ৬। ৭১॥

যেরূপে অগ্নিতাপে সুবর্ণাদি ধাতুর মল নষ্ট হইয়া বিশুদ্ধি প্রাপ্ত হয় তদ্রূপ, প্রাণায়াম করিয়া মনাদি ইন্দ্রিয়গণের দোষ ক্ষীণ হইয়া নির্ম্মল হইয়া যায়। প্রাণায়ামের বিধি :—

প্রচ্ছর্দ্দন বিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য।

যোগ সমাধিপাদে সূঃ ৩৪॥

যেরূপ অত্যন্ত বেগের সহিত বমন হইয়া অন্ন জল বহির্গত হয়, তদ্রূপ প্রাণকে সবলে বহির্গত করিয়া বাহিরেই যথাশক্তি রুদ্ধ করিবে। যখন বাহিরে নির্গত করিতে চাহিবে তখন, মূলেন্দ্রিয়কে ঊর্দ্ধে সঙ্কুচিত রাখিলে, প্রাণ ততক্ষণ বাহিরে থাকে। এইরূপে প্রাণ অধিক ক্ষণ, বাহিরে থাকিতে পারে। যখন অত্যন্ত বিচলিত হইবে, তখন

শনৈঃ শনৈঃ বায়ু ভিতরে লইবে এবং সামর্থ্য ও ইচ্ছানুসারে পুনরায় এইরূপ করিতে থাকিবে। সেই সময়ে মনে মনে (ওঁ) ইহার জপ করিতে থাকিবে। এইরূপ করিলে আত্মা এবং মনের পবিত্রতা ও স্থিরতা জন্মিয়া থাকে। প্রথমতঃ (বাহ্য বিষয়) অর্থাৎ বাহিরে (অধিকক্ষণ) প্রাণ রুদ্ধ করা; দ্বিতীয়তঃ "আভ্যন্তর," অর্থাৎ ভিতরে যতদূর প্রাণ রুদ্ধ করা যায় ততদূর রুদ্ধ করিবে। তৃতীয়তঃ "স্তম্ভবৃত্তি" অর্থাৎ একই-বারে যে স্থানের প্রাণ সেই স্থানেই যথাশক্তি রুদ্ধ (স্তম্ভ) করা। চতুর্থতঃ "বাহ্যাভ্যন্তরাক্ষেপী," অর্থাৎ প্রাণ যখন ভিতর হইতে বহির্গত হইতে থাকে তখন তাহার বিরুদ্ধে, অর্থাৎ বহির্গমন করিতে না দিবার জন্য বাহির হইতে ভিতরে লইতে হইবে এবং যখন বাহির হইতে ভিতরে আসিতে থাকিবে তখন ভিতর হইতে বাহিরের দিকে প্রাণকে ধাক্কা দিয়া বাহিরে রাখিতে হইবে। এইরূপে এক অপরের বিরুদ্ধ ক্রিয়া করিলে, উভয়ের গতি রুদ্ধ হইয়া প্রাণ নিজবশে আসিলে, মন এবং ইন্দ্রিয়গণও স্বাধীন হইয়া থাকে। বল ও পুরুষার্থ বৃদ্ধি পাইয়া বুদ্ধি (এরূপ) তীব্র ও সূক্ষ্মরূপ হইয়া যায়, যে অতি কঠিন এবং সূক্ষ্ম বিষয়ও শাঘ্র গ্রহণ (বোধ) করিয়া থাকে। ইহা দ্বারা মনুষ্যের শরীরে বীর্য্য, বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, স্থৈর্য্য, বল, পরাক্রম, জিতেন্দ্রিয়তা এবং অল্প সময়ে সমস্ত শাস্ত্রজ্ঞান জন্মিয়া থাকে। স্ত্রীলোকও এইরূপ যোগাভ্যাস করিবে। ভোজন, আচ্ছাদন, উপবেশন, উত্থান, সম্ভাষণ, গমন এবং উচ্চ ও নীচ ব্যক্তিদিগের সহিত যথাযোগ্য ব্যবহারের ও উপদেশ দিতে হইবে। সন্ধ্যোপাসন যাহাকে ব্রহ্মযজ্ঞও বলা যায়। "আচমন" সেই পরিমাণ জল করতলে লইয়া উহার মূলে এবং মধ্যদেশে "ওষ্ঠ" স্পর্শ করিবে, যাহাতে উক্ত জল কণ্ঠের নীচে হৃদয় পর্য্যন্ত যায় (তাহার অধিক ও অথবা ন্যূন না হয়)। ইহাতে কণ্ঠস্থ কফ ও পিত্তের কিঞ্চিৎ নিবৃত্তি হয়। পশ্চাৎ "মার্জ্জন" অর্থাৎ মধ্যমা এবং অনামিকা অঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে নেত্রাদি অঙ্গের উপর জল সিঞ্চন করিবে, ইহাতে আলস্য দূর হয়। যদি আলস্য না থাকে এবং জল না পাওয়া যায় তবে করিবে না। পুনঃ সমন্ত্রক প্রাণায়াম মানসিক পরিক্রমণ এবং উপস্থান ও শেষে পরমেশ্বরের স্তুতি, এবং উপাসনার রীতি শিক্ষা দিবে। পশ্চাৎ "অঘমর্ষণ" করিবে অর্থাৎ পাপ করিবার ইচ্ছা পর্য্যন্ত কখন না করে। এই সন্ধ্যোপাসনা একান্ত দেশে একাগ্রচিত্তে করিবে।

**অপাং সমীপে নিয়তো নৈত্যিকং বিধিমাস্থিতঃ।**
**সাবিত্রীমপ্যধীয়ীত গত্বারণ্যং সমাহিতঃ॥ মনুঃ অঃ ২।১০৪॥**

বনে অর্থাৎ নির্জ্জন স্থানে গিয়া সাবধান পূর্ব্বক জলসমীপস্থ হইয়া নিত্যকর্ম্ম করতঃ সাবিত্রী অর্থাৎ গায়ত্রী মন্ত্রের উচ্চারণ, অর্থজ্ঞান এবং তদনুসারে নিজ আচার ব্যবহার

করিবে। পরন্তু এই জপ মনে মনে করাই শ্রেষ্ঠ। দ্বিতীয় দেবযজ্ঞ যাহা অগ্নিহোত্র এবং বিদ্বানদিগের সঙ্গ ও সেবাদি দ্বারা হইয়া থাকে। সন্ধ্যা এবং অগ্নিহোত্র সায়ং প্রাতঃ উভয় কালেই করিবে। এই দুই সময়ই রাত্রি ও দিনমানের সন্ধিবেলা ব্যতীত অন্য (সায়ং) নহে! কমের কম (অন্ততঃ) এক ঘণ্টাকাল অবশ্য ধ্যান করিবে। যেরূপ সমাধিস্থ হইয়া যোগিগণ পরমাত্মার ধ্যান করেন তদ্রূপে সন্ধ্যোপাসনার অনুষ্ঠান করিবে।

এরূপে সূর্য্যোদয়ের পশ্চাৎ এবং সূর্য্যাস্তের পূর্ব্ব, অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠানের সময় হইয়া থাকে। ইহার জন্য কোন ধাতু অথবা মৃত্তিকানির্ম্মিত উপর ১২ অথবা ১৬ অঙ্গুল পরিমাণ চতুষ্কোণ, তাদৃশ গভীর এবং নীচে ৩ অথবা ৪ অঙ্গুল পরিমাণবিশিষ্ট একটি বেদী এক প্রোক্ষণী পাত্র এই প্রকার প্রস্তুত করিবে। অর্থাৎ উপরে যত বিস্তৃত, নীচে তাহার এক চতুর্থাংশ বিস্তৃত হইবে। উহাতে চন্দন, পলাশ অথবা আম্রাদি কোন শ্রেষ্ঠ কাষ্ঠ খণ্ড, উক্ত বেদীর পরিমাণ হইতে ছোট এবং বড় করিয়া উহাতে রাখিবে। উহার মধ্যস্থলে অগ্নি রাখিয়া পুনরায় উহার উপর সমিধা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ইন্ধন রাখিয়া দিবে।
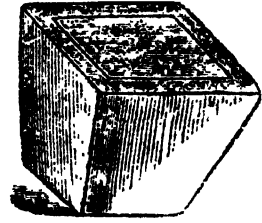
এইরূপ ). এক তৃতীয় প্রণীতা পাত্র ( 
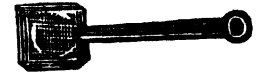
এইরূপ ), একটা আজ্যস্থালী (  এইরূপ ) অর্থাৎ ঘৃত রাখিবার পাত্র এবং

দর্ব্বী বা চমস ( এইরূপ ) প্রস্তুত করিতে হইবে। এই সকল

সুবর্ণের, রৌপ্যের অথবা কাষ্ঠেরও হইতে পারে। প্রণীতা পাত্র এবং প্রোক্ষণীতে জল এবং ঘৃতপাত্রে ঘৃত রাখিয়া, ঘৃত তপ্ত করিয়া লইবে। জল রাখিবার জন্য প্রণীতা এবং হাত ধুইবার জল লইতে সুবিধার জন্য প্রোক্ষণীতে জল রাখিতে হয়। তাহার পর ভাল করিয়া ঘৃত পরীক্ষা করিয়া লইয়া, পুনরায় এই সকল মন্ত্রের দ্বারা হোম করিবে। যথা :—

ওঁ ভূরগ্নয়ে প্রাণায় স্বাহা। ভুবর্ব্বায়বেঽপানায় স্বাহা।
স্বরাদিত্যায় ব্যানায় স্বাহা।
ওঁ ভূর্ভুবঃস্বরগ্নিবায়্বাদিত্যেভ্যঃ প্রাণাপানব্যানেভ্যঃ স্বাহা ॥

ইত্যাদি অগ্নিহোত্রের প্রত্যেক মন্ত্র পাঠ করতঃ আহুতি দিতে হইবে। যদি অধিক আহুতি দিতে হয়, তবে :—

**ওঁ বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব।**
**যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব॥ যজুঃ অঃ ৩০। ৩।**

এই মন্ত্র দ্বারাও পূর্ব্বোক্ত গায়ত্রী মন্ত্রের সহিত আহুতি দিবে।

"ওঁ," "ভূঃ" এবং "প্রাণঃ" আদি পরমেশ্বরের নামের অর্থ পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। "স্বাহা" শব্দের অর্থ এই যে, যেরূপ জ্ঞান আত্মাতে অবস্থিত আছে তদ্রূপই জিহ্বা দ্বারা বলিবে বিপরীত নহে। যেরূপ পরমেশ্বর সকল প্রাণীদিগের সুখার্থ এই সমস্ত জগতের পদার্থ রচনা করিয়াছেন, তদ্রূপ মনুষ্যেরও পরোপকার করা কর্ত্তব্য।

(প্রশ্ন) হোম হইতে কি উপকার হয়? (উত্তর) সকলেই জানেন যে দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু এবং জল হইতে রোগ এবং রোগ হইতে প্রাণিগণের দুঃখ হয়। এবং সুগন্ধিত বায়ু ও জল দ্বারা আরোগ্য ও রোগনাশ হেতু সুখলাভ হয়। (প্রশ্ন) চন্দনাদি ঘর্ষণ করতঃ কাহাকেও প্রলেপ দিলে এবং ঘৃতাদি ভোজনার্থ দান করিলে অত্যন্ত উপকার হয় এজন্য, উহা অগ্নিতে দিয়া ব্যর্থ নষ্ট করা, বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। (উত্তর) যদি তুমি পদার্থবিদ্যা জানিতে তবে কদাপি এরূপ বাক্য বলিতে না। কারণ কোন দ্রব্যেরই অভাব হয় না। দেখ যেখানে হোম হয় তাহা হইতে দূরদেশস্থিত পুরুষের নাসিকাতে সুগন্ধের গ্রহণ হয়। এইরূপ দুর্গন্ধ সম্বন্ধেও হয় ইহা বুঝিতে হইবে। অগ্নিপ্রক্ষিপ্ত পদার্থ সূক্ষ্মরূপে বিস্তারিত হইয়া বায়ুর সহিত দূরদেশে নীত হইয়া দুর্গন্ধের নিবৃত্তি করিয়া থাকে। (প্রশ্ন) যদি এরূপ হয় তবে কেশর, মৃগনাভী, সুগন্ধী পুষ্প, এবং আতর প্রভৃতি গৃহে স্থাপিত করিলেও (বায়ু সুগন্ধযুক্ত হইয়া) সুখকারক হইবে। (উত্তর) উক্ত সুগন্ধের এরূপ শক্তি নাই যে গৃহস্থিত (অশুদ্ধ) বায়ুকে নির্গত করিয়া বিশুদ্ধ বায়ুর প্রবেশ করাইতে পারে, কারণ উহাতে ভেদকশক্তি নাই। অগ্নিরই এরূপ সামর্থ্য আছে যে উহা উক্ত বায়ু এবং দুর্গন্ধযুক্ত পদার্থ সকলকে ছিন্ন ভিন্ন ও লঘু করিয়া উহাদিগকে বহির্গত করাইয়া, পবিত্র বায়ুর প্রবেশ করাইয়া দেয়। (প্রশ্ন) তবে মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক হোম করিবার প্রয়োজন কি? (উত্তর) মন্ত্র গুলিতে এরূপ ব্যাখ্যান আছে, যদ্বারা হোমানুষ্ঠানের লাভ, বিদিত হওয়া যায় ও মন্ত্রগুলির আবৃত্তি হইলেও কণ্ঠস্থ থাকে (এবং) বেদাদি গ্রন্থের পঠন, পাঠন ও রক্ষা হইয়া যায়। (প্রশ্ন) হোমানুষ্ঠান কি না করিলে পাপ হয়? (উত্তর) হাঁ হয়, কারণ যে মনুষ্যের দেহ হইতে যে পরিমাণে দুর্গন্ধ উৎপন্ন হইয়া বায়ু এবং জলকে দুষিত করতঃ রোগোৎপত্তির নিমিত্ত হইয়া প্রাণিগণের দুঃখ প্রাপ্তি করায়, সেই পরিমাণেই উক্ত মনুষ্যের পাপ হইয়া

থাকে। এজন্য উক্ত পাপের নিবারণার্থ তত বা তাহার অধিক পরিমাণে সুগন্ধি, বায়ু ও জলে বিস্তৃত করা আবশ্যক। আর ভোজন পান দ্বারা সেই এক ( ভুক্ত ) ব্যক্তিরই সুখ-বিশেষ হইয়া থাকে কিন্তু, যত পরিমাণ ঘৃত ও সুগন্ধাদি পদার্থ ভোজন করিতে পারে, সেই পরিমাণ দ্রব্য দ্বারা হোম করিলে লক্ষ লক্ষ মনুষ্যের উপকার সাধিত হয়। পরন্তু যদি মনুষ্যগণ ঘৃতাদি উত্তম পদার্থ ভোজন না করেন তবে তাহাদের শরীর ও আত্মার বলোন্নতি হইতে পারে না; একারণ উৎকৃষ্ট পদার্থের পান ভোজনও করা আবশ্যক। কিন্তু তদপেক্ষাও হোম করা অধিক ( প্রয়োজনীয় ) অতএব হোম করা আবশ্যক। ( প্রশ্ন ) প্রত্যেক মনুষ্য কি পরিমাণ আহুতি (প্রদান) করিবে এবং এক এক আহুতি-পরিমাণেই বা কত? ( উত্তর ) প্রত্যেক মনুষ্যর ১৬ আহুতি ও অন্যূন ৬ মাসা পরিমাণে ঘৃত এক এক আহুতিতে থাকিবে। আর যদি ইহাপেক্ষা অধিক করিতে পারেন, তবে তাহা আরও উত্তম হয়। এইজন্য আর্য্যবর শিরোমণি মহাশয়, ঋষি ও মহর্ষিগণ, রাজা ও মহারাজগণ, অধিক পরিমাণে হোমানুষ্ঠান করিতেন ও করাইতেন। যে কাল পর্য্যন্ত এই হোম করণের প্রচার ছিল তাবৎ আর্য্যাবর্ত্তদেশ রোগরহিত এবং সুখপূর্ণ ছিল। এখনও যদি ইহার ( পুনঃ ) প্রচার হয় তাহা হইলে তদ্রূপ হইয়া যাইবে। এই দুই যজ্ঞ, অর্থাৎ ১ম ব্রহ্মযজ্ঞ—যাহা পঠন, পাঠন, সন্ধ্যোপাসন, ঈশ্বরের স্তুতি, প্রার্থনা উপাসনা করা। ২য় দেবযজ্ঞ, যাহা অগ্নিহোত্র হইতে আরম্ভ করিয়া অশ্বমেধ পর্য্যন্ত যজ্ঞ এবং বিদ্বানগণের সেবা ও সঙ্গ করা। পরন্তু ব্রহ্মচর্য্যে কেবল ব্রহ্মযজ্ঞ এবং অগ্নিহোত্রই করিতে হয়।

ব্রাহ্মণস্ত্রয়াণাং বর্ণানামুপনয়নং কর্ত্তুমর্হতি,
রাজন্যোদ্বয়স্য বৈশ্যো বৈশ্যস্যৈবেতি।
শূদ্রমপি কুলগুণসম্পন্নং মন্ত্রবর্জ্জমনুপনীতমধ্যাপয়েদিত্যেকে॥

ইহা সুশ্রুতগ্রন্থের সূত্রস্থানের দ্বিতীয় অধ্যায়ের বচন। ব্রাহ্মণ তিন বর্ণের (অর্থাৎ) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, এবং বৈশ্যের; ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের; বৈশ্য কেবল বৈশ্যের যজ্ঞোপবীত করাইয়া অধ্যাপনা করিতে পারে। আর যদি কুলীন শুভ লক্ষণযুক্ত শূদ্র হয় তবে, তাহাকে মন্ত্রসংহিতা ছাড়া সমস্ত শাস্ত্র পাঠ করাইবে। শূদ্র পড়িবে পরন্তু তাহার উপনয়ন করিবে না ইহা, অনেক আচার্য্যের মত। অর্থাৎ পঞ্চম অথবা অষ্টম বর্ষ বয়সে বালককে বালকদিগের, এবং কন্যাকে কন্যাদিগের পাঠশালায় প্রেরণ করিবে এবং নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে অধ্যয়ন আরম্ভ করিবে।

ষট্‌ত্রিংশদাব্দিকং চর্য্যং গুরৌ ত্রৈবেদিকং ব্রতম্।

তদৰ্দ্ধিকং পাদিকং বা গ্রহণান্তিকমেব বা ॥মনুঃ॥ অঃ ৩।১॥

অর্থ ঃ—অষ্টম বর্ষ হইতে পরে ষট্‌ত্রিংশ (৩৬) বর্ষ পর্য্যন্ত, অর্থাৎ এক এক বেদের সাঙ্গোপাঙ্গ পাঠ করিতে বার বার বৎসর মিলিত হইয়া ষট্‌ত্রিংশ, এবং (তাহাতে) অষ্ট (৮) বর্ষ মিলিয়া (৪৪) বর্ষ, অথবা ১৮ অষ্টাদশ বর্ষের ব্রহ্মচর্য্য ও পূর্ব্বের অষ্ট (৮) মিলিত হইয়া (২৬) ষড়্‌বিংশতি বর্ষ, অথবা নব (৯) বর্ষ পর্য্যন্ত অথবা যাবৎ বিদ্যাপূর্ণ (সমাপ্তি) না করে তাবৎ, ব্রহ্মচর্য্য রাখিবে।

পুরুষো বাব যজ্ঞস্তস্য যানি চতুর্ব্বিꣳশতিবর্ষাণি তৎ প্রাতঃসবনং চতুর্ব্বিꣳশত্যক্ষরা গায়ত্রী গায়ত্রং প্রাতঃসবনং তদস্য বসবোঽন্বায়ত্তাঃ প্রাণা বাববসব এতেহীদꣳ সর্ব্বং বাসয়ন্তি ॥ ১ ॥

তঞ্চেদেতস্মিন্ বয়সি কিঞ্চিদুপতপেৎস ব্রূয়াৎ প্রাণা বসব ইদং মে প্রাতঃসবনং মাধ্যন্দিনꣳ সবনমনুসন্তনুতেতি মাহং প্রাণানাং বসূনাং মধ্যে যজ্ঞো বিলোপ্সীয়েত্যুদ্ধৈব তত এত্যগদোহ ভবতি ॥ ২ ॥

অথ যানি চতুশ্চত্বারিꣳশদ্বর্ষাণি তন্মাধ্যন্দিনꣳ সবনং চতুশ্চত্বারিꣳশদক্ষরা ত্রিষ্টুপ্, ত্রৈষ্টুভং মাধ্যন্দিনꣳ সবনং তদস্য রুদ্রা অন্বায়ত্তাঃ প্রাণাবাব রুদ্রা এতে হীদꣳ সর্ব্বꣳ রোদয়ন্তি ॥ ৩ ॥

তং চেদেতস্মিন্ বয়সি কিঞ্চিদুপতপেৎ স ব্রূয়াৎ প্রাণা রুদ্রা ইদং মে মাধ্যন্দিনꣳ সবনং তৃতীয় সবনমনুসন্তনুতেতি মাহং প্রাণানꣳ রুদ্রাণাং মধ্যে যজ্ঞো বিলোপ্সীয়েত্যুদ্ধৈব তত এত্যগদো হ ভবতি ॥ ৪ ॥

অথ যান্যষ্টাচত্বারিꣳ শদ্বর্ষাণি তত্তৃতীয়সবনমষ্টাচত্বারিꣳশদক্ষরা জগতী জাগতং তৃতীয়সবনং তদস্যাদিত্যান্বায়ত্তাঃ, প্রাণা বাবাদিত্যা এতে হীদꣳ সর্ব্বমাদদতে ৫ ॥

তং চেদেতস্মিন্ বয়সি কিঞ্চিদুপতপেৎ স ব্রূয়াৎ প্রাণা আদিত্যা ইদং মে তৃতীয়সবনমায়ুরনুসন্তনুতেতি মাহং প্রাণানামাদিত্যানাং মধ্যে যজ্ঞো বিলোপ্সীয়েত্যুদ্ধৈব তত এত্যগদো হৈব ভবতি ॥ ৬ ॥

ইহা ছান্দোগ্যোপনিষদের তৃতীয় প্রপাঠকের ১৬ খণ্ডের বচন। ব্রহ্মচর্য্য তিন প্রকার হইয়া থাকে—কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম। ইহার মধ্যে কনিষ্ঠ এইরূপঃ—যে পুরুষ অন্নরসময় দেহ এবং পুরি অর্থাৎ দেহে শয়নকারী জীবাত্মা, যজ্ঞ অর্থাৎ শুভগুণ সঙ্গত সৎ কর্ত্তব্যযুক্ত পুরুষ হয়েন তাহার আবশ্যক যে ২৪ বর্ষ পর্য্যন্ত জিতেন্দ্রিয় অর্থাৎ ব্রহ্মচারী থাকিয়া বেদাদিবিদ্যা ও সুশিক্ষা গ্রহণ করিবে। এবং বিবাহ করিয়াও লাম্পট্য না করে তবে তাঁহার শরীরে প্রাণ বলবান্ হইয়া শুভগুণ সমূহের বাসোপযোগী হয়। এই প্রথম বয়সে যে জন ব্রহ্মচর্য্যকে বিদ্যাভ্যাসে সন্তপ্ত করে সেই এবং ঐ আচার্য্য ও তদ্রূপ উপদেশ প্রদান করিতে থাকেন এবং ব্রহ্মচারী এইরূপ নিশ্চয় রাখে কি যদি আমি প্রথম অবস্থায় যথাবিধি ব্রহ্মচারী থাকি তবে আমার শরীর আত্মা আরোগ্য ও বলবান্ হইয়া শুভগুণসমূহের প্রতিষ্ঠাপক আমার প্রাণ হইবে। হে মনুষ্যগণ। তোমরা এরূপে সুখসকলের বিস্তার কর, যাহাতে আমি ব্রহ্মচর্য্যের লোপ না করি ও ২৪ বর্ষের পশ্চাৎ (যদি) গৃহাশ্রম (অবলম্বন) করি তবে প্রসিদ্ধ আছে যে আমরা রোগ রহিত থাকিব ও আমাদিগের আয়ুও ৭০ অথবা ৮০ বৎসর পর্য্যন্ত থাকিবে। মধ্যম ব্রহ্মচর্য্য এইরূপঃ—যে মনুষ্য ৪৪ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচারী থাকিয়া বেদাভ্যাস করে, তাহার প্রাণ, ইন্দ্রিয়গণ, অন্তঃকরণ এবং আত্মা বলযুক্ত হইয়া সকল দুষ্টের রোদন এবং শিষ্টের পালনকারী হইয়া থাকে। যদি আমি এই প্রথম বয়সে যেরূপ আপনি বলিতেছেন, কিছু তপশ্চর্য্যা করি, তাহা হইলে আমার রুদ্রস্বরূপ প্রাণযুক্ত এই মধ্যম ব্রহ্মচর্য্য সিদ্ধ হইবে। হে ব্রহ্মচারিগণ! তোমরা এই ব্রহ্মচর্য্যের বৃদ্ধি কর। যেরূপে আমি এই ব্রহ্মচর্য্যের লোপ না করিয়া যজ্ঞস্বরূপ হইয়াছি এবং যেরূপে আচার্য্যকুল হইতে (প্রত্যাগত হইয়া) আসিয়া রোগরহিত হইয়াছি, এবং যেরূপ এতাদৃশ ব্রহ্মচারী উত্তম কার্য্য করিতেছে তদ্রূপ তুমিও অনুষ্ঠান করিবে। উত্তম ব্রহ্মচর্য্য ৪৮ বর্ষ পর্য্যন্ত তৃতীয় প্রকার হয় যথাঃ—যেরূপ ৪৮ অক্ষরের জগতী, তদ্রূপ যে ৪৮ বর্ষ পর্য্যন্ত যথাবৎ ব্রহ্মচর্য্য করে, তাহার প্রাণ অনুকূল হইয়া সকল প্রকার বিদ্যা গ্রহণ করিয়া থাকে ॥ ৫ ॥

যে আচার্য্য এবং মাতা পিতা নিজ সন্তানকে প্রথম বয়সে বিদ্যা এবং গুণ গ্রহণের নিমিত্ত তপস্বী করিয়া তদ্বিষয়ে উপদেশ করেন, সে সন্তান স্বয়ংই অখণ্ডিত ব্রহ্মচর্য্য

সেবন করতঃ তৃতীয় উত্তম ব্রহ্মচর্য্যের সেবন করিয়া পূর্ণ অর্থাৎ ৪০০ চারি শত বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত আয়ুর বৃদ্ধি করে তদ্রূপ তুমিও বৃদ্ধি কর। কারণ যে মনুষ্য এই ব্রহ্মচর্য্যকে প্রাপ্ত হইয়া (ইহার) লোপ না করে, তিনি সকল প্রকার রোগরহিত হইয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ প্রাপ্ত হয়েন।

চতস্রোঽবস্থাঃ শরীরস্য বৃদ্ধির্যৌবনং সম্পূর্ণতা কিঞ্চিৎ পরিহাণিশ্চেতি। আষোড়শাদ্বৃদ্ধিঃ। আপঞ্চবিংশতের্যৌবনম্। আচত্বারিংশতঃ সম্পূর্ণতা। তত কিঞ্চিৎপরিহাণিশ্চেতি।

পঞ্চবিংশে ততোবর্ষে পুমান্ নারী তু ষোড়শে।
সমত্বাগতবীর্য্যৌ তৌ জানীয়াৎ কুশলোভিষক্॥

ইহা সুশ্রুতের সূত্রস্থানের ৩৫ অধ্যায়ের বচন। এই শরীরের ৪ চারি অবস্থা হয়। ১ম (বৃদ্ধি)—যাহা ১৬ বর্ষ হইতে ২৫ বর্ষ পর্য্যন্ত সমস্ত ধাতুর বৃদ্ধি হইয়া থাকে। দ্বিতীয় যৌবন—যাহা ২৫ বর্ষের অন্তে এবং ২৬ বর্ষের প্রথম হইতে যুবাবস্থার আরম্ভ হয়। তৃতীয় সম্পূর্ণতা—যাহা ২৫ বর্ষ হইতে ৪০ বর্ষ পর্য্যন্ত সমস্ত ধাতুগণের পুষ্টি হইয়া থাকে। চতুর্থ—কিঞ্চিৎপরিহাণি, যখন সমস্ত সাঙ্গোপাঙ্গ শরীরস্থ ধাতু পুষ্ট হইয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়; তদনন্তর যে ধাতু বৃদ্ধি পায়, তাহা শরীরে থাকে না, পরন্তু ইহা স্বপ্ন, প্রস্বেদাদি দ্বারা বহির্গত হয়। উক্ত ৪০ বর্ষেই বিবাহের উত্তম সময় হইয়া থাকে এবং ৪৮ বর্ষে বিবাহ করা উত্তমোত্তম। (প্রশ্ন) এই ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়ের পক্ষেই কি তুল্যরূপ? (উত্তর) না, যদি ২৫ বর্ষ পর্য্যন্ত পুরুষ ব্রহ্মচর্য্য করে তবে ১৬ বর্ষ পর্য্যন্ত কন্যা করিবে, (এইরূপে) যদি পুরুষ ৩০ বর্ষ পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য রাখে তবে কন্যা ১৭ বর্ষ পর্য্যন্ত (রাখিবে); পুরুষ ৩৬ বর্ষ পর্য্যন্ত (ব্রহ্মচারী) থাকিলে কন্যা ১৮ বর্ষ পর্য্যন্ত; যদি পুরুষ ৪০ বর্ষ পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য করে, তবে কন্যা ২০ বর্ষ পর্য্যন্ত; যদি পুরুষ ৪৪ বর্ষ পর্য্যন্ত করে, তবে কন্যা ২২ বর্ষ পর্য্যন্ত (করিবে,) এবং যদি পুরুষ ৪৮ বর্ষ পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য করে তবে কন্যা ২৪ বর্ষ পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য (করিবে,)। অর্থাৎ ৪৮ বর্ষের পর পুরুষ এবং ৩২ বৎসরের পর স্ত্রী আর ব্রহ্মচর্য্য রাখিবে না। পরন্তু এই নিয়ম বিবাহকারী পুরুষ ও স্ত্রীর পক্ষেই বিধেয়। আর যে বিবাহ করিতেই চাহে না তিনি মরণ পর্য্যন্ত ব্রহ্মচারী থাকিতে পারেন ত অতি উত্তমই হয় পরন্তু, এই কার্য্য পূর্ণবিদ্যাযুক্ত জিতেন্দ্রিয় ও নির্দ্দোষ যোগী স্ত্রী ও পুরুষের (জন্য হয়)। কামের বেগকে রোধ করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে আত্মবশে রাখা বড়ই কঠিন কার্য্য।

**ঋতং চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। সত্যং চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। তপশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। দমশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। শমশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অগ্নয়শ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অগ্নিহোত্রঞ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অতিথয়শ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। মানুষং চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজা চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজনশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজাপতিশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ।**

ইহা তৈত্তিরীয়োপনিষদের প্রপাঃ ৭ অনুঃ ৯ এর বচন। পঠন ও পাঠনকারীদিগের এইরূপ নিয়ম হয় যথা ঃ—( ঋতং ) যথার্থ আচরণানুসারে পড়িবে ও পড়াইবে। ( সত্যং ) সত্যাচার দ্বারা সত্যবিদ্যা পড়িবে ও পড়াইবে। ( তপঃ ) তপস্বী অর্থাৎ ধর্ম্মানুষ্ঠান করতঃ, বেদাদি শাস্ত্র সমূহকে পড়িবে এবং পড়াইবে। ( দমঃ ) দুষ্ট আচরণ হইতে বাহ্যেন্দ্রিয়গণকে নিরোধ করতঃ পড়িবে এবং পড়াইবে। ( শমঃ ) মনোবৃত্তিকে সর্ব্বপ্রকার দোষ হইতে অপসারণ করিয়া পড়িবে এবং পড়াইবে। ( অগ্নয়ঃ ) আহবনীয়াদি অগ্নি এবং বিদ্যুতাদি বিষয়কে জ্ঞাত হইয়া পড়িবে এবং পড়াইবে। ( অগ্নিহোত্রং ) অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করতঃ পঠন পাঠন করিবে ও করাইবে। ( অতিথয়ঃ ) অতিথিগণের সেবা ( সৎকার ) করতঃ পড়িবে এবং পড়াইবে। ( মানুষং ) মনুষ্য সম্বন্ধীয় ব্যবহার সকলকে যথাযোগ্য ( অনুষ্ঠান ) করতঃ পড়িবে এবং পড়াইতে থাকিবে। ( প্রজা ) সন্তান এবং রাজ্যপালন করতঃ পড়িবে এবং পড়াইতে থাকিবে। ( প্রজনঃ ) বীর্য্যের রক্ষা এবং বৃদ্ধি করতঃ পড়িবে এবং পড়াইবে। ( প্রজাপতিঃ ) নিজ সন্তান এবং শিষ্যের পালন করতঃ পড়িবে এবং পড়াইবে।

যমান্ সেবেত সততং ন নিয়মান্ কেবলান্ বুধঃ।<br>
যমান্ পতত্যকুর্ব্বাণো নিয়মান্ কেবলান্ ভজন্॥

মনুঃ অঃ ৪।২০৪॥

যম পাঁচ প্রকার হইয়া থাকে।

তত্রাহিংসাসত্যাস্তেয় ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ।

যোগ সাধনপাদে সূত্র ৩০॥

অর্থাৎ ( অহিংসা ) বৈরত্যাগ, ( সত্য, ) সত্যমনন, সত্যকথন, এবং সত্যানুষ্ঠান

করা (অস্তেয) অর্থাৎ মন বচন ও কর্ম্মের দ্বারা চৌর্য্যত্যাগ (ব্রহ্মচর্য্য) অর্থাৎ উপস্থেন্দ্রিয় সংযম, (অপরিগ্রহ) অত্যন্ত লোলুপতা পরিত্যাগ করতঃ স্বত্বাভিমান রহিত হওয়া—এই পাঁচ (প্রকার) যমের সেবা সদা করিবে। কেবল নিয়মের সেবন অর্থাৎ :—

**শৌচ সন্তোষ তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানানি নিয়মাঃ ॥**

**যোগ সাধনপাদে সূত্র ৩২ ॥**

(শৌচ) অর্থাৎ স্নানাদিহেতু পবিত্রতা; (সন্তোষ) সম্যক্ প্রসন্ন হইয়া নিরুদ্যম থাকাকে সন্তোষ বলে না কিন্তু পুরুষার্থ যত দূর হইতে পারে ততদূর অনুষ্ঠান করা এবং হানি ও লাভে শোক কিংবা হর্ষ প্রকাশ না করা। (তপঃ) অর্থাৎ কষ্ট সহ্য করিয়াও ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করা। (স্বাধ্যায়) পঠন ও পাঠন। (ঈশ্বর প্রণিধান) ঈশ্বর বিষয়ে ভক্তি বিশেষের সহিত আত্মা সমর্পিত রাখা—এই পাঁচকে নিয়ম বলা যায়। যম ব্যতিরেকে কেবল এই নিয়মগুলির সেবন করিবে না। কিন্তু এই দুয়েরই সেবন করিবে। যিনি যম সেবন ত্যাগ করিয়া কেবল নিয়মের সেবন করেন তাঁহার উন্নতি না হইয়া অধোগতি প্রাপ্তি হয়, অর্থাৎ সংসারে পতিত থাকে।

**কামাত্মতা ন প্রশস্তা ন চৈবেহাস্ত্যকামতা।**
**কাম্যো হি বেদাধিগমঃ কর্ম্মযোগশ্চ বৈদিকঃ ॥**

**মনুঃ অঃ ২।২৮ ॥**

অর্থাৎ কামাতুরতা অথবা নিষ্কামতা কাহারও পক্ষে শ্রেষ্ঠ নহে। কারণ কামনা না করিলে বেদাদি জ্ঞান এবং বেদবিহিত উত্তম কর্ম্মের অনুষ্ঠান কাহারও হইতে পারে না।

**স্বাধ্যায়েন ব্রতৈর্হোমৈ স্ত্রৈবিদ্যেনেজ্যয়া সুতৈঃ ॥**
**মহাযজ্ঞৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ ॥**

**মনুঃ অঃ ২।২৮ ॥**

অর্থ :—(স্বাধ্যায়) পঠন ও পাঠন, (ব্রত) ব্রহ্মচর্য্য ও সত্যভাষণাদি নিয়ম পালন (হোম) অগ্নিহোত্রাদি হোম, সত্যগ্রহণ ও অসত্য ত্যাগ, এবং সত্যবিদ্যার প্রদান, (ত্রৈবিদ্যেন) বেদস্থ কর্ম্মোপাসনা, জ্ঞান ও বিদ্যাগ্রহণ, (ইজ্যয়া) পক্ষেষ্ট্যাদি যজ্ঞ করা, (সুতৈঃ) শাস্ত্রানুসারে সুসন্তানোৎপত্তি, (মহাযজ্ঞৈঃ) ব্রহ্ম, দেব, পিতৃ, বৈশ্বদেব এবং অতিথিসেবন রূপ পঞ্চ মহাযজ্ঞ এবং (যজ্ঞৈঃ) অগ্নিষ্টোমাদি, তথা শিল্পবিদ্যা ও বিজ্ঞানাদি যজ্ঞ সেবন দ্বারা, এই শরীরকে ব্রাহ্মী অর্থাৎ বেদ ও পরমেশ্বরে ভক্তির

আধাররূপ ব্রাহ্মণশরীর করা যায়। এই সকল সাধন বিনা ব্রাহ্মণশরীর হইতে পারে না।

ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েষ্বপহারিষু।
সংযমে যত্নমাতিষ্ঠেদ্বিদ্বান্ যন্তেব বাজিনাম্॥

মনুঃ ২।৮৮॥

সুনিপুণ সারথি অশ্বদিগকে যেরূপ নিয়মে রাখে, তদ্রূপ মন ও আত্মাকে নিকৃষ্ট কার্য্যে আকৃষ্টকারী বিষয় সমূহে বিচরণকারী ইন্দ্রিয়গণের সর্ব্বপ্রকারে নিগ্রহের প্রযত্ন করিবে। কারণ :—

ইন্দ্রিয়াণাং প্রসঙ্গেন দোষমৃচ্ছত্যসংশয়ম্।
সন্নিয়ম্য তু তান্যেব ততঃ সিদ্ধিং নিযচ্ছতি॥

মনুঃ ২।৯৩॥

অর্থ :—জীবাত্মা ইন্দ্রিয়গণের বশীভূত হইয়া নিশ্চয়ই মহাদোষ প্রাপ্ত হয় এবং ইন্দ্রিয়গণকে নিজবশে আনিলেই সে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

বেদাস্ত্যাগশ্চ যজ্ঞাশ্চ নিয়মাশ্চ তপাংসি চ।
ন বিপ্রদুষ্টভাবস্য সিদ্ধিং গচ্ছন্তি কর্হিচিৎ॥

মনুঃ।২।৯৭

যে জন দুষ্টাচারী ও অজিতেন্দ্রিয় হয়, তাহার বেদ, ত্যাগ, যজ্ঞ, নিয়ম, তপস্যা এবং অন্যান্য সৎকর্ম্ম কখন সিদ্ধিকে প্রাপ্ত হয় না।

বেদোপকরণে চৈব স্বাধ্যায়ে চৈব নৈত্যিকে।
নানুরোধোঽস্ত্যনধ্যায়ে হোমমন্ত্রেষু চৈব হি॥১॥
নৈত্যিকে নাস্ত্যনধ্যায়ো ব্রহ্মসত্রং হি তৎ স্মৃতম্।
ব্রহ্মাহুতিহুতং পুণ্যমনধ্যায়বষট্ কৃতম্॥২॥

মনুঃ ২।১০৫।১০৬॥

বেদের পঠন পাঠন সন্ধ্যোপাসনাদি পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানে এবং হোমমন্ত্র সকলের অনধ্যায় বিষয়ক অনুরোধ (আগ্রহ) নাই। কারণ নিত্যকর্ম্মে অনধ্যায় হয় না। যেরূপ শ্বাস প্রশ্বাস সদা গ্রহণ করিতে হয় এবং উহার রোধ কেহ করিতে পারে না তদ্রূপ নিত্যকর্ম্ম প্রতিদিন করা কর্ত্তব্য ও তাহা একদিনও পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ

অনধ্যায় অগ্নিহোত্রাদি অনুষ্ঠিত উত্তম কার্য্য পুণ্যরূপ হইয়া থাকে। যেরূপ মিথ্যা কথনে সর্ব্বদা পাপ এবং সত্য কথনে সর্ব্বদা পুণ্য হয়; তদ্রূপ অসৎকর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে সর্ব্বদা অনধ্যায় এবং সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে সর্ব্বদা স্বাধ্যায় আছে, ইহা জানিতে হইবে।

অভিবাদনশীলস্য নিত্যং বৃদ্ধোপসেবিনঃ।
চত্বারি তস্য বর্দ্ধন্ত আয়ুর্বিদ্যাযশোবলম্ ॥ মনুঃ ২।১২১ ॥

যিনি সর্ব্বদা বিনীত, সুশীল ও বিদ্বান্ হয়েন এবং বৃদ্ধের সেবা করেন তাঁহার. আয়ু, বিদ্যা, কীর্ত্তি এবং বল এই চতুষ্টয়ের সর্ব্বদা বৃদ্ধি হয়, এবং যিনি এরূপ না হন বা না করেন. তাঁহার পক্ষে এ চতুষ্টয়ের বৃদ্ধি হয় না।

অহিংসয়ৈব ভূতানাং কার্য্যং শ্রেয়োঽনুশাসনম্।
বাক্ চৈব মধুরা শ্লক্ষ্ণাপ্রযোজ্যা ধর্ম্মমিচ্ছতা ॥ ১ ॥
যস্য বাঙ্মনসে শুদ্ধে সম্যগ্গুপ্তে চ সর্ব্বদা।
স বৈ সর্ব্বমবাপ্নোতি বেদান্তোপগতং ফলম্ ॥ ২ ॥

মনুঃ ২।১৫৯।১৬০ ॥

বৈরবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া সকল মনুষ্যকে কল্যাণ মার্গের উপদেশ প্রদান করা বিদ্বান্ এবং বিদ্যার্থীদিগের কর্ত্তব্য হয়। উপদেষ্টা সর্ব্বদা সুশীলতাযুক্ত মধুর বাক্য কহিবেন এবং ধর্ম্মের উন্নতি কামনা করতঃ সর্ব্বদা সত্যমার্গে চলিবেন এবং সত্যের উপদেশ দিবেন। যে লোকের বাক্য এবং মন পবিত্র ও সুরক্ষিত, তিনিই সমস্ত বেদান্তের অর্থাৎ সমস্ত বেদের সিদ্ধান্তরূপ ফল লাভ প্রাপ্ত হন।

সম্মানাদ্ব্রাহ্মণোনিত্যমুদ্বিজেত বিষাদিব।
অমৃতস্যেব চাকাঙ্ক্ষেদবমানস্য সর্ব্বদা ॥ মনুঃ ২।১৬২ ॥

যিনি প্রতিষ্ঠাকে বিষতুল্য জ্ঞান করিয়া ভীত হয়েন, এবং অমৃতের ন্যায় অপমানের ইচ্ছা করেন সেই ব্রাহ্মণই সমস্ত বেদ এবং পরমেশ্বরকে জানিয়া থাকেন।

অনেন ক্রমযোগেন সংস্কৃতাত্মা দ্বিজঃ শনৈঃ।
গুরৌ বসন্ সংশ্চিনুয়াদ্ব্রহ্মাধিগমিকং তপঃ ॥

মনুঃ ২।১৬৪ ॥

এইরূপে কৃতোপনয়ন দ্বিজ অর্থাৎ ব্রহ্মচারী কুমার এবং ব্রহ্মচারিণী কন্যা শনৈঃ শনৈঃ বেদার্থ জ্ঞানরূপ উত্তম তপস্যার বৃদ্ধি করিতে থাকেন।

যোঽনধীত্য দ্বিজোবেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ ॥ মনুঃ ২।১৬৮ ॥

যে দ্বিজ বেদপাঠ না করিয়া অন্য বিষয়ে শ্রম করেন তিনি স্বীয় পুত্র পৌত্রের সহিত শীঘ্র শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়েন।

বর্জয়েন্মধু মাংসঞ্চ গন্ধং মাল্যং রসান্ স্ত্রিয়ঃ।
শুক্তানি যানি সর্ব্বাণি প্রাণিনাং চৈব হিংসনম্ ॥ ১ ॥
অভ্যঙ্গমঞ্জনং চাক্ষ্ণোরুপানচ্ছত্রধারণম্।
কামং ক্রোধঞ্চ লোভঞ্চ নর্ত্তনং গীতবাদনম্ ॥ ২ ॥
দ্যূতঞ্চ জনবাদঞ্চ পরিবাদং তথাঽনৃতম্।
স্ত্রীণাঞ্চ প্রেক্ষণালম্ভমুপঘাতং পরস্য চ ॥ ৩ ॥
একঃ শয়ীত সর্বত্র রেতঃ স্কন্দয়েৎ ক্বচিৎ।
কামাদ্ধি স্কন্দয়ন্রেতো হিনস্তি ব্রতমাত্মনঃ ॥ ৪ ॥
মনুঃ ২।১৭৭-১৮০।

ব্রহ্মচারী এবং ব্রহ্মচারিণী মদ্য, মাংস, গন্ধ, মালা, রস অথবা, স্ত্রী পুরুষের সঙ্গ, অম্ল (কটু আদি রসযুক্ত পদার্থ) প্রাণীহিংসা। (১) অঙ্গমর্দ্দন, অকারণে উপেস্থেন্দ্রিয়-স্পর্শ, নয়নাঞ্জন, জুতা এবং ছত্র ধারণ, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভয়, শোক, ঈর্ষা, দ্বেষ, নৃত্য, গীত ও বাদ্য। (২) দ্যূতক্রীড়া, পরনিন্দা, মিথ্যাকথন, স্ত্রীলোকের দর্শন অথবা আশ্রয় এবং পরাপকার প্রভৃতি দুষ্কর্ম্ম সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবে। (৩) ইহারা সর্ব্বত্র একাকী শয়ন করিবে এবং কদাপি বীর্য্যস্খলন করিবে না। কামবশতঃ বীর্য্যস্খলন করিলে স্বীয় ব্রহ্মচর্য্যাব্রত নাশ হইয়াছে জানিতে হইবে।

বেদমনূচ্যাচার্য্যোঽন্তেবাসিনমনুশাস্তি। সত্যংবদ। ধর্ম্মং চর। স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ। আচার্য্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ।

সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্। কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্। ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্। স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাম্ ন প্রমদিতব্যম্॥

দেবপিতৃকার্য্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্য্যদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব।

যান্যনবদ্যানি কর্ম্মাণি তানি সেবিতব্যানি নো ইতরাণি। যান্যস্মাকং সুচরিতানি তানি ত্বয়োপাস্যানি নো ইতরাণি। যে কে চাস্মচ্ছ্রেয়াংসো ব্রাহ্মণাস্তেষাং ত্বয়াসনেন প্রশ্বসিতব্যম্। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। অশ্রদ্ধয়া দেয়ম্। শ্রিয়া দেয়ম্। হ্রিয়া দেয়ম্। ভিয়া দেয়ম্। সংবিদা দেয়ম্।

অথ যদি তে কর্ম্ম বিচিকিৎসা বা বৃত্তবিচিকিৎসা বা স্যাৎ। যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনো যুক্তা অযুক্তা অলুক্ষা ধর্ম্মকামাঃ স্যুর্যথা তে তত্র বর্ত্তেরন্। তথা তত্র বর্ত্তেথাঃ। এষ আদেশ। এষ উপদেশ। এষা বেদোপনিষৎ। এতদনুশাসনং। এবমুপাসিতব্যম্। এবমুচৈতদুপাস্যম্। তৈত্তিরীয়ঃ প্রপাঃ ৭ অনুঃ ১১ কং ১।২।৩।৪ ॥

আচার্য্য "অন্তেবাসী" অর্থাৎ নিজ শিষ্য ও শিষ্যাগণকে এরূপ উপদেশ করিবেন যে, তুমি সর্ব্বদা সত্য বলিবে, ধর্ম্মাচরণ করিবে, প্রমাদরহিত হইয়া পঠন পাঠন ও পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করতঃ, সমস্ত বিদ্যা গ্রহণ করিবে, এবং আচার্য্যার্থে তাঁহার প্রিয় (প্রয়োজনীয়) ধনদান করতঃ, বিবাহ করিয়া সন্তানোৎপত্তি করিবে। প্রমাদ বশতঃ সত্যকে কখনও ত্যাগ করিবে না, প্রমাদ বশতঃ আরোগ্য এবং চতুরতা ত্যাগ করিবে না, প্রমাদ বশতঃ উত্তম ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধিকে পরিত্যাগ করিও না এবং প্রমাদবশতঃ পঠনপাঠন ত্যাগ করিবেনা। দেবতা, বিদ্বান্ এবং মাতা পিতাদির সেবাতে কখন প্রমাদ করিবে না। যেরূপ বিদ্বান্‌কে সৎকার করিবে, তদ্রূপ মাতা, পিতা, আচার্য্য এবং অতিথিকে সর্ব্বদা সেবা করিবে। যে আনন্দিত ধর্ম্মযুক্ত কার্য্য আছে সেই সকল সত্যভাষণাদির (অনুষ্ঠান) করিবে তদ্ভিন্ন মিথ্যাভাষণাদির কখন করিবে না। আমার যে সকল সুচরিত্র অর্থাৎ ধর্ম্মযুক্ত কার্য্য আছে, তাহাই গ্রহণ করিবে এবং আমার যে সকল পাপাচরণ আছে তাহা গ্রহণ করিবে না। আমাদিগের মধ্যে যদি কেহ উত্তম বিদ্বান্ ধর্ম্মাত্মা আছেন তাঁহার নিকট উপবেশন করিবে, এবং তাঁহাকেই বিশ্বাস করিবে। শ্রদ্ধার সহিত দান করিবে। অশ্রদ্ধার সহিত দিবে। শোভার সহিত দান করিবে। লজ্জার সহিত দান দিবে।

ভয়ের সহিত দান করিবে এবং প্রতিজ্ঞার সহিত দান করা কর্ত্তব্য। যদি কখন তোমার কর্ম্ম, শীল অথবা উপাসনা ও জ্ঞান বিষয়ে কোন প্রকার সন্দেহ হয় তবে, যাঁহারা বিচারশীল, অপক্ষপাতী, (যোগী বা অযোগী) আর্দ্রচেতা এবং ধর্ম্মভিলাষী ধার্ম্মিক লোক, যেরূপ উহাঁরা ধর্ম্মমার্গের অনুসরণ করেন, তুমিও তদ্রূপ আচরণ করিবে। এই আদেশ, এই আজ্ঞা, এই উপদেশ, এই বেদের উপনিষদ্ এবং এই শিক্ষা হইয়া থাকে। এইরূপে অবস্থান করা এবং স্বকীয় আচার পদ্ধতি সংশোধিত করা আবশ্যক।

অকামস্য ক্রিয়া কাচিৎ দৃশ্যতে নেহ কর্হিচিৎ।
যদ্‌যদ্ধিকুরুতে কিঞ্চিৎ তত্তৎ কামস্য চেষ্টিতম্॥ মনুঃ ২।৪

মনুষ্যদিগের নিশ্চয় জানিতে হইবে যে, নিষ্কাম পুরুষের (পক্ষে) নেত্রের সঙ্কোচ এবং বিকাশ হওয়াও সর্ব্বথা অসম্ভব হইয়া থাকে। ইহাতে এই সিদ্ধ হইতেছে যে, যাহা কিছু করা যায় উক্ত চেষ্টা, কামনা ব্যতিরেকে হইতে পারে না।

আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ শ্রুত্যুক্তঃ স্মার্ত্ত এবচ।
তস্মাদস্মিন সদা যুক্তো নিত্যং স্যাদাত্মবান্ দ্বিজঃ ॥১॥
আচারাদ্বিচ্যুতো বিপ্রো ন বেদফলমশ্নুতে।
আচারেণ তু সংযুক্তঃ সম্পূর্ণফলভাগ্ ভবেৎ ॥২॥
মনুঃ ১।১০৮।১০৯ ॥

বেদ ও বেদানুকূল স্মৃতিসকলের প্রতিপাদিত ধর্ম্মের আচরণ করাই, (উক্ত বেদের) কথন শ্রবণ শ্রাবণ পঠন পাঠনের ফল। এই জন্য ধর্ম্মাচরণে সর্ব্বদা প্রবৃত্ত থাকিবে। ধর্ম্মাচরণরহিত হইলে বেদপ্রতিপাদিত ধর্ম্মার্থের সুখরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যিনি বিদ্যাভ্যাস করিয়া ধর্ম্মাচরণ করেন তাঁহারই সম্পূর্ণ সুখলাভ হয়।

যোঽবমন্যেত তে মূলে হেতুশাস্ত্রাশ্রয়াদ্দ্বিজঃ।
স সাধুভির্ব্বহিষ্কার্য্যো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ॥ মনু ২।১১॥

যিনি বেদ এবং বেদানুকুল আপ্ত পুরুষ রচিত শাস্ত্রের অপমান করেন সেই, বেদনিন্দক নাস্তিককে জাতি, পঙ্‌ক্তি এবং দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। কারণ :—

বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্য লক্ষণম্॥১॥
মনুঃ ২।১৩ ॥

বেদ, স্মৃতি অর্থাৎ বেদানুকুল আপ্তোক্ত মনুস্মৃত্যাদি শাস্ত্র, সৎপুরুষদিগের আচরণ, এবং যাহা সনাতন অর্থাৎ বেদ দ্বারা ঈশ্বর প্রতিপাদিত কর্ম্ম, এবং নিজ আত্মার প্রিয়কার্য্য, অর্থাৎ যাহা আত্মা চাহে যথা সত্যভাষণাদি, এই চতুষ্টয়ই ধর্ম্মের ( সাক্ষাৎ ) লক্ষণ, অর্থাৎ ইহা হইতে ধর্ম্মাধর্ম্মের নিশ্চয় হইয়া থাকে। যাহা পক্ষপাত রহিত; ন্যায, সত্যগ্রহণ এবং অসত্যের সর্ব্বথা পরিত্যাগ রূপ আচরণ তাহারই, নাম ধর্ম্ম, এবং পক্ষপাতযুক্ত, অন্যায়াচরণ, সত্যত্যাগ এবং অসত্যগ্রহণ রূপ কার্য্যকেই, অধর্ম্ম বলা যায়।

অর্থকামেষসক্তানাং ধর্ম্মজ্ঞানং বিধীয়তে।
ধর্ম্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ॥

মনু ২।১৩॥

যে পুরুষ ( অর্থ ) সুবর্ণাদি রত্নে এবং ( কাম ) স্ত্রীসেবনাদিতে আসক্ত হয়েন না তাঁহারই, ধর্ম্মবিষয় জ্ঞান প্রাপ্তি হয়। যিনি ধর্ম্মজ্ঞান ইচ্ছা করেন তিনি, বেদ দ্বারাই ধর্ম্ম নিশ্চয় করিবেন। কারণ বেদ ব্যতিরেকে ধর্ম্মাধর্ম্মের সম্যক নিশ্চয় হইতে পারে না।

এইরূপে আচার্য্য আপনার শিষ্যদিগকে উপদেশ করিবেন এবং বিশেষ করিয়া রাজা ও অপরাপর ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং উত্তম শূদ্রদিগকেও অবশ্য অবশ্য বিদ্যাভ্যাস করাইবেন। যেহেতু ব্রাহ্মণই কেবল বিদ্যাভ্যাস করিলে, এবং ক্ষত্রিয়াদি তাহা না করিলে, বিদ্যা, ধর্ম্ম, রাজ্য এবং ধনাদির কখন বৃদ্ধি হইতে পারে না। কারণ ব্রাহ্মণেরা কেবল মাত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপন করিয়া, ক্ষত্রিয়াদি হইতে জীবিকা প্রাপ্তি করতঃ, জীবন ধারণ করিতে পারেন, (পরন্তু) জীবিকার অধীন ও ক্ষত্রিয়াদির আজ্ঞাদাতা ও যথাবৎ পরীক্ষক দণ্ডদাতা না হইলে ( থাকিলে ), ব্রাহ্মণাদি বর্ণসকল পাষণ্ডতাতে আসক্ত হন। আর ক্ষত্রিয়াদি বিদ্বান হইলে তখন ব্রাহ্মণও অধিক বিদ্যাভ্যাস করিতে ও ধর্ম্মপথে চলিতে বাধ্য হন, এবং উক্ত বিদ্বান ক্ষত্রিয়দিগের সমক্ষে পাষণ্ড ও মিথ্যাব্যবহার করিতে পারেন না। আর ক্ষত্রিয়াদি অবিদ্বান হইলে তবে ইহাদিগের (ব্রাহ্মণদিগের) মনে যেরূপ আইসে সেইরূপই করিয়া ও করাইয়া থাকেন, এইজন্য যদি ব্রাহ্মণও নিজ কল্যাণ প্রার্থনা করেন তবে, অধিক প্রযত্নের সহিত ক্ষত্রিয়াদিকে বেদাদি সত্য শাস্ত্রের অভ্যাস করাইবেন, কারণ ক্ষত্রিয়াদিই বিদ্যা, ধর্ম্ম, রাজ্য এবং লক্ষ্মীর বৃদ্ধিকারী হইয়া থাকেন। ইঁহারা কখন ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেন না। সুতরাং; ইঁহারা কখন বিদ্যা ব্যবহারে পক্ষপাতীও হইতে পারেন না। আর সকল বর্ণ মধ্যে বিদ্যা ও সুশিক্ষা প্রচারিত হইলে, কেহই পাষণ্ডরূপ অধর্ম্মযুক্ত মিথ্যা ব্যবহার চালাইতে পারে না। ইহা দ্বারা

কি সিদ্ধ হইতেছে যে, ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসিগণ ক্ষত্রিয়াদিকে যথানিয়মে চালাইবার কর্ত্তা এবং ক্ষত্রিয়াদিও ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসীদিগকে নিয়মে চালাইবার কর্ত্তা হয়েন। এইজন্য সকল বর্ণের স্ত্রী ও পুরুষদিগের মধ্যে বিদ্যা ও ধর্ম্ম প্রচার হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। এক্ষণে যাহা যাহা পাঠ ও অধ্যাপন করা হইবে তাহা, উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া হওয়া, যোগ্য ( আবশ্যক )। পরীক্ষা পাঁচ প্রকার দ্বারা হয়। ১ম—যাহা যাহা ঈশ্বরের গুণ, কর্ম্ম স্বভাবের এবং বেদের অনুকুল হয় তাহাই, সত্য, এবং তদ্বিরুদ্ধ অসত্য হইয়া থাকে। দ্বিতীয়—যাহা যাহা সৃষ্টিক্রমের অনুকুল তাহাই সত্য এবং যাহা সৃষ্টিক্রমের বিরুদ্ধ, তৎসমুদায় অসত্য। যেমন যদি কেহ কহে, যে মাতা-পিতার যোগ ব্যতীত সন্তান উৎপন্ন হয়, উক্ত বাক্য সৃষ্টিক্রম বিরুদ্ধ এজন্য অসত্য। তৃতীয়—আপ্ত অর্থাৎ যাহা ধার্ম্মিক. বিদ্বান্, সত্যবাদী এবং নিষ্কপট লোকদিগের সঙ্গ ও উপদেশের অনুকুল তাহাই. গ্রাহ্য এবং যাহা তদ্বিরুদ্ধ তাহা. অগ্রাহ্য হইয়া থাকে। চতুর্থ—নিজ আত্মার পবিত্রতা ও বিদ্যার অনুকুল অর্থাৎ যেরূপ নিজের পক্ষে. সুখ প্রিয়, এবং দুঃখ অপ্রিয় তদ্রূপই, সর্ব্বত্র বুঝিবে যে আমিও কাহাকেও যদি দুঃখ বা সুখ দেই তবে সেও অপ্রসন্ন বা প্রসন্ন হইবে। পঞ্চম—আট প্রকার প্রমাণ, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ. অনুমান, উপমান. শব্দ. ঐতিহ্য. অর্থাপত্তি. সম্ভব এবং অভাব। ইহাদিগের মধ্যে প্রত্যক্ষাদি লক্ষণ সম্বন্ধে যে যে সূত্র নিম্নে লিখিত হইবে তৎসমুদয়. ন্যায় শাস্ত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে ( গৃহীত ) জানিবে।

ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানমব্যপদেশ্যমব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম্॥ ন্যায়ঃ। অধ্যায় ১। আহ্নিক ১। সূত্র ৪॥

যাহা শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা এবং ঘ্রাণের দ্বারা শব্দ. স্পর্শ, রূপ, রস, এবং গন্ধের সহিত অব্যবহিত অর্থাৎ আবরণরহিত সম্বন্ধ হইয়া ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের এবং মনের সহিত আত্মার সংযোগে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহাকে, প্রত্যক্ষ কহে। কিন্তু যাহা ব্যপদেশ্য অর্থাৎ সংজ্ঞাসংজ্ঞীর সম্বন্ধ হইতে উৎপন্ন হয়, সেই ( রূপ ) জ্ঞান না হয়। যেমন কেহ কাহাকে বলিল যে "তুমি জল আনয়ন কর" এবং সে উহা আনয়ন করিয়া উহার সমীপে রাখিয়া বলিল "ইহাই জল"। কিন্তু তথায় "জ" ও "ল" এই দুই অক্ষরের সংজ্ঞা আনয়নকর্ত্তা অথবা আজ্ঞাকর্ত্তা দেখিতে পায় না পরন্তু, যে পদার্থের নাম জল তাহাই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। আর শব্দ হইতে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা, শব্দপ্রমাণের বিষয়। "অব্যভিচারী" যেমন কেহ রাত্রিকালে স্তম্ভ দেখিয়া পুরুষের (ইহা পুরুষ এরূপ) নিশ্চয় করিয়া লয় ( এবং ) যখন দিনমানে উহাকে দেখিল তখন

রাত্রির পুরুষজ্ঞান নষ্ট হইয়া স্তম্ভজ্ঞান হইয়া থাকে এইরূপ, বিনাশী জ্ঞানের নাম ব্যভিচারী হয়, উহা "প্রত্যক্ষ" কথিত হয় না। "ব্যবসায়াত্মক" (যথা) কেহ দূর হইতে নদীর বালুকা দেখিয়া কহিল যে "ঐ স্থলে বস্ত্র শুষ্ক হইতেছে, অথবা জল আছে, অথবা অন্য কিছু হইবে" "ঐ দেবদত্ত দণ্ডায়মান রহিয়াছে অথবা যজ্ঞদত্ত।" যাবৎ কোন এক নিশ্চয় না হয়, তাবৎ উহা প্রত্যক্ষ জ্ঞান নহে। কিন্তু যাহা অব্যপদেশ্য অব্যভিচারী এবং নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান হয়, তাহাকেই প্রত্যক্ষ কহা যায়।

দ্বিতীয় অনুমান :—

**অথ তৎপূর্ব্বকং ত্রিবিধমনুমানং পূর্ব্ববচ্ছেষবৎ সামান্যতো দৃষ্টঞ্চ॥ ন্যায়ঃ অঃ ১। আঃ ১। সূঃ ৫॥**

যাহা প্রত্যক্ষ পূর্ব্বক অর্থাৎ যাহার কোন একদেশ অথবা সম্পূর্ণ দ্রব্য কোন স্থানে বা কালে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে উহার, দূরদেশ হইতে সহচারী এক দেশের প্রত্যক্ষ হওয়ায়, অদৃষ্ট অবয়বীর জ্ঞান হওয়াকে অনুমান কহে। যেমন পুত্র দেখিয়া পিতার ; পর্ব্বতাদিতে ধূম দেখিয়া অগ্নির ; জগতে সুখ ও দুঃখ দেখিয়া পূর্ব্ব জন্মের জ্ঞানের (অনুমান) হইয়া থাকে। এই অনুমান তিন প্রকার হয়। প্রথম "পূর্ব্ববৎ" যেমন মেঘ দেখিয়া বর্ষার, বিবাহ দেখিয়া সন্তানোৎপত্তির, পাঠানুরক্ত বিদ্যার্থী দেখিয়া বিদ্যা জন্মিবার নিশ্চয়তা হয় ইত্যাদি, যে যে স্থলে কারণ দেখিয়া কার্য্যের জ্ঞান হয়, তাহা "পূর্ব্ববৎ"। দ্বিতীয় "শেষবৎ" অর্থাৎ যথায় কার্য্য দেখিয়া কারণের অনুমান হয় :—যেরূপ নদীপ্রবাহের বৃদ্ধি দেখিয়া উপরে পতিত বর্ষার, পুত্র দেখিয়া পিতার, সৃষ্টি দেখিয়া অনাদি কারণ এবং কর্ত্তা ঈশ্বরের এবং পাপপুণ্যের আচরণ দেখিয়া সুখ ও দুঃখের জ্ঞান হইয়া থাকে ইহাকে "শেষবৎ" কহে। তৃতীয় "সামান্যতোদৃষ্ট", যাহা কোন প্রকার কাহারও কার্য্যকারণ হয় না পরন্তু কোন প্রকারের সাধর্ম্ম্য এক অপরের সহিত হউক, যেমন কেহ চলন ব্যতিরেকে অন্য স্থানে যাইতে পারে না, তদ্রূপই অন্যের স্থানান্তরে যাওয়া গমন ব্যতীত কদাপি ঘটিতে পারে না। অনুমান শব্দের অর্থ এই যে "অনু" অর্থাৎ "প্রত্যক্ষস্য পশ্চান্মীয়তে জ্ঞায়তে যেন তদনুমানম্" (অর্থাৎ) যাহা প্রত্যক্ষের পশ্চাৎ উৎপন্ন হয়। যেমন ধূমের প্রত্যক্ষ দর্শন বিনা অদৃষ্ট অগ্নির জ্ঞান কখন হইতে পারে না।

তৃতীয় উপমান :—

**প্রসিদ্ধ সাধর্ম্ম্যাৎ সাধ্যসাধনমুপমানম্॥ ন্যায়ঃ। অ ১। আঃ ১। সূঃ ৬॥**

যাহা প্রসিদ্ধ প্রত্যক্ষ সাধর্ম্ম্য হইতে সাধ্যের অর্থাৎ সিদ্ধকরণযোগ্য জ্ঞানের

সিদ্ধিকরণের সাধন হয় তাহাকে উপমান কহে। "উপমীয়তে যেন তদুপমানম্" যেরূপ কেহ কোন ভৃত্যকে বলিল যে "তুই বিষ্ণুমিত্রকে ডাকিয়া আন্"। সে বলিল "আমি তাহাকে কখন দেখি নাই।" তাহার স্বামী বলিলেন যে যেরূপ এই দেবদত্ত আছে, তদ্রূপই ঐ বিষ্ণুমিত্র হয়, অথবা যেরূপ এই গাভী তদ্রূপই গবয় অর্থাৎ নীলগায় হইয়া থাকে। যখন সে তথায় উপস্থিত হইল এবং দেবদত্ত সদৃশ লোককে দেখিয়া নিশ্চয় করিল, যে এই "বিষ্ণুমিত্র" হয় তখন তাহাকে লইয়া আসিল। অথবা কোন বনে যে পশুকে গো সদৃশ দেখিল তাহাকেই নিশ্চয় করিল যে ইহারই নাম গবয় হইয়া থাকে।

চতুর্থ শব্দ প্রমাণ :—

## আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ ॥ ন্যায়ঃ। অঃ ১। আঃ ১। সূঃ ৭॥

যাহা আপ্ত অর্থাৎ পূর্ণবিদ্বান, ধর্ম্মাত্মা পরোপকারপ্রিয় সত্যবাদী পুরুষার্থী জিতেন্দ্রিয় পুরুষ, যেরূপ নিজ আত্মাতে জ্ঞাত আছেন এবং যদ্বারা সুখ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহারই কথনেচ্ছায় প্রেরিত হইয়া সমস্ত মনুষ্যের কল্যাণার্থ উপদেষ্টা হয়েন অর্থাৎ যিনি যে পরিমাণ পৃথিবী হইতে পরমেশ্বর পর্য্যন্ত সকল পদার্থের জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া উপদেষ্টা হয়েন। যিনি ঈদৃশ পুরুষ এবং পূর্ণআপ্ত পরমেশ্বরের উপদেশরূপী ( যে ) বেদ তাহাকেও, শব্দপ্রমাণ জানিতে হইবে।

পঞ্চম ঐতিহ্য :—

## ন চতুষ্ট্বমৈতিহ্যার্থাপত্তিসম্ভবাভাবপ্রামাণ্যাৎ। ন্যায়ঃ। অঃ ২। আঃ ২। সূঃ ১।

যাহা "ইতিহ" অর্থাৎ এইরূপ ছিল, অথবা অমুক এইরূপ করিয়াছে, অর্থাৎ কাহারও জীবনচরিতের নাম "ঐতিহ্য" হইয়া থাকে।

ষষ্ঠ অর্থাপত্তি :—

"অর্থাদাপদ্যতে সা অর্থাপত্তিঃ"। কেনচিদুচ্যতে "সৎসু ঘনেষু বৃষ্টিঃ, সতি কারণে কার্য্যং ভবতীতি কিমত্র প্রসজ্যতে, অসৎসু ঘনেষু বৃষ্টিরসতি কারণে চ কার্য্যং ন ভবতি"। যেরূপ কেহ একজন কাহাকে ( অপরকে ) বলিল যে "মেঘ হইলে বর্ষা এবং কারণ হইতে কার্য্য উৎপন্ন হয়"। এরূপ না কহিলেও, এই দ্বিতীয় কথা সিদ্ধ হয় যে "মেঘ ব্যতিরেকে বর্ষা এবং কারণ ব্যতিরেকে কার্য্য কখন হইতে পারে না"।

সপ্তম সম্ভবঃ—

"সম্ভবতি যস্মিন্ স সম্ভবঃ"। যদি কেহ বলে যে "মাতাতে, পিতা ব্যতিরেকে সন্তানোৎপত্তি ( হইয়াছে ), কেহ মৃতকে পুনর্জীবিত করিয়াছে, পর্ব্বত উত্থাপিত

করিয়াছে, সমুদ্রে প্রস্তর ভাসাইয়াছে, চন্দ্রমাকে খণ্ড খণ্ড করিয়াছে, পরমেশ্বরের অবতার হইয়াছে, মনুষ্যের শৃঙ্গ দেখিয়াছি এবং বন্ধ্যার পুত্র পুত্রীর বিবাহ করিয়াছে ইত্যাদি সমস্ত অসম্ভব হইয়া থাকে ; যেহেতু সেই সকল বাক্য সৃষ্টিক্রম বিরুদ্ধ হয়। আর যে সকল কথা সৃষ্টিক্রমের অনুকূল তাহাই "সম্ভব" হয়। ( তাহাকেই "সম্ভব" বলে )।

অষ্টম অভাব :—

"ন ভবন্তি যস্মিন্ সোঽভাবঃ"। যেরূপ কেহ কাহাকে বলিল যে "হস্তী লইয়া আইস"। সে তথায় হস্তীর অভাব দেখিয়া যেখানে হস্তী ছিল, তথা হইতে লইয়া আসিল। ইহাই অষ্টম প্রমাণ। ইহার মধ্যে যে ( যদি ) শব্দের ( শব্দ প্রমাণের ) অন্তর্গত ঐতিহ্য এবং অনুমানের মধ্যে অর্থাপত্তি, সম্ভব এবং অভাবের অন্তর্ভূত গণনা করিলে তবে, চারি প্রমাণ অবশিষ্ট থাকে। এই পাঁচ প্রকার পরীক্ষা দ্বারা মনুষ্য সত্যাসত্য নিশ্চয় করিতে পারে, অন্যথা নহে।

**ধর্ম্মবিশেষ প্রসূতাদ্। দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্যবিশেষসমবায়ানাং পদার্থানাং সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সম্॥ বৈঃ। অঃ ১ আঃ ১। সূঃ ৪॥**

যখন মনুষ্য ধর্ম্মের যথাযোগ্য অনুষ্ঠান করতঃ, পবিত্র হইয়া "সাধর্ম্ম্য" অর্থাৎ যাহা তুল্যধর্ম্মযুক্ত হয় যথা পৃথিবী যেরূপ জড়, জল ও ( তাদৃশ ) জড়। বৈধর্ম্ম্য অর্থাৎ পৃথিবী কঠোর এবং জল কোমল। এই প্রকারে দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ এবং সমবায়, এই ছয় পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ স্বরূপ জ্ঞান হইতে ( দ্বারা ) "নিঃশ্রেয়সম্" মোক্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

**পৃথিব্যাপস্তেজোবায়ুরাকাশং কালোদিগাত্মা মন ইতি দ্রব্যাণি॥ বৈঃ। অঃ ১ আঃ ১। সূ ৫॥**

পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক, আত্মা এবং মন এই নয়টীকে দ্রব্য বলা যায়।

**ক্রিয়াগুণবৎসমবায়িকারণমিতি দ্রব্যলক্ষণম্। বৈঃ অঃ ১। অঃ ১। সূঃ ১৫॥**

"ক্রিয়াশ্চ গুণাশ্চ বিদ্যন্তে যস্মিংস্তৎ ক্রিয়াগুণবৎ" যাহাতে ক্রিয়া গুণ অথবা কেবল গুণ থাকে তাহাকে দ্রব্য বলা যায়। উহাদিগের মধ্যে পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, মন এবং আত্মা এই ছয় দ্রব্য, ক্রিয়া এবং গুণযুক্ত হয়। তথা আকাশ, কাল এবং দিক

এই তিন ( দ্রব্য ) ক্রিয়ারহিত গুণবিশিষ্ট হয়। ( সমবায়ি ) "সমবেতুং শীলং যস্য তৎ সমবায়ি, প্রাগ্‌বৃত্তিত্বং কারণং, সমবায়ি চ তৎকারণং চ সমবায়িকারণম্" "লক্ষ্যতে যেন তল্লক্ষণম্"। যাহা মিলনস্বভাবযুক্ত কার্য্য হইতে কারণ পূর্ব্বকালস্থ হয় তাহাকে দ্রব্য কহা যায়। যদ্দ্বারা লক্ষ্য জানা যায়, তাহাকে লক্ষণ কহা যায়।

**রূপরসগন্ধস্পর্শবতী পৃথিবী॥ বৈঃ অঃ ২। আঃ ১। সূঃ ১।**

রূপ, রস, গন্ধ এবং স্পর্শযুক্ত পৃথিবী হয়। ইহাতে রূপ রস এবং স্পর্শ, অগ্নি জল ও বায়ুর যোগে উৎপন্ন হয়।

**ব্যবস্থিতঃ পৃথিব্যাং গন্ধঃ॥ বৈঃ। অঃ ২। আঃ ২। সূঃ ২॥**

পৃথিবীতে গন্ধগুণ স্বাভাবিক হয় ( আছে ) এইরূপ জলে রস, অগ্নিতে রূপ, বায়ুতে স্পর্শ এবং আকাশে শব্দ স্বাভাবিক আছে।

**রূপরসস্পর্শবত্য আপো দ্রবাঃ স্নিগ্ধাঃ॥ বৈঃ অঃ ২। আঃ ১। সূঃ ২॥**

রূপ, রস ও স্পর্শবলে দ্রবীভূত এবং কোমল এইগুলি জল ( জলের গুণ কথিত হয়। কিন্তু ইহার মধ্যে রস স্বাভাবিক গুণ তথা রূপ স্পর্শ বায়ু এবং অগ্নির সহযোগে রূপ ও স্পর্শ উৎপন্ন হয়।

**অপ্সু শীততা॥ বৈঃ। অঃ ২। আঃ ২। সূঃ ৫॥**

আর জলে শীতলতাগুণ স্বাভাবিক হয়।

**তেজো রূপ স্পর্শবৎ॥ বৈঃ। অঃ ২। আঃ ১। সূঃ ৩॥**

যাহা রূপ ও স্পর্শবিশিষ্ট তাহা "তেজ" ( কথিত ) হয় পরন্তু ইহাতে রূপ, স্বভাবিক এবং বায়ু স্পর্শযোগে ( উৎপন্ন ) হয়।

**স্পর্শবান্ বায়ুঃ॥ বৈঃ। অঃ ২। আঃ ১। সূঃ ৪।**

স্পর্শগুণবিশিষ্ট বায়ু। কিন্তু তেজ ও জলের যোগ ইহাতেও উষ্ণতা শীততা জন্মিয়া থাকে।

**ত আকাশে ন বিদ্যন্তে॥ বৈ অঃ ২। আঃ ২। সূঃ ৫।**

আকাশে, রূপ, রস, গন্ধ এবং স্পর্শ নাই। কেননা শব্দই আকাশের গুণ হইয়া থাকে।

**নিষ্ক্রমণং প্রবেশনমিত্যাকাশস্য লিঙ্গম্॥ বৈঃ। অঃ ২। আঃ ১। সূঃ ২০।**

যাহাতে প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণ হয় তাহা আকাশের লিঙ্গ ( চিহ্ন ) হয়।

কার্য্যান্তরা প্রাদুর্ভাবাচ্চ শব্দঃ স্পর্শবতামগুণঃ॥

বৈঃ। অঃ ২। আঃ ১। সূঃ ২৫।

অন্য পৃথিব্যাদি কার্য্য হইতে প্রকট না হওয়াতে শব্দ, স্পর্শগুণবিশিষ্ট ভূমি আদির গুণ নহে কিন্তু শব্দ আকাশেরই গুণ হইয়া থাকে।

অপরস্মিন্নপরং যুগপচ্চিরং ক্ষিপ্রমিতি কাললিঙ্গানি॥

বৈঃ। অঃ ২। আঃ ২। সূঃ ৬।

যাহাতে অপর পর ( যুগপৎ ) এককালে দুই বা অনেক, ( চিরম্ ) বিলম্ব এবং ( ক্ষিপ্রম্ ) শীঘ্র ইত্যাদি প্রয়োগ হয়, উহাকে কাল বলা যায়।

নিত্যেষ্বভাবাদনিত্যেষু ভাবাৎ কারণে কালাখ্যেতি।

বৈঃ। অঃ ২। আঃ ২। সূঃ ৯॥

যাহা নিত্য পদার্থে নাই এবং অনিত্য পদার্থে আছে এজন্য, কারণেই কাল সংজ্ঞা হয়।

ইত ইদমিতি যতস্তদ্দিশ্যং লিঙ্গং॥ বৈঃ। অঃ ২। আঃ ২। সূঃ। ১০॥

এই স্থান হইতে ইহা পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর ঊর্দ্ধ এবং নিম্ন ( এইরূপ যাহাতে ব্যবহার হয় তাহাকে, দিশা ) দিক্ বলে।

আদিত্যসংযোগাৎ ভূতপূর্ব্বাৎ ভবিষ্যতো ভূতাচ্চ প্রাচী॥

বৈঃ। অঃ ২। আঃ ২। সূঃ ১৪॥

যে দিকে প্রথম আদিত্যের সংযোগ হইয়াছে হইতেছে এবং হইবে উহাকে প্রাচী বা পূর্ব্বদিক্ কহা যায়। এবং যেদিকে অস্ত হয় তাহাকে, পশ্চিম বলে। পূর্ব্বাভিমুখ মনুষ্যের, দক্ষিণ পার্শ্বকে দক্ষিণ এবং বাম পার্শ্বকে উত্তর দিক্ বলা যায়।

এতেন দিগন্তরালানি ব্যাখ্যাতানি॥ বৈঃ। অঃ ২। আঃ ২। সূঃ ১৬॥

ইহার পূর্ব্ব ও দক্ষিণের মধ্যস্থিত দিক্‌কে আগ্নেয়ী, দক্ষিণ ও পশ্চিমের মধ্যকে নৈর্ঋতি, পশ্চিম ও উত্তরের মধ্যকে বায়বী, এবং উত্তর ও পূর্ব্বের মধ্যকে ঐশানী দিক্ বা দিশা বলে।

**ইচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নসুখদুঃখজ্ঞানান্যাত্মনোলিঙ্গমিতি ॥**
**ন্যায়ঃ। অঃ ১। সূঃ ১০ ॥**

যাহাতে ( ইচ্ছা ) রাগ, ( দ্বেষ ) বৈর ( প্রযত্ন ), পুরুষকার, সুখ, দুঃখ এবং জ্ঞান বা জ্ঞাত হওয়া গুণ আছে তাহা, জীবাত্মা কথিত হয়। বৈশেষিক দর্শনে ( ইহার ) কতকগুলি আরও বিশেষ গুণ আছে যথা :—

**প্রাণাঽপাননিমেষোন্মেষজীবনমনোগতীন্দ্রিয়ান্তর্ব্বিকারাঃ সুখদুঃখেচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নাশ্চাত্মনো লিঙ্গানি ॥ বৈঃ। অঃ ৩। আঃ ২। সূঃ ৪ ॥**

( প্রাণ ) বাহির হইতে বায়ু ভিতরে আকর্ষণ করা, ( নিমেষ ) চক্ষু মুদিত করা, ( উন্মেষ ) চক্ষু উন্মীলন করা, ( জীবন ) প্রাণ ধারণ করা, ( মনঃ ) মনন বিচার অর্থাৎ জ্ঞান, ( গতি ) যথেস্ট গমন করা, ( ইন্দ্রিয় ) ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়ে চালন করা এবং তদ্দ্বারা বিষয় গ্রহণ করা, ( অন্তর্ব্বিকার ) ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং জ্বর পীড়াদি বিকার, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ এবং প্রযত্ন, এ সমস্তগুলি আত্মার লিঙ্গ ( চিহ্ন ) অর্থাৎ কর্ম্ম এবং গুণ হইয়া থাকে।

**যুগপজ্জ্ঞানানুৎপত্তির্মনসো লিঙ্গম্ ॥ ন্যায়ঃ অঃ ১। আঃ ১। সূঃ ১৬ ॥**

যদ্দ্বারা এককালে দুই পদার্থের গ্রহণ বা জ্ঞান না হয় তাহাকে মন বলে।

ইতঃপূর্ব্বে দ্রব্যের স্বরূপ এবং লক্ষণ কথিত হইল। এক্ষণে উহার গুণের বিষয় কথিত হইতেছে :—

**রূপরসগন্ধস্পর্শাঃ সংখ্যাপরিমাণানি পৃথকত্বং সংযোগ-বিভাগৌ পরত্বাঽপরত্বে বুদ্ধয়ঃ সুখদুঃখে ইচ্ছাদ্বেষৌ প্রযত্নাশ্চ গুণাঃ ॥ বৈঃ। অঃ ১। আঃ ১। সূঃ ৬ ॥**

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম এবং শব্দ এই ২৪টীকে গুণ কহা যায়।

**দ্রব্যাশ্রয্যগুণবান্ সংযোগবিভাগেষ্বকারণমনপেক্ষ ইতি গুণলক্ষণম্ ॥ বৈঃ। অঃ ১। আঃ ২। সূঃ ১৬ ॥**

যাহা দ্রব্যের আশ্রয়ে থাকে, অন্য গুণ ধারণ করেনা, সংযোগ এবং বিভাগের কারণ হয় না এবং অনপেক্ষ, অর্থাৎ একে অপরের অপেক্ষা করে না তাহাকেই, "গুণ" বলা যায়।

**শ্রোত্রোপলব্ধির্বুদ্ধিনির্গ্রাহ্যঃ প্রয়োগেণাঽভিজ্বলিত আকাশদেশঃ শব্দঃ ॥ মহাভাষ্যে ॥**

যাহা শ্রোত্রদ্বয় দ্বারা প্রাপ্তি, যাহা বুদ্ধি দ্বারা গ্রাহ্য এবং প্রয়োগ দ্বারা প্রকাশিত তথা আকাশ যাহার দেশ (নিবাস স্থান) হইয়া থাকে তাহা, শব্দ বলিয়া কথিত হয়। নেত্র দ্বারা যাহা গৃহীত হয় তাহা রূপ। জিহ্বা দ্বারা যে মিষ্টাদি নানা প্রকার রস গৃহীত হয় তাহা রস। নাসিকা দ্বারা যাহা গৃহীত হয় তাহাকে গন্ধ। ত্বক্ দ্বারা যাহা গৃহীত হয় তাহা স্পর্শ। এক দুই ইত্যাদি গণনা যাহাতে হয় তাহা সংখ্যা। যাহা দ্বারা ওজন অর্থাৎ লঘু ও গুরু জানা যায় তাহা পরিমাণ; এক অপর হইতে স্বতন্ত্র হওয়াকে পৃথকত্ব। এক অপরের সহিত মিলিত হওয়াকে সংযোগ। এক অপরের সহিত মিলিত থাকিয়া অনেক খণ্ড হওয়াকে বিভাগ। ইহা হইতে উহা পর (দূরস্থিত) তাহা পর এবং ইহা হইতে উহা অপর (নিকটস্থিত) তাহা অপর। যাহা দ্বারা ভাল মন্দ জ্ঞান হয় তাহা বুদ্ধি: আনন্দের নাম সুখ, এবং ক্লেশকে দুঃখ কহে। এতদ্ব্যতিরিক্ত ইচ্ছা (রাগ) দ্বেষ বিরোধ (প্রযত্ন) অনেক প্রকারের বল (প্রয়োগ) বা পুরুষার্থ (গুরুত্ব) ভার (দ্রবত্ব) গলিতভাব, গলিয়া যাওয়া (স্নেহ) প্রীতি এবং চিক্বণতা, (সংস্কার) অপরের যোগ হইতে যে বাসনা জন্মে, (ধর্ম্ম) ন্যায়াচরণ এবং কঠিনত্বাদি (গুণ) (অধর্ম্ম) অন্যায়াচরণ এবং কঠিনত্বাদির বিরুদ্ধ কোমলতা, এই চব্বিশ প্রকার গুণ হইয়া থাকে।

**উৎক্ষেপণমবক্ষেপণমাকুঞ্চনং প্রসারণং গমনমিতি কর্ম্মাণি ॥ বৈঃ ১। অঃ ১ আঃ ১। সূঃ ৭ ॥**

"উৎক্ষেপণ" উর্দ্ধচেষ্টা করণ "অবক্ষেপণ" নিম্নেচেষ্টা করণ "আকুঞ্চন" সঙ্কোচ করণ "প্রসারণ" বিস্তার করণ "গমন" গতায়াত এবং ভ্রমণকরণ ইত্যাদিকে কর্ম্ম কহে। এক্ষণে কর্ম্মের লক্ষণ :—

**একদ্রব্যমগুণং সংযোগবিভাগেষ্বনপেক্ষকারণমিতি কর্ম্মলক্ষণম্ ॥ বৈঃ। অঃ ১। আঃ ১। সূঃ ১৭ ॥**

"একদ্রব্যমাশ্রয় আধারো যস্য তদেকদ্রব্যং, ন বিদ্যতে গুণো যস্য যস্মিন্ বা তদগুণম্, সংযোগেষু বিভাগেষু চাঽপেক্ষারহিতং কারণং তৎ কর্ম্মলক্ষণম্"। অথবা "যৎ ক্রিয়তে তৎ কর্ম্ম, লক্ষ্যতে যেন তল্লক্ষণম্" "কর্ম্মণো লক্ষণং কর্ম্মলক্ষণম্"। দ্রব্যাশ্রিত, গুণরহিত, সংযোগ ও বিভাগ হওনে অপেক্ষারহিত কারণকে কর্ম্ম বলা যায়।

দ্রব্যগুণকর্ম্মণাং দ্রব্যং করণং সামান্যম্॥ বৈঃ। অঃ ১।
আঃ ১। সূঃ ১৮॥

যাহা কার্য্য, দ্রব্য, গুণ এবং কর্ম্মের কারণ দ্রব্য হয় তাহা, সামান্য দ্রব্য হইয়া থাকে।

দ্রব্যাণাং দ্রব্যং কার্য্যং সামান্যম্॥ বৈঃ। আঃ ১।
সূঃ ২৩॥

যে সকল দ্রব্যের কার্য্য দ্রব্য হয় তাহা, কার্য্যত্ব হেতু সমস্ত কার্য্যে সামান্য হয় (আছে)।

দ্রব্যত্বং গুণত্বং কর্ম্মত্বঞ্চ সামান্যানি বিশেষাশ্চ॥ বৈঃ।
অঃ ১। আঃ ২। সূঃ ৫॥

দ্রব্যগণ মধ্যে দ্রব্যত্ব, গুণগণ মধ্যে গুণত্ব এবং কর্ম্মসকল মধ্যে কর্ম্মত্ব এই সকল সামান্য এবং বিশেষ কথিত হয়। কারণ দ্রব্যগণ মধ্যে দ্রব্যত্ব সামান্য এবং গুণত্ব, কর্ম্মত্ব হইতে দ্রব্যত্ব বিশেষ আছে। এইরূপ সর্ব্বত্র জানিবে।

সামান্যং বিশেষ ইতি বুদ্ধ্যপেক্ষম্॥ বৈঃ অঃ ১।
আঃ ২। সূঃ ৩॥

সামান্য এবং বিশেষ বুদ্ধির অপেক্ষা হইতে সিদ্ধ হইয়া থাকে। যেরূপ মনুষ্য (রূপ) ব্যক্তিগণ মধ্যে মনুষ্যত্ব সামান্য ও পশুত্বাদি হইতে বিশেষ আছে। অথবা স্ত্রীত্ব এবং পুরুষত্ব ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব বৈশ্যত্ব এবং শূদ্রত্বাদি বিশেষ আছে। ব্রাহ্মণ ব্যক্তিগণ মধ্যে ব্রাহ্মণত্ব সামান্য, এবং ক্ষত্রিয়াদি হইতে বিশেষ আছে। এইরূপ সর্ব্বত্র জানিবে।

ইহেদমিতি যতঃ কার্য্যকারণয়োঃ স সমবায়ঃ॥
বৈঃ অঃ ৭। আঃ ২। সূঃ ২৬॥

কারণ অর্থাৎ অবয়ব সমূহে অবয়বী, কার্য্য সমূহে ক্রিয়া ক্রিয়াবান, গুণ গুণী জাতি ব্যক্তি কার্য্য কারণ, অবয়ব অবয়বী ইহাদিগের নিত্য সম্বন্ধ হওয়ায় সমবায় কথিত হয়। আর যে অপর দ্রব্য সমূহের পরস্পর সম্বন্ধ হইয়া থাকে, তাহা সংযোগ অর্থাৎ অনিত্য সম্বন্ধ হইয়া থাকে।

দ্রব্যগুণয়োঃ সজাতীয়ারম্ভকত্বং সাধর্ম্ম্যম্। বৈঃ।
অঃ ১। আঃ ১। সূঃ ৯॥

যাহা দ্রব্য এবং গুণের সমান জাতীয়ক কার্য্যের আরম্ভ হইয়া থাকে তাহাকে, সাধর্ম্ম বলা যায়। যেমন পৃথিবীতে জড়ত্ব ধর্ম্ম, এবং ঘটাদি কার্য্যোৎপাদকত্ব স্বসদৃশ

ধর্ম্ম আছে, তদ্রূপ জলমধ্যেও জড়ত্ব এবং হিমাদি স্বসদৃশ্য কার্য্যের আরম্ভ পৃথিবীর সহিত জলের, এবং জলের সহিত পৃথিবীর তুল্য ধর্ম্ম আছে। অর্থাৎ "দ্রব্যগুণয়োর্বিজাতীয়ারম্ভকত্বং বৈধর্ম্ম্যম্" ॥

ইহা(তে) বিদিত হইতেছে যে, যাহা দ্রব্য ও গুণের বিরুদ্ধ ধর্ম্ম এবং কার্য্যের আরম্ভ হয় তাহাকে "বৈধর্ম্ম্য" কহে। যেরূপ পৃথিবীর কঠিনত্ব, শুষ্কত্ব এবং গন্ধবত্ব ধর্ম্ম, জল হইতে বিরুদ্ধ, এবং জলের দ্রবত্ব, কোমলতা এবং রসগুণযুক্ততা, পৃথিবী হইতে বিরুদ্ধ।

**কারণভাবাৎ কার্য্যভাবঃ ॥ বৈঃ। অঃ ৪। আঃ ১। সূঃ ৩ ॥**

কারণ হইতেই কার্য্য হইয়া থাকে।

**নতু কার্য্যাভাবাৎ কারণাভাবঃ ॥ বৈঃ অঃ ১। আঃ ২। সূঃ ২ ॥**

(পরন্তু) কার্য্যের অভাবে কারণের অভাব হয় না।

**করণাঽভাবাৎ কার্য্যাঽভাবঃ ॥ বৈঃ। আঃ ১। আঃ ২। সূঃ ১ ॥**

কারণ না হইলে কার্য্য কদাপি হয় না।

**কারণগুণপূর্ব্বকঃ কার্য্যগুণো দৃষ্টঃ ॥ বৈঃ। অঃ ২। আঃ ১। সূঃ ২৪ ॥**

কারণে যেরূপ গুণ হইয়া থাকে তদ্রূপই কার্য্যে হয়। পরিমাণ দুই প্রকার হয়:—

**অণু মহদিতি তস্মিন্ বিশেষাভাবাদ্বিশেষাভাবাচ্চ। বৈঃ। অঃ ৭। আঃ ১। সূ ১১ ॥**

( অণু ) সূক্ষ্ম ( মহৎ ) বৃহৎ; যেমন ত্রসরেণু লিক্ষা ( ৩ ত্রসরেণু পরিমাণ ) হইতে ক্ষুদ্র এবং দ্ব্যণুক হইতে বৃহৎ হয় তদ্রূপ, পর্ব্বত পৃথিবী হইতে ক্ষুদ্র এবং বৃক্ষ হইতে বৃহৎ হইয়া থাকে।

**সদিতি যতো দ্রব্যগুণ কর্ম্মসু সা সত্তা ॥ বৈঃ অঃ ১। আঃ ২। সূঃ ৭ ॥**

যে দ্রব্য গুণ এবং কর্ম্মে "সৎ" শব্দ অন্বিত থাকে, যথা "সদ্‌দ্রব্যম্— সদ্‌গু

সৎকর্ম্ম"—সৎদ্রব্য, সৎগুণ এবং সৎকর্ম্ম এইরূপ হইয়া থাকে ; অর্থাৎ বর্ত্তমান কালবাচী শব্দের অন্বয় সকলের সহিত বর্ত্তমান থাকে।

**ভাবোঽনুবৃত্তেরেব হেতুত্বাৎ সামান্যমেব ॥ বৈঃ অঃ ১। আঃ ২ সূঃ ৪ ॥**

সকলের সহিত অনুবর্ত্তমান হওয়া জন্য যে সত্তারূপ ভাব হয় উহাকে মহাসামান্য কহা যায়। এই ভাবরূপ দ্রব্য, নাশক হয়। আর যাহা অভাব হয় তাহা পাঁচ প্রকার হইয়া থাকে।

**ক্রিয়াগুণব্যপদেশাভাবাৎ প্রাগসৎ ॥ বৈঃ। অঃ ৯। আঃ ১। সূঃ ১ ॥**

ক্রিয়া এবং গুণের বিশেষ নিমিত্তের অভাবের "প্রাক্" অর্থাৎ পূর্ব্ব ( অসৎ ) ছিল না যেরূপ ঘট ও বস্ত্রাদি উৎপত্তির পূর্ব্বে ছিল না ইহার নাম "প্রাগ্‌ভাব"। দ্বিতীয় :—

**সদসৎ ॥ বৈঃ। অঃ ৯। আঃ ১। সূঃ ২ ॥**

যাহা হইয়া ( ঘটিয়া ) থাকে না যথা, ঘট উৎপন্ন হইয়া নষ্ট হইয়া যায়, ইহাকে "প্রধ্বংসাভাব" বলা যায়। তৃতীয় :—

**সচ্চাসৎ ॥ বৈঃ। অঃ ৯। আঃ ১। সূঃ ৪ ॥**

যাহা হয় এবং না হয় যেরূপ "অগৌরশ্বোঽনশ্বো গৌঃ" অর্থাৎ অশ্ব গো নহে এবং গো অশ্ব নহে। অর্থাৎ অশ্বে গোজাতীয়ত্বের এবং গোতে অশ্বের অভাব এবং ( যেরূপ ) গোতে গোত্বের এবং অশ্বে অশ্বত্বের ভাব আছে। ইহাকে "অন্যোন্যাভাব" কহে।

চতুর্থ :—

**যচ্চান্যদসদতস্তদসৎ ॥ বৈঃ। অঃ ৯। আঃ ১। সূঃ ৫ ॥**

যাহা পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার অভাব হইতে ভিন্ন হয় তাহাকে "অত্যন্তাভাব" কহা যায়। যেরূপ "নরশৃঙ্গ" অর্থাৎ মনুষ্যের শৃঙ্গ, "খপুষ্প" আকাশের ফুল এবং "বন্ধ্যাপুত্র" বন্ধ্যারপুত্র ইত্যাদি। পঞ্চম :—

**নাস্তি ঘটোগেহ ইতি সতো ঘটস্য গেহসংসর্গপ্রতিষেধঃ ॥ বৈঃ। অঃ ৯। আঃ ১। সূঃ ১০ ॥**

গৃহে ঘট নাই অর্থাৎ অন্যত্র আছে, গৃহের সহিত ঘটসম্বন্ধ না, থাকাকে, "সংসর্গাভাব" কহে। উপর্য্যুক্ত পাঁচ প্রকারের অভাব বলা যায়।

ইন্দ্রিয়দোষাৎ সংস্কারদোষাচ্চাবিদ্যা ॥ বৈঃ। অঃ ৯। আঃ ২। সূঃ ১১ ॥

ইন্দ্রিয়ের এবং সংস্কারের দোষ হইতে অবিদ্যা উৎপন্ন হয়।

তদ্দুষ্টজ্ঞানম্ ॥ বৈঃ। অঃ ৯। আঃ ২। সূঃ ১১ ॥

দুষ্ট অর্থাৎ বিপরীত জ্ঞানকে অবিদ্যা কহে।

অদুষ্টং বিদ্যা ॥ বৈঃ। অঃ ৯। আঃ ২। সূঃ ১২ ॥

যাহা অদুষ্ট অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান তাহাকে বিদ্যা বলা যায়।

পৃথিব্যাদিরূপরসগন্ধস্পর্শা দ্রব্যানিত্যত্বাদনিত্যাশ্চ ॥ বৈঃ। অঃ ৭। আঃ ১। সূঃ ২ ॥

এতেন নিত্যেষু নিত্যত্বমুক্তম্ ॥ বৈঃ। অঃ ৭। আঃ ১। সূঃ ৩ ॥

যে কার্য্যরূপী পৃথিব্যাদি পদার্থ এবং ঐ সকল রূপ রস গন্ধ স্পর্শ আছে এই সমস্ত দ্রব্য সকলের অনিত্য হওয়ায় অনিত্য হইয়া থাকে। আর যাহা ইহাদিগের কারণ রূপ পৃথিব্যাদি নিত্য দ্রব্যগণে গন্ধাদি গুণ আছে তাহা, নিত্য হইয়া থাকে।

সদকারণবন্নিত্যম্ ॥ বৈঃ। অঃ ৪। আঃ ১। সূঃ ১ ॥

যাহা বিদ্যমান আছে ও যাহার কারণ কিছুই নাই উহা নিত্য হইয়া থাকে; অর্থাৎ "সৎকারণবদনিত্যম্" কারণবিশিষ্ট কার্য্যরূপ গুণকে "অনিত্য" বলা যায়।

অস্যেদং কার্য্যং কারণং সংযোগি বিরোধি সমবায়ি চেতি লৈঙ্গিকম্ ॥ বৈঃ। অঃ ৯। আঃ ২। সূঃ ১ ॥

ইহার এই কার্য্য অথবা কারণ আছে ইত্যাদি সমবায়ি সংযোগী একার্থ সমবায়ি এবং বিরোধি এই চারি প্রাকারের লৈঙ্গিক অর্থাৎ ( যাহা ) লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধ দ্বারা জ্ঞান হইয়া থাকে। :"সমবায়ি" যেমন আকাশ পরিমাণ বিশিষ্ট ; "সংযোগি" যেমন শরীর ত্বক্ বিশিষ্ট ইত্যাদির নিত্যসংযোগ আছে। "একার্থসমবায়ি" এক অর্থে দুইএর থাকা, যেমন কার্য্যরূপ স্পর্শ, কার্য্যের লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক হয়, "বিরোধি" যেমন ভূতবৃষ্টি ভাবিবৃষ্টির বিরোধি লিঙ্গ হয়। ব্যাপ্তি :—

নিয়ত ধর্ম্মসাহিত্যমুভয়োরেকতরস্য বা ব্যাপ্তিঃ ॥ নিজ-

**শক্ত্যুদ্ভবমিত্যাচার্য্যাঃ ॥ আধেয়শক্তিযোগ ইতি পঞ্চশিখঃ ॥ সাংখ্যপ্রবচনে ॥ অঃ ৫ । সূঃ ২৯।৩১।৩২ ॥**

যাহা দুই প্রকার সাধ্যসাধন অর্থাৎ সিদ্ধ করিবার যোগ্য, এবং যাহা হইতে সিদ্ধ করা যায়, এই দুইএর অথবা এক সাধন মাত্রের, নিশ্চিত ধর্ম্মের সহচর হয়, তাহাকে ব্যাপ্তি কহে ; যেরূপ ধূম অগ্নির সহচর আছে। যথা ব্যাপ্য ধূম তাহার নিজশক্তি হইতে উৎপন্ন হয় অর্থাৎ গমন করে, যখন ( এই ) ধূম দূরে দেশান্তরে গমন করে তখন বিনা অগ্নিযোগ ( ঐ ) ধূম স্বয়ং অবস্থিত থাকে ; ইহাই নাম ব্যপ্তি হইয়া থাকে। অর্থাৎ অগ্নির ছেদন, ভেদন সামর্থ্য হইতে জলাদি পদার্থ ধূমরূপে প্রকটিত হইয়া থাকে। ৩১। যেরূপ মহত্ত্বাদিতে প্রকৃত্যাদির ব্যাপকতা, বুদ্ধ্যাদিতে ব্যাপ্যতা ধর্ম্মের সম্বন্ধের নাম ব্যপ্তি হয়। যেমন শক্তির আধেয়রূপ এবং শক্তিমানের আধাররূপের সম্বন্ধ আছে। ৩২ ॥ ইত্যাদি শাস্ত্রীয় প্রমাণাদিদ্বারা পরীক্ষা করতঃ, পাঠ ও পাঠনা করিতে থাকেন। অন্যথা বিদ্যার্থীগণের কখন সত্যবোধ হইতে পারে না। যে যে গ্রন্থ পাঠ করা হয় তাহাদিগের পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পরীক্ষা করতঃ, যাহা ( যে যে পুস্তক ) সত্য বলিয়া স্থির নিশ্চিত হয় সেই সেই গ্রন্থ সকল পাঠ করাইবে এবং যাহা যাহা এই সকল উক্ত পরীক্ষার বিরুদ্ধ হইবে তাদৃশ গ্রন্থ না পড়িবে আর না কাহাকেও পড়াইবে কারণ,—

**লক্ষণপ্রামাণাভ্যাং বস্তুসিদ্ধিঃ ।**

লক্ষণ—যেরূপ "গন্ধবতী পৃথিবী"—যাহা পৃথিবী হইয়া থাকে তাহা গন্ধবতী হয়, এরূপ লক্ষণ, এবং প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা সমগ্র সত্যাসত্যের এবং পদার্থের নির্ণয় হইয়া থাকে। তদ্ব্যতিরেকে কিছুই হয় না।

## অথ পঠনপাঠন-বিধিঃ ॥

এক্ষণে পঠন এবং পাঠনার রীতি লিখিত হইতেছে। প্রথমতঃ পাণিনি মুনিকৃত শিক্ষা যাহা সূত্ররূপ তাহার রীতি অর্থাৎ এই অক্ষরের এই স্থান, এই প্রযত্ন এই করণ হয় যেমন, "প" ইহার স্থান ওষ্ঠ, প্রযত্ন স্পৃষ্ট, ও প্রাণ তথা জিহ্বাক্রিয়াকে করণ বলা যায়। এইরূপ যথাযোগ্য সমুদয় অক্ষরের উচ্চারণ মাতা, পিতা আচার্য্য শিক্ষা দিবেন।

তদনন্তর ব্যাকরণ অর্থাৎ প্রথম অষ্টাধ্যায়ীর সূত্র সকলের পাঠ যেমন "বৃদ্ধিরাদৈচ্" পরে পদচ্ছেদ ( যথা ) "বৃদ্ধিঃ আৎ ঐচ্ বা আদৈচ্ ; পরে সমাস "আচ্চ ঐচ্চ আদৈচ" এবং অর্থ যেরূপ আদৈচাং বৃদ্ধিসংজ্ঞা ক্রিয়তে" অর্থাৎ আ, ঐ, ঔ, ইহাদিগের বৃদ্ধি সংজ্ঞা করা যায়। "তঃ পরোযস্মাৎ স তপরস্তাদপি পরস্তপরঃ।" তকার যাহার পরে আর যাহা তকারেরও পর থাকে, তাহা "তপর" কথিত হয়। ইহাতে কি সিদ্ধ হইল ? যাহা আকারের পর ত্ এবং ত্ ইহার পরে ঐচ্ এই উভয়ই "তপর" হয। "তপরে" প্রযোজন এই যে হ্রস্ব এবং প্লুতের বৃদ্ধিসংজ্ঞা হইল না। উদাহরণ :—( ভাগঃ ); এই স্থলে ভজ্ ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যযের পর "ঘ্" ও "ঞ্" এই উভয়ের "ইৎ" সংজ্ঞা হওয়াতে উহাদের লোপ হইল। পশ্চাৎ "ভজ্ + অ" এস্থলে জকারের পূর্ব্বস্থিত "ভকারে "অকারের" বৃদ্ধিসংজ্ঞক আকার" হইল। এক্ষণে "ভাজ্" এই আকৃতির পুনঃ "জ্" স্থানে "গ্" হইয়া আকারের সহিত মিলিত হইয়া "ভাগঃ" এইরূপ প্রয়োগ হইল। "অধ্যায়ঃ" এইস্থলে "অধি" পূর্ব্বক "ইঙ্" ধাতুব স্থানে "ই" ধাতুব "ই" স্থানে "ঘঞ্" প্রত্যয় পরে বৃদ্ধি হইয়া "ঐ" হইল এবং উহার ( স্থানে ) "আয়্" হইয়া মিলিত হইলে "অধ্যায়ঃ" হইল। "নায়কঃ" এই স্থলে "নীঞ্" ধাতুর "ঈ" স্থানে "ণ্বুল্" প্রত্যয়ের পরে "ঈ" বৃদ্ধি হওয়াতে "ঐ" বৃদ্ধি এবং তৎপরে "আয়্" মিলিত হইলে নায়কঃ" হইল। "স্তাবকঃ" এখানে "স্তু" ধাতুর উত্তর "ণ্বুল্" প্রত্যয় হইয়া হ্রস্ব উ স্থানে "ঔ" বৃদ্ধি "আব্" আদেশ হইয়া আকারের সহিত মিলিত হইয়া "স্তাবকঃ" হইল। ( কৃঞ্ ) ধাতুর উত্তর "ণ্বুল" প্রত্যয় "ল" ইহার "ইৎ" সংজ্ঞা হওয়াতে লোপ হইয়া "বু" স্থানে "অক" আদেশ এবং ঋকারের স্থান "আর" বৃদ্ধি হইয়া 'কারকঃ" সিদ্ধ হইল যে যে সূত্র অগ্রে পশ্চাতর প্রয়োগেও যুক্ত হয় উহার কার্য্য ( তৎ ) সমস্ত ব্যাখ্যা করিতে থাকিবে। ( শ্লেট ) প্রস্তরফলকে অথবা কাষ্ঠফলকে এইরূপ অপরিপক্করূপ দেখাইতে হইবে ; যেমন—"ভজ্ + ঘঞ্ + সু" এইরূপ লিখিয়া প্রথমে ঘকারের এব পরে "ঞ"কারের লোপ করিয়া "ভজ + অস্" এইরূপ বাসিবে। পরে অকারের বৃদ্ধি "আ" এবং "জ" স্থানে "গ" হইয়া "ভাগ্ + অ + সু" এইরূপ পুনঃ অকার মিলিত হওয়ায় "ভাগ + সু" এইরূপ থাকিবে। এক্ষণে "উ"কারের "ইৎ" সংজ্ঞা হওয়াতে পুনঃ উকারের সংজ্ঞা হওয়াতে এবং "স" স্থানে "রু" হওয়ায় হ্রস্বউকারের লোপ হইয়া "ভাগর" এইরূপ হইবে। এক্ষণে রেফের স্থানে ( ঃ ) বিসর্গ বিসর্জ্জনীয় হইয়া "ভাগঃ" এইরূপ সিদ্ধ হয়। যে যে সূত্র হইতে যে যে কার্য্য হয় তাহা তাহা পঠন পাঠন করিয়া ও লিখাইয়া কার্য্য করা যায় তবে এইরূপে পঠন পাঠনাদি দ্বারা অতি শীঘ্র দৃঢ় বোধ জন্মে। একবার এই প্রকারে অষ্টাধ্যায়ী পাঠ করাইয়া অর্থ সহিত ধাতু পাঠ এবং "দশ লকারের রূপ" এবং "প্রক্রিয়া" সহিত, সূত্র সকলের "উৎসর্গ" অর্থাৎ সামান্য "সূত্র

(যেমন "কর্ম্মণ্যণ্"—"কর্ম্ম" উপপদবিশিষ্ট ধাতু মাত্রেরই, উত্তর "অণ" প্রত্যয় হয়। যথা—( কুম্ভকারঃ ) পশ্চাৎ "অপবাদ সূত্র" যেমন "অতোঽনুপসর্গে কঃ" উপসর্গ ভিন্ন কর্ম্ম উপপদ বিশিষ্ট হইলে তবে আকারান্ত ধাতুর উত্তর "ক" প্রত্যয় হইবে অর্থাৎ যাহা বহু ব্যাপক যেরূপ (কর্ম্ম) উপপদ বিশিষ্ট হইলে সকল ধাতুর উত্তর "অণ্" ( প্রত্যয় ) প্রাপ্ত হয়; ইহা হইতে বিশেষ অর্থাৎ অল্প বিষয় সেই পূর্ব্বসূত্রের বিষয় হইতে আকারান্ত ধাতুর "ক" উৎসর্গের বিষয়ে অপবাদ সূত্রের যেরূপ প্রবৃত্তি হয়, তদ্রূপ অপবাদ সূত্রের প্রবৃত্তি হয় না। যেরূপ চক্রবর্ত্তী রাজার রাজ্যে মাণ্ডলিক ও ভূস্বামীদিগের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে তদ্রূপ মাণ্ডলিক রাজাদির রাজ্যে চক্রবর্ত্তীর প্রবৃত্তি হয় না। এই প্রকারে পাণিনি মহর্ষি এক সহস্র শ্লোকের মধ্যে অখিল (সমস্ত) শব্দ অর্থ ও সম্বন্ধীয় বিদ্যা প্রতিপাদিত করিয়াছেন। ধাতু পাঠের পর উণাদিগণের পাঠনের অন্তে সমস্ত "সুবন্তের" বিষয়ে উত্তম রূপে পাঠ করাইয়া দ্বিতীয়বার শঙ্কা সমাধান (সন্দেহ মোচন) বার্ত্তিক কারিকা ও পরিভাষার চালনা পূর্ব্বক (উদাহরণাদির সহিত) অষ্টধ্যায়ীর দ্বিতীয় পাঠ করাইবে। তদনন্তর মহাভাষ্য পড়াইবে। যদি কোন বুদ্ধিমান্ পুরুষার্থী ও নিষ্কপটী বিদ্যার্থী বিদ্যাবৃদ্ধির ইচ্ছুক হইয়া নিত্য পাঠ করে ও পাঠ করায় তবে, (সে) দেড় বর্ষের মধ্যে অষ্টাধ্যায়ী এবং দেড় বর্ষের মধ্যে মহাভাষ্য পড়িয়া, তিন বর্ষের মধ্যে পূর্ণ বৈয়াকরণ হইয়া, বৈদিক এবং লৌকিক শব্দ সমূহের ব্যাকরণ হইতে বোধ বা জ্ঞান লাভ করিয়া, পুনঃ শীঘ্র এবং সহজে পঠন পাঠন করিতে সমর্থ হইবে। যেরূপ পরিশ্রম ব্যাকরণে আবশ্যক, অন্য শাস্ত্রবিষয়ে তদ্রূপ আবশ্যক হয় না। আর যে পরিমাণ বোধ ( জ্ঞান ) তিন বৎসর মধ্যে জন্মে সে পরিমাণে জ্ঞান কুগ্রন্থ অর্থাৎ সারস্বত, চন্দ্রিকা, কৌমুদী পাঠে পঞ্চাশ বর্ষেও জন্মিতে পারে না। কারণ যে সকল মহাশয় মহর্ষিগণ সহজভাবে মহান বিষয় সকল নিজ গ্রন্থ সমূহে প্রকাশ করিয়াছেন, তাদৃশ এই ক্ষুদ্রাশয় মনুষ্যগণের কল্পিত গ্রন্থে কিরূপে হইতে পারে? মহর্ষিগণের আশয় ( অভিপ্রায় ) যতদূর হইতে পারে ততদূর, সুগম এবং যাহার গ্রহণে অল্প সময়ের প্রয়োজন হয়। ক্ষুদ্রাশয় লোকদিগের অভিপ্রায় এইরূপ হইয়া থাকে যে, যতদূর সাধ্য ততদূর কঠিন রচনা করাও। যাহা অত্যন্ত পরিশ্রমের দ্বারাও পাঠ করিয়া পর্ব্বত খনন করতঃ কপর্দ্দক লাভের ন্যায় অল্প লাভ হইবার সম্ভাবনা। আর্ষগ্রন্থ সকলের পঠন এরূপ, যেমন গভীর সমুদ্রে এক ডুব দিয়া বহুমূল্য মুক্তা ফল প্রাপ্ত হওয়া। ব্যাকরণ পাঠের পর ছয় বা আট মাসের মধ্যে সমগ্র যাস্ক মুনিকৃত নিঘণ্টু এবং নিরুক্ত অর্থ সহিত পড়িবে এবং পড়াইবে। অন্য নাস্তিককৃত অমরকোষাদিতে অনেক বৎসর বৃথা নষ্ট করিবে না। তদনন্তর পিঙ্গলাচার্য্যকৃত ছন্দোগ্রন্থ যাহাতে, বৈদিক ও লৌকিক ছন্দের পরিজ্ঞান, নবীন রচনা, শ্লোক প্রস্তুত করিবার রীতি ইত্যাদি যথাবৎ শিক্ষা করিবে। এই গ্রন্থ এবং শ্লোক সকলের তথা প্রস্তার

বিষয় চারিমাসে শিক্ষা করিয়া পড়িতে ও পড়াইতে সমর্থ হইবে। বৃত্তরত্নাকরাদি অল্প-বুদ্ধি প্রকল্পিত গ্রন্থ সকল পাঠে অনেক বৎসর বৃথা নষ্ট করিবে না। তদনন্তর মনুস্মৃতি, বাল্মীকীয় রামায়ণ এবং মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বান্তর্গত বিদুরনীতি প্রভৃতি উত্তম প্রকরণ (প্রবন্ধ) যাহাতে দুষ্ট ব্যসন সকল দুরীভূত হয়, তাহা পাঠ করিবে এবং উত্তমতা ও সভ্যতা প্রাপ্ত হইয়া এইরূপে পদচ্ছেদ পদার্থোক্তি, অন্বয়, বিশেষ্য, বিশেষণ এবং ভাবার্থ অধ্যাপকেরা জ্ঞাপন করিবেন এবং বিদ্যার্থিগণ জ্ঞাত হইতে থাকিবে। এইগুলিকে এক বৎসরের মধ্যে পাঠ করিয়া লইবে। তৎপশ্চাৎ পূর্ব্বমীমাংসা, বৈশেষিক, ন্যায়, যোগ, সাংখ্য এবং বেদান্ত অর্থাৎ যতদুর সম্ভব ঋষিকৃত ব্যাখ্যা সহিত অথবা উত্তম বিদ্বান্ গণের সরল ব্যাখ্যাযুক্ত, ছয় শাস্ত্রের পঠন এবং পাঠন করিবে ও করাইবে। পরন্তু বেদান্ত সূত্র পড়িবার পূর্ব্বে ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য এবং বৃহদারণ্যক এই দশ উপনিষদের পাঠ করিয়া ছয় শাস্ত্রের ভাষ্যাবৃত্তি সহিত সূত্র সকল দুই বর্ষের মধ্যে পড়াইবে এবং পড়িবে। পশ্চাৎ ছয় বর্ষের মধ্যে চারি ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ঐতরেয়, শতপথ, সাম, এবং গোপথ ব্রাহ্মণের সহিত, চারি বেদের স্বর, শব্দ, অর্থ, সম্বন্ধ এবং ক্রিয়া সহিত পাঠ করা কর্ত্তব্য। এতদ্বিষয়ে প্রমাণ :—

**স্থাণুরয়ং ভারহারঃ কিলাভূদধীত্য বেদং ন বিজানাতি যোঽর্থম্। যোঽর্থজ্ঞ ইৎসকলং ভদ্রমশ্নুতে নাকমেতি জ্ঞানবিধূতপাপ্মা। নিরুক্ত ১।১৮॥**

যিনি বেদের স্বর এবং পাঠমাত্র পড়িয়া অর্থ না জানেন তিনি, নররূপে যেরূপ বৃক্ষ শাখা, পত্র ফল ফুলের এবং যেরূপ পশু ধান্যাদির ভার বহন করে, তদ্রূপ, "ভারবাহ" অর্থাৎ ভারবহনকর্ত্তা হইয়া থাকেন। এবং যিনি বেদ পাঠ করেন, এবং উহার যথাবৎ অর্থ অবগত আছেন তিনিই, সম্পূর্ণ আনন্দানুভব করতঃ, দেহান্তের পর, জ্ঞানবশতঃ পাপ শূন্য হইয়া, পবিত্র ধর্ম্মাচরণের প্রতাপবলে সর্ব্বানন্দ প্রাপ্ত হয়েন।

**উতত্বঃ পশ্যন্ন দদর্শ বাচমুত ত্ব শৃণ্বন্ন শৃণোত্যেনাম্। উতো ত্বস্মৈ তন্বং বিসস্রে জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ॥ ঋঃ। মঃ ১০। সূঃ ৭১। মং ৪॥**

যাহারা অবিদ্বান্ হন তাহারা শুনিয়াও শুনে না, দেখিয়াও দেখে না, বলিয়াও বলে না। অর্থাৎ অবিদ্বান্ লোক, এই বিদ্যাবাণীর রহস্য জানিতে পারে না। কিন্তু যিনি শব্দ, অর্থ এবং সম্বন্ধের জ্ঞাতা হন বিদ্যা তাঁহারই জন্য প্রকাশিত হয়। যেমন স্ত্রী, নিজপতিকে কামনা করতঃ, সুন্দর বস্ত্র ও বিভুষণে ভূষিতা হইয়া, পতির সমক্ষে নিজ

শরীর এবং স্বরূপের প্রকাশ করে তদ্রূপ, বিদ্যাও, বিদ্বানেরই সমক্ষে নিজ স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকে, অবিদ্বানের সমক্ষে করে না।

**ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ। যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে॥ ঋঃ। মঃ ১। সূঃ ১৬৪। মঃ ৩৯॥**

যে ব্যাপক অবিনাশী সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরমেশ্বরে, সমস্ত বিদ্বান্ এবং পৃথিবী সূর্য্য আদি সমস্ত লোক অবস্থিত আছে এবং যিনিই সকল বেদের মুখ্য তাৎপর্য্য, সেই ব্রহ্মকে যে না জানে সে, ঋগ্বেদাদি হইতে কি কিছু সুখ প্রাপ্ত হইতে পারে? কিছুই নহে। কিন্তু যাঁহারা বেদ পাঠ করিয়া ধর্ম্মাত্মা যোগী হইয়া উক্ত ব্রহ্মকে জ্ঞাত আছেন তিনি বা তাঁহারা পরমেশ্বরে স্থিত হইয়া মুক্তিরূপী পরমানন্দ লাভ করেন। এই জন্য যাহা কিছু পঠন পাঠন করিবে, তৎসমুদয়ই অর্থজ্ঞানেরই সহিত করা কর্ত্তব্য। এইরূপ সমগ্র বেদ পাঠ করিয়া, আয়ুর্ব্বেদ অর্থাৎ চরক, সুশ্রুতাদি প্রভৃতি ঋষিমুনি প্রণীত বৈদ্যকশাস্ত্র সকল, উহাদিগের অর্থ, ক্রিয়া, শস্ত্র, ছেদন, ভেদন, লেপ, চিকিৎসা, নিদান, ঔষধ, পথ্য, শরীর দেশ, কাল, এবং বস্তুর গুণজ্ঞান পূর্ব্বক চারি বৎসর মধ্যে পড়িবে এবং পড়াইবে। তদনন্তর ধনুর্ব্বেদ অর্থাৎ যাহা রাজ্যসম্বন্ধীয় করণীয় ক্রিয়া তাহার দুই ভেদ আছে। প্রথমতঃ রাজপুরুষসম্বন্ধীয় এবং দ্বিতীয়তঃ, প্রজাসম্বন্ধীয় হইয়া থাকে। রাজকার্য্যে সমস্ত সেনার অধ্যক্ষ শাস্ত্রাস্ত্রবিদ্যা, নানা প্রকার ব্যূহরচনার অভ্যাস অর্থাৎ যে ক্রিয়া শত্রুগণের সহিত যুদ্ধকালীন করিতে হয় উহা, যথাবৎ (সম্যক্‌রূপে) শিখিবেন এবং যে যে প্রজাবৃদ্ধিকরণের রীতি আছে তাহা যথাবৎ শিক্ষা করিয়া ন্যায়ানুসারে সকল প্রজাকে প্রসন্ন রাখিবার ও দুষ্টের যথাযোগ্য দণ্ড বিধান করিবার, এবং শ্রেষ্ঠ লোক-দিগের পালন করিবার সকল প্রকার নিয়ম ও রীতি শিখিয়া লইবেন। দুই বৎসরের মধ্যে এই রাজবিদ্যা শিখিয়া পরে, গান্ধর্ব্ব বেদ, যাহাকে গান বিদ্যা কহে উহাতে, স্বর, রাগ, রাগিণী, সময়, তাল, গ্রাম, তান, বাদিত্র, নৃত্য ও গীত আদি যথাবৎ শিখিবে। পরন্তু, প্রধানতঃ সামবেদের গান, বাদিত্র, বাদন পূর্ব্বক শিখিবে এবং নারদসংহিতাদি যে সকল আর্ষগ্রন্থ আছে তাহাদের পাঠ করিবে পরন্তু, লম্পট ও বেশ্যাদিগের ন্যায় এবং বিষয়াসক্তিকারক বৈরাগীদিগের গর্দ্দভশব্দবৎ বৃথা আলাপ কদাপি করিবে না। অর্থবেদ যাহাকে শিল্পবিদ্যা কহে তত্রস্থ, পদার্থগুণ, বিজ্ঞান, ক্রিয়া, কৌশল, নানাবিধ পদার্থের নির্ম্মাণ, পৃথিবী হইতে লইয়া আকাশ পর্য্যন্ত বিষয় সম্বন্ধীয় বিদ্যা, যথাবৎ শিখিয়া, অর্থ অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধিকরী বিদ্যা শিক্ষা করতঃ, দুই বৎসরের মধ্যে জ্যোতিষ্‌শাস্ত্র সূর্য্যসিদ্ধান্তাদি (যাহাতে বীজগণিত অঙ্ক, ভূগোল, খগোল, এবং ভূগর্ভবিদ্যার বিষয়

লিখিত আছে উহা) যথাবৎ শিখিবে। তৎপশ্চাৎ সকল প্রকার হস্তক্রিয়া ও যন্ত্রকলা প্রভৃতি শিখিবে। পরন্তু যত প্রকার গ্রহ, নক্ষত্র, জন্মপত্র, রাশি এবং মুহূর্ত্ত আদির ফল বিধায়ক গ্রন্থ আছে তৎসমুদয় মিথ্যা বুঝিয়া কখনও পাঠ বা পাঠনা করিবে না। বিদ্যার্থী এবং অধ্যাপক এরূপ প্রযত্ন করিবেন যে, ২০ বা ২১ বর্ষের মধ্যে সমগ্র বিদ্যা এবং উত্তম শিক্ষা লাভ করতঃ, মনুষ্যগণ কৃতকৃত্য হইয়া সদা আনন্দে অবস্থান করিতে পারে। যত বিদ্যা এই রীতি অনুসারে ২০ বা ২১ বর্ষে (অর্জ্জন) হইতে পারে, তত অন্য কোন প্রকারে শতবর্ষেও হইতে পারে না।

ঋষিপ্রণীত গ্রন্থ পাঠের প্রয়োজন এই যে, তাঁহারা মহান্ বিদ্বান্, সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ এবং ধর্ম্মাত্মা ছিলেন। এবং অনৃষি অর্থাৎ যাঁহারা অল্পশাস্ত্রপাঠী এবং যাঁহাদিগের আত্মা পক্ষপাত বিশিষ্ট, তাঁহাদিগের প্রণীত গ্রন্থও তাহাদিগেরই স্বভাবানুরূপ হইয়া থাকে।

পূর্ব্ব মীমাংসার উপর ব্যাসমুনিকৃত ব্যাখ্যা, বৈশেষিকের সহিত গৌতমমুনিকৃত ব্যাখ্যা, ন্যায় সূত্রের সহিত বাৎস্যায়ন মুনিকৃত ভাষ্য, পতঞ্জলিমুনিকৃত সূত্রের সহিত ব্যাসমুনিকৃত ভাষ্য, এবং ব্যাসমুনিকৃত বেদান্তসূত্রের সহিত বাৎস্যায়ন মুনিকৃত ভাষ্য, অথবা বৌদ্ধায়ন মুনিকৃত ভাষ্যবৃত্তি সহিত পড়িবে এবং পড়াইবে। এই সকল সূত্রের কল্প ও অঙ্গ সম্বন্ধেও গণনা করিতে হইবে। যেরূপ ঋক্, যজু, সাম এবং অথর্ব্ব এই চারি বেদ ঈশ্বরকৃত, তদ্রূপ ঐতরেয়, শতপথ, সাম ও গোপথ, এই চারি ব্রাহ্মণ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিঘণ্টু, নিরুক্ত, ছন্দ এবং জ্যোতিষ এই ছয় বেদাঙ্গ, মীমাংসাদি ছয় শাস্ত্র বেদের উপাঙ্গ, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গন্ধর্ব্ববেদ এবং অথর্ব্ববেদ এই চারি, বেদের উপবেদ ইত্যাদি সমস্ত ঋষি মুনি প্রণীত গ্রন্থ হইয়া থাকে। ইহাতেও যাহা যাহা বেদবিরুদ্ধ বোধ হইবে তৎসমুদয়কে, পরিত্যাগ করিতে হইবে। কারণ বেদ ঈশ্বরকৃত বলিয়া, উহা নির্ভ্রান্ত ও "স্বতঃ প্রমাণ," অর্থাৎ বেদের প্রমাণ বেদ দ্বারাই হইয়া থাকে; ব্রাহ্মণাদি সমস্ত গ্রন্থ "পরতঃ প্রমাণ"; অর্থাৎ উহার প্রমাণ বেদাধীন হয়। বেদের বিশেষ ব্যাখ্যা ঋগ্বেদাদি ভাষ্যভূমিকাতে দেখিয়া লইতে হইবে এবং এই গ্রন্থেও পরে লিখিত হইবে।

এক্ষণে পরিত্যাজ্য গ্রন্থেরও সংক্ষেপতঃ পরিগণনা করা যাইতেছে, অর্থাৎ নিম্নলিখিত গ্রন্থ সকলকে জাল (ভ্রমজাল) বলিয়া বুঝিয়া লইবে। ব্যাকরণ কাতন্ত্র, সারস্বত, চন্দ্রিকা, মুগ্ধবোধ, কৌমুদী শেখর এবং মনোরমাদি। কোষ সম্বন্ধে অমরকোষাদি। ছন্দোগ্রন্থ সম্বন্ধে বৃত্তরত্নাকরাদি। শিক্ষা সম্বন্ধে "অথ শিক্ষাং প্রবক্ষ্যামি পাণিনীয়মতং যথা" ইত্যাদি। জ্যোতিষ্ সম্বন্ধে শীঘ্রবোধ, ও মুহূর্ত্তচিন্তামণি প্রভৃতি। কাব্য মধ্যে নায়িকাভেদ, কুবলয়ানন্দ, রঘুবংশ, মাঘ, ও কিরাতার্জ্জুনীয়াদি। মীমাংসা সম্বন্ধে

ধর্ম্মসিন্ধু ও ব্রতার্কাদি। বৈশেষিক সম্বন্ধে তর্কসংগ্রহাদি। ন্যায় সম্বন্ধে জাগদীশী প্রভৃতি। যোগ বিষয়ে হঠপ্রদীপিকাদি। সাংখ্য বিষয়ে সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী প্রভৃতি। বেদান্ত বিষয়ে যোগবাশিষ্ঠ ও পঞ্চদশ্যাদি। বৈদ্যক বিষয়ে শার্ঙ্গধরাদি। স্মৃতিগ্রন্থ মধ্যে মনুস্মৃতিই উত্তম; কিন্তু উহাতেও প্রক্ষিপ্ত শ্লোক পরিত্যাজ্য। অন্য সমস্ত স্মৃতিগ্রন্থ সমস্ত পুরাণ ও উপপুরাণ, তুলসীদাসকৃত ভাষা রামায়ণ, রুক্মিণী-মঙ্গলাদি এবং সমস্ত ভাষাগ্রন্থ কেবল কপোলকল্পিত এবং মিথ্যা গ্রন্থ জানিবে। (প্রশ্ন) এই সকল গ্রন্থে কি কিছুই সত্য নাই? (উত্তর) অল্প সত্য আছে বটে, কিন্তু উহার সহিত অধিক অসত্য মিশ্রিত আছে, এইজন্য বিষসংপৃক্তান্নবৎ ত্যাজ্যাঃ" অর্থাৎ বিষ সংযুক্ত অত্যুত্তম অন্নের ন্যায় উহা পরিত্যাজ্য গ্রন্থ। (প্রশ্ন) আপনি পুরাণ এবং ইতিহাস কি মানেন না? (উত্তর) হাঁ মানি, কিন্তু সত্যকেই মানি, মিথ্যাকে মানি না। (প্রঃ) কোন্‌টি সত্য এবং কোন্‌টিই বা মিথ্যা?

**(উত্তর)। ব্রাহ্মণানীতিহাসান পুরাণানি কল্পান্ গাথা নারাশংসীতি॥**

ইহা গৃহ্যসূত্রাদির বচন। যাহা ঐতরেয় ও শতপথাদি ব্রাহ্মণ লিখিত হইয়াছে, উহাদিগেরই ইতিহাস, পুরাণ, কল্প, গার্থ এবং নারাশংশী এই পাঁচ নাম। শ্রীমদ্-ভাগবতাদির নাম পুরাণ নহে। (প্রঃ) ত্যাজ্য গ্রন্থের মধ্যে যে সত্য আছে, উহা কিজন্য গ্রহণ করেন না? (উত্তর) উহাতে যে সকল সত্য আছে তাহা, বেদাদি সত্য শাস্ত্রস্থিত এবং যে সকল মিথ্যা আছে উহা স্বকপোলকল্পিত। বেদাদি সত্য শাস্ত্র স্বীকার করিলেই সমস্ত সত্য গ্রহণ হইল। কেহ এই মিথ্যা গ্রন্থ হইতে সত্য গ্রহণ করিতে চাহিলে মিথ্যাও, তাহার গলায় লিপ্ত হইয়া যায়। এইজন্য "অসত্যমিশ্রং সত্যং দূরতস্ত্যাজ্যমিতি" অর্থাৎ অসত্যযুক্ত গ্রন্থস্থিত সত্য বিষযুক্ত অন্নের ন্যায় (দূরে) পরিত্যাজ্য হইয়া থাকে।

(প্রঃ) আপনার মত কি? (উত্তর) বেদে যাহা যাহা গ্রহণ করিবার ও পরিত্যাগ করিবার শিক্ষা আছে উহারই, আমি যথাবৎ গ্রহণ এবং পরিত্যাগ স্বীকার করি। যেহেতু বেদ আমার মাননীয় এজন্য আমার মত বেদ। বেদকে এইরূপ স্বীকার করিয়া সকল মনুষ্যের বিশেষতঃ, সমগ্র আর্য্যদিগের একমত হইয়া থাকা আবশ্যক। (প্রঃ) যেরূপ সত্যাসত্যের এবং অপর গ্রন্থ সকলের মধ্যে পরস্পর বিরোধ আছে; তদ্রূপ, অন্যশাস্ত্রেও আছে, যেরূপ সৃষ্টি বিষয়ে ছয় শাস্ত্রেরই বিরোধ আছে:-- যেমন মীমাংসা মতে কর্ম্ম হইতে, বৈশেষিক মতে কাল হইতে, ন্যায়মতে পরমাণু হইতে যোগমতে পুরুষকার হইতে সাংখ্যমতে প্রকৃতি হইতে এবং বেদান্তমতে ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টির উৎপত্তি স্বীকৃত হয়।

ইহা কি বিরোধ নহে? (উত্তর) প্রথমতঃ, সাংখ্য এবং বেদান্ত ব্যতিরেকে, অপর চারি শাস্ত্রে সৃষ্টির উৎপত্তি বিষয়ে প্রসিদ্ধভাবে কিছুই লিখিত হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ—ইহাদের মধ্যে বিরোধ নাই। যেহেতু তোমার বিরোধাবিরোধের জ্ঞান নাই। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, বিরোধ কোন্ স্থলে হইয়া থাকে? এক বিষয়ে অথবা ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে? (প্রঃ) এক বিষয়ে অনেকের পরস্পর বিরুদ্ধ কথন হইলে উহাকেই বিরোধ কহে। এস্থলে সৃষ্টি এক বিষয়। (উত্তর) বিদ্যা এক কি দুই? যদি এক হয় তবে ব্যাকরণ, বৈদ্যক এবং জ্যোতিষাদির কেন ভিন্ন ভিন্ন বিষয় হইয়া থাকে? যেরূপ এক বিদ্যা বিষয়, বিদ্যার নানা অবয়বের পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন প্রতিপাদন হয়, তদ্রূপই সৃষ্টি-বিদ্যার ভিন্ন ভিন্ন অবয়বের প্রতিপাদন করাতে শাস্ত্রসমূহ মধ্যে কোনরূপ বিরোধ নাই। যেরূপ ঘট নির্ম্মাণ বিষয়ে কর্ম্ম, সময়, মৃত্তিকা বিচার, সংযোগবিয়োগাদি, পরুষকার, প্রকৃতির গুণ এবং কুম্ভকার কারণ হয় তদ্রূপ, সৃষ্টিবিষয়ক যে কর্ম্মকারণ আছে তাহার, ব্যাখ্যা মীমাংসাতে, সময়ের বৈশেষিকে, উপাদান কারণের ব্যাখ্যা ন্যায়ে, পুরুষকারের ব্যখ্যা যোগে, তত্ত্ব সকলের অনুক্রম দ্বারা পরিগণনের ব্যাখ্যা সাংখ্যে এবং নিমিত্তকারণরূপী পরমেশ্বরের ব্যাখ্যা বেদান্ত শাস্ত্রে (বর্ণিত আছে)। অতএব ইহাতে কোনরূপ বিরোধ নাই। যেরূপ বৈদ্যক শাস্ত্রে নিদান, চিকিৎসা, ঔষধিদান এবং পথ্যের প্রকরণ, ভিন্ন ভিন্ন কথিত আছে পরন্তু, সকলের সিদ্ধান্ত রোগের নিবৃত্তি জন্য হইয়া থাকে তদ্রূপ, সৃষ্টি বিষয়ে ছয় কারণ আছে ইহার মধ্যে এক এক কারণের ব্যাখ্যা এক এক শাস্ত্রকার করিয়াছেন। এজন্য ইহাতে কোনরূপ বিরোধ নাই। ইহার বিশেষ ব্যাখ্যা সৃষ্টিপ্রকরণে কথিত হইবে।

বিদ্যা পাঠের এবং পাঠনার যে বিঘ্ন আছে তৎসমুদায়কে পরিত্যাগ করিবে। যথা:—কুসঙ্গ অর্থাৎ দুষ্টবিষয়ী লোকের সঙ্গ, দুষ্ট ব্যসন যেরূপ মদ্যাদিসেবন ও বেশ্যাগমনাদি, বাল্যাবস্থায় বিবাহ অর্থাৎ ২৫ বর্ষের পূর্ব্বে পুরুষ এবং ১৬ বর্ষের পূর্ব্বে স্ত্রীর বিবাহ হইয়া যাওয়া, সম্পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য না হওয়া; রাজা, পিতা, মাতা এবং বিদ্বান্‌দিগের বেদাদিশাস্ত্রের প্রচার বিষয়ে প্রেম না হওয়া; অতিভোজন, অতিজাগরণ করা, পঠন ও পাঠন বিষয়ে পরীক্ষা দেওয়া বা লওয়াতে আলস্য বা কপটতা করা, সর্ব্বোপরি বিদ্যালাভ না বুঝা, ব্রহ্মচর্য্য হইতে বল, বুদ্ধি, পরাক্রম, আরোগ্য রাজ্যধনের বৃদ্ধি স্বীকার না করা; ঈশ্বরের ধ্যান পরিত্যাগ করিয়া অন্য পাষাণাদি জড়মূর্ত্তির দর্শনে, পূজনে ব্যর্থ সময় নষ্ট করা এবং মাতা, পিতা, অতিথি, আচার্য্য ও বিদ্বান্ ইহাঁদিগকে সত্য মূর্ত্তি ভাবনা করিয়া সেবা না করা; বর্ণাশ্রমেরধর্ম্ম ত্যাগ (করতঃ) ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, ত্রিপুণ্ড্র, তিলক, কণ্ঠী, মালাধারণ একাদশী ত্রয়োদশী আদির ব্রতানুষ্ঠান করা, কাশ্যাদি তীর্থ, ও রাম, কৃষ্ণ, নারায়ণ, শিব, ভগবতী, গণেশাদির নাম স্মরণে পাপ

দূরীভূত হইবার বিশ্বাস, পাষণ্ডদিগের উপদেশানুসারে বিদ্যাপাঠে অশ্রদ্ধা ঘটা, বিদ্যা ধর্ম্ম, যোগ পরমেশ্বরের উপাসনা, মিথ্যা পুরাণনামক ভাগবতাদির কথা হইতে মুক্তি প্রাপ্তি স্বীকার করা, লোভবশতঃ ধনাদিতে প্রবৃত্ত হইয়া বিদ্যাতে প্রীতি না রাখা, ইতস্ততঃ ব্যর্থ পর্য্যটন করিতে থাকা ইত্যাদি, মিথ্যা ব্যবহারে আসক্ত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য এবং বিদ্যালাভে রহিত হইয়া, লোক রোগী এবং মূর্খরূপে অবস্থান করে।

আধুনিক সাম্প্রদায়ী এবং স্বার্থী ব্রাহ্মণাদি যাহারা, অপরকে বিদ্যা এবং সৎসঙ্গ হইতে বঞ্চিত করিয়া, তাহাদিগের জালে বদ্ধ করিয়া উহাদিগের শরীর, মন, ধন, বিনষ্ট করিয়া দেয় এরূপ, লোকেরা ইচ্ছা করেন যে, (যদি) পাঠের দ্বারা (লোকে) বিদ্বান হয় তবে তাহাদিগের পাষণ্ড জাল হইতে মুক্ত ( হইবে ) এবং তাহাদিগের ছল জ্ঞাত হইয়া তাহাদিগেরই অপমান করিবে ইত্যাদি বিঘ্ন গুলিকে রাজা এবং প্রজা দূর করিয়া, নিজ বালক ও বালিকাকে বিদ্বান্ করিবার জন্য, দেহ, মন ও ধন দ্বারা চেষ্টা করিবেন ? ( প্রশ্ন ) স্ত্রী এবং শূদ্রও কি বেদপাঠ করিবে ? ইহারা বেদপাঠ করিলে তবে আমরা কি করিব ? আর ইহাদিগের পাঠের জন্য প্রমাণও নাই ; বরং ইহার নিষেধ আছে যথা :—

## স্ত্রীশূদ্রৌ নাধীয়াতামিতি শ্রুতেঃ ॥

স্ত্রী এবং শূদ্র পাঠ করিবে না ইহা শ্রুতি ( বচন )। ( উত্তর ) সমস্ত স্ত্রী এবং পুরুষ অর্থাৎ মনুষ্য মাত্রেরই পড়িবার অধিকার আছে। তুমি কূপমণ্ডুক ও এই শ্রুতি বাক্য তোমার কপোলকল্পনা হইতে হইয়াছে ; ইহা কোন প্রামাণিক গ্রন্থের বচন নহে। সকল মনুষ্যের বেদাদি শাস্ত্র পড়িবার এবং শুনিবার অধিকার বিষয়ে প্রমাণ যজুর্ব্বেদের ২৬ অধ্যায়ের দ্বিতীয় মন্ত্রে আছে :—

## যথেমাং বাচং কল্যাণী মাবদানি জনেভ্যঃ।
## ব্রহ্ম রাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায় চ স্বায় চারণায়।

**যজুঃ অঃ ২৬।২॥**

পরমেশ্বর বলিতেছেন যে, ( যথা ) যেরূপ আমি ( জনেভ্যঃ ) সকল মনুষ্যের জন্য ( ইমাম্ ) এই ( কল্যাণীং ) কল্যাণ অর্থাৎ সংসার এবং মুক্তির সুখদায়িনী ( বাচম্ ) ঋগ্বেদাদি চারি বেদের বাণীর ( আ, বদানি ) উপদেশ করিতেছি তদ্রূপ, তুমিও করিতে থাক। যদি কেহ এরূপ প্রশ্ন করেন যে, এস্থলে "জন" শব্দে দ্বিজগণেরই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য কারণ স্মৃত্যাদি গ্রন্থে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যেরই বেদপাঠের অধিকার লিখিত আছে, স্ত্রী শূদ্রাদির বর্ণের নাই। ( উত্তর )—( ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাম্ ) ইত্যাদি দেখ যে পরমেশ্বর স্বয়ং কহিতেছেন "আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ( অর্য্যায় ) বৈশ্য, ( শূদ্রায় ) শূদ্র,

এবং ( স্বায় ) নিজ ভৃত্য ও স্ত্রী আদি ( অরণায় ) এবং অতিশূদ্রদিগের জন্যও বেদের প্রকাশ করিয়াছি"। অর্থাৎ সকল মনুষ্য বেদপাঠ ও বেদ শ্রবণ করিয়া বিজ্ঞান বৃদ্ধি করতঃ, উত্তম বাক্যের গ্রহণ এবং মন্দবাক্য সকল পরিত্যাগ করিয়া দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া আনন্দ প্রাপ্ত হউক। এক্ষণে বল, তোমার কথা মানিব অথবা পরমেশ্বরের ? পরমেশ্বরের কথা অবশ্যই মাননীয়। ইহার পরও যদি কেহ ( ইহা ) না মানে তবে সে নাস্তিক কথিত হইবে। কারণ "নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ" বেদের নিন্দুক ও অস্বীকার কারীকেই নাস্তিক বলে। পরমেশ্বর কি শূদ্রদিগের মঙ্গল কামনা করেন না ? ঈশ্বর কি পক্ষপাতী যে তিনি বেদপাঠ ও বেদ শ্রবণের শূদ্রগণের জন্য নিষেধ এবং দ্বিজদিগের জন্য বিধি করিবেন ? যদি পরমেশ্বরের অভিপ্রায় শূদ্রাদির পাঠের এবং শ্রবণের অধিকার না হইত তাহা হইলে ইহাদিগের শরীরে বাক্ এবং শ্রোত্রেন্দ্রিয় তিনি কেন রচনা করিলেন ? যেরূপ পরমাত্মা পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্য এবং অন্নাদি পদার্থ, সকলেরই জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তদ্রূপ বেদও সকলেরই জন্য প্রকাশিত করিয়াছেন। কোন স্থলে নিষেধ আছে, তাঁহার অভিপ্রায় এই, যাহার পাঠ ও পাঠন দ্বারা কিছুই হয় না অর্থাৎ যে শিক্ষা (আদৌ) করিতে না পারে ( কাজেই ) সে নির্বুদ্ধি এবং মূর্খ হওয়ায় শূদ্র কথিত হয়। ( এরূপ লোকের ) পাঠ ও পাঠনা ব্যর্থ। অপরন্তঃ, তুমি যে স্ত্রীলোকদিগের পাঠন বিষয় নিষেধ করিতেছ তাহা, তোমার মূর্খতা স্বার্থতা এবং নির্বুদ্ধিতার প্রভাব ( জন্য ) হইয়া থাকে। দেখ বেদে কন্যাদিগের পাঠ বিষয়ে প্রমাণ আছে :—

ব্রহ্মচর্য্যেণ কন্যা যুবানাং বিন্দতে পতিম্ ॥ অথর্ব্বঃ কাঃ ১১। প্রঃ ২৪। অঃ ৩। মং ১৮॥

যেরূপ পুরুষ ( বালক ) ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান দ্বারা পূর্ণবিদ্যা এবং সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া যুবতী, বিদুষী ও আপনার অনুকূল, প্রিয় সদৃশ (অনুরূপ) স্ত্রীগণের সহিত বিবাহ করেন, তদ্রূপ ( কন্যা ) কুমারী ( ও ) ( ব্রহ্মচর্য্যেণ ) ব্রহ্মচর্য্য সেবন দ্বারা বেদাদি শাস্ত্র পাঠ করতঃ, পূর্ণবিদ্যা এবং উত্তম শিক্ষা প্রাপ্ত যুবতী হইয়া, পূর্ণযৌবনে নিজ সদৃশ, প্রিয় বিদ্বান্ ( যুবানম্ ) পূর্ণযুবা পুরুষকে ( বিন্দতে ) প্রাপ্ত হয়। এইজন্য স্ত্রীলোকদিগেরও ব্রহ্মচর্য্য ( পালন ) এবং বিদ্যাগ্রহণ অবশ্য করা কর্ত্তব্য। ( প্রশ্ন ) স্ত্রীলোক কি বেদপাঠ করিবে ? ( উত্তর ) অবশ্য করিবে ! দেখ শ্রৌতসূত্রে :—

ইমং মন্ত্রং পত্নী পঠেৎ ॥

অর্থাৎ স্ত্রী যজ্ঞ সময়ে এই মন্ত্র পাঠ করিবে। যদি বেদাদি শাস্ত্র পূর্ব্বে পাঠ না করিয়া থাকে তবে কিরূপে ( পত্নী বা স্ত্রী ) যজ্ঞে স্বর সহিত মন্ত্রোচ্চারণ এবং সংস্কৃত ভাষণ

করিতে পারিবে? ভারতবর্ষীয়া রমণীগণের ভূষণস্বরূপা গার্গী বেদাদি শাস্ত্র পাঠ করিয়া পূর্ণবিদুষী হইয়াছিলেন ইহা, শতপথব্রাহ্মণে স্পষ্ট লিখিত আছে। ভাল যদি পুরুষ বিদ্বান্ এবং স্ত্রী অবিদুষী অথবা স্ত্রী বিদুষী এবং পুরুষ অবিদ্বান হয় তবে, নিত্যপ্রতি দেবাসুর সংগ্রাম হইতে থাকে এরূপ অবস্থায় সুখ কোথায়? এজন্য যদি স্ত্রীলোকে পাঠ না করে তবে কন্যাগণের পাঠশালায় অধ্যাপিকা কিরূপে হইতে পারে? তদ্ব্যতীত রাজকার্য্য ন্যায়াধীশত্বাদি, গৃহাশ্রমের কার্য্য স্ত্রী যেরূপ পতিকে এবং স্ত্রীর পক্ষে পতিকে প্রসন্ন রাখা, গৃহের সমুদয় কার্য্য স্ত্রীর অধীনে রাখা ইত্যাদি কার্য্য, বিদ্যা বিনা কদাপি উত্তমরূপে সাধিত হইতে পারে না।

দেখ আর্য্যাবর্ত্তের রাজপুরুষদিগের স্ত্রীগণ, ধনুর্ব্বেদ অর্থাৎ যুদ্ধবিদ্যাও উত্তমরূপে জানিতেন। কারণ যদি না জানিতেন তবে কেকয়ী প্রভৃতি (বীর নারীগণ) দশরথাদি রাজাগণের সহিত যুদ্ধে কিরূপে যাইতে সমর্থ হইতেন? এইজন্য ব্রাহ্মণী এবং ক্ষত্রিয়ার পক্ষে সর্ব্বপ্রকার বিদ্যা, বৈশ্যার ব্যবহার বিদ্যা, এবং শূদ্রাণীর পাকাদি সেবার বিদ্যা, অবশ্য জানা ও পাঠ করা কর্ত্তব্য। যেরূপ পুরুষগণের ব্যাকরণ, ধর্ম্ম, এবং নিজ ব্যবহার বিদ্যা, ন্যূনপক্ষে অবশ্য অবশ্য করিয়া শিক্ষা করা আবশ্যক তদ্রূপ, স্ত্রীলোকেরও ব্যাকরণ, ধর্ম্ম, বৈদ্যক, গণিত এবং শিল্পবিদ্যাদি অবশ্যই শিক্ষা করা আবশ্যক। কারণ এইগুলি শিক্ষা না করিলে, অসত্যাসত্য নির্ণয়, পতি আদির প্রতি অনুকূল ব্যবহার, যথাযোগ্য সন্তানোৎপত্তি, তাহাদিগের পালন, বর্দ্ধন এবং সুশিক্ষা প্রদান, গৃহে সমগ্র কার্য্যকে যথাবৎ করা এবং অপরকে করান, বৈদ্যকবিদ্যানুসারে ঔষধবৎ অন্ন ও পানীয় প্রস্তুত করা এবং অপরের দ্বারা প্রস্তুত করাইতে পারিতেন না, যাহার অনুষ্ঠান দ্বারা গৃহে পীড়া কখন না আসে এবং সকলে সদা আনন্দিত থাকেন। শিল্পবিদ্যা বিষয় জ্ঞান বিনা গৃহনির্ম্মাণ এবং বস্ত্র ও আভূষণাদি প্রস্তুতকরণ ও অপর দ্বারা করান, গণিত বিদ্যা ব্যতিরেকে সমস্ত গণনা বোধ অথবা বোঝান যায় না। বেদাদি শাস্ত্রবিদ্যা ব্যতিরেকে, ঈশ্বর এবং ধর্ম্মকে না জানিলে, অধর্ম্ম হইতে কেহ কদাপি বাঁচিতে পারে না। এজন্যই তিনিই ধন্যবাদহ এবং কৃতকৃত্য হন। যিনি নিজ সন্তানকে ব্রহ্মচর্য্য, উত্তম শিক্ষা এবং বিদ্যা দ্বারা শরীর ও পূর্ণ বলকে বৃদ্ধি করেন, যাহাতে ঐ সন্তান, মাতা, পিতা, পতি, শ্বশ্রূ, শ্বশুর, রাজা, প্রজা, প্রতিবেশী, ইষ্ট, মিত্র এবং নিজ সন্তানদিগের যথাযোগ্য ব্যবহার করতঃ অবস্থান করিতে পারে। উহার জন্য যে ধন ব্যয় হয়, সেই কোষই অক্ষয়; যেহেতু ইহা হইতে যত ব্যয় হইবে ততই ইহার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অন্য সকল (প্রকার) কোষ ব্যয়ে হ্রাস পাইয়া থাকে ও দায়াদগণ ও নিজ অংশ লয়েন পরন্তু, এই বিদ্যা কোষের কেহ দায়াদ বা অপহারক হইতে পারে না। এই কোষের রক্ষা এবং বৃদ্ধিকারী বিশেষ করিয়া রাজা ও প্রজা উভয়েই হইয়া থাকেন।

**কন্যানাং সম্প্রদানঞ্চ কুমারাণাঞ্চ রক্ষণম্॥ মনু ৭।১৫২॥**

সকল কন্যা এবং বালকদিগকে পূর্ব্বোক্ত সময় হইতে উক্ত সময় পর্য্যন্ত, ব্রহ্মচর্য্যে রাখিয়া বিদ্বান করা রাজার উচিত। যদি কেহ এই আজ্ঞা প্রতিপালন না করে তবে, উহাদিগের মাতা পিতাকে দণ্ড দিবে। অর্থাৎ রাজাজ্ঞানুসারে অষ্টম বর্ষের পশ্চাৎ বালক ও বালিকা কাহারও গৃহে যেন থাকিতে না পারে কিন্তু আচার্য্যকুলে থাকিবে। যাবৎ সমাবর্ত্তনের সময় না আইসে তাবৎ ( তাহার ) বিবাহ হইতে পারে না।

**সর্ব্বেষামেব দানানাং ব্রহ্মদানং বিশিষ্যতে।**
**বার্য্যন্নগোমহীবাসস্তিলকাঞ্চনসর্পিষাম্॥ মনুঃ ৪।২৩৩॥**

সংসারে যত প্রকার দান আছে যথা, অন্ন, জল, গো, ভূমি, বস্ত্র, তিল, সুবর্ণ এবং ঘৃতাদি অর্থাৎ এই সকল দানাপেক্ষা বেদবিদ্যার দান অতি শ্রেষ্ঠ। এইজন্য বিদ্যা বৃদ্ধি বিষয়ে, যতদূর সাধ্য, ততদূর প্রযত্ন করিবে। যে দেশে যথাযোগ্য ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যা এবং বেদোক্ত ধর্ম্মের প্রচার হয়, সেই দেশই সৌভাগ্যবান্ হইয়া থাকে। এই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের শিক্ষা সংক্ষেপতঃ লিখিত হইল পরে, চতুর্থ সমুল্লাসে সমাবর্ত্তন এবং গৃহাশ্রমের শিক্ষা বিষয়ে লিখিত হইবে॥

**ইতি শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামিকৃতে সত্যার্থপ্রকাশে সুভাষাবিভূষিতে শিক্ষাবিষয়ে তৃতীয় সমুল্লাসঃ সম্পূর্ণঃ॥ ৩॥**

## অথ চতুর্থসমুল্লাসারম্ভঃ ॥

অথ সমাবর্ত্তনবিবাহগৃহাশ্রমবিধিং বক্ষ্যাম ॥

বেদানধীত্য বেদৌ বা বেদং বাপি যথাক্রমম্ ।
অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যো গৃহস্থাশ্রমমাবিশেৎ ॥ মনু ৩ । ২ ॥

যখন যথাবৎ ব্রহ্মচর্য্যের (অনুষ্ঠান জন্য) আচার্য্যানুকুল অবস্থান করতঃ, ধর্ম্মানুসারে চারি বেদ, তিন, দুই অথবা এক বেদকে সাঙ্গোপাঙ্গ পাঠ করতঃ, যাহার ব্রহ্মচর্য্য খণ্ডিত হয় নাই, সেই পুরুষ এবং স্ত্রী, গৃহাশ্রমে প্রবেশ করিবে।

তং প্রতীতং স্বধর্ম্মেণ ব্রহ্মদায়হরং পিতুঃ ।
স্রগ্বিণং তল্প আসীনমর্হয়েৎ প্রথমং গবা । মনুঃ ৩ । ৩ ॥

যিনি স্বধর্ম্ম অর্থাৎ যথাবৎ আচার্য্য এবং শিষ্যের ( যে ধর্ম্ম ) তদ্দ্বারা ধর্ম্মযুক্ত পিতা, জনক, অধ্যাপকের ( নিকট ) হইতে ব্রহ্মদায় অর্থাৎ বিদ্যা-ভাগের গ্রহণকর্ত্তা, পুষ্প মালাভূষিত নিজ শয্যায়আসীন শিষ্যকে, আচার্য্যাদি প্রথমে গোদান দ্বারা সৎকার করিবেন। এতাদৃশ লক্ষণযুক্ত বিদ্যার্থিনীকেও কন্যার পিতা গোদান দ্বারা সৎকৃতা করিবেন।

গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমাবৃত্তো যথাবিধি ।
উদ্বহেত দ্বিজোভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাম্ ॥
মনু ৩ । ৪ ॥

গুরুর আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া স্নান করতঃ, গুরুকুল হইতে অনুক্রমপূর্ব্বক প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, ব্রহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য, সবর্ণা সুন্দর লক্ষণযুক্তা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে।

অসপিণ্ডা চ যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ ।
সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে ॥
মনুঃ ৩ । ৫ ॥

যে কন্যা মাতৃকুলের ছয় পুরুষের মধ্যে নহে, এবং পিতৃগোত্রায়াও নহে সেই কন্যাকেই বিবাহ করা উচিত। ইহার প্রয়োজন এই :—

## পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ প্রত্যক্ষদ্বিষঃ ॥ শতপথ ॥ ৫ ॥

ইহা নিশ্চিত বাক্য যে, যেরূপ পরোক্ষ পদার্থে প্রীতি হয় তাদৃশ প্রত্যক্ষে হয় না। যেরূপ যদি কেহ শর্করার ( মিশ্রীর ) গুণ শুনিয়া থাকে এবং কখন খাইয়া না থাকে তবে, তাহার মন উহাতেই পড়িয়া থাকে। এইরূপ কেহ কোন পরোক্ষ:বস্তুর প্রশংসা শুনিলে, তাহার উহা পাইবার জন্য উৎকট ইচ্ছা হয়। এজন্য যে জন দূরস্থ অর্থাৎ নিজগোত্রী অথবা মাতৃকুলের নিকট সম্বন্ধযুক্তা না হয় সেই ( তাদৃশী ) কন্যার সহিত বরের বিবাহ হওয়া উচিত। নিকট এবং দূরবিবাহের গুন এইরূপ যথা :—

(১) প্রথম—যে বালক ( ও বালিকা ) বাল্যাবস্থা হইতে নিকটে থাকে, পরস্পর ক্রীড়া এবং কলহ ও প্রীতি করে, এক অপরের গুণ, দোষ, স্বভাব অথবা বাল্যাবস্থার বিপরীতাচরণ জ্ঞাত থাকে এবং যে এক অপরকে উলঙ্গ দেখে, উহাদিগের পরস্পর বিবাহ হইলে, প্রেম কদাপি হইতে পারে না। (২) দ্বিতীয়—যেরূপ জলের সহিত জল মিশ্রিত করিলে, বিলক্ষণ গুণ (গুণবৃদ্ধি) হয় না তদ্রূপ এক গোত্রে পিতৃ মাতৃকুলে বিবাহ হইলে, ধাতু সকলের বিনিময় না হওয়াতে উন্নতি হইতে পারে না। ( ৩ ) তৃতীয়—দুগ্ধে শর্করা ( মিশ্রী ) অথবা শুণ্ঠ্যাদি ঔষধির যোগ হইলে যেরূপ উত্তমতা হইয়া থাকে, তদ্রূপই, ভিন্নগোত্র মাতৃ পিতৃ হইতে পৃথক বর্ত্তমান স্ত্রী ও পুরুষের বিবাহ হওয়া উত্তম হইয়া থাকে। (৪) চতুর্থ—যেরূপ ( লোকে ) একদেশে রোগী থাকিয়া অপর দেশের বায়ু, ভোজন ও পানীয় দ্রব্যের পরিবর্ত্তন বশতঃ রোগরহিত হয়; দূরদেশস্থিত লোকের বিবাহ হইলে তদ্রূপ উত্তমতা (লাভ) হয়। (৫) পঞ্চম নিকট সম্বন্ধ করিলে এক অপরের নিকটে থাকা প্রযুক্ত, সুখ ও দুঃখের ভান এবং বিরোধ হইবারও সম্ভাবনা আছে। দূরদেশস্থতে (ইহার সম্ভবনা) নাই। আর দূরস্থগণের বিবাহ হইলে দূর দূর পর্য্যন্ত প্রেমের ( সূত্র ) লম্বায়মান হইয়া বৃদ্ধি পায়, কিন্তু নিকটস্থ বিবাহে ইহা হয় না। (৬) ষষ্ঠ—দূর দূর দেশের বর্ত্তমান এবং অন্য পদার্থের প্রাপ্তি ও দূরদেশে সম্বন্ধ হইলে সহায়তার সহিত প্রাপ্ত হওয়া যায় নিকটে বিবাহ হইলে তাহা হয় না। এজন্য :—

## দুহিতা দুহিতা দূরে হিতা দোগ্ধের্বা ॥ নিরুঃ ৩। ৪ ॥

কন্যার নাম দুহিতা এই কারণে হয় যে, ইহার বিবাহ দূরদেশে হইলে হিতকারী হয়, এবং নিকটে হইলে হয় না। (৭) সপ্তম—কন্যার পিতৃকুলে দারিদ্র হইবারও সম্ভাবনা আছে কারণ যখনই কন্যা পিতৃকুলে আসিবে তখনই, তাহাকে কিছু না কিছু দিতেই হইবে। (৮) অষ্টম—কেহ নিকটস্থ হইলে এক অপরের নিজ নিজ পিতৃকুলের সহায়, বিষয়ের দর্প করিলে এবং যখনই উভয়ের মধ্যে কোনরূপ বৈমনস্য জন্মিবে তখনই, স্ত্রী পিতৃকুলে চলিয়া যাইবে, এক অপরে নিন্দা অধিক হইবে, এবং বিরোধও ( হইতে

পারে)। কারণ প্রায় স্ত্রীগণের স্বভাব তীক্ষ্ণ ও মৃদু হইয়া থাকে। ইত্যাদি কারণবশতঃ, পিতৃগোত্রেও মাতার ছয় পুরুষের মধ্যে এবং নিকটবর্ত্তী দেশে বিবাহ করা প্রশস্ত নহে।

**মহান্ত্যপি সমৃদ্ধানি গোঽজাবিধনধান্যতঃ।**
**স্ত্রীসম্বন্ধে দশৈতানি কুলানি পরিবর্জয়েৎ॥ মনুঃ ৩। ৬॥**

যতই কেন (উক্তকুল) ধনে, ধান্যে, গো, অজা, হস্তী এবং অশ্ব, রাজ্যে এবং শ্রীতে, সমৃদ্ধ হউক না কেন তথাপি বিবাহ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত দশ কুল ত্যাগ করিবে।

**হীনক্রিয়াং নিষ্পুরুষং নিশ্ছন্দো রোমশার্শসম্।**
**ক্ষয্যাময়াব্যপস্মারি শ্বিত্রকুষ্ঠিকুলানি চ॥ মনুঃ ৩। ৮॥**

যে সৎক্রিয়াহীন, সৎপুরুষহিত, এবং বেদাধ্যয়নবিমুখ; শরীরে বড় বড় রোমপূর্ণ অথবা অর্শরোগগ্রস্ত, ক্ষয়রোগ, শ্বাসকাশ, আমাশায়, শ্বেতকুষ্ঠ বা গলিত কুষ্ঠাক্রান্ত হয় তাদৃশ কুলের কন্যা বা বরের সহিত বিবাহ হওয়া উচিত নহে। কারণ এই সমস্ত দুর্গুণ এবং রোগ বিবাহকারীদিগের কুলেও (উক্ত রোগসকল) প্রবিষ্ট হইয়া যায়। এইজন্য উত্তম বংশের বালক এবং বালিকাগণের মধ্যে বিবাহ হওয়া আবশ্যক।

**নোদ্বহেৎ কপিলাং কন্যাং নাঽধিকাঙ্গীং ন রোগিণীম্।**
**নালোমিকাং নাতিলোমাং ন বাচাটান্ন পিঙ্গলাম্॥**
**মনুঃ ৩। ৮॥**

কপিলবর্ণা, অধিকাঙ্গী—(অর্থাৎ পুরুষ অপেক্ষা দীর্ঘ এবং স্থূলকায়া বা অধিক বলশালিনী) অধিকাঙ্গীং শব্দে অধিক অঙ্গ বিশিষ্টা যথা ষড়াঙ্গুলিযুক্তা ইত্যাদি অধিকাঙ্গী ও রোগযুক্তা, প্রগল্ভা ও পিঙ্গলনয়নাকে বিবাহ করিবে না।

**নর্ক্ষবৃক্ষনদীনাম্নীং নান্ত্যপর্ব্বতনামিকাম্।**
**ন পক্ষ্যহিপ্রেষ্যনাম্নীং ন চ ভীষণনামিকাম্॥ মনুঃ ৩। ৯॥**

ঋক্ষ অর্থাৎ অশ্বিনী, ভরণী, রোহিণী, রেবতী এবং চিত্রাদি নক্ষত্রনামবিশিষ্টা; তুলসীয়া গেঁদা, গোলাপী, চাঁপা, চামেলী আদি বৃক্ষনামযুক্তা; গঙ্গা ও যমুনা আদি নদীনাম বিশিষ্টা; চাণ্ডালী (গুই) আদি অন্ত্য নামযুক্তা; বিন্ধ্যা; হিমালয়া পার্ব্বতি আদি পর্ব্বতনামধেয়া; কোকিলা ময়না প্রভৃতি পক্ষিনামধারিণী; নাগী ভুজঙ্গী আদি সর্পনামযুক্তা; মাধোদাসী, মীরাদাসী আদি ভৃত্যা নামধারিণী এবং ভীমকুমারী,

চণ্ডিকা, কালী. কপালীনা আদি ভীষণ নামবতী কন্যার সহিত বিবাহ করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ এই সকল নাম অন্য পদার্থেরও আছে এবং এগুলি অতি কুৎসিত নাম।

অব্যঙ্গাঙ্গীং সৌম্যনাম্নীং হংসবারণগামিনীম্।
তনুলোমকেশদশনাং মৃদ্বঙ্গীমুদ্বহেৎ স্ত্রিয়ম্॥
মনুঃ ৩।১০॥

সরলাঙ্গবিশিষ্টা, যথা (মধুর সুখদ) অবিরুদ্ধনাম্নী. যথা যশোদা এবং সুখদা প্রভৃতি সুন্দর নাম্না যুক্তা ও হংসগমনা ও গজেন্দ্রগামিনী সূক্ষ্ম লোম কেশ এবং দন্তযুক্তা এবং যাহার সমস্ত অঙ্গ কোমল হয় (এরূপ) কোমলাঙ্গী স্ত্রীর সহিত বিবাহ করা উচিত। (প্রশ্ন) বিবাহের কিপ্রকার রীতি ও সময় উত্তম? (উত্তর) ১৬ বর্ষ হইতে ২৪ বর্ষ পর্য্যন্ত স্ত্রীপক্ষে, এবং ২৫ বর্ষ হইতে ৪৮ বর্ষ পর্য্যন্ত পুরুষপক্ষে বিবাহের উত্তম সময়। ইহার মধ্যে ১৬ এবং ২৫ বৎসরে বিবাহ নিকৃষ্ট কল্প। ১৮ অথবা ২০ বৎসরের স্ত্রীর সহিত ৩০ ৩৫ অথবা ৪০ বৎসরের পুরুষের বিবাহ মধ্যম কল্প। ২৪ বৎসরের স্ত্রীর সহিত ৪৮ বৎসরের পুরুষের বিবাহ হওয়া উৎকৃষ্ট কল্প। যে দেশে এই প্রকার বিবাহ বিধি শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত. এবং ব্রহ্মচর্য্য ও বিদ্যাভ্যাস অধিক হইয়া থাকে. সেই দেশ সুখী এবং যে দেশে ব্রহ্মচর্য্য এবং বিদ্যাগ্রহণ রহিত বাল্যবস্থায় ও অযোগ্য গণের বিবাহ হইয়া থাকে. উক্ত দেশ দুঃখে বিমগ্ন হইয়া যায়। যেহেতু ব্রহ্মচর্য্য ও বিদ্যাগ্রহণ পূর্ব্বক বিবাহের বিশুদ্ধতা হইতে সকল বিষয়েরই সংশোধন সংস্কার এবং দূষিত হইলে দোষযুক্ত হয়। (প্রশ্ন)

অষ্টবর্ষা ভবেদ্ গৌরী নববর্ষাচ রোহিণী।
দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা তত ঊর্দ্ধং রজস্বলা॥ ১॥
মাতা চৈব পিতা তস্যা জ্যেষ্ঠোভ্রাতা তথৈব চ।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজস্বলাম্॥ ২॥

এই শ্লোক পরাশরোক্ত এবং শীঘ্রবোধে লিখিত আছে। ইহার অর্থ এই যে— কন্যার অষ্টম বর্ষে গৌরী, নবম বর্ষে রোহিণী, দশম বর্ষে কন্যা এবং তৎপশ্চাৎ রজস্বলা সংজ্ঞা হয়॥ ১॥ দশম বর্ষ পর্য্যন্ত বিবাহ না দিয়া রজস্বলা কন্যাকে দেখিলে. উহার মাতা পিতা এবং জৈষ্ঠ ভ্রাতা এই তিনজনই নরকগামী হন॥২॥ (উত্তর)

একক্ষণা ভবেদ্ গৌরী দ্বিক্ষণেয়ন্তু রোহিণী।
ত্রিক্ষণা সা ভবেৎ কন্যা হ্যত ঊর্দ্ধং রজস্বলা॥ ১॥

মাতা পিতা তথা ভ্রাতা মাতুলো ভগিনী স্বকা।
সর্বেতে নরকং যান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজস্বলাম্ ॥ ২ ॥

ইহা সদ্যোনির্ম্মিত ব্রহ্মপুরাণের বচন। অর্থ—যে সময় মধ্যে পরমাণু একবার পালটা খায় অর্থাৎ পরিবর্ত্তিত হয় সেই সময়কে "ক্ষণ" কহে। যখন কন্যা জন্মে তৎপরে এক ক্ষণে গৌরী, দ্বিতীয় ক্ষণে রোহিণী, তৃতীয় ক্ষণে কন্যা এবং চতুর্থ ক্ষণে রজস্বলা হইয়া থাকে ॥১॥ উক্ত রজস্বলাকে দেখিলে তাহার মাতা, পিতা, ভ্রাতা, মাতুল এবং ভগ্নী সকলেই নরকে গমন করে ॥ ২ ॥

(প্রশ্ন) এ শ্লোক প্রমাণ নহে। (উত্তর) কেন নহে? যদি ব্রহ্মোক্ত শ্লোক প্রমাণ না হয়, তবে তোমার শ্লোকও প্রমাণ হইতে পারেন না (প্রশ্ন) বাহবা! পরাশর এবং কাশীনাথের বচনকেও আপনি প্রমাণ স্বীকার করিবেন না? (উত্তর) বাহবা কি তুমি ব্রহ্মার বচনকে প্রমাণ স্বীকার কর না? পরাশর এবং কাশীনাথ অপেক্ষা কি ব্রহ্মা শ্রেষ্ঠ নহেন? যদি তুমি ব্রহ্মার বচন প্রমাণ স্বীকার না কর, তবে আমিও পরাশর ও কাশীনাথের বচন প্রমাণ স্বীকার করি না। (প্রশ্ন) তোমার শ্লোক অসম্ভব বিধায় প্রমাণ হইতে পারে না, কারণ সহস্র ক্ষণ জন্ম সময়েই অতীত হইয়া যায়, সুতরাং বিবাহ কিরূপে হইতে পারে? অপরন্তু উক্ত সময়ে বিবাহ করণের কোন ফল দেখা যায় না। (উত্তর) যদি আমার শ্লোক অসম্ভব হয় তবে তোমারও শ্লোক অসম্ভব বলিতে হইবে; কেননা অষ্টম নবম অথবা দশম বর্ষেও বিবাহ করা নিষ্ফল। যেহেতু ষোড়শ বর্ষের পর (এবং ২৪ বর্ষ পর্য্যন্ত) সময়ে বিবাহ হইলে পুরুষের বীর্য্য পরিপক্ব ও শরীর বলিষ্ঠ হয়। এইরূপে স্ত্রীলোকেরও গর্ভাশয় পূর্ণ ও শরীর বলবান না হইলে, সন্তান উত্তম হয় না *। যেরূপ অষ্টম বর্ষে কন্যাতে সন্তানোৎপত্তি হওয়া অসম্ভব হয়

*উপযুক্ত বয়সের ন্যূনবয়স্ক স্ত্রী পুরুষের গর্ভাধান বিষয়ে মুনিশ্রেষ্ঠ ধন্বন্তরি সুশ্রুতে নিষেধ করিয়াছেন।

ঊনষোড়শবর্ষায়ামপ্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিম্ যদ্যাধত্তে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে ॥

জাতো বা ন চিরঞ্জীবেৎ জীবেদ্বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ। তস্মাদত্যন্তবালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ ॥ ২ ॥

সুশ্রুত শারীরস্থানে অঃ ১০ শ্লোক ৪৭।৪৮

অর্থাৎ যদি ১৬ বর্ষের ন্যূনবয়স্ক কন্যাতে ২৫ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক পুরুষ গর্ভাধান করে তবে, সেই গর্ভ হইয়া কুক্ষিস্থ বিপত্তি প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ পূর্ণকাল পর্য্যন্ত গর্ভাশয়ে থাকিয়া উৎপন্ন হয় না ॥ ১ ॥ অথবা উৎপন্ন হইলে তাহা চিরকাল (দীর্ঘকাল) জীবিত থাকে না অথবা জীবিত থাকিলেও দুর্ব্বলেন্দ্রিয় হয়। এইজন্য অতি বাল্যাবস্থায় স্ত্রীর গর্ভাধান করিবে না। এই সকল শাস্ত্রোক্ত নিয়ম এবং সৃষ্টিক্রম দর্শন করিলে, এবং বুদ্ধিপূর্ব্বক বিচার করিলে এইরূপ সিদ্ধ হয় যে, ১৬ বর্ষের ন্যূনবয়স্কা স্ত্রী এবং ২৫ বর্ষের ন্যূনবয়স্ক পুরুষ কখন গর্ভাধানের যোগ্য হইতে পারে না। এই নিয়মের বিপরীত যিনি করেন তিনি দুঃখভাগী হয়েন।

তদ্রূপই গৌরী এবং রোহিণী প্রভৃতি নাম দেওয়াও অযুক্ত অহেতুক হয়। কন্যা। যদি গৌরী বা গৌরবর্ণা না হইয়া কালী অর্থাৎ কৃষ্ণাবর্ণা হয় তবে, উহার গৌরী নাম রাখা ব্যর্থ। অপরন্তু গৌরী মহাদেবের স্ত্রী, রোহিণী বসুদেবের স্ত্রী ছিলেন। ইহাঁদিগকে তোমরা পৌরাণিকগণ মাতৃতুল্য জ্ঞান করিয়া থাক অতএব, কন্যামাত্রকে গৌরী আদি তুল্য ভাবনা করিলে. পুনরায় উহাকে বিবাহ করা কিরূপে সম্ভব এবং ধর্ম্মযুক্ত হইতে পারে? এজন্য তোমার এবং আমার এই দুই শ্লোকই মিথ্যা। কারণ আমি যেরূপ "ব্রহ্মোবাচ" বলিয়া শ্লোক রচনা করিয়াছি, তদ্রূপ ঐ সকল শ্লোকও পরাশর প্রভৃতির নাম লইয়া রচিত হইয়াছে। এইজন্য এই সকল প্রমাণ পরিত্যাগ করিয়া বেদের প্রমাণানুসারে সকল ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। দেখ মনুসংহিতাতে লিখিত আছে যথা :—

**ত্রীণি বর্ষাণ্যুদীক্ষেত কুমার্য্যৃতুমতী সতী।**
**ঊর্দ্ধং তু কালাদেতস্মাদ্বিন্দেত সদৃশং পতিম্ ॥**

**মনুঃ ৯। ৯০।**

কন্যা রজস্বলা হইয়া তিন বৎসর পয্যন্ত পতির অন্বেষণ করতঃ নিজ সদৃশ পতি প্রাপ্ত হইবে। যেহেতু প্রতি মাসে রজোদর্শন হয় এজন্য তিন বৎসরের মধ্যে ৩৬ বার রজস্বলা হইবার পরে. বিবাহ করা কর্ত্তব্য, ইহার পূর্ব্বে নহে।

**কামমামরণাত্তিষ্ঠেৎ গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি।**
**নচৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ ॥**

**মনুঃ ৯। ৮৯।**

পুত্র এবং কন্যার মৃত্যু পর্য্যন্তও যদি অবিবাহিত থাকে তাহাও উৎকৃষ্ট তথাপি, গুণ হীন অসদৃশ অর্থাৎ পরস্পর বিরুদ্ধ গুণ কর্ম্ম ও স্বভাব বিশিষ্ট স্ত্রী পুরুষের বিবাহ কখন হওয়া উচিত নহে। ইহা হইতে এই সিদ্ধ হইল যে, পূর্ব্বোক্ত সময়ের পূর্ব্বে বিবাহ হওয়া অথবা অসদৃশ বিবাহ হওয়া উচিত নহে।

(প্রশ্ন) বিবাহ মাতা ও পিতার অধীন হওয়া উচিত, অথবা পুত্র কন্যার অধীন হওয়া উচিত? (উত্তর) বিবাহ পুত্র কন্যার অধীন হওয়া উত্তম। যদি মাতা ও পিতা বিবাহ বিষয়ে কখন মন্তব্য (স্থিরও) করেন তথাপি, পুত্র এবং কন্যার প্রসন্নতার বিরুদ্ধে হওয়া উচিত নহে। কারণ এক অপরের প্রসন্নতার সহিত বিবাহ হইলে বিরোধ অতি অল্পই ঘটে এবং সন্তান ও উত্তম হয়। অপ্রসন্নতার সহিত বিবাহ হইলে নিত্য ক্লেশই উপস্থিত হয়। বিবাহে বর ও কন্যারই মুখ্য প্রয়োজন ইহা মাতা পিতার

নহে। যেহেতু উহাদিগের মধ্যে পরস্পর প্রসন্নতা থাকিলে, উহাদিগের সুখোৎপত্তি হয়, এবং বিরোধ হইলে উহাদিগের দুঃখ হইয়া থাকে। অপরঞ্চ :—

**সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্তা ভার্য্যা তথৈব চ।**
**যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈধ্রুবম্॥**
**মনুঃ ৩। ৬০।**

যে কুলে স্ত্রীর সহিত পুরুষ ও পুরুষেয় সহিত স্ত্রী প্রসন্ন থাকে, সেই কুলে আনন্দ লক্ষ্মী এবং কীর্ত্তি নিবাস করে ; এবং যে কুলে সর্ব্বদা বিরোধ ও কলহ হয় তথায়, দুঃখ, দারিদ্র্য এবং নিন্দা নিবাস করিয়া থাকে। এইজন্য যেরূপ স্বয়ম্বরের প্রথা পরম্পরাক্রমে আর্য্যাবর্ত্ত দেশে চলিয়া আসিতেছিল, তদ্রূপ বিবাহই উৎকৃষ্ট। যখন স্ত্রী অথবা পুরুষ বিবাহ :করিতে চাহিবে তখন বিদ্যা, বিনয়, শীল, রূপ, আয়ু, বল, কুল এবং শরীরের পরিমাণাদি যথাযোগ্য হওয়া উচিত। যাবৎ এই সকলের মিলন না হয় তাবৎ বিবাহে কোন সুখ হয় না ; আর না বাল্যাবস্থায় বিবাহ করিলে সুখ প্রাপ্তি হয়।

**যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাৎ স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ। তং ধীরাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ॥ ১॥ ঋঃ। মঃ ৩। সূঃ ৮। মং ৪॥**

**আ ধেনবো ধুনয়ন্তামশিশ্বাঃ শবর্দুঘাঃ শশয়া অপ্রদুগ্ধাঃ। নব্যানব্যা যুবতয়ো ভবন্তীর্মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্॥ ২॥**
**ঋঃ। মঃ ৩। সূঃ ৫৫। মং ১৬।**

**পূর্ব্বীরহং শরদঃ শশ্রমাণা দোষাবস্তো রুষসো জরয়ন্তীঃ। মিনাতি শ্রিয়ং জরিমা তনূনামপ্য নু পত্নীর্বৃষণো জগম্যুঃ॥ ৩॥ ঋঃ। মঃ ১। সূঃ ১৭৯। মং ১॥**

যে পুরুষ ( পরিবীতঃ ) সর্ব্বপ্রকারে যজ্ঞোপবীত ( ধারণ ) ও ব্রহ্মচর্য্য সেবন করতঃ. উত্তম শিক্ষা এবং বিদ্যাযুক্ত, ( সুবাসাঃ ) সুন্দর বস্ত্র ধারণ করতঃ ব্রহ্মচর্য্যযুক্ত ( যুবা ) পূর্ণযুবা হইয়া বিদ্যাগ্রহণ করতঃ গৃহাশ্রমে ( আগাৎ ) আইসেন। ( স উ ) তিনি দ্বিতীয় বিদ্যারূপী জন্মতে ( দ্বারা ) ( জায়মাণঃ ) প্রসিদ্ধ হইয়া ( শ্রেয়ান্ ) অতিশয় শোভাযুক্ত মঙ্গলকারী ( ভবতি ) হয়েন। ( স্বাধ্যঃ ) উত্তম ধ্যানযুক্ত, ( মনসা ) বিজ্ঞান হইতে ( দেবয়ন্তঃ ) বিদ্যা বৃদ্ধির কামনা বিশিষ্ট এবং ( ধীরাসঃ ) ধৈর্য্যশালী ( কবয়ঃ ) বিদ্বান্ লোকেরা ( তম্ ) উক্ত পুরুষকে ( উন্নয়ন্তি ) উন্নতিশীল করিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন। আর

যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য ধারণ এবং বিদ্যা ও উত্তম শিক্ষা গ্রহণ না করিয়া অথবা বাল্যাবস্থায় বিবাহ করেন সেই, স্ত্রী পুরুষ নষ্ট ভ্রষ্ট হইয়া, বিদ্বানদিগের নিকট প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেনা।

( অপ্রদুগ্ধাঃ ) অকৃতদোহনা ( ধেনবঃ ) ধেনু সদৃশ ( অশিশ্বীঃ ) বাল্যাবস্থারহিত, ( শবর্দুঘাঃ ) সর্ব্বপ্রকারের সদ্ব্যবহার পূর্ণ, ( শশয়াঃ ) কুমারাবস্থার উল্লঙ্ঘনকারিণী, ( নব্যানব্যাঃ ) নূতন নূতন শিক্ষা এবং অবস্থা পূর্ণা ( ভবন্তীঃ ) বর্ত্তমান ( যুবতয়ঃ ) পূর্ণযুবাবস্থাযুক্তা স্ত্রীলোকেরা, ( দেবানাম্ ) ব্রহ্মচর্য্য সুনিয়মে পূর্ণ বিদ্বানদিগের ( একম্ ) অদ্বিতীয় ( মহৎ ) মহৎ ( অসুরত্বম্ ) প্রজ্ঞা এবং শাস্ত্রশিক্ষাযুক্ত, এবং প্রজ্ঞানুসারে রমণের ভাবার্থ পরিজ্ঞাতা, তরুণ ( যুবাগণকে ) পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া, ( আধুনয়ন্তান ) গর্ভধারণ করিবে। কখন ভ্রমক্রমেও বাল্যাবস্থায় মনে মনে পুরুষের ধ্যান করিবে না। কারণ এইরূপ কার্য্যই ইহলোকের এবং পরলোকের সুখসাধন হইয়া থাকে। বাল্যবিবাহ হইতে পুরুষের যে পরিমান নাশ ঘটে স্ত্রীর তদপেক্ষা অধিক নাশ হইয়া থাকে।

যেরূপে ( নু ) শীঘ্র ( শশ্রমাণাঃ ) অত্যন্ত শ্রমকারী ( বৃষণঃ ) বীর্য্যসিঞ্চন-সমর্থ পূর্ণযুবাবস্থাযুক্ত পুরুষ ( পত্নীঃ ) যুবাবস্থাযুক্তা ও হৃদয়ের প্রিয়তমা স্ত্রীকে ( জগম্যুঃ ) প্রাপ্ত হইয়া, পূর্ণ শতবর্ষ অথবা ততোধিক বৎসর আয়ু, আনন্দের সহিত সম্ভোগ করিয়া পুত্রপৌত্রাদির সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকিতে পারে তদ্রূপ, স্ত্রী ও পুরুষ সদা অবস্থান করিবে। যেরূপ ( পূর্ব্বীঃ ) পূর্ব্বকালীন্ ( শরদঃ ) শরৎকাল এবং ( জরয়ন্তীঃ ) বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্তকারী ( উষসঃ ) প্রাতঃকালের সময়কে ( দোষা ) রাত্রি এবং ( বস্তোঃ ) দিন ( তনূনাম ) শরীর সকলের ( শ্রিয়ম্ ) শোভাকে ( জরিমা ) অতিশয় বৃদ্ধত্ব বল ও (হেতু) শ্রীকে দূরীভূত করে তদ্রূপ, ( অহম্ ) আমি স্ত্রী অথবা পুরুষ ( উ ) উত্তমরূপে ( অপি ) নিশ্চয় করিয়া যে ব্রহ্মচর্য্য হইতে বিদ্যা, শিক্ষা, শরীর, ও আত্মীয় ( আধ্যাত্মিক ) বল এবং যুবাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াই বিবাহ করিব। ইহার বিরুদ্ধানুষ্ঠান বেদবিরুদ্ধ হওয়াতে, কখন সুখদায়ক বিবাহ হইতে পারে না।

যাবৎ এইরূপে সমস্ত ঋষি, মুনি, রাজা, মহারাজা আর্য্যগণ ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা বিদ্যাভ্যাস করিয়াই স্বয়ম্বর বিবাহ করিতেন তাবৎ, এই দেশের সর্ব্বদা উন্নতি হইতেছিল। যখন হইতে এই ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা বিদ্যা পাঠ না করিয়া, বাল্যাবস্থায় পরাধীন অর্থাৎ মাতা পিতার অধীনে বিবাহ হইতে আরম্ভ হইয়াছে তদবধি, ক্রমশঃ আর্য্যাবর্ত্তদেশের হানি ( বা অধঃগতি ) চলিয়া আসিতেছে। এই জন্য এই দুষ্টকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, সজ্জনগণ পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে স্বয়ম্বর বিবাহ করিবেন। উক্ত বিবাহ বর্ণানুক্রম অনুসারে করিতে হইবে। বর্ণব্যবস্থাও গুণ কর্ম্ম স্বভাবানুসারে হওয়া আবশ্যক।

( প্রশ্ন ) যাহার মাতা ব্রাহ্মণী এবং পিতা ব্রাহ্মণ সে ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে কিন্তু, মাতা পিতা ভিন্নবর্ণস্থ হইলেও কি সন্তান কখন ব্রাহ্মণ হইতে পারে ? ( উত্তর ) হাঁ, অনেকে হইয়াছে, হইতেছে, এবং পরেও হইবে। যেরূপ ছান্দোগ্য উপনিষদের জাবাল ঋষি অজ্ঞাতকুল ( হইয়াও ), মহাভারতের বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়বর্ণ (হইয়াও) এবং মাতঙ্গ ঋষি চণ্ডাল-কুলজাত ( হইয়াও ) ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ( তদ্রূপ ), এক্ষণেও উত্তম বিদ্যা এবং উত্তম স্বভাব সম্পন্ন হইলে ব্রাহ্মণ হইবার যোগ্য হয়, এবং মূর্খ শূদ্রের তুল্য হইয়া থাকে। এইরূপ পরে ( ভবিষ্যতেও ) হইবে।

( প্রশ্ন ) আচ্ছা, রজঃ এবং বীর্য্য হইতে যে শরীর হইয়াছে উহা, পরিবর্ত্তিত হইয়া অন্য বর্ণের যোগ্য কিরূপে হইতে পারে ? ( উত্তর ) রজঃ এবং বীর্য্যের সংযোগে ব্রাহ্মণ শরীর হয় না কিন্তু :—

স্বাধ্যায়েন জপৈ র্হোমৈস্ত্রৈবিদ্যেনেজ্যয়া সুতৈঃ।
মহাযজ্ঞৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ॥ ২। ২৮

ইহার অর্থ পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এস্থলেও সংক্ষেপতঃ বর্ণন করিতেছি। (স্বাধ্যায়েন) পঠন ও পাঠন, ( জপৈঃ ) বিচার করা এবং বিচারে প্রবৃত্ত করান নানাবিধ হোমের অনুষ্ঠান, সম্পূর্ণ বেদ মন্ত্রের শব্দ, অর্থ, সম্বন্ধ এবং স্বরোচ্চারণ সহিত পঠন ও পাঠন, ( ইজ্যয়া ) পৌর্ণমাসী ইষ্টি প্রভৃতির অনুষ্ঠান, বিধিপূর্ব্বক ( সুতৈঃ ) ধর্ম্মানুসারে সন্তানোৎপত্তি, ( মহাযজ্ঞৈশ্চ ) পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, বলি বৈশ্বদেবযজ্ঞ, এবং অতিথিযজ্ঞ, ( যজ্ঞৈশ্চ ) অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ, বিদ্বান্‌দিগের সঙ্গ সৎকার, সত্যভাষণ, পরোপকারাদি সৎকর্ম্ম এবং শিল্পবিদ্যাদি পাঠ করিয়া, দুষ্টাচার পরিত্যাগ করতঃ, শ্রেষ্ঠাচারে অবস্থান অর্থাৎ অনুষ্ঠান দ্বারা এই (তনুঃ) শরীর ( ব্রাহ্মী ) ব্রাহ্মণসম্বন্ধীয় ( ক্রিয়তে ) করা যায়। তুমি কি এই শ্লোককে মান না ? ( প্রশ্ন ) হাঁ মানি। ( উত্তর ) তবে কিজন্য রজোবীর্য্যের যোগে বর্ণব্যবস্থা স্বীকার কর ? আমি একক ইহা মানি এরূপ নহে কিন্তু বহুলোক পরম্পরায় এইরূপ মানিয়া থাকেন। আপনি কি পরম্পরাকেও খণ্ডন করিবেন ? (উত্তর) না, পরন্তু তোমার বিপরীত জ্ঞানকে না মানিয়া উহারই খণ্ডন করি। ( প্রশ্ন ) আমার যে উল্টা (বিপরীত) বোধ ও আপনার যে সোজা ( বিশুদ্ধ ) বুদ্ধি আছে তাহার প্রমাণ কি ? ( উত্তর ) ইহাই কি তোমার প্রমাণ, যে তুমি পাঁচ সাত পুরুষের বর্ত্তমান ব্যবহারকে সনাতন বলিয়া স্বীকার করিতেছ এবং আমি বেদ যাহা সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে অদ্য পর্য্যন্ত পরম্পরা ( কালকে ) সনাতন বলিয়া স্বীকার করিতেছি ( এজন্য আমার কথা সত্য )। দেখ কাহার পিতা শ্রেষ্ঠ ( হইলেও ) তাহার পুত্র দুষ্ট, এবং পিতা দুষ্ট ( হইলেও ) তাহার পুত্র শ্রেষ্ঠ এবং

কখন কখন উভয়ই শ্রেষ্ঠ অথবা দুষ্ট হইতে দেখা যায়, এইজন্য তোমরা ভ্রমে পড়িয়া আছ। দেখ মহাত্মা মনু কি বলিতেছেন :—

**যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ।**
**তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্নরিষ্যতে॥**

**মনুঃ ৪। ১৭৯॥**

যে পথে কোন লোকের পিতা এবং পিতামহ চলেন, সন্তানও সেই পথে চলিবে, পরন্তু যে সৎপুরুষগণ পিতা পিতামহ হন তাঁহাদেরই পথে চলিবে। কিন্তু পিতা ও পিতামহ দুষ্ট হইলে তাঁহাদের মার্গে (পথে) কদাপি চলিবে না। কারণ উত্তম ধর্ম্মাত্মা পুরুষদিগের মার্গ (অনুযায়ী) চলিলে কখন দুঃখ হয় না একথা তুমি স্বীকার কর কিনা? (প্রশ্ন) হাঁ অবশ্য করি। (উত্তর) আর দেখ পরমেশ্বরের প্রকাশিত যে বেদোক্ত বাক্য আছে উহাই, সনাতন এবং তদ্বিরুদ্ধ হইলে তাহা, কখন সনাতন হইতে পারে না। এইরূপ কি সকলের মানা কর্ত্তব্য নহে? (প্রশ্ন) অবশ্য কর্ত্তব্য। (উত্তর) যিনি এরূপ স্বীকার না করেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর যে, দরিদ্রের পুত্র যদি ধনাঢ্য হয় তবে, কি নিজ পিতার দরিদ্রাবস্থা বশতঃ, (পুত্র) ধন পরিত্যাগ করিবে? (অথবা) পিতা অন্ধ হইলে পুত্র কি স্বয়ং নিজ চক্ষু উৎপাটিত করিবে? পিতা কুকর্ম্মী হইলে উহার পুত্রও কি কুকর্ম্মী হইবে? না না না (কদাপি নহে), কিন্তু যে যে কর্ম্ম উত্তম তাহাই পুরুষদিগের সেবনীয় এবং দুষ্কর্ম্মের পরিত্যাগ করাই সকলের পক্ষে অত্যাবশ্যক। (প্রশ্ন) যদি কেহ রজোবীর্য্যের সংযোগ হইতে বর্ণাশ্রমের ব্যবস্থা স্বীকার করেন তবে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে, যদি কেহ নিজবর্ণ পরিত্যাগ করিয়া নীচ, অন্ত্যজ অথবা খৃষ্টিয়ান বা মুসলমান হইয়া যায় তবে, তাহাকে আর কিজন্য ব্রাহ্মণাদি বলিয়া স্বীকার করা না হয়? এস্থলে সে এইরূপ বলিবে, যে সেই ব্যক্তি ব্রাহ্মণের কার্য্য ত্যাগ করাতেই এখন সে ব্রাহ্মণ নহে। ইহা হইতে এই সিদ্ধ হইতেছে যে, ব্রাহ্মণ যদি উত্তম কর্ম্ম করেন তবেই, তিনি ব্রাহ্মণ এবং নীচ লোকও যদি উত্তম বর্ণের গুণ, কর্ম্ম ও স্বভাবযুক্ত হয় তবে, তাহাকেও উত্তমবর্ণ মধ্যে এবং লোক উত্তমবর্ণস্থ হইয়া নীচ কর্ম্ম করিলে তাহাকে, নীচবর্ণ মধ্যে গননা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। (প্রশ্ন)—

**ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ**
**উরূ তদস্যযদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥**

ইহা যজুর্ব্বেদের ৩১ অধ্যায়ের ১১ মন্ত্র। ইহার এইরূপ অর্থ যে ব্রাহ্মণ ঈশ্বরের মুখ, ক্ষত্রিয় তাঁহার বাহু, বৈশ্য উরু এবং শূদ্র চরণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যেরূপ মুখ

আদি বাহু নহে তদ্রূপ বাহু আদিও মুখ হইতে পারে না। এজন্য, ব্রাহ্মণ কদাপি ক্ষত্রিয়াদি এবং ক্ষত্রিয়াদি:কদাপি ব্রাহ্মণ হইতে পারে না! (উত্তর) এই শ্লোকের যে অর্থ তুমি করিয়াছ, উহা প্রকৃত অর্থ নহে কারণ, এস্থলে পুরুষ অর্থাৎ নিরাকার ব্যাপক পরমাত্মার অনুবৃত্তি আছে। তিনি নিরাকার হওয়ায় তাঁহার মুখাদি অঙ্গ কদাপি হইতে পারে না। যে মুখাদি অঙ্গবিশিষ্ট হইবে সে পুরুষ কদাপি ব্যাপক নহেন; এবং ব্যাপক না হওয়ায় তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, জগতের স্রষ্টা, ধর্ত্তা, প্রলয়কর্ত্তা, এবং জীবদিগের পুণ্য ও পাপের ব্যবস্থাপক, সর্ব্বজ্ঞ, অজন্মা এবং মৃত্যুরহিত ইত্যাদি বিশেষণ বিশিষ্ট হইতে পারেন না। এজন্য ইহার অর্থ এইরূপ যে, সেই (অস্য) পূর্ণব্যাপক পরমাত্মার সৃষ্টিমধ্যে যিনি মুখের সদৃশ, তিনি সকলের মধ্যে মুখ্য এবং উত্তম হন বলিয়া তিনি (ব্রাহ্মণঃ) ব্রাহ্মণ। (বাহু) "বাহুর্ব্বৈ বলং বাহুর্ব্বৈ বীর্য্যম্" (শতপথ ব্রাহ্মণ) (অর্থাৎ) বল এবং বীর্য্যের নাম "বাহু" হয় এজন্য, যাঁহাতে এইগুলি অধিক সেই (রাজন্যঃ) ক্ষত্রিয়। (উরূ) কটির অধোভাগ এবং জানুর উপরিস্থ ভাগের নাম উরু, এই উরুর বলে লোকে দেশবিদেশে গতায়াত করে একারণ, যাহারা বাণিজ্য ব্যবসায় জন্য সকল দেশে উরুর বলের দ্বারা যায়, আইসে, এবং বিদেশে প্রবেশ করে সে, (বৈশ্যঃ) বা (তাহাকে বৈশ্য কহে)। এবং (পদ্ভ্যাং) যে (ব্যক্তি) পদের অর্থাৎ নীচ অঙ্গের সদৃশ মূর্খত্বাদি গুণবিশিষ্ট সেই, শূদ্র হইয়া থাকে। অন্যস্থলে শতপথ ব্রাহ্মণাদিতেও এই মন্ত্রের এইরূপ অর্থ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যথা :—

## যস্মাদেতে মুখ্যাস্তস্মান্মুখতোহ্যসৃজ্যন্ত ইত্যাদি।

যেহেতু যাহা কোন পদার্থ মধ্যে মুখ্য বা শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে তাহাকে, মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এরূপ, কথন সঙ্গত হয়। অর্থাৎ যেরূপ মুখ সকল অঙ্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়, তদ্রূপ পূর্ণবিদ্যা এবং উত্তম গুণ কর্ম্ম ও স্বভাবযুক্ত হইলে, মনুষ্যজাতি উত্তম ব্রাহ্মণ (বলিয়া কথিত হন)। যেহেতু পরমেশ্বর নিরাকার হওয়াতে তাঁহার মুখাদি অঙ্গই নাই, তখন মুখ আদি হইতে উৎপন্ন হওয়া বন্ধ্যা স্ত্রীর পুত্রের বিবাহ হওয়া সদৃশ অসম্ভব। অপরন্তু যদি মুখাদি অঙ্গ হইতে ব্রাহ্মণাদির উৎপত্তি হইত তবে, উপাদান কারণের সদৃশ ব্রাহ্মণাদিরও আকৃতি মুখের সদৃশ অবশ্য হইত অর্থাৎ যেরূপ মুখ বর্ত্তুলাকার তদ্রূপই উহাদিগের শরীরও বর্ত্তুলকারযুক্ত হইত, ক্ষত্রিয়গণের শরীর ভুজাসদৃশ, বৈশ্যগণের উরু-তুল্য এবং শূদ্রগণের শরীর পদসদৃশ আকারযুক্ত হওয়া আবশ্যক। (পরন্তু) এরূপ হয় না। আর যদি কেহ তোমাকে জিজ্ঞাসা করে যে সেই সকল লোক যাঁহারা মুখাদি অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন উহাঁদিগেরই নাম ব্রাহ্মণ হউক পরন্তু তোমার নহে, কারণ সাধারণ লোকে যেরূপ গর্ভাশয় হইতে উৎপন্ন হয়, তুমিও তদ্রূপ হইয়া থাক। (অতএব) তুমি মুখাদি হইতে উৎপন্ন না হইয়া কিজন্য ব্রাহ্মণাদিসংজ্ঞার অভিমান

করিতেছ ? এইজন্য তোমার কথিত অর্থ ব্যর্থ হইয়া যায়। এ কারণ আমার যে অর্থ তাহাই সত্য। এইরূপ অন্যত্রও কথিত আছে যথা :—

**শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চেতি শূদ্রতাম্।**
**ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাত্তথৈব চ॥ মনুঃ ১০।৬৫।**

শূদ্রকুলে উৎপন্ন হইয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের তুল্য গুণ, কর্ম্ম স্বভাবযুক্ত হইলে ঐ শূদ্র, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য হইয়া যায়। তদ্রূপ যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্যকুলে উৎপন্ন হইয়াছে তাহার, গুণ কর্ম্ম স্বভাব শূদ্রসদৃশ হইলে সে শূদ্র হইয়া যায়। এইরূপে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকুলে উৎপন্ন হইয়াও, কেহ ব্রাহ্মণ অথবা শূদ্রের সদৃশ হইলে সে, ব্রাহ্মণ বা শূদ্রও হইয়া যায়। অর্থাৎ চারি বর্ণের মধ্যে যে স্ত্রী অথবা পুরুষ যে যে বর্ণের সদৃশ হইবে সে সেই সেই বর্ণের মধ্যে গণনীয় হইবে।

**ধর্ম্মচর্য্যয়া জঘন্যো বর্ণঃ পূর্ব্বং পূর্ব্বং বর্ণমাপদ্যতে জাতিপরিবৃত্তৌ॥ ১॥**
**অধর্ম্মচর্য্যয়া পূর্ব্বো বর্ণো জঘন্যং জঘন্যং বর্ণমাপদ্যতে জাতিপরিবৃত্তৌ॥ ২॥**

ইহা আপস্তম্ব সূত্র। ধর্ম্মাচরণ দ্বারা নিকৃষ্ট বর্ণযুক্ত পুরুষ নিজাপেক্ষা উত্তম উত্তম বর্ণ প্রাপ্ত হয় এবং সে যে বর্ণের যোগ্য হইবে সেই বর্ণে গণনীয় হইবে।

তদ্রূপ অধর্ম্মাচরণ দ্বারা পূর্ব্ব অর্থাৎ উত্তম বর্ণবিশিষ্ট মনুষ্য, নিজাপেক্ষা নিম্ন নিম্ন বর্ণ প্রাপ্ত হয়, এবং সেই বর্ণে গণনীয় হইবে। যেরূপ পুরুষ যে যে বর্ণের যোগ্য হয়, তদ্রূপ স্ত্রীলোকেরও ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে। ইহা দ্বারা কি সিদ্ধ হইতেছে ? অর্থাৎ এইরূপ হইলে সকল বর্ণ নিজ নিজ গুণ, কর্ম্ম স্বভাবযুক্ত হইয়া বিশুদ্ধভাবে অবস্থান করিবে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কুলে কেহ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, অথবা শূদ্রের সদৃশ না থাকে, এবং ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রবর্ণও বিশুদ্ধ থাকে অর্থাৎ বর্ণসঙ্করতা প্রাপ্ত না হয়। যহার দ্বারা কোন বর্ণের নিন্দা বা অযোগ্যতা হইবে না। (প্রশ্ন) যদি কাহারও একমাত্র পুত্র অথবা পুত্রী থাকে ও সে অপর বর্ণে প্রবিষ্ট হয় তবে, ( তাহার ) মাতা বা পিতার সেবা কে করিবে এবং বংশোচ্ছেদনও হইয়া যাইবে। অতএব ইহার কিরূপ ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক ? (উত্তর) কাহারও সেবা ভঙ্গ অথবা বংশোচ্ছেদ হইবে না ; কারণ তাহাদিগকে নিজ বালক ও বালিকার পরিবর্ত্তে স্ববর্ণযোগ্য অপর সন্তান বিদ্যাসভা ও রাজসভার ব্যবস্থানুসারে দেওয়া হইবে। সুতরাং কোনরূপ অব্যবস্থা হইবে না। এইরূপ গুণ ও কর্ম্ম দ্বারা বর্ণব্যবস্থা কন্যাগণের ১৬ বর্ষে এবং পুরুষদিগের ২৫ বর্ষে পরীক্ষা দ্বারা নিয়ত নির্দ্ধারিত করা কর্ত্তব্য। এবং এইরূপ

ক্রমানুসারে অর্থাৎ ব্রাহ্মণবর্ণের ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়বর্ণের ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যবর্ণের বৈশ্যা এবং শূদ্রবর্ণের শূদ্রার সহিত বিবাহ হওয়া কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই আপন আপন বর্ণের কর্ম্ম এবং পরস্পর প্রীতিও যথাযোগ্য থাকিবে। এই চারি বর্ণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং গুণ এইরূপ :—

অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ মনুঃ ১। ৮
শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্
ভং গীঃ ॥ অঃ ১৮। শ্লো ৪২ ॥

ব্রাহ্মণের পঠন, পাঠন, যজ্ঞ করা ও করান, দান দেওয়া এবং লওয়া ( প্রতিগ্রহ স্বীকার করা) এই ছয় কর্ম্ম। (পরন্তু "প্রতিগ্রহঃ প্রত্যবরঃ"-মনু) অর্থাৎ প্রতিগ্রহ স্বীকার করা নীচ কার্য্য, ইহা (মনু বলেন)। (শমঃ) মনের দ্বারা অসৎ কার্য্যের ইচ্ছা পর্য্যন্ত না করা এবং উহাকে (মনকে) অধর্ম্মে কখনও প্রবৃত্ত হইতে না দেওয়া ; ( দমঃ ) কর্ণ এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দিগকে অন্যায়াচরণ হইতে নিবারণ করিয়া, ধর্ম্মপথে প্রবর্ত্তিত করা ; (তপঃ) সদা ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয় হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করা ; ( শৌচং ) ( যথা )—

অদ্ভির্গাত্রাণি শুধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি।
বিদ্যাতপোভ্যাং ভূতাত্মা বুদ্ধির্জ্ঞানেন শুধ্যতি ॥
মনুঃ ৫। ১০৯ ॥

জল দ্বারা বাহ্য অঙ্গ, সত্যাচার দ্বারা মন, বিদ্যা এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা জীবাত্মা, এবং জ্ঞান দ্বারা বুদ্ধি পবিত্র হয়। ভিতরের রাগ দ্বেষাদি দোষ এবং বাহ্য মল দূর করতঃ শুদ্ধ থাকা অর্থাৎ সত্যাসত্যের বিবেক পূর্ব্বক সত্যের গ্রহণ এবং অসত্যের ত্যাগ দ্বারা নিশ্চয় পবিত্র হইয়া থাকে। ( ক্ষান্তি ) অর্থাৎ নিন্দা স্তুতি, সুখদুঃখ, শীতোষ্ণ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, হানি লাভ মানাপমান আদি, হর্ষ শোক পরিত্যাগ করতঃ, ধর্ম্মে দৃঢ়নিশ্চয় থাকা ( আর্জ্জব ) কোমলতা, নিরভিমান, সরলতা, সরল স্বভাব রক্ষা করা এবং কুটিলতাদি দোষ পরিহার করা ; জ্ঞান ; সমগ্র বেদাদি শাস্ত্র সকলকে সাঙ্গোপাঙ্গসহ পাঠ করতঃ পাঠন বিষয়ে সামর্থ্য, বিবেক ও সত্যনির্ণয়—যে বস্তু যেরূপ, অর্থাৎ জড়কে জড় এবং চেতনকে চেতন জানা ও স্বীকার করা ; ( বিজ্ঞান ) পৃথিবী হইতে পরমেশ্বর পর্য্যন্ত পদার্থের বিশেষভাবে জ্ঞাত হইয়া উহাদিগের দ্বারা যথাযোগ্য উপকার গ্রহণ করা,

(আস্তিক্য) বেদ, ঈশ্বর, মুক্তি, পূর্ব্ব ও পরজন্ম, ধর্ম্ম, বিদ্যা, সৎসঙ্গ ; মাতা পিতা আচার্য্য এবং অতিথিগণের সেবা কখন ত্যাগ করিবে না এবং কখনও উহাদিগের নিন্দা করিবে না। এই পঞ্চদশ কার্য্য ও গুণ ব্রাহ্মণবর্ণস্থ মনুষ্যের অবশ্য হওয়া কর্ত্তব্য ॥২॥ ক্ষত্রিয় ঃ—

প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেবচ।
বিষয়েষ্ব প্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ ॥

মনুঃ ॥ ১ ॥ ১। ৮৯ ॥

শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥

ভঃ গীঃ ॥ অং ১৮। শ্লোক ৪৩ ॥

ন্যায়ানুসারে প্রজারক্ষা অর্থাৎ পক্ষপাত পরিত্যাগ করিয়া শ্রেষ্ঠপুরুষগণের সৎকার এবং দুষ্টগণের তিরস্কার করা, সর্ব্ব প্রকারে সকলকে পালন করা, দান অর্থাৎ বিদ্যা ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি এবং সুপাত্রের সেবাতে ধনাদি পদার্থের ব্যয় করা, ( ইজ্যা ) অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞানুষ্ঠান করা, (অধ্যয়ন) বেদাদি শাস্ত্রের পাঠ করা ও বিষয় সকলে আসক্ত না হইয়া, এবং জিতেন্দ্রিয় থাকিয়া সদা শরীর এবং আত্মা দ্বারা বলবান থাকা ॥১॥ ( শৌর্য্যং ) শত সহস্রের সহিত একাকী যুদ্ধ করিতে ভয় না পাওয়া, ( তেজঃ ) সদা তেজস্বী অর্থাৎ দীনতারহিত প্রগলভাবে দৃঢ়তা অবলম্বন করতঃ অবস্থান করা, ( ধৃতি ) ধৈর্য্যবান হওয়া, ( দাক্ষ্য ) রাজা এবং প্রজাসম্বন্ধীয় ব্যবহার এবং সকল শাস্ত্রে অতি চতুরতা প্রকাশ করা, ( যুদ্ধে ) যুদ্ধে ও দৃঢ়ভাবে নিঃশঙ্ক থাকিয়া কখন পরাঙ্মুখ না হওয়া অথবা পলায়ন করা, অর্থাৎ এইরূপ যুদ্ধ করা যাহাতে নিশ্চিত বিজয় হইবে, এবং নিজকে রক্ষা করতঃ অথবা নিজকে পলায়নরূপ দেখাইয়া শত্রুদিগকে প্রতারণা করতঃ, যাহাতে জয় হয় তদ্রূপ করা, ( দান ) দানশীলতা রক্ষা করা ; এবং (ঈশ্বরভাব) পক্ষপাতরহিত হইয়া সকলের সহিত যথাযোগ্য ব্যবহার করা, বিচার করা, এবং প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করা ও কখন উহার ভঙ্গ হইতে না দেওয়া। এই একাদশ ক্ষত্রিয় বর্ণের গুণ ও কর্ম্ম হইয়া থাকে ॥২॥ বৈশ্য ঃ—

পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেবচ।
বণিক্‌পথং কুসীদং চ বৈশ্যস্য কৃষিমেবচ ॥ মনুঃ ॥১॥৯০

( পশুরক্ষা ) গো প্রভৃতি পশুদিগের পালন ও বর্দ্ধন করা, ( দান ) বিদ্যা এবং ধর্ম্ম বৃদ্ধি করিবার ও করাইবার জন্য ধনাদির ব্যয় করা, ( ইজ্যা ) অগ্নিহোত্রাদি

যজ্ঞানুষ্ঠান করা; (অধ্যয়ন) বেদাদি শাস্ত্রপাঠ করা; (বণিক্‌পথ) সর্ব্বপ্রকার ব্যবসা করা; (কুসীদ) ৪।৬।৮।১০।১২।১৬ অথবা ২০ আনা অর্থাৎ পাঁচ সিকার অধিক ব্যাজ এবং মূলের অর্থাৎ এক টাকা দিয়া শতবর্ষ গত হইলেও দুই টাকার অধিক সুদ না লওয়া এবং না দেওয়া; এবং (কৃষি) ক্ষেত্রকর্ষণ করা; এই সকল বৈশ্যের গুণ ও কর্ম্ম॥ শূদ্র :—

**একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম্ম সমাদিশৎ।**
**এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া॥ মনুঃ ১। ৯১॥**

শূদ্রের উচিত যে নিন্দা ঈর্ষা ও অভিমানাদি দোষ সকল ত্যাগ করিয়া, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদিগের যথাবৎ সেবা করা, এবং তদ্দ্বারাই নিজের জীবিকা নির্ব্বাহ করা এবং ইহাই একমাত্র শূদ্রের গুণ ও কর্ম্ম। এইরূপে সংক্ষেপতঃ, যে যে বর্ণের গুণ কর্ম্ম যাহাতে থাকিবে তাহাকে সেই সেই বর্ণের অধিকার প্রদান করিলে, সকল মনুষ্যই উন্নতিশীল হইতে পারে। কারণ উত্তমবর্ণের ভয় হইবে যে, আমার সন্তান মূর্খত্বাদি দোষযুক্ত হইলে শূদ্র হইয়া যাইবে, এবং (এইরূপে) সন্তানেরও ভয় হইবে যে, যদি আমি উক্ত আচার ব্যবহার এবং বিদ্যাযুক্ত না হই, তবে আমাকে শূদ্র হইতে হইবে। এইরূপে নীচ বর্ণের ও উত্তম বর্ণস্থ হইবার জন্য উৎসাহ বৃদ্ধি হইবে। বিদ্যা এবং ধর্ম্ম প্রচারের অধিকার ব্রাহ্মণকে দিবে, কারণ পূর্ণবিদ্বান্ এবং ধার্ম্মিক হওয়ায় উক্ত কার্য্যের তিনিই যথাযোগ্য অনুষ্ঠান করিতে পারেন। ক্ষত্রিয়কে রাজ্যের অধিকার প্রদান করিলে কদাপি রাজ্যের হানি বা বিঘ্ন হয় না। পশুপালনাদির অধিকার বৈশ্যেরই হওয়া উচিত, কারণ সেই এই কার্য্য উত্তমরূপে করিতে পারে। শূদ্রের সেবাধিকার এই জন্য আছে যে তাহারা বিদ্যারহিত এবং মূর্খ হওয়ায় বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় কার্য্য কিছুই করিতে পারে না কিন্তু শারীরিক কার্য্য সকল সম্পাদন করিতে পারে। এই প্রকারে বর্ণদিগকে নিজ নিজ অধিকারে প্রবৃত্ত করা রাজা আদির কর্ত্তব্য কার্য।

বিবাহের লক্ষণ।

**ব্রাহ্মোদৈব স্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাঽঽসুরঃ।**
**গান্ধর্ব্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ॥মনুঃ ৩।২১**

বিবাহ অষ্টবিধ হইয়া থাকে। প্রথম ব্রাহ্ম, দ্বিতীয় দৈব, তৃতীয় আর্ষ, চতুর্থ প্রাজাপত্য, পঞ্চম আসুর, ষষ্ঠ গান্ধর্ব্ব, সপ্তম রাক্ষস এবং অষ্টম পৈশাচ। এই সকল বিবাহের এইরূপ ব্যবস্থা যথা :—বর ও কন্যা উভয়ে যথাবৎ ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা পূর্ণবিদ্বান্, ধার্ম্মিক এবং সুশীল হইলে, উহাদিগের প্রসন্নতা সহকারে বিবাহ হওয়াকে "ব্রাহ্ম" বিবাহ

বলা যায়। বিস্তৃত যজ্ঞকালে ঋত্বিক নিজ কার্য্য করিতেছেন এমন সময় জামাতাকে অলঙ্কারযুক্ত কন্যাদানকে "দৈব" ; বরপক্ষ হইতে কিছু ( ধর্ম্মার্থে, স্বার্থজন্য নহে, যথা এক বা দুই গোমিথুন যজ্ঞার্থ ) গ্রহণ করতঃ বিবাহ হওয়াকে "আর্ষ" বিবাহ কহে। উভয়ের বিবাহ ধর্ম্ম বৃদ্ধির জন্য হওয়ার নাম "প্রাজাপত্য"। (কন্যার জ্ঞাতি) এবং কন্যাকে অথবা বরকেও কিছু দিয়া বিবাহ হওয়াকে "আসুর" কহে। অনিয়মও অসময় কোন কারণ বশতঃ, বর ও কন্যার পরস্পর ইচ্ছাপূর্ব্বক সংযোগকে "গান্ধর্ব্ব" কহে। ( হত্যা, ছেদন, ভেদন ও ) যুদ্ধ করিয়া বলাৎকার দ্বারা অর্থাৎ বলপূর্ব্বক কন্যা গ্রহণ ( বা হরণ ) করাকে "রাক্ষস" বিবাহ বলা যায়। শয়িতা অথবা মদমত্তা কন্যার সহিত বলাৎকার(পূর্ব্বক)সংযোগ করাকে "পৈশাচ" ( বিবাহ ) কহে। এই সকল বিবাহের মধ্যে ব্রাহ্ম বিবাহ সর্ব্বোৎকৃষ্ট, দৈব ও প্রাজাপত্য মধ্যম ; আর্ষ, আসুর এবং গান্ধর্ব্ব নিকৃষ্ট ; রাক্ষস অধম এবং পৈশাচ ( অধমাধমও ) মহাভ্রষ্ট হইয়া থাকে। এজন্য এইরূপ নিশ্চয় রাখিতে হইবে, যে বিবাহের পূর্ব্বে বর এবং কন্যার একান্তে অর্থাৎ নির্জ্জনে কখন মিলন হওয়া কর্ত্তব্য নহে, কারণ যুবাবস্থায় স্ত্রী ও পুরুষের একান্তবাস অতি দোষাবহ। পরন্তু, যখন কন্যা বা বরের বিবাহের সময় ( উপস্থিত ) হইবে, অর্থাৎ যখন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম এবং বিদ্যা পূর্ণ হইবার এক বৎসর অথবা ছয় মাস অবশিষ্ট থাকিবে তখন, উক্ত কন্যা, এবং কুমারের প্রতিবিম্ব অর্থাৎ "ফটোগ্রাফ" ( গ্রহণ করিয়া ) কন্যাদিগের অধ্যাপিকার নিকট কুমারদিগের, এবং কুমারদিগের অধ্যাপকের নিকট কুমারীদিগের প্রতিকৃতি প্রেরণ করিবে। যাহাদিগের রূপের ঐক্য হইবে, উহাদিগের ইতিহাস অর্থাৎ জন্ম হইতে ততদিন পর্য্যন্ত কালের জীবনচরিতের পুস্তক তাহাদের অধ্যাপকেরা আনাইয়া দেখিবেন। উভয়ের গুণ, কর্ম্ম স্বভাব সদৃশ হইলে যাহার সহিত যাহার বিবাহ হওয়া যোগ্য অর্থাৎ উচিত বুঝা যাইবে, সেই সেই পুরুষ এবং কন্যার প্রতিবিম্ব এবং জীবনচরিত কন্যা এবং বরের হস্তে প্রদান করিবেন এবং কহিবেন যে এবিষয়ে তোমাদের যেরূপ অভিপ্রায় হয়, তাহা আমাকে বিদিত করিবে। যখন উভয়ের বিবাহ করার অভিপ্রায় নিশ্চয় হইবে তখন ঐ উভয়ের সমাবর্ত্তন এক সময়ে হইবে। যদি উভয়েই অধ্যাপকগণের সমক্ষে বিবাহ করিতে চাহেন, তবে সেই স্থলে, অন্যথা কন্যার মাতা এবং পিতার গৃহে বিবাহ হওয়া কর্ত্তব্য। সমক্ষে বিবাহ হইলে অধ্যাপকগণ অথবা কন্যার মাতাপিতা প্রভৃতি ভদ্র পুরুষদিগের সমক্ষে বর এবং কন্যার পরস্পর কথোপকথন ও শাস্ত্রার্থ করান হইবে। আর যদি কেহ কোন গোপনীয় ব্যবহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে চাহে, তাহাও সভামধ্যে লিখিয়া এক অপরের হস্তে দিয়া প্রশ্নোত্তর করিবে। যখন উভয়ের মধ্যে বিবাহ করিবার জন্য দৃঢ় প্রেমজন্মিবে তখন হইতে তাহাদিগের ভোজন বা পানাদি বিষয় উত্তম (উচিত) প্রবন্ধ হওয়া কর্ত্তব্য, যাহাতে উহাদিগের পূর্ব্বানুষ্ঠিত ব্রহ্মচর্য্য ও বিদ্যাধ্যয়নরূপ তপশ্চর্য্যা ও কষ্ট

দ্বারা দুর্ব্বলতা ঘটিয়াছিল তজ্জন্ত শরীর যাহাতে চন্দ্রকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইয়া অল্পদিনেই পুষ্ট হইয়া যায়। পরে যে দিবস কন্যা রজস্বলা হইয়া শুদ্ধ হইবে, তখনবেদী এবং মণ্ডপ রচনা করিয়া, অনেক সুগন্ধাদি দ্রব্য এবং ঘৃতাদি দ্বারা হোম তথা বিদ্বান পুরুষ এবং স্ত্রীলোকদিগের যথাযোগ্য সৎকার করিবে। তৎপরে যে দিবস ঋতু দানের যোগ্য সময়ে বুঝিবে সেই দিবস "সংস্কার বিধি" পুস্তকস্থ বিধির অনুসারে সকল কর্ম্ম করিয়া মধ্যরাত্রিতে অথবা দশ ঘটিকার সময় প্রসন্নভাবে সকলের সমক্ষে পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক বিবাহবিধি পূর্ণ করিয়া, নির্জ্জনে অবস্থান করিবে। পুরুষের বীর্য্যস্থাপন এবং স্ত্রীর বীর্য্যাকর্ষণ বিষয়ে যে বিধি আছে, তদনুসারে উভয়ে কার্য্য করিবে। যথাসাধ্য ব্রহ্মচর্য্যের বীর্য্য ব্যর্থ হইতে দিবে না, কারণ উক্ত বীর্য্য এবং রজঃ হইতে শরীর উৎপন্ন হইলে অপূর্ব্ব ও উত্তম সন্তান জন্মে। গর্ভাশয়ে বীর্য্য পতিত হইবার সময় স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়ে স্থির থাকিয়া নাসিকাভিমুখে নাসিকা এবং নেত্রসমক্ষে নেত্র রাখিবে, অর্থাৎ শরীর সরল রাখিয়া, অতি প্রসন্নচিত্ত থাকিবে, এবং কম্পিত হইবেনা। পুরুষ নিজ শরীর শিথিল রাখিবে। স্ত্রী বীর্য্য প্রাপ্তির সময়, অপান বায়ু ঊর্দ্ধে আকর্ষণ করিবে, এবং যোনি সঙ্কোচ করতঃ, বীর্য্য আকর্ষণ করিয়া গর্ভাশয়ে স্থাপিত করিবে। পশ্চাৎ উভয়ে বিশুদ্ধ জলে স্নান করিবে। * গর্ভস্থিত বিষয়ে বিদুষী স্ত্রীর উক্ত সময়েই পরিজ্ঞান হয়, পরন্তু এক মাস পরে পুনরায় রজস্বলা না হইলে সকলেরই উহার নিশ্চয় জ্ঞান হইয়া যায়। গর্ভস্নান করিয়া পূর্ব্ব রক্ষিত শীতল দুগ্ধ, শুঁঠ, কেশর, অশ্বগন্ধা, ছোট এলায এবং সালমমিশ্রী মিশ্রিত করিয়া যথারুচি উভয়ে পান করিয়া, স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ শয্যায় শয়ন করিবে। প্রত্যেক গর্ভাধান ক্রিয়ার সময় এইরূপ বিধির অনুষ্ঠান করা উচিত। পরে একমাসেও রজস্বলা না হওয়াতে গর্ভাধানের নিশ্চয় হইলে, সেই সময় হইতে একবর্ষ পর্য্যন্ত কখন স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পর সমাগম হইবে না। কারণ সমাগম না করিলে সন্তান উত্তম হয় এবং পরে অন্য সন্তানও তদ্রূপ হইয়া থাকে, অন্যথা, বীর্য্য ব্যর্থ হয়, উভয়ের আয়ুর হ্রাস হয়, এবং নানাপ্রকার রোগ উপস্থিত হয়। পরন্তু উভয়ের মধ্যে বাহ্যিক প্রেমালাপাদি ব্যবহার অবশ্য অবশ্য রক্ষা করিবে। বীর্য্যস্থিতি করিয়া এবং স্ত্রী-গর্ভরক্ষা করতঃ, উভয়ে এরূপ ভোজন ও আচ্ছাদন ব্যবহার করিবে যে কোনরূপে যেন স্বপ্নেও পুরুষের বীর্য্য নষ্ট না হয়, এবং স্ত্রীগর্ভে বালকের শরীর অত্যুত্তম রূপ, লাবণ্য, পুষ্টি, বল ও পরাক্রমযুক্ত হইয়া দশ মাসে ভূমিষ্ট হয়। চতুর্থ মাসে বিশেষরূপে এবং অষ্টম মাসের পরে অতিশয় সতর্কতাবে গর্ভরক্ষা করা আবশ্যক। গর্ভবতী স্ত্রী কখন রেচক, রুক্ষ, মাদক দ্রব্য, বল ও বুদ্ধিনাশক পদার্থ প্রভৃতি সেবন করিবে না। পরন্তু ঘৃত, দুগ্ধ, উত্তম তণ্ডুল,

---

* এ সকল গোপনীয় কথা। এইজন্ত ইহা হইতে সমগ্র বুঝিয়া লইতে হইবে। বিশেষ লেখা উচিত নহে।

গোধুম মুগ ও মাসকলাই প্রভৃতি অন্ন ভোজন ও পান করতঃ, দেশ ও কালানুসারে যুক্তি পূর্ব্বক কার্য্যানুষ্ঠান করিবে। গর্ভ সময়ে দুইটি সংস্কার আছে। প্রথমতঃ চতুর্থ মাসে পুংসবন, এবং দ্বিতীয়তঃ অষ্টম মাসে সীমন্তোন্নয়ন যথাবিধি করিবে। সন্তানের জন্ম হইলে স্ত্রীর এবং বালকের শরীর অতি সাবধানে রক্ষা করিবে। অর্থাৎ প্রথমেই শুণ্ঠীপাক অর্থাৎ সৌভাগ্য শুণ্ঠীপাক প্রস্তুত করিয়া রাখিবে। উক্ত সময়ে সুগন্ধযুক্ত উষ্ণ (অর্থাৎ কিঞ্চিৎ উষ্ণ) জলে স্ত্রী স্নান করিবে এবং শিশুকেও স্নান করাইবে। তৎপশ্চাৎ নাড়ীচ্ছেদন হইবে অর্থাৎ শিশুর নাভিমূল নাড়ীর গ্রন্থি এক কোমল সূত্র দ্বারা বাঁধিয়া ৪ অঙ্গুল ছাড়িয়া উহা এরূপে করিয়া কাটিবে যে শরীরের এক বিন্দুও রক্ত পতিত হইবে না। তদনন্তর উক্ত স্থান শুষ্ক করিয়া প্রসূতির গৃহের দ্বার মধ্যে সুগন্ধাদি দ্রব্য ও ঘৃতাদি দ্বারা হোম করিবে। তৎপশ্চাৎ পিতা শিশুর কর্ণে "বেদোসীতি" অর্থাৎ তোমার নাম বেদ হয় শুনাইয়া, ঘৃত এবং মধু লইয়া স্বর্ণশলাকা দ্বারা জিহ্বার উপর "ওঁ" এই অক্ষর লিখিয়া মধু এবং ঘৃতযুক্ত শলাকাদ্বারা লেহন করাইবে, এবং পরে উহার মাতাকে প্রদান করিবে। দুগ্ধপান আবশ্যক হইলে, উহার মাতা পান করাইবে। মাতার দুগ্ধ না থাকিলে, কোন স্ত্রীকে পরীক্ষা করিয়া তাহার দুগ্ধ পান করাইবে। পরে অপর পবিত্র গৃহে (যেখান বায়ু পরিশুদ্ধ হইবে) প্রাতঃকালে এবং সায়ংকালে সুগন্ধ ঘৃত দ্বারা হোম করতঃ, প্রসূতি এবং শিশুকে রাখিবে। ছয়দিন পর্য্যন্ত শিশু মাতৃদুগ্ধ পান করিবে, এবং স্ত্রীও নিজ শরীরের পুষ্টির জন্য নানাপ্রকারের উত্তম ভোজন করিবেও যোনি সঙ্কোচাদি করিবে। ষষ্ঠ দিনে স্ত্রী প্রসূত গৃহ হইতে বিনির্গত হইবে,এবং শিশুর দুগ্ধ-পানের জন্য ধাত্রী রাখিয়া দিবে। ঐ (ধাত্রীর) ভোজন ও পানীয় উত্তমরূপে করাইবে। ধাত্রী শিশুকে স্তনপান করাইবে এবং পালনও করিবে। কিন্তু মাতা শিশুর প্রতি সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখিবেন যাহাতে পালন বিষয়ে কোন প্রকার অনুচিৎ ব্যবহারনা হয়। প্রসূতির দুগ্ধ বন্ধ করিবার জন্য, স্ত্রীর স্তনের অগ্রভাগের উপর এরূপ প্রলেপ দিবে যাহাতে দুগ্ধস্রাব না হয়। পান ভোজনাদি তদ্রূপই যথাযোগ্য করিতে হইবে। পশ্চাৎ "সংস্কার বিধির" রীতি অনুসারে নামকরণাদি সংস্কার করিতে হইবে। স্ত্রী পুনরায় রজস্বলা হইয়া শুদ্ধ হইবার পর, যথাসময় উক্ত প্রকারে ঋতু দান করিবে।

ঋতুকালাভিগামী স্যাৎ স্বদারনিরতঃ সদা।
পর্ব্ববর্জ্জং ব্রজেচ্চৈনাং তদ্ব্রতো রতিকাম্যয়া॥

মনুঃ ৩॥ ৪৫॥

নিন্দ্যাস্বষ্টাসু চান্যাসু স্ত্রিয়ো রাত্রিষু বর্জ্জয়ন্।
ব্রহ্মচার্য্যেব ভবতি যত্র তত্রাশ্রমে বসন॥

মনুঃ। ৩। ৫০।

যিনি নিজস্ত্রীতে প্রসন্ন থাকেন এবং নিষিদ্ধ রাত্রিতে স্ত্রী হইতে পৃথক থাকিয়া ঋতুগামী হয়েন তিনি, গৃহস্থ হইলেও ব্রহ্মচারীর সদৃশ।

সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈব চ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবম্ ॥ ১ ॥
যদি হি স্ত্রী ন রোচেত পুমাংসন্ন প্রমোদয়েৎ।
অপ্রমোদাৎ পুনঃ পুংসঃ প্রজনং ন প্রবর্ত্ততে ॥ ২ ॥
স্ত্রিয়ান্তু রোচমানায়াং সর্ব্বং তদ্রোচতে কুলম্।
তস্যাংত্বরোচমানায়াং সর্ব্বমেব ন রোচতে ॥ ৩ ॥
মনুঃ। ৩। ৬০-৬২।

যে কুলে ভার্য্যার উপর স্বামী এবং স্বামীর উপর পত্নী অত্যন্ত প্রসন্ন থাকে, সেই কুলেই সমস্ত সৌভাগ্য এবং ঐশ্বর্য্য নিবাস করে। যেখানে কলহ হয়, সেই স্থলে দুর্ভাগ্য এবং দারিদ্র্য স্থির ভাবে অবস্থান করে ॥ ১ ॥ যদি স্ত্রীর স্বামীর উপর প্রীতি না হয় এবং সে পতিকে প্রসন্ন না করে, তাহা হইলে পতির অপ্রসন্নতা বশতঃ কাম উৎপন্ন হয় না ॥ ২ ॥ স্ত্রীর প্রসন্নতাবশতঃ সমগ্র কুল প্রসন্ন হয়, তাহার অপ্রসন্নতা-বশতঃ সমস্ত কুলই অপ্রসন্ন অর্থাৎ দুঃখদায়ক হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভির্দেবরৈস্তথা।
পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহুকল্যাণমীপ্সুভিঃ ॥ ১ ॥
যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ২ ॥
শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎ কুলম্।
ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা ॥ ৩ ॥
তস্মাদেতাঃ সদা পূজ্যা ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ।
ভূতিকামৈর্নরৈর্নিত্যং সৎকারেষুৎসবেষু চ ॥ ৪ ।
মনুঃ। ৩। ৫৫-৫৭। ৫৯।

পিতা, ভ্রাতা, পতি এবং দেবর স্ত্রীগণকে সংকার করিয়া ভূষণাদি দ্বারা প্রসন্ন রাখিবে, যেহেতু যাহাদিগেরা বহুকল্যাণ কামনা করিবে তাহারাই এরূপ করিবে ॥ ১॥ যে

গৃহে স্ত্রীলোকের সৎকার হয়, সে গৃহের পুরুষ সকল বিদ্যাযুক্ত হইয়া দেবসজ্ঞা লাভ করতঃ, আনন্দে ক্রীড়া করেন; যেখানে স্ত্রীলোকের সৎকার না হয় সে গৃহে সমস্ত কর্ম্ম নিস্ফল হইয়া থাকে ॥ ২ ॥ যে গৃহে বা কুলে স্ত্রীলোক শোকাতুর হইয়া দুঃখ প্রাপ্ত হয় সে কুল শীঘ্র নষ্ট ভ্রষ্ট হইয়া যায় এবং যে গৃহে বা কুলে স্ত্রীলোক আনন্দোৎসাহে সর্ব্বদা পূর্ণ প্রসন্ন থাকে, সে কুল সর্ব্বদা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ॥ ৩ ॥ এই জন্য ঐশ্বর্য্য-কামনাবিশিষ্ট লোক সৎকার এবং উৎসবের সময়, স্ত্রীলোককে ভূষণ, বস্ত্র এবং ভোজনাদি দ্বারা, নিত্য প্রতি সৎকার করিবে ॥ ৪ ॥ ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে এস্থলে "পূজা" শব্দের অর্থ "সৎকার"। দিবারাত্র মধ্যে উভয়ে প্রথম সম্মিলন অথবা পৃথক হইবার সময়ে এক অপরকে "নমস্তে" এইরূপ বলিয়া অভিভাষণ করিবে।

সদা প্রহৃষ্টয়া ভাব্যং গৃহকার্য্যেষু দক্ষয়া।
সুসংস্কৃতোপস্করয়া ব্যয়ে চামুক্তহস্তয়া ॥ মনু ৫। ১৫০ ॥

স্ত্রীলোকের উচিত যে অতি প্রসন্নতা সহ সকল গৃহকার্য্যে চতুরতা প্রকাশ করিয়া সকল পদার্থ সমূহের উত্তম সংস্কার এবং গৃহশুদ্ধি সম্পাদন করিবে, এবং ব্যয় সম্বন্ধে অত্যন্ত উদারতা প্রকাশ করিবে না, অর্থাৎ যথানিয়ম ব্যয় করিবে। সকল পদার্থ বিশুদ্ধ রাখিবে এবং এরূপ পাক করিবে, যে উক্ত পক্ব দ্রব্য সকল ঔষধের মত হইয়া শরীরের এবং আত্মার রোগ আনিতে না পারে। যাহা যাহা ব্যয় করা হইবে, উহার যথাযোগ্য হিসাব রাখিয়া স্বামী আদি গুরুজনকে শুনাইবে (ও দেখাইবে)। গৃহস্থ ভৃত্যাদির নিকট যথাযোগ্য কার্য্য আদায় করিবে এবং কোন কার্য্য বিকৃত হইতে দিবে না।

স্ত্রিয়ো রত্নান্যথো বিদ্যা সত্যং শৌচং সুভাষিতম্।
বিবিধানি চ শিল্পানি সমাদেয়ানি সর্ব্বতঃ ॥ মনু ২। ২৪০

উত্তম স্ত্রী, নানা প্রকার রত্ন, বিদ্যা, সত্য পবিত্রতা শ্রেষ্ঠভাষণ এবং নানাবিধ শিল্পবিদ্যা অর্থাৎ কারুগিরি সর্ব্বদেশ এবং সকল মনুষ্যের নিকট হইতে গ্রহণ করিবে।

সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়ান্নব্রূয়াৎসত্যমপ্রিয়ম্।
প্রিয়ং চ নানৃতং ব্রূয়াদেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥ ১ ॥
ভদ্রং ভদ্রমিতি ব্রূয়াদ্ ভদ্রমিত্যেব বা বদেৎ।
শুষ্কবৈরং বিবাদঞ্চ ন কুর্য্যাৎ কেনচিৎ সহ ॥
মনুঃ ৪। ১৩৮।১৩৯।

অপরের হিতকর (অথচ) প্রিয় সত্য সর্ব্বদা বলিবে। অপ্রিয় সত্য, যথা কাণাকে

কাণা এইরূপ বলিবে না। অপরকে প্রসন্ন করিবার জন্য অনৃত অর্থাৎ মিথ্যা বলিবে না ॥ ১ ॥ সর্ব্বদা ভদ্র অর্থাৎ সকলের হিতকর বাক্য বলিবে। শুষ্কবৈর অর্থাৎ বিনাপরাধে কাহারও সহিত বিবাদ বা বিরোধ করিবে না ॥ ২ ॥ যাহা অপরের হিতকর হইবে ও যদি সে মনে অন্যথা বা মন্দও ভাবে তথাপি তাহা না বলিয়া ক্ষান্ত হইবে না।

পুরুষো বহবো রাজন্ সততং প্রিয়বাদিনঃ।
অপ্রিয়স্য তু পথস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্ল্লভঃ॥

উদ্যোগপর্ব্ব বিদূরনীতি।

হে ধৃতরাষ্ট্র! এ সংসারে অপরকে সর্ব্বদা প্রসন্ন করিবার জন্য প্রিয়বাদী প্রশংসক তোষামদকারী লোক অনেক আছে, কিন্তু অপ্রিয় কল্যাণকর বাক্যের শ্রোতা এবং বক্তা অতিশয় দুর্ল্লভ। কারণ সাধুলোকের কর্ত্তব্য যে, অপরের দোষ উহার সমক্ষে বলা, নিজের দোষ স্বীকার করা, এবং পরোক্ষে সর্ব্বদা অপরের প্রশংসা করা; এবং দুষ্টলোকের ব্যবহার এই যে, সম্মুখে গুণবাদ করিয়া, পরোক্ষে দোষ ঘোষণা করা। যতদিন মনুষ্য অপরের সম্মুখে নিজের দোষ কীর্ত্তন না করে, ততদিন তাহার দোষ সংশোধন হইয়া সে গুণবান্ হইতে পারে না। কখন কাহারও নিন্দা করিবে না যেমন—

"গুণেষু দোষারোপণমসূয়া" অর্থাৎ "দোষেষু গুণারোপণমপ্যসূয়া" "গুণেষু গুণারোপণং দোষেষু দোষারোপণঞ্চ স্তুতিঃ"। গুণে দোষারোপ এবং দোষে গুণারোপকে নিন্দা, এবং গুণে গুণারোপ ও দোষে দোষারোপকে স্তুতি কহে। অর্থাৎ মিথ্যাভাষণের নাম নিন্দা এবং সত্যভাষণের নাম স্তুতি।

বুদ্ধিবৃদ্ধিকরণ্যাশু ধন্যানি চ হিতানি চ।
নিত্যং শাস্ত্রাণ্যবেক্ষেত নিগমাংশ্চৈব বৈদিকান্॥
যথা যথা হি পুরুষঃ শাস্ত্রং সমধিগচ্ছতি।
তথা তথা বিজানাতি বিজ্ঞানং চাস্য রোচতে॥

মনুঃ ৪। ১৯-৩০।

শীঘ্র বুদ্ধি, ধন এবং হিতবৃদ্ধিকারক শাস্ত্র এবং বেদ নিত্য শুনিবে এবং শুনাইবে। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে পঠিত বিষয়ের, স্ত্রী এবং পুরুষ নিত্য বিচার এবং অধ্যাপন করিবে ॥ ১ ॥ কারণ মনুষ্য যেরূপে শাস্ত্র যথাবৎ জানিতে থাকে, তদ্রূপেই তাহার বিদ্যা বিষয়ক বিজ্ঞানের বৃদ্ধি হয় এবং উহাতে রুচিও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

ঋষিযজ্ঞং দেবযজ্ঞং ভূতযজ্ঞং চ সর্ব্বদা।
নৃযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞং চ যথাশক্তি ন হাপয়েৎ ॥ মনুঃ ৪।২১॥
অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞশ্চ তর্পণং।
হোমোদৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্ ॥ ২ ॥
মনুঃ ।৩।৭০ ॥

স্বাধ্যায়েনার্চ্চয়েদৃষীন্ হোমৈর্দেবান্ যথাবিধি।
পিতৄন্ শ্রাদ্ধৈশ্চ নৄন্ নন্নৈর্ভূতানি বলিকর্ম্মণা ॥ ৩ ॥
মনুঃ ।৩। ৮১ ॥

ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে দুই যজ্ঞ লিখিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে এক বেদাদি শাস্ত্রের পঠন পাঠন, সন্ধ্যোপাসন এবং যোগাভ্যাস। দ্বিতীয় দেবযজ্ঞ, বিদ্বানের সঙ্গ ও সেবা, পবিত্রতা, দিব্যগুণ ধারণ, দাতৃত্ব এবং বিদ্যোন্নতি সম্পাদন করা। এই দুই যজ্ঞ সায়ং এবং প্রাতঃকালে করিতে হয়।

সায়ং সায়ং গৃহপতির্নো অগ্নিঃ প্রাতঃ প্রাতঃ সৌমনসস্য দাতা ॥১॥
প্রাতঃ প্রাতর্গৃহপতি র্নো অগ্নিঃ সায়ং সায়ং সৌমনসস্য দাতা ॥২॥

অং কাং ১৯। মনু ৭ মং ৩ । ৪ ॥

তস্মাদহোরাত্রস্য সংযোগে ব্রাহ্মণঃ সন্ধ্যামুপাসীত।
উদ্যন্তমস্তং যান্তমাদিত্যমভিধ্যায়ন্ ॥ ৩ ॥

ষড়বিংশ ব্রাহ্মণে। প্রঃ ৪। খঃ ৫।

ন তিষ্ঠতি তু যঃ পূর্ব্বাং নোপাস্তে যস্তু পশ্চিমাম্।
স শূদ্রবৎ বহিস্কার্য্যঃ সর্ব্বস্মাদ্দ্বিজকর্ম্মণঃ ॥ ৪ ॥

মনুঃ ২।১০৩ ॥

প্রাত সন্ধ্যাকালে যে হোম হইয়া থাকে, উক্ত হুত দ্রব্য প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত বায়ুশুদ্ধি করতঃ হিতকর হয়। ১॥ প্রতি প্রাতঃকালে অগ্নিতে যে হোম করা যায়,

উক্ত হুত দ্রব্য সায়ংকাল পর্য্যন্ত বায়ুশুদ্ধি করতঃ, বল, বুদ্ধি এবং আরোগ্য কারক হইয়া থাকে। ২॥ এই জন্য দিবা ও রাত্রির সন্ধিকালে অর্থাৎ সূর্য্যোদয় এবং সূর্য্যোস্তের সময় পরমেশ্বরের ধ্যান এবং অগ্নিহোত্র কার্য্য অবশ্য করা কর্ত্তব্য। ৩॥ সায়ংকালে এবং প্রাতঃকালে যে এই দুই কার্য্য না করে তাহাকে, সজ্জনেরা সমস্ত দ্বিজকার্য্য হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিবেন, অর্থাৎ উহাকে শূদ্রবৎ জ্ঞান করিবেন॥ ৪॥ (প্রশ্ন) ত্রিকাল সন্ধ্যা কি জন্য করিবে না? (উত্তর) তিন সময়ে সন্ধি হয় না; প্রকাশ এবং অন্ধকারের সন্ধি সায়ং এবং প্রাতঃ, এই দুই সময়েই কেবল হইয়া থাকে। যিনি ইহা স্বীকার না করিয়া, মধ্যাহ্নকালে তৃতীয় সন্ধ্যা স্বীকার করেন তিনি, মধ্য-রাত্রিতেও কেন সন্ধ্যোপাসন করেন না? যদি মধ্যরাত্রিতেও করিতে চাহেন তবে প্রতি প্রহরে, প্রতি ঘটিকায়, প্রতি পলে এবং প্রতি ক্ষণেও সন্ধি হইয়া থাকে, তখন কেন না উহাদিগতেও সন্ধ্যোপাসন করা হয়? যদি (কেহ) এরূপ করিতে চাহেন তবে, সন্ধ্যো-পাসন অসম্ভব হইয়া পড়ে। তদ্ব্যতীত কোন শাস্ত্রে মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার প্রমাণ নাই। সুতরাং দুই বেলা সন্ধ্যা এবং অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য এবং তৃতীয় কালে নহে। আর যে তিন কাল বলা যায়, তাহা ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমানের ভেদ বশতঃ হইয়া থাকে, সন্ধ্যোপাসনের ভেদ বশতঃ নহে। তৃতীয় পিতৃযজ্ঞ অর্থাৎ দেব যাঁহারা বিদ্বান, ঋষি যাঁহারা পঠন পাঠনকারী মাতা, পিতা, পিতার পিতা প্রভৃতি বৃদ্ধ, জ্ঞানী ও পরম যোগীদিগের সেবা করা। পিতৃযজ্ঞের দুই ভেদ আছে। প্রথম শ্রাদ্ধ এবং দ্বিতীয় তর্পণ। শ্রাদ্ধ অর্থাৎ "শ্রৎ" শব্দের অর্থ সত্য, "শ্রৎ সত্যং দধাতি যয়া ক্রিয়য়া সা শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধয়া যৎ ক্রিয়তে তচ্ছ্রাদ্ধং"। যে ক্রিয়া দ্বারা সত্যের গ্রহণ করা যায় উহাকে শ্রদ্ধা এবং শ্রদ্ধানুসারে যাহা অনুষ্ঠিত হয় তাহার নাম "শ্রাদ্ধ"। এবং "তৃপ্যন্তি তর্পয়ন্তি যেন পিতৄন তত্তর্পণম"। যে কর্ম্ম দ্বারা অর্থাৎ বিদ্যমান মাতা পিতাদি পিতৃস্থানীয়গণ তৃপ্ত বা প্রসন্ন হয়েন, অথবা তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করা যায়, তাহার নাম তর্পণ। পরন্তু ইহা জীবিত দিগের জন্য হয় মৃতদিগের জন্য নহে।

ওঁ ব্রহ্মাদয়ো দেবাস্তৃপ্যন্তাম্।
ব্রহ্মাদিদেবপত্ন্যস্তৃপ্যন্তাম্।
ব্রহ্মাদিদেবসুতাস্তৃপ্যন্তাম্।
ব্রহ্মাদিদেবগণাস্তৃপ্যন্তাম্। ইতি দেবতর্পণম্।

"বিদ্বাꣳসো হি দেবাঃ" ইহা শতপথ ব্রাহ্মণের বচন। যিনি বিদ্বান হয়েন তাঁহাকেই দেব বলা যায়। যিনি সাঙ্গোপাঙ্গ চারি বেদের জ্ঞাতা তাঁহার নাম ব্রহ্মা। আর

যাঁহারা তাঁহাপেক্ষা ন্যূন হন তাঁহাদেরও নাম দেব অর্থাৎ বিদ্বান হইয়া থাকে। তাঁহাদিগের সদৃশ তাঁহাদিগের বিদুষী স্ত্রী, ব্রাহ্মণী দেবী ও তাঁহাদিগের পুত্র ও শিষ্য এবং তাঁহাদিগের সদৃশ তাঁহাদিগের যে গণ অর্থাৎ সেবকগণেরও যে সেবা করা যায় তাহারও নাম শ্রাদ্ধ এবং তর্পণ।

## অথর্ষিতর্পণম্।

ওঁ মরীচ্যাদয় ঋষয়স্তৃপ্যন্তাম্।
মরীচ্যাদ্যৃষিপত্ন্যস্তৃপ্যন্তাম্।
মরীচাদ্যৃষিসুতাস্তৃপ্যন্তাম্।
মরীচাদ্যৃষিগণাস্তৃপ্যন্তাম্। ইতি ঋষিতর্পণম্।

যিনি ব্রহ্মার প্রপৌত্র মরীচি সদৃশ বিদ্বান্ হইয়া অধ্যাপনা করিবেন এবং তত্তুল্য বিদ্যাযুক্ত তাঁহাদিগের স্ত্রীসকল.কন্যাদিগকে বিদ্যাদান করিবেন. ( এইরূপ লোকদিগকে ) এবং তৎসদৃশ পুত্র ও শিষ্য এবং তাঁহাদিগের উপযুক্ত সেবকদিগকেও সেবা করাকে ঋষিতর্পণ কহে।

## অথ পিতৃতর্পণম্।

ওঁ সোমসদঃ পিতরস্তৃপ্যন্তাম্।
অগ্নিষ্বাত্তাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তাম্।
বর্হিষদঃ পিতরস্তৃপ্যন্তাম্।
সোমপাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তাম্।
হবির্ভুজঃ পিতরস্তৃপ্যন্তাম্।
আজ্যপাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তাম্
সুকালিনঃ পিতরস্তৃপ্যন্তাম্।
যমাদিভ্যো নমঃ যমাদীংস্তর্পয়ামি।
পিত্রে স্বধা নমঃ পিতরং তর্পয়ামি।
পিতামহায় স্বধা নমঃ পিতামহং তর্পয়ামি।
প্রপিতামহায় স্বধা নমঃ প্রপিতামহং তর্পয়ামি।

মাত্রে স্বধা নমো মাতরং তর্পয়ামি।
পিতামহ্যৈ স্বধা নমঃ পিতামহীং তর্পয়ামি।
প্রপিতামহ্যৈ স্বধা নমঃ প্রপিতামহীং তর্পয়ামি।
স্বপত্ন্যৈ স্বধা নমঃ স্বপত্নীং তর্পয়ামি।
সম্বন্ধিভ্যঃ স্বধা নমঃ সম্বন্ধিনস্তর্প্য়ামি।
সগোত্রেভ্যঃ স্বধা নমঃ সগোত্রাংস্তর্পয়ামি।

ইতি পিতৃতর্পণম্।

"যে সোমে জগদীশ্বরে পদার্থবিদ্যায়াং চ সীদন্তি তে সোমসদঃ"। যাহারা পরমাত্মা বিষয়ে এবং পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে নিপুণ তাঁহারা সোমসদ। "যৈরগ্নের্বিদ্যুতো বিদ্যা গৃহীতা তে অগ্নিষ্বাত্তাঃ"। যাহারা অগ্নি অর্থাৎ বিদ্যুতাদি পদার্থের পরিজ্ঞাতা তাঁহারা অগ্নিষ্বাত্তা। "যে বর্হিষি উত্তমে ব্যবহারে সীদন্তি তে বর্হিষদঃ"। "যাঁহারা উত্তমবিদ্যা বুদ্ধিযুক্ত ব্যবহারে অবস্থিত তাঁহারা "বর্হিষদ"। "যে সোমমৈশ্বর্য্যমোষধিরসং পান্তি পিবন্তি বা তে সোমপাঃ"। যাঁহারা ঐশ্বর্য্য রক্ষক এবং মহৌষধিরস পান করতঃ রোগনাশ করেন তাঁহারা "সোমপা। "যে হবির্হোতুমত্তুমর্হং ভুঞ্জন্তে ভোজয়ন্তি বা তে হবির্ভুজঃ" যাঁহারা মাদক এবং হিংসাকারক দ্রব্য পরিত্যাগ করতঃ ভোজন করেন তাঁহারা "হবির্ভুজ"। "যে আজ্যং জ্ঞাতুং প্রাপ্তুং বা যোগ্যং রক্ষন্তি পিবন্তি বা তে আজ্যপাঃ" যাঁহারা জানিবার উপযুক্ত বস্তুর রক্ষণ করেন এবং ঘৃত দুগ্ধাদি পান ও ভোজন করেন তাঁহারা "আজ্যপা"। শোভনঃ কালো বিদ্যতে যেষাং তে সুকালিনঃ"। যাঁহাদিগের উত্তম ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য সুখরূপ সময় হয় তাঁহারা "সুকালীন"। "যে দুষ্টান্ যচ্ছন্তি নিগৃহ্ণন্তি তে যমা ন্যায়াধীশাঃ"। যিনি দুষ্টগণের দমন এবং ন্যায়াকারী হয়েন তিনি "যম"। "যঃ পাতি স পিতা"। যিনি সন্তানদিগের অন্ন এবং সংকার দ্বারা রক্ষক বা জনক হয়েন তিনি পিতা। "পিতুঃ পিতা পিতামহঃ, পিতামহস্য পিতা প্রপিতামহঃ"। পিতার পিতাকে পিতামহ এবং পিতামহের পিতাকে "প্রপিতামহ" কহে।" যা মানয়তি সা মাতা"। যিনি অন্ন এবং সংকার দ্বারা সন্তানকে মান্য করেন (মানেন) তিনি "মাতা"। "যা পিতুঃ মাতা সা পিতামহী," "পিতামহস্য মাতা প্রপিতামহী"। যিনি পিতার মাতা তিনি পিতামহী এবং যিনি পিতামহীর মাতা হন তিনি "প্রপিতামহী"। আপন র স্ত্রী, ভগিনী, সম্বন্ধী, সগোত্র এবং অপর কোন ভদ্র পুরুষ অথবা বৃদ্ধ প্রভৃতি সকলকে, অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত উত্তম অন্ন, বস্ত্র এবং সুন্দর যানাদি দান করতঃ, উত্তমরূপে তৃপ্ত করা অর্থাৎ, যে যে কার্য্যের দ্বারা

উহাদিগের আত্মা তৃপ্ত হয় এবং শরীর সুস্থ থাকে তত্তৎ, কার্য্য দ্বারা প্রীতিপূর্ব্বক উহাদিগের সেবা করাকে শ্রাদ্ধ এবং তর্পণ কহে।

চতুর্থ বৈশ্বদেব—অর্থাৎ ভোজ্য দ্রব্য পক্ক হইয়া ভোজনার্থ প্রস্তুত হইলে উহার মধ্যে অম্ল, লবণযুক্ত অন্ন, এবং ক্ষার ( দ্রব্য ) ব্যতীত ঘৃত, ( ও ) মিষ্টযুক্ত অন্ন গ্রহণ করিয়া, চুল্লী হইতে অগ্নি পৃথক করতঃ উহাতে নিম্ন লিখিত মন্ত্র দ্বারা আহুতি এবং কতক অন্নকে ছয় ভাগ করিয়া ভূমিতে রাখিবে।

**বৈশ্বদেবস্য সিদ্ধস্য গৃহ্যেঽগ্নৌ বিধিপূর্ব্বকম্।**
**আভ্যঃ কুর্য্যাদ্দেবতাভ্যো ব্রাহ্মণো হোমমন্বহম্॥**

**মনুঃ ৩।৮৪।**

যাহা পাকশালায় ভোজনার্থ সিদ্ধ ( রন্ধিত ) হইবে, তাহাকে দিব্যগুণযুক্ত করণার্থ নিম্নলিখিত মন্ত্র দ্বারা ঐ পাকাগ্নিতে বিধিপূর্ব্বক নিত্য হোম করিবে। হোমের মন্ত্রঃ—

**ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা। সোমায় স্বাহা। অগ্নীষোমাভ্যাং স্বাহা। বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা। ধন্বন্তরয়ে স্বাহা। কুহ্বৈ স্বাহা। অনুমত্যৈ স্বাহা। প্রজাপতয়ে স্বাহা। সহদ্যাবা পৃথিবীভ্যাং স্বাহা। স্বিষ্টকৃতে স্বাহা।**

উপর্য্যুক্ত প্রত্যেক মন্ত্র দ্বারা প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে এক একবার আহুতি নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর থালায় অথবা ভূমিতে পত্র বিস্তার করিয়া, পূর্ব্বদিক হইতে ক্রমানুসারে নিম্নলিখিত মন্ত্র দ্বারা ভাগ করিয়া রাখিবে।

**ওঁ সানুগায়েন্দ্রায় নমঃ। সানুগায় যমায় নমঃ। সনুগায় বরুণায় নমঃ। সানুগায় সোমায় নমঃ। মরুদ্ভ্যো নমঃ। অদ্ভ্যো নমঃ। বনস্পতিভ্যো নমঃ। শ্রিয়ৈ নমঃ। ভদ্রকাল্যৈ নমঃ। ব্রহ্মপতয়ে নমঃ। বাস্তুপতয়ে নমঃ। বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ। দিবাচরেভ্যো ভূতেভ্যো নমঃ। নক্তং চারিভ্যো ভূতেভ্যো নমঃ। সর্ব্বাত্মভূতয়ে নমঃ।**

এই ভাগ সকল কোন অতিথি উপস্থিত থাকিলে তাহাকে দিবে নচেৎ, অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। তদনন্তর লবণান্ন অর্থাৎ ডাল, ভাত, শাক ( তরকারী ) এবং রুটি, প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া ভূমিতে ছয় ভাগ রাখিবে। ইহার প্রমাণ :—

**শুনাং চ পতিতানাঞ্চ শ্বপচাং পাপরোগিণাম্। বায়-সানাং কৃমীণাঞ্চ শনকৈর্নির্ব্বপেদ্ভুবি॥ মনুঃ। ৩। ৯২।**

এইরূপে "শ্বভ্যো নমঃ, পতিতেভ্যো নমঃ, শ্বপগ্ভ্যো নমঃ, পাপরোগিভ্যো নমঃ, বায়সেভ্যো নমঃ, কৃমিভ্যো নমঃ" বলিয়া (পৃথক) (পৃথক) রাখিয়া তৎপশ্চাৎ কোন দুঃখী বুভুক্ষিত প্রাণী,কিম্বা কুক্কুর বা কাকাদিকে প্রদান করিবে। এ স্থলে "নমঃ" শব্দের অর্থ "অন্ন" অর্থাৎ কুক্কুর, পাপী, চণ্ডাল, পাপরোগী, কাক অথবা কৃমি অর্থাৎ পিপীলিকা আদিকেও অন্ন দিবার মনুস্মৃত্যাদিতে বিধান আছে। হবন করিবার প্রয়োজন এই যে, পাকশালাস্থ বায়ুর শুদ্ধি হওয়া এবং পাককালে যে সকল অজ্ঞাত অদৃষ্ট জীবের হত্যা হয় তাহারও প্রত্যুপকার করা। এক্ষণে পঞ্চম অতিথি-সেবা—যাহার কোন তিথি নিশ্চিত নাই তাহাকে, অতিথি বলে; অর্থাৎ অকস্মাৎ কোন ধার্ম্মিক, সত্যোপদেশক, সকলের হিতার্থ সর্ব্বত্রভ্রমণকারী পূর্ণবিদ্বান্, পরমযোগী সন্ন্যাসী, গৃহস্থের নিকট উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে প্রথমতঃ পাদ্য, অর্ঘ এবং আচমনীয় এই তিন প্রকার জল প্রদান করিয়া পরে, অসনোপরি সৎকার পূর্ব্বক উপবেশন করাইবে, পরে পানভোজনাদি উত্তম পদার্থ দ্বারা সেবা শুশ্রূষা করতঃ তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিবে। তদনন্তর তৎসঙ্গ করতঃ তাঁহার নিকট হইতে বিজ্ঞানাদি যদ্দ্বারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের প্রাপ্তি হয় এইরূপ, উপদেশ সকল শ্রবণ করিবে এবং নিজের আচার ব্যবহারও তাঁহাদিগের সদুপদেশানুসারে অনুষ্ঠান করিবে। সময়ানুসারে গৃহস্থ এবং রাজাদিও অতিথিবৎ সৎকার পাইবার যোগ্য হয়েন পরন্তু—

**পাষণ্ডিনো বিকর্ম্মস্থান্ বৈড়ালবৃত্তিকান্ শঠান।**
**হৈতুকান্ বকবৃত্তীংশ্চ বাঙ্মাত্রেণাপি নার্চ্চয়েৎ॥**
**মনুঃ। ৪। ৩০।**

(পাষণ্ডী) অর্থাৎ বেদনিন্দক (ও বেদবিরুদ্ধ-আচরণকারী। (বিকর্ম্মস্থ) বেদবিরুদ্ধ কর্ম্মকর্ত্তা মিথ্যাভাষণাদিযুক্ত। বিড়াল লুক্কায়িত ও স্থির থাকিয়া যেরূপ মূষিককে লক্ষ্য করিয়া উহাদিগকে সহসা আক্রমণ করতঃ বিনাশ করিয়া নিজের উদর পূরণ করে তদ্রূপ, কার্য্যকারীর নাম (বিড়াল বৃত্তি) (শঠ) অর্থাৎ দুরাগ্রহ অভিমানী এবং স্বয়ং না জানিয়াও পরের কথা যে গ্রাহ্য করে না। (হৈতুক) অর্থাৎ কুতর্কী এবং বৃথাবাক্যকথনশীল, যেরূপ আজকাল (শুষ্ক) বৈদান্তিকেরা বলিয়া থাকেন যে আমি ব্রহ্ম, জগৎ মিথ্যা এবং বেদাদিশাস্ত্র ও ঈশ্বর এ সমস্ত কল্পিত ইত্যাদি মিথ্যা গল্প কথনশীল। (বকবৃত্তি) (অর্থাৎ) বক যেরূপ এক পদ উত্থাপন করিয়া ধ্যানাবস্থিতের

মত থাকিয়া সহসা মৎস্যের প্রাণ বিনাশ করতঃ স্বকার্য্য সিদ্ধি করে তদ্রূপ, বর্ত্তমান বৈরাগী এবং ভস্মধারী হঠী দুরাগ্রহী ও বেদবিরোধী গণকে বাণী দ্বারাও সৎকার করিবে না। কারণ ইহাদিগের সৎকার করিলে ইহারা বৃদ্ধি পাইয়া সংসারকে অধর্ম্মযুক্ত করিয়া থাকে। ইহারা নিজে ত অবনতির কার্য্য করিয়া থাকে পরন্তু (ইহারা) আপনাদিগের সহিত নিজ সেবকগণকেও অবিদ্যারূপ মহাসাগরে নিমগ্ন করে।

এই পাঁচ মহাযজ্ঞের ফল এইরূপ:—ব্রহ্মযজ্ঞ দ্বারা বিদ্যা, শিক্ষা, ধর্ম্ম ও সভ্যতা প্রভৃতি সদগুণের বৃদ্ধি হয়। অগ্নিহোত্র হইতে বায়ু, বৃষ্টি ও জলের শুদ্ধি হইয়া বৃষ্টি দ্বারা সংসারের সুখপ্রাপ্তি হয়, অর্থাৎ বিশুদ্ধ বায়ুর শ্বাস, স্পর্শ এবং সেবন দ্বারা আরোগ্য, বল, বুদ্ধি পরাক্রম বৃদ্ধি পাওয়াতে, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের অনুষ্ঠান পূর্ণ হয়। এই জন্য ইহাকে দেবযজ্ঞ কহে কারণ, ইহা দ্বারা বায়ু আদি পদার্থ শুদ্ধ হয়। পিতৃযজ্ঞ দ্বারা যেজন মাতা, পিতা, জ্ঞানী ও মহাত্মাদিগের সেবা করে তাহার জ্ঞান বৃদ্ধি হয়, তদ্দ্বারা সত্যাসত্যের নির্ণয় করতঃ, সত্যাংশ গ্রহণ এবং অসত্যাংশ ত্যাগ করিয়া সুখী হয়। দ্বিতীয় কৃতজ্ঞতা অর্থাৎ মাতা পিতা ও আচার্য্য যেরূপ সন্তান এবং শিষ্যের প্রতি সৎকার করিয়াছেন তাহার পরিশোধ করা উচিত (অবশ্য কর্ত্তব্য)। বলিবৈশ্বদেবের ফল যেরূপ পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, তদ্রূপই বুঝিতে হইবে। যাবৎ পৃথিবীতে উত্তম অতিথি জাত (উৎপন্ন) না হয় তাবৎ উন্নতি হইতে পারে না। ইহারা নানাদেশ ভ্রমণ এবং সত্যোপদেশ প্রদান দ্বারা পাষণ্ডদিগের বৃদ্ধি নাশ হয়, এবং সর্ব্বত্র গৃহস্থগণ সহজে সত্যজ্ঞান লাভ করে, ও মনুষ্য মাত্রের মধ্যে একই ধর্ম্ম স্থির থাকে। অতিথিগণ বিনা, সন্দেহ নিবৃত্তি হয় না। সন্দেহ নিবৃত্তি ব্যতিরেকে দৃঢ়নিশ্চয় ঘটে না এবং দৃঢ় নিশ্চয় বিনা সুখ কোথায়?

> ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে বুধ্যেত ধর্ম্মার্থৌ চানুচিন্তয়েৎ।
> কায়ক্লেশাংশ্চ তন্মূলান্ বেদতত্ত্বার্থমেব চ॥
>
> মনুঃ। ৪। ৯২।

রাত্রির চতুর্থ প্রহরে অর্থাৎ চারঘটিকার সময় উঠিয়া, আবশ্যক কার্য্য করতঃ ধর্ম্ম, অর্থ, শরীরের রোগনিদান এবং পরমাত্মার ধ্যান করিবে। কখন অধর্ম্মাচরণ করিবে না।

> নাধর্ম্মশ্চরিতো লোকে সদ্যঃ ফলতি গৌরিব।
> শনৈরাবর্ত্তমানস্তু কর্ত্তুর্মূলানি কৃন্ততি॥
>
> মনুঃ। ৪। ১৭২।

অনুষ্ঠিত অধর্ম্ম কখন নিষ্ফল হয় না। পরন্তু অধর্ম্মানুষ্ঠানের সময়েই তৎক্ষণাৎ উহার ফল ঘটে না এই জন্যই অজ্ঞানী জন অধর্ম্ম হইতে ভীত হয় না। তথাপি ইহা নিশ্চয় জানিবে যে, উক্ত অধর্ম্মাচরণ ধীরে ধীরে লোকের সুখের মূলচ্ছেদন করিতে থাকে। এইরূপ ক্রমে ঃ—

অধর্ম্মেণৈধতে তাবত্ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নাঞ্জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি॥

মনুঃ। ৪। ১৭৪।

যেরূপ তলস্থ অবরোধ ভাঙ্গিয়া জল ( চারিদিকে বিস্তৃত হয় তদ্রূপ, ) অধর্ম্মাত্মা লোক ধর্ম্মের মর্য্যাদা ত্যাগ করিয়া মিথ্যাভাষণ, কপটতা, পাষণ্ডিতা অর্থাৎ রক্ষাকারী বেদের খণ্ডন, এবং বিশ্বাসঘাতকতাদি কার্য্য দ্বারা পরকীয় বস্তু গ্রহণ করতঃ প্রথমে বৃদ্ধি পায়, পরে ধনাদি ঐশ্বর্য্য দ্বারা পান, ভোজন, বস্ত্র, অলঙ্কার, যান, স্থান, মান ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে, অন্যায় পূর্ব্বক শত্রুগণকেও জয় করে, ( পরন্তু পশ্চাৎ ) শীঘ্র সমূলে নষ্ট হইয়া যায়।

সত্যধর্ম্মার্য্যবৃত্তেষু শৌচে চৈবারমেৎ সদা।
শিষ্যাংশ্চ শিষ্যাদ্ধর্ম্মেণ বাগ্বাহূদরসংযতঃ॥

মনুঃ। ৪। ১৭৫।

বিদ্বান বেদোক্ত সত্যধর্ম্ম অর্থাৎ পক্ষপাতশূন্য হইয়া সত্যগ্রহণ এবং অসত্য ত্যাগ-রূপ ন্যায়ানুসার বেদোক্ত ধর্ম্মাদি আর্য্য অর্থাৎ ধর্ম্মাচারণকারীর ন্যায়, ধর্ম্ম দ্বারা শিষ্য গণকে শিক্ষা দিয়া থাকেন।

ঋত্বিক্‌পুরোহিতাচার্য্যৈর্মাতুলাতিথিসংশ্রিতৈঃ।
বালবৃদ্ধাতুরৈর্বৈদ্যৈর্জ্ঞাতিসম্বন্ধিবান্ধবৈঃ॥ ১॥
মাতাপিতৃভ্যাং যামীভির্ভ্রাত্রা পুত্রেণ ভার্য্যয়া।
দুহিত্রা দাসবর্গেণ বিবাদং ন সমাচরেৎ॥ ২॥

মনুঃ ৪। ১৭৯। ১৮০।

( ঋত্বিক্ ) যজ্ঞকর্ত্তা, ( পুরোহিত ) সদা উত্তম আচরণ সম্বন্ধে সদুপদেশপ্রদানকর্ত্তা, ( আচার্য্য ), বিদ্যাশিক্ষক, ( মাতুল ) মাতৃসহোদর, ( অতিথি ) যাহার গতায়াতের কোন নির্দ্দিষ্ট তিথি নাই, ( সংশ্রিত ) আপনার আশ্রিত, ( বাল ) বালক, ( বৃদ্ধ )

জরাগ্রস্থ ( আতুর ) পীড়িত, ( বৈদ্য ) আয়ুর্বেদবিদ, ( জ্ঞাতি ) সগোত্র অথবা স্ববর্ণস্থ, ( সম্বন্ধী ) শ্বশুরাদি, ( বান্ধব ) মিত্র, ॥ ১ ॥ ( মাতা ) জননী, ( পিতা ) জনক, ( যামি) ভগ্নী, ( ভ্রাতা ) সহোদর, ( ভার্য্যা ) স্ত্রী, ( দুহিতা ) কন্যা এবং সেবকগণের সহিত বিবাদ অর্থাৎ বিরুদ্ধ বাদবিতণ্ডা কখন করিবে না।

অতপাস্ত্বনধীয়ানঃ প্রতিগ্রহরুচির্দ্বিজঃ। অম্ভস্যশ্মপ্লবেনৈব সহ তেনৈব মজ্জতি॥ মনুঃ ৪। ১৯০।

প্রথম ( অতপাঃ ) ব্রহ্মচর্য্য ও সত্যভাষণাদি-তপরহিত ; দ্বিতীয় ( অনধীয়ানঃ ) অধ্যয়নহীন, তৃতীয় ( প্রতিগ্রহরুচিঃ ) অপর হইতে অত্যন্ত দান প্রয়াসী ; এই তিন ( প্রকার দ্বিজ ) প্রস্তরের নৌকা দ্বারা সমুদ্রতরণকারীর ন্যায় আপনার দুষ্কর্ম্মের সহিত দুঃখ সাগরে নিমগ্ন হয়। তিনি ত স্বয়ং নিমগ্ন হন পরন্তু উহার সহিত দাতাকেও নিমগ্ন করেন :—

ত্রিষপ্যেতেস্বু দত্তং হি বিধিনাপ্যর্জ্জিতং ধনম্।
দাতুর্ভবত্যনর্থায় পরত্রাদাতুরেব চ ॥ মনুঃ ৪। ১৯৩।

ধর্ম্মানুসারে প্রাপ্ত ধন ও এই তিন ব্যক্তিকে দান করিলে উক্ত দান দাতার নাশ এই জন্মে এবং গ্রহীতার নাশ পরজন্মে ঘটে ( হইয়া থাকে )। এইরূপ হইলে আর কি ফল হয় :—

যথা প্লবেনৌপলেন নিমজ্জত্যুদকে তরন।
তথা নিমজ্জতোঽধস্তাদজ্ঞৌ দাতৃপ্রতীচ্ছকৌ॥
মনুঃ ৪। ১৯৪।

যেরূপ পাষাণময় ভেলা দ্বারা সন্তরণ করিতে যাইলে জলে নিমগ্ন হইতে হয়, তদ্রূপ অজ্ঞানী দাতা এবং অজ্ঞানা গৃহীতা উভয়েরই অধোগতি অর্থাৎ দুঃখ প্রাপ্ত হয়।

## পাষণ্ডীগণের লক্ষণ।

ধর্ম্মধ্বজী সদালুব্ধশ্ছাদ্মিকো লোকদম্ভকঃ।
বৈড়ালব্রতিকোজ্ঞেয়ো হিংস্রঃ সর্ব্বাভিসন্ধকঃ ॥১॥
অধোদৃষ্টি নৈষ্কৃতিকঃ স্বার্থসাধনতৎপরঃ।
শঠো মিথ্যাবিনীতশ্চ বকব্রতচরো দ্বিজঃ ॥২॥
মনুঃ ৪। ১৯৫।১৯৬।

( ধর্ম্মধ্বজী ) কোনরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান করে না অথচ ধর্ম্মের নাম করিয়া লোককে প্রতারণা করে ; ( সদালুব্ধঃ ) সর্ব্বদা লোভযুক্ত, ( ছাদ্মিকঃ ) কপটী, ( লোকদম্ভকঃ ) সংসারীলোকের সম্মুখে নিজের বড়াই সম্বন্ধীয় মিথ্যা গল্পকর্ত্তা, ( হিংস্রঃ ) প্রাণিঘাতক এবং অপরের প্রতি বৈরবুদ্ধিযুক্ত ( সর্ব্বাভিসন্ধকঃ ) উত্তম এবং অধম সকলের সহিত স্বার্থজন্য মিলিয়া থাকে উহাকে বৈড়ালব্রতিক অর্থাৎ বিড়াল-তপস্বী বা বিড়ালের সমান ধূর্ত্ত ও নীচ বুঝিতে হইবে ॥ ১ ॥ ( অধোদৃষ্টি ) ভান করিয়া মিথ্যা কীর্ত্তি প্রদর্শন জন্য নিম্ন বা অধোভাগে যে দৃষ্টি রাখে। ( নৈষ্কৃতিকঃ ) ঈর্ষ্যক অর্থাৎ কেহ যৎসামান্য অপরাধ করিলে তাহার প্রতিশোধের জন্য উহার প্রাণ পর্য্যন্ত বিনাশ করিতে উদ্যত ; ( স্বার্থসাধনতৎপরঃ ) কপটতা, অধর্ম্ম ও বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াও নিজ প্রয়োজন সাধনে চতুর ; ( শঠঃ ) মিথ্যা হইলেও যে নিজের হঠ বজায় রাখে ( জিদ্ ) এবং কখন তাহা ত্যাগ করে না ; "মিথ্যা বিনীতঃ" ( মিথ্যা বা বাহ্যভাবে ) শীল সন্তোষ এবং সাধুতাপ্রদর্শকারী লোককে ( বকব্রত ) বকতুল্য নীচ বুঝিবে। উপর্য্যুক্ত লক্ষণ বিশিষ্ট ( লোক ) পাষণ্ডী হইয়া থাকে। ইহাদিগের প্রতি বিশ্বাস বা কখন সেবা করিবে না।

ধর্ম্মং শনৈঃ সঞ্চিনুয়াদ্বল্মীকমিব পুত্তিকাঃ।
পরলোকসহায়ার্থং সর্ব্বভূতান্যপীড়য়ন্ ॥১॥
নামুত্র হি সহায়ার্থং পিতা মাতা চ তিষ্ঠতঃ।
ন পুত্রদারং ন জ্ঞাতি ধর্ম্মস্তিষ্ঠতি কেবলঃ ॥২॥
একঃ প্রজায়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে।
একোনুভুঙ্‌ক্তে সুকৃতমেক এব চ দুষ্কৃতম্ ॥৩॥
মনু ৪। ২৩৮। ২৪০ ॥
একঃ পাপানি কুরুতে ফলং ভুঙ্‌ক্তে মহাজনঃ।
ভোক্তারো বিপ্রমুচ্যন্তে কর্ত্তা দোষেণ লিপ্যতে ॥৪॥
মহাভাঃ উদ্যোগপঃ প্রজাগরপঃ। অঃ ৩২।
মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্টসমং ক্ষিতৌ।
বিমুখা বান্ধবা যান্তি ধর্ম্মস্তমনুগচ্ছতি ॥৫॥ মনু ৪।২৪১

স্ত্রী ও পুরুষের কর্ত্তব্য উই কীট যেরূপে মৃত্তিকা অর্থাৎ উইপোকা যেরূপ বল্মীক (উইঢীপী)প্রস্তুত করে তদ্রূপ, সমগ্র ভূত বা প্রাণীকে পীড়া না দিয়া পরলোকের অর্থাৎ

পরজন্মে সুখার্থে ধীরে ধীরে ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবে ॥১॥ কারণ পরলোকে মাতা,পিতা,পুত্র, স্ত্রী অথবা জ্ঞাত কেহই সহায়তা করে না কিন্তু তথায় ধর্ম্মই একমাত্র সহায় হয় ॥২॥ দেখ জীব একক জন্ম মৃত্যু প্রাপ্ত হয়,এবং এককই ধর্ম্মফলরূপ সুখ ও অধর্ম্মফলরূপ দুঃখ ভোগ করে ॥ ৩। ইহা বুঝা উচিত যে কুটুম্বদিগের মধ্যে একজন পাপ করিয়া পদার্থ আনয়ন করে এবং ( মহাজন ) অর্থাৎ কুটুম্ববর্গ উহা ভোগ করে। ভোগকর্ত্তারা দোষভাগী হয় না, কিন্তু অধর্ম্মকর্ত্তাই কেবল দোষভাগী হয় ॥ ৪ ॥ কাহারও কোন সম্বন্ধীর মৃত্যু হইলে তাহাকে মৃৎপিণ্ডের ন্যায় ভূমিতে পরিত্যাগ করতঃ, ( পীঠ দেখাইয়া ) পশ্চাতে রাখিয়া, বান্ধবগণ বিমুখ হইয়া ( যখন ) প্রস্থান করে সে সময়, কেহ উহার সঙ্গে যায় না, কিন্তু এক ধর্ম্মই উহার সঙ্গী হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

তস্মাদ্ধর্ম্মং সহায়ার্থং নিত্যং সঞ্চিনুয়াচ্ছনৈঃ।
ধর্ম্মেণ হি সহায়েন তমস্তরতি দুস্তরম্ ॥১॥
ধর্ম্মপ্রধানং পুরুষং তপসাহতকিল্বিষম্।
পরলোকং নয়ত্যাশু ভাস্বন্তং খশরীরিণম্।

মনু ৪। ২৪২। ২৪৩।

এইজন্য পরলোকে অর্থাৎ পরজন্মে সুখ ও ইহজন্মের সহায়ার্থ ধীরে ধীরে নিত্য ধর্ম্মসঞ্চয় করিবে, কারণ ধর্ম্ম সহায় দ্বারা বৃহৎ এবং দুস্তর দুঃসাগরকে জীব পার হইতে পারে ॥ ১ ॥ কিন্তু যে পুরুষ ধর্ম্মকেই প্রধান জ্ঞান করে যাহার তপ অর্থাৎ ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পাপ দূরীভূত হইয়া যায়, সেই পুরুষকে প্রকাশস্বরূপ এবং আকাশ যাঁহার শরীরবৎ সেই পরলোক অর্থাৎ পরম দর্শনীয় পরমাত্মাকে শীঘ্র প্রাপ্ত হয় ॥ ২ ॥ এইজন্য :—

দৃঢ়কারী মৃদুর্দ্দান্তঃ ক্রুরাচারৈরসংবসন্।
অহিংস্রো দমদানাভ্যাং জয়েৎ স্বর্গং তথাব্রতঃ ॥১॥
বাচ্যর্থা নিয়তাঃ সর্ব্বে বাঙ্মূলা বাগ্ বিনিঃসৃতাঃ।
তাস্তু যঃ স্তেনয়েদ্বাচং স সর্ব্বস্তেয়কৃন্নরঃ ॥২॥
আচারাল্লভতে হ্যায়ুরাচারাদীপ্সিতাঃ প্রজাঃ।
আচারাদ্ধনমক্ষয্যমাচারো হন্ত্যলক্ষণম ॥ ৩ ॥

মনুঃ ৪। ২৪৬। ২৫৬। ১৫৬

সদা দৃঢ়ভাবে কার্য্যকারী, কোমল স্বভাব জিতেন্দ্রিয় ( হইয়া ) হিংসক ক্রূর ( ও )

দুষ্টাচার লোক হইতে পৃথক্‌রূপে অবস্থানকারী ধর্ম্মাত্মাগণ মনকে পরাজয় করিয়া এবং বিদ্যাদি দান দ্বারা সুখলাভ করেন ॥১॥ পরন্তু ইহাও নিজ (ধ্যানে) মনে স্থির রাখিবে যে যে বাণাতে সমস্ত অর্থ অর্থাৎ ব্যবহার নিহত থাকে অর্থাৎ নিশ্চিত হইয়া থাকে সেই বাণাই তাহার মূল এবং সেই বাণা সকলের দ্বারাই,সমস্ত ব্যবহার সিদ্ধ হয়। এইরূপ বাণী বা বাক্যকে যে অপহরণ করে, অর্থাৎ মিথ্যাভাষণ করে সে, চৌর্য্যাদি সমস্ত পাপেরই অনুষ্ঠাতা হয় ॥ ২ ॥ এইজন্য মিথ্যাভাষণাদিরূপ অধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যাহা ধর্ম্মাচরণ অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য এবং জিতেন্দ্রিয়তা অনুষ্ঠান দ্বারা পূর্ণআয়ু এবং ধর্ম্মাচরণ দ্বারা উত্তম প্রজা ও অক্ষয় ধন প্রাপ্তি হয়। ধর্ম্মাচরণ দ্বারা দুষ্ট লক্ষণের নাশ হয় এজন্য তাহার আচরণই সর্ব্বদা করা কর্ত্তব্য ॥ ৩ ॥ কারণ :—

দুরাচারো হি পুরুষো লোকে ভবতি নিন্দিতঃ।
দুঃখভাগী চ সততং ব্যাধিতোঽল্পায়ুরেব চ ॥ ১ ॥
মনুঃ ৪। ১৫৭।

দুরাচারী পুরুষ সংসারে সজ্জনদিগের নিকট নিন্দিত হইয়া দুঃখভাগী এবং নিরন্তর ব্যাধিযুক্ত হইয়া অল্পায়ু যুক্ত হইয়া থাকে। এইজন্য প্রযত্ন করিবে যে :—

যদ্‌যৎপরবশং কর্ম্ম তত্তদ্‌যত্নেন বর্জ্জয়েৎ।
যদ্‌যদাত্মবশং তু স্যাত্তত্তৎ সেবেতে যত্নতঃ ॥ ১ ॥
সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্।
এতদ্বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখদুঃখয়োঃ ॥২ ॥
মনুঃ। অ ৪। ১৫৯। ১৬০।

পরাধীন কর্ম্ম সকলকে প্রযত্নপূর্ব্বক পরিহার ( ত্যাগ ) এবং স্বাধীন কর্ম্ম সকলকে যত্নপূর্ব্বক সেবা করিবে ; কারণ যাহা যাহা পরাধীন তৎসমুদয় দুঃখকর, আর যাহা যাহা স্বাধীন তাহাই সমস্ত সুখকর ; সংক্ষেপতঃ এইরূপে সুখ ও দুঃখের লক্ষণ জানিতে হইবে পরন্তু যে কার্য্য এক অপরের অধীন হইয়া থাকে তৎকার্য্য, অধীনতা দ্বারাই করা কর্ত্তব্য ; যেমন স্ত্রী এবং পুরুষের মধ্যে এক অপরের অধীন ব্যবহার আছে, অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষের এবং পুরুষ স্ত্রীর প্রতি পরস্পর প্রিয়াচরণ ও অনুকূল ব্যবহার সর্ব্বদা করিবে। ব্যভিচার অথবা বিরোধ কখন করিবে না। পুরুষের আজ্ঞানুকূল থাকিয়া স্ত্রী গৃহকার্য্য করিবে। বাহিরের কার্য্য পুরুষের অধীন থাকিবে। দুষ্ট ব্যসনে আসক্ত হইলে এক অপরকে ( তদ্বিষয় ) অবশ্য প্রতিরোধ করিবে, কারণ ইহা নিশ্চয় জানিতে হইবে যে বিবাহের

পর স্ত্রী পুরুষের সহিত এবং পুরুষ স্ত্রীর সহিত বিক্রীত স্বরূপ হইয়া যায়; এজন্য নখশিখাগ্র দ্বারাও কোনরূপ বিলাস দেখাইলে অর্থাৎ স্ত্রী অথবা পুরুষের সহিত হাব ভাব দেখাইলে একের বীর্য্যাদি অপরের অধীন হইয়া পড়ে। স্ত্রী অথবা পুরুষ প্রসন্নতা ব্যতিরেকে কোন কার্য্য বা ব্যবহার করিবে না। ইহাদিগের মধ্যে অপ্রিয় ব্যবহার হইতে ব্যভিচার, বেশ্যাও পরপুরুষ গমনাদি যে ( অপ্রীতিকর ) কার্য্য হইয়া থাকে তাহা, পরিত্যাগ করিয়া নিজ পতি সহ স্ত্রী ও পতি স্ত্রীর প্রতি সদা প্রসন্ন থাকিবে। ব্রাহ্মণ বর্ণস্থ হইলে পুরুষ বালকদিগকে এবং সুশিক্ষিতা স্ত্রী বালিকাদিগকে অধ্যাপন করাইবে। নানাবিধ উপদেশ ও বক্তৃতা প্রদান করিয়া উহাদিগকে কৃতবিদ্য করিবে। পতি স্ত্রীর পক্ষে পূজনীয় দেবতা এবং স্ত্রী পতির পক্ষে পূজনীয়া অর্থাৎ সংকারযোগ্যা দেবী। যতদিন গুরুকুলে থাকিবে ততদিন মাতা পিতার তুল্য অধ্যাপক দিগকে জ্ঞান করিবে। অধ্যাপক ও স্বীয় সন্তানের তুল্য শিষ্যকে জ্ঞান করিবেন। অধ্যাপনা করিবার জন্য অধ্যাপক এবং অধ্যাপিকা এইরূপ হইবে যথা :—

আত্মজ্ঞানং সমারম্ভস্তিতিক্ষা ধর্ম্মনিত্যতা।
যমর্থা নাপকর্ষন্তি সবৈ পণ্ডিত উচ্যতে ॥ ১ ॥
নিষেবতে প্রশস্তানি নিন্দিতানি ন সেবতে।
অনাস্তিকঃ শ্রদ্দধান এতৎ পণ্ডিতলক্ষণম্ ॥ ২ ॥
ক্ষিপ্রং বিজানাতি চিরং শৃণোতি
বিজ্ঞায় চার্থং ভজতে ন কামাৎ।
নাসং পৃষ্টোহ্যুপযুঙ্ক্তে পরার্থে
তৎ প্রজ্ঞানং প্রথমং পণ্ডিতস্য ॥ ৩ ॥
নাপ্রাপ্যমভিবাঞ্ছন্তি নষ্টং নেচ্ছন্তি শোচিতুম্।
আপৎসু চ ন মুহ্যন্তি নরাঃ পণ্ডিতবুদ্ধয়ঃ ॥ ৪ ॥
প্রবৃত্তবাক্ চিত্রকথ ঊহবান্ প্রতিভানবান্।
আশু গ্রন্থস্য বক্তা চ যঃ স পণ্ডিত উচ্যতে ॥ ৫ ॥
শ্রুতং প্রজ্ঞানুগং যস্য প্রজ্ঞা চৈব শ্রুতানুগা।
অসম্ভিন্নার্য্যমর্য্যাদঃ পণ্ডিতাখ্যাং লভেত সঃ ॥ ৬।

এই সকল মহাভারতে উদ্যোগপর্ব্বে বিদুর প্রজাগরের ৩২ অধ্যায়ের শ্লোক।

অর্থ—যাঁহার আত্মজ্ঞান সম্যক্ আরম্ভ অর্থাৎ যে কখন আলস্য বশতঃ নিষ্কর্ম্মা থাকে না। সুখ, দুঃখ, হানি, লাভ, মানাপমান, নিন্দা এবং স্তুতি বিষয়ে হর্ষ অথবা শোক কদাপি করে না, এবং ধর্ম্মেই নিত্য নিশ্চিত থাকে, ও উত্তম উত্তম পদার্থ অর্থাৎ বিষয় সম্বন্ধীয় বস্তু সকল যাঁহার মনকে আকর্ষণ করিতে পারে না তাঁহাকেই, পণ্ডিত কহা যায় ॥১॥ সর্ব্বদা ধর্ম্মযুক্ত কর্ম্ম করা, অধর্ম্মযুক্ত কার্য্যের ত্যাগ করা, ঈশ্বর, বেদ ও সত্যাচারের কখন নিন্দা না করা, এবং ঈশ্বরাদিতে অতিশয় শ্রদ্ধালু হওয়াই পণ্ডিতের কর্ত্তব্য কার্য্য ॥২॥ কঠিন বিষয়ও শীঘ্র জানিতে পারা, বহুকাল যাবৎ শাস্ত্রের পাঠ, শ্রবণ এবং বিচার করা, স্বকীয় জ্ঞান পরোপকারে প্রযুক্ত করা, নিজের স্বার্থের জন্য কোন কার্য্য না করা, এবং অপৃষ্ট হইয়া ও অযোগ্য সময় বুঝিয়া পরকার্য্যে সম্মতি না দেওয়া এইগুলি, পণ্ডিতের প্রথম প্রজ্ঞান হওয়া কর্ত্তব্য ॥৩॥ যিনি অপ্রাপ্ত ও অযোগ্য বিষয়ের কখন ইচ্ছা করেন না, নষ্ট পদার্থের জন্য শোক করেন না, এবং আপদকালে মুগ্ধ অর্থাৎ ব্যাকুল হয়েন না তিনিই, বুদ্ধিমান্ পণ্ডিত হয়েন ॥৪॥ যাঁহার বাণী সকল বিদ্যা বিষয়ে প্রশ্নোত্তর করিতে অতি নিপুণ, যিনি শাস্ত্র প্রকরণে বিচিত্র বক্তা এবং যথাযোগ্য তর্ক করিতে সমর্থ ও স্মৃতিমান্ হইয়া শীঘ্র গ্রন্থার্থের বক্তা হন, তাঁহাকেই পণ্ডিত কহে ॥ ৫ ॥ যাঁহার প্রজ্ঞা শ্রুত সত্য অর্থের অনুকূল, যাঁহার শ্রবণ বুদ্ধির অনুযায়ী এবং যিনি কদাপি আর্য্য অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ধার্ম্মিকদিগের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন না, তিনিই, পণ্ডিতসংজ্ঞা লাভ করেন ॥ ৬ ॥ যেস্থানে এইরূপ স্ত্রী এবং পুরুষগণ অধ্যাপক হয়েন, তথায় বিদ্যা, ধর্ম্ম এবং সদাচারের বৃদ্ধি বশতঃ, প্রতিদিন আনন্দেরই বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অধ্যাপনের অযোগ্য এবং মূর্খের লক্ষণ যথা ঃ—

অশ্রুতশ্চ সমুন্নদ্ধো দরিদ্রশ্চ মহামনাঃ
অর্থাংশ্চাঽকর্ম্মণা প্রেপ্সুর্মূঢ় ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥ ১ ॥
অনাহূতঃ প্রবিশতি হ্যপৃষ্টো বহু ভাষতে।
অবিশ্বস্তে বিশ্বসিতি মূঢ়চেতা নরাধমঃ ॥ ২ ॥

মহাভারতস্থ উদ্যোগপর্ব্বের বিদুর প্রজাগরে ৩২ অধ্যায়ের এই শ্লোক। (অর্থ) যে কখন শাস্ত্র পাঠ করে নাই, অথবা শ্রবণ করে নাই। দরিদ্র হইয়াও অতিদর্পিত এবং বৃহৎ অভিলাষকারী এবং কর্ম্ম না করিয়াও পদার্থলাভেচ্ছু, বুদ্ধিমান্ লোক তাহাকে মূঢ় কহেন ॥ ১ ॥ যে বিনা আহ্বানে সভায় অথবা গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া উচ্চাসনে উপবেশন করিতে চাহে, বিনা অনুরোধে সভামধ্যে অনেক বাক্য প্রয়োগ করে এবং বিশ্বাসের অযোগ্য মনুষ্য অথবা বস্তুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে সেই, ব্যক্তি মূর্খ এবং সকল মনুষ্যের মধ্যে নীচ ॥ ২ ॥ যে স্থানে এইরূপ লোক অধ্যাপক উপদেশক অথবা গুরু

হন সে স্থানে অবিদ্যা, অধর্ম্ম, অসভ্যতা, কলহ, বিরোধ এবং ভেদবুদ্ধি বৃদ্ধি পাইয়া দুঃখ বৃদ্ধি করে।

বিদ্যার্থীদিগের দোষ ও লক্ষণ—

**আলস্যং মদমোহৌ চ চাপলং গোষ্ঠিরেব চ।**
**স্তব্ধতা চাভিমানিত্বং তথা ত্যাগিত্বমেব চ॥**
**এতে বৈ সপ্ত দোষাঃ স্যুঃ সদা বিদ্যার্থিনাং মতাঃ ॥১॥**
**সুখার্থিনঃ কুতো বিদ্যা কুতোবিদ্যার্থিনঃ সুখম্।**
**সুখার্থী বা ত্যজেদ্বিদ্যাং বিদ্যার্থী বা ত্যজেৎ সুখম্ ॥২॥**

ইহাও বিদুরপ্রজাগর অধ্যায় ৩৯ এর শ্লোক। অর্থ:—(আলস্য) শরীর এবং বুদ্ধিতে জড়তা, নেশা, মোহ, বস্তুবিশেষে অনুরক্ত হওয়া, চপলতা এবং ইতস্ততঃ বৃথা বাক্য প্রয়োগ করা, পাঠ অথবা পাঠনার সময় (হঠাৎ) নিবৃত্ত হওয়া, অভিমানী (এবং) অত্যাগী হওয়া, এই সমস্ত প্রকার দোষ বিদ্যার্থীদিগের ঘটিয়া থাকে॥ ১। যাহারা এরূপ, তাহাদিগের বিদ্যালাভ হয় না। সুখভোগকারীর পক্ষে বিদ্যা কোথায়? বিদ্যার্থীদিগের পক্ষেও বা সুখ কোথায়? কারণ বিষয় সুখাভিলাষী বিদ্যাকে এবং বিদ্যার্থী বিষয়সুখকে পরিত্যাগ করিবে। তদ্ব্যতীত কখন বিদ্যালাভ হইতে পারে না এবং এরূপ লোকের বিদ্যালাভ হয় না।

**সত্যে রতানাং সততং দান্তানামূর্দ্ধরেতসাম্।**
**ব্রহ্মচর্য্যং দহেদ্রাজন্ সর্ব্বপাপান্যুপাসিতম্ ॥ ১॥**

সদা সত্যাচারে প্রবৃত্ত জিতেন্দ্রিয় এবং যাঁহাদিগের বীর্য্য কদাপি অধস্খলিত হয় না তাঁহাদিগেরই ব্রহ্মচর্য্য সত্য হয় এবং তাঁহারাই বিদ্বান্ হয়েন। এজন্য শুভলক্ষণযুক্ত অধ্যাপক এবং বিদ্যার্থীগণের হওয়া আবশ্যক। অধ্যাপকগণ এরূপ যত্ন করিবেন যাহাতে বিদ্যার্থীগণ সত্যবাদী, সত্যমানী, সত্যকারী, সভ্যতা, জিতেন্দ্রিয় সুশীলতাদি শুভগুণযুক্ত শরীর এবং আত্মার পূর্ণ বল বৃদ্ধি করতঃ, সমগ্র বেদাদিশাস্ত্রে বিদ্বান্ হন। সদা তাহারা কুচেষ্টা পরিহার ও বিদ্যার অধ্যাপন বিষয়ে চেষ্টা করিবে। বিদ্যার্থীগণ সর্ব্বদা জিতেন্দ্রিয় সহপাঠীর প্রতি প্রেমী বিচারশীল ও পরিশ্রমী হইয়া এরূপ পুরুষকার করিবে যাহাতে পূর্ণ বিদ্যা পূর্ণ আয়ু পরিপূর্ণ ধর্ম্ম ও পুরুষার্থকরণ লাভ হয় ইত্যাদি ব্রাহ্মণবর্ণের কার্য্য। ক্ষত্রিয়দিগের কার্য্য রাজধর্ম্ম ব্যাখ্যা সময়ে কথিত হইবে। বৈশ্যগণের কার্য্য ব্রহ্মচর্য্যাদি (সেবন) দ্বারা বেদাদি বিদ্যাপাঠ করতঃ দেশ দেশান্তরের ভাষা শিক্ষা নানাবিধ ব্যবসায়ের রীতি ও দ্রব্যের দর জানা, ক্রয় বিক্রয় করা, দ্বাপ

দ্বীপান্তরে গমনাগমন, লাভের জন্য কার্য্যারম্ভ করা, পশুপালন, কৃষির উন্নতি সাধন, চতুরতার সহিত কার্য্য করা এবং করান, ধনবৃদ্ধি সাধন, বিদ্যা এবং ধর্ম্মোন্নতির জন্য উহা ব্যয় করা, সত্যবাদী ও নিষ্কপটী হইয়া তাহা সত্যানুসারে সমগ্র ব্যাপার করা সমুদায় বস্তু এরূপে রক্ষা করিবে যাহাতে নষ্ট না হয় ইত্যাদি কার্য্য করাই তাহাদিগের কার্য্য। শূদ্রগণ সর্ব্বপ্রকার সেবা বিষয়ে চতুর এবং পাকবিদ্যায় নিপুণ হইবে। অতিশয় প্রেমের সহিত দ্বিজদিগকে সেবা এবং উহাদিগের নিকট হইতে নিজের উপজীবিকা লাভ করিবে এবং দ্বিজগণ ইহাদিগের ভোজন, পানীয়, বস্ত্র এবং স্থান ও বিবাহাদির জন্য যাহা কিছু ব্যয় হইবে তাহা দিবে অথবা মাসিক ( বেতন ) করিয়া দিবেন। চারি বর্ণ পরস্পর প্রীতিপূর্ব্বক উপকার, সততা, সুখ, দুঃখ, হানি ও লাভ বিষয়ে একমত হইয়া রাজা ও প্রজার উন্নতি বিষয়ে, শরীর, মন ও ধনের দ্বারা চেষ্টা করিবে। স্ত্রী এবং পুরুষের মধ্যে কদাপি বিয়োগ হওয়া ( পৃথক অবস্থান করা ) উচিত নহে। কারণ :—

পানং দুর্জ্জনসংসর্গঃ পত্যা চ বিরহোঽটনম্।
স্বপ্নোঽন্যগেহবাসশ্চ নারীসন্দূষণানি ষট্ ॥

মনুঃ। ৯। ১৩ ॥

মদ্য, সিদ্ধি আদি মাদক দ্রব্যের সেবন, দুষ্টপুরুষের সহবাস, পতিবিয়োগ, একাকিনী যথা তথা বৃথা পাষণ্ডাদিগণের দর্শনের ছলে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করা, পরগৃহে গিয়া শয়ন করা, অথবা বাস করা, এই ছয় প্রকার দোষ স্ত্রীলোকদিগকে দুষিত করে। পুরুষের পক্ষেও এই সকল দোষ। পতি এবং স্ত্রীর মধ্যে দুইপ্রকারে বিয়োগ হয়। প্রথমতঃ কোন কার্য্যার্থ দেশান্তরে গমন করা এবং দ্বিতীয়তঃ মৃত্যুবশতঃ বিয়োগ প্রাপ্ত হওয়া। ইহার মধ্যে প্রথম বিয়াগের প্রতিকার এই যে, দূরদেশে যাত্রা করিলে স্ত্রীকেও সমভিব্যাহারে লইবে। ইহার প্রয়োজন এই যে দীর্ঘকাল বিয়োগ হওয়া উচিত নহে। ( প্রশ্ন ) স্ত্রী ও পুরুষের বহুবিবাহ হওয়া উচিত কি না? ( উত্তর ) যুগপৎ অর্থাৎ এককালে নহে। ( প্রশ্ন ) তবে কি সময়ান্তরে অনেক বিবাহ হওয়া উচিত? হাঁ যথা :—

সা চেদক্ষতযোনিঃ স্যাদ্গতপ্রত্যাগতাপি বা।
পৌনর্ভবেন ভর্ত্রা সা পুনঃ সংস্কারমর্হতি ॥

মনুঃ ৯। ১৭৮ ॥

যে স্ত্রী বা পুরুষের পাণিগ্রহণ মাত্র সংস্কার হইয়াছে, কিন্তু সংযোগ হয় নাই, অর্থাৎ অক্ষতযোনি স্ত্রী এবং অক্ষতবীর্য্য পুরুষ হইলে উহাদিগের অন্য স্ত্রী অথবা পুরুষের সহিত

পুনর্ব্বিবাহ হওয়া উচিত। কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যবর্ণমধ্যে ক্ষতযোনি স্ত্রী অথবা ক্ষতবীর্য্য পুরুষের পুনর্ব্বিবাহ হওয়া উচিত নহে। (প্রশ্ন) পুনরায় বিবাহে কি দোষ আছে? (উত্তর) (প্রথম) স্ত্রী পুরুষের মধ্যে প্রণয়ের ন্যূনতা হওয়া কারণ যখনই ইচ্ছা তখনই পুরুষ স্ত্রীকে এবং স্ত্রী পুরুষকে পরিত্যাগ করিয়া অপরের সহিত সম্বন্ধ করিবে। (দ্বিতীয়) পুরুষ অথবা স্ত্রী পতি অথবা স্ত্রীর মৃত্যুর পর পুনরায় বিবাহ করিলে প্রথম স্ত্রীর অথবা পূর্ব্বপতির সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া লইয়া যাইবে এবং তাহার সম্বন্ধীয়দিগের সহিত বিবাদ হইবে। (তৃতীয়) অনেক ভদ্রবংশের নাম অথবা চিহ্ন না থাকিয়া উহা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে (চতুর্থ) পতিব্রতা ও স্ত্রীব্রত ধর্ম্ম নষ্ট হওয়া ইত্যাদি দোষের জন্য দ্বিজদিগের মধ্যে পুনর্ব্বিবাহ অথবা বহুবিবাহ কখন হওয়া উচিত নহে। (প্রশ্ন) বংশচ্ছেদ ঘটিলে কুলের নাশ হইবে, এবং স্ত্রী পুরুষ ব্যভিচারাদিতে প্রবৃত্ত হইয়া গর্ভপাতনাদি বহু প্রকার দুষ্ট কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবে এজন্য পুনরায় বিবাহ হওয়া উত্তম হইয়া থাকে। (উত্তর) না; কারণ, স্ত্রী অথবা পুরুষ ব্রহ্মচর্য্যে অনুরত থাকিলে কোনরূপ উপদ্রব হইতে পারে না। কুলের পরম্পর রক্ষা করিবার জন্য কোন এক স্বজাতীয় (বালককে) পুত্ররূপে গ্রহণ করিলে তদ্দ্বারা কুল চলিবে (রক্ষিত হইবে) অথচ ব্যভিচার ও হইবে না। ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিতে না পারিলে তখন নিয়োগ দ্বারা সন্তানোৎপত্তি করিয়া লইবে। (প্রশ্ন) পুনরায় বিবাহ এবং নিয়োগের মধ্যে প্রভেদ কি? (উত্তর) (প্রথম) যেমন বিবাহের পর কন্যা নিজ পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া পতিগৃহে গমন করে, এবং তাহার পিতার সহিত বিশেষ সম্বন্ধ থাকে না, কিন্তু বিধবা স্ত্রী, উক্ত বিবাহিত পতিরই গৃহে অবস্থান করে। (দ্বিতীয়) উক্ত বিবাহিত স্ত্রীর পুত্র বিবাহিত পতির দায়ভাগী হয়। বিধবা স্ত্রীর পুত্র বীর্য্যদাতার পুত্র কথিত হয় না, উহার গোত্রীয় হয় না, এবং উহার সম্পত্তিভাগী ও হয় না, কিন্তু মৃত পতিরই পুত্র কথিত হয়, উহার সম্পত্তির অধিকারী হইয়া উহারই গৃহে অবস্থান করে। (তৃতীয়) বিবাহিত স্ত্রী এবং পুরুষের পরস্পর সেবা ও পালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য, পরন্তু নিযুক্ত স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে কোন সম্বন্ধই থাকে না। (চতুর্থ) বিবাহিত স্ত্রী ও পুরুষের সম্বন্ধ মৃত্যুপর্য্যন্ত থাকে, এবং নিযুক্ত স্ত্রী ও পুরুষের সম্বন্ধ নিয়োগ কার্য্যান্তর চলিয়া যায়। (পঞ্চম) বিবাহিত স্ত্রী এবং পুরুষ পরস্পর গৃহকার্য্য সিদ্ধির জন্য করিয়া থাকে, কিন্তু নিযুক্ত স্ত্রী ও পুরুষ নিজ নিজ গৃহকার্য্য স্বতন্ত্ররূপে করিয়া থাকে; (প্রশ্ন) বিবাহ এবং নিয়োগের নিয়ম কি? একরূপ অথবা পৃথক্? (উত্তর) অল্পপরিমাণে ভেদ আছে। যাহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, তদ্ব্যতীত বিবাহিত স্ত্রী এবং পুরুষের মধ্যে এক পতি ও এক স্ত্রী মিলিত হইয়া দশ সন্তান উৎপন্ন করিতে পারে কিন্তু, নিযুক্ত স্ত্রী অথবা পুরুষ দুই অথবা চারি সন্তানের অধিক সন্তানোৎপত্তি

করিতে পারে না। অর্থাৎ যেরূপ কুমার এবং কুমারীর বিবাহ হইয়া থাকে, তদ্রূপ যাহার স্ত্রী অথবা পতি মরিয়া যায় তাহারই নিয়োগ হইয়া থাকে, কুমার অথবা কুমারীর হয় না। বিবাহিতা স্ত্রী এবং পুরুষ যেরূপ সর্ব্বদা একত্র থাকে, নিযুক্তা স্ত্রী এবং পুরুষের মধ্যে তদ্রূপ ব্যবহার নাই। ইহারা ঋতুদান সময় ব্যতীরেকে একত্র হইতে পারে না। স্ত্রী আপনার জন্য নিয়োগ করিলে তৎকৃত দ্বিতীয় গর্ভ রক্ষিত হইবার পর হইতেই স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ চলিয়া যায়। পুরুষের ও আপনার জন্য নিয়োগ করিলে দ্বিতীয় গর্ভ রক্ষিত হইলে আর উভয়ের সম্বন্ধ থাকে না; কিন্তু নিযুক্তা স্ত্রী দুই অথবা তিন বৎসর পর্য্যন্ত শিশুকে পালন করিয়া দুইটী সন্তান নিযুক্ত পুরুষকে দিবে, এবং এইরূপে এক বিধবা স্ত্রী নিজের জন্য দুই, এবং দুই দুই করিয়া অন্য পুরুষদিগের প্রত্যেকের জন্য দুই দুই সন্তান উৎপাদন করিতে পারে। এক মৃতস্ত্রীক পুরুষও নিজের জন্য দুই, এবং দুই দুই করিয়া অন্য চারি বিধবার প্রত্যেকের জন্য দুই দুই সন্তান উৎপাদন করিতে পারে। এইরূপে সর্ব্বশুদ্ধ ১০ দশ সন্তানোৎপত্তির জন্য বেদে আজ্ঞা আছে।

ইমাং ত্বমিন্দ্রমীঢ্বঃ সুপুত্রাং সুভগাং কৃণু।
দশাস্যাং পুত্রানাধেহি পতিমেকাদশং কৃধি॥ ১।
ঋঃ। মং ১০। সুঃ ৮৫। মং ৪৫॥

হে (মীঢ্ব, ইন্দ্র) বীর্য্যসিঞ্চনে সমর্থ ও ঐশ্বর্য্যযুক্ত পুরুষ! তুমি এই বিবাহিতা অথবা বিধবা স্ত্রীর শ্রেষ্ঠ পুত্র উৎপাদন করিয়া উহাকে সৌভাগ্যযুক্ত কর, এবং এইরূপে দশ পুত্র উৎপাদন করিয়া স্ত্রীকে একাদশ বলিয়া গণনা কর। হে স্ত্রি! তুমিও বিবাহিত পুরুষের অথবা নিযুক্ত পুরুষের দশ সন্তান উৎপাদন করিয়া পতিকে একাদশ বলিয়া গণনা কর। উক্ত বেদের আজ্ঞানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, এবং বৈশ্যবর্ণস্থ স্ত্রী অথবা পুরুষ, দশের অধিক সন্তানোৎপত্তি করিতে পারিবে না। কারণ অধিক সন্তান হইলে উহারা দুর্ব্বল, নির্ব্বুদ্ধি এবং অল্পায়ু হইয়া থাকে, এবং স্ত্রী ও পুরুষ দুর্ব্বল, অল্পায়ু এবং রোগগ্রস্থ হইয়া বৃদ্ধাবস্থায় বহুদুঃখ প্রাপ্ত হয়। (প্রশ্ন) উক্ত নিয়োগের কথা ব্যভিচারের তুল্য বোধ হইতেছে। (উত্তর) বিবাহিত ব্যতিরেকে যেরূপ ব্যভিচার কহা যায় তদ্রূপ, নিয়োগ ব্যতিরেকেও ব্যভিচার কথিত হয়। ইহা হইতে এইরূপ সিদ্ধ হইতেছে যে, নিয়মানুসার বিবাহ হইলে যেরূপ ব্যভিচার বলা যায় না তদ্রূপ, নিয়মানুসারে নিয়োগ হইলেও ব্যভিচার কহা যাইতে পারে না। একের কন্যা অপরের পুত্রের সহিত শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে বিবাহ করিলে, পশ্চাৎ সমাগমে যেরূপ ব্যভিচার, পাপ অথবা লজ্জা হয় না, তদ্রূপ বেদশাস্ত্রোক্ত নিয়োগেও ব্যভিচার, পাপ অথবা লজ্জা মনে করা উচিত নহে। (প্রশ্ন) ইহা ত যথার্থ বটে কিন্তু, কার্য্যটি বেশ্যার সদৃশ বোধ হইতেছে।

( উত্তর ) না ; কারণ বেশ্যার সমাগমে কোন পুরুষ বা নিয়মের নিশ্চয় নাই কিন্তু, নিয়োগে বিবাহের ন্যায় নিয়ম আছে। সমান বা সহসা যেরূপ অপরকে কন্যা সম্প্রদানের পর ( বিবাহস্থলে ) একের কন্যা অপরের সহিত সমাগম করিলে যেরূপ লজ্জা হয় না তদ্রূপ, নিয়োগেও হওয়া উচিত নহে। পুরুষ অথবা স্ত্রী ব্যভিচারাসক্ত হইলে, বিবাহের পরই কি তাহারা কুকর্ম্ম হইতে রক্ষা পায় ? ( প্রশ্ন ) আমার নিয়োগ বিষয়ে পাপাশঙ্কা হয়। (উত্তর) যদি নিয়োগে পাপ মনে কর,তবে বিবাহেও কেননা পাপ স্বীকার কর ? বরং নিয়োগের নিষেধেই পাপ আছে, কারণ বৈরাগ্যবিশিষ্ট পূর্ণবিদ্যা যোগী ব্যতিরেকে, ঈশ্বরের সৃষ্টিক্রমানুকূল পুরুষ অথবা স্ত্রীর স্বাভাবিক ব্যবহার রুদ্ধ অথবা নিবারিত হইতে পারে না।

গর্ভপাত স্বরূপ ভ্রূণহত্যা এবং বিধবা স্ত্রীর ও মৃতস্ত্রীক পুরুষের মহাদুঃখকে পাপমধ্যে কি গণনা কর না ? যেহেতু উহারা যতদিন যুবাবস্থায় অবস্থান করে তখন মনে সন্তানোৎপত্তির এবং বিষয় ভোগের ইচ্ছাযুক্ত জনের পক্ষে কোন রাজব্যবহার অথবা জাতিব্যবহার দ্বারা উহাতে বাধা দিলে গুপ্ত কুকর্ম্মযুক্ত অসদুপায়ে কুকার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। এই ব্যভিচার ও কুকার্য্য নিবারণের জন্য এক শ্রেষ্ঠ উপায় আছে যে, কেহ জিতেন্দ্রিয় থাকিতে পারিলে বিবাহ অথবা নিয়োগ না করাই প্রশস্ত কিন্তু, তদ্রূপ না হইতে পারিলে, তাহার বিবাহ এবং আপৎকালে নিয়োগ অবশ্য হওয়া কর্ত্তব্য। ইহাতে ব্যভিচারের ন্যূনতা হয়, প্রেমানুসারে উত্তম সন্তানোৎপত্তি দ্বারা মনুষ্যজাতির বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা থাকে। গর্ভপাত বা ভ্রূণহত্যা সর্ব্বদা নিবারিত হয়। নীচ পুরুষের সহিত উত্তমা স্ত্রীর এবং বেশ্যাদি নীচ স্ত্রীর সহিত উত্তম পুরুষের ব্যভিচার রূপ কুকর্ম্ম বশতঃ সৎকুলের কলঙ্ক এবং বংশোচ্ছেদ স্ত্রী পুরুষের সন্তাপ এবং গর্ভপাত ইত্যাদি কুকর্ম্ম হয়। বিবাহ এবং নিয়োগ দ্বারা তাহা নিবারিত হয়। এই হেতু নিয়োগ অবশ্য কর্ত্তব্য। ( প্রশ্ন ) নিয়োগে কি কি নিয়ম হওয়া উচিত ? (উত্তর) যেরূপ প্রসিদ্ধি অনুসারে বিবাহ হইয়া থাকে তদ্রূপ, প্রসিদ্ধিভাবে নিয়োগে হওয়া উচিত। বিবাহে যেরূপ ভদ্রলোকদিগের অনুমতি এবং বর ও কন্যার পরস্পর প্রসন্নতা আবশ্যক হইয়া থাকে তদ্রূপ, নিয়োগেও হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ স্ত্রী এবং পুরুষের নিয়োগ সময়ে, আত্মীয় কুটুম্ব স্ত্রী ও পুরুষদিগের সমক্ষে, স্ত্রী বা পুরুষ এইরূপ প্রকট করিবে যে, "আমরা উভয়ে নিয়োগ সন্তানোৎপত্তির কামনায় করিতেছি, নিয়োগের নিয়ম পূর্ণ হইলে আমরা (আর) সহবাস করিব না,যদি অন্যথা করি তবে, পাপী এবং জাতি অথবা রাজদণ্ডানুসারে দণ্ডনীয় হইব। মাসে একবার গর্ভাধানের কার্য্য করিব এবং গর্ভ রক্ষিত হইলে, এক বৎসর পর্য্যন্ত পৃথক্ থাকিব"। ( প্রশ্ন ) নিয়োগ কি কেবল স্ববর্ণে হইবে অথবা ভিন্ন বর্ণের সহিতও ? ( উত্তর ) স্বীয় বর্ণে এবং স্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বর্ণস্থ পুরুষের সহিতও

হইবে। অর্থাৎ বৈশ্যা স্ত্রী বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, এবং ব্রাহ্মণের সহিত; ক্ষত্রিয়া, ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণের সহিত; এবং ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণের সহিত নিয়োগ করিতে পারে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে বীর্য্য সমান অথবা উৎকৃষ্ট বর্ণের হওয়া উচিত, নিজ হইতে নীচ বর্ণের হওয়া উচিত নহে। স্ত্রী এবং পুরুষের সৃষ্টির এই প্রয়োজন যে ধর্ম্মানুসারে অর্থাৎ বেদোক্ত রীতি অনুসারে বিবাহ অথবা নিয়োগ দ্বারা সন্তানোৎপত্তি করা। (প্রশ্ন) পুরুষের নিয়োগ করিবার আবশ্যকতা কি? দ্বিতীয় বার বিবাহ করিলেই চলিতে পারে? (উত্তর) আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে দ্বিজদিগের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষের একই বার বিবাহ হওয়া বেদাদি শাস্ত্রে লিখিত আছে. দ্বিতীয় বার নহে। কুমার ও কুমারীরই বিবাহ হইলে ন্যায়ানুগত হয়. এবং বিধবা স্ত্রীর সহিত কুমারের অথবা মৃতস্ত্রীক পুরুষের সহিত কুমারীর বিবাহ হইলে অন্যায় অর্থাৎ অধর্ম্ম হইয়া থাকে। যেরূপ বিধবা স্ত্রীর সহিত পুরুষ বিবাহ করিতে চাহে না তদ্রূপ বিবাহিতা স্ত্রীর সহিত সমাগমকারী পুরুষের সহিত বিবাহের ইচ্ছা কুমারীও করে না। যখন বিবাহিত পুরুষকে কোন কুমারী কন্যা এবং বিধবা স্ত্রীর গ্রহণ কোন কুমার পুরুষ না করিলেই পুরুষ এবং স্ত্রীদিগের মধ্যে নিয়োগের আবশ্যকতা হইবে। অধিকন্তু তুল্যাবস্থের সহিত তুল্যাবস্থের সম্বন্ধ হওয়াই ধর্ম্মানুষ্ঠিত হয়। (প্রশ্ন) বিবাহ বিষয়ে বেদাদি শাস্ত্রে যেরূপ প্রমাণ আছে নিয়োগ বিষয়ে তদ্রূপ প্রমাণ আছে কি না? (উত্তর) এ বিষয়ে অনেক প্রমাণ আছে. দেখ ও শুন:—

কুহস্বিদ্দোষা কুহ বস্তোরশ্বিনা কুহাভিপিত্বং করতঃ কুহোষতুঃ। কো বাং শয়ুত্রা বিধবেব দেবরং মর্য্যং ন যোষা কৃণুতে সধস্থ আ ॥ ১ ॥

ঋঃ। মং ১০। সূঃ ৪০। মং ২।

উদীর্ষ্ব নার্য্যভিজীবলোকং গতাসুমেতমুপ শেষ এহি। হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং পত্যুর্জনিত্বমভি সং বভূথ ॥ ২ ॥ ঋঃ। মং ১০। সূঃ ১৮। মং ৮ ॥

হে (অশ্বিনা) স্ত্রী ও পুরুষ, যেরূপ (দেবরং বিধবেব) বিধবা দেবরের সহিত এবং (যোষা মর্য্যম্) বিবাহিতা স্ত্রী স্বীয় পতির সহিত (সধস্থে) এক শয্যায় একত্র হইয়া সন্তানোৎপত্তি (আ কৃণুতে) সর্ব্বপ্রকারে করে, তদ্রূপ তোমরা দুই স্ত্রী এবং পুরুষ (কুহস্বিদ্দোষা) কোথায় রাত্রিতে এবং (কুহ বস্তোঃ) কোথায় দিবসে একত্র বাস

করিয়াছিলে, ( কুহাভিপিত্বম্ ) কোথায় পদার্থ প্রাপ্তি ( করতঃ ) করিয়াছ এবং ( কুহোষতুঃ ) কোন্ সময়ে কোথায় বাস করিয়াছিলে ? ( কো বাং শয়ুত্রা ) তোমাদিগের শয়নস্থান কোথায় ? এবং কোন্ দেশে তোমরা অবস্থান করিয়া থাক ? ইহা হইতে এইরূপ সিদ্ধ হইতেছে যে দেশে অথবা বিদেশে স্ত্রী পুরুষের সমভিব্যাহারেই থাকিবে, এবং বিধবা স্ত্রী নিযুক্ত পতিকে বিবাহিত পতির তুল্যরূপে গ্রহণ করিয়া সন্তানোৎপত্তি করিয়া লইবে। ( প্রশ্ন ) যদি কাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা না থাকে তবে বিধবা কাহার সহিত নিয়োগ করিবে ? ( উত্তর ) দেবরের সহিত ; কিন্তু তুমি "দেবর" শব্দে যাহা বুঝিয়াছ তাহা নহে। নিরুক্ত দেখ :—

**দেবরঃ কস্মাদ্ দ্বিতীয়ো বরঃ উচ্যতে ॥**

**নিরুঃ। অঃ ৩। খণ্ডঃ ১৫ ॥**

বিধবা যাহাকে দ্বিতীয় পতিরূপে গ্রহণ করিবে তাহাকেই "দেবর" কহা যায়। পতির কনিষ্ঠ অথবা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই হউক, সবর্ণস্থ অথবা উত্তমবর্ণস্থই হউক, যাহার সহিত নিয়োগ হইবে তাহারই, নাম "দেবর"।

হে ( নারি ) বিধবে ! তুমি ( এতং গতাসুম্ ) এই মৃত পতির আশা ত্যাগ করিয়া ( শেষে ) অবশিষ্ট পুরুষের মধ্যে ( অভি, জীবলোকম্ ) জীবিত দ্বিতীয় পতি ( উপেহি ) প্রাপ্ত হও এবং ( উদীর্ষ্ব ) এই কথা নিশ্চয় রাখিবে যে ( হস্তগ্রাভস্য দিধিষোঃ ) যদি বিধবার অর্থাৎ তোমার পাণিগ্রহণ কর্ত্তা নিযুক্ত পতির সম্বন্ধের জন্য নিয়োগ হয় তবে, ( ইদম্ ) এই ( জনিত্বম্ ) উৎপন্ন পুত্র উক্ত নিযুক্ত ( পত্যুঃ ) পতির হইবে, এবং যদি তোমার নিজের জন্য নিয়োগ হয় তবে উক্ত সন্তান ( তব ) তোমার হইবে। এইরূপ নিশ্চয়যুক্ত (অভি. সং. বভুথ ) হও এবং নিযুক্ত পতিও এইরূপ নিয়ম পালন করিবে।

**অদেবৃঘ্ন্যপতিঘ্নীহৈধি শিবা পশুভ্যঃ সুযমা সুবর্চ্চাঃ। প্রজাবতী বীরসূর্দেবৃকামা স্যোনেমমগ্নিং গার্হপত্যং সপর্য্য ॥ ১ ॥**

**অথর্ব্বঃ। কাঃ ১৪। অনুঃ ২। মং ১৮।**

হে ( অপতিঘ্ন্যদেবৃঘ্নি ) হে পতির এবং দেবরের অদুঃখদায়িনি স্ত্রি ! তুমি ( ইহ ) এই গৃহস্থাশ্রমে ( পশুভ্যঃ ) পশুদিগের জন্য ( শিবা ) কল্যাণকারিণী, ( সুযমাঃ ) উত্তম প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠায়িনী, ( সুবর্চ্চাঃ ) রূপ এবং সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্যাযুক্ত, ( প্রজাবতী ) উৎকৃষ্ট পুত্র পৌত্রাদিযুক্ত, ( বীরসূঃ ) শূর এবং বীরপুত্রপ্রসবিত্রী, ( দেবৃকামা ) এবং দেবর কামনাকারিণী ( স্যোনা ) সুখদাতা পতি অথবা দেবরকে ( এধি ) প্রাপ্ত হইয়া

( ইমম্ ) এই ( গার্হপত্যম্ ) গৃহস্থ সম্বন্ধীয় ( অগ্নিম্ ) অগ্নিহোত্রকে ( সপর্য্য ) সেবন কর।

**তামনেন বিধানেন নিজো বিন্দেত দেবরঃ ॥**

**মনুঃ ৯। ৬৯।**

অক্ষতযোনি স্ত্রী বিধবা হইলে পতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা উহার সহিত বিবাহ করিতে পারে। (প্রশ্ন) এক স্ত্রী অথবা পুরুষ কতবার নিয়োগ করিতে পারে? এবং বিবাহিত নিযুক্ত পতির কি কি নাম হইয়া থাকে? (উত্তর)

**সোমঃ প্রথমো বিবিদে গন্ধর্ব্বো বিবিদ উত্তরঃ।**
**তৃতীয়ো অগ্নিষ্টে পতিস্তুরীয়স্তে মনুষ্যজাঃ ॥**

**ঋঃ। মঃ ১০। সূ ৮৫। মঃ ৪০॥**

হে স্ত্রি! যে ( তে ) তোমার ( প্রথমঃ ) প্রথম বিবাহিত ( পতিঃ ) পতি তোমাকে ( বিবিদে ) প্রাপ্ত হইয়া থাকে উহার নাম ( সোমঃ ) কুমারত্বাদিগুণযুক্ত হওয়াতে "সোম"। দ্বিতীয় নিয়োগ হইতে যে পতি তোমাকে ( বিবিদে ) প্রাপ্ত হইয়া থাকে তাহার নাম ( গন্ধর্ব্বঃ ) একস্ত্রী সম্ভোগ হেতু "গন্ধর্ব্ব". ( তৃতীয় উত্তরঃ ); দ্বিতীয়ের পরবর্ত্তী যে তৃতীয় পতি হয় তাহার নাম ( অগ্নিঃ ) অত্যুষ্ণতাপ্রযুক্ত "অগ্নি"; এবং যে ( তে ) তোমার ( তুরীয়ঃ ) চতুর্থ হইতে একাদশ পর্য্যন্ত নিয়োগ বশতঃ পতি হইয়া থাকে, উহাদিগের নাম ( মনুষ্যজাঃ ) মনুষ্য হইয়া থাকে। যেরূপ ( ইমাং ত্বমিন্দ্র ) ইত্যাদি মন্ত্রানুসারে একাদশ পুরুষ পর্য্যন্ত স্ত্রী নিয়োগ করিতে পারে তদ্রূপ পুরুষও একাদশ স্ত্রী পর্য্যন্ত নিয়োগ করিতে পারে। (প্রশ্ন) একাদশ শব্দে দশ পুত্র এবং পতিকে একাদশ স্থানে কেন না গণনা করা যায়? (উত্তর) এইরূপ অর্থ করিলে "বিধবেব দেবরম্" দেবরঃ কস্মাদ্দ্বিতীয়ো বর উচ্যতে", "অদেবৃঘ্নি" এবং "গন্ধর্বোবিবিদ উত্তরঃ" ইত্যাদি বেদপ্রমাণের বিরুদ্ধার্থ হইবে। কারণ তোমার অর্থানুসারে দ্বিতীয় পতিও লাভ হইতে পারে না।

**দেবরাদ্বা সপিণ্ডাদ্বা স্ত্রিয়া সম্যঙ্ নিযুক্তয়া।**
**প্রজেপ্সিতাধিগন্তব্যা সন্তানস্য পরিক্ষয়ে ॥ ১ ॥**
**জ্যেষ্ঠো যবীয়সো ভার্য্যাং যবীয়ান্বাগ্রজস্ত্রিয়ম্।**
**পতিতৌ ভবতো গত্বা নিযুক্তাবপ্যনাপদি ॥ ২ ॥**
**ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব ॥ ৩ ॥ মনুঃ ৯। ৫৯।৫৮। ১৫৯ ॥**

ইত্যাদি মহাত্মা মনু লিখিয়াছেন। (সপিণ্ড) অর্থাৎ পতির ছয় পুরুষের মধ্যে, পতির কনিষ্ঠ অথবা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, স্বজাতীয় অথবা স্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট জাতিস্থ পুরুষের সহিত বিধবা স্ত্রীর নিয়োগ হওয়া উচিত, কিন্তু মৃতস্ত্রীক পুরুষ এবং বিধবা স্ত্রী সন্তানের ইচ্ছা করিলেই নিয়োগ কর্ত্তব্য, এবং সন্তানের সর্ব্বপ্রকারে অভাব হইলেই নিয়োগ হইবে। আপৎকাল না হইলে অর্থাৎ সন্তানোৎপত্তির ইচ্ছা না হইলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রীর সহিত কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রীর সহিত জ্যেষ্ঠের নিয়োগ হইলে এবং সন্তানোৎপত্তির পরও নিযুক্তগণ পরস্পর সমাগম করিলে পতিত হয়। অর্থাৎ এক নিয়োগ মধ্যে দ্বিতীয় পুত্রের জন্য গর্ভরক্ষা পর্য্যন্ত অবধি হইয়া থাকে। তাহার পর আর সমাগম করিবে না। উভয়ের জন্য নিয়োগ হইলে চতুর্থ গর্ভরক্ষা পর্য্যন্ত অবধি। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত রীতি অনুসারে দশ সন্তান পর্য্যন্ত সমাগম করিতে পারে, তদনন্তর করিলে বিষয়াসক্তি মনে করিতে হইবে এবং তাহাতেই পতিত বিচারিত হয়। বিবাহিত স্ত্রী পুরুষও যদি দশ গর্ভের পরও সমাগম করে তবে তাহারা কামী অবধারিত হইয়া নিন্দিত হয়। অর্থাৎ বিবাহ অথবা নিয়োগ সন্তানের জন্যই অনুষ্ঠিত হয়, পশুবৎ কামক্রীড়ার জন্য নহে। (প্রশ্ন) কেবল পতি মৃত হইলে অথবা পতির জীবদ্দশাতেও কি নিয়োগ হইতে পারে? (উত্তর) জীবদ্দশাতেও হইতে পারে।

**অন্যমিচ্ছস্ব সুভগে পতিং মত্।**

**ঋঃ। মঃ ১০। সূঃ ১০। মঃ ১০॥**

পতি সন্তানোৎপত্তি বিষয়ে অসমর্থ হইলে আপনার স্ত্রীকে অনুমতি দিয়া কহিবে যে সুভগে! অর্থাৎ হে সৌভাগ্য ইচ্ছাকারিণি স্ত্রি! তুমি (মৎ) আমা ভিন্ন (অন্যম্) অপর পতিকে (ইচ্ছস্ব) ইচ্ছা কর এবং আমা হইতে সন্তানোৎপত্তির আশা পরিত্যাগ করিয়া উক্ত বিবাহিত মহদাশয় পতির সেবা করিতে থাক। এইরূপ স্ত্রীও রোগাদি দোষগ্রস্ত হইয়া সন্তানোৎপত্তি বিষয়ে অসমর্থা হইলে নিজ স্বামীকে অনুমতি দিয়া কহিবে হে স্বামিন্! আপনি আমা হইতে সন্তানোৎপত্তির ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া কোন অপর বিধবা স্ত্রীতে নিয়োগ দ্বারা সন্তানোৎপত্তি করুন। এইরূপে পাণ্ডুরাজার স্ত্রী কুন্তী এবং মাদ্রী প্রভৃতি করিয়াছিলেন এবং মহাত্মা ব্যাসও চিত্রাঙ্গদ এবং বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যুর পর স্বকীয় ভ্রাতার স্ত্রীতে নিয়োগ করিয়া অম্বিকা অম্বা হইতে ধৃতরাষ্ট্র অম্বালিকা হইতে পাণ্ডু এবং দাসী হইতে বিদুরের উৎপত্তি করিয়াছিলেন ইত্যাদি ইতিহাসও এই বিষয়ে প্রমাণ দিতেছে।

**প্রোষিতো ধর্ম্মকার্য্যার্থং প্রতীক্ষ্যোঽষ্টৌ নরঃ সমাঃ।**
**বিদ্যার্থং ষড়্ যশোর্থং বা কামার্থং ত্রীংস্তু বৎসরান্ ॥১॥**

**বন্ধ্যাষ্টমেঽধিবেদ্যাব্দে দশমে তু মৃতপ্রজা।**
**একাদশে স্ত্রী জননী সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী॥ ২॥**

**মনুঃ ৯। ৭৬। ৮১।**

বিবাহিত পতি ধর্ম্মার্থ পরদেশে গমন করিলে অষ্ট বৎসর, বিদ্যা অথবা কীর্ত্তির জন্য যাইলে ছয় বৎসর এবং ধনাদি কামনার জন্য যাইলে তিন বৎসর পর্য্যন্ত বিবাহিত স্ত্রী পথ প্রতীক্ষা করত, পশ্চাৎ নিয়োগ দ্বারা সন্তানোৎপত্তি করিয়া লইবে এবং বিবাহিত পতি প্রত্যাগমন করিলে নিযুক্ত পতির সহিত আর সম্বন্ধ থাকিবে না॥ ১॥ এইরূপ পুরুষের পক্ষেও নিয়ম আছে। বন্ধ্যা হইলে অষ্ট বর্ষ অর্থাৎ বিবাহ হইতে অষ্ট বর্ষের মধ্যে গর্ভ না হইলে, সন্তান হইয়া মরিয়া যাইলে দশ বৎসর, কেবল কন্যামাত্র প্রসবিনী হইলে একাদশ বৎসর এবং দুর্ব্বাক্যবাদিনী হইলে সদ্যঃ উত্তম স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া নিয়োগ দ্বারা সন্তানোৎপত্তি করিয়া লইবে॥ ২॥ তদ্রূপ পুরুষও অত্যন্ত দুঃখদায়ক হইলে স্ত্রীর উচিত যে উক্ত স্বামীকে ত্যাগ করিয়া অপর পুরুষ হইতে নিয়োগ দ্বারা সন্তানোৎপত্তি করিয়া উক্ত পতির দায়াধিকারী সন্তান করিয়া লইবে। পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ এবং যুক্তি সমূহ অনুসারে স্বয়ম্বর বিবাহ এবং নিয়োগ দ্বারা স্ব স্ব কুলের উন্নতি করিতে হইবে। "ঔরস" অর্থাৎ বিবাহিত পতি হইতে উৎপন্ন পুত্র, যেরূপ পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় তদ্রূপ, "ক্ষেত্রজ" অর্থাৎ নিয়োগ হইতে উৎপন্ন পুত্রও পিতার ধনাধিকারী হইয়া থাকে। স্ত্রী এবং পুরুষের ইহা সর্ব্বদা মনে করা উচিত যে, বীর্য্য এবং রজঃ অমূল্য পদার্থ। যে এই অমূল্য পদার্থ বেশ্যা এবং দুষ্ট পুরুষের সহবাসে নষ্ট করে সে মহামূর্খ। কারণ দেখা যায় যে, কৃষক অথবা উদ্যানপালক মূর্খ হইয়াও নিজ ক্ষেত্র অথবা নিজ উদ্যান ব্যতিরেকে অন্যত্র বীজ বপন করে না। সামান্য বীজ এবং মূর্খদিগের ও যখন এইরূপ ব্যবহার হইল তখন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনুষ্য-দেহ স্বরূপ বৃক্ষের বীজ কুক্ষেত্রে নষ্ট করা মহামূর্খের কার্য্য; কারণ উহার ফল সে নিজে ভোগ করিতে পারে না। আরও "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ" ইহা ব্রাহ্মণ গ্রন্থের বচন।

**অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসি হৃদয়াদধিজায়সে।**
**আত্মা বৈ পুত্রনামাসি সজীব শরদঃ শতম্॥ ১**

**নিরু ৩। ৪॥**

হে পুত্র! তুমি প্রত্যেক অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছ এবং বীর্য্য হইতেও উৎপন্ন হইয়াছ, এইজন্য তুমি আমার আত্মা হও। তুমি আমার পূর্ব্বে বিনষ্ট না হইয়া শতবর্ষ পর্য্যন্ত জীবিত থাক। যাহা হইতে এইরূপ প্রসিদ্ধ মহাত্মা এবং মহাশয়গণ উৎপন্ন

হয়েন, তাদৃশ বীজ বেশ্যাদি দুষ্ট ক্ষেত্রে বপন করা অথবা দুষ্ট বীজ উৎকৃষ্ট ক্ষেত্রে বপন করা মহাপাপের কার্য্য। (প্রশ্ন) বিবাহের প্রয়োজন কি? ইহাতে স্ত্রী এবং পুরুষ বন্ধনে পড়িয়া অনেক সঙ্কোচ এবং দুঃখ ভোগ করে এইজন্য যাহার সহিত যাহার প্রণয় হইবে সে তাহার সহিত মিলিত হইবে এবং প্রণয়ের অবসান হইলে পৃথক হইবে? (উত্তর) ইহা পশু এবং পক্ষীর ব্যবহার, মনুষ্যের নহে। মনুষ্য মধ্যে বিবাহের নিয়ম না থাকিলে সমস্ত গৃহাশ্রমের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ব্যবহার নষ্ট ও বিলুপ্ত হইয়া যায়। কেহ কাহারও সেবা করিবে না এবং ব্যভিচারের মহাবৃদ্ধি হইয়া সকলে রোগী, নির্ব্বল এবং অল্পায়ু হইয়া শীঘ্র শীঘ্র মরিয়া যাইবে। কেহ কাহারও নিকট ভয় বা লজ্জা পাইবে না। বৃদ্ধাবস্থার কেহ কাহারও সেবাও করিবে না এবং ব্যভিচারের মহাবৃদ্ধিবশতঃ সকলে রোগী, দুর্ব্বল এবং অল্পায়ু হওয়াতে সমুদয় কুল সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হইয়া যাইবে। কেহ কোন সম্পত্তির অধিকারী অথবা উত্তরাধিকারী হইতে পারে না এবং কাহারও কোনও বিষয়ের উপর দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত স্বত্ব থাকিতে পারে না। এই সকল দোষ নিবারণের জন্য বিবাহ হওয়া সর্ব্বতোভাবে উচিত। (প্রশ্ন) এক বিবাহস্থলে এক পুরুষের এক স্ত্রী এবং এক স্ত্রীর এক স্বামী হইলে স্ত্রী যদি গর্ভবতী অথবা চিররোগিণী হয়, অথবা পুরুষ দীর্ঘরোগী হয় এবং স্ত্রী বা পুরুষ যুবাবস্থ হইয়া যদি ইন্দ্রিয় দমন করিতে না পারে তবে, সেস্থলে কি করা উচিত? (উত্তর) নিয়োগ বিষয়ে ইহার প্রত্যুত্তর দেওয়া হইয়াছে। গর্ভবতী স্ত্রীর সহিত এক বৎসর যাবৎ সমাগম না করিবার সময়ে পুরুষ অথবা স্ত্রী যদি না সহ্য করিতে পারে, তাহা হইলে অন্য কাহারও দ্বারা নিয়োগ করিয়া তাহার জন্য পুত্রোৎপত্তি করিয়া দিবে, পরন্তু বেশ্যাগমন অথবা ব্যভিচার কখন করিবে না। যতদূর সাধ্য অপ্রাপ্ত বস্তুর ইচ্ছা, প্রাপ্তের রক্ষা, রক্ষিতের বৃদ্ধি, বৃদ্ধ ধনের দেশোপকারার্থ ব্যয় করিবে। সর্ব্বপ্রকারে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত রীতি অনুসারে স্ব স্ব বর্ণাশ্রমের ব্যবহার সকল নিষ্পাদন করতঃ অত্যুৎসাহপূর্ব্বক এবং প্রযত্নসহকারে শরীর মন ও ধনের দ্বারা সর্ব্বদা পরমার্থের অনুষ্ঠান করিবে। নিজ মাতা, পিতা, শ্বশ্রূ ও শ্বশুরকে অতিশয় সেবা করিবে। মিত্র, প্রতিবেশী, নিকটবাসী, রাজা, বিদ্বান্, বৈদ্য এবং অন্যান্য সৎপুরুষদিগের উপর প্রীতি প্রদর্শন করিবে। দুষ্ট ও অধর্ম্মীদিগকে উপেক্ষা করতঃ অর্থাৎ উহাদিগের প্রত্যাশা না করিয়া উহাদিগের চরিত্র সংশোধিত করিতে চেষ্টা পাইবে। যথাসাধ্য প্রীতিপূর্ব্বক স্বীয় সন্তানদিগকে বিদ্বান্ এবং সুশিক্ষিত করিতে এবং করাইতে ধনাদি পদার্থের ব্যয় করিয়া উহাদিগকে পূর্ণ বিদ্বান্ এবং সুশিক্ষিত করিবে। ধর্ম্মযুক্ত ব্যবহার করতঃ মোক্ষ সাধন করিবে যাহার লাভ হইতেই কেবল পরমানন্দ ভোগ হয়। নিম্নলিখিত শ্লোক সকল গণনীয় নহে;—

পতিতোঽপি দ্বিজঃ শ্রেষ্ঠো নচ শূদ্রো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
নির্দুগ্ধা চাপি গৌঃ পূজ্যা নচ দুগ্ধবতী খরী॥ ১॥
অশ্বালম্ভং গবালম্ভং সংন্যাসং পলপৈত্রিকম্।
দেবরাচ্চ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥ ২॥
নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥ ৩॥

এই সকল কপোলকল্পিত পরাশরীয় শ্লোক। দুষ্কর্ম্মকারী দ্বিজকে শ্রেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠকর্ম্মকারী শূদ্রকে নীচ যদি মনে করা যায় তবে, ইহা অপেক্ষা পক্ষপাত, অন্যায় এবং অধর্ম্ম আর অধিক কি হইতে পারে? দুগ্ধবতী অথবা অদুগ্ধবতী গাভী গোপালের যেরূপ পালনীয়, গর্দ্দভ কি কুম্ভকারের তদ্রূপ পালনীয় নহে? উপযুক্ত দৃষ্টান্ত অতিশয় বিষম। কারণ দ্বিজ এবং শূদ্র মনুষ্যজাতি, এবং গো এবং গর্দ্দভ ভিন্ন জাতি। দৃষ্টান্ত বিষয়ে পশুজাতির মধ্যে দৃষ্টান্তের এক দেশের কথঞ্চিৎ যদি সামঞ্জস্যও হয় তথাপি উপরিকথিত অভিপ্রায় ব্যক্ত হইতে পারে না; সুতরাং এই শ্লোক কখনই বিদ্বান্-দিগের অনুমোদনীয় হইতে পারে না। অশ্বালম্ভ অর্থাৎ অশ্বহত্যা অথবা গবালম্ভ অর্থাৎ গোহত্যা করিয়া হোম করা যখন বেদবিহিত নহে তখন, তাহার কলিযুগে নিষেধ করা কেন বেদ-বিরুদ্ধ না হইবে? কলিযুগে এই নীচ কার্য্যের নিষেধ স্বীকার করিলে ত্রেতা প্রভৃতিতে ইহা বিধি হইয়া পড়ে। শ্রেষ্ঠযুগে এতাদৃশ দুষ্কার্য্য হওয়া সর্ব্বথা অসম্ভব। বেদাদি শাস্ত্রে সংন্যাসের বিধি আছে এবং উহার নিষেধ করার কোন মূল অথবা কারণ নাই। মাংসের নিষেধ থাকিলে সর্ব্বদাই নিষেধ মানিতে হইবে। দেবর হইতে সুতোৎপত্তির বিষয় বেদে যখন লিখিত আছে তখন, উক্ত শ্লোক-কর্ত্তার চীৎকারের প্রয়োজন কি? ২॥

যদি (নষ্টে) অর্থাৎ পতি কোন দেশান্তরে প্রস্থান করিলে, গৃহে স্ত্রী যদি নিয়োগ করে এবং সেই সময় যদি বিবাহিত পতি আসিয়া পড়ে তবে, সে স্ত্রী কাহার হইবে? যদি কেহ বলেন যে,বিবাহিত পতির যে স্ত্রী হইবে তাহা স্বীকার্য্য বটে কিন্তু, পরাশরীতে তাদৃশ ব্যবস্থা নাই। স্ত্রীর কি কেবল পাঁচটী মাত্র আপৎকাল আছে, আর কি নাই? রোগে পড়িয়া থাকা অথবা যুদ্ধাদি ঘটনা ইত্যাদি পাঁচের অধিকও আপৎকাল আছে। সুতরাং এই সকল শ্লোক কখন স্বীকরণীয় নহে॥ ৩॥ (প্রশ্ন) কি আপনি পরাশরমুনির বচন গ্রাহ্য করেন না? (উত্তর) যাহারই বচন হউক না কেন বেদ-বিরুদ্ধ হইলে তাহা স্বীকার করি না। আর এ বচন পরাশরের বচনও নহে। কারণ এইরূপে ব্রহ্মোবাচ,

বশিষ্ঠ উবাচ, রাম উবাচ, শিব উবাচ, বিষ্ণুরুবাচ, দেব্যুবাচ" ইত্যাদি শ্রেষ্ঠদিগের নাম লিখিয়া গ্রন্থ রচনা করার অভিপ্রায় এই যে, সর্ব্বমান্যদিগের নামবশতঃ এই সকল গ্রন্থ সংসারে মান্য হইবে এবং গ্রন্থকর্ত্তারও প্রচুর জীবিকা লাভ হইবে, এইজন্য অনর্থ গল্পযুক্ত গ্রন্থ রচিত হইয়া থাকে। কতিপয় প্রক্ষিপ্ত শ্লোক পরিত্যাগ করিলে কেবল মনুস্মৃতিই বেদানুকূল, অন্য স্মৃতি নহে। এইরূপ অন্যান্য অসত্য গ্রন্থের ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে। (প্রশ্ন) গৃহাশ্রম সকল আশ্রমের শ্রেষ্ঠ অথবা নিকৃষ্ট? (উত্তর) স্বস্ব কর্ম্ম বিষয়ে সকল আশ্রমই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু :—

যথা নদীনদাঃ সর্ব্বে সাগরে যান্তি সংস্থিতিম্।
তথৈবাশ্রমিণঃ সর্ব্বে গৃহস্থে যান্তি সংস্থিতিম্॥ ১॥
মঃ। ৬। ৯০॥

যথা বায়ুং সমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্বজন্তবঃ।
তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্ব আশ্রমাঃ॥ ২॥
যস্মাত্রয়োপ্যাশ্রমিণো দানেনান্নেন চান্বহম্।
গৃহস্থেনৈব ধার্য্যন্তে তস্মাজ্জ্যেষ্ঠাশ্রমো গৃহী॥ ৩॥
স সংধার্য্যঃ প্রযত্নেন স্বর্গমক্ষয়মিচ্ছতা।
সুখং চেহেচ্ছতা নিত্যং যোঽধার্য্যোদুর্ব্বলেন্দ্রিয়ৈঃ॥৪॥
মনুঃ। ৩। ৭৭। ৭৯॥

যেরূপ নদী এবং বৃহৎ বৃহৎ নদ যতক্ষণ সমুদ্র না পায় ততক্ষণ ভ্রমণ করে তদ্রূপ গৃহস্থাশ্রমকে আশ্রয় করিয়া সকল আশ্রম স্থির থাকে এবং এই আশ্রম ব্যতীত অন্য কোন আশ্রমের ব্যবহার সিদ্ধ হয় না॥ ১॥ ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থী এবং সংন্যাসী এই তিন আশ্রমীকে দান ও অন্নাদি প্রদান দ্বারা গৃহস্থ ধারণ অর্থাৎ রক্ষা করে, এই জন্য গৃহস্থাশ্রমকে জ্যেষ্ঠাশ্রম অর্থাৎ সকল ব্যবহারে শ্রেষ্ঠ বলা যায়॥ ২॥ এই জন্য মোক্ষ এবং সংসারের সুখ ইচ্ছাকারী প্রযত্ন সহকারে গৃহস্থাশ্রমকে ধারণ করিবে॥ ৩॥ দুর্ব্বলেন্দ্রিয় অর্থাৎ ভীরু এবং দুর্ব্বল পুরুষ গৃহস্থাশ্রম ধারণ করিবার অযোগ্য এই আশ্রমকে বিশেষ প্রকারে ধারণ করিবে॥ ৪॥ এই জন্য সংসারে যত কিছু ব্যবহার আছে, গৃহস্থাশ্রম তাহার আধার। গৃহস্থাশ্রম না হইলে সন্তানোৎপত্তি হইত না সুতরাং, ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ অথবা সংন্যাস কিরূপে হইতে পারিত?

যিনি গৃহস্থাশ্রমের নিন্দা করেন তিনি, স্বয়ং নিন্দনীয় হয়েন ; এবং যিনি প্রশংসা করেন তিনি প্রশংসনীয়। পরন্তু স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েই পরস্পর প্রসন্ন, বিদ্বান্ এবং পুরুষার্থ ও সর্ব্বপ্রকার ব্যবহার জ্ঞাতা হইলেই গৃহাশ্রমে সুখ হইয়া থাকে। এই জন্য ব্রহ্মচর্য্য এবং স্বয়ম্বর বিবাহই গৃহাশ্রমের সুখের মুখ্য কারণ। এস্থলে সমাবর্ত্তন, বিবাহ এবং গৃহাশ্রম বিষয়ের সংক্ষেপে শিক্ষা প্রদত্ত হইল। ইহার পর বানপ্রস্থ এবং সংন্যাসের বিষয় লিখিত হইবে।

ইতি শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতীস্বামিকৃতে সত্যার্থপ্রকাশে সুভাষাবিভূষিতে সমাবর্ত্তনবিবাহগৃহাশ্রমবিষয়ে চতুর্থঃ সমুল্লাসঃ সম্পূর্ণঃ ॥

## অথ পঞ্চমসমুল্লাসারম্ভঃ

### অথ বানপ্রস্থ সংন্যাসবিধিং বক্ষ্যামঃ।

এক্ষণে বানপ্রস্থ ও সংন্যাসবিধি কথিত হইবে।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ। গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ। বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ॥ শতঃ কাঃ ১৪।

মানবের কর্ত্তব্য যে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম সমাপ্ত করিয়া গৃহস্থ হইবে, গৃহস্থ হইয়া বানপ্রস্থ এবং বানপ্রস্থ হইয়া সংন্যাসী হইবে অর্থাৎ ক্রমানুসারে এইরূপ আশ্রমের বিধান আছে।

এবং গৃহাশ্রমে স্থিত্বা বিধিবৎ স্নাতকো দ্বিজঃ।
বনে বসেত্তু নিয়তো যথাবদ্বিজিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ১॥
গৃহস্থস্তু যদা পশ্যেদ্বলীপলিতমাত্মনঃ।
অপত্যস্যৈব চাপত্যং তদারণ্যং সমাশ্রয়েৎ॥ ২॥
সন্তজ্য গ্রাম্যমাহারং সর্ব্বং চৈব পরিচ্ছদম্।
পুত্রেষু ভার্য্যাং নিক্ষিপ্য বনং গচ্ছেৎ সহৈব বা॥৩॥
অগ্নিহোত্রং সমাদায় গৃহ্যং চাগ্নিপরিচ্ছদম্।
গ্রামাদরণ্যং নিঃসৃত্য নিবসেন্নিয়তেন্দ্রিয়ঃ॥ ৪॥
মুনান্নৈর্বিবিধৈর্মেধ্যৈঃ শাকমূলফলেন বা।
এতানেব মহাযজ্ঞান্নির্বপেদ্বিধিপূর্ব্বকম্॥৫॥ মনু ৬।১-৫

এই প্রকারে স্নাতক অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যপূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রমের অনুষ্ঠাতা দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, এবং বৈশ্য গৃহাশ্রমে কালাতিপাত করিয়া নিশ্চিতাত্মা হইয়া এবং যথাবৎ ইন্দ্রিয় জয় করিয়া বনে বাস করিবে॥ ১॥ গৃহস্থ যখন মস্তকের কেশ শুভ্র এবং মাংস কুঞ্চিত হইতে দেখিবে এবং যখন পুত্রের সন্তানাদি হইবে তখন, বনে গিয়া বাস করিবে॥ ২॥ সমস্ত গ্রামের উপযুক্ত আহার এবং বস্ত্রাদি উত্তম উত্তম পদার্থ ত্যাগ করিয়া, পুত্রের নিকট স্ত্রীকে রাখিয়া অথবা তাহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া বনে বাস করিবে॥৩॥ সাঙ্গোপাঙ্গ অগ্নিহোত্র লইয়া গ্রাম হইতে নির্গমন করতঃ দৃঢ়েন্দ্রিয় হইয়া, অরণ্যে

গমন করিয়া বাস করিবে ॥ ৪ ॥ নানাবিধ সামা আদি অন্ন, সুন্দর সুন্দর শাক, ফল, মূল, ফুল, ও কন্দাদি দ্বারা পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে এবং উহার দ্বারা অতিথি সেবা এবং নিজের জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে ॥ ৫ ॥

স্বাধ্যায়ে নিত্যযুক্তঃ স্যাদ্দান্তো মৈত্রঃ সমাহিতঃ।
দাতা নিত্যমনাদাতা সর্ব্বভূতানুকম্পকঃ ॥ ১ ॥
অপ্রযত্নঃ সুখার্থেষু ব্রহ্মচারী ধরাশয়ঃ।
শরণেষ্বমমশ্চৈব বৃক্ষমূলনিকেতনঃ ॥২॥ মনু ৬। শ্লোক ৮।২৬

সর্ব্বদা স্বাধ্যায় অর্থাৎ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনে নিযুক্ত, জিতাত্মা, সকলের মিত্র, ইন্দ্রিয়-দমনশীল, বিদ্যাদিদাতা এবং সকলের প্রতি দয়ালু হইবে এবং কখন কাহারও নিকট কোন পদার্থ গ্রহণ করিবে না। এইরূপ সর্ব্বদা ব্যবহার করিবে ॥ ১ ॥ শরীরের সুখের জন্য বিশেষ প্রযত্ন করিবে না, ব্রহ্মচারী থাকিবে অর্থাৎ স্বীয় স্ত্রী সমভিব্যাহারে থাকিলেও তাহার সহিত বিষয় ভোগের কোন চেষ্টা করিবে না, ভূমিতে শয়ন করিবে, নিজের আশ্রিত অথবা স্বকীয় পদার্থের উপর মমতা প্রকাশ করিবে না এবং বৃক্ষমূলে নিবাস করিবে ॥ ২ ॥

তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে শান্তা বিদ্বাংসো ভৈক্ষ-চর্য্যাং চরন্তঃ। সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি যত্রামৃতঃ স পুরুষোহব্যয়াত্মা। ১।

মুণ্ডঃ। খঃ ২। মঃ ১১।

যে সকল শান্ত বিদ্বান্ লোক বনে তপস্যা এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান করতঃ সত্যে শ্রদ্ধাশীল হইয়া এবং ভিক্ষাচরণ করিয়া বনে বাস করেন তাঁহারা, যে স্থানে নাশরহিত পূর্ণ পুরুষ হানি লাভরহিত পরমাত্মা আছেন, সেই স্থানে নির্ম্মল হইয়া প্রাণদ্বার দিয়া গমন করতঃ, পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত হয়েন ॥ ১ ॥

অভ্যাদধামি সমিধমগ্নে ব্রতপতে ত্বয়ি।
ব্রতঞ্চ শ্রদ্ধাং চোপৈমীন্ধে ত্বা দীক্ষিতো অহম্ ।১।
যজুর্ব্বেদ। অধ্যায় ২০। মঃ ২৪।

বানপ্রস্থীর উচিত যে—"আমি অগ্নিতে হোম করতঃ দীক্ষিত হইয়া ব্রত (সত্যাচরণ) এবং শ্রদ্ধা প্রাপ্ত হইব" এইরূপ অভিলাষ করিয়া তিনি বানপ্রস্থী হইবেন এবং নানাবিধ

তপশ্চর্য্যা, সৎসঙ্গ, যোগাভ্যাস, সুবিচারপূর্ব্বক জ্ঞান এবং পবিত্রতা লাভ করিবেন। পশ্চাৎ যখন সংন্যাস গ্রহণের ইচ্ছা হইবে তখন, স্ত্রীকে পুত্রের নিকট প্রেরণ করিয়া পরে সংন্যাস গ্রহণ করিবেন ॥ ১ ॥

## অথ সংন্যাসবিধিঃ।

বনেষু চ বিহৃত্যৈবং তৃতীয়ং ভাগমায়ুষঃ।
চতুর্থমায়ুষোভাগং ত্যক্ত্বা সংগান্ পরিব্রজেৎ।
মনুঃ ৬। ৩৩ ॥

এই প্রকারে আয়ুর তৃতীয়ভাগ অর্থাৎ পঞ্চাশতবর্ষ হইতে পঞ্চসপ্ততি বর্ষ পর্য্যন্ত বানপ্রস্থী হইয়া আয়ুর চতুর্থভাগে সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া পরিব্রাট্ অর্থাৎ সংন্যাসী হইবে। (প্রশ্ন) গৃহাশ্রম এবং বানপ্রস্থাশ্রম না করিয়া সংন্যাসাশ্রম করিলে পাপ হয় অথবা হয় না? (উত্তর) হইয়াও থাকে এবং নাও হয়। (প্রশ্ন) এস্থলে দুইপ্রকারের কথা কেন বলিতেছেন? (উত্তর) দুইপ্রকার নহে। বাল্যাবস্থায় বিরক্ত হইয়া যদি কেহ বিষয়াসক্ত হয় তবে, সে মহাপাপী হয়, এবং যে বিষয়াসক্ত না হয় সে মহাপুণ্যাত্মা পুরুষ।

যদহরেব বিরজেত্তদহরেব প্রব্রজেদ্বনাদ্বা গৃহাদ্বা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ।

ইহা ব্রাহ্মণগ্রন্থের বচন। যে দিন বৈরাগ্যপ্রস্ত হইবে সেই দিনেই গৃহ হইতে অথবা বন হইতে সংন্যাস গ্রহণ করিবে। প্রথমে সংন্যাসের বিষয় ক্রমানুসারে কথিত হইয়াছে এক্ষণে এই বিকল্প রহিয়াছে যে বানপ্রস্থ করিয়া অথবা গৃহস্থাশ্রম হইতে একবারেই সংন্যাস গ্রহণ করিবে। তৃতীয়পক্ষ এই যে, যে পুরুষ পূর্ণবিদ্বান্, জিতেন্দ্রিয়, বিষয়ভোগেচ্ছারহিত এবং পরোপকারের ইচ্ছাযুক্ত হইবেন তিনি, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতেই সংন্যাস গ্রহণ করিবেন। বেদেও "যতয়ঃ ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ" ইত্যাদি বাক্যে সংন্যাসের বিধান আছে।

পরন্তু:—

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ ॥
কঠঃ ॥ বল্লী ২। মং ২৩ ॥

দুষ্টাচার হইতে যিনি নিবৃত্ত হয়েন নাই, যাঁহার শান্তি লাভ হয় নাই, যাঁহার আত্মা যোগী নহে এবং যাঁহার মন শান্ত নহে তিনি, সংন্যাস লইলেও প্রজ্ঞান দ্বারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন না।

যেহেতু :—

যচ্ছেদ্বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্যচ্ছেদ্জ্ঞান আত্মনি।
জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেত্তদ্যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি॥
কঠং। বল্লী ৩। মং ১৩॥

সংন্যাসী বুদ্ধিমান্ হইলে বাক্য এবং মনকে অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিয়া জ্ঞান ও আত্মবিষয়ে নিযুক্ত করিয়া, উক্ত জ্ঞানস্বরূপ আত্মাকে পরমাত্মা বিষয়ে নিযুক্ত করিবেন এবং তাদৃশ বিজ্ঞানকে শান্তস্বরূপ আত্মার উপর স্থিরীকৃত করিবেন।

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো
নির্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ
শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥
মুণ্ডং। খণ্ডঃ ২। মং ১২॥

সমস্ত লৌকিক ভোগ কর্ম্মদ্বারা সঞ্চিত হইয়াছে দেখিয়া ব্রাহ্মণ অর্থাৎ সংন্যাসী বৈরাগ্য যুক্ত হইবেন। কারণ অকৃত (অর্থাৎ কৃত হন নাই এমন) পরমাত্মাকে কৃত অর্থাৎ কেবল কর্ম্মদ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই নিমিত্ত অর্পণের (দান) জন্য হস্তে কিছু অর্থ লইয়া বেদবিৎ এবং পরমাত্মাজ্ঞানসম্পন্ন গুরুর নিকট গমন করিয়া সন্দেহ নিবৃত্তি করিবে। পরন্তু সর্বদা নিম্নলিখিত লোকের সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে :—

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ
পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব
নীয়মানা যথান্ধাঃ॥১॥
অবিদ্যায়াং বহুধা বর্ত্তমানা বয়ং কৃতর্থা
ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ।

যৎকর্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ
তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে ॥ ২ ॥
মুঃ। খঃ ২। মঃ ৮। ৯॥

যাহারা অবিদ্যামধ্যে ক্রীড়া করে, (অথচ) আপনাকে ধীর এবং পণ্ডিত মনে করে, সেই সকল নীচগামী মূঢ় লোক অন্ধের পশ্চাৎ অন্ধ যেরূপ দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হয় তদ্রূপ দুঃখ পাইয়া থাকে ॥ ১ ॥ যাহারা বহুপ্রকারে অবিদ্যায় রত থাকে এবং বালবুদ্ধি হইয়া আমি কৃতার্থ হইয়াছি এইরূপ মনে করে এবং কর্ম্মকাণ্ডীলোক সকল রাগ বশতঃ মোহিত হইয়া যাঁহাকে জানিতে অথবা জানাইতে সমর্থ নহে, তাহারা আতুর হইয়া জন্মমৃত্যুরূপ দুঃখে নিমগ্ন হইয়া থাকে ॥ ২ ॥ এইজন্য :—

বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ সংন্যাসযোগাদ্‌যতয়ঃ শুদ্ধসত্বাঃ। তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্বে। মুণ্ডক। খঃ ২। মঃ ৬॥

যাঁহারা বেদান্ত অর্থাৎ পরমেশ্বর প্রতিপাদক বেদমন্ত্রের অর্থ জ্ঞান এবং আচারানুসারে উত্তমরূপে নিশ্চয় জ্ঞাতা এবং যোগদ্বারা শুদ্ধান্তঃকরণ সংন্যাসী হয়েন তাঁহারা, পরমেশ্বরে মুক্তিসুখ প্রাপ্ত হইয়া ভোগানন্তর মুক্তিসুখের অবধি পূর্ণ হইলে তৎস্থান হইতে নিষ্ক্রমণ করিয়া সংসারে পুনঃ আগমন করেন। মুক্তি ব্যতিরেকে দুঃখের নাশ হয় না; কারণ :-

ন বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্ত্যশরীরং বাবসন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ॥
ছান্দোঃ। প্রং ৮। খং ১২॥

দেহধারী কদাপি তিনি সুখ দুঃখের প্রাপ্তি হইতে পৃথক্ থাকিতে পারে না; যখন শরীররহিত জীবাত্মা মুক্ত অবস্থায় সর্ব্বব্যাপক পরমেশ্বরের সহিত শুদ্ধ হইয়া অবস্থান করে তখন তাহার সাংসারিক সুখ এবং দুঃখের প্রাপ্তি হয় না। এইজন্য—

পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি॥ শতঃ, কাং ১৪॥ ব্রা ২। কং ১।

লোকপ্রতিষ্ঠা অথবা লাভ, ধন ভোগ অথবা ধন সম্মান এবং পুত্রাদির মোহ হইতে পৃথক্ হইয়া, সংন্যাসিগণ ভিক্ষুকভাবে দিবারাত্র মোক্ষসাধনে তৎপর থাকেন।

প্রাজাপত্যাং নিরূপ্যেষ্টিং তস্যাং সর্ববেদসং হুত্বা ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজেৎ ॥১॥ যজুর্বেদব্রাহ্মণে। প্রাজাপত্যাং নিরূপ্যেষ্টিং সর্ববেদসদক্ষিণাম্। আত্মন্যগ্নীন্ সমারোপ্য ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজেৎ গৃহাৎ ॥ ২ ॥ যো দত্ত্বা সর্বভূতেভ্যঃ প্রব্রজত্যভয়ং গৃহাৎ। তস্য তেজোময়া লোকা ভবন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ৩ ॥

মনুঃ ৬। ৩৮। ৩৯ ॥

প্রজাপতি অর্থাৎ পরমেশ্বরকে প্রাপ্তির জন্য ইষ্টি অর্থাৎ যজ্ঞ করিয়া উহাতে যজ্ঞোপবীত ও শিখাদি চিহ্ন ত্যাগ করতঃ, আহবনীয়াদি পঞ্চাগ্নিতে প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চ প্রাণ আরোপণ করিয়া ব্রহ্মবিৎ ব্রাহ্মণ গৃহ হইতে নির্গত হইয়া সংন্যাসী হইবেন ॥ ১ ॥ ২ ॥ যিনি সকল ভূত অর্থাৎ প্রাণিমাত্রকে অভয় দান করতঃ গৃহ হইতে নির্গমন করিয়া সংন্যাসী হয়েন সেই, ব্রহ্মবাদী অর্থাৎ পরমেশ্বর প্রকাশিত বেদোক্ত ধর্ম্মাদি ও বিদ্যার উপদেশক সংন্যাসী প্রকাশময় অর্থাৎ মুক্তির আনন্দস্বরূপ লোক প্রাপ্ত হয়েন ॥ (প্রশ্ন) সংন্যাসীদিগের ধর্ম্ম কিরূপ? (উত্তর) পক্ষপাতশূন্য হইয়া ন্যায়াচরণ, সত্যগ্রহণ, অসত্যত্যাগ, বেদোক্ত ঈশ্বরের আজ্ঞাপালন, পরোপকার এবং সত্যভাষণাদি ধর্ম্ম সকল আশ্রমীরই অর্থাৎ মনুষ্যমাত্রেরই একরূপ। তবে সংন্যাসীর বিশেষ ধর্ম্ম এই :—

দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ।
সত্যপূতাং বদেদ্বাচং মনঃপূতং সমাচরেৎ ॥ ১
ক্রুধ্যন্তং ন প্রতিক্রুধ্যেদাক্রুষ্টঃ কুশলং বদেৎ।
সপ্তদ্বারাবকীর্ণাঞ্চ ন বাচমনৃতাং বদেৎ ॥ ২॥
অধ্যাত্মরতিরাসীনো নিরপেক্ষো নিরামিষঃ।
আত্মনৈব সহায়েন সুখার্থী বিচরেদিহ ॥ ৩ ॥
কৢপ্তকেশনখশ্মশ্রুঃ পাত্রী দণ্ডী কুসম্ভবান্।
বিচরেন্নিয়তো নিত্যং সর্বভূতান্যপীড়য়ন্ ॥ ৪ ॥
ইন্দ্রিয়াণাং নিরোধেন রাগদ্বেষক্ষয়েণ চ।
অহিংসয়া চ ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ৫ ॥

দূষিতোঽপি চরেদ্ধর্ম্মং যত্র তত্রাশ্রমে রতঃ।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু ন লিঙ্গং ধর্ম্মকারণম্॥ ৬॥
ফলং কতকবৃক্ষস্য যদ্যপ্যম্বু প্রসাদকম্।
ন নামগ্রহণাদেব তস্য বারি প্রসীদতি॥ ৭॥
প্রাণায়ামা ব্রাহ্মণস্য ত্রয়োঽপি বিধিবৎ কৃতাঃ
ব্যাহৃতিপ্রণবৈর্যুক্তা বিজ্ঞেয়ং পরমং তপঃ॥ ৮॥
দহ্যন্তে ধ্মায়মানানাং ধাতূনাং হি যথা মলাঃ।
তথেন্দ্রিয়াণাং দহ্যন্তে দোষাঃ প্রাণস্য নিগ্রহাৎ॥৯॥
প্রাণায়ামৈর্দহেদ্দোষান্ ধারণাভিশ্চ কিল্বিষম্।
প্রত্যাহারেণ সংসর্গান্ ধ্যানেনানীশ্বরান্ গুণান্॥১০॥
উচ্চাবচেষু ভূতেষু দুর্জ্ঞেয়ামকৃতাত্মভিঃ।
ধ্যানযোগেন সংপশ্যেদ্ গতিমস্যান্তরাত্মনঃ॥১১॥
অহিংসয়েন্দ্রিয়াসঙ্গৈ র্বৈদিকৈশ্চৈব কর্ম্মভিঃ।
তপসশ্চরণৈশ্চোগ্রৈঃ সাধয়ন্তীহ তৎপদম্॥ ১২॥
যদা ভাবেন ভবতি সর্ব্বভাবেষু নিস্পৃহঃ
তদা সুখমবাপ্নোতি প্রেত্য চেহ চ শাশ্বতম্॥ ১৩॥
চতুর্ভিরপি চৈবৈতৈ র্নিত্যমাশ্রমিভির্দ্বিজৈঃ
দশলক্ষণকো ধর্ম্মঃ সেবিতব্যঃ প্রযত্নতঃ॥ ১৪॥
ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্॥ ১৫॥
অনেন বিধিনা সর্ব্বাংস্ত্যক্ত্বা সংগাঞ্ শনৈঃ শনৈঃ।
সর্ব্বদ্বন্দ্ববিনির্ম্মুক্তো ব্রহ্মণ্যেবাবতিষ্ঠতে॥ ১৬॥

মনুঃ অঃ ৬।

৪৬।৪৮।৪৯।৫১।৬০।৬৬।৭০।৭৩।৭৫।৮০।৯১।৯২।৮১।

সংন্যাসী পথে চলিবার সময় এদিক্ ওদিক্ না দেখিয়া কেবল নীচে পৃথিবীর উপর

দৃষ্টি রাখিয়া চলিবে, সর্ব্বদা বস্ত্রদ্বারা জল ছাঁকিয়া পান করিবে, নিরন্তর সত্য কহিবে, এবং সর্ব্বদা মনে বিচার করিয়া সত্যের গ্রহণ ও অসত্যের পরিহার করিবে ॥ ১ ॥ কোন স্থানে উপদেশ অথবা সংবাদের স্থলে কেহ সংন্যাসীর উপর ক্রোধ করিলে অথবা তাঁহাকে নিন্দা করিলে সংন্যাসীর উচিত যে তাহার উপর ক্রোধ না করিয়া তাহারই কল্যাণার্থ উপদেশ দিবে এবং মুখের এক, নাসিকার দুই, চক্ষুর দুই এবং কর্ণের দুই রন্ধ্র দ্বারা মিথ্যা বাক্য কোন কারণে নির্গত করিবে না অর্থাৎ বলিবে না ॥ ২ ॥ স্বকীয় আত্মায় এবং পরমাত্মায় স্থির থাকিয়া অপেক্ষারহিত হইয়া, মদ্যমাংসাদি বর্জ্জিত হইয়া এবং কেবল আত্মারই সুখার্থী হইয়া এই সংসারে ধর্ম্ম এবং বিদ্যা বৃদ্ধির জন্য উপদেশার্থ সর্ব্বদা বিচরণ করিবে ॥ ৩ ॥ কেশ, নখ ও শ্মশ্রু মুণ্ডিত করিয়া সুন্দর পাত্র ও দণ্ড ধারণ করতঃ কুসুম্ভ রঙ্গে রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক, নিশ্চিতাত্মা হইয়া, এবং কোনও প্রাণীকে পীড়া না দিয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিবে ॥ ৪ ॥ ইন্দ্রিয়দিগের অধর্ম্মাচরণ নিবারণ করিয়া, রাগদ্বেষ পরিত্যাগ করতঃ সকল প্রাণীর উপর নির্বৈর থাকিয়া মোক্ষের জন্য আত্মশক্তি বৃদ্ধি করিবে ॥৫॥ এই সংসারে কেহ তাঁহাকে দূষিত অথবা ভূষিত করিলেও যে কোন আশ্রমে অবস্থান করতঃ সংন্যাসী সকল প্রাণীর প্রতি পক্ষপাতরহিত হইয়া স্বয়ং ধর্ম্মাত্মা হইয়া অপরকে ধর্ম্মাত্মা করিতে প্রযত্ন করিবে এবং ইহাও নিজ মনে নিশ্চয় জানিবে যে, দণ্ড কমণ্ডলু এবং কাষায় বস্ত্র প্রভৃতি চিহ্ন ধারণ করা ধর্ম্মের কারণ নহে। সকল মনুষ্যাদি প্রাণিগণকে সত্যোপদেশ এবং বিদ্যাদান দ্বারা উন্নতি করাই সংন্যাসীর মুখ্য কর্ম্ম ॥ ৬ ॥ যেরূপ নির্ম্মলা বৃক্ষের ফল পিষিয়া কলুষিত জলে প্রক্ষেপ করিলে জলের শুদ্ধি হয়, কিন্তু উহা প্রক্ষেপ না করিয়া কেবল নামমাত্র কথন বা শ্রবণমাত্র দ্বারা জল শুদ্ধ হইতে পারে না ॥ ৭ ॥ এইজন্য ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মবিৎ সংন্যাসীর কর্ত্তব্য যে, তিনি ওঁকার সহিত সপ্তব্যাহৃতি দ্বারা যথাশক্তি বিধিপূর্ব্বক প্রাণায়াম করিবেন, এবং তিনের ন্যূন প্রাণায়াম কখন করিবেন না। সংন্যাসীর পক্ষে এই পরম তপস্যা ॥ ৮ ॥ যেরূপ অগ্নিতে তপ্ত এবং দ্রবীভূত করিলে ধাতুর মল নষ্ট হইয়া যায়, তদ্রূপ প্রাণের নিগ্রহ দ্বারা মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের দোষ ভস্মীভূত হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥ এই জন্য সংন্যাসিগণ প্রতিনিয়ত প্রাণায়াম দ্বারা আত্মার, অন্তঃকরণের এবং ইন্দ্রিয়দিগের দোষ, ধারণাদ্বারা পাপ, প্রত্যাহার দ্বারা সঙ্গদোষ এবং ধ্যানদ্বারা অনীশ্বরগুণ অর্থাৎ জীবের হর্ষ, শোক এবং অবিদ্যাদি দোষ ভস্মীভূত করেন ॥১০॥ ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ পদার্থে পরমেশ্বরের ব্যাপ্তি ( যাহা অযোগী ও অবিদ্বানগণ বুঝিতে পারে না ), এবং নিজ আত্মার ও পরমাত্মার গতি উক্তরূপ ধ্যানযোগ দ্বারা দেখিবে ॥ ১১ ॥ পূর্ব্বোক্ত সংন্যাসী সর্ব্বভূতে নির্বৈরভাব ইন্দ্রিয় বিষয়ের ত্যাগ এবং বেদোক্ত কর্ম্ম ও অত্যুগ্র তপস্যার অনুষ্ঠান দ্বারা, সংসারে মোক্ষপদের লাভ করিতে এবং করাইতে সমর্থ; অন্য

কেহ সমর্থ নহে ॥ ১২ ॥ সংন্যাসী যখন সকল ভাবে অর্থাৎ সকল পদার্থ বিষয়ে নিস্পৃহ ও আকাঙ্ক্ষা-রহিত এবং আন্তরিক ও বাহ্য ব্যবহারে পবিত্র হয়েন তখনই, এই শরীরে এবং মরণান্তে নিরন্তর সুখ প্রাপ্ত হয়েন ॥ ১৩ ॥ এইজন্য ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থী এবং সংন্যাসী সকলেরই উচিত যে, প্রযত্ন সহকারে নিম্নলিখিত দশ লক্ষণযুক্ত ধর্ম্মের সেবন করেন ॥ ১৪ ॥ প্রথম লক্ষণ ( ধৃতি ) সর্ব্বদা ধৈর্য্যপ্রকাশ। ( দ্বিতীয় ) ( ক্ষমা ) নিন্দা, স্তুতি, মানাপমান, হানি ও লাভাদিতে দুঃখসহিষ্ণুতা। তৃতীয় —( দম ) মনকে সর্ব্বদা ধর্ম্মে প্রবৃত্ত করা এবং অধর্ম্ম হইতে নিবারণ করা অর্থাৎ অধর্ম্মের ইচ্ছাও হইতে না দেওয়া। চতুর্থ—( অস্তেয় ) চৌর্য্যত্যাগ অর্থাৎ অনুমতি ব্যতিরেকে ছল, কপটতা, বিশ্বাসঘাতকতা অথবা অন্য কোন ব্যবহার দ্বারা কিম্বা বেদবিরুদ্ধ উপদেশ দ্বারা পরপদার্থের গ্রহণ করাকে চৌর্য্য কহে ; উহা পরিহার করাকে সাধু কার্য্য কহে। পঞ্চম—( শৌচ ) রাগ, দ্বেষ ও পক্ষপাত ত্যাগ করিয়া আন্তরিক এবং জল ও মৃত্তিকা মার্জ্জনাদি দ্বারা বাহ্যিক পবিত্রতা সাধন করা। ষষ্ঠ—( ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ) অধর্ম্মাচরণ হইতে নিবারণ করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে সর্ব্বদা ধর্ম্মপথে প্রবৃত্ত করা। সপ্তম—( ধীঃ ) মাদক দ্রব্য, বুদ্ধিনাশক অন্য পদার্থ, দুষ্টের সংসর্গ এবং আলস্য ও প্রমাদাদি ত্যাগ করিয়া শ্রেষ্ঠ পদার্থের সেবন, সাধুপুরুষের সংসর্গ এবং যোগাভ্যাস দ্বারা বুদ্ধির বৃদ্ধি সম্পাদন। অষ্টম—( বিদ্যা ) পৃথিবী হইতে পরমেশ্বর পর্য্যন্ত বিষয়ের যথার্থ জ্ঞান, উহাদিগের হইতে যথাযোগ্য উপকার গ্রহণ করা এবং সত্যভাবে ( অর্থাৎ আত্মায় যেরূপ মনে সেইরূপ, মনে যেরূপ বাক্যে সেইরূপ এবং বাক্যে যেরূপ কার্য্যেও সেইরূপ ) ব্যবহার করাকে বিদ্যা কহে এবং তাহার বিপরীতকে অবিদ্যা বলে। নবম—( সত্য ) যে পদার্থ যেরূপ তাহাকে তদ্রূপ বুঝা, তদ্রূপ বলা এবং তদ্রূপ কার্য্য করাই সত্য। এবং ( দশম )—( অক্রোধ ) ক্রোধাদি দোষ পরিত্যাগ করিয়া শান্তি আদি গুণগ্রহণ করা ধর্ম্মের লক্ষণ। এই এই দশ লক্ষণযুক্ত ও পক্ষপাতরহিত ন্যায়াচরণরূপ ধর্ম্মের সেবন করা চারি আশ্রম বাসীরই কর্ত্তব্য এবং উক্ত বেদোক্ত ধর্ম্মে নিজে চলা এবং অপরকে বুঝাইয়া প্রবৃত্ত করা সংন্যাসীদিগের বিশেষ ধর্ম্ম ॥ ১৫ ॥ এইরূপে অল্পে অল্পে সমস্ত সঙ্গদোষ ত্যাগ করিয়া এবং হর্ষ শোকাদি দ্বন্দ্ব হইতে নির্মুক্ত হইয়া সংন্যাসী ব্রহ্মেই অবস্থিত হইয়া থাকেন। গৃহস্থাদি সকল আশ্রমের সকল প্রকার ব্যবহারের সত্য নিশ্চয় করা অধর্ম্ম ব্যবহার দূরীকরণ করা এবং সকল সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া সত্যধর্ম্মযুক্ত ব্যবহারে সকলকে প্রবৃত্ত করা সংন্যাসীদিগের মুখ্য কার্য্য ॥ ১৬ ॥

( প্রশ্ন ) সংন্যাস গ্রহণ কি কেবল ব্রাহ্মণেরই কার্য্য অথবা ক্ষত্রিয়াদিরও কার্য্য ? ( উত্তর ) ব্রাহ্মণেরই অধিকার। কারণ সকল বর্ণ মধ্যে যিনি পূর্ণবিদ্বান্, ধার্ম্মিক ও পরোপকারপ্রিয় মনুষ্য তাঁহারই, নাম ব্রাহ্মণ। পূর্ণবিদ্যা, ধর্ম্ম, পরমেশ্বরে নিষ্ঠা

এবং বৈরাগ্য ব্যতিরেকে সংন্যাস গ্রহণ করিলে সংসারের বিশেষ উপকার হইতে পারে না। এইজন্য লোকশ্রুতি আছে যে ব্রাহ্মণেরই সংন্যাসে অধিকার আছে, অন্যের নাই। এ বিষয়ে মনুরও প্রমাণ আছে যথা :—

এষ বোঽভিহিতো ধর্ম্মো ব্রাহ্মণস্য চতুর্ব্বিধঃ।
পুণ্যোঽক্ষয়ফলঃ প্রেত্য রাজধর্ম্মান্ নিবোধত॥

মনুঃ। ৬। ৯৭॥

এস্থলে মহাত্মা মনু বলিতেছেন যে, হে ঋষিগণ! এই চারি প্রকার অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য (গার্হস্থ্য), বানপ্রস্থ, এবং সংন্যাসাশ্রম অবলম্বন করা ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম। সংন্যাস ধর্ম্ম ইহকালে পুণ্যস্বরূপ এবং দেহত্যাগানন্তর মুক্তিরূপ অক্ষয় আনন্দদাতা। ইহার পরে আমার নিকট রাজধর্ম্ম শ্রবণ কর। ইহা হইতে এই সিদ্ধ হইতেছে যে, সংন্যাস গ্রহণ করা মুখ্যভাবে ব্রাহ্মণেরই অধিকার এবং ক্ষত্রিয়াদির ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমই অধিকার। (প্রশ্ন) সংন্যাস গ্রহণের আবশ্যকতা কি? (উত্তর) শরীরের মধ্যে মস্তকের যেরূপ আবশ্যকতা আশ্রমীদিগের মধ্যে সংন্যাসাশ্রমেরও তদ্রূপ আবশ্যকতা। কারণ ইহা ব্যতিরেকে বিদ্যা ও ধর্ম্মের কখন বৃদ্ধি হইতে পারে না। তদ্ব্যতীত অপর আশ্রমীদিগের বিদ্যাগ্রহণ, গৃহকার্য্য এবং তপশ্চরণাদি কার্য্য বশতঃ অবসর অতি অল্প থাকে। পক্ষপাতশূন্য হইয়া ব্যবহার করা অপর আশ্রমের পক্ষে অতি দুষ্কর। সংন্যাসী যেরূপ সর্ব্বতোভাবে মুক্ত হইয়া জগতের উপকার করেন তদ্রূপ, অন্য কোন আশ্রমবাসী করিতে পারেন না। কারণ সংন্যাসীর পক্ষে সত্যবিদ্যা দ্বারা পদার্থবিজ্ঞানের উন্নতিসাধনে যত অবকাশ থাকে, অন্য আশ্রমীর তাদৃশ অবসর থাকে না। পরন্তু ব্রহ্মচর্য্যের পরই সংন্যাসী হইয়া জগতের সত্যশিক্ষা দ্বারা যতদূর উন্নতি করা সম্ভব হয়, গৃহস্থ অথবা বানপ্রস্থের পর সংন্যাসী হইয়া ততদূর উন্নতি করা সম্ভব নহে। (প্রশ্ন) সংন্যাস গ্রহণ ঈশ্বরের অভিপ্রায় বিরুদ্ধ কারণ ঈশ্বরের অভিপ্রায় যে মনুষ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। গৃহস্থাশ্রম না করিলে সন্তান হইতে পারে না। সকল মনুষ্যেরই সংন্যাসাশ্রম মুখ্য হইলে মনুষ্যের মূলোচ্ছেদ হইয়া পড়ে। (উত্তর) আচ্ছা, বিবাহ করিয়াও অনেকের সন্তান হয় না অথবা সন্তান হইলেও তাহা নষ্ট হইয়া যায়। এস্থলে উহারাও ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধকারী হইল। যদি বল যে "যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ"। ইহা কোন কবির উক্তি। ইহার অর্থ এই যে "যত্ন করিলেও যদি কার্য্য সিদ্ধ না হয়, তবে এ বিষয়ে দোষ কি? অর্থাৎ কোন দোষ নাই"। আচ্ছা, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে গৃহস্থাশ্রম হইতে বহু সন্তান হইয়া পরস্পর বিরুদ্ধাচরণ করিয়া যুদ্ধ করতঃ মরিয়া যাইলে কতদূর ক্ষতি হইয়া থাকে? ইহা বুঝিয়াও বিবাদ ও যুদ্ধ অনেকে করিয়া থাকে।

এস্থলে সংন্যাসী এক বেদোক্ত ধর্ম্মের উপদেশ দ্বারা পরস্পর প্রীতি উৎপন্ন করাইলে লক্ষ লক্ষ মনুষ্য রক্ষা পাইবে এবং সহস্র গৃহস্থের তুল্য মনুষ্যগণের বৃদ্ধি সম্পাদন করিবে। অপরন্তু সকল মনুষ্য সংন্যাস গ্রহণ করিতে পারে না কারণ, সকলেরই বিষয়াসক্তি দূরীভূত হওয়া অসম্ভব। সংন্যাসীদিগের উপদেশানুসারে যে সকল মনুষ্য ধার্ম্মিক হয়েন তাঁহাদিগকে সংন্যাসীর পুত্রতুল্য জানিতে হইবে। (প্রশ্ন) সংন্যাসিগণ বলেন যে "আমার কোন কর্ত্তব্য নাই. অন্ন ও বস্ত্র গ্রহণ করিয়া আনন্দে অবস্থান করিব এবং কেন অবিদ্যারূপ সংসারে নিষ্প্রয়োজন মস্তিষ্কক্লেশ উৎপাদন করিব? আপনাকে ব্রহ্ম মনে করিয়া সন্তুষ্ট থাকিব এবং কেহ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলে তাহাকেও তদ্রূপ উপদেশ দিব এবং কহিব যে তুমিও ব্রহ্ম, তোমাকে পাপ ও পুণ্য কিছুই স্পর্শ করিতে পারে না, কারণ শীতোষ্ণ শরীরের, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা প্রাণের এবং সুখ ও দুঃখ মনের ধর্ম্ম। জগৎ মিথ্যা এবং জগতের ব্যবহারও সমস্ত কল্পিত অর্থাৎ মিথ্যা। সুতরাং ইহাতে আসক্ত হওয়া বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে "যাহা কিছু পাপ ও পুণ্য হইয়া থাকে উহা. দেহ এবং ইন্দ্রিয়দিগের ধর্ম্ম আত্মার নহে" ইত্যাদি উপদেশ করিয়া থাকেন। আপনি কিঞ্চিৎ বিলক্ষণ (ভিন্ন) প্রকার সংন্যাস ধর্ম্ম কহিতেছেন। এক্ষণে আমি কাহার কথা সত্য এবং কাহার কথা মিথ্যা মনে করিব? (উত্তর) তাঁহাদিগের সৎকর্ম্মও কি কর্ত্তব্য নহে? দেখ মহাত্মা মনু লিখিয়াছেন "বৈদিকৈশ্চৈব কর্ম্মভিঃ" অর্থাৎ সংন্যাসীদিগের বৈদিক কর্ম্ম বা ধর্ম্মযুক্ত সত্যকর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহাঁরা কি ভোজন আচ্ছাদনাদি কর্ম্মও ত্যাগ করিতে সমর্থ হয়েন? যদি এ কর্ম্ম ত্যাগ করা অসম্ভব হয় তবে, উত্তম কর্ম্ম ত্যাগ করিলে কি ইহাঁরা পতিত ও পাপভাগী হইবেন না? গৃহস্থদিগের নিকট যখন অন্ন ও বস্ত্র গ্রহণ করিতেছেন তখন, উহাদিগের প্রত্যুপকার না করিলে কি মহাপাপী হইতে হইবে না? চক্ষু দ্বারা দর্শন এবং কর্ণের দ্বারা শ্রবণ না হইলে যেমন চক্ষু ও কর্ণ ব্যর্থ হয় তদ্রূপ, সত্যোপদেশ বেদাদি শাস্ত্রের বিচার এবং প্রচার না করিলে সংন্যাসীও এ জগতের ব্যর্থ ভারস্বরূপ হয়েন। আর যে অবিদ্যারূপ সংসারে মস্তিষ্ক-ক্লেশ উৎপাদন করা ইত্যাদি বলেন ও লিখেন তদ্বিষয়ে বলা যাইতে পারে যে, তাদৃশ উপদেশ কর্ত্তাই স্বয়ং মিথ্যা এবং পাপের বৃদ্ধিকারী পাপিষ্ঠ। শরীরাদি দ্বারা যে কিছু কর্ম্ম করা যায় সে সকল আত্মারই হয় এবং উহার ফলভোগ কর্ত্তাও আত্মা। যাঁহারা জীবকে ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন তাঁহারা অবিদ্যারূপ নিদ্রায় নিদ্রিত থাকেন। কারণ জীব অল্পব্যাপক ও অল্পজ্ঞ এবং ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপক ও সর্ব্বজ্ঞ। ব্রহ্ম নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত-স্বভাবযুক্ত এবং জীব কখন বদ্ধ ও কখন বা মুক্ত থাকে। সর্ব্বব্যাপক ও সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মে কখন অবিদ্যা অথবা ভ্রম হইতে পারে না, কিন্তু জীবের কখন অবিদ্যাও কখন বিদ্যা হইয়া থাকে। ব্রহ্ম কখন জন্ম ও মরণজনিত দুঃখ প্রাপ্ত হয়েন না, কিন্তু জীব প্রাপ্ত হয়; এই

সকল কারণবশতঃ উহাদিগের উপদেশ মিথ্যা। (প্রশ্ন) সন্ন্যাসী সর্ব্বকর্ম্মবিনাশী, তিনি অগ্নি ও ধাতু স্পর্শ করেন না, এই বাক্য সত্য কি না? (উত্তর) সত্য নহে। "সম্যঙ্ নিত্যমাস্তে যস্মিন্, যদ্বা সম্যঙ্ ন্যস্যন্তি দুঃখানি কর্ম্মাণি যেন স সংন্যাসঃ, স প্রশস্তো বিদ্যতে যস্য স সন্ন্যাসী"। যাহা ব্রহ্মস্বরূপ ও যাহা দ্বারা দুষ্ট কর্ম্ম ত্যাগ করা যায়, উক্ত উত্তম স্বভাব যাহাতে হয় তাঁহাকে সন্ন্যাসী কহে। ইহাতে সন্ন্যাসীকে সুকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা ও দুষ্কার্য্যের নাশক কহা যায়। (প্রশ্ন) গৃহস্থও যখন উপদেশ এবং অধ্যাপন করিয়া থাকেন তখন পুনরায় সংন্যাসীর প্রয়োজন কি? (উত্তর) সকল আশ্রমীই সত্যোপদেশ করিয়া থাকেন এবং শুনিয়া থাকেন, কিন্তু সংন্যাসীর যত পরিমাণে অবকাশ এবং নিষ্পক্ষপাতিতা হইয়া থাকে ততদূর গৃহস্থদিগের হয় না। অবশ্য ব্রাহ্মণ হইলে এই কর্ত্তব্য যে পুরুষ পুরুষদিগকে এবং স্ত্রী স্ত্রীদিগকে অধ্যাপন ও সত্যোপদেশ বিতরণ করেন; সংন্যাসীর পক্ষে যত পরিমাণে ভ্রমণের সুবিধা লাভ হয়, গৃহস্থ ব্রাহ্মণাদির ততদূর সুবিধা কখন হইতে পারে না। ব্রাহ্মণ বেদবিরুদ্ধ আচরণ করিলে সংন্যাসী তাহার নিয়ন্তা হইয়া থাকেন। এই জন্য সংন্যাসী হওয়া উচিত। (প্রশ্ন) "একরাত্রিং বসেদ্গ্রামে" ইত্যাদি বচনানুসারে সংন্যাসী একস্থানে একরাত্রি মাত্র বাস করিতে পারেন, অধিক বাস করা উচিত নহে। (উত্তর) এ কথার অল্পাংশ উত্তম, কারণ একস্থানে বাস করিলে জগতের অধিক উপকার হয় না এবং স্থানান্তরের (স্থান বিশেষের) অভিমান উপস্থিত হয়। রাগ দ্বেষাদিও অধিক হইয়া পড়ে। পরন্তু একত্র অবস্থানে বিশেষ উপকার হইলে অবস্থান করিবে। যথা জনক রাজার নিকট পঞ্চশিখাদি একস্থানে চারি মাস অবস্থান করেন এবং অন্য সংন্যাসিগণ কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত নিবাস করিয়াছিলেন। আর "একস্থানে না থাকা" ইত্যাদি বচন এক্ষণকার পাষণ্ডী সম্প্রদায় কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে। তাহার কারণ এই যে সংন্যাসী একস্থানে অধিক দিন অবস্থান করিলে তাহাদিগের পাষণ্ডিত্ব খণ্ডিত হইয়া পড়িবে এবং ধূর্ত্ততা বৃদ্ধি পাইবে না। (প্রশ্ন) —

**যতীনাং কাঞ্চনং দদ্যাত্তাম্বূলং ব্রহ্মচারিণাম্।**
**চৌরাণামভয়ং দদ্যাৎ স নরো নরকং ব্রজেৎ॥**

ইত্যাদি বচনের অভিপ্রায় এই যে সংন্যাসীদিগকে সুবর্ণদান করিলে দাতা নরকে গমন করিবে। (উত্তর) বর্ণাশ্রমবিরোধী সম্প্রদায়ী এবং স্বার্থপর পৌরাণিকগণই এইরূপ বচন রচনা করিয়াছে। কারণ সংন্যাসিগণের ধন লাভ হইলে উহাদিগের মত খণ্ডন করিবে এবং অনিষ্ট হইবে; এবং ইঁহারা উহাদিগের অধীন থাকিবে না। ভিক্ষাদি ব্যবহার উহাদিগের অধীন থাকিলে সকলে শঙ্কিত থাকিবে। যদি স্বার্থপর ও মূর্খ-

দিগকে দান করিলেও ( তোমার মতে ) উত্তম ফল হয়, তবে বিদ্বান্ ও পরোপকারী সংন্যাসীদিগকে দান করিলে কদাপি দোষ হইতে পারে না। দেখ :—

বিবিধানি চ রত্নানি বিবিক্তেষূপপাদয়েৎ ।

মনুঃ । অ ১১ । ৬।

নানাপ্রকার রত্ন ও সুবর্ণাদি ধন (বিবিক্ত) অর্থাৎ সংন্যাসীদিগকে দিবে। পূর্ব্বশ্লোক অনুসারে সন্ন্যাসীকে সুবর্ণদান করিলে যজমান নরকে যাইবে এবং এই বচন অনুসারে রৌপ্য, মুক্তা ও হীরকাদি দান করিলে স্বর্গে যাইবে এরূপ হইলে এ বচন নিরর্থক হইয়া পড়ে। ( প্রশ্ন ) হাঁ পণ্ডিত মহাশয় ! ঐ বচনের পাঠের ভ্রম হইয়াছে। উহা এইরূপ "যতিহস্তে ধনং দদ্যাৎ" অর্থাৎ সন্ন্যাসাদিগের হস্তে ধন দান করিলে লোক নরকে যায়। ( উত্তর ) এ বচনও অবিদ্বান্‌দিগের কপোলকল্পনা দ্বারা রচিত হইয়াছে কারণ, হস্তে দান করিলে নরকে যাইবে আর পায়ে দান করিলে অথবা গাঁঠরী মোঠ বাঁধিয়া দিলে স্বর্গে যাইবে ইত্যাদি কল্পনা মাননীয় নহে। তবে ইহার সম্বন্ধে এই কথা হইতে পারে যে, সংন্যাসী যোগক্ষেমের অধিক ধন রাখিলে দস্যু প্রভৃতির দ্বারা পীড়িত হইবে অথবা মোহিত হইতে পারে। কিন্তু যিনি বিদ্বান্ হয়েন তিনি, কখন অযুক্ত ব্যবহার করিবেন না এবং মোহেও আসক্ত হইবেন না ! এ সকল বিষয় প্রথম গৃহাশ্রমে ও ব্রহ্মচর্য্যে ভোগ হওয়ায় সংন্যাসীর বহুদর্শিতা লাভ হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য হইতে সংন্যাস গ্রহণ-স্থলে পূর্ণ বৈরাগ্যযুক্ত হওয়াতে সে সংন্যাসী কখন আসক্ত হইয়া পড়িতে পারেন না। ( প্রশ্ন ) লোকে বলে যে শ্রাদ্ধস্থলে সংন্যাসী আসিলে অথবা ভোজন করিলে শ্রাদ্ধ-কর্ত্তার পিতরগণ পলায়ন করে এবং তিনি স্বয়ং নরকস্থ হন। ( উত্তর ) প্রথমতঃ মৃত পিতরগণের আগমন এবং কৃত শ্রাদ্ধ মৃত পিতরগণের প্রাপ্য হওয়াই অসম্ভব এবং বেদ ও যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া মিথ্যা। যখন আগমনই হইল না তখন, পলায়ন কিরূপে সম্ভব পর হইবে ? যখন আপনার পাপ ও পুণ্যানুসারে এবং ঈশ্বরের ব্যবস্থানুসারে জীব মৃত্যুর পশ্চাৎ জন্মগ্রহণ করে তখন, তাহার আগমন কিরূপে সম্ভবপর হইবে ? এই জন্য স্বোদরপূরক পুরাণী এবং বৈরাগীদিগের এই সকল মিথ্যা ও কল্পিত উক্তি বলিয়া জানিবে। তবে এই পর্য্যন্ত সত্য যে যে স্থলে সংন্যাসী গমন করিবে সে স্থলে মৃতক-শ্রাদ্ধ ইত্যাদি বেদাদির বিরুদ্ধ প্রমাণিত হইলে পাষণ্ডী দূরে পলায়ন করিবে। ( প্রশ্ন ) কেহ ব্রহ্মচর্য্য হইতে সংন্যাস গ্রহণ করিলে তাহার সংন্যাস নির্ব্বাহ কষ্টকর হইবে এবং কামের অবরোধ করাও অতি কঠিন, এইজন্য গৃহস্থাশ্রম ও বানপ্রস্থ সমাপ্ত হইলে যখন বৃদ্ধ হইবে তখনই, সংন্যাস গ্রহণ উৎকৃষ্ট কর্ম্ম। (উত্তর) যে নির্ব্বাহ করিতে না পারিবে, এবং ইন্দ্রিয়রোধ করিতে অসমর্থ হইবে সে, ব্রহ্মচর্য্যের পর সংন্যাস লইবে না ; কিন্তু

যে রোধ করিতে সমর্থ হইবে সে কেন সংন্যাস গ্রহণ করিবে না? যে পুরুষ বিষয়ের দোষ এবং বীর্য্য-সংরক্ষণের গুণ জানেন তিনি কখনই বিষয়াসক্ত হয়েন না। তাঁহার বীর্য্য বিচারাগ্নির ইন্ধন সদৃশ অর্থাৎ উহাতেই ব্যয় হইয়া যায়। বৈদ্য এবং ঔষধ যেরূপ রোগীর জন্য আবশ্যক হয় তদ্রূপ নীরোগীর জন্য নহে। যে পুরুষের অথবা স্ত্রীর বিদ্যা ও ধর্ম্ম-বৃদ্ধি এবং সংসারের উপকার করাই প্রয়োজন, তাহারা তদ্রূপ বিবাহ করিবে না। পঞ্চশিখাদি পুরুষ ও গার্গী প্রভৃতি স্ত্রী যেরূপ হইয়াছিলেন তদ্রূপ অধিকারীদিগের সংন্যাসী হওয়া উচিত। অনধিকারী সংন্যাসী হইলে স্বয়ং ডুবিবে এবং অপরকেও ডুবাইবে। চক্রবর্ত্তী রাজা যেরূপ "সম্রাট্" হয়েন তদ্রূপ, সংন্যাসী "পরিব্রাট্" হইয়া থাকেন। রাজা স্বদেশে অথবা স্বসম্বন্ধীদিগের মধ্যে সৎকার পাইয়া থাকেন, কিন্তু সংন্যাসী সর্ব্বত্র পূজিত হয়েন।

**বিদ্বত্ত্বং চ নৃপত্বং চ নৈব তুল্যং কদাচন।**
**স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্বত্র পূজ্যতে॥ ১॥**

ইহা চাণক্য নীতিশাস্ত্রের শ্লোক। বিদ্বান্ এবং রাজার কখন তুল্যতা হইতে পারে না কারণ, রাজা কেবল আপনার রাজ্যেই মান ও সৎকার পাইয়া থাকেন, কিন্তু বিদ্বান্ সর্ব্বত্র মান ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এই জন্য বিদ্যাপাঠ, সুশিক্ষাগ্রহণ এবং বলবান্ হওয়া ইত্যাদির জন্য ব্রহ্মচর্য্য, সকল প্রকারের উত্তম ব্যবহার সিদ্ধ করিবার জন্য গৃহস্থাশ্রম, বিচার, ধ্যান ও বিজ্ঞানবৃদ্ধি এবং তপশ্চরণের জন্য বানপ্রস্থ, এবং বেদাদি সত্যশাস্ত্রের প্রচার, ধর্ম্ম ব্যবহারের গ্রহণ, দুষ্টব্যবহারের ত্যাগ, সত্যোপদেশ এবং সকলকে নিঃসন্দেহ করা ইত্যাদির জন্য সংন্যাসাশ্রম। পরন্তু যদি কেহ এই সংন্যাসের মুখ্য ধর্ম্মস্বরূপ সত্যোপদেশ না করে, তবে সে পতিত ও নরকগামী হয়। এজন্য সত্যোপদেশ, শঙ্কা সমাধান, বেদাদি সত্যশাস্ত্রের অধ্যাপন, এবং প্রযত্নপূর্ব্বক বেদোক্ত ধর্ম্মের বৃদ্ধি করিয়া, সংসারের উন্নতি করাই সংন্যাসীদিগের কর্ত্তব্য। (প্রশ্ন) সংন্যাসী ব্যতিরিক্ত যে সকল সাধু, বৈরাগী, গোঁসাই, ভস্মাবৃত লোক সকল আছেন উঁহাদিগকে সংন্যাসাশ্রমমধ্যে গণনা করা যাইবে কি না? (উত্তর) না। কারণ, উহাদিগের মধ্যে সংন্যাসের একটীও লক্ষণ নাই। ইহারা বেদবিরুদ্ধ মার্গে প্রবৃত্ত হইয়া বেদ অপেক্ষা স্বসম্প্রদায়ী আচার্য্যের বাক্য শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানেন, নিজের মতের প্রশংসা করেন এবং মিথ্যা-প্রপঞ্চে আসক্ত হইয়া স্বীয় স্বার্থের জন্য অপরকেও স্বমতে আনয়ন করেন। সংসারের উন্নতি করা দূরে থাকুক, তাহার পরিবর্ত্তে প্রতারণাপূর্ব্বক উহার অধোগতি সাধন করেন এবং স্বপ্রয়োজন সিদ্ধ করেন। এইজন্য ইঁহাদিগকে সংন্যাসাশ্রমের মধ্যে গণনা করা যাইতে পারে না। কিন্তু ইঁহারা যে পূর্ণস্বার্থাশ্রমী তদ্বিষয়ে কোন

সন্দেহ নাই। যাঁহারা স্বয়ং ধর্ম্মপথে চলিয়া সমস্ত সংসারকে সেই পথে প্রবৃত্ত করেন এবং যাঁহারা স্বয়ং ইহলোকে অর্থাৎ বর্ত্তমান জন্মে এবং পরলোকে অর্থাৎ পরজন্মে স্বর্গ অর্থাৎ সুখভোগ করেন এবং সমস্ত জগৎকে সেইরূপ সুখভোগ করান সেই ধর্ম্মাত্ম-গণই সংন্যাসী এবং মহাত্মা। এ স্থলে সংক্ষেপে সংন্যাসাশ্রমের শিক্ষা লিখিত হইল। এক্ষণে ইহার পরে রাজধর্ম্মের বিষয় লিখিত হইবে।

## ইতি শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামিকৃতে সত্যার্থপ্রকাশে সুভাষাবিভূষিতে বানপ্রস্থ-সংন্যাসাশ্রমবিষয়ে পঞ্চমঃ সমুল্লাসঃ সম্পূর্ণঃ ॥

-:#:—

# অথ ষষ্ঠ সমুল্লাসারম্ভঃ ॥

—:০*০:—

## অথ রাজধর্ম্মান ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥

এক্ষণে রাজধর্ম্মের বিষয় কথিত হইবে।

রাজধর্ম্মান্ প্রবক্ষ্যামি যথাবৃত্তো ভবেন্নৃপঃ।
সম্ভবশ্চ যথা তস্য সিদ্ধিশ্চ পরমা যথা ॥১॥
ব্রাহ্মং প্রাপ্তেন সংস্কারং ক্ষত্রিয়েণ যথাবিধি।
সর্ব্বস্যাস্য যথান্যায়ং কর্ত্তব্যং পরিরক্ষণম্।২।

মনুঃ ৭।১।২॥

এস্থলে মহাত্মা মনু ঋষিদিগকে কহিতেছেন যে, চারি বর্ণ এবং চারি আশ্রমের ব্যবহার কথনের পশ্চাৎ রাজধর্ম্ম কহিব। রাজা যে প্রকার হওয়া উচিত, যেরূপে তদ্রূপ হওয়া সম্ভব এবং যেরূপে তাহার পরম সিদ্ধি লাভ হয় তাহার সকল উপায় এবং প্রকার কহিতেছি ॥ ১ ॥ ব্রাহ্মণ যেরূপ পরম বিদ্বান্ হয়েন, তদ্রূপ বিদ্বান্ ও সুশিক্ষিত হইয়া সমস্ত রাজ্য ন্যায়ানুসারে যথাবৎ রক্ষা করা ক্ষত্রিয়ের প্রধান কর্ত্তব্য ॥ ২ ॥ উহার রীতি এই :—

ত্রীণি রাজানা বিদথে পুরূণি পরিবিশ্বানি ভূষথঃ সদাংসি।

ঋঃ। মং ৩। সূঃ ৩৮। ম ৬।

ঈশ্বর উপদেশ দিতেছেন যে ( রাজানা ) রাজা এবং প্রজা সম্বন্ধীয় পুরুষগণ মিলিয়া ( বিদথে ) সুখপ্রাপ্তি এবং বিজ্ঞানবৃদ্ধিকারক রাজা ও প্রজা সম্বন্ধীয় ব্যবহার বিষয়ে ( ত্রীণি সদাংসি ) তিন সভা অর্থাৎ বিদ্যার্য্যসভা, ধর্ম্মার্য্যসভা এবং রাজার্য্যসভা স্থির করিয়া ( পুরূণি ) বহু প্রকারের ( বিশ্বানি ) সমগ্র প্রজা সম্বন্ধীয় মনুষ্যাদি প্রাণিসমূহকে ( পরিভূষথঃ ) সর্ব্ব প্রকারে বিদ্যা, স্বাতন্ত্র্য, ধর্ম্ম, সুশিক্ষা এবং ধনাদি দ্বারা অলঙ্কৃত করিবে।

তং সভা চ সমিতিশ্চ সেনা চ ।১। অথর্ব্ব। কাঃ ১৫। অনুঃ ২ । বং ৯ । মং ২ ।।

সভ্য সভাং মে পাহি যে চ সভ্যাঃ সভাসদঃ । ২। অথর্ব্ব। কাং ১৯। অনুঃ ৭। বং ৫৫ । মঃ ৬।

( তম্ ) উক্ত রাজধর্ম্মকে ( সভা চ ) তিন সভা ( সমিতিশ্চ ) সংগ্রামাদির ব্যবস্থা এবং ( সেনা চ ) সৈন্য, সকলে মিলিয়া পালন করিবে। সভাসদ্ এবং রাজার কর্ত্তব্য এই যে, রাজা সমস্ত সভাসদ্‌কে আজ্ঞা দিবেন যে ( সভ্য ) হে সভার যোগ্য মুখ্য সভাসদ্ ! তুমি ( মে ) আমার ( সভাম্ ) সভার ধর্ম্মযুক্ত ব্যবস্থার ( পাহি ) পালন কর এবং ( যে চ সভ্যাঃ ) সভার যোগ্য সকল ( সভাসদঃ ) সভাসদ্‌গণও সভার ব্যবস্থা পালন করিবেন ইহার অভিপ্রায় এই যে, একজনকে স্বতন্ত্র রাজ্যের অধিকার দেওয়া উচিত নহে। কিন্তু রাজা সভাপতি রহিবেন এবং সভা তাঁহার অধীন থাকিবে, সভাধীন রাজা হইবেন, রাজা এবং সভা প্রজার অধীন থাকিবে এবং প্রজা রাজসভার অধীন থাকিবে। এরূপ না করিলে—

রাষ্ট্রমেব বিশ্যাহন্তি তস্মাদ্রাষ্ট্রী বিশং ঘাতুকঃ। বিশমেব রাষ্ট্রায়াদ্যাং করোতি তস্মাদ্রাষ্ট্রী বিশমত্তি ন পুষ্টং পশুং মন্যত ইতি। শতঃ। কাং। ১৩। প্রঃ ২। ব্রাঃ ৩। কং ৭। ৮।

রাজবর্গ প্রজা হইতে স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন থাকিলে ( রাষ্ট্রমেব বিশ্যাহন্তি ) রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রজানাশ করে। এই কারণ রাজা একক স্বাধীন অথবা উন্মত্ত হইয়া রাষ্ট্রী বিশং ঘাতুকঃ ) প্রজানাশক হইয়া উঠেন অর্থাৎ ( বিশমের রাষ্ট্রায়াদ্যাং করোতি ) রাজা প্রজাকে ভক্ষণ করেন ( অত্যন্ত পীড়িত করেন )। এই জন্য কাহাকেও রাজ্যমধ্যে স্বাধীন করিবে না। সিংহ অথবা কোন মাংসাহারী পশু হৃষ্ট হইয়া যেরূপ অন্য পুষ্ট পশুকে হনন করিয়া ভক্ষণ করে তদ্রূপ, ( রাষ্ট্রী বিশমত্তি ) স্বতন্ত্র রাজা প্রজার বিনাশ করেন অর্থাৎ কাহাকেও আপনা হইতে অধিক ক্ষমতাশালী হইতে দেন না, ধনীদিগকে লুণ্ঠন, হনন এবং অন্যায়পূর্ব্বক দণ্ড বিধান করিয়া স্বার্থ সাধন করেন। এই জন্য :—

ইন্দ্রো জয়াতি ন পরা জয়াতা অধিরাজো রাজসু রাজয়াতৈ।

**চর্ক্ত্য ঈড্যো বন্দ্যশ্চোপসদ্যো নমস্যো ভবেহ॥ ১॥**
**অথর্ব্বঃ। কাঃ ৬। অনু ১০। বং ৯৮। মঃ ১॥**

হে মনুষ্য ! যিনি ( ইহ ) এই সমস্ত মনুষ্যমধ্যে ( ইন্দ্রঃ ) পরমৈশ্বর্য্যের বিধাতা, শত্রুদিগের ( জয়াতি ) বিজেতা, ( ন পরা জয়াতৈ ) শত্রুদিগের অপরাজেয় ( রাজসু ) রাজাদিগের মধ্যে ( অধিরাজঃ ) সর্ব্বোপরিবিরাজিত, ( রাজয়াতৈ ) প্রকাশমান, (চর্ক্ত্যঃ) সভাপতিপদের অত্যন্ত যোগ্য, ( ঈড্যঃ ) প্রশংসনীয় গুণ, কর্ম্ম এবং স্বভাবযুক্ত ( বন্দ্যঃ ) সৎকারযোগ্য ( চোপসদ্যঃ ) সমীপাবস্থানের এবং শরণ লইবার যোগ্য এবং ( নমস্যঃ ) সকলের মাননীয় ( ভব ) হইবেন, তাঁহাকে সভাপতি বা রাজা করিবে॥ ১॥

**ইমন্দেবা অসপত্নঁ সুবধ্বং মহতে ক্ষত্রায় মহতে জ্যৈষ্ঠ্যায় মহতে জানরাজ্যায়েন্দ্রস্যেন্দ্রিয়ায়॥১॥ যজুঃ অঃ ৯। মঃ ৪০॥**

হে ( দেবাঃ ) বিদ্বান্ রাজা ও প্রজাগণ ! তোমরা ( ইমম্ ) এই প্রকারের পুরুষকে ( মহতে ক্ষত্রায় ) মহৎ চক্রবর্ত্তি-রাজ্যের জন্য, ( মহতে জ্যৈষ্ঠ্যায় ) সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ হইবার জন্য, ( মহতে জানরাজ্যায় ) মহৎ বিদ্বান্লোকপূর্ণ রাজ্য পালনের জন্য এবং ( ইন্দ্রস্যেন্দ্রিয়ায় ) পরম ঐশ্বর্য্যযুক্ত রাজ্য ও ধনাদি পালনের জন্য ( অসপত্নং সুবধ্বং ) সকলের অনুমতিক্রমে সর্ব্বত্র পক্ষপাতরহিত, পূর্ণবিদ্যা ও বিনয়গুণযুক্ত সকলের মিত্র রাজাকে, সভাপতি এবং সর্ব্বাধীশ স্বীকার করিয়া সমস্ত পৃথিবী শত্রুরহিত কর। এবং :—

**স্থিরা বঃ সন্ত্বাযুধা পরাণুদে বীলুং উত প্রতিষ্কভে।**
**যুষ্মাকমস্তু তবিষী পনীয়সী মা মর্ত্যস্য মায়িনঃ॥ ১॥**
**ঋঃ। মঃ ১। সূঃ ৩৯। মঃ ২॥**

ঈশ্বর উপদেশ দিতেছেন যে, হে রাজপুরুষগণ ! ( বঃ ) তোমাদিগের ( আয়ুধা ) আগ্নেয়াদি অস্ত্র এবং শতঘ্নী ( কামান ) ভূশুণ্ডী ( বন্দুক ) ধনুর্ব্বাণ এবং তরবারি ( করবাল ) আদি শস্ত্র শত্রুদিগের ( পরাণুদে ) পরাজয়ের জন্য এবং ( উত প্রতিষ্কভে ) প্রতিরোধ করিবার জন্য ( বীলুং ) প্রশংসিত এবং ( স্থিরা ) দৃঢ় ( সন্তু ) হউক। এবং ( যুষ্মাকম্ ) তোমাদিগের ( তবিষী ) সেনা ( পনীয়সী ) প্রশংসনীয় ( অস্তু ) হউক, যাহাতে তোমরা বিজয়ী হইবে। পরন্তু ( মা মর্ত্যস্য মায়িনঃ ) যে নিন্দিত এবং অন্যায়-পূর্ব্বক কার্য্য করে তাহার জন্য পূর্ব্বোক্ত কার্য্য করিও না। অর্থাৎ যত দিন মনুষ্য

ধার্ম্মিক থাকে তত দিন রাজ্যের বৃদ্ধি হয় এবং যখন দুষ্টাচারী হয় তখনই নষ্ট ও ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। মহাবিদ্বান্‌কে বিদ্যাসভার অধিকারী, ধার্ম্মিক এবং বিদ্বান্‌কে ধর্ম্মসভার অধিকারী, প্রশংসনীয় ধার্ম্মিক পুরুষদিগকে রাজসভার সভাসদ্ এবং উহাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট গুণ কর্ম্ম ও স্বভাবযুক্ত মহান্ পুরুষকে উক্ত রাজসভার সভাপতি স্বীকার করিয়া সর্ব্বপ্রকার উন্নতি সাধন করিবে। তিন সভার সম্মতি অনুসারে উত্তম রাজনীতি হইবে এবং সকল লোকে নিয়মের অধীন হইয়া চলিবে। সর্ব্বহিতকারক কার্য্যে সভা সম্মতি দিবে। সর্ব্বহিতকর কার্য্য বিষয়ে সকলে পরতন্ত্র এবং ধর্ম্মযুক্ত কার্য্য সম্বন্ধে অর্থাৎ নিজের কার্য্য সম্বন্ধে স্বতন্ত্র থাকিবে। এক্ষণে উক্ত সভাপতি এরূপ হওয়া আবশ্যক :—

ইন্দ্রাঽনিলযমার্কাণামগ্নেশ্চ বরুণস্য চ।
চন্দ্রবিত্তেশয়োশ্চৈব মাত্রা নির্হৃত্য শাশ্বতীঃ ॥১॥
তপত্যাদিত্যবচ্চৈষ চক্ষুংষি চ মনাংসি চ।
ন চৈনং ভুবি শক্নোতি কশ্চিদপ্যভিবীক্ষিতুম্ ॥২॥
সোঽগ্নির্ভবতি বায়ুশ্চ সোঽর্কঃ সোমঃ স ধর্ম্মরাট্।
স কুবেরঃ স বরুণঃ স মহেন্দ্রঃ প্রভাবতঃ ॥ ৩ ॥
মনুঃ ৭। ৪। ৬। ৭॥

এই সভাপতি রাজা ইন্দ্র অর্থাৎ বিদ্যুতের তুল্য শীঘ্র ঐশ্বর্য্যকর্ত্তা, বায়ুতুল্য সকলের প্রাণবৎ প্রিয় ও হৃদয়ের ভাববেত্তা, পক্ষপাতরহিত ও ন্যায়াধীশ যমের সদৃশ ব্যবহারকর্ত্তা, সূর্য্যের তুল্য ন্যায়, ধর্ম্ম, এবং বিদ্যার প্রকাশক ও অন্ধকার অর্থাৎ অবিদ্যা এবং অন্যায়ের বিরোধক, অগ্নির তুল্য দুষ্টকে ভস্মসাৎকারী, বরুণ অর্থাৎ বন্ধনকর্ত্তার তুল্য দুষ্টদিগের অশেষ প্রকারে বন্ধনকর্ত্তা, চন্দ্রের তুল্য শ্রেষ্ঠ পুরুষদিগের আনন্দদাতা, ধনাধ্যক্ষের তুল্য ধনাগারপূর্ণকারী হইয়া সভাপতির কার্য্য করিবেন। ১। যিনি সূর্য্যবৎ প্রতাপান্বিত হইয়া নিজের তেজঃ দ্বারা সকলের বাহ্য এবং আন্তরিক ( মনের ) তাপদাতা হয়েন এবং পৃথিবীর মধ্যে কেহই যাহাকে ক্রূরদৃষ্টিতে দেখিতে সমর্থ নহে। ২। যিনি স্বয়ং অগ্নি বায়ু, সূর্য্য, সোম, ধর্ম্ম প্রকাশক, ধনবর্দ্ধক, দুষ্টের বন্ধনকর্ত্তা এবং মহৎ ঐশ্বর্য্যশালী হয়েন তিনিই, সভাধ্যক্ষ ও সভাপতি হইবার যোগ্য। ৩। প্রকৃত রাজা কে ?—

স রাজা পুরুষো দণ্ডঃ স নেতা শাসিতা চ সঃ।
চতুর্ণামাশ্রমাণাঞ্চ ধর্ম্মস্য প্রতিভূঃ স্মৃতঃ ॥১॥

দণ্ডঃ শাস্তি প্রজাঃ সর্ব্বা দণ্ড এবাভিরক্ষতি।
দণ্ডঃ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি দণ্ডং ধর্ম্মং বিদুর্বুধাঃ ॥২॥
সমীক্ষ্য স ধৃতঃ সম্যক্ সর্ব্বা রঞ্জয়তি প্রজাঃ।
অসমীক্ষ্য প্রণীতস্তু বিনাশয়তি সর্ব্বতঃ ॥ ৩ ॥
দুষ্যেয়ুঃ সর্ব্ববর্ণাশ্চ ভিদ্যেরন্ সর্ব্বসেতবঃ।
সর্ব্বলোকপ্রকোপশ্চ ভবেদ্দণ্ডস্য বিভ্রমাৎ ॥ ৪ ॥
যত্র শ্যামোলোহিতাক্ষো দণ্ডশ্চরতি পাপহা।
প্রজাস্তত্র ন মুহ্যন্তি নেতা চেৎ সাধু পশ্যতি ॥ ৫ ॥
তস্যাহুঃ সং প্রণেতারং রাজানং সত্যবাদিনম্।
সমীক্ষ্যকারিণং প্রাজ্ঞং ধর্ম্মকামার্থকোবিদম্ ॥ ৬ ॥
তং রাজা প্রণয়ন্ সম্যক্ ত্রিবর্গেণাভিবর্দ্ধতে।
কামাত্মা বিষমঃ ক্ষুদ্রো দণ্ডেনৈব নিহন্যতে ॥ ৭ ॥
দণ্ডো হি সুমহত্তেজো দুর্দ্ধরশ্চাকৃতাত্মভিঃ।
ধর্ম্মাদ্বিচলিতং হন্তি নৃপমেব সবান্ধবম্ ॥ ৮ ॥
সোঽসহায়েন মূঢ়েন লুব্ধেনাকৃতবুদ্ধিনা।
ন শক্যো ন্যায়তো নেতুং সক্তেন বিষয়েষু চ ॥৯॥
শুচিনা সত্যসন্ধেন যথাশাস্ত্রানুসারিণা।
প্রণেতুং শক্যতে দণ্ডঃ সুসহায়েন ধীমতা ॥ ১০ ॥
মনুঃ অঃ ৭। ১৭-১৯। ২৪-২৮। ৩০। ৩১।

দণ্ডই পুরুষ, রাজা, ন্যায়ের প্রচারকর্ত্তা, সকলের শাসনকর্ত্তা, চারি বর্ণের এবং চারি আশ্রমের ধর্ম্ম প্রতিভূ অর্থাৎ ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত জামিন অর্থাৎ প্রতিভূ স্বরূপ ॥ ১ ॥ দণ্ডই প্রজার শাসনকর্ত্তা ও সকল প্রজার রক্ষক এবং নিদ্রিত প্রজাদিগের মধ্যে জাগরিত থাকে এবং এইজন্য বুদ্ধিমান্ লোকে দণ্ডকেই ধর্ম্ম কহেন ॥ ২ ॥ উত্তম বিচার পূর্ব্বক দণ্ডবিধান করিলে, দণ্ড সকল প্রজাকে আনন্দিত করে এবং বিচার ব্যতিরেকে দণ্ডবিধান করিলে রাজার বিনাশ সাধন করে ॥ ৩ ॥ দণ্ড ব্যতিরেকে সকল বর্ণ দূষিত এবং সকল মর্য্যাদা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে। যথাবৎ দণ্ডবিধান না হইলে সকল লোকের প্রকোপ

হয় ॥ ৪ ॥ যে স্থলে কৃষ্ণবর্ণ রক্তনেত্র ভয়ঙ্কর পুরুষের তুল্য পাপের নাশকর্ত্তা দণ্ড বিচরণ করেন, সেস্থানের দণ্ডবিধানকর্ত্তা পক্ষপাতরহিত হইলে প্রজাগণ মোহ প্রাপ্ত না হইয়া অতিশয় আনন্দিত হয় ॥ ৫ ॥ বিদ্বান্ লোকেরা সত্যবাদী, সুবিচারক, বুদ্ধিমান্, ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সিদ্ধিকারক বিদ্বান্ রাজাকেই দণ্ডবিধানকর্ত্তা বলিয়া থাকেন ॥ ৬ ॥ রাজা উত্তমরূপে দণ্ডবিধান করিলে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের বৃদ্ধি ও সিদ্ধি হয়, এবং ন্যায়পতি রাজা বিষয়াসক্ত, আগ্রহশীল, ঈর্ষ্যাযুক্ত, ক্ষুদ্র, ও নীচবুদ্ধি হইলে উক্ত দণ্ড হইতেই তাঁহার বিনাশ হয় ॥ ৭ ॥ দণ্ড অতিশয় তেজোময় বলিয়া উহাকে অবিদ্বান্ এবং অধার্ম্মিকেরা ধারণ করিতে পারে না এবং দণ্ড ধর্ম্মশূন্য রাজাকেও বিনাশ করে ॥ ৮ ॥ কারণ বিষয়াসক্ত মূঢ় ব্যক্তি, আপ্ত পুরুষের সাহায্য, বিদ্যা এবং সুশিক্ষা ব্যতিরেকে ন্যায়ানুসারে দণ্ডবিধান করিতে কখন সমর্থ হয় না ॥ ৯ ॥ যিনি পবিত্রাত্মা, সত্যাচার সৎপুরুষের সঙ্গী, নীতিশাস্ত্রানুসারে কার্য্যকারী, শ্রেষ্ঠপুরুষদিগের সহায় এবং বুদ্ধিমান, তিনিই ন্যায়রূপ দণ্ডের বিধান করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন ॥ ১০ ॥ এই জন্য :—

সৈনাপত্যং চ রাজ্যং চ দণ্ডনেতৃত্বমেব চ।
সর্ব্বলোকাধিপত্যং চ বেদশাস্ত্রবিদর্হতি ॥ ১ ॥
দশাবরা বা পরিষদ্যং ধর্ম্মং পরিকল্পয়েৎ।
ত্র্যবরা বাপি বৃত্তস্থা তং ধর্ম্মং ন বিচালয়েৎ ॥ ২ ॥
ত্রৈবিদ্যো হৈতুকস্তর্কী নৈরুক্তো ধর্ম্মপাঠকঃ।
ত্রয়শ্চাশ্রমিণঃ পূর্ব্বে পরিষৎস্যাদ্দশাবরা ॥ ৩ ॥
ঋগ্বেদবিদ্যজুর্বিচ্চ সামবেদবিদেবচ।
ত্র্যবরা পরিষজ্জ্ঞেয়া ধর্ম্মসংশয়নির্ণয়ে ॥ ৪ ॥
একোঽপি বেদবিদ্ধর্ম্মং যং ব্যবস্যেদ্দ্বিজোত্তমঃ।
স বিজ্ঞেয়ঃ পরো ধর্ম্মো নাজ্ঞানামুদিতোঽযুতৈঃ ॥ ৫ ॥
অব্রতানামমন্ত্রাণাং জাতিমাত্রোপজীবিনাম্।
সহস্রশঃ সমেতানাং পরিষত্ত্বং ন বিদ্যতে ॥ ৬ ॥
যং বদন্তি তমোভূতা মূর্খা ধর্ম্মমতদ্বিদঃ।
তৎ পাপং শতধা ভূত্বা তদ্বক্তৄননুগচ্ছতি ॥ ৭ ॥

মনুঃ অঃ ১২। ১০০। ১১০-১১৫।

সমস্ত সেনা এবং সেনাপতির উপর রাজ্যাধিকার, দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা এবং সমস্ত কার্য্যের আধিপত্য ও সর্ব্বোপরিস্থিত সর্ব্বাধীশ রাজ্যাধিকার, এই চারি অধিকারে সম্পূর্ণ বেদশাস্ত্রপ্রবীণ, পূর্ণবিদ্য ধর্ম্মাত্মা, জিতেন্দ্রিয় এবং সুশীল জনদিগকে স্থাপিত করা আবশ্যক ; অর্থাৎ মুখ্য সেনাপতি, মুখ্য রাজ্যাধিকারী, মুখ্য ন্যায়াধীশ প্রধান ব রাজা এই চারি জনের সর্ব্ববিদ্যাকুশল পূর্ণ বিদ্বান্ হওয়া আবশ্যক ॥ ১ ॥ ন্যূন পক্ষে দশজন বিদ্বানের অথবা অতিশয় ন্যূন হইলে তিনজন বিদ্বানের সভা যেরূপ ব্যবস্থা করিবে উক্ত ধর্ম্ম অর্থাৎ ব্যবস্থাকে কেহ উল্লঙ্ঘন করিবে না ॥ ২ ॥ এই সভার সভাসদগণ চারিবেদ, ন্যায়শাস্ত্র, নিরুক্ত ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদিতে বিদ্বান্ এবং জ্ঞানী হইবে ; পরন্তু ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ এবং বানপ্রস্থ থাকিলেই সভা হইবে এবং ইহাতে ন্যূনকল্পে দশজন বিদ্বান্ আবশ্যক ॥ ৩ ॥ যে সভায় ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ ও সামবেদ-জ্ঞাতা তিন জন সভাসদ থাকেন, সেই সভার কৃত ব্যবস্থা কেহ উল্লঙ্ঘন করিবে না ॥ ৪ ॥ যদি সর্ব্ববেদবিদ্ দ্বিজদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কোন উৎকৃষ্ট সংন্যাসী একক কোন ধর্ম্মের ব্যবস্থা করেন তবে, সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। কারণ অজ্ঞানী সহস্র অথবা লক্ষ কিংবা কোটি লোক মিলিত হইয়া কোন ব্যবস্থা করিলে তাহা গ্রাহ্য করা উচিত নহে ॥৫॥ যাহারা ব্রহ্মচর্য্য, সত্যভাষণাদি ব্রত, বেদবিদ্যা এবং বিচাররহিত এবং জন্মমাত্রে শূদ্রের তুল্য তাদৃশ, সহস্র মনুষ্য একত্র হইলেও তাহাকে সভা বলা যায় না ॥ ৬ ॥ অবিদ্যাযুক্ত, মূর্খ, এবং বেদানভিজ্ঞ মনুষ্য যে ধর্ম্ম কহিবে উহা কখন মাননীয় নহে কারণ, যে মূর্খকথিত ধর্ম্মানুসারে চলে তাহার, শতপ্রকার পাপ ঘটিয়া থাকে ॥৭॥ এই জন্য বিদ্যাসভা, ধর্ম্মসভা এবং রাজসভা এই তিন সভাতে কখন মূর্খ নিযুক্ত করিবে না। কেবল বিদ্বান্ এবং ধার্ম্মিক পুরুষকেই স্থাপিত করিবে। সকলে এইরূপ হইবে :—

ত্রৈবিদ্যেভ্যস্ত্রয়ীং বিদ্যাং দণ্ডনীতিঞ্চ শাশ্বতীম্ ।
আন্বীক্ষিকীং চাত্মবিদ্যাং বার্ত্তারম্ভাংশ্চ লোকতঃ ॥১॥
ইন্দ্রিয়াণাং জয়ে যোগং সমাতিষ্ঠেদ্দিবানিশং ।
জিতেন্দ্রিয়ো হি শক্নোতি বশে স্থাপয়িতুং প্রজাঃ ॥২॥
দশ কামসমুত্থানি তথাষ্টৌ ক্রোধজানি চ ।
ব্যসনানি দুরন্তানি প্রযত্নেন বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৩ ॥
কামজেষু প্রসক্তো হি ব্যসনেষু মহীপতিঃ ।
বিযুজ্যতেঽর্থধর্ম্মাভ্যাং ক্রোধজেষ্বাত্মনৈব তু ॥৪॥

মৃগয়াক্ষো দিবাস্বপ্নঃ পরীবাদঃ স্ত্রিয়ো মদঃ।
তৌর্য্যত্রিকং বৃথাট্যা চ কামজো দশকো গণঃ ॥ ৫॥
পৈশুন্যং সাহসং দ্রোহ ঈর্ষ্যাসূয়ার্থদূষণম্।
বাগ্দণ্ডজঞ্চ পারুষ্যং ক্রোধজোঽপি গণোঽষ্টকঃ ॥৬॥
দ্বয়োরপ্যেতয়োর্মূলং যং সর্ব্বে কবয়ো বিদুঃ।
তং যত্নেন জয়েল্লোভং তজ্জাবেতাবুভৌ গণৌ ॥৭॥
পানমক্ষাঃ স্ত্রিয়শ্চৈব মৃগয়া চ যথাক্রমম্।
এতৎ কষ্টতমং বিদ্যাচ্চতুষ্কং কামজে গণে ॥ ৮ ॥
দণ্ডস্য পাতনং চৈব বাক্পারুষ্যার্থদূষণে।
ক্রোধজেঽপি গণে বিদ্যাৎ কষ্টমেতত্ত্রিকং সদা ॥৯॥
সপ্তকস্যাস্য বর্গস্য সর্ব্বত্রৈবানুষঙ্গিণঃ।
পূর্ব্বং পূর্ব্বং গুরুতরং বিদ্যাদ্ ব্যসনমাত্মবান্ ॥ ১০ ॥
ব্যসনস্য চ মৃত্যোশ্চ ব্যসনং কষ্টমুচ্যতে।
ব্যসন্যধোঽধো ব্রজতি স্বর্য্যাত্যব্যসনী মৃতঃ ॥ ১১ ॥

মনুঃ অঃ ৭। ৪৩-৫৩।

বিদ্যাতত্ত্বজ্ঞ দিগের নিকট হইতে চারিবেদের কর্ম্ম, উপাসনা, জ্ঞান ইত্যাদি তিন বিদ্যা, সনাতন দণ্ডনীতি, ন্যায়বিদ্যা এবং আত্মবিদ্যা অর্থাৎ পরমাত্মার গুণ, কর্ম্ম এবং স্বভাবের যথাবৎ জ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্মবিদ্যা এবং লোক সমূহ হইতে বার্ত্তারম্ভ (কথন ও জিজ্ঞাসা) শিখিলেই রাজা সভাপতি হইতে পারেন এবং লোকে রাজসভার সভাসদ্ হইতে পারে ॥ ১ ॥ সকল সভাসদ্ এবং সভাপতি ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিয়া ও স্ববশে রাখিয়া ধর্ম্মে স্থির থাকিবেন ও অধর্ম্ম হইতে স্বয়ং পরাঙ্মুখ হইবেন এবং অপরকে পরাঙ্মুখ রাখিবেন। এইজন্য দিবসে এবং রাত্রিতে নিয়ত সময়ে যোগাভ্যাস করিতে থাকিবেন, কারণ জিতেন্দ্রিয় হইয়া স্বীয় ইন্দ্রিয়গণকে (অর্থাৎ প্রজাতুল্য মন, প্রাণ এবং শরীরকে জয় করিতে না পারিলে বাহ্য প্রজাকে বশে স্থাপন করিতে কখন সমর্থ হওয়া যায় না) ॥ ২ ॥ কামজনিত দশবিধ এবং ক্রোধজনিত অষ্টবিধ ব্যসনে আসক্ত হইলে মনুষ্যের আর নিষ্ক্রমণ করা কঠিন হয় এজন্য ব্যসনসকলকে দৃঢ়োৎসাহী হইয়া প্রযত্নসহকারে স্বয়ং ত্যাগ করিবে ও অপরকে ত্যাগ করাইবে ॥৩॥ কারণ যে রাজা কাম-

জনিত দশবিধ দুষ্ট ব্যসনে আসক্ত হয়েন তিনি অর্থ অর্থাৎ রাজ্যধনাদি এবং ধর্ম্ম হইতে রহিত হন এবং ক্রোধজনিত অষ্ট মন্দ ব্যসনে আসক্ত হইলে রাজা শরীর হইতেও বিচ্ছিন্ন হয়েন ॥ ৪ ॥ কামজনিত ব্যসনের সংখ্যা এই :—মৃগয়া, পশুবধ ক্রীড়া, ( অক্ষ ) অর্থাৎ পাশক্রীড়া, জুয়াখেলা ইত্যাদি, দিবসে নিদ্রা, কামকথা অথবা অপরের নিন্দাবাদ, স্ত্রী সহিত অতিসঙ্গ, মাদকদ্রব্য অর্থাৎ মদ্য,অহিফেন,সিদ্ধি, গাঞ্জা, চরস ইত্যাদি সেবন ; গান, বাদ্য ও নৃত্য করা শুনা এবং দেখা, বৃথা ইতস্ততঃ পর্যাটন, এই দশবিধ কামোৎপন্ন ব্যসন ॥ ৫ ॥ ক্রোধোৎপন্ন ব্যসন গণনা করা যাইতেছে :—"পৈশুন্যম্" অর্থাৎ পরের কুৎসা করা ; অবিচারপূর্ব্বক বলাৎকারদ্বারা কোন স্ত্রীর সহিত কুকার্য্য করা ; পরাপকার করা ; ঈর্ষা অর্থাৎ অপরের উন্নতি অথবা বৃদ্ধি দেখিয়া ক্লেশানুভব করা ; "অসূয়া" অর্থাৎ দোষে গুণ এবং গুণে দোষারোপ করা ; "অর্থ দূষণ" অর্থাৎ অধর্ম্মযুক্ত মন্দ কার্য্যে ধনাদি ব্যয় করা ; কঠোর বাক্য প্রয়োগ ; এবং বিনাপরাধে কর্কশ বাক্য বলা অথবা বিশেষ দণ্ড বিধান করা ; এই আট প্রকার অসদ্‌গুণ ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥ সকল বিদ্বান্ লোক জানেন যে, কামজ এবং ক্রোধজ ব্যসনের মূল লোভ এবং ইহা হইতেই সকল মনুষ্য ঐ সকল দুর্গুণ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং এই লোভকে প্রযত্ন সহকারে ত্যাগ করিবে ॥ ৭ ॥ কামজ ব্যসনদিগের মধ্যে অতি দুষ্ট গুণ প্রথম মদ্যাদি অর্থাৎ মদকারক দ্রব্য সেবন, দ্বিতীয় পাশক্রীড়াদি জুয়াখেলা, তৃতীয় বিশেষ স্ত্রীসঙ্গ এবং চতুর্থ মৃগয়া-ক্রীড়া ; এই চারি মহাদুষ্ট ব্যসন ॥ ৮ ॥ এবং ক্রোধজ ব্যসনের মধ্যে বিনাপরাধে দণ্ডবিধান, কঠোরবাক্য প্রয়োগ, এবং অন্যায়রূপে ধনাদির ব্যয় করা এই তিনটি অতিশয় দুঃখদায়ক দোষ ॥৯॥ এই সাত দুর্গুণ যাহা কামজ এবং ক্রোধজ এই উভয়বিধ ব্যসনের মধ্য হইতে গণিত হইল উহার মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরুতর জানিতে হইবে অর্থাৎ ব্যর্থ ব্যয় অপেক্ষা কঠোরবাক্য, কঠোর বাক্য অপেক্ষা অন্যায়-পূর্ব্বক দণ্ডবিধান, তাহা অপেক্ষা মৃগয়া, তদপেক্ষা অতি স্ত্রীসঙ্গ, তদপেক্ষা জুয়াখেলা অর্থাৎ দ্যূত ক্রীড়া এবং তদপেক্ষাও মদ্যাদি সেবন অতিশয় দুষ্ট ব্যসন ॥ ১০ ॥ এ বিষয়ে ইহা নিশ্চয় জানিতে হইবে যে এই সকল দুষ্ট ব্যসনে আসক্ত হওয়া অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়স্কর। কারণ দুষ্টাচারী পুরুষ অধিক দিন জীবিত থাকিলে অধিক পাপ করিয়া নীচগতি অর্থাৎ অধিক দুঃখ প্রাপ্ত হইতে থাকিবে ; এবং মৃত্যু হইলেও ব্যসনাসক্ত না হওয়াতে সুখলাভ করিতে থাকিবে এই জন্য রাজা এবং অপর সকল মনুষ্যের উচিত যে তাঁহারা কখন মৃগয়া এবং মদ্যপানাদি দুষ্কার্য্যে আসক্ত না হইয়া এবং দুষ্ট ব্যসন হইতে পৃথক্ থাকিয়া, ধর্ম্মযুক্ত গুণ কর্ম্ম এবং স্বভাবে সর্ব্বদা স্থির থাকিয়া উত্তম

উত্তম কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন ॥ ১১ ॥

রাজা, সভাসদ্ এবং মন্ত্রী কিরূপে হইবে :—

মৌলান্ শাস্ত্রবিদঃ শূরান্ লব্ধলক্ষান্ কুলোদ্গতান্।
সচিবান্ সপ্ত চাষ্টৌ বা প্রকুর্বীত পরীক্ষিতান্॥ ১॥
অপি যৎসুকরং কর্ম্ম তদপ্যেকেন দুষ্করম্।
বিশেষতোঽসহায়েন কিন্তু রাজ্যং মহোদয়ম্॥২॥
তৈঃ সার্দ্ধং চিন্তয়েন্নিত্যং সামান্যং সন্ধিবিগ্রহম্।
স্থানং সমুদয়ং গুপ্তিং লব্ধপ্রশমনানি চ॥ ৩॥
তেষাং স্বং স্বমভিপ্রায়মুপলভ্য পৃথক্ পৃথক্।
সমস্তানাঞ্চ কার্য্যেষু বিদধ্যাদ্ধিতমাত্মনঃ॥ ৪॥
অন্যানপি প্রকুর্বীত শুচীন্ প্রাজ্ঞানবস্থিতান্।
সম্যগর্থসমাহর্ত্তৄনমাত্যান্ সুপরীক্ষিতান্॥৫॥
নিবর্ত্তেতাস্য যাবদ্ভিরিতিকর্ত্তব্যতা নৃভিঃ।
তাবতোঽতন্দ্রিতান্ দক্ষান্ প্রকুর্বীত বিচক্ষণান্॥৬॥
তেষামর্থে নিযুঞ্জীত শূরান্ দক্ষান্ কুলোদ্গতান্।
শুচীনাকরকর্ম্মান্তে ভীরূনন্তর্নিবেশনে॥৭॥
দূতং চৈব প্রকুর্বীত সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদম্।
ইঙ্গিতাকারচেষ্টজ্ঞং শুচিং দক্ষং কুলোদ্গতম্॥৮॥
অনুরক্তঃ শুচির্দক্ষঃ স্মৃতিমান্ দেশকালবিৎ।
বপুষ্মান্ বীতভীর্বাগ্মী দূতোরাজ্ঞঃ প্রশস্যতে॥৯॥
মনুঃ অঃ। ৭। ৫৪-৫৭। ৬০-৬৪।

সাত অথবা আট জন উত্তম ধার্ম্মিক এবং চতুর "সচিবান্" অর্থাৎ মন্ত্রী নিযুক্ত করিবে। ইঁহারা স্বরাজ্যে অর্থাৎ স্বদেশে জাত ও শূর এবং বীর হইবেন, ইঁহাদিগের লক্ষ্য অর্থাৎ বিচার নিষ্ফল হইবে না এবং ইঁহারা কুলীন ও উত্তমরূপে সুপরীক্ষিত হইবেন॥ ॥ কারণ বিশেষ সাহায্য ব্যতিরেকে কার্য্য সহজ হইলেও একের পক্ষে একক সম্পন্ন করা যখন কঠিন তখন মহৎ রাজকার্য্য একের দ্বারা কিরূপে সম্পন্ন হইতে পারে? এইজন্য এককে রাজা এবং একের বুদ্ধির উপর রাজকার্য্য নির্ভর করা অতি মন্দ কার্য্য॥ ২॥ সুতরাং সভাপতির কর্ত্তব্য যে প্রতিনিয়ত উক্ত রাজকার্য্য

বিষয়ে কুশল এবং বিদ্বান্ মন্ত্রীদিগের সহিত একমত হইয়া, কাহারও সহিত (সন্ধি) মিত্রতা, কাহারও সহিত (বিগ্রহ) বিরোধ, (স্থান) স্থিতির সময় দেখিয়া স্থিরভাবে অবস্থান করা এবং রাজ্যরক্ষা করতঃ নিশ্চেষ্টভাবে থাকা, (সমুদয়ম্) আপনার উদয় অর্থাৎ বৃদ্ধির সময় দুষ্ট শত্রুকে আক্রমণ করা, (গুপ্তিম্) মূল, রাজ্য, সেনা এবং কোষাদির রক্ষা করা এবং (লব্ধপ্রশমনানি) অধিকৃত দেশসমূহে শান্তিস্থাপন এবং উপদ্রব নিবারণ ইত্যাদি ছয় গুণের বিচার নিত্য করিবে॥ ৩॥ বিচারপূর্ব্বক কার্য্য করিবে অর্থাৎ সভাসদ্দিগের পৃথক্ পৃথক্ তাহাদিগের প্রত্যেকের বিচার এবং অভিপ্রায় শ্রবণ করতঃ বহুপক্ষানুমত কর্য্যের মধ্যে আপনার এবং অপরের হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত থাকিবে॥ ৪॥ পবিত্রাত্মা, বুদ্ধিমান্, নিশ্চিতবুদ্ধি, এবং পদার্থ সংগ্রহে অতি চতুর ও সুপরীক্ষিত অন্য মন্ত্রীও নিযুক্ত করিবে॥ ৫॥ যত সংখ্যক পুরুষ দ্বারা কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে তত সংখ্যক আলস্যরহিত, বলবান এবং অতি চতুর প্রধান পুরুষদিগকে (অধিকারী) অর্থাৎ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিবে॥ ৬॥ ইহাদিগের অধীনে শূর এবং বীর, সৎকুলোৎপন্ন, এবং পবিত্র ভৃত্যদিগকে গুরুতর কার্য্যে, এবং ভীরু ও শঙ্কিত লোকদিগকে ভিতরের কার্য্যে নিযুক্ত করিবে॥ ৭॥ যিনি প্রশংসিত কুলে উৎপন্ন, চতুর, পবিত্র, আকার ঈঙ্গিত এবং চেষ্টা দ্বারা হৃদয়ের আন্তরিক ভাব এবং ভবিষ্যৎকালে ঘটনীয় বিষয় বুঝিতে সমর্থ এবং সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ হইবেন তাঁহাকে, দূত নিযুক্ত করিবে॥ ৮॥ যে রাজকার্য্যে অত্যন্ত উৎসাহ ও প্রীতিযুক্ত, নিষ্কপটী, পবিত্রাত্মা ও চতুর, এবং বহুকালের কথাও যে বিস্মৃত হয় না এবং দেশ ও কালানুসারে বর্ত্তমানের অনুষ্ঠাতা, সুন্দররূপ বিশিষ্ট, নির্ভয় এবং সুবক্তা হইবে সেই ব্যক্তি রাজার দূত হইবার উপযুক্ত॥ ৯॥ এক্ষণে কাহাকে কিরূপ অধিকার দেওয়া উচিত :—

অমাত্যে দণ্ড আয়ত্তো দণ্ডে বৈনয়িকী ক্রিয়া।
নৃপতৌ কোশরাষ্ট্রে চ দূতে সন্ধিবিপর্য্যয়ৌ॥ ১॥
দূত এব হি সংধত্তে ভিনত্ত্যেব চ সংহতান্।
দূতস্তৎকুরুতে কর্ম্ম ভিদ্যন্তে যেন বা নবা॥ ২॥
বুদ্ধ্বা চ সর্ব্বন্তত্ত্বেন পররাজচিকির্ষিতম্।
তথা প্রযত্নমাতিষ্ঠেৎ যথাত্মানং ন পীড়য়েৎ॥ ৩॥
ধনুর্দুর্গং মহীদুর্গমব্দুর্গং বার্ক্ষমেব বা।
নৃদুর্গং গিরিদুর্গং বা সমাশ্রিত্য বসেৎ পুরম॥ ৪॥

একঃ শতং যোধয়তি প্রকারস্থো ধনুর্ধরঃ
শতং দশসহস্রাণি তস্মাদ্দুর্গং বিধীয়তে ॥ ৫ ॥
তৎ স্যাদায়ুধসম্পন্নং ধনধান্যেন বাহনৈঃ।
ব্রাহ্মনৈঃ শিল্পিভির্যন্ত্রৈর্যবসেনোদকেন চ ॥ ৬ ॥
তস্য মধ্যে সুপর্য্যাপ্তং কারয়েদ্গৃহমাত্মনঃ।
গুপ্তং সর্ব্বর্ত্তুকং শুভ্রং জলবৃক্ষসমন্বিতম্ ॥ ৭ ॥
তদধ্যাস্যোদ্বহেদ্ভার্য্যাং সুবর্ণাং লক্ষণান্বিতাম্।
কুলে মহতি সম্ভূতাং হৃদ্যাং রূপগুণান্বিতাম্ ॥৮॥
পুরোহিতং প্রকুর্ব্বীত বৃণুয়াদেব চত্বিজম্।
তেঽস্য গৃহ্যাণি কর্ম্মাণি কুর্য্যুর্বৈ তানি কানি চ ॥৯॥

মনু অঃ ৭।৬৫।৬৬।৬৮।৭০।৭৪-৭৮।

অমাত্যকে দণ্ডাধিকার দিবে এবং দণ্ডের সহিত বিনয় ব্যবস্থা অর্থাৎ যাহাতে অন্যায় দণ্ড না হইতে পারে তদ্রূপ উপায় করিবে। রাজার অধীন কোষ এবং রাজকার্য্য রাখিবে, সভার অধীন সমস্ত কার্য্য এবং কাহারও সহিত মিত্রত অথবা বিরোধ করা দূতের অধীন রাখিবে॥ ১ দূত তাহাকে কহে যে ভিন্ন লোকদিগকে মিলিত করে এবং মিলিত-দুষ্ট লোকদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করে। শত্রুমধ্যে বিচ্ছেদ উৎপাদন করাই দূতের কার্য্য॥ ২॥ উক্ত সভাপতি, সমস্ত সভাসদ্ এবং দূতাদি সকলে প্রকৃতভাবে পর রাজার অভিপ্রায় জানিয়া এরূপ প্রযত্ন করিবে যে আপনাদের পীড়া না হয়॥ ৩॥ এই জন্য সুন্দর জঙ্গল বন, ধন ও ধান্যযুক্ত দেশে (ধনুর্দুর্গম্) ধনুর্ধারী পুরুষ বেষ্টিত দুর্গ, (মহীদুর্গম্) মৃত্তিকা-নির্ম্মিত দুর্গ, (অব্দুর্গম্) জলবেষ্টিত দুর্গ, (বার্ক্ষম্) চারিদিকে বৃক্ষবেষ্টিত দুর্গ, (নৃদুর্গম্) চারিদিকে সেনাপরিবেষ্টিত দুর্গ এবং (গিরিদুর্গম্) চারিদিকে পর্ব্বতবেষ্টিত দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে নগর প্রস্তুত করিবে॥ ৪॥ চারিদিকে (প্রাকার) প্রাচীর নির্ম্মাণ করিবে, কারণ উহার মধ্যস্থিত ধনুর্ধারী ও শস্ত্রযুক্ত একক বীর একশত বা দশ সহস্রের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে। এইজন্য দুর্গ নির্ম্মাণ অবশ্য কর্ত্তব্য॥৫॥ উক্ত দুর্গ, অস্ত্রশস্ত্রে, ধনে, ধান্যে, বাহনে, পাঠোপদেশক ব্রাহ্মণে, (শিল্পিতে) কারুকরে, যন্ত্রে অর্থাৎ নানাপ্রকার শিল্পোপযোগী উপকরণে, (যবসেনে) নবজাত দূর্ব্বা এবং জল প্রভৃতিতে সম্পন্ন অর্থাৎ পরিপূর্ণ হইবে॥ ৬॥ উহার মধ্যে জল, সকল প্রকারের বৃক্ষ ও পুষ্পাদিবিশিষ্ট, সকল ঋতুতে

সুখকারক, শ্বেতবর্ণ গৃহ নিজের জন্য নির্ম্মাণ করিবে। উহাতে সমস্ত রাজকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে এরূপ করিয়া প্রস্তুত করিবে ॥ ৭ ॥ ইহার পর অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা বিদ্যাপাঠ করতঃ এ পর্য্যন্ত রাজকার্য্য করিয়া পরে সৌন্দর্য্য, রূপ ও গুণযুক্তা, হৃদয়ের প্রিয়তমা, মহৎ এবং উৎকৃষ্টকুলোৎপন্না, সুলক্ষণা, ক্ষত্রিয়কুলজাতা কন্যা আপনার সদৃশ বিদ্যা, গুণ ও স্বভাববিশিষ্টা হইলে একমাত্র তাহাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিয়া বিবাহ করিবে। অপর স্ত্রীগণকে অগম্যা মনে করিয়া উহাদিগের উপর দৃষ্টিপাতও করিবে না ॥ ৮ ॥ অগ্নিহোত্র এবং পক্ষেষ্টি প্রভৃতি সমস্ত রাজগৃহের কার্য্য করেন বলিয়া পুরোহিত অথবা ঋত্বিক্ স্বীকার করিবার প্রয়োজন। রাজা স্বয়ং সর্ব্বদা রাজকার্য্যে তৎপর থাকিবেন অর্থাৎ দিবারাত্র রাজকার্য্যে প্রবৃত্ত থাকা এবং কোন কার্য্য বিকৃত হইতে না দেওয়াই রাজার সন্ধ্যোপাসনাদি নিত্য কর্ম্ম বুঝিতে হইবে ॥ ৯ ॥

সাংবৎসরিকমাপ্তৈশ্চ রাষ্ট্রাদাহারয়েদ্বলিম্।
স্যাচ্চাম্নায়পরো লোকে বর্ত্তেত পিতৃবন্নৃষু ॥১॥
অধ্যক্ষান্ বিবিধান্ কুর্য্যাৎ তত্র তত্র বিপশ্চিতঃ।
তেঽস্য সর্ব্বাণ্যবেক্ষেরন্নৃণাং কার্য্যাণি কুর্ব্বতাম্ ॥২॥
আবৃত্তানাং গুরুকুলাদ্ বিপ্রাণাং পূজকো ভবেৎ।
নৃপাণামক্ষয়োহ্যেষ নিধির্ব্রাহ্মো বিধীয়তে ॥৩॥
সমোত্তমাধমৈ রাজা ত্বাহূতঃ পালয়ন্ প্রজাঃ।
ন নিবর্ত্তেত সংগ্রামাৎ ক্ষাত্রং ধর্ম্মমনুস্মরন্ ॥৪॥
আহবেষু মিথোঽন্যোঽন্যং জিঘাংসন্তো মহীক্ষিতঃ।
যুধ্যমানাঃ পরং শক্ত্যা স্বর্গং যান্ত্যপরাঙ্মুখাঃ ॥৫॥
ন চ হন্যাৎ স্থলারূঢ়ং ন ক্লীবং ন কৃতাঞ্জলিম্।
ন মুক্তকেশং নাসীনং ন তবাস্মীতিবাদিনম্ ॥৬॥
ন সুপ্তং ন বিসন্নাহং ন নগ্নং নিরায়ুধম্।
নায়ুধ্যমানং পশ্যান্তং ন পরেণ সমাগতম্ ॥৭॥
নায়ুধব্যসনং প্রাপ্তং নার্ত্তং নাতিপরিক্ষতম্।
ন ভীতং ন পরাবৃত্তম্ সতাং ধর্ম্মমনুস্মরন্ ॥৮॥

যস্তু ভীতঃ পরাবৃত্তঃ সংগ্রামে হন্যতে পরৈঃ।
ভর্ত্তুর্যদ্দুষ্কৃতং কিঞ্চিত্তৎ সর্ব্বং প্রতিপাদ্যতে ॥৯॥
যচ্চাস্য সুকৃতং কিঞ্চিদমুত্রার্থমুপার্জ্জিতম্।
ভর্ত্তা তৎসর্ব্বমাদত্তে পরাবৃত্তহতস্য তু ॥১০॥
রথাশ্বং হস্তিনং ছত্রং ধনং ধান্যং পশূন্ স্ত্রিয়ঃ।
সর্ব্বদ্রব্যাণি কুপ্যং চ যো যজ্জয়তি তস্য তৎ ॥১১॥
রাজ্ঞশ্চ দদ্যুরুদ্ধারমিত্যেষা বৈদিকী শ্রুতিঃ।
রাজ্ঞা চ সর্ব্বযোধেভ্যো দাতব্যমপৃথগ্জিতম্ ॥৯১-৯৭॥

বিশ্বস্ত পুরুষের দ্বারা বার্ষিক কর আদায় করিবে এবং সভাপতি স্বরূপ রাজা এবং অন্যান্য প্রধান পুরুষ সকল বেদানুকূল হইয়া প্রজাদিগের প্রতি পিতার ন্যায় ব্যবহার করিবে ॥ ১ ॥ উক্ত রাজকার্য্য সম্বন্ধে বিবিধ অধ্যক্ষদিগের সভা নির্দ্ধারিত করিতে হইবে। উহাদিগের এই কার্য্য থাকিবে যে, যে সকল রাজপুরুষগণ যে যে কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে তাহারা নিয়মানুসারে যথাবৎ কার্য্য করে কি না দেখিতে হইবে এবং যাহারা যথাবৎ কার্য্য করিবে উহাদিগকে পুরস্কার এবং অন্যরূপ করিলে তাহাদিগকে দণ্ড দিতে হইবে॥ ২ ॥ রাজাদিগের বেদ প্রচাররূপ অক্ষয় কোষ আছে। ইহার প্রচারের জন্য যিনি যথাবৎ ব্রহ্মচর্য্যানুসারে বেদাদি শাস্ত্র পাঠ করতঃ গুরুকুল হইতে প্রত্যাগত হইবেন তাঁহাকে এবং তাঁহার আচার্য্যকেও রাজা এবং সভা যথাবৎ সৎকার করিবেন ॥ ৩ ॥ এরূপ করিলে রাজ্যমধ্যে বিদ্যার উন্নতি হইয়া বিশেষ উপকার সাধিত হয়। নিকৃষ্ট, তুল্য অথবা উৎকৃষ্ট কোন রাজা প্রজাপালক রাজাকে সংগ্রামে আহ্বান করিলে তিনি ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম স্মরণ করতঃ কখন সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত হইবেন না অর্থাৎ অতি চতুরতার সহিত উহার সহিত এরূপে যুদ্ধ করিবেন যাহাতে স্বপক্ষের নিশ্চয়ই জয় হয় ॥ ৪ ॥ যে সকল রাজা সংগ্রামে শত্রুকে হনন করিতে ইচ্ছা করতঃ যথাসাধ্য নির্ভীকভাবে পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করিয়া যুদ্ধ করেন তাঁহারা সুখলাভ করেন। সুতরাং ইহা হইতে কখন বিমুখ হইবে না। তবে কখন কখন শত্রুজয়ের জন্য শত্রুর সমক্ষ হইতে লুক্কায়িত থাকা উচিত, কারণ যেরূপে শত্রুজয় হইবে তদ্রূপই অনুষ্ঠান করিতে হইবে। যেরূপ সিংহও ক্রোধবশতঃ সম্মুখে পড়িলে শস্ত্রাগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া পড়ে, মূর্খতা বশতঃ তদ্রূপ নষ্ট ও ভ্রষ্ট হওয়া উচিত নহে ॥৫॥ যুদ্ধসময়ে পার্শ্বে দণ্ডায়মান, নপুংসক, কৃতাঞ্জলিযুক্ত, মস্তকের কেশ যাহার মুক্ত হইয়াছে, উপবিষ্ট, এবং "আমি তোমার শরণাগত" এরূপ যে বলে ইহাদিগকে ॥ ৬ ॥ নিদ্রিত, মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত, নগ্ন, আয়ুধরহিত,

যুদ্ধদর্শক, অথবা শত্রুর সহিত আগত ইহাদিগকে ॥ ৭ ॥ আয়ুধপ্রহারে পীড়িত, দুঃখী. অত্যন্ত আহতঃ, ভীত, এবং পলায়নপর পুরুষদিগকে সৎপুরুষদিগের ধর্ম্ম স্মরণ করতঃ যোদ্ধাগণ কখন প্রহার করিবেন না। কিন্তু উহাদিগের মধ্যে অনাহতদিগকে কারাগারে রাখিয়া যথাবৎ ভোজন ও আচ্ছাদন দিবে এবং আহতদিগকে উত্ত্যক্ত না করিয়া এবং দুঃখ না দিয়া যথাযোগ্য কার্য্য করাইয়া লইবে। ইহা বিশেষ মনে রাখা উচিত যে স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ এবং আতুর ও শোকার্ত্ত পুরুষদিগের উপর কখন শস্ত্র প্রয়োগ করিবে না। উহাদিগের বালকদিগকে নিজ সন্তানবৎ এবং স্ত্রীলোকদিগকে নিজের ভগ্নী অথবা কন্যার তুল্য জ্ঞান করিবে ও কখন বিষয়াসক্তির দৃষ্টিতে দর্শন করিবে না। রাজ্য উত্তমরূপে শৃঙ্খলাপ্রাপ্ত হইলে যাহার কাছে আর যুদ্ধ-শঙ্কা থাকিবে না তাহাকে, সৎকার পূর্ব্বক বিদায় দিয়া নিজগৃহে অথবা দেশে পাঠাইয়া দিবে এবং ভবিষ্যতে যাহার সহিত বিঘ্ন, শঙ্কা থাকিবে তাহাকে সর্ব্বদা কারাগারে রাখিয়া দিবে ॥ ৮ ॥ যে ভৃত্য ভীত হইয়া পলায়নপর হয় এবং শত্রুকর্ত্তৃক নিহত হয় সে স্বামীর সমস্ত দুষ্কৃতি প্রাপ্ত হয় ॥ ৯ ॥ এবং উহার সুকৃত হইতে ইহলোকে এবং পরলোকে যে সুখ পাইবার সম্ভবনা ছিল তাহা, স্বামী প্রাপ্ত হন। পলায়নপর হইয়া হত হইলে তাহার কখন সুখ হয় না এবং পুণ্য সমুদয় নষ্ট হইয়া যায়। ধর্ম্মানুসারে যে যথাবৎ যুদ্ধ করে সে তাহার প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। ১০। যুদ্ধে যে যে ভৃত্য অথবা অধ্যক্ষ. রথ, অশ্ব, হস্তী, ছত্র, ধন, ধান্য, গো প্রভৃতি পশু, স্ত্রীলোক. অন্যবিধ পদার্থ ঘৃত অথবা তেলের কলস প্রভৃতি যে যাহা জয় করিবে সে তাহা গ্রহণ করিবে। এ ব্যবস্থার যেন কখন বিপর্য্যয় না হয় ॥ ১১ ॥ পরন্তু সেনাস্থ লোকেরা উক্ত জিত পদার্থের ষোড়শ ভাগ রাজাকে প্রদান করিবে এবং রাজা ও মিলিত যোদ্ধাগণ যে পদার্থ জয় করিয়াছে তাহার ষোড়শ ভাগ তাহাদিগকে দিবেন। কেহ যুদ্ধে মৃত হইলে তাহার স্ত্রী অথবা পুত্রকে উক্ত ভাগ দিবেন এবং তাহার স্ত্রীকে ও নাবালক সন্তানদিগকে যথাবৎ প্রতিপালন করিবেন। সন্তানগণ প্রাপ্তবয়স্ক ও সমর্থ হইলে উহাদিগকে যথাযোগ্য অধিকার দিবেন। আপনার রাজ্যের বৃদ্ধি, প্রতিষ্ঠা এবং বিজয় ও আনন্দ বৃদ্ধির ইচ্ছা করিলে কখন এই সকল মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিবেন না ॥ ১২ ॥

অলব্ধং চৈব লিপ্সেত লব্ধং রক্ষেৎ প্রযত্নতঃ।
রক্ষিতং বর্দ্ধয়েচ্চৈব বৃদ্ধং পাত্রেষু নিঃক্ষিপেৎ ॥ ১ ॥
অলব্ধমিচ্ছেদ্দণ্ডেন লব্ধং রক্ষেদবেক্ষয়া।
রক্ষিতং বর্দ্ধয়েদ্বৃদ্ধ্যা বৃদ্ধং দানেন নিঃক্ষিপেৎ ॥ ২ ॥
অমায়য়ৈব বর্ত্তেত ন কথঞ্চন মায়য়া।

বুধ্যেতারিপ্রযুক্তাঞ্চ মায়ান্নিত্যং স্বসংবৃতঃ ॥ ৩ ॥
নাস্য ছিদ্রং পরো বিদ্যাচ্ছিদ্রং বিদ্যাৎ পরস্য তু।
গূহেৎকূর্ম্ম ইবাঙ্গানি রক্ষেদ্বিবরমাত্মনঃ ॥ ৪ ॥
বকবচ্চিন্তয়েদর্থান্ সিংহবচ্চ পরাক্রমেৎ।
বৃকবচ্চাবলুম্পেত শশবচ্চ বিনিষ্পতেৎ ॥ ৫ ॥
এবং বিজয়মানস্য যেঽস্য স্যুঃ পরিপন্থিনঃ।
তানানয়েদ্বশং সর্ব্বান্ সামাদিভিরুপক্রমৈঃ ॥ ৬ ॥
যথোদ্ধরতি নির্দ্দাতা কক্ষং ধান্যং চ রক্ষতি।
তথা রক্ষেন্নৃপো রাষ্ট্রং হন্যাচ্চ পরিপন্থিনঃ ॥ ৭ ॥
মোহাদ্রাজা স্বরাষ্ট্রং যঃ কর্ষয়ত্যনবেক্ষয়া।
সোঽচিরাদ্ভ্রশ্যতে রাজ্যাৎ জীবিতাচ্চ
সবান্ধবঃ ॥ ৮ ॥
শরীরকর্ষণাৎ প্রাণাঃ ক্ষীয়ন্তে প্রাণিনাং যথা।
তথা রাজ্ঞামপি প্রাণাঃ ক্ষীয়ন্তে রাষ্ট্রকর্ষণাৎ ॥ ৯ ॥
রাষ্ট্রস্য সংগ্রহে নিত্যং বিধানমিদমাচরেৎ।
সুসংগৃহীতরাষ্ট্রো হি পার্থিবঃ সুখমেধতে ॥১০ ॥
দ্বয়োস্ত্রয়াণাং পঞ্চানাং মধ্যে গুল্মমধিষ্ঠিতম্।
তথা গ্রামশতানাঞ্চ কুর্য্যাদ্রাষ্ট্রস্য সংগ্রহম্ ॥১১ ॥
গ্রামস্যাধিপতিং কর্য্যাদ্দশগ্রামপতিং তথা।
বিংশতীশং শতেশং চ সহস্রপতিমেব চ ॥ ১২ ॥
গ্রামে দোষান্ সমুৎপন্নান্ গ্রামিকঃ শনকৈঃ স্বয়ম্।
শংসেদ্ গ্রামদশেশায় দশেশো বিংশতীশিনম্ ॥১৩॥
বিংশতীশস্তু তৎ সর্ব্বং শতেশায় নিবেদয়েৎ।
শংসেদ্ গ্রামশতেশস্তু সহস্রপতয়ে স্বয়ম্ ॥ ১৪ ॥

তেষাং গ্রাম্যাণি কার্য্যাণি পৃথক্কার্য্যাণ চৈব হি।
রাজ্ঞোঽন্যঃ সচিবঃ স্নিগ্ধস্তানি পশ্যেদতন্দ্রিতঃ ॥১৫॥
নগরে নগরে চৈকং কুর্য্যাং সর্ব্বার্থচিন্তকম্।
উচ্চৈঃস্থানং ঘোররূপং নক্ষত্রাণামিব গ্রহম্ ॥১৬॥
স তাননুপরিক্রামেৎ সর্ব্বানেব সদা স্বয়ম্।
তেষাং বৃত্তং পরিণয়েৎ সম্যগ্রাষ্ট্রেষু তচ্চরৈঃ । ১৭ ॥
রাজ্ঞো হি রক্ষাধিকৃতাঃ পরস্বাদায়িনঃ শঠাঃ।
ভৃত্যা ভবন্তি প্রায়েণ তেভ্যো রক্ষেদিমাঃ প্রজাঃ ॥১৮॥
যে কার্য্যকেভ্যোঽর্থমেব গৃহ্ণীয়ুঃ পাপচেতসঃ।
তেষাং সর্ব্বস্বমাদায় রাজা কুর্য্যাৎ প্রবাসনম্ ॥১৯॥
মনুঃ অঃ ৭।৯৯।১০১।১০৪-১০৭।১১০-১১৭।১২০-১২৪ ॥

রাজা এবং রাজসভা অলব্ধের প্রাপ্তীচ্ছা এবং লব্ধ ধনের প্রযত্ন সহকারে রক্ষা করিবেন, রক্ষিত ধনের বৃদ্ধি করিবেন এবং বর্দ্ধিত ধন বেদ বিদ্যা ও ধর্ম্মপ্রচারের জন্য, বিদ্যার্থীদিগের জন্য, বেদমার্গোপদেশকদিগের উৎসাহের জন্য এবং অনাথ ও অসমর্থ-দিগের পালনের জন্য বিতরণ করিবেন ॥ ১ ॥ এই চারি প্রকার পুরুষার্থের প্রয়োজন জানিয়া আলস্য ত্যাগ করিয়া উত্তম প্রকারে নিত্য ইহার অনুষ্ঠান করিবে। দণ্ড দ্বারা অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তাচ্ছা করিবে, নিত্য প্রাপ্তের রক্ষা করিবে, রক্ষিতের বৃদ্ধি অর্থাৎ "সুদ" আদি গ্রহণ করিয়া অধিক করিবে. এবং বর্দ্ধিত ধনের পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্যয় করিবে ॥ ২ ॥ কখন কাহারও সহিত কপটতাপূর্ব্বক ব্যবহার করিবে না। সর্ব্বদা নিষ্কপট ভাবে সকলের সহিত ব্যবহার করিবে এবং নিত্য আপনাকে রক্ষা করিয়া শত্রুর প্রদর্শিত স্থল ভেদ করিয়া উহাকে নিবৃত্ত করিবে ॥ ৩ ॥ কোন শত্রু নিজ ছিদ্র অর্থাৎ নির্ব্বলতা জানিতে পারিবে না অথচ স্বয়ং শত্রুর ছিদ্র জানিতে হইবে। কচ্ছপ যেরূপ আপনার অঙ্গকে গুপ্ত রাখে তদ্রূপ শত্রুর প্রবেশের ছিদ্র গোপন রাখিতে হইবে ॥ ৪ ॥ বক যেরূপ ধ্যানাবস্থিত হইয়া মৎস্য ধরিবার জন্য প্রতীক্ষা করে তদ্রূপ, অর্থ সংগ্রহের জন্য বিচার করিতে হইবে, দ্রব্যাদির এবং বলের বৃদ্ধি করতঃ শত্রুজয়ের জন্য সিংহের তুল্য পরাক্রম করিতে হইবে, চিত্রক বা শার্দ্দুলের ন্যায় লুকাইত হইয়া শত্রুকে ধরিবার চেষ্টা করিয়া বৃকের ন্যায় গুপ্তভাবে শত্রুকে আক্রমণ করিবে এবং সমীপাগত বলবান্ শত্রুর সম্মুখ হইতে শশকের মত দূরে গমন করতঃ পশ্চাৎ উহাকে ছল দ্বার

ধরিবার চেষ্টা করিবে। ৫ ॥ এইরূপে বিজয়ী সভাপতির রাজ্যে কোন পরিপন্থী অর্থাৎ লুণ্ঠনকারী দস্যু থাকিলে উহাকে (সাম) মিত্রভাব দ্বারা (দান) কিঞ্চিৎ দান দ্বারা, এবং (ভেদ) বিরোধ বাধাইয়া বশীভূত করিতে চেষ্টা করিবে, এবং যে উহাতে বশীভূত না হইলে তাহাকে অতি কঠোর দণ্ড বিধান করিয়া বশীভূত করিবে॥ ৬॥ কৃষক তুষ স্বতন্ত্র করিয়া যেরূপ তণ্ডুল রক্ষা করে অর্থাৎ তণ্ডুল ভগ্ন করে না, তদ্রূপ রাজা দস্যু ও চৌরদিগকে বিনাশ করিয়া রাজ্য রক্ষা করেন॥ ৭॥ যে রাজা মোহ বশতঃ অবিচার করতঃ আপনার রাজ্য দুর্ব্বল করিয়া ফেলেন তিনি, বন্ধু বান্ধবের সহিত শীঘ্রই রাজ্য এবং জীবন হইতে নষ্ট এবং ভ্রষ্ট হইয়া পড়েন॥ ৮॥ শরীর কৃশ হইলে প্রাণিগণের প্রাণ যেরূপ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ প্রজাসকল দুর্ব্বল হইলে রাজারও প্রাণ অর্থাৎ বলাদি এবং বন্ধুবর্গ নষ্ট হইয়া যায়॥ ৯॥ এইজন্য রাজা এবং রাজসভা রাজকার্য্য সিদ্ধির জন্য বিশেষ প্রযত্ন করিয়া উহা যথাবৎ সিদ্ধ করিবেন। যে রাজা সর্ব্বপ্রকারে রাজকার্য্যে সর্ব্বদা তৎপর থাকেন, তাঁহার সর্ব্বদা সুখবৃদ্ধি হয়। ১০॥ এই জন্য দুই, তিন, চারি অথবা পাঁচ গ্রামের মধ্যে এক রাজ্যস্থান রক্ষিত করিবে। ইহাতে যথাযোগ্য ভৃত্য অর্থাৎ অধ্যক্ষাদি রাজপুরুষ নিযুক্ত করিয়া রাজকার্য্য পূর্ণ করিবে॥ ১১॥ এক গ্রামের উপর একজন রাজপুরুষ, তাদৃশ দশ গ্রামের উপর দ্বিতীয় রাজপুরুষ, তাদৃশ বিংশতি গ্রামের উপর তৃতীয় রাজপুরুষ তাদৃশ শত গ্রামের উপর চতুর্থ রাজপুরুষ এবং তাদৃশ সহস্র গ্রামের উপর পঞ্চম রাজপুরুষ নিযুক্ত করিবে। অর্থাৎ আজ কাল যে এক গ্রামের উপর একজন পাটোয়ারী, তাদৃশ দশ গ্রামের উপর এক থানা, তাদৃশ দুই থানার উপর এক বড় থানা, তাদৃশ পাঁচ বড় থানার উপর এক তহশীল, এবং দশ তহশীলের উপর এক জিলা নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে উহা মনু প্রভৃতির রাজনীতির অনুকরণ মাত্র॥ ১২॥ এইরূপ বন্দোবস্ত করিতে এবং আজ্ঞা দিতে হইবে যে এক গ্রামের অধিপতি উক্ত গ্রামের দোষ উৎপন্ন হইলে প্রত্যহ দশ গ্রামের অধিপতিকে গুপ্তভাবে বিদিত করিবে এবং দশ গ্রামের অধিপতিও দশ গ্রামের অবস্থা বিংশতি গ্রামের অধিপতিকে নিয়ত বিদিত করিবে॥ ১৩॥ বিংশতি গ্রামের অধিপতি সেই সকল গ্রামের অবস্থা নিত্য শত গ্রামাধিপতিকে বিদিত করিবে এবং তদ্রূপ শতগ্রামাধিপতিও তাহার অধীনস্থ গ্রামের অবস্থা সহস্রগ্রামাধিপতিকে প্রতিদিন নিবেদন করিবে। বিংশতি বিংশতি করিয়া গ্রামের পাঁচ জন অধিপতি শত গ্রামের অধিপতিকে, শতগ্রামাধিপতি সহস্র সহস্র গ্রামের দশ জন অধিপতি, দশ সহস্র গ্রামের অধিপতিকে এবং লক্ষ গ্রামের অধিপতি রাজসভাকে অধীনস্থ স্থানের বর্ত্তমান অবস্থা নিয়ত নিবেদন করিবে। এইরূপে উহারা ও রাজসভা মহারাজসভায় অর্থাৎ চক্রবর্ত্তী সার্ব্বভৌম মহারাজসভায় সমস্ত পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থা বিদিত করিবে॥ ১৪॥ এক

দশ সহস্র গ্রামের উপর দুই সভাপতি এইরূপে নিযুক্ত হইবে যে তাহাদিগের একজন রাজসভা হইতে আসিবেন এবং দ্বিতীয় অধ্যক্ষ, ইঁহার আলস্য ত্যাগ করিয়া সকল ন্যায়াধীশাদি রাজপুরুষদিগের কার্য্য সকল ভ্রমণ করিয়া পরিদর্শন করিবেন ॥ ১৫ ॥ বৃহৎ বৃহৎ নগরে বিচারের সভার জন্য সুন্দর, উচ্চ, এবং বিশাল চন্দ্রতুল্য এক এক গৃহ নির্ম্মাণ করিবে। উহার ভিতর বিদ্যাবৃদ্ধি অর্থাৎ যাঁহারা সর্ব্বপ্রকারে বিদ্যার পরীক্ষা করিয়াছেন তাঁহারা বসিয়া বিচার করিবেন এবং যে যে নিয়মে রাজার এবং প্রজার উন্নতি হয় সেই সেই নিয়ম এবং বিদ্যা প্রকাশিত করিবেন ॥ ১৬ ॥ নিত্য ভ্রমণকারী সভাপতির অধীনে গুপ্তচর অর্থাৎ দূত সকল থাকিবে। ইহারা রাজপুরুষ এবং ভিন্ন জাতীয়ও হইবে। ইহাদিগের নিকট রাজপুরুষ এবং প্রজালোকদিগের সমস্ত গুণ এবং দোষ গুপ্তভাবে জানিয়া অপরাধীর দণ্ডবিধান এবং গুণবানের সর্ব্বদা প্রতিষ্ঠা সম্পাদন করিবেন ॥ ১৭ ॥ রাজা যাহাকে প্রজা-রক্ষার অধিকার দিবেন তিনি, ধার্ম্মিক, বিদ্বান্, সুপরীক্ষিত এবং কুলীন হইবেন। তাঁহার অধীনে শঠ স্বভাব এবং পরস্বাপহারী দস্যুদিগকেও ভৃত্য নিযুক্ত করিয়া উহাদিগকে দুষ্কর্ম্ম হইতে রক্ষা করিবার জন্য চাকুরী দিয়া এবং রক্ষাকর্ত্তা বিদ্বানের অধীন রাখিয়া উহাদিগের দ্বারা প্রজাদিগের রক্ষা সাধন করিতে হইবে ॥ ১৮ ॥ যে রাজপুরুষ অন্যায়পূর্ব্বক বাদী অথবা প্রতিবাদী হইতে গুপ্তভাবে ধন গ্রহণ করতঃ পক্ষপাতপূর্ব্বক অন্যায়াচরণ করিবে তাহার, সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া যথোচিত দণ্ডবিধান দ্বারা এতাদৃশ দেশে উহাকে রাখিতে হইবে যে, আর উক্ত দেশে প্রত্যাগমন করিতে না প্যারে। কারণ উহাকে দণ্ড না দিলে উহার দৃষ্টান্ত দেখিয়া অন্য রাজপুরুষও এইরূপ দুষ্কর্ম্ম করিবে এবং দণ্ড দিলে অন্যে দুষ্কর্ম্ম হইতে রক্ষা পাইবে। পরন্তু যাহা দ্বারা উক্ত রাজপুরুষদিগের উত্তমরূপে যোগক্ষেম সাধন হয় তাহা, বহুধনাপেক্ষ হইলেও রাজ্য হইতে প্রয়োজনমত তাদৃশ ধন অথবা ভূমি মাসিক বার্ষিক অথবা এককালে দান করিবে। তবে ইহা মনে রাখিবে যে, যত দিন তাহারা জীবিত থাকিবে ততদিনই জীবিকা পাইবে পশ্চাৎ নহে। ইহাদিগের সন্তানদিগকে গুণ অনুসারে অবশ্য অবশ্য করিয়া সৎকার করিবে অথবা চাকুরী দিবে। ইহাদিগের নাবালক সন্তান যত দিন সমর্থ হইতে না পারে, এবং স্ত্রী যত দিন জীবিতা থাকিবে তত দিন উহাদিগের নির্ব্বাহার্থ রাজাপক্ষ হইতে যথাযোগ্য ধন দিতে হইবে। কিন্তু উহাদিগের সন্তান অথবা স্ত্রী কুকর্ম্মান্বিত হইলে কিছুই পাইবে না। রাজা এই প্রকার নীতি চিরকাল পালন করিবেন ॥ ১৯ ॥

যথা ফলেন যুজ্যেত রাজা কর্ত্তা চ কর্ম্মণাম্।
তথাবেক্ষ্য নৃপো রাষ্ট্রে কল্পয়েৎ সততং করান্ ॥ ১ ॥

যথাল্পাহল্পমদন্ত্যাদ্যং বার্য্যোকোবৎসষট্‌পদাঃ।
তথাল্পাল্পো গ্রহীতব্যো রাষ্ট্রাদাজ্ঞাব্দিকঃ করঃ ॥২॥
নোচ্ছিন্দ্যাদাত্মনোমূলং পরেষাং চাতিতৃষ্ণয়া।
উচ্ছিন্দন্ হ্যাত্মনো মূলমাত্মানং তাংশ্চ পীড়য়েৎ ॥৩॥
তীক্ষ্ণশ্চৈব মৃদুশ্চ স্যাৎ কার্য্যং বীক্ষ্য মহীমতিঃ।
তীক্ষ্ণশ্চৈব মৃদুশ্চ রাজা ভবতি সম্মতঃ ॥৪॥
এবং সর্ব্বং বিধায়েদমিতিকর্ত্তব্যমাত্মনঃ।
যুক্তশ্চৈবাপ্রমত্তশ্চ পরিরক্ষেদিমাঃ প্রজাঃ ॥৫॥
বিক্রোশন্ত্যো যস্য রাষ্ট্রাদ্ধ্রিয়ন্তে দস্যুভিঃ প্রজাঃ।
সংপশ্যতঃ সভৃত্যস্য মৃতঃ স ন তু জীবতি ॥ ৬ ॥
ক্ষত্রিয়স্য পরোধর্ম্মঃ প্রজানামেব পালনম্।
নির্দ্দিষ্টফলভোক্তা হি রাজা ধর্ম্মেণ যুজ্যতে ॥ ৭ ॥
মনুঃ অঃ ৭। ১২৮। ১২৯। ১৩৯। ১৪০। ১৪২-১৪৪।

যেরূপে রাজা, কর্ম্মকর্ত্তা রাজপুরুষ অথবা প্রজালোক সুখরূপ ফল লাভ করিতে পারে তদ্রূপ, বিচার করিয়া রাজা এবং রাজসভা রাজ্যে করস্থাপন করিবেন ॥ ১। জলৌকা, গোবৎস এবং ভ্রমর যেরূপ অল্প অল্প করিয়া ভোগ্য বস্তু গ্রহণ করে তদ্রূপ রাজা ও প্রজাদিগের নিকট হইতে করগ্রহণ করিবেন ॥ ॥ অতি লোভ বশতঃ অপরের সুখ মূলের উচ্ছেদ অর্থাৎ নাশ করিবে না, কারণ যিনি ব্যবহারের এবং সুখমূলের উচ্ছেদ করেন তিনি, আপনাকে এবং অপরকে পীড়িত করেন ॥ ৩ ॥ যে মহীপতি কার্য্য বুঝিয়া তীক্ষ্ণ এবং কোমল হয়েন, তিনি দুষ্টদিগের উপর তীক্ষ্ণ এবং শ্রেষ্ঠদিগের উপর কোমল হওয়াতে অতিশয় মাননীয় হয়েন ॥ ৪ ॥ রাজা এইরূপে রাজ্যের বন্দোবস্ত করিয়া সর্ব্বদা প্রমাদশূন্য হইয়া উহাতে প্রবৃত্ত থাকিয়া স্বকায় প্রজাদিগকে সর্ব্বদা পালন করিবেন ॥ ৫ ॥ ভৃত্যের সহিত (উদাসীনভাবে) দর্শনকারী রাজার রাজ্যমধ্যে যদি দস্যুগণ রোদন ও বিলাপকারী প্রজাগণের দ্রব্যাদি এবং প্রাণ হরণ করে তবে, সে রাজা ভৃত্য ও অমাত্যগণের সহিত মৃতই আছে, জীবিত নহে, এরূপ মনে করিতে হইবে এবং পরে সে রাজা মহাদুঃখ পাইয়া থাকে ॥ ৬ ॥ এইজন্য প্রজাপালন করাই রাজার প্রধান ধর্ম্ম। মনুস্মৃতির সপ্তমাধ্যায়ে যেরূপ কর ব্যবস্থা লিখিত আছে তদনুসারে এবং সভা

কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত প্রণালী অনুসারে যে রাজা কর গ্রহণ করিয়া তাহার ফল ভোগ করেন তিনি. ধর্ম্মযুক্ত হইয়া সুখী হয়েন। তাহার বিপরীতাচরণ করিলে দুঃখ পাইতে হয় ॥৭॥

উত্থায় পশ্চিমে যামে কৃতশৌচঃ সমাহিতঃ।
হুতাগ্নির্ব্রাহ্মণাংশ্চার্চ্চ্য প্রবিশেৎ স শুভাং সভাম্ ॥১॥
তত্র স্থিতাঃ প্রজাঃ সর্ব্বাঃ প্রতিনন্দ্য বিসর্জ্জয়েৎ।
বিসৃজ্য চ প্রজাঃ সর্ব্বা মন্ত্রয়েৎ সহ মন্ত্রিভিঃ ॥ ২ ॥
গিরিপৃষ্ঠং সমারুহ্য প্রাসাদং বা রহোগতঃ।
অরণ্যে নিঃশলাকে বা মন্ত্রয়েদবিভাবিতঃ ॥৩ ॥
যস্য মন্ত্রং ন জানন্তি সমাগম্য পৃথগ্ জনাঃ।
স কৃৎস্নাং পৃথিবীং ভুঙ্ক্তে কোশহীনোঽপি পার্থিবঃ ॥৪
মনুঃ অ ৭। ১৪৫-১৪৮।

রাত্রির শেষ প্রহরে উঠিয়া শৌচাদি নির্ব্বাহ করতঃ এবং সাবধান হইয়া পরমেশ্বরের ধ্যান, অগ্নিহোত্র ও ধার্ম্মিক এবং বিদ্বান্‌দিগের সৎকার করিয়া এবং তাহাদিগকে ভোজন করাইয়া রাজা সভামধ্যে প্রবেশ করিবেন ॥ ১ ॥ সেই স্থলে স্থিত থাকিয়া রাজা উপস্থিত প্রজাগণকে সম্মান পুরঃসর বিদায় দিয়া মুখ্য মন্ত্রীদিগের সহিত রাজ্যব্যবস্থার বিচার করিবেন ॥ ২ ॥ পরে ভ্রমণার্থ উহাদিগের সহিত নির্গত হইয়া পর্ব্বতশিখরে অথবা শারিকাশূন্য নির্জ্জন গৃহে অথবা অরণ্যাদি নির্জ্জনস্থানে বিরুদ্ধ ভাবনা ছাড়িয়া মন্ত্রীদিগের সহিত মন্ত্রণা করিবেন ॥ ৩ ॥ যে রাজার গুপ্ত বিচার অন্য কেহ আসিয়া জানিতে না পারে অর্থাৎ যাহার বিচার অতি গম্ভীর বিশুদ্ধ এবং সদা পরোপকারার্থ গুপ্ত সে, রাজা ধনহীন হইলেও সমস্ত পৃথিবীর রাজ্য করিতে সমর্থ হয়েন। এইজন্য সভাসদের অনুমোদিত না হওয়া পর্য্যন্ত নিজের বুদ্ধি অনুসারে একটিও কার্য্য করিবে না ॥ ৪ ॥

আসনং চৈব যানং চ সন্ধিং বিগ্রহমেব চ।
কার্য্যং বীক্ষ্য প্রযুঞ্জীত দ্বৈধং সংশ্রয়মেব চ ॥১॥
সন্ধিং তু দ্বিবিধং বিদ্যাদ্রাজা বিগ্রহমেব চ।
উভে যানাসনে চৈব দ্বিবিধঃ সংশ্রয়ঃ স্মৃতঃ ॥ ২ ॥
সমানযানকর্ম্মা চ বিপরীতস্তথৈব চ।

তথা ত্বায়তিসংযুক্তঃ সন্ধির্জ্ঞেয়ো দ্বিলক্ষণঃ ॥৩॥
স্বয়ংকৃতশ্চ কার্য্যার্থমকালে কাল এব বা।
মিত্রস্য চৈবাপকৃতে দ্বিবিধো বিগ্রহঃ স্মৃতঃ ॥৪॥
একাকিনশ্চাত্যয়িকে কার্য্যে প্রাপ্তে যদৃচ্ছয়া।
সংহতস্য চ মিত্রেণ দ্বিবিধং যানমুচ্যতে ॥ ৫ ॥
ক্ষীণস্য চৈব ক্রমশো দৈবাৎ পূর্ব্বকৃতেন বা।
মিত্রস্য চানুরোধেন দ্বিবিধং স্মৃতমাসনম্ ॥ ৬ ॥
বলস্য স্বামিনশ্চৈব স্থিতিঃ কার্য্যার্থসিদ্ধয়ে।
দ্বিবিধং কীর্ত্তাতে দ্বৈধং ষাড়্গুণ্যগুণবেদিভিঃ ॥৭॥
অর্থসম্পাদনার্থঞ্চ পীড্যমানঃ স শত্রুভিঃ।
সাধুষু ব্যপদেশার্থং দ্বিবিধঃ সংশ্রয়ঃ স্মৃতঃ ॥ ৮ ॥
যদাবগচ্ছেদায়ত্যামাধিক্যং ধ্রুবমাত্মনঃ।
তদাত্বে চাল্পিকাং পীড়াং তদা সন্ধিং সমাশ্রয়েৎ ॥৯॥
যদা প্রহৃষ্টা মন্যেত সর্ব্বাস্তু প্রকৃতীর্ভৃশম্।
অত্যুচ্ছ্রিতং তথাত্মানং তদা কুর্ব্বীত বিগ্রহম্ ॥ ১০ ॥
যদা মন্যেত ভাবেন হৃষ্টং পুষ্টং বলং স্বকম্।
পরস্য বিপরীতঞ্চ তদা যায়াদ্রিপুং প্রতি ॥ ১১ ॥
যদা তু স্যাৎপরিক্ষীণো বাহনেন বলেন চ।
তদাসীত প্রযত্নেন শনকৈঃ সান্ত্বয়ন্নরীন্ ॥ ১২ ॥
মন্যেতারিং যদা রাজা সর্ব্বথা বলবত্তরম্।
তদা দ্বিধা বলং কৃত্বা সাধয়েৎ কার্য্যমাত্মনঃ ॥ ১৩ ॥
যদা পরবলানান্তু গমনীয়তমোভবেৎ।
তদা তু সংশ্রয়েৎ ক্ষিপ্রং ধার্ম্মিকং বলিনং নৃপম্ ॥১৪॥
নিগ্রহং প্রকৃতীনাং চ কুর্য্যাদ্যোঽরিবলস্য চ।

উপসেবেত তং নিত্যং সর্ব্বযত্নৈর্গুরুং যথা ॥ ১৫ ॥
যদি তত্রাপি সংপশ্যেদ্দোষং সংশ্রয়কারিতম্‌।
সুযুদ্ধমেব তত্রাঽপি নির্বিশঙ্কঃ সমাচরেৎ ॥ ১৬ ॥
মনুঃ অঃ ৭। ১৬১—১৭৬।

সকল রাজা এবং রাজপুরুষদিগের এই বিষয় সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে (আসন) স্থিরতা, (যান) শত্রুর প্রতি যুদ্ধার্থ গমন, (সন্ধি) উহার সহিত মিত্রতা করা, (বিগ্রহ) দুষ্ট শত্রুর সহিত যুদ্ধ করা, (দ্বৈধ) দুইভাগে সেনা ভাগ করিয়া স্ববিজয় সাধন করা এবং (সংশ্রয়) নির্ব্বলতা বশতঃ অপর প্রবল রাজার আশ্রয় গ্রহণ করা, এই ছয় প্রকার কার্য্যে যথাযোগ্য কার্য্য বিচার করতঃ সর্ব্বদা রত থাকিতে হইবে ॥ ১ ॥ সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধীভাব এবং সংশ্রয় প্রত্যেকে দুই প্রকার হইয়া থাকে তাহা, রাজা যথাবৎ জানিবেন। ২। (সন্ধি) শত্রুর সহিত একমত হইয়া অথবা বিপরীত ভাবে কার্য্য করিবে কিন্তু, নিয়তই বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতের কর্ত্তব্য সাধন করিতে থাকিবে ; উপর্যুক্ত দুই প্রকার সন্ধি হইয়া থাকে ।৩। (বিগ্রহ) সময়ে অথবা অসময়ে কার্য্যসিদ্ধির জন্য, স্বয়ংকৃত অথবা মিত্রের অপরাধকারী শত্রুর সহিত কৃত বিরোধ দুই প্রকারে করা আবশ্যক। ৪। (যান) অকস্মাৎ কোন কার্য্যানুরোধে একাকী অথবা মিত্রের সহিত মিলিত হইয়া শত্রুর অভিমুখে গমন করা; এই দুই প্রকারের যান বা গমন কহে। ৫। (আসন) স্বয়ং কোন প্রকারে ক্ষীণ অর্থাৎ নির্ব্বল হইলে অথবা মিত্রানুরোধে নিজস্থানে স্থিরভাবে অবস্থান করা এই দুই প্রকার আসন কহা যায় ॥ ৬ ॥ (দ্বৈধ) কার্য্যসিদ্ধির জন্য সেনা এবং সেনাপতি দিগকে দুই দুই ভাগ করিয়া বিজয় সাধন করাকে দুই প্রকারের দ্বৈধ কহা যায় ॥ ৭ ॥ (আশ্রয়) বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য কোন বলবান্ রাজার অথবা কোন মহাত্মার এরূপে শরণাগত হইবে যে কোনরূপে শত্রুকর্ত্তৃক পীড়িত হইতে না হয়, ইহাকে দুই প্রকারের আশ্রয় গ্রহণ কহে ॥ ৮ ॥ যখন এরূপ জানিবে যে, বর্ত্তমান সময়ে যুদ্ধ করিলে স্বল্পপরিমাণে ক্লেশ হইবার সম্ভাবনা এবং পশ্চাৎ যুদ্ধ করিলে নিজের বৃদ্ধি এবং বিজয় অবশ্যই হইবে তখন, শত্রুর সহিত সন্ধি করিয়া উচিত সময় পর্য্যন্ত ধৈর্য্য প্রকাশ করিবে ॥ ৯ ॥ যখন স্বয়ং এবং নিজ প্রজা অথবা সেনা অত্যন্ত প্রসন্ন, উন্নতিশীল ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া বুঝিবে তখনই, শত্রুর সহিত বিগ্রহ ও যুদ্ধ করিবে ॥ ১০ ॥ যখন নিজের বল অর্থাৎ সেনা হর্ষ ও পুষ্টিযুক্ত তাহাদিগের প্রসন্নভাব দ্বারা বুঝিবে এবং যখন শত্রুর বল তদ্বিপরীত অর্থাৎ নির্ব্বল বুঝিবে তখনই, যুদ্ধার্থ শত্রুর দিকে যাত্রা করিবে ॥১১॥ যখন সেনা বল এবং বাহন ক্ষীণ হইবে তখন, প্রযত্ন সহকারে শত্রুদিগকে প্রশান্ত

রাখিয়া স্বস্থানে অবস্থান করিবে ॥ ১২ ॥ রাজা যখন শত্রুকে অত্যন্ত বলবান্ বুঝিবেন, তখন সেনা দ্বিগুণ অথবা দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া স্বকার্য্য সিদ্ধ করিবেন ॥ ১৩ ॥ যখন নিজে বুঝিবেন যে শীঘ্রই শত্রুগণ আক্রমণ করিবে, তখন, কোন ধার্ম্মিক বলবান্ রাজার আশ্রয় শীঘ্র গ্রহণ করিবেন ॥ ১৪ ॥ যে প্রজা বা নিজ সেনা শত্রুবলের নিগ্রহ করে অর্থাৎ শাসন করে, তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার যত্নের সহিত গুরুর ন্যায় নিত্য সেবা করিবে ॥১৫॥ যাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবে তাহার, কার্য্যে কোন দোষ দেখিলেও নিঃশঙ্কভাবে উত্তম প্রকারে যুদ্ধ করিবে ॥ ১৬ ॥ যদি কোন রাজা ধার্ম্মিক হয়েন তবে কখন তাঁহার সহিত বিরোধ করিবে না, বরং তাঁহার সহিত সর্ব্বদা সন্ধি রক্ষা করিবে। কেহ দুষ্ট এবং প্রবল হইলেও তাহাকে পরাজিত করিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত প্রকার প্রয়োগ অনুষ্ঠান করা উচিত।

সর্ব্বোপায়ৈস্তথা কুর্য্যান্নীতিজ্ঞঃ পৃথিবীপতিঃ।
যথাস্যাভ্যধিকা ন স্যুর্মিত্রোদাসীনশত্রবঃ ॥ ১ ॥
আয়তিং সর্ব্বকার্য্যাণাং তদাত্বং চ বিচারয়েৎ।
অতীতানাঞ্চ সর্ব্বেষাং গুণদোষৌ চ তত্ত্বতঃ ॥২॥
আয়ত্যাং গুণদোষজ্ঞস্তদাত্বে ক্ষিপ্রনিশ্চয়ঃ।
অতীতে কার্য্যশেষজ্ঞঃ শত্রুভির্নাভিভূয়তে ॥৩॥
যথৈনং নাভিসংদধ্যুর্মিত্রোদাসীনশত্রবঃ।
তথা সর্ব্বং সংবিদধ্যাদেষ সামাসিকো নয়ঃ ॥৪॥
মনুঃ অঃ ৭। ১৭৭—১৮০।

মিত্র, উদাসীন (মধ্যস্থ) এবং শত্রু যাহাতে অধিক বলবান্ হইতে না পারে, নীতিজ্ঞ পৃথিবীপতি রাজা তাদৃশ সমস্ত উপায় করিয়া অবস্থান করিবেন ॥ ১ ॥ সকল কার্য্যের বর্ত্তমান কর্ত্তব্যতা, এবং ভবিষ্যতের কর্ত্তব্যতা স্থির করিবে ও পূর্ব্বকৃত কার্য্যের যথার্থরূপে গুণ ও দোষ বিচার করিবে ॥২॥ পশ্চাৎ যত্নসহকারে দোষের নিবারণ এবং গুণের স্থাপন করিবে। যিনি নিজ ও পরের গুণ ও দোষ বুঝিতে পারেন, শীঘ্র বর্ত্তমানের কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারেন এবং কৃত কার্য্যের অবশিষ্ট কর্ত্তব্যতা জানিতে পারেন, তিনি কখন শত্রুহস্তে পরাজিত হন না ॥ ৩ ॥ রাজপুরুষ বিশেষতঃ সভাপতি এরূপ প্রযত্ন করিবেন যে, রাজার মিত্র, উদাসীন এবং শত্রু বশীভূত হয়। ইহার অন্যথা কখন

করিবে না। এ বিষয়ে ভ্রমে কখন পতিত হইবে না। সংক্ষেপে ইহাই রাজনীতি কথিত হইতেছে ॥ ৪ ॥

কৃত্বা বিধানং মূলে তু যাত্রিকং চ যথাবিধি।
উপগৃহ্যাস্পদং চৈব চারান্ সম্যগ্ বিধায় চ ॥১॥
সংশোধ্য ত্রিবিধং মার্গং ষড়্ বিধং চ বলং স্বকম্।
সাংপরায়িক কল্পেন যায়াদরিপুরং শনৈঃ ॥ ২ ॥
শত্রুসেবিনি মিত্রে চ গূঢ়ে যুক্ততরো ভবেৎ।
গতপ্রত্যাগতে চৈব স হি কষ্টতরো রিপুঃ ॥ ৩ ॥
দণ্ডব্যূহেন তন্মার্গং যায়াত্তু শকটেন বা।
বরাহমকরাভ্যাং বা সূচ্যা বা গরুড়েন বা ॥৪॥
যতশ্চ ভয়নাশঙ্কেত্ততো বিস্তারয়েদ্বলম্।
পদ্মেন চৈব ব্যূহেন নিবিশেত সদা স্বয়ম্ ॥৫॥
সেনাপতি বলাধ্যক্ষৌ সর্ব্বদিক্ষু নিবেশয়েৎ।
যতশ্চ ভয়মাশঙ্কেৎ প্রাচীং তাং কল্পেয়দ্দিশম্ ॥৬॥
গুল্মাংশ্চ স্থাপয়েদাপ্তান্ কৃতসংজ্ঞান্ সমন্ততঃ।
স্থানে যুদ্ধে চ কুশলানভীরূনবিকারিণঃ ॥৭॥
সংহতান্ যোধয়েদল্পান্ কামং বিস্তারয়েদ্ বহূন।
সূচ্যা বজ্রেণ চৈবৈতান্ ব্যূহেন ব্যূহ্য যোধয়েৎ ॥ ৮ ॥
স্যন্দনাশ্বৈঃ সমে যুদ্ধ্যেদনূপে নৌদ্বিপৈস্তথা।
বৃক্ষগুল্মাবৃতে চাপৈরসিচর্ম্মায়ুধৈঃ স্থলে ॥ ৯॥
প্রহর্ষয়েদ্‌বলং ব্যূহ্য তাংশ্চ সম্যক্ পরীক্ষয়েৎ।
চেষ্টাশ্চৈব বিজানীয়াদরীন যোধয়তামপি ॥ ১০ ॥
উপরুধ্যারিমাসীত রাষ্ট্রং চাস্যোপপীড়য়েৎ।
দূষয়েচ্চাস্য সততং যবসান্নোদকেন্ধনম্ ॥ ১১ ॥
ভিন্দ্যাচ্চৈব তড়াগানি প্রাকারপরিখ্যাস্তথা।

সমবস্কন্দয়েচ্চৈনং রাত্রৌ বিত্রাসয়েত্তথা ॥ ১২ ॥
প্রমাণানি চ কুর্ব্বীত তেষাং ধর্ম্ম্যান্যথোদিতান্।
রত্নৈশ্চ পূজয়েদেনং প্রধান পুরুষৈঃ সহ ॥ ১৩ ॥
আদানমপ্রিয়করং দানঞ্চ প্রিয়কারকং।
অভীপ্সিতানামর্থানাং কালেযুক্তং প্রশস্যতে ॥১৪॥
মনুঃ অঃ ৭। ১৮৪-১৯২।১৯৪—১৯৬।২০৩।২০৪ ॥

রাজা শক্রর সহিত যুদ্ধ করিতে যাইবার সময় আপনার রাজ্যের রক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া, যাত্রার উপযোগী সমস্ত দ্রব্য সঙ্গে লইয়া, সমস্ত সৈন্য, যান, বাহন এবং সম্পূর্ণ শস্ত্র ও অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া এবং সর্ব্বস্থানে চারিদিকে সমাচারদাতা দূত পুরুষ গুপ্তভাবে স্থাপন করিয়া, শক্রর অভিমুখে যুদ্ধার্থ যাত্রা করিবেন ॥ ১ ॥ যাত্রা করিবার তিন প্রকার মার্গ আছে। প্রথম স্থল (ভূমি), দ্বিতীয় জল (সমুদ্র বা নদী), এবং তৃতীয় আকাশ মার্গ। শুদ্ধ মার্গ প্রস্তুত করিয়া ভূমি মার্গে রথ, অশ্ব ও হস্তী দ্বারা, জলমার্গে নৌকা দ্বারা এবং আকাশমার্গে বিমানাদি যান দ্বারা গমন করিবে। পদাতি, রথ, অশ্ব, হস্তী, শস্ত্র, অস্ত্র ও পান ভোজনাদি সামগ্রী যথা-যোগ্য সমভিব্যাহারে গ্রহণ করতঃ পূর্ণ বলযুক্ত হইয়া, ছলপূর্ব্বক কোন কারণ ঘোষণা করিয়া ধীরে ধীরে শক্রর নগর সমীপে গমন করিবে ॥ ২ ॥ যে ভিতরে শক্রর সহিত মিলিত হয় এবং বাহিরে রাজার সহিত মিত্রতা দেখায় তাহার সহিত গুপ্তভাবে এরূপ ভেদ প্রয়োগ করিবে যে, যাহাতে শক্রর সহিত তাহার ভেদ হয়। গতায়াতে এবং কথোপকথনে অত্যন্ত সাবধান হইয়া তাহার সহিত ব্যবহার করিবে। কারণ ভিতরে শক্র এবং বাহিরে মিত্র এরূপ পুরুষকে বিশেষ মহৎ শক্র বুঝিতে হইবে ॥ ৩ ॥ সকল রাজপুরুষকে এবং অন্য প্রজাজনকে যুদ্ধবিদ্যা শিখাইবে এবং স্বয়ংও শিখিবে। পূর্ব্বশিক্ষিত যোদ্ধা হইলেই উত্তমরূপে যুদ্ধ করিতে এবং করাইতে শিক্ষা দিতে পারে। শিক্ষাসময়ে (দণ্ডব্যূহ) দণ্ডের তুল্য সৈন্য রচনা করা, (শকট) শকট অর্থাৎ গাড়ীর তুল্য রচনা করা, (বরাহ) শূকর যেরূপ এক অপরের পশ্চাৎ ধাবিত হয় এবং কখন কখন একত্র হইয়া দলবদ্ধ হয় তদ্রূপ, বিধান করা, (মকর) মকর যেরূপ জলে গমন করে তদ্রূপ সৈন্য রচনা করা, (সূচীব্যূহ) সূচীর অগ্রভাগ যেরূপ সূক্ষ্ম এবং পশ্চাৎ স্থূল এবং তদপেক্ষা সূত্র আরও স্থূল হয় তদ্রূপ শিক্ষা দিয়া সৈন্য রচনা করা; (নীলকণ্ঠ) ময়ূর যেরূপ উপরে এবং নিম্নে পক্ষাঘাত করে তদ্রূপ সৈন্যের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি ব্যূহ শিক্ষা দিয়া সৈন্যরচনা করতঃ যুদ্ধ করিবে ॥ ৪ ॥ যে দিকে ভয়ের কারণ জানিতে পারিবে সেই দিকে

সৈন্য বিস্তার করিবে এবং চারিদিকে সেনাপতিদিগকে স্থাপিত করিয়া (পদ্মব্যূহ) অর্থাৎ পদ্মাকারে চারিদিকে সেনা রাখিয়া স্বয়ং মধ্যস্থলে থাকিবে ॥৫॥ সেনাপতি এবং বলাধ্যক্ষ অর্থাৎ আজ্ঞাদাতা ও সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করাইবার কর্ত্তা বীরসকলকে, অষ্টদিকে রাখিয়া যে দিকে যুদ্ধ হইতেছে সেই দিকে মুখ করিয়া সমস্ত সেনা রাখিবে। কিন্তু অন্যদিকেরও সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে অন্যথা পশ্চাৎভাগ অথবা পার্শ্বভাগ হইতে শত্রুর আক্রমণ হইবার সম্ভাবনা থাকে ॥ ৬ ॥ যাহারা গুল্ম অর্থাৎ দৃঢ়স্তম্ভের তুল্য, যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত, ধার্ম্মিক, স্থিতিবিষয়ে এবং যুদ্ধবিষয়ে সুনিপুণ, ভয়রহিত এবং যাহাদিগের মন কোন প্রকারে বিকৃত হয় না এরূপ লোকের চারিদিকে সৈন্য রাখিবে ॥ ৭ ॥ অল্পলোক লইয়া অনেকের সহিত যুদ্ধ করিতে হইলে, মিলিয়া যুদ্ধ করিবে। আবশ্যক হইলে উহাদিগকে সহসা বিস্তৃত করিয়া দিবে। নগরের, দুর্গ অথবা শত্রু-সেনার ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া যুদ্ধ করিবার সময় (সূচীব্যূহ) অথবা (বজ্রব্যূহ) দ্বারা অর্থাৎ দ্বিধারাবিশিষ্ট খড়্গ যেরূপ দুইদিকে কাটিতে থাকে তদ্রূপ, করিয়া যুদ্ধ করিতে থাকিবে অথচ তৎসহ প্রবিষ্ট হইতেও থাকিবে। এইরূপে অনেকপ্রকার ব্যূহ অর্থাৎ সৈনা রচনা করিয়া যুদ্ধ করিবে। সম্মুখে যদি শতঘ্নী (তোপ) বা ভুসুণ্ডী (বন্দুক) চলিতে থাকে, তবে (সর্পব্যূহ) দ্বারা অর্থাৎ সর্পের তুল্য শয়ান হইয়া চলিবে এবং কামানের পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া শত্রুকে বিনাশ করিয়া অথবা বন্ধন করিয়া কামানের মুখ শত্রুদিগের অভিমুখীন করিয়া উক্ত কামানের সম্মুখের দিকে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করতঃ ধাবিত হইবে এবং বিনাশ করিতে থাকিবে। মধ্যে উত্তম উত্তম অশ্বারোহী থাকিবে। একবার ধাবিত হইয়া শত্রুসেনা ছিন্ন ও ভিন্ন করতঃ উহাদিগকে বন্ধন করিবে অথবা নিষ্কাশিত করিয়া দিবে ॥ ৮ ॥ সমভূমিতে যুদ্ধের সময় রথ অশ্ব এবং পদাতি লইয়া, সমুদ্রে যুদ্ধের সময় নৌকা দ্বারা, এবং অল্প জলে হস্তী দ্বারা, বৃক্ষে এবং বনে বাণ দ্বারা, এবং স্থলে অথবা বালুকাময় স্থানে যুদ্ধ করিতে হইলে তরবারি এবং ঢাল লইয়া যুদ্ধ করিবে এবং করাইবে ॥ ৯ ॥ যুদ্ধের সময়ে যোদ্ধাদিগকে উৎসাহিত এবং হর্ষিত করিবে। যুদ্ধ বন্ধ হইলে এরূপ বক্তৃতা করিবে যাহাতে যুদ্ধে উৎসাহ এবং শৌর্য্য বৃদ্ধি হয়। ভোজন, পানীয়, অস্ত্র, শস্ত্র সহায় এবং ঔষধাদি দান করিয়া সকলের চিত্ত প্রসন্ন করিবে। ব্যূহ রচনা ব্যতিরেকে যুদ্ধ করিবে ও করাইবে না। যুদ্ধে রত আপনার সেনার চেষ্টা অর্থাৎ সৈন্য সম্যক্ যুদ্ধ করিতেছে অথবা কপটভাবে যুদ্ধ করিতেছে ইহা দেখিতে হইবে ॥ ১০ ॥ কোন সময় উচিত বোধ হইলে শত্রুর চারিদিকে সৈন্য বেষ্টিত করিয়া অবরোধ করিবে এবং উহার রাজ্য পীড়িত করতঃ তৃণ, অন্ন, জল এবং ইন্ধন সমস্ত নষ্ট ও দূষিত করিয়া দিবে ॥ ১১ ॥ শত্রুর পুষ্করিণী, নগরের প্রাচীর এবং খাত ভাঙ্গিয়া দিয়া রাত্রিকালে উহাকে (ত্রাস) ভয় দেখাইবে

এবং জয়ের উপায় করিবে ॥ ১২ ॥ জয়ের পর উহার সহিত প্রমাণ অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি লিখাইয়া লইবে এবং উচিত সময় বুঝিলে উহারই বংশস্থ ধার্ম্মিক পুরুষকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার নিকট হইতে এইরূপ লিখিয়া লইবে যে "তুমি আমার আজ্ঞানুকূল হইয়া অর্থাৎ ধর্ম্মযুক্ত রাজনীতি অনুসারে চলিয়া, ন্যায়ানুসারে প্রজাপালন করিবে"। এইরূপ উপদেশ দিয়া উহার নিকট এরূপ লোক রাখিতে হইবে যে, সে আর উপদ্রব না করে। প্রধান পুরুষদিগের সহিত মিলিত হইয়া পরাজিতের সৎকার করতঃ, রত্নাদি উত্তম পদার্থ দান করিবে। উহার যোগক্ষেম সাধিত হইবে না এরূপ করিবে না। উহাকে বন্দীগৃহে রাখিতে হইলেও এরূপ সৎকার করিবে যে, সে পরাজয় জন্য শোক বিস্মৃত হইয়া সর্ব্বদা আনন্দে অবস্থান করিবে ॥১৩॥ কারণ সংসারে অপরের পদার্থ গ্রহণ করিলে তাহা অপ্রীতিকর হয় এবং কোন দান করিলে তাহা প্রীতিকর হইয়া থাকে। বিশেষতঃ সময়োচিত কার্য্য করা উচিত। উক্ত পরাজিতকে মনোবাঞ্ছিত পদার্থ দেওয়া অতি উত্তম। কখন উহাকে উত্তক্ত উপহাস অথবা তামাসা করিবে না। "তোমাকে আমি জয় করিয়াছি" এরূপ উহার সমক্ষে কখন বলিবে না। কিন্তু "তুমি আমার ভ্রাতৃতুল্য" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা সর্ব্বদা সম্মান প্রদর্শন করিবে ॥ ১৪ ॥

হিরণ্যভূমিসংপ্রাপ্ত্যা পার্থিবো ন তথৈধতে।
যথা মিত্রং ধ্রুবং লব্ধ্বা কৃশমপ্যায়তিক্ষমম্ ॥ ১ ॥
ধর্ম্মজ্ঞং চ কৃতজ্ঞং চ তুষ্টপ্রকৃতিমেব চ।
অনুরক্তং স্থিরারম্ভং লঘুমিত্রং প্রশস্যতে ॥২॥
প্রাজ্ঞং কুলীনং শূরং চ দক্ষং দাতারমেব চ।
কৃতজ্ঞং ধৃতিমন্তঞ্চ কষ্টমাহুররিং বুধাঃ ॥ ৩ ॥
আর্য্যতা পুরুষজ্ঞানং শৌর্য্যং করুণবেদিতা।
স্থৌললক্ষ্যং চ সততমুদাসীনগুণোদয়ঃ ॥ ৪ ॥
মনুঃ অঃ ৭।২০৮—২১১॥

মিত্রের লক্ষণ এই যে, মিত্র সমর্থই হউক অথবা দুর্ব্বলই হউক রাজা, সুবর্ণ এব ভূমি লাভ করিয়া তাদৃশ বৃদ্ধি লাভ করেন না যাদৃশ, নিশ্চল, প্রেমযুক্ত, ভবিষ্যৎ-কার্য্যাভিজ্ঞ এবং কার্য্য সিদ্ধ করিতে সমর্থ মিত্র লাভ করিয়া বৃদ্ধি লাভ করেন ॥ ১ ॥ ধর্ম্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ অর্থাৎ পূর্ব্বকৃত উপকার-স্মরণকারী, প্রসন্নস্বভাব, অনুরাগী এবং স্থির-কর্ম্মা ক্ষুদ্র মিত্র পাইলেও প্রশংসার বিষয় হয়। ২। ইহা সর্ব্বদা নিশ্চয় জানিতে হইবে

যে বুদ্ধিমান্, কুলীন, শূর, বীর, চতুর, দাতা, কৃতজ্ঞ এবং ধৈর্য্যবান্ পুরুষকে কখন শত্রু করিবে না কারণ, যিনি তাদৃশ লোককে শত্রু করেন তিনি দুঃখ পান। ৩। উদাসীনের লক্ষণ - যিনি প্রশংসিত গুণযুক্ত, উত্তমাধম-মনুষ্য-জ্ঞান-বিশিষ্ট, শূরতা, বীরতা ও করুণাযুক্ত এবং স্থূললক্ষ্য অর্থাৎ ( বিষয় বিশেষের মোটামুটি ) উপরের কথা সর্ব্বদা শ্রাবিত করেন তাঁহাকে, উদাসীন কহা যায়। ৪।

**এবং সর্ব্বমিদং রাজা সহ সংমন্ত্র্য মন্ত্রিভিঃ।**
**ব্যায়াম্যাপ্লুত্য মধ্যাহ্নে ভোক্তুমন্তঃপুরং বিশেৎ ॥১॥**
**মনুঃ অঃ ৭। ২১৬।**

এইরূপে প্রাতঃকালে উঠিয়া শৌচাদি হইতে নিবৃত্ত হইয়া, সন্ধ্যোপাসন ও অগ্নিহোত্র সমাপমানন্তর সকল মন্ত্রীদিগের সহিত মন্ত্রণা করতঃ সভায় উপস্থিত হইয়া সকল ভৃত্য ও সেনাধ্যক্ষদিগের সহিত মিলিত হইয়া এবং উহাদিগকে হর্ষিত করিয়া নানা প্রকার ব্যূহশিক্ষা অর্থাৎ সৈন্যরচনা শিক্ষা করিবে এবং করাইবে। তদনন্তর সমস্ত অশ্বশালা, হস্তিশালা, গোশালা অস্ত্র শস্ত্রের স্থান, বৈদ্যালয় এবং ধনাগার পরিদর্শন করিবে এবং প্রতিদিন উহার উপর দৃষ্টি রাখিয়া উহার দোষ সংশোধন করিয়া ব্যায়াম শালায় গমন করতঃ ব্যায়াম করিয়া ও স্নান করিয়া মধ্যাহ্ন সময়ে ভোজনার্থ "অন্তঃপুরে" অর্থাৎ পত্নী প্রভৃতির নিবাসস্থানে প্রবেশ করিবে। ভোজন দ্রব্য সুপরীক্ষিত, বুদ্ধি বল ও পরাক্রম বর্দ্ধক এবং রোগনাশক হইবে। অনেক প্রকারের অন্ন, ব্যঞ্জন, পানীয় প্রভৃতি এবং সুগন্ধযুক্ত মিষ্টাদি নানা রসযুক্ত ভোজ্য আহার করিবে। যাহাতে সর্ব্বদা সুখী থাকিবে এবং এইরূপে সমস্ত রাজকার্য্যের উন্নতি করিবে ॥ ১ ॥ প্রজাদিগের নিকট কর আদায় করিবার রীতি : -

**পঞ্চাশদ্ভাগ আদেয়ো রাজ্ঞা পশুহিরণ্যয়োঃ।**
**ধান্যানামষ্টমো ভাগঃ ষষ্ঠো দ্বাদশ এব বা ॥ ১ ॥**
**মনুঃ অঃ ৭। ১৩০।**

ব্যবসায়ী অথবা শিল্পীদিগের নিকট সুবর্ণের ও রৌপ্যের লাভাংশের পঞ্চাশৎ ভাগ এবং তণ্ডুলের ও অন্নের ষষ্ঠ,অষ্টম অথবা দ্বাদশভাগ গ্রহণ করিবে। যাহাতে কৃষক প্রভৃতি ধনরহিত হওয়াতে ভোজনের এবং পানীয়ের ক্লেশ না পায় তদ্রূপেই ধন আদায় করিতে হইবে ॥ ১ ॥ কারণ প্রজাগণ ধনাঢ্য, আরোগ্যবিশিষ্ট, পান-ভোজন-সম্পন্ন থাকিলে, রাজার অতিশয় উন্নতি হয়। রাজা প্রজাকে আপনার সন্তানের তুল্য দেখিবে এবং প্রজাগণ রাজাকে এবং রাজপুরুষদিগকে পিতার সদৃশ জ্ঞান করিবে। ইহা প্রকৃত

কথা যে রাজা প্রজাদিগের সম্বন্ধেই রাজা এবং পরিশ্রমকারী কৃষকাদির সম্বন্ধে রক্ষক। প্রজা না থাকিলে রাজা কাহার? এবং রাজা না থাকিলে কাহার প্রজা বলা যাইবে? উভয়েই স্ব স্ব কার্য্যে স্বতন্ত্র ও মিলিত প্রীতিকর কার্য্যে পরতন্ত্র থাকে। রাজা অথবা রাজপুরুষ প্রজাদিগের সাধারণ সম্মতির বিরুদ্ধ হইবে না এবং রাজপুরুষ অথবা প্রজা রাজার আজ্ঞার বিরুদ্ধে চলিবে না। ইহা রাজার নিজ রাজকীয় কার্য্য, অর্থাৎ ইহাকেই "Politics" কহা হয়। ইহা এস্থলে সংক্ষেপে কথিত হইল। বিশেষ দর্শনের প্রয়োজন হইলে চারি বেদ, মনুস্মৃতি. শুক্রনীতি এবং মহাভারতাদি দেখিয়া নিশ্চয় করিতে হইবে। প্রজার উপর ন্যায়াচরণ করিতে হইলে তাহার ব্যবহার মনুস্মৃতির অষ্টম ও নবম অধ্যায়োক্ত রীতি অনুসারে করিতে হইবে। পরন্তু এস্থলেও সংক্ষেপতঃ লিখিত হইতেছে :—

প্রত্যহং দেশদৃষ্টৈশ্চ শাস্ত্রদৃষ্টৈশ্চ হেতুভিঃ
অষ্টাদশসু মার্গেষু নিবদ্ধানি পৃথক্ পৃথক্ ॥১॥
তেষামাদ্যমৃণাদানং নিক্ষেপোঽস্বামিবিক্রয়ঃ।
সম্ভূয় চ সমুত্থানং দত্তস্যানপকর্ম্ম চ ॥২॥
বেতনস্যৈব চাদানং সংবিদশ্চ ব্যতিক্রমঃ।
ক্রয়বিক্রয়ানুশয়ো বিবাদঃ স্বামিপালয়োঃ ॥৩॥
সীমাবিবাদধর্ম্মশ্চ পারুষ্যে দণ্ডবাচিকে।
স্তেয়ঞ্চ সাহসঞ্চৈব স্ত্রীসংগ্রহণমেব চ ॥৪॥
স্ত্রীপুংধর্ম্মো বিভাগশ্চ দ্যূতমাহ্বয় এব চ।
পদান্যষ্টাদশৈতানি ব্যবহারস্থিতাবিহ ॥৫॥
এষু স্থানেষু ভূয়িষ্ঠং বিবাদং চরতাং নৃণাম্।
ধর্ম্মং শাশ্বতমাশ্রিত্য কুর্য্যাৎ কার্য্যবিনির্ণয়ম্ ॥৬॥
ধর্ম্মো বিদ্ধস্ত্বধর্ম্মেণ সভাং যত্রোপতিষ্ঠতে।
শল্যং চাস্য ন কৃন্তন্তি বিদ্ধাস্তত্র সভাসদঃ ॥৭॥
সভা বা ন প্রবেষ্টব্যা বক্তব্যং বাসমঞ্জসম্।
অব্রুবন্ বিব্রুবন্ বাপি নরো ভবতি কিল্বিষী ॥৮॥

যত্র ধর্ম্মোহ্যধর্ম্মেণ সত্যং যত্রানৃতেন চ।
হন্যতে প্রেক্ষমাণানাং হতাস্তত্র সভাসদঃ ॥৯॥
ধর্ম্ম এব হতো হন্তি ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।
তস্মাদ্ধর্ম্মো ন হন্তব্যো মা নো ধর্ম্মো হতোবধাৎ ॥১০॥
বৃষো হি ভগবান্ ধর্ম্মস্তস্য যঃ কুরুতে হ্যলম্।
বৃষলং তং বিদুর্দেবা স্তস্মাদ্ধর্ম্মং ন লোপয়েৎ ॥১১॥
একএব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমন্নাশং সর্বমন্যদ্ধি গচ্ছতি ॥১২॥
পাদোঽধর্ম্মস্য কর্ত্তারং পাদঃ সাক্ষিণমৃচ্ছতি।
পাদঃ সভাসদঃ সর্বান্ পাদো রাজানমৃচ্ছতি ॥১৩॥
রাজা ভবত্যনেনাস্তু মুচ্যন্তে চ সভাসদঃ।
এনো গচ্ছতি কর্ত্তারং নিন্দার্হো যত্র নিন্দ্যতে ॥১৪॥
মনুঃ অঃ ৮। ৩—৮। ১২—১৯ ॥

সভা, রাজা এবং রাজপুরুষ সকলে দেশাচার এবং শাস্ত্রোক্ত মতানুসারে নিম্নলিখিত অষ্টাদশ বিবাদাস্পদ মার্গ বিষয়ে প্রতিদিন বিবাদযুক্ত কর্ম্মের নির্ণয় করিবে। যে যে নিয়ম শাস্ত্রোক্ত নহে অথচ উহার আবশ্যকতা বোধ হইবে, তাহার জন্য এরূপ উত্তম উত্তম নিয়ম বদ্ধ করিবে যাহাতে রাজা এবং প্রজা উভয়েরই উন্নতি হয় ॥ ১ ॥ অষ্টাদশ মার্গ মধ্যে ( ১ ) ( ঋণদান ) কাহাকেও ঋণ দেওয়া বা লওয়া বিষয়ে বিবাদ ( ২ ) ( নিক্ষেপ ) অর্থাৎ কাহার নিকট কোন বস্তু নিক্ষেপ করা এবং প্রত্যর্পণের সময় না দেওয়া, ( ৩ ) ( অস্বামীবিক্রয় ) একের পদার্থ অন্যকে বিক্রয় করা, ( ৪ ) ( সম্ভূয় চ সমুত্থানং ) মিলিত হইয়া কাহারও প্রতি অত্যাচার করা, ( ৫ ) ( দত্তস্যানপকর্ম্ম চ ) দত্ত বস্তুর প্রত্যর্পণ না করা ॥ ২ ॥ ( ৬ ) ( বেতনস্যৈব চাদানং ) বেতন অর্থাৎ "ভৃত্যের মাহিয়ানা" হইতে গ্রহণ করা অথবা অল্প দেওয়া, ( ৭ ) ( প্রতিজ্ঞা ) প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক বিরুদ্ধ ব্যবহার করা, ( ৮ ) ( ক্রয়বিক্রয়ানুশয় ) অর্থাৎ ক্রয় বিক্রয় বিষয়ের বিবাদ হওয়া, ( ৯ ) পশুর স্বামী এবং পালনকর্ত্তা এই উভয়ের বিবাদ ॥ ৩ ॥ ( ১০ ) সীমাসম্বন্ধে বিবাদ, ( ১১ ) কাহাকেও কঠোর দণ্ড দেওয়া, ( ১২ ) কঠোর বাক্য বলা, ( ১৩ ) চৌর্য্য ও দস্যুবৃত্তি, ( ১৪ ) বলপূর্ব্বক কোন কার্য্য করা, ( ১৫ ) কোন স্ত্রী বা

পুরুষের মধ্যে ব্যভিচার হওয়া ॥ ৪ ॥ (১৬) স্ত্রী এবং পুরুষের ধর্ম্ম বিষয়ে ব্যতিক্রম হওয়া, (১৭) বিভাগ অর্থাৎ সম্পত্তি বিষয়ক বিবাদ, (১৮) দ্যূত অর্থাৎ জড়পদার্থ এবং সমাহ্বয় অর্থাৎ চেতন পদার্থ লইয়া জুয়া খেলা। এই ১৮ প্রকার পরস্পর বিরুদ্ধ ব্যবহারের স্থান ॥ ৫ ॥ এই সকল ব্যবহার বিষয়ে বিবাদকারী বহু লোকের প্রতি সনাতন ধর্ম্মানুসারে ন্যায় প্রদর্শন করিবে অর্থাৎ কখনও কাহারও উপর পক্ষপাত করিবে না। ৬। সভায় অধর্ম্ম দ্বারা বিদ্ধ বা পরাস্ত হইয়া ধর্ম্ম উপস্থিত হইলে উহার শল্য অর্থাৎ ধর্ম্মের তীরবৎ কলঙ্ক নিঃসারিত না করিতে পারিলে এবং অধর্ম্মচ্ছেদন করিয়া ধর্ম্মের সম্মান এবং অধর্ম্মের দণ্ড না দিতে পারিলে উক্ত সভাস্থ যাবতীয় সভাসদ্‌কে আহতের তুল্য বুঝিতে হইবে। ৭। ধার্ম্মিক মনুষ্যের এই উচিত যে সভায় প্রবেশ করিলেই সত্য বলিবে নচেৎ সভায় প্রবেশ করিবে না। যে সভ্য অন্যায় হইতেছে দেখিয়াও মৌন থাকে অথবা অসত্য ও ন্যায়-বিরুদ্ধ কথা বলে সে মহাপাপী হয় ॥ ৮ ॥ যে সভায় সভাসদ্‌ দিগের সমক্ষে অধর্ম্ম দ্বারা ধর্ম্ম এবং অসত্য দ্বারা সত্য নষ্ট হয়, উক্ত সভায় সভাসদ্‌ গণকে মৃত তুল্য জানিবে, উহারা কেহই জীবিত নহে ॥ ৯ ॥ প্রনিহত ধর্ম্ম নিহন্তাকে নাশ করে এবং রক্ষিতধর্ম্ম ধর্ম্মরক্ষককে রক্ষা করে এইজন্য, ধর্ম্ম হত হইয়া কখন্‌ আমাকে বিনাশ করিবে এইরূপ ভীত হইয়া ধর্ম্মের কখনও হনন করিবে না ॥ ১০ ॥ ঐশ্বর্য্যদাতা এবং সুখবর্ষণ-কর্ত্তা ধর্ম্মের যে লোপ করে বিদ্বান্‌গণ তাহাকে বৃষল অর্থাৎ শূদ্র এবং নীচ বলিয়া জানেন, এইজন্য কোন মনুষ্যের ধর্ম্মলোপ করা উচিত নহে ॥ ১১ ॥ এই সংসারে ধর্ম্মই একমাত্র সুহৃৎ। ইহা মৃত্যুর পরও সঙ্গে চলিতে থাকে। অন্য সকল পদার্থ অথবা সঙ্গী শরীরের সহিত নাশ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সকল প্রকার সঙ্গেরই লোপ হয় কিন্তু ধর্ম্মের সঙ্গ কখনও লোপ হয় না ॥ ১২ ॥ রাজা যখন সভামধ্যে পক্ষপাত বশতঃ অন্যায় আচরণ করেন তখন অধর্ম্ম চারি ভাগে বিভক্ত হয়। উহার মধ্যে একভাগ অধর্ম্ম-কর্ত্তাকে, ২য় ভাগ সাক্ষীকে, ৩য় ভাগ সভাসদ্‌দিগকে এবং ৪র্থ ভাগ অধর্ম্ম সভাপতি রাজাকে প্রাপ্ত হয় ॥ ১৩ ॥ যে সভায় নিন্দাযোগ্যের নিন্দা, স্তুতিযোগ্যের স্তুতি, দণ্ডযোগ্যের দণ্ড এবং মাননীয়ের সম্মান হইয়া থাকে সেই সভার রাজা এবং সমস্ত সভাসদ্‌গণ পাপশূন্য ও পবিত্র হইয়া থাকেন। কেবল পাপকর্ত্তাই পাপ প্রাপ্ত হয় ॥১৪॥

এক্ষণে সাক্ষী কিরূপ আবশ্যক :—

আপ্তাঃ সর্ব্বেষু বর্ণেষু কার্য্যাঃ কার্য্যেষু সাক্ষিণঃ।
সর্ব্বধর্ম্মবিদোঽলুব্ধা বিপরীতাংস্তু বর্জয়েৎ ॥১॥
স্ত্রীণাং সাক্ষ্যং স্ত্রিয়ঃ কুর্য্যুর্দ্বিজানাং সদৃশাঃ দ্বিজাঃ।

শূদ্রাশ্চ সন্তঃ শূদ্রাণাং অন্ত্যানামন্ত্যযোনয়ঃ ॥২॥
সাহসেষু চ সর্ব্বেষু স্তেয়সং গ্রহণেষু চ।
বাগ্দণ্ডয়োশ্চ পারুষ্যে ন পরীক্ষেত সাক্ষিণঃ ॥৩॥
বহুত্বং পরিগৃহ্ণীয়াৎ সাক্ষিদ্বৈধে নরাধিপঃ।
সমেষু তু গুণোৎকৃষ্টান্ গুণদ্বৈধে দ্বিজোত্তমান্ ॥৪॥
সমক্ষদর্শনাৎ সাক্ষ্যং শ্রবণাচ্চৈব সিধ্যতি।
তত্র সত্যং ব্রুবন্ সাক্ষী ধর্ম্মার্থাভ্যাং ন হীয়তে ॥৫॥
সাক্ষী দৃষ্টশ্রুতাদন্যদ্‌বিব্রুবন্নার্য্য সংসদি।
অবাঙ নরকমভ্যেতি প্রেত্য স্বর্গাচ্চ হীয়তে ॥৬॥
স্বভাবেনৈব যদ্‌ব্রূয়ুস্তদ্‌গ্রাহ্যং ব্যবহারিকম্।
অতো যদন্যদ্ বিব্রূয়ুর্ধর্ম্মার্থং তদপার্থকম্ ॥৭॥
সভান্তঃ সাক্ষিণঃ প্রাপ্তানর্থি প্রত্যর্থিসন্নিধৌ।
প্রাড্‌বিবাকোঽনুযুঞ্জীত বিধিনানেন সান্ত্বয়ন্ ॥৮॥
যদ্ দ্বয়োরনয়োর্বেত্থ কার্য্যেঽস্মিন্ চেষ্টিতং মিথঃ।
তদ্‌ব্রূত সর্ব্বং সত্যেন যুষ্মাকং হ্যত্র সাক্ষিতা ॥৯॥
সত্যং সাক্ষ্যে ব্রুবন্ সাক্ষী লোকানাপ্নোতি পুষ্কলান্।
ইহ চানুত্তমাং কীর্ত্তিং বাগেষা ব্রহ্মপূজিতা ॥১০॥
সত্যেন পূয়তে সাক্ষী ধর্ম্মঃ সত্যেন বর্দ্ধতে।
তস্মাৎ সত্যং হি বক্তব্যং সর্ব্ববর্ণেষু সাক্ষিভিঃ ॥১১॥
আত্মৈব হ্যাত্মনঃ সাক্ষী গতিরাত্মা তথাত্মনঃ।
নাবমংস্থাঃ স্বমাত্মানং নৃণাং সাক্ষিণমুত্তমম্ ॥১২॥
যস্য বিদ্বান্ হি বদতঃ ক্ষেত্রজ্ঞো নাভিশঙ্কতে।
তস্মান্ন দেবাঃ শ্রেয়াংসং লোকেঽন্যং পুরুষং বিদুঃ ॥১৩॥
একোঽহমস্মীত্যাত্মানং যত্ত্বং কল্যাণ মন্যসে।

**নিত্যং স্থিতস্তে হৃদ্যেষ পুণ্যপাপেক্ষিতা মুনিঃ ॥১৪॥**

**মনুঃ অঃ ৮।৬৩।৬৮।৭২-৭৫।৭৮-৮১।৮৩।৮৪।৯৬।৯১।**

সকল বর্ণমধ্যে ধার্ম্মিক, বিদ্বান্, নিষ্কপটী, সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মজ্ঞাতা লোভরহিত এবং সত্যবাদী লোককে ন্যায়ব্যবস্থা বিষয়ে সাক্ষী করিবে এবং ইহার বিপরীত ( গুণযুক্ত ) লোক সকলকে কখন করিবে না॥ ১॥ স্ত্রীদিগের জন্য সাক্ষী স্ত্রীলোক, দ্বিজগণের জন্য দ্বিজ, শূদ্র সকলের জন্য শূদ্র এবং অন্ত্যজগণের জন্য অন্ত্যজ সাক্ষী হইবে ॥ ২॥ যত ( প্রকার ) বলাৎকার ( আছে ) তাহা, চৌর্য্য কার্য্য, ব্যভিচার, কঠোর বাক্য প্রয়োগ, দণ্ডনিপাত অর্থাৎ অযথা দণ্ডবিধানরূপ অপরাধ বিষয়ে সাক্ষীর আবশ্যকতা নাই এবং পরীক্ষাও করিবে না, কারণ এই সকল কার্য্যগুলি গুপ্তভাবে হইয়া থাকে॥ ৩॥ সাক্ষীদিগের মতভেদ হইলে, বহু পক্ষানুসারে, তুল্য সাক্ষীদিগের মধ্যে উত্তমগুণবিশিষ্ট পুরুষের সাক্ষ্যানুসারে এবং দুই সাক্ষী উত্তম গুণবান্ হইলে দ্বিজোত্তম অর্থাৎ ঋষি মহর্ষি যতি এই তিন প্রকার লোকের সাক্ষ্যানুসারে ন্যায়ানুচরণ করিবে॥ ৪॥ দুই প্রকারের সাক্ষী সিদ্ধ হইয়া থাকে, এক সাক্ষাৎ দ্রষ্টা এবং দ্বিতীয় শ্রোতা। সভাস্থলে পৃষ্ট হইলে যে সাক্ষী সত্য কহিবে সে ধর্ম্মহীন ও দণ্ডনীয় হইবে না, আর যে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে সে দণ্ডনীয় হইবে॥ ৫॥ রাজসভায় অথবা কোন উত্তম পুরুষদিগের সভায় কোন সাক্ষী দেখিয়াও শুনিয়াও দৃষ্ট বিরুদ্ধ সাক্ষী দেয় তবে, সে ( অবাঙ্নরক ) জিহ্বাচ্ছেদন জনিত দুঃখরূপ নরক বর্ত্তমান সময়ে প্রাপ্ত হইবে এবং মৃত্যুর পরে সুখহীন হইবে॥ ৬॥ সাক্ষী ব্যবহার সম্বন্ধে স্বভাবতঃ যে সত্য বাক্য বলিবে তাহাই গ্রাহ্য এবং তদ্ভিন্ন অপরের দ্বারা শিক্ষিত হইয়া বাক্য কহিলে ন্যায়াধীশ তাহা ব্যর্থ মনে করিবেন॥ ৭॥ অর্থীর ( বাদীর ) এবং প্রত্যর্থীর ( প্রতিবাদীর ) সম্মুখে সভার সমীপে অবস্থিত সাক্ষিগণকে, ন্যায়াধীশ, এবং প্রাড়্বিবাক অর্থাৎ উকীল অথবা ব্যারিষ্টার শান্তিপূর্ব্বক এই প্রকারে জিজ্ঞাসা করিবেন॥ ৮॥ হে সাক্ষিগণ! এই কার্য্যবিষয়ে এই উভয়ের কার্য্যসম্বন্ধে যাহা তোমরা জান তাহা সত্য করিয়া বল, কারণ তোমরা এই কার্য্যের সাক্ষী স্বরূপ হও॥ ৯॥ যে সাক্ষী সত্য বলে সে জন্ম জন্মান্তরে উত্তম জন্ম এবং উত্তম লোকান্তরে জন্মগ্রহণ করিয়া সুখভোগ করে, এবং ইহ জন্মে ও পরজন্মেও উত্তম কীর্ত্তিলাভ করিয়া থাকে; যেহেতু ইহা প্রসিদ্ধ কথা যে সত্যবাদী প্রতিষ্ঠিত এবং মিথ্যাবাদী নিন্দিত হয় এবং বেদেও ইহাই সৎকার এবং তিরস্কার বচন বলিয়া লিখিত আছে॥ ১০॥ সত্যকথন দ্বারা সাক্ষী পূত ( পবিত্র ) হয় এবং কেবল সত্য কথন দ্বারাই ধর্ম্মবৃদ্ধি হয় এইজন্য সকল বর্ণের সাক্ষীর পক্ষে সত্য বলাই কর্ত্তব্য॥ ১১॥ আত্মার সাক্ষী আত্মা এবং আত্মাই আত্মার গতি হইয়া থাকে ইহা

জানিয়া, হে পুরুষগণ! তোমরা সকল মনুষ্যের সাক্ষীস্বরূপ স্বকীয় আত্মার অপমান করিও না অর্থাৎ যাহা তোমাদিগের, মনে এবং বাক্যে আছে তাহাই সত্যভাষণ এবং তদ্বিপরীত হইলে তাহা মিথ্যাভাষণ হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥ যে বক্তার অন্তরে বিদ্বান্, ক্ষেত্রজ্ঞ, অর্থাৎ শরীরবেত্তা আত্মা শঙ্কিত হয় না বিদ্বান্ লোকেরা তদ্ভিন্ন অন্য কাহাকেও উত্তম পুরুষ বলিয়া স্বীকার করেন না ॥ ১৩ ॥ হে কল্যাণ ইচ্ছুক পুরুষ! তুমি "আমি একক রহিয়াছি" এইরূপ মনে জানিয়া মিথ্যা বলা উচিত নহে যেহেতু তোমার হৃদয়ে অন্তর্যামীরূপে যে দ্বিতীয়. পাপ পুণ্যের দ্রষ্টা মুনি স্বরূপ পরমেশ্বর রহিয়াছেন তাঁহাকে ভয় করিয়া সর্ব্বদা সত্য কথা কহিবে ॥ ১৪ ॥

লোভন্মোহাদ্ভয়ান্মৈত্রাৎ কামাৎ ক্রোধাত্তথৈব চ।
অজ্ঞানাদ্ বালভাবাচ্চ সাক্ষ্যং বিতথমুচ্যতে ॥১॥
এষামন্যতমে স্থানে যঃ সাক্ষ্যমনৃতং বদেৎ।
তস্য দণ্ডবিশেষাংস্তু প্রবক্ষ্যাম্যনুপূর্ব্বশঃ ॥২॥
লোভাৎ সহস্রদণ্ড্যস্তু মোহাৎ পূর্ব্বন্তু সাহসম্।
ভয়াদ্দ্বৌ মধ্যমৌ দণ্ড্যৌ মৈত্রাৎ পূর্ব্বং চতুর্গুণম্ ॥৩॥
কামাদ্দশগুণং পূর্ব্বং ক্রোধাত্তু ত্রিগুণং পরম্।
অজ্ঞানাদ্ দ্বে শতে পূর্ণে বালিশ্যাচ্ছতমেব তু ॥৪॥
উপস্থমুদরং জিহ্বা হস্তৌ পাদৌ চ পঞ্চমম্।
চক্ষুর্নাসা চ কর্ণৌ চ ধনং দেহস্তথৈব চ ॥৫॥
অনুবন্ধং পরিজ্ঞায় দেশকালৌ চ তত্ত্বতঃ।
সারাঽপরাধৌ চালোক্য দণ্ডং দণ্ড্যেষু পাতয়েৎ ॥৬॥
অধর্ম্মদণ্ডনং লোকে যশোঘ্নং কীর্ত্তিনাশনম্।
অস্বর্গ্যঞ্চ পরত্রাপি তস্মাত্তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥৭॥
অদণ্ড্যান্ দণ্ডয়ন্ রাজা দণ্ড্যাংশ্চৈবাপ্যদণ্ডয়ন্।
অযশো মহদাপ্নোতি নরকং চৈব গচ্ছতি ॥৮॥
বাগ্ দণ্ডং প্রথমং কুর্য্যাদ্ ধিগ্ দণ্ডং তদনন্তরম্।

তৃতীয়ং ধনদণ্ডন্তু বধদণ্ডমতঃপরম্ ॥৯॥
মনুঃ অঃ ৮।১১৮-১২১।১২৫-১২৯ ॥

লোভ,মোহ,ভয়,মিত্রতা,কাম,ক্রোধ, অজ্ঞান এবং বালকত্ব বশতঃ যে সাক্ষ্য দেওয়া হইবে, উহা মিথ্যা বুঝিতে হইবে ॥ ১ ॥ ইহাদিগের মধ্যে কোন স্থানে সাক্ষী মিথ্যা কহিলে, তাহাকে অনেকবিধ বক্ষ্যমাণ দণ্ড দিবে ॥২॥ লোভবশতঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে উহাকে ১৫৷৶০ পনর টাকা দশ আনা দণ্ড করিবে, মোহবশতঃ মিথ্যা সাক্ষ্যস্থলে ৩৵০ তিন টাকা দুই আনা দণ্ড হইবে, ভয়বশতঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে ৬।০ ছয় টাকা চারি আনা দণ্ড হইবে, এবং কেহ মিত্রতা বশতঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে তাহার ১২৷০ বার টাকা, আট আনা দণ্ড বিধান করিবে ॥ ৩ ॥ যে পুরুষ কামনাবশতঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে তাহার ২৫৲ পঁচিশ টাকা দণ্ড হইবে, এবং ক্রোধবশতঃ মিথ্যা সাক্ষ্য স্থলে ৪৬৸৵০ ছচল্লিশ টাকা চৌদ্দ আনা দণ্ড হইবে। অজ্ঞানতা বশতঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে ৬৲ ছয় টাকা দণ্ড বিধান করিবে, এবং বালকত্ব প্রযুক্ত মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে ১৷৴১ এক টাকা নয় আনা দণ্ড লইতে হইবে ॥ ৪ ॥ দণ্ডের জন্য, উপস্থেন্দ্রিয়, উদর, জিহ্বা, হস্ত, পদ, চক্ষুঃ, নাসিকা, কর্ণ, ধন এবং দেহ এই দশবিধ স্থান আছে যাহার উপর দণ্ড প্রয়োগ করিতে হয় ॥ ৫ ॥ পরন্তু দণ্ড বিষয়ে যাহা যাহা লিখিত হইয়াছে এবং পরে হইবে অবস্থা ভেদে তাহার ন্যূনাধিক্য হইবে ঃ—লোভবশতঃ মিথ্যা সাক্ষ্য স্থলে ১৫৷৶০ পনর টাকা দশ আনা দণ্ড লিখিত হইয়াছে, অত্যন্ত নির্ধন স্থলে উহার অল্প পরিমাণ এবং ধনাঢ্য স্থলে উহার দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, অথবা চতুর্গুণ পর্য্যন্ত লইবে অর্থাৎ দেশ, কাল ও পুরুষ এবং অপরাধানুসারে দণ্ড বিধান করিতে হইবে। ৬। কারণ এই সংসারে অধর্ম্মপূর্ব্বক দণ্ড বিধান করিলে, পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠার এবং বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ ও পরজন্মে ভবিতব্য কীর্ত্তির নাশ হয়, এবং পরজন্মে দুঃখোৎপত্তি হয়, এইজন্য অধর্ম্মযুক্ত দণ্ড কাহারও উপর কখন বিধান করিবে না। ৭। যে রাজা দণ্ডনীয়কে দণ্ড না করেন, এবং অদণ্ডনীয়কে দণ্ড দেন অর্থাৎ দণ্ডের উপযুক্ত লোককে ছাড়িয়া দেন এবং যাহাকে দণ্ড দেওয়া উচিত নহে, তাহাকেই দণ্ড করেন, তিনি জীবদ্দশায় অতিশয় নিন্দিত এবং মৃত্যুর পর দুঃখ প্রাপ্ত হয়েন। এইজন্য যে অপরাধ করিবে তাহাকে সর্ব্বদা দণ্ড দিবে এবং অনপরাধীকে কখন দণ্ড দিবে না। ৮। প্রথম বাক্য দ্বারা দণ্ড অর্থাৎ উহার নিন্দা। দ্বিতীয় "ধিক" দণ্ড অর্থাৎ "তুমি এরূপ মন্দ কার্য্য করিয়াছ, অতএব তোমাকে "ধিক্" এরূপ বলিয়া দণ্ড দিবে। তৃতীয় উহার নিকট হইতে ধন গ্রহণ এবং চতুর্থ "বধ দণ্ড" অর্থাৎ যষ্টি বা বেত্রাঘাত অথবা শিরচ্ছেদ দ্বারা দণ্ড দিবে। ৯।

যেন যেন যথাঙ্গেন স্তেনো নৃষু বিচেষ্টতে।
তত্তদেব হরেদস্য প্রত্যাদেশায় পার্থিবঃ ॥১॥
পিতাচার্য্যঃ সুহৃন্মাতা ভার্য্যা পুত্রঃ পুরোহিতঃ।
নাদণ্ড্যো নাম রাজ্ঞোঽস্তি যঃ স্বধর্ম্মে ন তিষ্ঠতি ॥২॥
কার্ষাপণং ভবেদ্দণ্ড্যো যত্রান্যঃ প্রাকৃতোজনঃ।
তত্র রাজা ভবেদ্দণ্ড্যঃ সহস্রমিতি ধারণা ॥৩॥
অষ্টাপাদ্যন্তু শূদ্রস্য স্তেয়ে ভবতি কিল্বিষম্।
ষোড়শৈব তু বৈশ্যস্য দ্বাত্রিংশৎ ক্ষত্রিয়স্য চ ॥৪॥
ব্রাহ্মণস্য চতুঃষষ্টিঃ পূর্ণং বাপি শতং ভবেৎ।
দ্বিগুণা বা চতুঃষষ্টিস্তদ্দোষগুণবিদ্ধি সঃ ॥৫॥
ঐন্দ্রং স্থানমভিপ্রেপ্সু র্যশশ্চাক্ষয়মব্যয়ম্।
নোপেক্ষেত ক্ষণমপি রাজা সাহসিকং নরম্ ॥৬॥
বাগ্‌দুষ্টাত্তস্করাচ্চৈব দণ্ডেনৈব চ হিংসতঃ।
সাহসস্য নরঃ কর্ত্তা বিজ্ঞেয়ঃ পাপকৃত্তমঃ ॥৭॥
সাহসে বর্ত্তমানন্তু যো মর্ষয়তি পার্থিবঃ।
স বিনাশং ব্রজত্যাশু বিদ্বেষং চাধিগচ্ছতি ॥৮॥
ন মিত্রকারণাদ্রাজা বিপুলাদ্বা ধনাগমাৎ।
সমুৎসৃজেৎ সাহসিকান্ সর্ব্বভূতভয়াবহান্ ॥৯॥
গুরুং বা বালবৃদ্ধৌ বা ব্রাহ্মণং বা বহুশ্রুতম্।
আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্ ॥১০॥
নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চন।
প্রকাশং বাঽপ্রকাশং বা মন্যুস্তন্মন্যুমৃচ্ছতি ॥১১॥
যস্য স্তেনঃ পুরে নাস্তি নান্যস্ত্রীগো ন দুষ্টবাক্।

**ন সাহসিকদণ্ডঘ্নো স রাজা শক্রলোকভাক্ ॥১২॥**
**মনুঃ অঃ ৮।৩৩৪-৩৩৮।৩৪৪-৩৪৭।৩৫০।৩৫১।৩৮৬ ॥**

চোর যে যে অঙ্গদ্বারা মনুষ্যের বিরুদ্ধ চেষ্টা করে রাজা সকল মনুষ্যের শিক্ষার জন্য সেই সকল অঙ্গ হরণ অর্থাৎ ছেদন করিবেন ॥ ১ ॥ পিতা, আচার্য্য, মিত্র, মাতা, স্ত্রী, পুত্র অথবা পুরোহিত যেই হউক উহারা, স্বধর্ম্মে স্থিত না হইলে রাজার অদণ্ড্য হয় না অর্থাৎ রাজা ন্যায়াসনে বসিয়া কাহারও উপর পক্ষপাত না করিয়া যথোচিত দণ্ড বিধান করিবেন ॥ ২ ॥ যে অপরাধে সাধারণ লোকের এক পয়সা দণ্ড হয় সেই অপরাধে রাজার সহস্র পয়সা দণ্ড হইবে অর্থাৎ সাধারণ মনুষ্যাপেক্ষা রাজার সহস্র গুণ দণ্ড হওয়া আবশ্যক। মন্ত্রী অর্থাৎ রাজার "দেওয়ানের" আট শত গুণ, উহার নীচপদস্থের ছয় শত গুণ এবং এইরূপে ক্রমশঃ অধিক নীচপদস্থের অল্পগুণ হইয়া অতিনীচপদস্থ ভৃত্যের অর্থাৎ "চাপ্‌রাসী" প্রভৃতির অন্ততঃ আট গুণ দণ্ডের কম হইবে না। কারণ প্রজাপুরুষ অপেক্ষা রাজপুরুষের অধিক দণ্ড না হইলে রাজপুরুষ প্রজা-পুরুষদিগকে বিনাশ করিবে। সিংহ যেরূপ অধিক দণ্ডদ্বারা এবং ছাগ অল্প দণ্ডদ্বারা বশীভূত হয় তদ্রূপ. রাজা হইতে অতি নীচপদস্থ ভৃত্য পর্য্যন্ত রাজপুরুষদিগের অপরাধ বিষয়ে প্রজাপুরুষ দিগের অপেক্ষা অধিক দণ্ড হওয়া উচিত ॥ ৩ ॥ কেহ ঈষৎ পরিমাণে বিবেকী হইয়াও চুরি করিলে, শূদ্রের আটগুণ, বৈশ্যের যোলগুণ, ক্ষত্রিয়ের দ্বাত্রিংশৎ গুণ ॥ ৪ ॥ এবং ব্রাহ্মণের চতুঃষষ্টি গুণ, একশত গুণ অথবা একশত অষ্টাবিংশতি গুণ দণ্ড হওয়া উচিত অর্থাৎ যাহার যতদূর জ্ঞান এবং প্রতিষ্ঠা হইবে তাহার অপরাধে ততোধিক দণ্ড হওয়া আবশ্যক ॥ ৫ ॥ রাজ্যাধিকারী রাজা ধর্ম্ম এবং ঐশ্বর্য্য ইচ্ছুক হইয়া বলপ্রয়োগী দস্যুদিগকে দণ্ড দিতে এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিবেন না ॥ ৬ ॥

সাহসিক পুরুষের লক্ষণ :—

যে দুষ্ট বচন প্রয়োগ করে, যে চুরি করে এবং যে বিনা অপরাধে কাহাকেও দণ্ড বিধান করে, তাহাদিগের অপেক্ষাও সাহসী অর্থাৎ বলাৎকার পূর্ব্বক কার্য্যকারী অতি দুষ্ট এবং পাপিষ্ঠ হইয়া থাকে ॥৭॥ যে রাজা সাহসকারী পুরুষকে দণ্ড বিধান করেন না, তাঁহার শীঘ্র বিনাশ হয় এবং তাঁহার রাজ্যে প্রজা মধ্যে বিদ্বেষ উৎপন্ন হয় ॥৮॥ মিত্রতা বশতঃ অথবা বিপুল ধনাগম-লুব্ধ হইয়া রাজা সকল প্রাণীর দুঃখদায়ক সাহসিক মনুষ্যের বন্ধন অথবা ছেদন না করিয়া কখন তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন না ॥৯॥ গুরুই হউন্, পুত্রাদি বালকই হউক, পিতা অথবা বৃদ্ধই হউন, ব্রাহ্মণ অথবা বহুশাস্ত্রবিদ্ই হউন, কেহ ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অধর্ম্মে বর্ত্তমান হইলে এবং বিনা অপরাধে অপরকে বিনাশ করিলে, উহাকে আততায়ী মনে করিয়া বিচার না করিয়াই বিনাশ করিবে, অর্থাৎ বিনাশ

করিয়া, পশ্চাৎ বিচার করা আবশ্যক ॥ ১০ ॥ দুষ্ট পুরুষকে প্রকাশ্য ভাবেই হউক অথবা অপ্রকাশ্য ভাবেই হউক হনন করিলে, নিহন্তার কোন পাপ হয় না, কারণ ক্রোধ বশতঃ ক্রোধীকে বিনাশ করা ক্রোধের সহিত ক্রোধের যুদ্ধ বুঝিতে হইবে ॥১১॥ যে রাজার রাজ্যে, চোর, পরস্ত্রীগামী, দুর্ব্বাক্যবাদী, সাহসকারী দস্যু, এবং দণ্ডঘ্ন অর্থাৎ রাজাজ্ঞার বিরুদ্ধাচারী নাই, সে রাজা অতি শ্রেষ্ঠ ॥ ১২ ॥

ভর্ত্তারং লঙ্ঘয়েদ্যা স্ত্রী স্বজ্ঞাতিগুণদর্পিতা।
তাং শ্বভিঃ খাদয়েদ্রাজা সংস্থানে বহুসংস্থিতে ॥১॥
পুমাংসং দাহয়েৎ পাপং শয়নে তপ্ত আয়সে।
অভ্যাদধ্যুশ্চ কাষ্ঠানি তত্র দহ্যেত পাপকৃৎ ॥২॥
দীর্ঘাধ্বনি যথাদেশ যথাকালন্তরো ভবেৎ।
নদীতীরেষু তদ্বিদ্যাৎ সমুদ্রে নাস্তি লক্ষণম্ ॥৩॥
অহন্যহন্য বেক্ষেত কর্ম্মান্তান্ বাহনানি চ।
আয়ব্যয়ৌ চ নিয়তাবাকরান্ কোষমেব চ ॥৪॥
এবং সর্ব্বানিমান্রাজা ব্যবহারান্ সমাপয়ন্।
ব্যাপোহ্য কিল্বিষং সর্ব্বং প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্ ॥৫॥
মনুঃ অঃ ৮।৩৭১।৩৭২।৪০৬।৪১৯।৪২০ ॥

যে স্ত্রী আপনার জাতি এবং গুণের দর্পবশতঃ পতিকে ত্যাগ করিয়া ব্যভিচার করে তাহাকে বহুস্ত্রী এবং পুরুষের সমক্ষে জীবিত অবস্থায় কুক্কুরগণ দ্বারা খাদিত এবং বিনাশিত করিবে ॥ ১ ॥ তদ্রূপ নিজ স্ত্রী ত্যাগ করিয়া যে পাপিষ্ঠ পরস্ত্রী অথবা বেশ্যাগমন করে সেই, পাপীজনকে উত্তপ্ত রক্তবর্ণ লৌহনির্ম্মিত খট্টায় শয়ান করাইয়া জীবিতবাস্থায় বহুপুরুষের সমক্ষে ভস্মীভূত করিবে। (প্রশ্ন) যদি রাজা অথবা রাজ্ঞী, ন্যায়াধীশ অথবা তাহার স্ত্রী ব্যভিচারাদি কুকর্ম্ম করে তবে, উহাদিগের কিরূপ দণ্ড হইবে? (উত্তর) সভা দণ্ড দিবেন অর্থাৎ প্রজাপুরুষদিগের অপেক্ষাও উহাদিগের অধিক দণ্ড হওয়া আবশ্যক। (প্রশ্ন) রাজা প্রভৃতি উহাদিগের নিকট কেন দণ্ড গ্রহণ করিবেন? (উত্তর) রাজাও একজন পুণ্যাত্মা ও ভাগ্যবান্ মনুষ্য। যদি তাঁহাকে দণ্ড দেওয়া না যায়, এবং তিনি যদি দণ্ড গ্রহণ না করেন তবে, অন্যে কেন দণ্ড স্বীকার করিবে? সমস্ত প্রজা, প্রধান রাজ্যাধিকারী এবং সভা ধার্ম্মিকতানুসারে

দণ্ড বিধান করিতে ইচ্ছা করিলে একাকী রাজা কি করিতে পারেন? এরূপ ব্যবস্থা না হইলে রাজা প্রধান পুরুষ এবং সমস্ত সমর্থ লোক অন্যায় সাগরে নিমগ্ন হয় এবং ধর্ম্মকেও নিমগ্ন করে এবং সমস্ত প্রজার নাশ করতঃ আপনারাও বিনষ্ট হইয়া যায়। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের অর্থ মনে করিয়া লও যে ন্যায়যুক্ত দণ্ডেরই নাম রাজা এবং ধর্ম্ম। যে উহার লোপ করে তত্তুল্য, নীচ পুরুষ আর কেহ হইতে পারে না।

(প্রশ্ন) এরূপ কঠিন দণ্ড দেওয়া উচিত নহে। কারণ মনুষ্য কোন অঙ্গের সৃষ্টিকর্ত্তা অথবা জীবনদাতা নহে। এইজন্য এরূপ দণ্ড দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। (উত্তর) যদি ইহাকে কঠিন দণ্ড বিবেচনা কর তবে, তুমি রাজনীতি বুঝিতে পার নাই। কারণ একজনের এইরূপ দণ্ড হইলে সমস্ত লোক দুষ্কর্ম্ম হইতে পৃথক্ হইবে এবং দুষ্কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মমার্গে স্থির থাকিবে। সত্য কথা বলিলে জানা উচিত যে ইহাতে এক সর্ষপ পরিমাণও দণ্ড কাহারও অংশে পড়িবে না। আর যদি সুগম (সামান্য) দণ্ড বিধান করা যায় তাহা হইলে, দুষ্কর্ম্ম অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। আর তুমি যাহাকে সামান্য দণ্ড কহিতেছ উহা সহস্র গুণ অধিক হইলে অবশ্যই সহস্রগুণ কঠিন হইয়া পড়িবে। কারণ যখন অনেক লোক দুষ্কর্ম্ম করিতে থাকিবে, তখন অল্প অল্প দণ্ড সকলকে দিতে হইবে। অর্থাৎ যেমন একজনের এক মণ দণ্ড এবং অপরের এক পোয়া দণ্ড হইলে সর্ব্বশুদ্ধ একমণ এক পোয়া দণ্ড হইল। সুতরাং প্রত্যেকের অংশে অর্দ্ধ মণ অর্দ্ধ পোয়া দণ্ড পড়িল। দুষ্ট লোকেরা এরূপ সামান্য দণ্ডকে কিরূপ বুঝিবে? যেমন একজনের এক মণ এবং অপর সহস্র জনের প্রত্যেকের এক এক পোয়া দণ্ড হইলে সর্ব্বশুদ্ধ ছয় মণ দশ সের দণ্ড মনুষ্যজাতির উপর হইল, সুতরাং অধিক এবং কঠিন দণ্ড হইল। একারণ একজনের এক মণ দণ্ড অপেক্ষাকৃত অল্প এবং সামান্য হইতেছে ॥ ২ ॥ সুদীর্ঘপথে এবং উপসাগরে, ক্ষুদ্র নদীর অথবা বৃহন্নদীর দীর্ঘতানুসারে উপযুক্ত কর স্থাপন করিবে। মহাসমুদ্রে অবশ্য নির্দ্ধারিত করস্থাপন সম্ভব নহে। যেরূপ সুবিধা বুঝিবে অর্থাৎ যাহাতে রাজা এবং বৃহৎ বৃহৎ নৌকাচালকগণ উভয়েই লাভবান্ হয়েন তদ্রূপ ব্যবস্থা করিবে। পরন্তু ইহা জানা উচিত যে, কেহ কেহ বলেন যে "পূর্ব্বে জাহাজ চলিত না" এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। দেশ দেশান্তরে এবং দ্বীপ দ্বীপান্তরে নৌকাদ্বারা গমনাগমনকারী আপনার প্রজাস্থ পুরুষদিগকে সর্ব্বত্র রক্ষা করিবে এবং উহাদিগের কোন প্রকার কষ্ট হইতে দিবে না। ৩। রাজা, প্রতিদিন, কার্য্যবিশেষের সমাপ্তি (সম্পাদন) করিয়া, হস্তী ও অশ্ব প্রভৃতি বাহন, দৈনিক আয় ও ব্যয়, রত্নাদির খনি এবং কোষ (খাজানা) দেখিবেন। ৪। এইরূপে যথাবৎ সমস্ত কর্ত্তব্য সমাপন করতঃ রাজা সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া পরমাগতি অর্থাৎ মোক্ষসুখ প্রাপ্ত হয়েন। ৫। (প্রশ্ন) সংস্কৃত শাস্ত্রে রাজনীতি সম্পূর্ণ আছে অথবা অসম্পূর্ণ?

( উত্তর ) পূর্ণ আছে। কারণ পৃথিবীতে যত প্রকার রাজনীতি চলিত আছে এবং ভবিষ্যতে চলিবে তৎ সমস্তই সংস্কৃতশাস্ত্র হইতে গৃহীত। যে সকল বিষয়ে প্রত্যক্ষ ( স্পষ্ট ) লেখা নাই তাহার জন্য :—

প্রত্যহং লোকদৃষ্টৈশ্চ শাস্ত্রদৃষ্টৈশ্চ হেতুভিঃ॥
মনুঃ ৮।৩॥

যে যে নিয়ম রাজার এবং প্রজার সুখকারক এবং ধর্ম্মসঙ্গত বিবেচিত হইবে, পূর্ণ বিদ্বান্‌দিগের রাজসভা তাদৃশ সমস্ত নিয়ম নিবদ্ধ করিবেন। পরন্তু নিম্নলিখিত বিষয়ে নিত্য মনোযোগ রাখিতে হইবে যে সাধ্যানুসারে বাল্যাবস্থায় বিবাহ করিতে দিবে না, যুবাবস্থায়ও প্রসন্নতা ব্যতিরেকে বিবাহ করিবে না এবং করিতে দিবে না, যথাবৎ ব্রহ্মচর্য্যের সেবা করিবে এবং ব্যভিচার ও বহুবিবাহ নিবারণ করিবে। ইহাতে শরীরে ও আত্মায় সর্ব্বদা পূর্ণ-বল থাকিবে। কারণ যদি কেবল আত্মারই বল অর্থাৎ বিদ্যা এবং জ্ঞানেরই বৃদ্ধি করা যায় এবং শরীরের বল বৃদ্ধি করা না হয়, তবে একজন জ্ঞানী বলবান্ পুরুষ অন্য শত শত বিদ্বান্‌দিগকে জয় করিতে সমর্থ হয়। আর যদি কেবল শরীরের বলেরই বৃদ্ধি হয় এবং আত্মার বলের বৃদ্ধি না হয় তাহা হইলে, বিদ্যার অভাব বশতঃ, রাজ্য পালনে উত্তম ব্যবস্থা কখন হইতে পারে না এবং ব্যবস্থা ব্যতিরেকে সকলেই পরস্পর ছিন্ন ভিন্ন হইয়া বিরোধ, বিবাদ এবং যুদ্ধ করতঃ নষ্ট ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। এইজন্য সর্ব্বদা শরীরের এবং আত্মার বল বৃদ্ধি করা আবশ্যক। ব্যভিচার এবং অতি বিষয়াসক্তি যেরূপ বল এবং বুদ্ধিনাশক হয় এরূপ, আর কিছুই নহে। বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে দৃঢ়াঙ্গ এবং বলিষ্ঠ হওয়া অত্যাবশ্যক। কারণ ক্ষত্রিয় বিষয়াসক্ত হইলে রাজ্য ও ধর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া পড়িবে। ইহাও জানিতে হইবে যে "যথা রাজা তথা প্রজা" অর্থাৎ রাজা যেরূপ হয়েন প্রজাও সেইরূপ হইয়া থাকে। এইজন্য রাজা এবং রাজপুরুষদিগের কখন দুষ্টাচার না করিয়া প্রতিদিন ধর্ম্ম এবং ন্যায়ানুসারে কার্য্য করতঃ সকলের সংশোধনের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা অতিশয় কর্ত্তব্য।

এ স্থলে সংক্ষেপতঃ রাজধর্ম্মের বর্ণন করা হইল। বেদ, মনুস্মৃতির সপ্তম, অষ্টম এবং নবম অধ্যায়, শুক্রনীতি, বিদুরপ্রজাগর, এবং মহাভারতের শান্তিপর্ব্বস্থিত রাজধর্ম্ম এবং আপদ্ধর্ম্ম ইত্যাদি পুস্তকে বিশেষ দর্শন করিয়া পূর্ণ রাজনীতি অবগত হইয়া মাণ্ডলিক অর্থাৎ সার্ব্বভৌম এবং চক্রবর্ত্তী রাজা রাজ্য করিবেন এবং এইরূপ মনে করিবেন যে "বয়ং প্রজাপতেঃ প্রজা অভূম"। ( ইহা যজুর্ব্বেদের অঃ ১৮।২৯ বচন ) "আমি প্রজাপতি অর্থাৎ পরমেশ্বরের প্রজা এবং পরমাত্মা আমার রাজা। আমি তাঁহার

কিঙ্কর এবং ভৃত্যতুল্য হইয়া থাকি। তিনিই কৃপা দৃষ্টি করিয়া আপনার সৃষ্টিমধ্যে আমাকে রাজ্যাধিকারী করিয়া আমার হস্ত দ্বারা সত্য ও ন্যায়ের প্রবৃত্তি করাইতেছেন।”

ইহার পর ঈশ্বর এবং বেদ বিষয় লিখিত হইবে।

## ইতি শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামিকৃতে সত্যার্থ-প্রকাশে সুভাষাবিভূষিতে রাজধর্ম্মবিষয়ে ষষ্ঠ সমুল্লাসঃ সম্পূর্ণঃ ॥৬॥

——:o*o:——

## অথ সপ্তম সমুল্লাসরম্ভঃ।

---

### অথেশ্বর বেদবিষয়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

এক্ষণে ঈশ্বর ও বেদের বিষয় ব্যাখ্যা করা যাইবে।

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্যস্মিন্ দেবা
অধিবিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি য ইত্তদ্বিদুস্ত
ইমে সমাসতে॥ ১।

ঋঃ। মঃ ১। সূঃ ১৬৪। মং ৩৯॥

ঈশাবাস্য মিদꣳ সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাঞ্জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য সিদ্ধনম্॥২॥

যজুঃ। অঃ ৪০। মঃ ১॥

অহম্ভুবং বসুনঃ পূর্ব্ব্যস্পতিরহং ধনানি
সংজয়ামি শশ্বতঃ।
মাং হবন্তে পিতরং ন জন্তবোঽহং দাশুষে
বিভজামি ভোজনম্॥৩॥
অহমিন্দ্রো ন পরাজিগ্য ইদ্ধনং ন মৃত্যবেঽবতস্থে
কদাচন।
সোমমিন্মাসুন্বন্তো যাচতা বসু ন মে পূরবঃ সখ্যে
রিষাথন॥৪॥

ঋং। মঃ ১০। সূ ৪৮। মং ১। ৫॥

( ঋচো অক্ষরে ) ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের শিক্ষাসময়ে এই মন্ত্রের অর্থ লিখিত হইয়াছে। অর্থাৎ যিনি সকল দিব্য গুণ, কর্ম্ম এবং স্বভাব ও বিদ্যা যুক্ত, যাঁহাতে পৃথিবী সূর্য্য আদি

লোক সংস্থিত আছে, যিনি আকাশের তুল্য ব্যাপক এবং দেবগণেরও দেবতা, যে মনুষ্য সেই পরমেশ্বরকে জানে না এবং তাঁহার ধ্যান করে না সেই নাস্তিক মন্দমতি সর্বদা দুঃখসাগরে নিমগ্ন হয়; এই জন্য সর্ব্বদা তাঁহাকে জানিলেই মনুষ্য সুখী হইয়া থাকে। ( প্রশ্ন ) বেদে অনেক ঈশ্বরের নির্দ্দেশ আছে ইহা আপনি স্বীকার করেন কি না? ( উত্তর ) স্বীকার করি না। কারণ, চারি বেদে এমন কোন স্থলেই লিখিত নাই যাহাতে অনেক ঈশ্বর সিদ্ধ হয় বরং ইহাই লিখিত আছে যে ঈশ্বর একমাত্র হয়েন। ( প্রশ্ন ) বেদে যে অনেক দেবতার বিষয় লিখিত আছে উহার অভিপ্রায় কি? ( উত্তর ) দেবতা অর্থে দিব্যগুণযুক্ত বুঝায়, যেরূপ পৃথিবী, পরন্তু কোন স্থলে ইহা ঈশ্বরের তুল্য উপাসনীয় বলিয়া উল্লিখিত হয় নাই। এই দেখ উপরোক্ত মন্ত্রে লিখিত আছে, যে সমস্ত দেবতা যাঁহাতে স্থিত আছে, ইহাতে দেখিবে যে ঐ সকল দেবতা জানিবার যোগ্য এবং ঈশ্বর কেবল উপাসনার যোগ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। দেবতা শব্দে ঈশ্বর গ্রহণ করিলে ভ্রম হইবে। পরমেশ্বর দেবতাদিগের দেবতা বলিয়া মহাদেব বলিয়া কথিত হয়েন। কারণ তিনিই জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও প্রলয়কর্ত্তা, ন্যায়াধীশ এবং অধিষ্ঠাতা। বেদে যে "ত্রয়স্ত্রিংশ ত্রিশতা" ইত্যাদি প্রমাণ আছে, শতপথ ব্রাহ্মণে উহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তেত্রিশ দেব অর্থাৎ পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা, সূর্য্য এবং নক্ষত্র সকল সৃষ্টির নিবাসস্থান বলিয়া ইহাদিগকে অষ্টবসু কহে। প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান, উদান, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকল, দেবদত্ত, ধনঞ্জয় এবং জীবাত্মা এই একাদশকে, শরীর ত্যাগের সময় ইহারা রোদন করায় বলিয়া রুদ্র কহে। সকলের আয়ুকে গ্রহণ করে বলিয়া সংবৎসরের দ্বাদশ মাসের নাম দ্বাদশ আদিত্য হইয়াছে। পরম ঐশ্বর্য্যের হেতু বলিয়া বিদ্যুৎকে ইন্দ্র কহা যায়। যজ্ঞকে প্রজাপতি বলিবার কারণ এই যে ইহা হইতে বায়ু, বৃষ্টি, জল ও ওষধির বিশুদ্ধি, বিদ্বান্‌দিগের সৎকার, এবং নানা প্রকারের শিল্পবিদ্যা দ্বারা প্রজাপালন হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত গুণসমূহের যোগ বশতঃ এই তেত্রিশটীকে দেবতা কহা যায়। ইহাদিগের স্বামী এবং সর্ব্বাপেক্ষা মহত্তম বলিয়া পরমাত্মা চতুস্ত্রিংশ উপাস্য দেবতা ইহা শতপথের চতুর্দ্দশ কাণ্ডে স্পষ্ট লিখিত আছে। তদ্রূপ অন্যত্রেও নির্দ্দেশ আছে। এই সকল শাস্ত্র দেখিলে বেদে অনেক ঈশ্বরের উল্লেখ আছে ইত্যাদিরূপ ভ্রমজালে পতিত হইয়া লোকে বৃথা বাক্য প্রয়োগ করিবে না ॥ ১ ॥ হে মনুষ্য! যিনি এই সংসারে যতপ্রকার জগৎ আছে তাহাদের সকলে ব্যাপ্ত থাকিয়া নিয়ন্তা হয়েন তিনিই ঈশ্বর। তাঁহাকে ভয় করিয়া তুমি অন্যায়রূপে কাহারও ধনাকাঙ্ক্ষা করিও না এবং তাদৃশ অন্যায়াচরণ ত্যাগ করিয়া ন্যায়াচরণরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা আধ্যাত্মিক আনন্দ ভোগ কর ॥ ২ ॥ ঈশ্বর সকলকে উপদেশ

করিতেছেন যে "হে মনুষ্যগণ! আমি (ঈশ্বর) সকলের পূর্ব্বে বিদ্যমান থাকিয়া সমস্ত জগতের পতিরূপে অবস্থান করি, আমিই সনাতন জগৎকারণ এবং এই সমস্ত ধনের বিজয়কর্ত্তা স্বামী ও দাতা। সন্তান যেরূপ পিতাকে সম্বোধন করে তদ্রূপ সকল জীব আমাকে সম্বোধন করে, আমিই সুখদাতা এবং জগতের জন্য নানাবিধ ভোজনদ্রব্যের বিভাগকর্ত্তা এবং পালনকর্ত্তা। আমি পরমৈশ্বর্য্যবান্ সূর্য্যসদৃশ সমস্ত জগতের প্রকাশক আমি কখন পরাজয় অথবা মৃত্যু প্রাপ্ত হই না; আমিই জগৎস্বরূপ ধনের নির্ম্মাতা। আমাকে সমস্ত জগতের উৎপত্তি-কর্ত্তা বলিয়া জানিবে। হে জীবগণ! তোমরা ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তিতে যত্নবান্ হইয়া আমার নিকট বিজ্ঞানাদি ধনের জন্য প্রার্থনা কর এবং আমার প্রতি মৈত্রভাব দেখাইতে বিরত হইও না। হে মনুষ্যগণ! আমি সত্যভাষণ-স্বরূপ স্তুতিকর্ত্তা মনুষ্যদিগকে সনাতন জ্ঞানাদি ধন দান করিয়া থাকি, আমি ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ প্রকাশ করি এবং বেদ আমাকে যথাবৎ ব্যাখ্যা করে আমি উহাদ্বারা সকলের জ্ঞান বৃদ্ধি করি, আমি সৎপুরুষদিগের প্রেরক এবং যজ্ঞকর্ত্তাদিগের ফলদাতা। আমিই এই বিশ্বে যাহা কিছু আছে তৎসমস্ত কার্য্যের নির্ম্মাণকর্ত্তা এবং ধারণকর্ত্তা। এইজন্য আমাকে পরিত্যাগ করিয়া আমার স্থানে আর কাহাকেও পূজা করিও না, কাহাকে ঈশ্বর বলিয়া জানিও না অথবা স্বীকার করিও না।

**হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ**
**পতিরেক আসীৎ।**
**স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায়**
**হবিষা বিধেম॥ যজুঃ। অঃ ১৩। মঃ ৪॥**

ইহা যজুর্ব্বেদের মন্ত্র। হে মনুষ্যগণ! যিনি সৃষ্টির পূর্ব্বে সূর্য্যাদি সমস্ত তেজ-বিশিষ্ট লোকের উৎপত্তিস্থান এবং আধার। যত কিছু পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছিল হইয়াছে এবং হইবে তৎসমস্তের স্বামী ছিলেন আছেন এবং হইবেন এবং যিনি পৃথিবী হইতে সূর্য্য পর্য্যন্ত সকলের সৃষ্টি করিয়া ধারণ করিয়া আছেন, উক্ত সুখস্বরূপ পরমাত্মাকেই আমি যেরূপ ভক্তি করি তোমরাও তাদৃশ ভক্তি কর। (প্রশ্ন) আপনি ঈশ্বর ঈশ্বর বলিতেছেন পরন্তু কিরূপে উঁহার সিদ্ধি করিবেন? (উত্তর) সমস্ত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা। (প্রশ্ন) ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ কোনরূপে ঘটিতে পারে না। (উত্তর)

**ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্যোৎপন্নং জ্ঞানমব্যপদেশ্যমব্যভিচারি**
**ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম্। ন্যায়ঃ। অঃ ১। সূঃ ৪॥**

ইহা গৌতম মহর্ষি কৃত ন্যায়দর্শনের সূত্র। কর্ণ, ত্বক, চক্ষু জিহ্বা, ঘ্রাণ এবং মনের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, সুখ, দুঃখ এবং সত্যাসত্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হইলে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা নির্ভ্রম হইলে উহাকে প্রত্যক্ষ কহা যায়। এখানে বিচার করা আবশ্যক যে ইন্দ্রিয় এবং মনের দ্বারা গুণেরই প্রত্যক্ষ হয় গুণীর হয় না। যেরূপ ত্বগাদি চারি ইন্দ্রিয় দ্বারা স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ জ্ঞান হওয়াতে আত্মাযুক্ত মনদ্বারা গুণবিশিষ্ট পৃথিবীর প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে তদ্রূপ, এই সমস্তের এবং সৃষ্টি বিষয়ের রচনা বিশেষ প্রভৃতি ও জ্ঞানাদি গুণের প্রত্যক্ষ দ্বারা পরমেশ্বরেরও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। যখন আত্মা মনকে এবং মন ইন্দ্রিয়দিগকে কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত করে অথবা চৌর্য্যাদি দুষ্কর্ম্মের কিম্বা পরোপকারাদি সৎকার্য্যের যে সময়ে আরম্ভ করা হয় তখন, জীবের ইচ্ছা ও জ্ঞানাদি উক্ত ইষ্ট বিষয়ে আসক্ত হয়। সেই সময়ে আত্মার মধ্যে দুষ্কর্ম্মানুষ্ঠানে ভয়, শঙ্কা ও লজ্জা এবং সৎকর্ম্মানুষ্ঠান জন্য নির্ভীকতা, নিঃশঙ্কতা ও আনন্দ এবং উৎসাহ উৎপন্ন হয়। ইহা জীবাত্মা হইতে হয় না, পরন্তু পরমাত্মা হইতে হইয়া থাকে। যখন জীবাত্মা শুদ্ধ হইয়া পরমাত্মার ( বিষয় ) বিচারে তৎপর হয়, তখন উভয়েরই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। যখন পরমেশ্বরের প্রত্যক্ষ হয়, তখন অনুমানাদি দ্বারা যে পরমেশ্বরের জ্ঞান হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? কারণ কার্য্য দেখিয়াই কারণের অনুমান হইয়া থাকে। ( প্রশ্ন ) ঈশ্বর কি ব্যাপক অথবা কোন দেশ বিশেষে অবস্থান করেন? ( উত্তর ) তিনি ব্যাপক। কারণ একদেশে অবস্থান করিলে সর্ব্বান্তর্য্যামী, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ব নিয়ন্তা, সর্ব্বস্রষ্টা, এবং সকলের কর্ত্তা ধর্ত্তা ও প্রলয়কর্ত্তা হইতে পারেন না। অপ্রাপ্তদেশ কর্ত্তার ক্রিয়া হইতে পারে না। ( প্রশ্ন ) পরমেশ্বর দয়ালু এবং ন্যায়কারী হন বা না? ( উত্তর ) হাঁ হন। ( প্রশ্ন ) এই দুই গুণ পরস্পর বিরুদ্ধ। ন্যায় করিলে দয়া এবং দয়া করিলে ন্যায় হইতে পারে না। কর্ম্মানুসারে অধিকও নহে অথবা ন্যূনও নহে এরূপ সুখ অথবা দুঃখ বিতরণ করাকে ন্যায় কহে এবং দণ্ড না দিয়া অপরাধীকে মুক্ত করাকে দয়া কহে। ( উত্তর ) ন্যায় এবং দয়া ইহা কেবল নাম মাত্রে ভিন্ন। কারণ ন্যায় দ্বারা যে প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, দয়াবশতঃ দণ্ডদ্বারাও সেই প্রয়োজনই সিদ্ধ হইয়া থাকে। যাহাতে মনুষ্য অপরাধ করতঃ বন্ধ প্রাপ্ত না হইতে পারে এরূপ পরের দুঃখ মোচন করাকেই দয়া কহে। তুমি দয়া এবং ন্যায়ের যে অর্থ করিয়াছ উহা প্রকৃত নহে। যে যত গুরুতর দুষ্কার্য্য করিবে তাহাকে তাদৃশ গুরুতর দণ্ড দেওয়া আবশ্যক এবং ইহাকেই ন্যায় কহে। অপরাধীকে দণ্ড না দিলে দয়ার নাশ হইয়া পড়ে; কারণ একজন অপরাধী দস্যুকে ছাড়িয়া দিলে সহস্র ধর্ম্মাত্মা পুরুষকে কষ্ট দেওয়া হয়। একজনকে ছাড়িয়া দিয়া সহস্র ধার্ম্মিকের কষ্ট প্রদান করিলে দয়া কিরূপে হইতে পারে? উক্ত দস্যুকে কারাগারে রাখিয়া পাপানুষ্ঠান হইতে নিবৃত্ত করিলে

অথবা উক্ত দস্যুকে বিনাশ করিলে অন্য সহস্র মনুষ্যের উপর দয়া প্রকাশিত করা হয় এবং ইহাকেই দয়া বলে। (প্রশ্ন) তবে দয়া এবং ন্যায় দুই প্রকার শব্দ কেন হইল? উক্ত উভয়ের যদি অর্থ একই হইল তবে, দুই শব্দ হওয়া ব্যর্থ, এক শব্দই থাকা উত্তম ছিল। ইহা দ্বারা এই বিদিত হইতেছে যে দয়া এবং ন্যায়ের প্রয়োজন এক নহে। (উত্তর) এক অর্থের কি অনেক নাম এবং এক নামের কি অনেক অর্থ হয় না? (প্রশ্ন) হইয়া থাকে। (উত্তর) তবে তোমার এ শঙ্কা কেন হইল? (প্রশ্ন) সংসারে শুনিয়া থাকি এইজন্য। (উত্তর) সংসারে সত্য এবং মিথ্যা দুই প্রকারই শুনা যায় পরন্তু, উহার বিচার দ্বারা নিশ্চয় করা নিজের কার্য্য (ও কর্ত্তব্য)। দেখ ঈশ্বরের পূর্ণ দয়া এই যে তিনি সকল জীবের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য জগতে সমস্ত পদার্থ উৎপন্ন করিয়া দান দিয়া রাখিয়াছেন, ইহাপেক্ষা আর অধিক কি দয়া হইতে পারে? ন্যায়ের ফলও প্রত্যক্ষ দেখা যায় যে সুখ ও দুঃখের ব্যবস্থা দ্বারা অধিক এবং ন্যূনতানুসারে ফলের প্রকাশ হইয়া থাকে। এই উভয়ের এই মাত্র প্রভেদ যে মনে সমস্ত সুখোৎপত্তির এবং দুঃখনাশের ইচ্ছা এবং ক্রিয়াকে দয়া এবং বাহ্য চেষ্টা অর্থাৎ বন্ধন ছেদনাদি দণ্ড বিধানের নাম ন্যায় কহা যায়। সকলকে পাপ এবং দুঃখ হইতে পৃথক্ করাই উভয়েরই একমাত্র প্রয়োজন। (প্রশ্ন) ঈশ্বর সাকার অথবা নিরাকার? (উত্তর) নিরাকার; কারণ সাকার হইলে ব্যাপক হইতে পারে না এবং ব্যাপক না হইলে ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণ থাকিতে পারে না, কারণ পরিমিত বস্তুর গুণ কর্ম্ম ও স্বভাবও পরিমিত হইয়া থাকে এবং শীতোষ্ণ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, দোষ, ছেদন, ও ভেদনাদি হইতে পৃথক্ হইতে পারে না। ঈশ্বর যে নিরাকার ইহা নিশ্চিত। সাকার হইলে তাঁহার নাসিকা, কর্ণ ও চক্ষুরাদি অবয়ব-নির্ম্মাতা দ্বিতীয় ঈশ্বর থাকা আবশ্যক কারণ, সংযোগ দ্বারা উৎপন্ন হইলে সংযোগকর্ত্তা কোন নিরাকার চেতনের অবশ্য হওয়া উচিত। যদি কেহ বলেন ঈশ্বর আপনার ইচ্ছাতেই স্বয়ং আপনার শরীর নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাহা হইলেও ইহা সিদ্ধ হইতেছে যে, শরীর নির্ম্মাণের পূর্ব্বে তিনি নিরাকার ছিলেন। সুতরাং, পরমেশ্বর কখন শরীর ধারণ করেন না পরন্তু, নিরাকার হইয়া সমস্ত জগতের সূক্ষ্ম কারণ হইতে স্থূলাকার সৃষ্টি করেন। (প্রশ্ন) ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ কি না? (উত্তর) হাঁ তিনি সর্ব্বশক্তিমান্; কিন্তু তুমি সর্ব্বশক্তিমান্ শব্দের অর্থ যেরূপ মনে কর তদ্রূপ নহে। সর্ব্বশক্তিমান্ শব্দের এই অর্থ যে তিনি আপনার কার্য্যে অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়াদি এবং সকল জীবের পাপ পুণ্যের ব্যবস্থা করিতে কাহারও নিকট হইতে কিঞ্চিন্মাত্রও সহায়তা লয়েন না, অর্থাৎ আপনার অনন্তসামর্থ্য দ্বারা নিজ কার্য্য পূর্ণ করিয়া থাকেন। (প্রশ্ন) আমি এইরূপ মনে করি যে ঈশ্বর যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করেন, কারণ তাঁহার উপর

দ্বিতীয় কেহ নাই। (উত্তর) তিনি কি ইচ্ছা করেন? যদি তুমি বল যে তিনি সকলই ইচ্ছা করেন এবং করিতে পারেন তবে, আমি জিজ্ঞাসা করি যে পরমেশ্বর কি আপনাকে বিনাশ করিতে বা অনেক ঈশ্বর সৃষ্টি করিতে, অবিদ্বান্ হইতে, এবং চৌর্য্য ও ব্যভিচারাদি পাপকর্ম্ম করিয়া দুঃখিত হইতে পারেন? এই সকল কার্য্য যেরূপ ঈশ্বরের গুণ, কর্ম্ম এবং স্বভাববিরুদ্ধ হওয়ায় হইতে পারে না তদ্রূপ, তোমার কথিত যে ঈশ্বর যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করিতে পারেন ইহাও, হইতে পারে না। সুতরাং সর্ব্বশক্তিমান্ শব্দের আমি যে অর্থ করিয়াছি উহাই প্রকৃত অর্থ। (প্রশ্ন) ঈশ্বর আদি অথবা অনাদি? (উত্তর) অনাদি। যাহার কোন আদি কারণ অথবা (পূর্ব্ব) সময় নাই তাহাকে অনাদি কহে। প্রথম সমুল্লাসে এই সকল অর্থ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেই স্থলে দেখিবে। (প্রশ্ন) পরমেশ্বর কি ইচ্ছা করেন? (উত্তর) সকলের জন্য কল্যাণ এবং সুখ ইচ্ছা করেন। পরন্তু উহা স্বতন্ত্রতার সহিত করিতে ইচ্ছা করেন। পাপ ব্যতিরেকে কাহাকেও পরাধীন করেন না। (প্রশ্ন) পরমেশ্বরকে স্তুতি, প্রার্থনা এবং উপাসনা করা উচিত অথবা নহে? (উত্তর) করা উচিত। (প্রশ্ন) স্তুতি প্রার্থনা করিলে কি ঈশ্বর আপনার নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া স্তুতি এবং প্রার্থনাকারীর পাপ মোচন করিয়া থাকেন? (উত্তর) না। (প্রশ্ন) তবে স্তুতি অথবা প্রার্থনা কেন করিবে? (উত্তর) উহা করিবার ফল অন্যরূপ। (প্রশ্ন) কিরূপ? (উত্তর) স্তুতি হইতে ঈশ্বরের প্রীতি, এবং তাঁহার গুণ কর্ম্ম ও স্বভাব দ্বারা নিজের গুণ কর্ম্ম ও স্বভাবের সংশোধন, প্রার্থনা হইতে নিরভিমানিতা, উৎসাহ এবং সাহায্য লাভ, এবং উপাসনা হইতে পরব্রহ্মে ঐক্য এবং তাঁহার সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে (প্রশ্ন) ইহা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিউন। (উত্তর) যেমন:—

সপর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরꣳ শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোর্থান্
ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥

যজুঃ। অঃ ৪০। মঃ ৮॥

(ঈশ্বরের স্তুতি) ঐ পরামাত্মা সকল বস্তুতে ব্যাপক, শীঘ্রকারী, অনন্ত বলবান্ শুদ্ধ, সর্ব্বজ্ঞ, সকলের অন্তর্য্যামী, সর্ব্বোপরি বিরাজমান, সনাতন এবং স্বয়ংসিদ্ধ, তিনি স্বয়ং জীবাদি সনাতন অনাদি প্রজাদিগকে আপনার সনাতন বিদ্যা দ্বারা বেদ প্রকাশ করতঃ অর্থবোধ করাইতেছেন ইত্যাদিকে সগুণস্তুতি কহে। অর্থাৎ যে সকল গুণের সহিত পরমেশ্বরের স্তুতি করা যায় তাহাকে সগুণস্তুতি কহে। (অকায়) অর্থাৎ তিনি কখন শরীর ধারণ বা জন্মগ্রহণ করেন না এবং তাঁহাতে ছিদ্র অথবা নাড়ী আদি বন্ধন নাই,

তিনি পাপাচরণ করেন না. তাঁহাতে ক্লেশ, দুঃখ অজ্ঞান নাই, ইত্যাদিরূপ রাগ দ্বেষাদি যে সকল গুণ হইতে তাঁহাকে পৃথক্ মনে করিয়া স্তুতি করা যায় তাহাকে নির্গুণস্তুতি কহে। ইহা দ্বারা আমাদিগের নিজ নিজ গুণ কর্ম্ম ও স্বভাবও স্থির করিতে হইবে। অর্থাৎ তিনি যেমন ন্যায়কারী নিজেও তাদৃশ ন্যায়কারী হইবে। অন্যথা কেবল "ভাটের" ন্যায় পরমেশ্বরের গুণকীর্ত্তন করিতে থাকিবে অথচ নিজের চরিত্র সংশোধন করিবে না এরূপ স্থলে স্তুতি করা ব্যর্থ। প্রার্থনা :—

যাং মেধাং দেবগণাঃ পিতরশ্চোপাসতে। তয়ামামদ্য মেধয়াঽগ্নে মেধাবিনং কুরু স্বাহা ॥ ১ ॥

যজুঃ। অঃ ৩২। মঃ ১৪ ॥

তেজোঽসি তেজোময়ি ধেহি। বীর্য্যমসি বীর্য্যং ময়ি ধেহি। বলমসি বলং ময়ি ধেহি। ওজোঽস্যো জো ময়ি ধেহি। মন্যুরসি মন্যুং ময়ি ধেহি। সহোঽসি সহো ময়ি ধেহি ॥ ২ ॥ যজুঃ। অঃ ১৯। মঃ ৯ ॥

যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবন্তদু সুপ্তস্য তথৈবৈতি ॥৩॥

দূরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকন্তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু ॥ যেন কর্ম্মাণ্যপসো মনীষিণো যজ্ঞে কৃন্বন্তি বিদথেষু ধীরাঃ। যদপূর্ব্বং যক্ষমন্তঃ প্রজানাং তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু ॥ ৪ ॥

যৎ প্রজ্ঞানমুতচেতো ধৃতিশ্চ যজ্ জ্যোতিরন্তরমৃতং প্রজাসু যস্মান্নঽঋতে কিঞ্চন কর্ম্ম ক্রিয়তে, তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু ॥ ৫ ॥

যেনেদং ভূতং ভুবনং ভবিষ্যৎ পরিগৃহীতমমৃতেন সর্ব্বম্। যেন যজ্ঞস্তায়তে সপ্ত হোতা তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু ॥ ৬ ॥

যস্মিন্নৃচঃ সাম যজুংষি যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা রথনাভাবি-

বারাঃ। যস্মিঁশ্চিত্তং সর্বমোতং প্রজানাং তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু ॥ ৭ ॥

সুষারথিরশ্বানিব যন্মনুষ্যান্নেনীয়তেঽভীশুভির্বাজিনইব। হৃৎপ্রতিষ্ঠং যদজিরং জবিষ্ঠং তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু ॥ ৮ ॥ যজুঃ। অঃ ৩৪। মঃ ১। ২। ৩। ৪। ৫। ৬ ॥

হে অগ্নে! অর্থাৎ প্রকাশস্বরূপ পরমেশ্বর! বিদ্বান্ জ্ঞানী এবং যোগিগণ যে বুদ্ধির উপাসনা করেন আপনি. কৃপা করিয়া এই বর্ত্তমান সময়ে আমায় সেই বুদ্ধি প্রদান করুন। আপনি প্রকাশস্বরূপ হয়েন অতএব আমার প্রতি কৃপা করিয়া প্রকাশ বিস্তার করুন। আপনি অনন্ত পরাক্রমযুক্ত অতএব কৃপাকটাক্ষ করতঃ আমার প্রতি পূর্ণ পরাক্রম বিধান করুন। আপনি অনন্তবলযুক্ত অতএব আমাকেও বল প্রদান করুন। আপনি অনন্ত সামর্থ্যযুক্ত অতএব আমাকে পূর্ণ সামর্থ্য প্রদান করুন। আপনি দুষ্কর্ম্মের উপর এবং দুষ্কর্ম্মকারীদিগের উপর ক্রোধকারী হয়েন, এজন্য আমাকেও তদ্রূপ করুন। আপনি নিন্দা, স্তুতি এবং স্বাপরাধীদিগের প্রতি ক্ষমা করেন; কৃপা করিয়া আমাকেও তদ্রূপ ক্ষমাশীল করুন। হে দয়ানিধে! আপনি কৃপা বশতঃ আমার মন যখন জাগ্রৎ অবস্থায় দূর দূর স্থানে গমন করে এবং দিব্যগুণযুক্ত থাকে, এবং সুপ্তাবস্থায় সুষুপ্তি প্রাপ্ত হয় অথবা স্বপ্নে দূর গমনের তুল্য ব্যবহার করে। তখন সকল প্রকাশকের প্রকাশক! আমার মন শিব সঙ্কল্পকারী হউক অর্থাৎ আপনার এবং অপর প্রাণীদিগের প্রতি কল্যাণ সঙ্কল্পকারী হউক এবং কাহারও হানি করিবার ইচ্ছাযুক্ত না হউক। হে সর্ব্বান্তর্য্যামী, যাহা দ্বারা ক্রিয়ানিষ্ঠ ধৈর্য্যযুক্ত বিদ্বান্‌গণ যজ্ঞ এবং যুদ্ধাদি কার্য্য করিয়া থাকেন সেই অপূর্ব্ব সামর্থ্যযুক্ত, পূজনীয় এবং অধর্ম্ম ত্যাগ করিবার ইচ্ছাযুক্ত হইয়া অধর্ম্মকে সদা পরিত্যাগ করুক। যাহা উৎকৃষ্ট জ্ঞানযুক্ত অপরের জ্ঞানদায়ী ও নিশ্চয়াত্মক বৃত্তিবিশিষ্ট, যাহা প্রজাদিগের অন্তরে প্রকাশযুক্ত ও নাশরহিত, এবং যাহা ব্যতীত কেহ কোন কার্য্য করিতে পারে না, তাদৃশ (আমার) মন শুদ্ধ গুণের ইচ্ছা করিয়া দুষ্ট গুণ হইতে পৃথক্ থাকুক। হে জগদীশ্বর! যাহা দ্বারা সমস্ত যোগিগণ সমস্ত ভূত ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান ব্যবহার জানিতে পারেন, যাহা নাশরহিত জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত মিলিত করিয়া সর্ব্বপ্রকারে ত্রিকালজ্ঞ করে, যাহা দ্বারা জ্ঞানক্রিয়া উৎপন্ন হয় এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও আত্মা যুক্ত থাকে এবং যাহা যোগরূপ যজ্ঞের বৃদ্ধি সম্পাদন করে, তাদৃশ (আমার) মন যোগবিজ্ঞানযুক্ত হইয়া অবিদ্যাদি ক্লেশ সকল হইতে পৃথক্ থাকুক্। হে পরমবিদ্বান্ পরমেশ্বর! আপ-

নার কৃপা বশতঃ রথনাভিতে যেরূপ আরা সংলগ্ন থাকে তদ্রূপ যাহাতে ঋগ্বেদ, সামবেদ যজুর্ব্বেদ এবং অথর্ব্ববেদও প্রতিষ্ঠিত আছে এবং যাহা দ্বারা সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপক, প্রজাদিগের সাক্ষী চিত্ত এবং চেতন বিদিত হয় তাদৃশ (আমার) মন অবিদ্যার অভার-যুক্ত হইয়া সর্ব্বদা বিদ্যাপ্রিয় রহুক। হে সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বর! লাগাম দ্বারা অশ্ব যেরূপ অথবা অশ্বনিয়ন্তা সারথি কর্ত্তৃক অশ্ব যেরূপ চালিত হয় তদ্রূপ যাহা মনুষ্যদিগকে (অতিশয়) ইতঃস্ততঃ চালিত করিয়া থাকে এবং যাহা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত, গতিমান্ এবং অত্যন্ত বেগবান্, তাদৃশ (আমার) মন ইন্দ্রিয়দিগকে রোধ করতঃ সর্ব্বদা ধর্ম্মপথে চালিত করুক; আপনি এইরূপ কৃপা করুন।

অগ্নে নয় সুপথা রায়েঽঅস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্। যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নমঽউক্তিং বিধেম ॥ যজুঃ। অঃ ৪০। মঃ ১৬ ॥

হে সুখদাতা স্বপ্রকাশস্বরূপ এবং সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মন্! আপনি আমাদিগকে শ্রেষ্ঠমার্গ-সম্পূর্ণ প্রজ্ঞান প্রাপ্ত করাইবেন এবং আমাদিগের যে সকল কুটিল পাপাচরণরূপ মার্গ আছে উহা পৃথক্ করিবেন বলিয়া আমরা নম্রভাবে আপনার অনেক স্তুতি করিতেছি। আপনি আমাকে পবিত্র করুন।

মা নো মহান্তমুত মা নোঽঅর্ভকং মান উক্ষন্তমুত মা ন উক্ষিতম্। মা নো বধীঃ পিতরং মোত মাতরং মা নঃ প্রিয়াস্তন্বো রুদ্র রীরিষঃ ॥ যজুঃ অঃ ১৬ মঃ ১৫।

হে রুদ্র! (দুষ্টদিগের দুঃখস্বরূপ পাপের ফল প্রদান করতঃ রোদন উৎপাদনকারী) আপনি আমার সম্বন্ধীয় মহৎ এবং নীচ জনকে, সন্তান, পিতা, মাতা, প্রিয় বন্ধুবর্গ এবং শরীরকে বিনাশ করিবার জন্য (কাহাকেও) প্রেরিত করিবেন না। যাহাতে আমি আপনার নিকট দণ্ডনীয় না হই, তদ্রূপ মার্গে আমাকে চালিত করুন।

অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যো-র্মামৃতং গময়েতি ॥ শতপথ ব্রাঃ। ১৪। ৩। ১। ৩০ ॥

হে পরমগুরু পরমেশ্বর! আপনি আমাকে অসৎ মার্গ হইতে পৃথক্ করিয়া সন্মার্গে প্রাপ্ত করুন, অবিদ্যান্ধকার নিবারণ করিয়া বিদ্যারূপ সূর্য্যকে প্রাপ্ত করান, এবং মৃত্যু রোগ হইতে পৃথক্ করিয়া মোক্ষানন্দরূপ অমৃত প্রাপ্ত করুন। অর্থাৎ যে যে দোষ অথবা দুর্গুণ হইতে পরমেশ্বরকে এবং আপনাকে পৃথক্ মনে করিয়া পরমেশ্বরের প্রার্থনা

করা হয় উহা বিধিনিষেধানুসারে সগুণ ও নির্গুণ প্রার্থনা হইয়া থাকে। মনুষ্য যে বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করিবে তাহা সেইরূপে করিবার প্রযত্ন করিতে হইবে অর্থাৎ যদি সর্ব্বোত্তম বুদ্ধি প্রাপ্তির জন্য পরমেশ্বরকে প্রার্থনা করা যায়, তবে উহার জন্য যথাসাধ্য প্রযত্ন করিতে হইবে অর্থাৎ আপনার পুরুষার্থের পর প্রার্থনা করা উচিত এবং পুরুষার্থ বিনা কোন প্রার্থনা করিলে পরমেশ্বর তাহা স্বীকার করেন না, যেরূপ "হে পরমেশ্বর! তুমি আমার শত্রু নাশ কর, আমাকে সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ কর, আমারই প্রতিষ্ঠা হউক এবং সকলে আমার অধীন হউক" ইত্যাদি। কারণ দুই শত্রুই পরস্পরের নাশের জন্য প্রার্থনা করিলে পরমেশ্বর কি উভয়েরই নাশ করিবেন? যদি কেহ বলেন যে যাহার প্রেম অধিক তাহারই প্রার্থনা সফল হয়, তাহা হইলে আমিও বলিতে পারি যে যাহার প্রেম ন্যূন হইবে উহার শত্রুরও ন্যূন নাশ হওয়া উচিত। এইরূপ মূর্খতা বশতঃ প্রার্থনা করিতে কেহ হয়ত এরূপ প্রার্থনাও করিয়া বসিবেন যে "হে পরমেশ্বর! তুমি আমার জন্য অন্ন প্রস্তুত করিয়া ভোজন করাও, আমার গৃহের মার্জ্জনা কর, আমার বস্ত্র ধৌত কর এবং আমার ক্ষেত্রবাটিকা করিয়া দাও" ইত্যাদি। এইরূপে পরমেশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া যে আলস্য বশতঃ নিশ্চেষ্ট থাকে সে মহামূর্খ। কারণ পুরুষার্থ করিবার জন্য পরমেশ্বরের যে আজ্ঞা আছে যে তাহা উল্লঙ্ঘন করে সে কখন সুখলাভ করিতে পারে না॥ যেমন :—

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ॥

যজুঃ। অঃ ৪০। মঃ ২॥

পরমেশ্বর আজ্ঞা করিতেছেন যে মনুষ্য শত বর্ষ পর্য্যন্ত অর্থাৎ যতদিন জীবিত থাকিবে ততদিন কর্ম্ম করতঃ জীবনের (বাঁচিয়া থাকিবার) ইচ্ছা করিবে, কখন আলস্য-পরতন্ত্র হইবে না। দেখ, সৃষ্টিমধ্যে যত প্রাণী অথবা অপ্রাণী আছে উহারা নিজ নিজ কর্ম্ম ও যত্ন বলেই অবস্থান করিতেছে পিপীলিকা প্রভৃতিও সর্ব্বদা প্রযত্ন করে, পৃথিবী আদি গ্রহ (উপগ্রহগণ) সর্ব্বদা চলিত থাকে, এবং বৃক্ষাদি (পর্য্যন্ত) সর্ব্বদা বৃদ্ধি ও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। মনুষ্যেরও এই দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। পুরুষার্থকারী (পুরুষকার সম্পন্ন) পুরুষের যেমন অপরেও সাহায্য করিতে পারে, তদ্রূপ ঈশ্বরও ধর্ম্মানুসারে পুরুষার্থকারী পুরুষের সহায়তা করিয়া থাকেন। যেমন কার্য্যকারী পুরুষকেই ভৃত্য নিযুক্ত করা যায় পরন্তু আলস্যপরতন্ত্রকে করা যায় না, এবং (যেরূপ) দর্শনের ইচ্ছাযুক্ত নেত্রবান্ পুরুষকেই প্রদর্শন করান হয় ও অন্ধকে করান হয়না, তদ্রূপ পরমেশ্বরও উপকার করিবার (উপযোগী) প্রার্থনাতেই সাহায্য করেন ও হানিকারক কার্য্যে সহায়তা করেন না। (অর্থাৎ) যদি কেহ গুড় মিষ্ট কেবলমাত্র একথা মুখে বলেন তাহা হইলে

তাঁহার কখন গুড় প্রাপ্তি অথবা তাহার ( মিস্ট ) স্বাদ লাভ হয় না, কিন্তু যে প্রযত্ন করে তাঁহারই শীঘ্র অথবা বিলম্বে গুড় প্রাপ্তি হয় ( জানিবে )। এক্ষণে তৃতীয় উপাসনা :—

সমাধিনির্ধূতমলস্য চেতসো নিবেশিতস্যাত্মনি যৎ সুখং ভবেৎ। ন শক্যতে বর্ণয়িতুং গিরা তদা স্বয়ন্তদন্তঃ-করণেন গৃহ্যতে ॥

ইহা উপনিষদের বচন। যে পুরুষের সমাধিযোগ বশতঃ অবিদ্যাদি মল নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং যে আত্মস্থ হইয়া পরমাত্মা বিষয়ে চিত্ত সংলগ্ন করিয়াছে, এরূপ লোকের পরমাত্মযোগ বশতঃ যে সুখ ( প্রাপ্তি ) হয়, তাহা বাক্য দ্বারা বর্ণন করা যায় না, যেহেতু জীবাত্মা স্বীয় অন্তঃকরণ দ্বারাই উক্ত আনন্দ অনুভব করিতে সমর্থ হন। উপাসনা শব্দের অর্থ সমীপস্থ হওয়া। অষ্টাঙ্গ যোগ দ্বারা পরমাত্মার সমীপস্থ হইতে এবং তাঁহাকে সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বান্তর্য্যামীরূপে প্রত্যক্ষ করিতে যে যে কার্য্য করা প্রয়োজন তৎসমস্ত করা আবশ্যক। অর্থাৎ :—

তত্রাহহিংসা সত্যাস্তেয় ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ ॥

যোগদর্শন সাধনপাদে। সূঃ ৩০।

ইহা পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রের সূত্র। যিনি উপাসনা আরম্ভ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি সর্ব্বাগ্রে ( অহিংসা সাধন ) করিবেন অর্থাৎ সকলের সহিত বৈর ( ভাব ) পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা সকলের উপর প্রীতি প্রকাশ করিবেন। সত্য কহিবেন, মিথ্যা বলিবেন না, চৌর্য্য করিবেন না, সত্য ব্যবহার করিবেন, জিতেন্দ্রিয় হইবেন, লম্পট হইবেন না এবং নিরভিমানী হইয়া কখন অভিমান করিবেন না। এই পঞ্চ প্রকার যম মিলিয়া উপাসনা যোগের প্রথম অঙ্গ হইয়া থাকে।

শৌচ সন্তোষ তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ ॥

যোগশাঃ সাধনপাদে। সূঃ ৩২ ॥

রাগ দ্বেষ পরিহার করিয়া অন্তরে এবং জলাদি দ্বারা বাহিরে পবিত্র থাকিবে, ধর্ম্মানুসারে পুরুষার্থ ( পুরুষকার ) করতঃ লাভে প্রসন্নতা অথবা হানিতে অপ্রসন্নতা প্রকাশ করিবে না, প্রসন্ন হইয়া আলস্য ত্যাগ করতঃ পুরুষার্থ করিবে। সুখ ও দুঃখ সর্ব্বদা সহ্য করিবে, ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিবে ও অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে না. সর্ব্বদা সত্যশাস্ত্র পড়িবে এবং পড়াইবে, সৎ পুরুষের সঙ্গ করিবে. "ওঁ" এই পরমেশ্বরের নামের অর্থ বিচার করিয়া প্রতিদিন ( ইহার ) জপ করিবে এবং পরমেশ্বরের প্রতি

আজ্ঞানুকূল হইয়া ( তাঁহাতে ) স্বীয় আত্মা সমর্পিত করিবে। এই পাঁচ প্রকার নিয়ম মিলিয়া উপাসনা যোগের দ্বিতীয় অঙ্গ অভিহিত হয়। ইহার পর ছয় অঙ্গ বিষয়ে যোগশাস্ত্র অথবা ঋগ্বেদাদি ভাষ্যভূমিকায় ( * ) দেখিতে হইবে। উপাসনা করিবার আবশ্যক হইলে শুদ্ধ নির্জ্জন দেশে যাইয়া, আসন বিস্তার করতঃ প্রাণায়াম করিয়া বাহ্যবিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে নিবৃত্ত করিয়া নাভিপ্রদেশ বা হৃদয় কিম্বা কর্ণ, নেত্র, মস্তকের শিখা প্রদেশ বা ব্রহ্মরন্ধ্র অথবা পৃষ্ঠদেশের মধ্যস্থিত অস্থিতে মনকে স্থির করতঃ নিজ আত্মা এবং পরমাত্মার বিষয় বিচার বিবেচনা করিয়া পরমাত্মায় মগ্ন হইয়া সংযমী হইবে। যে যোগী এইরূপ সাধন করে তাহার আত্মা এবং অন্তঃকরণ পবিত্র হইয়া সত্যে পূর্ণ হইয়া থাকে এবং প্রতিনিয়ত জ্ঞান ও বিজ্ঞান বৃদ্ধি পাইয়া মুক্তি পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হয়। যে অষ্ট প্রহরের মধ্যে এক ঘণ্টাও এইরূপ ধ্যান করে সে সর্ব্বদা উন্নতি প্রাপ্ত হয়। এস্থলে সর্ব্বজ্ঞাদি গুণের সহিত পরমেশ্বরের উপাসনাকে সগুণ এবং দ্বেষ, রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শাদি গুণ হইতে পৃথক্ মনে করিয়া অতি সূক্ষ্ম আত্মার অন্তরে ও বাহিরে ব্যাপক পরমেশ্বরে দৃঢ়চিত্ত হওয়াকে নির্গুণ উপাসনা বলা যায়। ইহার ফল এই যে শীতার্ত্ত পুরুষের যেরূপ অগ্নি সমীপে যাইবামাত্র শীত নিবৃত্তি হয় তদ্রূপ পরমেশ্বরের সমীপ প্রাপ্ত হইবামাত্র মনুষ্যের সমস্ত দোষ ও দুঃখ নিবারিত হইয়া পরমেশ্বরের গুণ, কর্ম্ম ও স্বভাবের ন্যায় জীবাত্মার গুণ, কর্ম্ম ও স্বভাব পবিত্র হইয়া যায়। এইজন্য পরমেশ্বরের স্তুতি, প্রার্থনা এবং উপাসনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহার ফল এইরূপে পৃথক প্রাপ্তি হইবে, পরন্তু আত্মার বল এতদূর বৃদ্ধি পাইবে যে দুঃখ পাইলেও পর্ব্বতের সমান অবিচলিত ও অব্যাকুল হইবে এবং সকল প্রকার কষ্ট বা তাপ সহ্য করিতে সমর্থ হইবে। ইহা কি সামান্য কথা? যে পরমেশ্বরে স্তুতি, প্রার্থনা এবং উপাসনা করে না, সে কৃতঘ্ন এবং মহামূর্খ; কারণ যে পরমাত্মা এই জগতের সমস্ত পদার্থ জীবদিগের সুখের জন্য প্রদান করিয়াছেন তাঁহার গুণ বিস্মৃত হওয়া অথবা ঈশ্বরকে স্বীকার না করা কেবল কৃতঘ্নতা এবং মূর্খতা মাত্র। ( প্রশ্ন ) যখন পরমেশ্বরের কর্ণ ও নেত্রাদি ইন্দ্রিয় নাই তখন তিনি উক্ত ইন্দ্রিয়াদির কার্য্য কিরূপে করিতে পারেন? ( উত্তর ):—

**অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃস শৃণোত্যকর্ণ। স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্ ॥ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ অঃ ৩। মঃ ১৯ ॥**

পরমেশ্বরের হস্ত নাই অথচ তিনি আপনার শক্তিরূপ হস্ত দ্বারা সকলেরই রচনা করেন এবং সকল বস্তু গ্রহণ করিয়া থাকেন। চরণ নাই অথচ তিনি ব্যাপক হইয়া

---

* ঋগ্বেদাদি ভাষ্যভূমিকায় উপাসনা বিষয়ে ইহার বর্ণন আছে।

সর্ব্বাপেক্ষা বেগবান্ হয়েন, চক্ষুর গোলক নাই, অথচ সকল পদার্থ ই তিনি যথাবৎ দর্শন করেন, শ্রোত্র নাই অথচ সকল কথাই তিনি শ্রবণ করেন এবং অন্তঃকরণ নাই অথচ সমস্ত জগৎকে জানিতে পারেন॥ অবধির সহিত তাঁহাকে জানিতে পারে এমন কেহই নাই। তাঁহাকে সনাতন, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ও সর্ব্ব বিষয়ে পূর্ণ পুরুষ বলা যায়। তিনি ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণের কার্য্য নিজ সামর্থ্য দ্বারা করিয়া থাকেন। ( প্রশ্ন ) অনেক লোকে তাঁহাকে নিষ্ক্রিয় এবং নির্গুণ বলেন। ( উত্তর ) :—

**ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে নতৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥**

**শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্। অঃ ৬। মঃ ৮।**

পরমেশ্বরের কোন ( তদ্রূপ ) কার্য্য অথবা তাহার করণ অর্থাৎ সাধকতম অন্যের অপেক্ষিত নহে, কেহ তাঁহার তুল্য অথবা তাঁহার অধিক নাই। তাঁহার সর্ব্বোত্তম শক্তি অর্থাৎ যাহাতে অনন্ত জ্ঞান অনন্ত বল এবং অনন্ত ক্রিয়া বর্ত্তমান আছে তাহা উহাঁতে স্বাভাবিক অর্থাৎ সহজ ভাবাপন্ন ইহাও শুনা যায়। পরমেশ্বর নিষ্ক্রিয় হইলে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, এবং প্রলয় করিতে পারেন না। এইজন্য তিনি বিভু হইয়াও চেতন এ কারণ তাঁহাতে ক্রিয়াও আছে। ( প্রশ্ন ) তিনি যে ক্রিয়া করেন, তাহা অন্তবিশিষ্ট অথবা অনন্ত হইয়া থাকে ? ( উত্তর ) যে পরিমাণ দেশে এবং কালে ক্রিয়া করা উচিত মনে করেন তিনি, সেই পরিমাণ দেশ ও কালে ক্রিয়া করিয়া থাকেন, তাহার অধিক অথবা ন্যূন করেন না, যেহেতু তিনি বিদ্বান্। ( প্রশ্ন ) পরমেশ্বর স্বয়ং নিজের অন্ত জানেন অথবা জানেন না ? ( উত্তর ) পরমাত্মা পূর্ণজ্ঞানী। জ্ঞান তাহাকেই কহে যদ্দারা যে বস্তু যেমন তাহাকে তদ্রূপ জানা যায়, অর্থাৎ যে পদার্থ যে প্রকার তাহাকে সেই প্রকার জানার নাম জ্ঞান। পরমেশ্বর স্বয়ং অনন্ত সুতরাং তিনি নিজগুণকে অনন্তরূপে জানাই তাঁহার জ্ঞান। তদ্বিরুদ্ধ অজ্ঞান অর্থাৎ অনন্তকে সান্ত অথবা সান্তকে অনন্ত জানাকেই ভ্রম কহে। "যথার্থদর্শনং জ্ঞানমিতি" যাহার যেরূপ গুণ কর্ম্ম ও স্বভাব, তৎপদার্থকে তদ্রূপ জানা এবং মনে করাকেই জ্ঞান এবং বিজ্ঞান কহে এবং তদ্বিপরীতকে অজ্ঞান কহে। এইজন্য :—

**ক্লেশ কর্ম্ম বিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ। যোগ সূঃ॥ সমাধিপাদ সূঃ ২৪।**

যিনি অবিদ্যাদি ক্লেশ, কুশল, অকুশল, ইষ্ট, অনিষ্ট এবং মিশ্র ফলদায়ক কর্ম্মবাসনা

হইতে পৃথক্, ( এবং যিনি ) সেই জীব হইতে বিশিষ্ট পুরুষ তাঁহাকেই ঈশ্বর কহে।

( প্রশ্ন ) :—

ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ ॥ সাং অঃ ১। সূঃ ১২ ॥ প্রমাণাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ ॥২॥ সাং অঃ ৫। সূঃ ১০ ॥ সম্বন্ধাভাবান্নানুমানম্ ॥ ৩॥ সাং অঃ ৪। সূঃ ১১ ॥

প্রত্যক্ষসাধ্য নহে বলিয়া ঈশ্বরের সিদ্ধি হয় না ॥ ১ ॥ কারণ যখন প্রত্যক্ষ দ্বারা তাঁহার সিদ্ধি হয় না, তখন অনুমানাদি প্রমাণ সম্ভবে না ॥ ২ ॥ ব্যাপ্তি সম্বন্ধে হয় না বলিয়া অনুমান হইতে পারে না। এবং প্রত্যক্ষানুমান হয় না বলিয়া তাহার শব্দ প্রমাণাদিও হইতে পারে না। এই সকল কারণ বশতঃ ঈশ্বরসিদ্ধি হইতে পারে না ॥ ৩ ॥ ( উত্তর ) এস্থলে ঈশ্বর সিদ্ধি প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিষয়ক নহে এবং ঈশ্বরও জগতের উপাদান কারণ নহেন, তিনি অন্য পুরুষ হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ সর্ব্বত্র পূর্ণ বলিয়া পরমাত্মার নাম পুরুষ ; এবং শরীরে শয়ন করে বলিয়া জীবেরও নাম পুরুষ হইয়া থাকে। কারণ, এই প্রকরণেই কথিত হইয়াছে যে :—

প্রধানশক্তিযোগাচ্চেৎ সঙ্গাপত্তিঃ ॥ ১ ॥
সত্তামাত্রাচ্চেৎ সর্বৈশ্বর্য্যম্ ॥ ২ ॥
শ্রুতিরপি প্রধানকার্য্যত্বস্য ॥ ৩ ॥

সাং অঃ ৫। সূঃ ৮। ৯। ১২ ॥

পুরুষে প্রধানশক্তির যোগ হইলে পুরুষে সঙ্গাপত্তি হইয়া যায় অর্থাৎ প্রকৃতি যেরূপ সূক্ষ্মরূপে মিলিত হইয়া কার্য্যরূপ স্থূলে সঙ্গত হইয়াছে, তদ্রূপ পরমেশ্বরও স্থূল হইয়া পড়েন। এইজন্য পরমেশ্বর জগতের উপাদান কারণ নহেন কিন্তু নিমিত্ত কারণ ॥ ১ ॥ চেতন হইতে জগতের উৎপত্তি হইলে, পরমেশ্বর যেরূপ সমগ্রৈশ্বর্য্যযুক্ত, সংসারেও তদ্রূপ সর্বৈশ্বর্য্যের যোগ হওয়া আবশ্যক। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। এইজন্য পরমেশ্বর জগতের উপাদান কারণ নহেন কিন্তু নিমিত্ত কারণ ॥ ২ ॥ কারণ উপনিষদের প্রধানকেই জগতের উপাদান কারণ কথিত হইয়াছে। যথা :—

অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ ॥ ৩ ॥

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ অঃ ৪। মং ৫ ॥

জন্মরহিত, সত্ত্ব, রজঃ, এবং তমোরূপ প্রকৃতি স্বরূপাকার দ্বারা বহুপ্রজারূপ হইয়া

থাকে অর্থাৎ প্রকৃতি পরিণামিনী হইয়া অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়। পুরুষ অপরিণামী হওয়াতে কখন অন্যরূপ হয় না এবং সর্ব্বদা কূটস্থ ও নির্ব্বিকার থাকে। এইজন্য কপিলাচার্য্যকে যে অনীশ্বরবাদী কহে সে নিজেই অনীশ্বরবাদী, কপিলাচার্য নহেন। মীমাংসার "ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী" সম্বন্ধ হইতে এবং বৈশেষিক ও ন্যায়ের "আত্মন্" শব্দ হইতে প্রমাণিত হয় যে ইহাঁরা কদাপি অনীশ্বরবাদী নহেন কারণ যিনি সর্ব্বজ্ঞত্বাদিধর্ম্মযুক্ত এবং "অততি সর্ব্বত্র ব্যাপ্নোতীত্যাত্মা" যিনি সর্ব্বত্র ব্যাপক সর্ব্বজ্ঞত্বাদিধর্ম্মযুক্ত এবং সকল জীবের আত্মাস্বরূপ তাঁহাকে, মীমাংসা বৈশেষিক এবং ন্যায় দর্শনে "ঈশ্বর" বলিয়া স্বীকার করেন। (প্রশ্ন) ঈশ্বর অবতার গ্রহণ করেন অথবা করেন না? (উত্তর) না। কারণ "অজ একপাৎ" "সপর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়ম্" ইত্যাদি যজুর্ব্বেদের বচন হইতে সিদ্ধ হইতেছে যে পরমেশ্বর জন্মগ্রহণ করেন না। (প্রশ্ন):—

**যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥ ভঃ গীঃ। আঃ ৪ শ্লোঃ ৭॥**

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন যে, যখন যখন ধর্ম্মের লোপ হয় তখন তখনই আমি শরীর ধারণ করি। (উত্তর) প্রথমতঃ এ বচন বেদবিরুদ্ধ বলিয়া, প্রমাণ হইতে পারে না। পরন্তু এরূপও হইতে পারে যে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ধর্ম্মাত্মা বিধায় তিনি স্বয়ং ধর্ম্ম রক্ষার ইচ্ছা করিয়া কহিতেছেন যে "আমি যুগে যুগে জন্ম লইয়া শ্রেষ্ঠদিগকে রক্ষা এবং দুষ্টদিগকে বিনাশ করি।" এরূপ বলিলে কোন দোষ হয় না, কারণ "পরোপকারায় সতাং বিভূতয়ঃ" সৎলোকের দেহ মন এবং ধন পরোপকারের জন্যই হইয়া থাকে। তথাপি ইহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর প্রমাণিত হইতে পারে না। (প্রশ্ন) যদি এরূপ হইল তবে সংসারে কেন ঈশ্বরের চতুর্ব্বিংশতি অবতার হয় এবং ইহাদিগকে লোকে কেন অবতার বলিয়া স্বীকার করে? (উত্তর) বেদার্থ জ্ঞাত না হওয়া জন্যই সম্প্রদায়ী লোকদিগকে প্রতারণা করিবার জন্য এবং নিজে অবিদ্বান্ হওয়াতে ভ্রমজালে পতিত হইয়া লোকে এইরূপ অপ্রামাণিক কথা বলে এবং স্বয়ং বিশ্বাস করে। (প্রশ্ন) ঈশ্বরের অবতার না হইলে কংস ও রাবণাদি দুষ্টদিগের বিনাশ কিরূপে হইতে পারিত? (উত্তর) প্রথমতঃ যে জন্ম গ্রহণ করে সে অবশ্যই মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে ঈশ্বর শরীর ধারণ ব্যতিরেকেই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয় করিতেছেন তাঁহার সমক্ষে কংস এবং রাবণাদি এক কপর্দ্দকেরও তুল্য নহে। তিনি সর্ব্বব্যাপক হইয়া কংস ও রাবণাদির শরীরেও পরিপূর্ণ রহিয়াছেন। যখনই তাঁহার ইচ্ছা হইবে বা করিবেন তখনই তিনি ইহাদিগের মর্ম্মচ্ছেদন করিয়া নাশ করিতে পারেন। ভাল এই অনন্তগুণ-কর্ম্ম-স্বভাবযুক্ত পরমাত্মাকে এক ক্ষুদ্র জীবের বিনাশের জন্য যে জন জন্ম ও মরণযুক্ত কহে (বা করিতে

চাহে—অনুবাদক ) তাহার মূর্খতার আর অধিক কি তুলনা দেওয়া যাইতে পারে? যদি কেহ বলেন যে ভক্তজনকে উদ্ধার করিবার জন্য পরমাত্মা জন্মগ্রহণ করেন তবে, তাহাও সত্য নহে কারণ, যে ভক্ত জন ঈশ্বরের আজ্ঞানুকূল হইয়া চলে তাহার, উদ্ধার করিবার জন্য ঈশ্বরের পুর্ণ সামর্থ্য আছে। ঈশ্বরের পৃথিবী চন্দ্র সূর্য্যাদি জগৎ নির্ম্মাণ ধারণ এবং প্রলয়রূপ কার্য্য অপেক্ষা কংস ও রাবণাদি বধ অথবা গোবর্দ্ধনাদি পর্ব্বত উত্থাপন করা কি গুরুতর কার্য্য? যদি কেহ এই সৃষ্টি বিষয়ে পরমেশ্বরের কার্য্য চিন্তা করে তাহা হইলে সে বুঝিবে যে ইহা "ন ভূতো ন ভবিষ্যতি" ঈশ্বরের তুল্য কেহ নাই এবং হইবে না। যুক্তি দ্বারাও ঈশ্বরের জন্ম সিদ্ধ হয় না। যদি কেহ অনন্ত আকাশ সম্বন্ধে কহে যে আকাশ গর্ভস্থ হইল অথবা মুষ্টি দ্বারা ধৃত হইল তাহা হইলে সে কথা কখন সত্য হইতে পারে না; কারণ আকাশ অনন্ত এবং সর্ব্বব্যাপক। সুতরাং আকাশ বাহিরে আসিতে অথবা ভিতরে যাইতে পারে না। অনন্ত সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মা তদ্রূপ বলিয়া তাঁহার আগমন অথবা প্রত্যাগমন কখন সিদ্ধ হইতে পারে না। যে স্থলে যে বস্তু নাই সে স্থলেই সেই বস্তুর আগমন ও প্রত্যাগমন হইতে পারে। পরমেশ্বর কি গর্ভে নাই যে অন্যত্র হইতে সেই স্থলে আসিবেন? তিনি কি বাহিরে ছিলেন না যে এক্ষণে ভিতর হইতে নিষ্ক্রমণ করিবেন বা করিয়াছিলেন? ঈশ্বর বিষয়ে এরূপ বলা এবং বিশ্বাস করা বিদ্যাহীনতা ব্যতিরেকে অন্য কিছুই পারে না। এইজন্য পরমেশ্বরের আগমন প্রত্যাগমন জন্ম ও মরণ কখন সিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং "ঈশা" প্রভৃতিও ঈশ্বরের অবতার নহেন এরূপ বুঝিতে হইবে। কারণ তাঁহারা রাগ, দ্বেষ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, শোক, সুখ, দুঃখ, জন্ম ও মরণাদি গুণ ও ধর্ম্মযুক্ত থাকাতে মনুষ্যই ছিলেন। ( প্রশ্ন ) ঈশ্বর আপনার ভক্তদিগের কি পাপ ক্ষমা করেন অথবা করেন না? ( উত্তর ) না। কারণ পাপ ক্ষমা করিলে তাঁহার "ন্যায়কারিতা" বিনষ্ট হইয়া যায় এবং সকল মনুষ্য মহাপাপী হইয়া পড়ে। কারণ ক্ষমার কথা শুনিয়াই পাপীদিগের পাপ বিষয়ে নির্ভীকতা এবং উৎসাহ হইবে। রাজা যদি অপরাধ ক্ষমা করেন তাহা হইলে লোকে উৎসাহ পূর্ব্বক অধিক এবং গুরুতর পাপ করিতে থাকে; কারণ রাজা স্বয়ং অপরাধ করিলে লোকে মনে করিবে যে আমরা কৃতাঞ্জলি প্রভৃতি চেষ্টা দ্বারা নিজের অপরাধ মার্জ্জনা করাইয়া লইব। এইরূপে যে অপরাধ করে না সেও অপরাধ করিতে ভয় না পাইয়া পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে। এইজন্য সকল কার্য্যের যথোচিত ফল দেওয়াই ঈশ্বরের কার্য্য, ক্ষমা করা তাহার কার্য্য নহে। ( প্রশ্ন ) জীব কি স্বতন্ত্র অথবা পরতন্ত্র? ( উত্তর ) আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিষয়ে স্বতন্ত্র এবং ঈশ্বরের ব্যবস্থাবিষয়ে পরতন্ত্র। "স্বতন্ত্রঃ কর্ত্তা" ইহা পাণিনীয় ব্যাকরণের সূত্র। যে স্বতন্ত্র অর্থাৎ স্বাধীন সেই কর্ত্তা। ( প্রশ্ন ) স্বতন্ত্র কাহাকে বলে? ( উত্তর ) শরীর, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, এবং অন্তঃকরণাদি যাহার অধীন।

স্বতন্ত্র না হইলে কাহারও পাপ ও পুণ্যের ফল প্রাপ্তি হইতে পারে না। কারণ যেরূপ স্বামী অথবা সেনাধ্যক্ষের আজ্ঞা অথবা প্রেরণাবশতঃ ( সৈন্য বা ) ভৃত্য ( গণ ) যুদ্ধে বহু পুরুষকে বিনাশ করিয়াও অপরাধী হয় না তদ্রূপ পরমেশ্বরেরই প্রেরণা অথবা অধীনতা বশতঃ কার্য্য সিদ্ধ হইলে জীবের পাপ ও পুণ্য ঘটে না। ( কারণ তাহা হইলে ) উহার ফলেরও প্রেরক পরমেশ্বর হইবেন এবং স্বর্গ ও নরক অর্থাৎ সুখ ও দুঃখ প্রাপ্তিও পরমেশ্বরের হইবে। যদি কোন মনুষ্য শস্ত্র দ্বারা কোন লোককে বিনাশ করে তাহা হইলে বিনাশকর্ত্তাই ধৃত হয় এবং দণ্ড পায়, এবং শস্ত্রের কিছু হয় না। তদ্রূপ পরাধীন পাপ পুণ্যের ভাগী হইতে পারে না। এইজন্য আপনার সামর্থ্যানুষ্ঠান-বিষয়ে জীব স্বতন্ত্র। কিন্তু পাপ অনুষ্ঠিত হইলেই ঈশ্বরের ( ন্যায় ) ব্যবস্থানুসারে পরাধীন হইয়া পাপের ফল ভোগ করে। এইরূপে কর্ম্ম বিষয়ে জীব স্বতন্ত্র এবং পাপের দুঃখ রূপ ফলভোগ বিষয়ে পরতন্ত্র হইয়া থাকে। ( প্রশ্ন ) পরমেশ্বর জীবকে সৃষ্টি না করিলে এবং সামর্থ্য না দিলে জীব কিছুই করিতে পারিত না, সুতরাং পরমেশ্বরেরই প্রেরণাবশতঃ জীব কর্ম্ম করিয়া থাকে। ( উত্তর ) জীব কখন উৎপন্ন হয় নাই এবং জগতের উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ ঈশ্বর যেরূপ অনাদি জীবও সেইরূপ অনাদি। জীবের শরীর এবং ইন্দ্রিয় গোলক ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন বটে কিন্তু এ সমস্ত জীবের অধীন। কেহ কর্ম্ম, মন অথবা বাক্য দ্বারা পাপ করিলে সেই ভোগ করে, ঈশ্বর করেন না। কেহ পর্ব্বত হইতে লৌহ বাহির করিল, উহা ব্যবসায়ী লইল, তাহার দোকান হইতে কর্ম্মকার লইয়া তরবারি প্রস্তুত করিল এবং অবশেষে একজন সিপাহী উহা গ্রহণ করিয়া এক-জনকে বিনাশ করিল। এরূপ স্থলে লৌহের উৎপত্তিকর্ত্তা, উহার গ্রাহক, তরবারি নির্ম্মাতা অথবা তরবারিকে ধৃত করিয়া রাজা দণ্ড দেন না কিন্তু, যে তরবারি দ্বারা বিনাশ করিয়াছে সেই যেরূপ দণ্ড পায় তদ্রূপ, শরীরাদির উৎপত্তিকর্ত্তা পরমেশ্বর উক্ত কর্ম্মের ভোক্তা নহেন কিন্তু জীবকেই ভোগ করান। পরমেশ্বর কর্ম্ম করিলে জীব পাপ করিতে পারিত না কারণ, পরমেশ্বর পবিত্র এবং ধার্ম্মিক হওয়াতে তিনি কোন জীবকে পাপ করিতে প্রেরণা করেন না। এইজন্য জীব আপনার কার্য্য করিতে স্বতন্ত্র। জীব যেরূপ নিজ কার্য্য করিতে স্বতন্ত্র পরমেশ্বরও তদ্রূপ নিজ কার্য্য করিতে স্বতন্ত্র। ( প্রশ্ন ) জীব এবং ঈশ্বরের গুণ, কর্ম্ম এবং স্বভাব কীদৃশ? ( উত্তর ) উভয়েই চেতন স্বরূপ, উভয়েরই স্বভাব পবিত্র, অবিনাশী এবং ধার্ম্মিকতাদি গুণ বিশিষ্ট। পরন্তু সৃষ্টির উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়, সকলকে নিয়মে রক্ষা করা এবং জীবের পাপ পুণ্যের ফল প্রদান করা প্রভৃতি পরমেশ্বরের ধর্ম্মযুক্ত কর্ম্ম। সন্তানোৎপত্তি, সন্তান পালন এবং শিল্প বিদ্যা প্রভৃতি জীবের ( ভাল মন্দ ) কর্ম্ম। নিত্যজ্ঞান, আনন্দ ও অনন্তবলাদি ঈশ্বরের গুণ। জীবের :—

ইচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নসুখদুঃখজ্ঞানান্যাত্মনো লিঙ্গমিতি ॥

ন্যায় দঃ। অঃ ১। আঃ ১। সূঃ ১০ ॥

প্রাণাপাননিমেষোন্মেষমনোগতীন্দ্রিয়ান্তরবিকারাঃ সুখদুঃখেচ্ছাদ্বেষৌ প্রযত্নাশ্চাত্মনো লিঙ্গানি।

বৈশেষিক দঃ। অঃ ৩। আঃ ২। সূঃ ৪ ॥

( ইচ্ছা ) পদার্থপ্রাপ্তির অভিলাষ, ( দ্বেষ ) দুঃখাদির অনিচ্ছা অর্থাৎ বৈর, ( প্রযত্ন ) পুরুষার্থ ও বল, ( সুখ ) আনন্দ, ( দুঃখ ) বিলাপ ও অপ্রসন্নতা এবং ( জ্ঞান ) বিবেক এই কয়টা আত্মার ধর্ম্ম উভয় দর্শনে ( ন্যায় ও বৈশেষিকে ) তুল্য। পরন্তু বৈশেষিক দর্শনে ( প্রাণ ) প্রাণবায়ুকে বহির্নিক্রামণ, ( অপান ) প্রাণকে ভিতরে আকর্ষণ করা, ( নিমেষ ) পলকপাত, ( উন্মেষ ) চক্ষু উন্মুক্ত করা, ( মন ) নিশ্চয় স্মরণ এবং অহঙ্কার, ( গতি ) গমন, ( ইন্দ্রিয় ) সকল ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি, ( অন্তবিকার ) ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, হর্ষ এবং শোকাদিযুক্ত হওয়া জীবাত্মার গুণ কথিত আছে এবং এই কারণ জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে ভিন্ন। ইহাদিগের দ্বারাই আত্মার প্রতীতি হয়, কারণ উহা স্থূল নহে। যতক্ষণ দেহে আত্মা থাকে ততক্ষণই, এই সকল গুণ প্রকাশিত থাকে এবং যখন জীব দেহত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় তখন এ সকল গুণ দেহে থাকে না। যাহা থাকিলে যাহা হয় এবং যাহা না থাকিলে যাহা হয় না উহাই, উক্ত পদার্থের গুণ হইয়া থাকে। যেমন দীপ ও সূর্য্যাদি থাকিলেই প্রকাশাদি হয় এবং না থাকিলে হয় না. এইরূপেই জীব এবং পরমাত্মার বিজ্ঞান, গুণ দ্বারাই হইয়া থাকে। ( প্রশ্ন ) পরমেশ্বর ত্রিকালদর্শী, অতএব তিনি ভবিষ্যতের ঘটনা জানেন। তিনি যেরূপ নিশ্চয় করিবেন, জীব সেইরূপ করিবে। সুতরাং জীব স্বতন্ত্র নহে এজন্য ঈশ্বর জীবকে দণ্ড দিতে পারেন না, কারণ ঈশ্বর আপনার জ্ঞান দ্বারা যেরূপ নিশ্চয় করিয়াছেন, জীব তাহাই করিয়া থাকে। ( উত্তর ) ঈশ্বরকে ত্রিকালদর্শী বলা মূর্খতার কার্য্য কারণ, যাহা অতীত হইয়া উপস্থিত থাকে না তাহাকে, অতীত এবং যাহা হয় নাই অথচ হইবে তাহাকে ভবিষ্যৎকাল কহে। ঈশ্বরের কি কোন জ্ঞান হইয়া পরে থাকে না অথবা হয় নাই অথচ পরে হইবে? এইজন্য পরমেশ্বরের জ্ঞান সদা একরস অখণ্ডিত এবং বর্ত্তমান থাকে; ভূত এবং ভবিষ্যৎ জীবের জন্য। তবে জীবের কর্ম্মাপেক্ষিক ত্রিকালজ্ঞতা ঈশ্বরের আছে কিন্তু স্বতঃ নাই। যেরূপ স্বতন্ত্রতা দ্বারা জীব করে, সর্ব্বজ্ঞতা দ্বারা ঈশ্বরও তদ্রূপ জানেন, এবং ঈশ্বর যেরূপ জানেন জীবও সেইরূপ করে। অর্থাৎ ভূত ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমানের জ্ঞান এবং ফলদান বিষয়ে ঈশ্বর স্বতন্ত্র। জীব

কেবল কিঞ্চিৎ বর্ত্তমান কালে কার্য্যানুষ্ঠানে স্বতন্ত্র। ঈশ্বরের অনাদি জ্ঞান আছে বলিয়াই কর্ম্মজ্ঞান যেরূপ অনাদি, দণ্ডদান জ্ঞানও তদ্রূপ অনাদি; এই উভয় জ্ঞানই তাঁহার সত্য। কর্ম্মজ্ঞান সত্য এবং দণ্ডজ্ঞান মিথ্যা ইহা কি কখন হইতে পারে? সুতরাং এ বিষয়ে কোন দোষ আসিতেছে না। (প্রশ্ন) শরীরানুসারে ভিন্ন ভিন্ন জীব কি বিভু অথবা পরিচ্ছিন্ন? (উত্তর) পরিচ্ছিন্ন। বিভু হইলে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, মরণ, জন্ম, সংযোগ, বিয়োগ, আগমন এবং প্রত্যাগমন কখন হইতে পারে না। এইজন্য জীবের স্বরূপ অল্পজ্ঞ। অল্প অর্থাৎ সূক্ষ্ম। পরমেশ্বর অতীব সূক্ষ্মাৎসূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম অনন্ত, সর্ব্বজ্ঞ, এবং সর্ব্বব্যাপক স্বরূপ। এইজন্য জীব এবং পরমেশ্বরের মধ্যে ব্যাপ্য ও ব্যাপক সম্বন্ধ আছে। (প্রশ্ন) যে স্থানে এক বস্তু থাকে, সে স্থানে অন্য বস্তু থাকিতে পারে না, এইজন্য জীব এবং ঈশ্বরের সংযোগ সম্বন্ধ হইতে পারে, ব্যাপ্য ব্যাপক সম্বন্ধ হইতে পারে না। (উত্তর) তুল্যাকারবিশিষ্ট পদার্থ পক্ষে এই নিয়ম হইতে পারে, অসমানাকৃতির পক্ষে নহে। যেমন লৌহ স্থূল এবং অগ্নি সূক্ষ্ম বলিয়া লৌহে বিদ্যুদগ্নি ব্যাপক হইয়া একই স্থানে দুই বস্তু থাকে। তদ্রূপ জীব পরমেশ্বর অপেক্ষা স্থূল এবং পরমেশ্বর জীবাপেক্ষা সূক্ষ্ম বলিয়া পরমেশ্বর ব্যাপক এবং জীব ব্যাপ্য। জীব ও ঈশ্বর মধ্যে যেরূপ ব্যাপ্য ব্যাপক সম্বন্ধ আছে, সেব্য সেবক, আধারাধেয়, স্বামী ও ভৃত্য, রাজা ও প্রজা এবং পিতা ও পুত্র প্রভৃতি সম্বন্ধও তদ্রূপ। (প্রশ্ন) যদি পৃথক হইল তবে:—

**প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম। ১। অহং ব্রহ্মাস্মি। ২।**
**তত্ত্বমসি। ৩। অয়মাত্মা ব্রহ্ম ॥ ৪ ॥**

বেদের এই সকল মহাবাক্যের অর্থ কি হইবে? (উত্তর) ইহা বেদবাক্য নহে কিন্তু ব্রাহ্মণ গ্রন্থের বচন। কোন সত্য শাস্ত্রে ইহাদিগের নাম "মহাবাক্য" এরূপ লিখিত নাই; অর্থাৎ (অহম্) আমি (ব্রহ্ম) অর্থাৎ ব্রহ্মস্থ (অস্মি) আছি এস্থলে তাৎস্থ্যো-পাধি রহিয়াছে। যেমন "মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি" মঞ্চ সকল চীৎকার করিতেছে। মঞ্চ সকল জড়, সুতরাং উহাদিগের চীৎকার করিবার সামর্থ্য নাই, এইজন্য মঞ্চস্থ পুরুষ চীৎকার করিতেছে এইরূপ জানিতে হইবে। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন যে "সকল পদার্থই ব্রহ্মস্থ, সুতরাং জীবকে ব্রহ্মস্থ বলিবার বিশেষ প্রয়োজন কি?" তাহার উত্তর এই যে, সকল পদার্থ ব্রহ্মস্থ বটে কিন্তু জীব যেরূপ সাধর্ম্ম্যযুক্ত ও নিকটস্থ এরূপ অন্য নহে। জীবের ব্রহ্মজ্ঞান হয় এবং মুক্তি হইলে জীব ব্রহ্মের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে থাকে এইজন্য জীবের ব্রহ্মের সহিত তাৎস্থ্য অর্থাৎ তৎসহচরিতোপাধি আছে অর্থাৎ জীব সহচারী। সুতরাং জীব এবং ব্রহ্ম এক নহে। যদি কেহ বলে যে "আমি এবং এই

ব্যক্তি এক" তাহা হইলে তাহার অর্থ অবিরোধী বুঝিতে হইবে। তদ্রূপ যদি জীব সমাধিস্থ ও পরমেশ্বরে প্রেমবদ্ধ হইয়া নিমগ্ন হয় তবে (সে তদবস্থায় বলিতে পারে যে "আমি এবং ব্রহ্ম এক" অর্থাৎ অবিরোধী এবং এক অবকাশস্থ। যে জীব পরমেশ্বরের গুণ কর্ম্ম ও স্বভাবের অনুকূল আপনার গুণ কর্ম্ম ও স্বভাব করে, সেই সাধর্ম্ম বশতঃ ব্রহ্মের সহিত একতা কহিতে পারে। (প্রশ্ন) আচ্ছা, ইহার অর্থ কিরূপ হইবে? (তৎ) ব্রহ্ম (ত্বং) তুমি জীব (অসি) হও। হে জীব! (ত্বম্) তুমি (তৎ) সেই ব্রহ্ম (অসি) হও। (উত্তর) তুমি "তৎ শব্দে কি গ্রহণ করিতেছ? (যদি বল) "ব্রহ্ম" তাহা হইলে কোথা হইতে "ব্রহ্ম" পদের অনুবৃত্তি আনিলে (বা আসিল) (প্রশ্ন)

**সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম।**

এই পূর্ব্ববাক্য হইতে। (উত্তর) তুমি ছান্দোগ্য উপনিষদ্ কখন দর্শন কর নাই। যদি দেখিয়া থাক তবে জানিবে উক্ত স্থলে "ব্রহ্ম" শব্দের পাঠ নাই। তুমি কেন মিথ্যা কহিতেছ? ছান্দোগ্যে :—

**সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।**

এইরূপ পাঠ আছে উক্ত স্থলে ব্রহ্ম শব্দ নাই। (প্রশ্ন) তাহা হইলে আপনি "তৎ" শব্দে কি গ্রহণ করেন? (উত্তর)

**স য এষোণিমা। ঐতদাত্ম্যমিদꣳ সর্ব্বং তৎসত্যꣳ স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি॥ ছান্দোঃ। প্রঃ ৬ খঃ ৮। মঃ ৬। ৭॥**

উক্ত পরমাত্মা জানিবার যোগ্য; তিনি অতি সূক্ষ্ম এবং এই সমস্ত জগৎ এবং জীবের আত্মা। তিনিই সত্য স্বরূপ এবং নিজেই নিজের আত্মা। হে শ্বেতকেতো! প্রিয় পুত্র!

**তদাত্মকস্তদস্তদন্তর্য্যামী ত্বমসি॥**

তুমি সেই অন্তর্য্যামী পরমাত্মা যুক্ত। এই অর্থ উপনিষদ্ হইতে অবিরুদ্ধ। কারণ :—

**য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোন্তরোয়মাত্মা ন বেদ যস্যাত্মা শরীরম্। আত্মনোন্তরোয়ময়তি স ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ॥**

ইহা বৃহদারণ্যকের বচন। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য আপনার স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে কহিতেছেন

যে হে মৈত্রেয়ি! পরমেশ্বর আত্মা অর্থাৎ জীবে স্থির এবং জীবাত্মা হইতে ভিন্ন। মূঢ় জীবাত্মা জানিতে পারে না যে পরমাত্মা আমার আত্মায় ব্যাপক আছেন, পরমেশ্বরের জীবাত্মা শরীর অর্থাৎ শরীরে যেরূপ জীব রহে তদ্রূপ জীবে পরমেশ্বর ব্যাপক থাকেন। তিনি জীবাত্মা হইতে ভিন্ন থাকিয়া জীবের পাপ পুণ্যের সাক্ষী হইয়া জীবদিগকে তাহার ফল প্রদান করতঃ নিয়ম রক্ষা করেন। তিনিই অবিনাশী স্বরূপে, তোমারও অন্তর্য্যামী আত্মা অর্থাৎ তোমার ভিতরে ব্যাপক রহিয়াছেন ইহা তুমি জান। কেহ কি এই সকল বচনের অর্থ অন্যরূপ করিতে পারে? "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" অর্থাৎ সমাধিদশায় যখন যোগীর পরমেশ্বর প্রত্যক্ষ হয় তখন, তিনি কহেন যে "যিনি আমার আত্মায় ব্যাপক তিনিই সর্ব্বত্র ব্যাপক"। এইজন্য আজকালকার যে বেদান্তী, জীব ও ব্রহ্মের একতা কহেন তিনি, বস্তুতঃ বেদান্তশাস্ত্র জানেন না। (প্রশ্ন):—

অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি। ছাং প্রঃ ৬। খঃ ৩। মঃ ২॥ তৎসৃষ্ট্বা তদেবানু-প্রাবিশৎ। তৈত্তিরীয়ং ব্রাহ্মণং অনুং ৬॥

পরমেশ্বর কহিতেছেন যে আমি জগৎ এবং শরীর রচনা করিয়া জগতে ব্যাপক এবং জীব রূপ হইয়া শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম এবং রূপের ব্যখ্যা করি। পরমেশ্বর উক্ত জগৎ এবং শরীর সৃষ্টি করিয়া উহারই মধ্যে প্রবিষ্ঠ হইয়াছেন ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ অপরে কিরূপে অন্যরূপ করিতে পারিবে? (উত্তর) যদি তুমি পদ, পদার্থ এবং বাক্যার্থ জানিতে তাহা হইলে, কখন এরূপ অনর্থ করিতে না। যেহেতু এস্থলে এরূপ বুঝিতে হইবে যে এক "প্রবেশ" এবং দ্বিতীয় "অনুপ্রবেশ" অর্থাৎ পশ্চাৎ প্রবেশ হইয়া থাকে। শরীরে প্রবিষ্ট জীবের সহিত পরমেশ্বর "অনুপ্রবিষ্টের" তুল্য হইয়া বেদ দ্বারা সমস্ত নাম এবং রূপাদির বিদ্যা প্রকটিত করেন, এবং শরীরে জীবকে প্রবেশ করাইয়া, স্বয়ং জীবের ভিতর "অনুপ্রবিষ্ট" হইয়া আছেন। তুমি যদি "অনু" শব্দের অর্থ জানিতে, তাহা হইলে এরূপ বিপরীত অর্থ কখন করিতে না। (প্রশ্ন):—

"সোঽয়ং দেবদত্তো য উষ্ণকালে কাশ্যাং দৃষ্টঃ স ইদানীং প্রাবৃট্সময়ে মথুরায়াং দৃশ্যতে।" অর্থাৎ যে দেবদত্তকে আমি গ্রীষ্মকালে কাশীতে দেখিয়াছি উহাকে, বর্ষা সময়ে মথুরায় দেখিতেছি! এস্থলে কাশীদেশ ও উষ্ণকাল ত্যাগ করিয়া কেবল শরীর মাত্র লক্ষ করতঃ দেবদত্ত লক্ষিত হইতেছে। তদ্রূপ ভাগত্যাগ লক্ষণা দ্বারা ঈশ্বরের পরোক্ষ, দেশ, কাল, মায়া উপাধি, এবং জীবের এই দেশ, কাল, অবিদ্যা এবং অল্পজ্ঞতা উপাধি ত্যাগ করিয়া কেবল চেতন মাত্র লক্ষ্য করিলে, একই "ব্রহ্মবস্তু" উভয়ে লক্ষিত হইয়া থাকে। এই ভাগত্যাগ লক্ষণা দ্বারা অর্থাৎ কিঞ্চিৎ গ্রহণ ও কিঞ্চিৎ ত্যাগ

দ্বারা যেমন ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্বাদি বাচ্যার্থ এবং জীবের অল্পজ্ঞত্বাদি বাচ্যার্থ ত্যাগ করিলে এবং কেবল চেতনমাত্র লক্ষ্যার্থের গ্রহণ করিলে, অদ্বৈত সিদ্ধ হইতে পারে। এ বিষয়ে আপনি কি বলিতে পারেন? (উত্তর) প্রথমতঃ তুমি জীব এবং ঈশ্বরকে কি নিত্য অথবা অনিত্য মনে কর? (প্রশ্ন) এই উভয় উপাধি জন্য কল্পিত হওয়ায় অনিত্য মনে করি। (উত্তর) উক্ত উপাধি নিত্য অথবা অনিত্য? (প্রশ্ন) আমার মত এই যে:—

জীবেশৌ চ বিশুদ্ধাচিদ্বিভেদস্তু তয়োর্দ্বয়োঃ।
অবিদ্যা তচ্চিতোর্যোগঃ ষড়স্মাকমনাদয়ঃ॥
কার্য্যোপাধিরয়ং জীবঃ কারণোপাধিরীশ্বরঃ।
কার্য্যকারণতাং হিত্বা পূর্ণবোধোঽবশিষ্যতে॥

ইহা সংক্ষেপ শারীরিক এবং শারীরিক ভাষ্যের কারিকা। আমি বেদান্তী, ছয় পদার্থ অর্থাৎ এক জীব, দ্বিতীয় ঈশ্বর, তৃতীয় ব্রহ্ম, চতুর্থ জীব ও ঈশ্বরের বিশেষ ভেদ, পঞ্চম জীবের অবিদ্যা ও অজ্ঞান, এবং ষষ্ঠ অবিদ্যা ও তৎসহ চেতনের যোগ ইহাদিগকে অনাদি স্বীকার করি। পরন্তু এক ব্রহ্মই অনাদি এবং অনন্ত, এবং অন্য পাঁচটী অনাদি ও সান্ত। এই পাঁচটীর আদি বিদিত হয় না এইজন্য ইহাদিগকে অনাদি (বলে) এবং জ্ঞান হইবার পরে নষ্ট হইয়া যায় এইজন্য উহাদিগকে সান্ত অর্থাৎ নাশবিশিষ্ট কহা যায়। (উত্তর) এস্থলে তোমার এই তিন শ্লোকই অশুদ্ধ! কারণ তোমার মতানুসারে অবিদ্যাযোগ ব্যতিরেকে জীব, এবং মায়া যোগ ব্যতিরেকে ঈশ্বর সিদ্ধ হইতে পারে না। এইজন্য "তচ্চিতোর্যোগঃ" এই ষষ্ঠ পদার্থ তুমি গণনা করিয়াছ। কিন্তু উহা থাকিতেছে না, কারণ উক্ত অবিদ্যা বা মায়া জীব ও ঈশ্বরে চরিতার্থ (প্রকটিত) হইতেছে। পুনরায় ব্রহ্ম এবং মায়া বা অবিদ্যার যোগ ব্যতিরেকে ঈশ্বর সিদ্ধ হইতে পার না সুতরাং, ঈশ্বরকে অবিদ্যা এবং ব্রহ্ম হইতে পৃথক গণনা করা ব্যর্থ। অতএব তোমার মতানুসারে মাত্র দুই পদার্থ অর্থাৎ ব্রহ্ম এবং অবিদ্যা সিদ্ধ হইতে পারে, ছয়টি নহে। যদি অনন্ত, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তস্বভাব ও সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মে অজ্ঞান সিদ্ধ কর তাহা হইলেই, তোমার প্রথম কার্য্যোপাধি এবং কারণোপাধি হইতে জীব এবং ঈশ্বর সিদ্ধ করিতে পার, কিন্তু তাঁহার একদেশে স্বাশ্রয় এবং স্ববিষয়ক অজ্ঞান যদি সর্ব্বত্র অনাদি স্বীকার কর তবে, সমস্ত ব্রহ্ম শুদ্ধ হইতে পারে না। যদি অজ্ঞান একদেশে স্থিত স্বীকার কর তাহা হইলে উহা পরিচ্ছিন্ন হওয়াতে ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতে থাকিবে। যে স্থানে যাইবে সেই স্থানের ব্রহ্ম অজ্ঞানী এবং যে স্থান ত্যাগ

করিবে সেই স্থানের ব্রহ্ম জ্ঞানী হইতে থাকিবে। সুতরাং কোন স্থানের ব্রহ্মকে অনাদি শুদ্ধ ও জ্ঞানযুক্ত বলিতে পারিবে না। যদি অজ্ঞানের সীমাস্থিত ব্রহ্ম অজ্ঞান জানিতে পারে এরূপ বল তাহা হইলে বাহিরের এবং ভিতরের ব্রহ্ম খণ্ডিত হইয়া যাইবে। যদি বল "খণ্ডিত হইলে ব্রহ্মের হানি কি?" তাহা হইলে অখণ্ড রহিল না। আর যদি "অখণ্ড" হয় তবে "অজ্ঞানী হইল না। জ্ঞানের অভাব অথবা বিপরীত জ্ঞানও যদি গুণ হয় তাহা হইলে উহা কোন দ্রব্যের সহিত নিত্য সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত থাকিবে। যদি এরূপ হয় তবে "সমবায় সম্বন্ধ" হইল যাহা কখন অনিত্য হইতে পারে না। যেরূপ শরীরের এক দেশে বিস্ফোটক হইলে সর্ব্বত্র দুঃখ বিস্তৃত হইয়া থাকে তদ্রূপ, একদেশে অজ্ঞান অথবা সুখ দুঃখ ও ক্লেশের উপলব্ধি বশতঃ সমস্ত ব্রহ্ম দুঃখাদি অনুভব করিবে। যদি "কার্য্যোপাধি" অর্থাৎ অন্তঃকরণের উপাধিযোগ বশতঃ ব্রহ্মকে জীব বলিয়া মনে কর তাহা হইলে, আমি জিজ্ঞাসা করি ব্রহ্ম কি ব্যাপক অথবা পরিচ্ছিন্ন? অর্থাৎ একদেশী বা পৃথক্ পৃথক্। পুনঃ জিজ্ঞাসা করি অন্তঃকরণ চলিত হয় কি না? (উত্তর) চলিত হয়। (প্রশ্ন) অন্তঃকরণের সহিত ব্রহ্মও চলিত হন অথবা স্থির থাকেন? (উত্তর) স্থির রহেন। (প্রশ্ন) অন্তঃকরণ যে যে দেশত্যাগ করিবে সেই সেই দেশের ব্রহ্ম অজ্ঞান রহিত এবং যে যে দেশ প্রাপ্ত হইবে তত্তৎস্থানের ব্রহ্ম শুদ্ধ ও অজ্ঞানী হইতে থাকবেন। এইরূপে ক্ষণে ক্ষণে ব্রহ্ম, জ্ঞানী এবং অজ্ঞানী হইতে থাকিবেন। অতএব মোক্ষ এবং বন্ধ ও ক্ষণভঙ্গুর হইয়া পড়িবে। যেরূপ একজনের দৃষ্ট বস্তুর অন্যে (অপরে) স্মরণ করিতে পারে না তদ্রূপ গতকল্য দৃষ্ট বা শ্রুত বস্তু বা বিষয়ের জ্ঞান (জীবে) থাকিতে পারে না কারণ, যে সময়ে বা দেশে (উহা) দর্শন বা শ্রবণ হইয়াছিল তাহা, ভিন্ন দেশ এবং সময়, এবং যে সময় বা দেশে স্মরণ হইতেছে তাহাও ভিন্ন দেশ এবং ভিন্ন কাল। যদি বল ব্রহ্ম এক তাহা হইলে, (জীবরূপ) ব্রহ্ম কেন সর্ব্বজ্ঞ নহেন? আর যদি বল যে অন্তঃকরণ ভিন্ন ভিন্ন হওয়াতে উক্ত ব্রহ্মও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া যায় তাহা হইলে, উহা জড় হইল এবং উহাতে জ্ঞান সম্ভবে না। যদি বল কেবল ব্রহ্মের অথবা কেবল অন্তঃকরণের জ্ঞান হয় না পরন্তু, অন্তঃকরণস্থ চিদাভাসের জ্ঞান হইয়া থাকে তাহা হইলেও, চেতনেরই অন্তঃকরণ দ্বারা জ্ঞান হইল। তবে উহা অন্তঃকরণ ও (নেত্রদ্বারা) অল্প ও অল্পজ্ঞ কেন হইবে? এইজন্য কারণোপাধি এবং কার্য্যোপাধির যোগ বশতঃ, ব্রহ্ম জীব এবং ঈশ্বর সিদ্ধ করিতে পারা যায় না, কিন্তু ঈশ্বরের নাম ব্রহ্ম এবং ব্রহ্ম ভিন্ন অনাদি অনুৎপন্ন এবং অমৃতস্বরূপ (চেতন জীবের) নাম জীব এবং ঈশ্বর ব্রহ্মের নাম হইয়া থাকে। যদি বল যে চিদাভাসের নাম জীব, তাহা হইলে, উহা ক্ষণভঙ্গ বলিয়া নষ্ট হইয়া যাইলে মোক্ষসুখ কে ভোগ করিবে? এইজন্য ব্রহ্ম জীব বা জীব ব্রহ্ম কখন এক হইতে পারে না, হয় না এবং হইবে না। (প্রশ্ন) তাহা

হইলে "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" ইত্যাদি ছান্দোগ্য উপনিষদ্ অনুসারে কিরূপে অদ্বৈতসিদ্ধি হইবে? আমার মতানুসারে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ কোন সজাতীয় অথবা বিজাতীয় এবং স্বগত অবয়ব সমূহের ভেদ না থাকাতে একই ব্রহ্ম সিদ্ধ হয়। যদি জীব দ্বিতীয় হইল তাহা হইলে অদ্বৈতসিদ্ধি কিরূপে হইতে পারে? (উত্তর) এই ভ্রমে পতিত হইয়া কেন ভীত হইতেছ? বিশেষ্য ও বিশেষণ বিষয়ক বিষয় জ্ঞানের সহিত দেখ উহার ফল কি হয় তাহা বুঝিয়া লও। যদি বল যে "ব্যাবর্ত্তকং বিশেষণং ভবতীতি" অর্থাৎ বিশেষণ ভেদকারক হয় তাহা হইলে, ইহাও মনে কর যে "প্রবর্ত্তকং প্রকাশকমপি বিশেষণং ভবতীতি" অর্থাৎ বিশেষণ প্রবর্ত্তক এবং প্রকাশকও হইয়া থাকে। এরূপ হইলে বুঝিবে যে ব্রহ্মের অদ্বৈত বিশেষণ থাকাতে উহার ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্ম দ্বারা ব্রহ্ম অদ্বৈতবস্তু বলিয়া যে সকল অনেক জীব এবং তত্ত্ব আছে উহা হইতে ব্রহ্মকে পৃথক্ করিতেছে এবং বিশেষণের প্রকাশক ধর্ম্মদ্বারা ব্রহ্মকে এক হইবার প্রবৃত্তি করিতেছে। যেরূপ "অস্মিন্নগরেঽদ্বিতীয়ো ধনাঢ্যো দেবদত্তঃ। অস্যাং সেনায়ামদ্বিতীয়ঃ শূরবীরোঃ বিক্রমসিংহঃ"। অর্থাৎ কেহ কাহাকে কহিল যে এই নগরে অদ্বিতীয় ধনাঢ্য দেবদত্ত এবং এই সেনাতে অদ্বিতীয় শূরবীর বিক্রমসিংহ হয়েন। ইহাদ্বারা এই সিদ্ধ হইতেছে যে দেবদত্তের সদৃশ এই নগরের দ্বিতীয় ধনাঢ্য এবং সেনামধ্যে বিক্রমসিংহের তুল্য শূরবীর দ্বিতীয় কেহ নাই। ন্যূন নিশ্চয়ই আছে। অতএব পৃথিবী জড় পদার্থ পশ্বাদি প্রাণী এবং বৃক্ষাদি যাহা বিদ্যমান আছে ইহাতে তাহার নিষেধ হইতে পারে না তদ্রূপ, ব্রহ্মের সদৃশ জীব অথবা প্রকৃতি নহে কিন্তু ন্যূন অবশ্যই আছে। অতএব এই সিদ্ধ হইতেছে যে ব্রহ্ম সর্ব্বদা এক এবং জীব ও প্রকৃতিস্থ তত্ত্ব অনেক আছে এবং উহাদিগের হইতে ভিন্ন করিয়া অদ্বৈত বা অদ্বিতীয় বিশেষণ ব্রহ্মের একত্ব সিদ্ধ করিতেছে। ইহা দ্বারা জীব অথবা প্রকৃতি এবং জগতের অভাব এবং নিষেধ হইতে পারে না। এসকল পদার্থই আছে পরন্তু তাহারা ব্রহ্মের তুল্য নহে। এইরূপে অদ্বৈতসিদ্ধির অথবা দ্বৈতসিদ্ধির হানি হইতেছে না। ব্যাকুল না হইয়া চিন্তা কর এবং বুঝিয়া লও। ভাবনায় মত্ত হইও না। নিজে বিচার কর ও বুঝিয়া দেখ। (প্রশ্ন) ব্রহ্মের সৎ, চিৎ এবং আনন্দ এবং জীবের অস্তি, ভাতি এবং প্রিয়রূপ থাকায় একতা হইতে পারে। তবে কেন খণ্ডন করিতেছেন? (উত্তর) কিঞ্চিৎ সাধর্ম্ম্যের ঐক্য হইলে বস্তু এক হইতে পারে না। যেমন পৃথিবী জড় এবং কোন বস্তুর দৃশ্য; তদ্রূপ জল ও অগ্নি আদিও জড় এবং দৃশ্য বলিয়াই ইহাতে একতা হইতে পারে না। ইহার বৈধর্ম্ম্য ভেদকারক অর্থাৎ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম দ্বারা, যেরূপ পৃথিবীর গন্ধ রুক্ষতা, ও কাঠিন্য প্রভৃতি গুণের দ্বারা তদ্রূপ, জলের রস দ্রবত্ব ও কোমলত্বাদি গুণের দ্বারা পরস্পরে ভিন্ন হইতেছে অর্থাৎ এক হইতেছে না। যেরূপ মনুষ্য এবং কীট উভয়েই চক্ষু দ্বারা দেখে, মুখদ্বারা আহার করে এবং পদদ্বারা গমন করে, তথাপি

মনুষ্যের আকৃতিতে দুই পদ এবং কীটের আকৃতিতে অনেক পদ ইত্যাদি ভেদবশতঃ একতা হইতে পারে না তদ্রূপ, পরমেশ্বরের অনন্ত জ্ঞান, আনন্দ, বল, ক্রিয়া, নিভ্রান্তিত্ব এবং ব্যাপকতা জীব হইতে ভিন্ন বলিয়া এবং জীবের অল্পজ্ঞান, অল্পবল, অল্পস্বরূপ, পূর্ণভ্রান্তি এবং পরিচ্ছিন্নতাদি গুণ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া, জীব এবং পরমেশ্বর এক নহে। কারণ ইহাদিগের স্বরূপ ও ( পরমেশ্বর অতি সূক্ষ্ম এবং জীব অপেক্ষাকৃত স্থূল বলিয়া ) ভিন্ন। ( প্রশ্ন ) ঃ—

**অথোদরমন্তরং কুরুতে। অথ তস্য ভয়ং ভবতি দ্বিতীয়াদ্ বৈ ভয়ং ভবতি॥**

ইহা বৃহদারণ্যকের বচন। যে ব্রহ্ম এবং জীবের মধ্যে অল্পমাত্রও ভেদ করে তাহার ভয়প্রাপ্তি হয়, কারণ ভয় দ্বিতীয় হইতেই হয়। (উত্তর) ইহার অর্থ এরূপ নহে। কিন্তু এই যে, যদি জীব পরমেশ্বরের নিষেধ করে ( তাঁহার সম্বন্ধ অস্বীকার করে ) অথবা পরমাত্মাকে একদেশে অথবা কালে পরিচ্ছিন্ন মনে করে বা উহার আজ্ঞা ও গুণ, কর্ম্ম এবং স্বভাবের বিরুদ্ধ হয়, কিম্বা কোন অন্য মনুষ্যের সহিত বৈর করে তাহারই ভয়প্রাপ্তি হয় ; কারণ দ্বিতীয় বুদ্ধি অর্থাৎ ঈশ্বরের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই এইরূপ বুদ্ধি হইলে, অথবা কোন মনুষ্যকে এইরূপ বলিলে যে তোমাকে আমি তৃণজ্ঞানও করি না এবং তুমি আমার কিছুই করিতে পারিবে না. অথবা কাহারও হানি করিলে এবং দুঃখ দিতে থাকিলে তাহারই, দ্বিতীয় হইতে ভয় উপস্থিত হয়। পুনঃ সর্ব্বপ্রকারে অবিরোধ হইলেই লোকে এক কহিয়া থাকে। যেমন সংসারে বলা যায় যে দেবদত্ত, যজ্ঞদত্ত এবং বিষ্ণুমিত্র এক অর্থাৎ অবিরুদ্ধ। বিরোধ না থাকিলে সুখ, এবং বিরোধ হইতে দুঃখ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ( প্রশ্ন ) ব্রহ্ম এবং জীবের কি সর্ব্বদাই একতা এবং অনেকতা থাকে অথবা কখন উভয়ে মিলিয়া এক হইয়া যায় অথবা যায় না ? ( উত্তর ) এইমাত্র ইহার পূর্ব্বে কিয়ৎ পরিমাণে ইহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে। পরন্তু সাধর্ম্ম্য ও অন্বয়ভাব হইতে একতা হইয়া থাকে। যেমন মূর্ত্তদ্রব্য জড় বলিয়া এবং কখন আকাশ হইতে পৃথক্ থাকে না বলিয়া, আকাশের সহিত এক এবং পুনঃ আকাশের বিভুত্ব, সূক্ষ্মত্ব, অরূপত্ব, অনন্তত্ব প্রভৃতি গুণ ও মূর্ত্তদ্রব্যের পরিচ্ছিন্নত্ব ও দৃশ্যত্বাদি বৈধর্ম্ম্য আছে বলিয়া আকাশ হইতে ভিন্ন হয়, অর্থাৎ যেমন পৃথিব্যাদি দ্রব্য কখন আকাশ হইতে ভিন্ন থাকে না কারণ অন্বয় অর্থাৎ আকাশে অবস্থান ব্যতীত মূর্ত্তদ্রব্য কখন থাকিতে পারে না এবং ব্যতিরেক অর্থাৎ ( আকাশের ) স্বরূপ হইতে ভিন্ন বলিয়া পৃথক্ আছে, তদ্রূপ ব্রহ্ম ব্যাপক বলিয়া জীব এবং পৃথিব্যাদি দ্রব্য উহা হইতে স্বতন্ত্র থাকিতে পারে না এবং ( উভয়ের ) ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপবশতঃ একও হইতে পারে না। যেমন গৃহ

নির্ম্মাণের পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন দেশে মৃত্তিকা, কাষ্ঠ এবং লৌহ প্রভৃতি পদার্থ আকাশে থাকে, গৃহনির্ম্মাণের পরও আকাশে থাকে এবং যখন গৃহ নষ্ট হইয়া যায় অর্থাৎ উক্ত গৃহের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ স্বতন্ত্র হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশ কাল প্রাপ্ত হয়, তখনও আকাশেই থাকে; অর্থাৎ তিন কালেই আকাশ হইতে ভিন্ন থাকিতে পারে না এবং স্বরূপতঃ ভিন্ন বলিয়া কখন এক ছিল না, হয় না এবং হইবে না তদ্রূপ, জীব এবং সমস্ত সংসারের পদার্থ পরমেশ্বরে ব্যাপ্ত আছে বলিয়া পরমেশ্বর হইতে তিন কালেই ভিন্ন হইতে পারে না এবং স্বরূপে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া কখন একও হইতে পারে না। আধুনিক বেদান্তীদিগের দৃষ্টি একচক্ষু দৃষ্টির ন্যায় কেবল অন্বয়ের দিকে পড়িয়া এবং ব্যতিরেকে ভাব ত্যাগ করিয়া বিরুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। এমন কোনই দ্রব্য নাই যাহার সগুণতা, নির্গুণতা, অন্বয়, ব্যতিরেকে, সাধর্ম্য, বৈধর্ম্য এবং বিশেষণভাব নাই। (প্রশ্ন) পরমেশ্বর সগুণ অথবা নির্গুণ। (উত্তর) পরমাত্মা উভয়রূপে প্রকাশ হন অর্থাৎ সগুণ ও নির্গুণ উভয় প্রকারে প্রকাশিত হয়েন। (প্রশ্ন) আচ্ছা একখাপে যেমন দুই তরবারি থাকিতে পারে না, তদ্রূপ এক পদার্থে সগুণতা এবং নির্গুণতা একত্রে কিরূপে থাকিতে পারে? (উত্তর) যেমন জড়ের গুণ রূপাদি এবং চেতনের জ্ঞানাদি গুণ নাই, তদ্রূপ চেতনের ইচ্ছাদিগুণ এবং উহাতে জড়ের রূপাদি গুণ নাই; এইজন্য "যদ্গুণৈঃ সহ বর্ত্তমানং তৎ সগুণম্","গুণেভ্যো যন্নির্গতং পৃথগ্ভূতং তন্নির্গুণম্", যাহা গুণের সহিত বর্ত্তমান উহাকে সগুণ এবং যাহা গুণরহিত উহাকে নির্গুণ কহে। নিজ নিজ স্বাভাবিক গুণের সহিত যুক্ত হওয়াতে এবং অপর বিরোধীয় গুণ রহিত হওয়াতে সকল পদার্থেরই সগুণতা এবং নির্গুণতা অথবা কেবল সগুণতা হইয়া থাকে, কিন্তু একেই সগুণতা এবং নির্গুণতা সর্ব্বদা থাকে। তদ্রূপ পরমেশ্বর আপনার অনন্ত জ্ঞান ও বলাদি গুণ বশতঃ সগুণ এবং জড়ের রূপাদি ও জীবের দ্বেষাদি গুণ হইতে পৃথক্ বলিয়া নির্গুণ কথিত হয়েন। (প্রশ্ন) সংসারে নিরাকারকে নির্গুণ এবং সাকারকে সগুণ কহিয়া থাকে অর্থাৎ যখন পরমেশ্বর জন্মগ্রহণ করেন না তখন নির্গুণ এবং যখন অবতার গ্রহণ করেন তখন তাঁহাকে সগুণ কহা যায়। (উত্তর) অজ্ঞানী এবং অবিদ্বান্দিগেরই কেবল এইরূপ কল্পনা হইয়া থাকে। যাহার বিদ্যা নাই সে পশুর সমান। সে যথায় তথায় দর্প করিয়া থাকে। সন্নিপাত জ্বরযুক্ত মনুষ্য যেরূপ নিরর্থক প্রলাপ করে তদ্রূপ, অবিদ্বানের কথিত বাক্য ব্যর্থ বুঝিতে হইবে। (প্রশ্ন) পরমেশ্বর রাগী অথবা বিরক্ত? (উত্তর) তিনি দুইই নহেন। কারণ স্বভিন্ন উত্তম পদার্থেই অনুরাগ হইয়া থাকে। পরমেশ্বর হইতে পৃথক্ এবং উত্তম কোন পদার্থই নাই; সুতরাং রাগ তাঁহাতে সম্ভবে না। প্রাপ্ত বস্তুর ত্যাগেচ্ছার নাম বিরক্তি ঈশ্বর ব্যাপক বলিয়া কোন পদার্থ ত্যাগ করিতে পারেন না সুতরাং, তিনি বিরক্ত নহেন। (প্রশ্ন) ঈশ্বরের ইচ্ছা আছে বা নাই? (উত্তর) এরূপ ইচ্ছা

নাই। কারণ ইচ্ছাও সেই বস্তুর জন্য হয় যাহা, অপ্রাপ্ত ও উত্তম এবং যাহার প্রাপ্তি হেতু সুখ বিশেষ হয়। ঈশ্বরের সম্বন্ধে এরূপ সম্ভব হইলে, তাঁহার ইচ্ছা হইতে পারিত। কিন্তু তাঁহার কোন পদার্থ অপ্রাপ্ত নাই, কোন পদার্থ তদপেক্ষা উত্তম নাই এবং তাঁহার পূর্ণ সুখী হইবার অভিলাষও নাই। সুতরাং ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্ভবে না। কিন্তু তাঁহার ঈক্ষণ (অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার বিদ্যাদর্শন এবং সৃষ্টিবিধান) আছে। সজ্জনগণ এইরূপ সংক্ষিপ্ত বিষয় হইতে বহু বিস্তার করিয়া লইবেন।

এস্থলে সংক্ষেপে ঈশ্বরের বিষয় লিখিয়া বেদ বিষয় লিখিত হইতেছে ;—

**যস্মাদৃচো অপাতক্ষন্ যজুর্যস্মাদপাকষন্। সামানি যস্য লোমান্যথর্ব্বাঙ্গিরসো মুখম্। স্কম্ভন্তং ব্রূহি কতমঃ স্বিদেব সঃ। অথর্ব্ব। কাং ১০। প্রপাঃ ২৩। অনুঃ ৪। মং ২০॥**

যে পরমাত্মা হইতে ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ এবং অথর্ব্ববেদ প্রকাশিত হইয়াছে তিনি কোন দেবতা? ইহার (উত্তর) যে যিনি সকল পদার্থ উৎপন্ন করিয়া ধারণ করিতেছেন তিনিই পরমাত্মা।

**স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ। যজুঃ। অঃ ৪০। মঃ ৮।**

যিনি স্বয়ম্ভূ, সর্ব্বব্যাপক, শুদ্ধ, সনাতন এবং নিরাকার পরমেশ্বর, তিনি সনাতন জীবরূপ প্রজাদিগের কল্যাণার্থ বেদ দ্বারা যথারীতি সমস্ত বিদ্যার উপদেশ করেন। (প্রশ্ন) আপনি পরমেশ্বরকে নিরাকার অথবা সাকার স্বীকার করেন? (উত্তর) নিরাকার মনে করি। (প্রশ্ন) যদি নিরাকার হইলেন তবে মুখের বর্ণোচ্চারণ ব্যতিরেকে কিরূপে বেদবিদ্যার উপদেশ করিতে পারিয়াছিলেন? কারণ বর্ণাদি উচ্চারণ করিতে তাল্বাদি স্থানের এবং জিহ্বার প্রযত্ন অবশ্য হওয়া আবশ্যক। (উত্তর) পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ এবং সর্ব্বব্যাপক বলিয়া জীবদিগের উপর আপনার ব্যাপ্তিবশতঃ তাঁহার বেদবিদ্যার উপদেশ করিতে মুখাদির কোন অপেক্ষা থাকে না। কারণ মুখ ও জিহ্বা দ্বারা বর্ণোচ্চারণ কেবল আত্ম ভিন্ন অপরের বোধ জন্য কৃত হয় এবং নিজ জন্য কিছুমাত্র নহে। কারণ মুখ ও জিহ্বার ব্যাপার ব্যতিরেকেও মনে অনেক ব্যবহারের বিচার এবং শব্দোচ্চারণ হইয়া থাকে। কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া দেখিতে পাইবে যে শ্রবণ ব্যতিরেকেও মুখ, জিহ্বা এবং তাল্বাদি স্থানে কিরূপ কিরূপ শব্দ হইতেছে। এইরূপে অন্তর্যামীরূপ হইতে জীবদিগের উপদেশ হইয়াছে;

কেবল অপরকে বুঝাইবার কারণ উচ্চারণের আবশ্যকতা হয়। পরমেশ্বর নিরাকার এবং সর্ব্বব্যাপক হওয়াতে জীবস্থ স্বরূপ দ্বারা জীবাত্মায় স্বীয় অখিল বেদ বিদ্যার উপদেশ করিয়াছেন। পুনরায় উক্ত মনুষ্য অপরকে বুঝাইবার জন্য মুখদ্বারা উচ্চারণ করতঃ অপরকে শ্রবণ করায়। এইজন্য ইহাতে ঈশ্বরের দোষ আসিতে পারে না। ( প্রশ্ন ) পরমাত্মা কাহার আত্মায় বেদপ্রকাশ করিয়াছেন? ( উত্তর ):—

অগ্নেঋ্‌র্গ্‌বেদো বায়োর্যজুর্ব্বেদঃ সূর্য্যাৎ সামবেদঃ। শতঃ। ১১॥৪।২।৩॥

প্রথমে সৃষ্টির আদিতে পরমেশ্বর অগ্নি, বায়ু, আদিত্য এবং অঙ্গিরা এই কয় ঋষির আত্মায় এক এক বেদ প্রকাশ করিয়াছেন। ( প্রশ্ন ):—

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ॥ শ্বেতাশ্বঃ। অঃ ৬। মঃ ১৮॥

ইহা উপনিষদের বচন। এই বচনে কথিত হইতেছে যে ব্রহ্মার হৃদয়ে ভগবান বেদের উপদেশ করিয়াছেন; তবে কেন পুনরায় অগ্ন্যাদি ঋষির আত্মায় কহিতেছেন? ( উত্তর ) অগ্নি আদি দ্বারা ব্রহ্মার আত্মায় ( বেদ ) স্থাপিত করা হইয়াছিল। দেখ মনুতে কি লিখিত আছে।

অগ্নিবায়ুরবিভ্যস্তু ত্রয়ং ব্রহ্ম সনাতনম্।
দুদোহ যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থমৃগ্‌যজুঃসামলক্ষণম্॥

মনুঃ ১। ২৩॥

পরমাত্মা আদি সৃষ্টি সময়ে মনুষ্যদিগকে উৎপন্ন করিয়া অগ্নি আদি চারি মহর্ষি দ্বারা ব্রহ্মাকে চারিবেদ প্রাপ্ত করাইয়াছেন এবং উক্ত ব্রহ্মা অগ্নি বায়ু, আদিত্য এবং অঙ্গিরা হইতে ঋক্, যজুঃ, সাম এবং অথর্ব্ব বেদের গ্রহণ করিয়াছেন। (প্রঃ) যেহেতু উক্ত চারিজনকেই বেদপ্রকাশক করিয়াছেন, অন্যকে করেন নাই, সুতরাং তিনি পক্ষপাতী হইয়াছেন। ( উত্তর ) এই চারিজনই সমস্ত জীব অপেক্ষা অধিক পবিত্রাত্মা ছিলেন, অন্য কেহ উহাদিগের সদৃশ ছিলেন না, এইজন্য উহাদিগকেই পবিত্র বিদ্যার প্রকাশক করিয়াছেন। ( প্রঃ ) কোন দেশের ভাষায় বেদ প্রকাশ না করিয়া কেন সংস্কৃত ভাষায় করিয়াছেন? ( উত্তর ) কোন দেশভাষাতে প্রকাশ করিলে ঈশ্বর পক্ষপাতী হইতেন। কারণ যে দেশের ভাষাতে প্রকাশ করিতেন তদ্দেশীয়দিগের পক্ষে বেদের অধ্যয়ন এবং অধ্যাপন বিষয়ে সুগমতা এবং বিদেশীয়ের পক্ষে কঠিনতা হইত। এইজন্য সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা কোন দেশের ভাষা নহে এবং

বেদভাষা অন্য সমস্ত ভাষার কারণ বলিয়া উহাতেই বেদ প্রকাশ করিয়াছেন। যেরূপ ঈশ্বরের পৃথিবী আদি সৃষ্টি, সকল দেশ এবং সকল দেশবাসীর জন্য এক এবং সমস্ত শিল্পবিদ্যার কারণ তদ্রূপ, পরমেশ্বরের বিদ্যার ভাষাও এক হওয়া উচিত। কারণ সমস্ত দেশ এবং দেশবাসীর পক্ষে তুল্য পরিশ্রম হওয়াতে ঈশ্বর পক্ষপাতী হয়েন না, এবং এই ভাষা অন্য সকল ভাষার কারণ (মূল) হইয়াছে। (প্রশ্ন) বেদ ঈশ্বরের কৃত, অন্যের কৃত নহে এবিষয়ে প্রমাণ কি? (উত্তর) পরমেশ্বর যেরূপ পবিত্র সর্ব্ববিদ্যাবিৎ, শুদ্ধ গুণকর্ম্মস্বভাবযুক্ত, ন্যায়কারী এবং দয়াদিগুণবিশিষ্ট। যে পুস্তকে তদ্রূপ ঈশ্বরের গুণকর্ম্ম ও স্বভাবের অনুকূল কথন আছে, উহা ঈশ্বরকৃত, অন্যকৃত নহে। যাহাতে সৃষ্টিক্রম প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ আপ্ত ও পবিত্রাত্মাদিগের ব্যবহারের বিরুদ্ধ কথন নাই, তাহা ঈশ্বরোক্ত। ঈশ্বরের জ্ঞান যেরূপ নির্ভ্রম, যে পুস্তকে সেইরূপ ভ্রান্তিরহিত জ্ঞানের প্রতিপাদন আছে উহা, ঈশ্বরোক্ত। পরমেশ্বর যেরূপ এবং তাঁহার সৃষ্টিক্রম যেরূপে রক্ষিত হইয়াছে, তদ্রূপ ঈশ্বর, সৃষ্টিক্রম, কারণ এবং জীবের প্রতিপাদন যে পুস্তকে থাকিবে তাহা পরমেশ্বরোক্ত পুস্তক হইয়া থাকে। বেদ যেরূপ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ বিষয়ের এবং শুদ্ধাত্মার স্বভাবের অবিরুদ্ধ, বাইবল, কোরাণাদি অন্য পুস্তক তদ্রূপ নহে। ত্রয়োদশ এবং চতুর্দ্দশ সমুল্লাসে বাইবেল এবং কোরাণ প্রকরণে ইহার স্পষ্ট ব্যাখ্যা করা যাইবে। (প্রশ্ন) বেদ ঈশ্বর হইতে প্রকাশিত হইবার কোন প্রয়োজন নাই, কারণ মনুষ্যগণ ক্রমশঃ জ্ঞানের বৃদ্ধি করতঃ পুস্তক রচনা করিয়া লইতে পারে। (উত্তর) না, কখনই রচনা করিতে পারে না, যেহেতু কারণ বিনা কার্য্যোৎপত্তি হওয়া অসম্ভব। যেরূপ বন্য-মনুষ্য সৃষ্টি দেখিয়া বিদ্বান্ হয় না পরন্তু কোন শিক্ষক পাইলেই বিদ্বান্ হয় তদ্রূপ এক্ষণেও পাঠ ব্যতিরেকে কেহ বিদ্বান্ হইতে পারে না। এইরূপে উক্ত আদি সৃষ্টি সময়ে পরমাত্মা যদি ঋষিদিগকে বেদবিদ্যা অধ্যাপন না করিতেন এবং ইহাঁরা যদি অন্যকে অধ্যাপন না করাইতেন তাহা হইলে, সকল লোক অবিদ্বান্ থাকিয়া যাইত। যেমন কোন বালককে জন্ম হইতে নির্জ্জন স্থানে, অথবা অবিদ্বান্‌দিগের বা পশুদিগের সঙ্গে রাখিলে সে তাহার সঙ্গীর অনুরূপ হইয়া থাকে। বন্য "ভীল" আদি মানব ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ। যতদিন আর্য্যাবর্ত্ত দেশ হইতে শিক্ষা বিস্তৃত হয় নাই ততদিন মিসর, গ্রীস ও ইয়ুরোপ আদি দেশস্থ মনুষ্যদিগের কোন বিদ্যা লাভ হয় নাই এবং ইয়ুরোপ হইতে কলম্বস্ আদি পুরুষ যতদিন পর্য্যন্ত আমেরিকায় যায় নাই ততদিন পর্য্যন্ত, সহস্র, লক্ষ অথবা কোটিবর্ষ হইতে তদ্দেশস্থগণ মূর্খ অর্থাৎ বিদ্যাহীন ছিল। পুনরায় শিক্ষা পাওয়াতে বিদ্বান্ হইয়াছে। এইরূপে পরমাত্মা হইতে সৃষ্টির আদি সময়ে বিদ্যাশিক্ষা প্রাপ্তি হওয়াতে উত্তরোত্তর (লোকে) বিদ্বান্ হইয়া আসিতেছে।

স এষ পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ ॥ যোগসূঃ সমাধিপাদে সূঃ ২৬ ॥

বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ আমরা অধ্যাপকদিগের নিকট পাঠ করিয়া বিদ্বান্ হইয়া থাকি, পরমেশ্বরও সেইরূপ সৃষ্টির আরম্ভে উৎপন্ন অগ্নি আদি ঋষিদিগের গুরু অর্থাৎ অধ্যাপনকর্ত্তা হইয়াছিলেন। কারণ জীব যেরূপ সুষুপ্তি এবং প্রলয়কালে জ্ঞান-রহিত হইয়া যায় পরমেশ্বর তদ্রূপ হয়েন না। তাঁহার জ্ঞান নিত্য বলিয়া. ইহা নিশ্চিৎ জানিতে হইবে যে, নিমিত্ত ব্যতিরেকে কখন নৈমিত্তিক অর্থ সিদ্ধ হয় না। (প্রশ্ন) বেদ সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু অগ্নি আদি ঋষিগণ উক্ত ভাষা জানিতেন না। তবে বেদের অর্থ তাঁহারা কিরূপে জানিলেন? (উত্তর) পরমেশ্বর জানাইয়াছেন। এবং ধর্ম্মাত্মা ঋষিগণ যখন যখন যে যে অর্থ জানিবার ইচ্ছা করতঃ ধ্যানাবস্থিত হইয়া পরমেশ্বরের স্বরূপে সমাধিস্থ হইয়াছেন, তখন তখন পরমেশ্বর অভীষ্ট মন্ত্রের অর্থ বিদিত করিয়াছিলেন; যখন অনেকের আত্মায় বেদপ্রকাশ হইল তখন, ঋষি ও মুনিগণ উহার অর্থ প্রকাশ করিয়া এবং ঋষি ও মুনিদিগের ইতিহাস লিখিয়া যে সকল পুস্তক রচনা করিয়াছেন; তাহার নাম ব্রাহ্মণ। ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদের ব্যাখ্যান গ্রন্থ বলিয়া উহার নাম ব্রাহ্মণ হইয়াছে।

ঋষয়ো (মন্ত্রদৃষ্টয়ঃ) মন্ত্রান্ সম্প্রাদুঃ ॥ নিরু ১।২০ ॥

যে যে ঋষির প্রথমে যে যে মন্ত্রার্থের দর্শন হইয়াছে, পূর্ব্বে কেহ উক্ত মন্ত্রার্থ প্রকাশিত করেন নাই এবং অন্য কাহাকেও অধ্যাপন করান নাই বলিয়া অদ্যাবধি তত্তৎ মন্ত্রের সহিত তত্তৎ ঋষির নাম স্মরণার্থ লিখিত হইয়া আসিতেছে। যদি কেহ ঋষিদিগকে মন্ত্রকর্ত্তা বলেন তাহা হইলে, তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বুঝিতে হইবে, কারণ তাঁহারা মন্ত্রের অর্থ-প্রকাশক মাত্র (মন্ত্রকর্ত্তা নহেন)। (প্রশ্ন) কোন্ গ্রন্থের নাম বেদ? (উত্তর) ঋক্, যজু, সাম এবং অথর্ব্ব বেদের মন্ত্রসংহিতার নাম বেদ অন্যের নাম নহে। (প্রশ্ন):—

মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্ব্বেদনামধেয়ম্ ॥

ইত্যাদি কাত্যায়নাদিকৃত প্রতিজ্ঞা সূত্রাদির কি অর্থ করিবেন? (উত্তর) দেখ সংহিতা পুস্তকের আরম্ভে এবং অধ্যায় সমাপ্তিতে "বেদ" এই সনাতন শব্দ লিখিত হইয়া আসিতেছে; এবং ব্রাহ্মণ পুস্তকের আরম্ভে অথবা অধ্যায় সমাপ্তিতে কুত্রাপি তাহা লিখিত নাই। তথাচ নিরুক্তে:—

**ইত্যপি নিগমো ভবতি। ইতি ব্রাহ্মণম্। নিঃ অঃ ।৫। খং ৩।৪।**

**ছন্দো ব্রাহ্মণানি চ তদ্বিষয়াণি॥ অষ্টাঃ ৪।২।৬৬॥**

এই পানিনীয় সূত্র দ্বারাও স্পষ্ট বিদিত হওয়া যায় যে বেদ মন্ত্রভাগ, এবং ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা-ভাগ। এবিষয়ে বিশেষ দেখিবার ইচ্ছা হইলে মৎ রচিত "ঋগ্বেদাদি ভাষ্যভূমিকায়" দেখিতে হইবে। তৎস্থলে অনেকরূপে প্রমাণের বিরুদ্ধ হওয়াতে কাত্যায়নের বচন সিদ্ধ বা প্রমাণ হইতে পারে না এইরূপ সিদ্ধ করা হইয়াছে। কারণ উহা মানিলে বেদ কখন সনাতন হইতে পারে না; যেহেতু ব্রাহ্মণ পুস্তকে অনেক ঋষি মহর্ষি এবং রাজাদিগের ইতিহাস লিখিত আছে। যাহার ইতিহাস তাহার জন্মের পশ্চাৎ উহা লিখিত হইয়া থাকে; সুতরাং, তদ্‌গ্রন্থও তাহার জন্মের পশ্চাৎ রচিত হয়। বেদে কাহারও ইতিহাস নাই; কিন্তু উহাতে যে যে শব্দ দ্বারা বিশেষ বিদ্যা বোধ হয়, তত্তৎ শব্দেরই প্রয়োগ করা হইয়াছে। বেদে কোন মনুষ্যের সংজ্ঞা বা বিশেষ কথার প্রসঙ্গ নাই। (প্রশ্ন) বেদের কত শাখা আছে? (উত্তর) একহাজার একশত সপ্তবিংশতি। (প্রশ্ন) শাখা কাহাকে কহে? (উত্তর) ব্যাখ্যানকে শাখা কহে। (প্রশ্ন) সংসারে বিদ্বান্‌গণ বেদের অবয়বভূত বিভাগকে শাখা মনে করেন। (উত্তর) সামান্য বিচার করিয়া দেখ। (কারণ) বেদের যাবতীয় শাখা আছে তাহা আশ্বলায়নাদি ঋষিদিগের নামে প্রসিদ্ধ এবং মন্ত্রসংহিতা পরমেশ্বরের নামে প্রসিদ্ধ। চারিবেদ যেরূপ পরমেশ্বরকৃত স্বীকার করা হয়, তদ্রূপ আশ্বলায়ন আদি শাখা সকল তত্তৎ ঋষিকৃত স্বীকার করিতে হয় এবং সকল শাখাতে মন্ত্রসকল প্রতীকভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যেমন তৈত্তিরীয় শাখায় "ইষেত্বোর্জ্জেত্বেতি" ইত্যাদি প্রতীকভাবে ধরিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, কিন্তু বেদসংহিতাতে কোন মন্ত্র প্রতীকভাবে ধৃত হয় নাই। এইজন্য পরমেশ্বর কৃত চারিবেদ মূল বৃক্ষ এবং আশ্বলায়নী আদি সমস্ত শাখা। উহা ঋষি ও মুনিকৃত, পরমেশ্বর কৃত নহে। এই বিষয়ে বিশেষ ব্যাখ্যা দেখিতে ইচ্ছা হইলে "ঋগ্বেদাদিভাষ্য ভূমিকায়" দেখিবেন। মাতা ও পিতা যেরূপ আপনার সন্তানদিগের উপর কৃপাদৃষ্টি করতঃ উহাদিগের উন্নতি অভিলাস করেন, তদ্রূপ পরমেশ্বর সকল মনুষ্যের উপর কৃপা করিয়া বেদ প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহা হইতে মনুষ্যগণ অবিদ্যান্ধকার ও ভ্রমজাল পরিহার করতঃ বিদ্যা ও বিজ্ঞান রূপ সূর্য্য প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় আনন্দে অবস্থান করিবে এবং বিদ্যা ও সুখের বৃদ্ধি করিতে থাকিবে (প্রশ্ন) বেদ নিত্য অথবা অনিত্য? (উত্তর) নিত্য। কারণ পরমেশ্বর নিত্য বলিয়া তাঁহার জ্ঞানাদি গুণও নিত্য। যাহা নিত্য পদার্থ তাহার গুণ, কর্ম্ম ও স্বভাবও নিত্য; ও অনিত্য গুণ কর্ম্মাদি অনিত্য

হইয়া থাকে। (প্রশ্ন) তবে কি পুস্তকও নিত্য? (উত্তর) না, কারণ পুস্তক পত্রে এবং মসীতে প্রস্তুত হয়; উহা কিরূপে নিত্য হইতে পারে? কিন্তু যে শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ আছে, উহা নিত্য। (প্রশ্ন) ইহাও হইতে পারে যে ঈশ্বর উক্ত ঋষি-দিগকে জ্ঞান দিয়া থাকিবেন এবং তাহারা উক্ত জ্ঞান হইতে বেদ রচনা করিয়া লইয়াছেন। (উত্তর) জ্ঞেয় ব্যতিরেকে জ্ঞান হইতে পারে না। গায়ত্র্যাদি ছন্দ ষড়্জাদি ও উদাত্তানুদাত্তাদি স্বরের জ্ঞান পূর্ব্বক গায়ত্র্যাদি ছন্দের রচনা করিতে সর্ব্বজ্ঞ ব্যতিরেকে অন্য কাহারও সামর্থ্য নাই; কেহই এই প্রকার সর্ব্বজ্ঞানযুক্ত শাস্ত্র রচনা করিতে পারে না। অবশ্য, বেদপাঠের পর ঋষি ও মুণিগণ ব্যাকরণ, নিরুক্ত এবং ছন্দ আদি গ্রন্থ বিদ্যাপ্রকাশার্থ রচনা করিয়াছেন। পরমাত্মা বেদ প্রকাশ না করিলে, কেহই কিছু রচনা করিতে পারিত না। এই জন্য বেদ পরমেশ্বরোক্ত। ইহারই অনুসারে সকলের চলা উচিত। যদি কেহ কাহাকে জিজ্ঞাসা করে যে, "তোমার মত কি?" তাহা হইলে সে উত্তর দিবে যে "আমার মত বেদ" অর্থাৎ বেদে যাহা কিছু কথিত আছে উহাই আমি স্বীকার করি। ইহার পরে সৃষ্টি বিষয় লিখিত হইবে। এস্থলে সংক্ষেপে ঈশ্বর এবং বেদ বিষয়ের ব্যাখ্যা লিখিত হইল।

## ইতি শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামিকৃতে সত্যার্থ প্রকাশে সুভাষাবিভূষিতে ঈশ্বরবেদবিষয়ে সপ্তমঃ সমুল্লাসঃ সম্পূর্ণঃ ॥৭॥

## অথাষ্টম সমুল্লাসারম্ভঃ ।

অথ সৃষ্ট্যুৎপত্তিস্থিতিপ্রলয়বিষয়ান্ ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥

এক্ষণে সৃষ্টির উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয়বিষয় কথিত হইবে।

ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন ।
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমনৃৎসো অঙ্গ বেদ যদি বা
ন বেদ ॥ ১ ॥

তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রেপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা
ইদম্ ।
তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মহিনা জায়তৈকম্
॥ ২ ॥ ঋঃ । মঃ ১০ । সূ ১২৯ । মং ৭ । ৩ ॥

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্যজাতঃ পতিরেক অসীৎ ।
স দাধার পথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা
বিধেম ॥ ৩ ॥ ঋঃ । মঃ । ১০ । সূঃ ১২১ । মঃ ১ ॥

পুরুষ এবেদঙ সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চভাব্যম্ ।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি । ৪ ॥
যজুঃ অঃ ৩১ । মঃ ২ ॥

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি ।
যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম ॥ ৫ ॥
তৈত্তিরীয়োপনিঃ ভৃগুবল্লীঃ অনুঃ ১ ।

হে ( অঙ্গ ) মনুষ্য ! যাঁহা হইতে বিবিধ সৃষ্টি প্রকাশিত হইয়াছে, যিনি ধারণ এবং প্রলয় করেন, যিনি এই জগতের স্বামী, যিনি ব্যাপক বলিয়া যাঁহাতে এই সমস্ত জগৎ উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয় প্রাপ্ত হয়, সেই পরমাত্মা এবং তাঁহাকে তুমি জান এবং

অপরকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিও না ॥ ১ ॥ এই সৃষ্টির পূর্ব্বে এই সমস্ত জগৎ অন্ধকারাবৃত রাত্রিকারূপে অবিজ্ঞেয় আকাশবৎ এবং তুচ্ছ ভাবে অর্থাৎ অনন্ত পরমেশ্বরের সম্মুখে একদেশস্থ হইয়া আচ্ছাদিত ছিল। পশ্চাতে পরমেশ্বর আপনার সামর্থ্য দ্বারা কারণরূপ হইতে কার্য্যরূপ করিয়াছেন ॥ ২ ॥ হে মনুষ্যগণ! যিনি সমস্ত সূর্য্যাদি তেজস্বী পদার্থের আধার, যিনি ভূত এবং ভবিষ্যৎ জগতের এক অদ্বিতীয় পতি, যিনি জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন এবং যিনি এই পৃথিবী হইতে সূর্য্যালোক পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ উৎপন্ন করিয়াছেন সেই পরমাত্মা দেবকে প্রেমপূর্ব্বক ভক্তি প্রদর্শন কর ॥ ৩ ॥ হে মনুষ্যগণ! যিনি সর্ব্ববিষয়ে পূর্ণপুরুষ, যিনি নাশরহিত কারণ, যিনি স্বামী এবং যিনি জীবের স্বামী এবং যিনি পৃথিব্যাদি জড় হইতে এবং জীব হইতে অতিরিক্ত সেই পুরুষই, এই সকল ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান জগৎ রচনা করিয়াছেন ॥ ৪ ॥ যে পরমাত্মার রচনাবশতঃ এই সমস্ত পৃথিব্যাদি ভূত ও জীব উৎপন্ন হইতেছে এবং যাঁহাতে প্রলয় প্রাপ্ত হয় তিনিই ব্রহ্ম, তাঁহাকেই জানিবার ইচ্ছা কর ॥ ৫ ॥

**জন্মাদস্য যতঃ ॥ শারীরিক সূঃ অঃ ১। পাঃ ১। সূঃ ২ ॥**

যাঁহা হইতে এই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয় হয় সেই ব্রহ্মই জানিবার যোগ্য। (প্রশ্ন) এই জগৎ পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বা অন্য হইতে? (উত্তর) নিমিত্ত কারণ স্বরূপ পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, পরন্তু ইহার উপাদান কারণ প্রকৃতি। (প্রশ্ন) পরমেশ্বর কি প্রকৃতিকে উৎপন্ন করেন নাই? (উত্তর) না উহা অনাদি। (প্রশ্ন) অনাদি কাহাকে বলে ও কতপ্রকার পদার্থ অনাদি? (উত্তর) ঈশ্বর, জীব, এবং জগতের উপাদান কারণ এই তিন পদার্থ অনাদি। (প্রশ্ন) ইহার প্রমাণ? (উত্তর):—

**দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।**
**তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি ॥১**

**ঋঃ মঃ ১। সূঃ ১৬৪। মঃ ২০ ॥**

**শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥ ২ ॥ যজুঃ অঃ ৪০। মঃ ৮ ॥**

(দ্বা) ব্রহ্ম এবং জীব এই উভয় (সুপর্ণা) চেতনতা এবং পালনাদি গুণ বশতঃ সদৃশ, (সযুজা) ব্যাপ্য ব্যাপকভাব হইতে সংযুক্ত এবং (সখায়া) পরস্পর মিত্রতাযুক্ত হইয়া যেরূপ সনাতন ও অনাদি, এবং (সমানম্) তদ্রূপ (বৃক্ষম্) অনাদি মূলরূপ কারণ এবং শাখারূপ কার্য্যযুক্ত বৃক্ষ অর্থাৎ যাহা স্থূল হইয়া পুনঃ প্রলয় কালে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, তাহাও অনাদি তৃতীয় পদার্থ। এই তিনের গুণ, কর্ম্ম এবং স্বভাবও

অনাদি। জীব ও ব্রহ্ম এই উভয়ের মধ্যে জীব এই বৃক্ষরূপ সংসারে পাপপুণ্যরূপ ফল (স্বাদ্বত্তি) উত্তমরূপে ভোগ করে এবং দ্বিতীয় পরমাত্মা কর্ম্মফল (অনশ্নন্) ভোগ না করিয়া চারিদিকে অর্থাৎ ভিতরে বাহিরে এবং সর্ব্বত্র প্রকাশমান হইয়া আছেন। জীব হইতে ঈশ্বর ও ঈশ্বর হইতে জীব এবং উভয় হইতে প্রকৃতি ভিন্ন স্বরূপ এবং এই তিনই অনাদি ॥ ১ ॥ (শাশ্বতীঃ) অর্থাৎ অনাদি সনাতন জীবরূপ প্রজাদিগের জন্য বেদদ্বারা সমস্ত বিদ্যার পরমাত্মা বোধ করিয়াছেন ॥ ২ ॥

**অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ**
**সৃজমানাং স্বরূপাঃ।**
**অজোহ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং**
**ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ ॥**
**শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি। অঃ ৪। মঃ ৫।**

প্রকৃতি, জীব এবং পরমাত্মা এই তিনই "অজ" অর্থাৎ ইহাদিগের কখন জন্ম হয় না এবং ইহারা কখন জন্মগ্রহণ করে না। অর্থাৎ এই তিনই সমস্ত জগতের কারণ এবং ইহাদিগের কোন কারণ নাই। অনাদি জীব এই অনাদি প্রকৃতির ভোগ করতঃ আসক্ত হয়, কিন্তু উক্ত পরমাত্মা ইহার ভোগ ও করেন না এবং ইহাতে আসক্তও হয়েন না। ঈশ্বর এবং জীবের ঈশ্বর বিষয়ে লক্ষণ ইতঃপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। এক্ষণে প্রকৃতির লক্ষণ লিখিত হইতেছে :—

**সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ, প্রকৃতের্মহান্ মহতোঽহঙ্কারোঽহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণ্যুভয়মিন্দ্রিয়ং পঞ্চতন্মাত্রেভ্যঃ স্থূলভূতানি পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতির্গণঃ ॥**
**সাঙ্খ্য সূঃ ॥ অঃ ১। সূঃ ৬১ ॥**

(সত্ব) শুদ্ধ (রজঃ) মধ্য (তমঃ) জাড্য অর্থাৎ জড়তা এই তিন বস্তু মিলিত হইয়া যে সংঘাত হয় উহার, নাম প্রকৃতি। উহা হইতে মহত্তত্ত্ব বুদ্ধি, তাহা হইতে অহঙ্কার, তাহা হইতে পঞ্চতন্মাত্র সূক্ষ্মভূত, দশেন্দ্রিয় এবং একাদশ মন, পঞ্চতন্মাত্র হইতে পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব উৎপন্ন হইয়াছে এবং পঞ্চবিংশতিতম তত্ত্ব পুরুষ অর্থাৎ জীব এবং পরমেশ্বর। ইহার মধ্যে প্রকৃতি অবিকারিণী। মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার এবং পঞ্চ সূক্ষ্মভূত ইহারা প্রকৃতির কার্য্য এবং ইন্দ্রিয়গণের, মনের ও স্থূলভূতের কারণ। পুরুষ কাহার প্রকৃতি, উপাদান কারণ অথবা কার্য্য নহে। (প্রশ্ন)-

সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ ॥১॥ ছান্দোঃ প্রঃ ৬। খঃ ২।
অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ ॥২॥ তৈত্তিরীয়োপনিঃ ব্রহ্মানন্দবঃ।
অনুঃ ৭ ॥
আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ ॥৩॥ বৃহঃ। আঃ ১। ব্রঃ ৪। মঃ ১॥
ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ ॥৪॥ শতঃ ১১। ১। ১১। ১॥

হে শ্বেতকেতো! সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ সৎ (১) অসৎ (২) আত্মা (৩) এবং ব্রহ্মরূপ (৪) ছিল। পশ্চাৎ :—

তদৈক্ষত বহুঃ স্যাং প্রজায়েয়েতি।
সোঽকাময়ত বহুঃ স্যাং প্রজায়েয়েতি॥
তৈত্তিরীয়োপনিঃ। ব্রহ্মনন্দাবল্লী। অনুঃ ৬॥

উক্ত পরমাত্মা আপনার ইচ্ছা বশতঃ বহুরূপ হইয়াছেন।

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন॥

ইহাও উপনিষদের বচন। এই যে সমস্ত জগৎ আছে উহা নিশ্চিতরূপে ব্রহ্ম। উহাতে দ্বিতীয় নানাপ্রকারের কোন পদার্থ নাই, পরন্তু উহা সমস্তই ব্রহ্ম। (উত্তর) কেন এই সকল বচনের অনর্থ করিতেছ? কারণ উক্ত উপনিষদ্ সকলে লিখিত আছে যে:—

এবমেব খলু সৌম্যান্নেন শুঙ্গেনাপো মূলমন্বিচ্ছাদ্ভিঃ সৌম্য শুঙ্গেন তেজোমূলমন্বিচ্ছ তেজসা সোম্য শুঙ্গেন সন্মূলমন্বিচ্ছ সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ॥ ছান্দোঃ প্রঃ ৬। খঃ ৮। মঃ ৪॥

হে শ্বেতকেতো! তুমি অন্নরূপ পৃথিবী কার্য্য হইতে জলরূপ মূলকারণ জানিবে। জল হইতে তেজোরূপ মূল এবং তেজোরূপ কার্য্য হইতে সদ্রূপ কারণ প্রকৃতিকে জানিবে। উক্ত সত্যস্বরূপ প্রকৃতি সমস্ত জগতের মূলগৃহ এবং স্থিতির স্থান। এই সমস্ত সৃষ্টির পূর্ব্বে অসতের সদৃশ হইয়া জীবাত্মা, ব্রহ্ম এবং প্রকৃতিতে লীন থাকিয়া বর্ত্তমান ছিল ইহার অভাব ছিল না। (সর্ব্বংখলু) ইত্যাদি বচন সেইরূপ, যেমন ভানুমতীর খেলায় বলে যে "কোথাথেকে ইট, কোথাথেকে ডেলা ভানুমতী ঘর করে (অদ্ভুত) খেলা" তদ্রূপ উক্ত বচন এক প্রকার ক্রীড়া স্বরূপ, কারণ :—

**সর্ব্বং খল্বিদম্ ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত॥**

**ছান্দোঃ প্রঃ ৩। খঃ ১৪। মঃ ১।**

**"নেহ নানাস্তি কিঞ্চন"।**

**কঠোপনিষদ্। অঃ ২। বল্লীঃ ৪। মঃ ১১॥**

যেরূপ শরীরের অঙ্গ যতক্ষণ শরীরের সহিত একত্রে থাকে ততক্ষণ কার্য্যকর হয় এবং পৃথক হইলে অকর্ম্মণ্য হয় তদ্রূপ, প্রকরণস্থ হইলে বাক্য সার্থক থাকে এবং প্রকরণ হইতে স্বতন্ত্র করিলে অথবা অন্য বাক্যের সহিত সংযুক্ত করিলে তাহা অনর্থক হইয়া যায়। ইহাতে কি অর্থ হইল শ্রবণ কর। হে জীব! তুমি ব্রহ্মের উপাসনা কর, যে ব্রহ্ম জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং জীবন হয়েন এবং যাঁহার নির্ম্মাণ এবং ধারণ বশতঃ জগৎ বিদ্যমান রহিয়াছে অথবা ব্রহ্মের সহচরিত রহিয়াছে, তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া অপরের উপাসনা করিবে না। উক্ত চেতনমাত্র অখণ্ডৈকরস রূপ ব্রহ্ম নানাবস্তুর সমষ্টি নহেন। কিন্তু সমস্ত বস্তু পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পরমেশ্বর রূপ আধারে অবস্থিত। (প্রশ্ন) জগতের কারণ কত প্রকার? (উত্তর) তিন প্রকার। প্রথম নিমিত্ত কারণ, দ্বিতীয় উপাদান কারণ এবং তৃতীয় সাধারণ কারণ। যাহার নির্ম্মাণবশতঃ কোন বস্তু নির্ম্মিত হয়, নির্ম্মাণ না করিলে নির্ম্মিত হয় না এবং স্বয়ং নির্ম্মিত না হইয়া অপরকে প্রকারান্তর করিয়া নির্ম্মাণ করে, তাহাকে নিমিত্তকারণ কহে। যাহা ব্যতিরেকে কিছু নির্ম্মিত হয় না ও যাহা অবস্থান্তররূপ হইয়া নির্ম্মিত হয় এবং বিকৃতও হয়, তাহাকে উপাদান কারণ কহে। যাহা নির্ম্মাণ বিষয়ে সাধন এবং সাধারণ হেতু তাহাকে সাধারণ কারণ কহে। নিমিত্ত কারণ দুই প্রকার হয়। প্রথম কারণ হইতে সকল সৃষ্টির নির্ম্মাণ ধারণ এবং প্রলয়কর্ত্তা ও সকলের ব্যবস্থাকর্ত্তা মুখ্য নিমিত্তকারণ পরমাত্মা। দ্বিতীয় পরমেশ্বরের সৃষ্টি মধ্যে নানা পদার্থ লইয়া নানাবিধ কার্য্যান্তর নির্ম্মাণকর্ত্তা সাধারণ নিমিত্ত কারণ জীব। উপাদান কারণ প্রকৃতি ও পরমাণু। উহাদিগকে সংসার রচনার সামগ্রী কহে। উহা জড় বলিয়া স্বয়ং নির্ম্মিত বা বিকৃত হইতে পারে না, কিন্তু অপরে নির্ম্মাণ করিলে এবং বিকৃত করিলে নির্ম্মিত এবং বিকৃত হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে জড়রূপ নিমিত্ত হইতে জড়ও নির্ম্মিত এবং বিকৃত হয়। যেমন পরমেশ্বরের রচিত বীজ ভূমিতে পতিত হইলে এবং জল পাইলে বৃক্ষাকার হইয়া থাকে, এবং অগ্নি আদি জড়ের সংযোগে বিকৃতও হয়, পরন্তু নিয়মপূর্ব্বক উহাদিগের নির্ম্মিত হওয়া এবং বিকৃত হওয়া পরমেশ্বর এবং জীবের অধীন। যখন কোন বস্তু নির্ম্মিত হয়, তখন যে যে সাধন হইতে নির্ম্মিত হয়, অর্থাৎ জ্ঞান, দর্শন, বল, হস্ত এবং অন্যান্য নানাবিধ সাধন এবং দিক্, কাল, আকাশ, এইগুলি সাধারণ কারণ। যেমন ঘট নির্ম্মাণ বিষয়ে কুম্ভকার নিমিত্ত

কারণ, মৃত্তিকা উপাদান কারণ এবং দণ্ড চক্র আদি সামান্ত হেতু, দিক্, কাল, আকাশ, প্রকাশ, চক্ষু, হস্ত, জ্ঞান ও ক্রিয়া আদি নিমিত্তসাধারণ এবং নিমিত্তকারণও হইয়া থাকে। এই তিন কারণ ব্যতিরেকে কোন বস্তু নির্ম্মিত অথবা বিকৃত হইতে পারে না। (প্রশ্ন) নবীন বেদন্তী লোক কেবল পরমেশ্বরকেই জগতের অভিন্ন নিমিত্ত ও উপাদান কারণ বলিয়া স্বীকার করেন।

যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ ॥

মুণ্ডকোপনিঃ। মুঃ ১। খঃ ১। মঃ ৭॥

ইহা উপনিষদের বচন। (ঊর্ণনাভ) মাকড়সা যেরূপ বাহির হইতে কোন পদার্থ গ্রহণ করে না, কিন্তু নিজের অবয়ব হইতে তন্তু নির্গত করিয়া জাল নির্ম্মাণ করতঃ স্বয়ংই ক্রীড়া করে তদ্রূপ, ব্রহ্ম আপনা হইতেই জগৎ নির্ম্মাণ করিয়া নিজে জগদাকার হইয়া স্বয়ংই ক্রীড়া করিতেছেন। উক্ত ব্রহ্ম ইচ্ছা এবং কামনা করিলেন যে "আমি বহুরূপ অর্থাৎ জগদাকার হইব," এবং তাদৃশ সংকল্প মাত্র হইতেই সমস্ত জগদ্রূপ রচিত হইল। কারণ :—

আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি তত্তথা ॥

গৌড়পাদীয় কারিকা শ্লোক ৩১॥

ইহা মাণ্ডুক্যোপনিষদের কারিকা। যাহা প্রথমে ছিল না এবং অন্তে থাকিবে না উহা বর্ত্তমানেও নাই। অতএব যখন সৃষ্টির আদিতে জগৎ ছিল না এবং অন্তে যখন সংসার থাকিবে না তখন, বর্ত্তমানে সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময় কেন নহে? (উত্তর) তোমার কথানুসারে যদি ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ হইয়া যায় তাহা হইলে তিনি বিকারী, পরিণামী এবং অবস্থান্তরযুক্ত হইয়া পড়িবেন এবং কার্য্যে উপাদান কারণের গুণ কর্ম্ম এবং স্বভাব আসিয়া পড়িবে।

কারণগুণপূর্ব্বকঃ কার্য্যগুণো দৃষ্টঃ ॥

বৈশেষিকঃ। আঃ ১ সূঃ ২৪ ॥

উপাদান করণের সদৃশ কার্য্যেরও গুণ হইয়া থাকে। তাহা হইলে সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম জগৎকার্য্যরূপ সদৃশ অসৎ, জড় এবং আনন্দরহিত হইয়া যায়। ব্রহ্ম অজ এবং জগৎ উৎপত্তিশীল, ব্রহ্ম অদৃশ্য এবং জগৎ দৃশ্য, ব্রহ্ম অখণ্ড ও জগৎ খণ্ডরূপ। যদি ব্রহ্ম হইতে পৃথিব্যাদি কার্য্য উৎপন্ন হয় তাহা হইলে, পৃথিব্যাদি কার্য্যের জড়াদি গুণ ব্রহ্মেও হইবে অর্থাৎ পৃথিব্যাদি যেরূপ জড় পরমেশ্বরও তদ্রূপ জড় হইয়া পড়িবেন অথবা পরমেশ্বরও যেরূপ চেতন তদ্রূপ পৃথিব্যাদি কার্য্যেরও চেতন হওয়া উচিত। ঊর্ণনাভের

যে দৃষ্টান্ত দিয়াছ, উহারও তোমার মতের সাধক নহে বরং বাধক। উহার জড়রূপ শরীর, তন্তুর উপাদান কারণ, ও জীবাত্মা নিমিত্তকারণ, এবং উহাও পরমাত্মার অদ্ভুত রচনার প্রভাব, কারণ অন্য জন্তুর শরীর হইতে জীব উক্ত তন্তু নির্গত করিতে পারে না। তদ্রূপ ব্যাপক ব্রহ্ম আপনার ভিতর ব্যাপ্য প্রকৃতি এবং পরমাণু কারণ হইতে স্থূল জগৎ নির্ম্মাণ করতঃ বাহিরে স্থূলরূপ করিয়া এবং উহাতে স্বয়ং ব্যাপক থাকিয়া সাক্ষী-ভূত ও আনন্দময় হইয়া রহিয়াছেন। পরমাত্মা ঈক্ষণ অর্থাৎ দর্শন বিচার এবং কামনা করিয়াছিলেন যে আমি সমস্ত জগৎ নির্ম্মাণ করিয়া প্রসিদ্ধ হইব অর্থাৎ সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হইবে, তাহা হইতেই জীবদিগের বিচার, জ্ঞান, ধ্যান, উপদেশ এবং শ্রবণ হওয়াতে পরমেশ্বর প্রসিদ্ধ এবং নানাবিধ স্থূল পদার্থের সহিত বর্ত্তমান হইযা অবস্থিত থাকেন। যখন প্রলয় হয় তখন পরমেশ্বরকে মুক্ত জীব ব্যতিরেকে অন্য কেহ জানিতে পারে না। যে কারিকা উক্ত হইয়াছে: উহা ভ্রমমূলক। কারণ প্রলয়কালে জগৎ প্রসিদ্ধ ছিল না এবং সৃষ্টির অন্তে অর্থাৎ প্রলয়ের আরম্ভ হইতে যতকাল পর্য্যন্ত দ্বিতীয়বার সৃষ্টি না হইবে ততকাল, জগতের কারণ সূক্ষ্মভাবে থাকাতে অপ্রসিদ্ধ থাকে। কারণ :—

তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রে॥

ঋঃ। মঃ১০। সূঃ১২৯। মঃ৩॥

আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্বতঃ॥

মনুঃ১। ৫॥

এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রলয়কালে অন্ধকারে আবৃত ও আচ্ছাদিত ছিল এবং প্রলয়ারম্ভের পরও তদ্রূপ থাকে। তৎকালে উহা জানিবার, তর্কদ্বারা নির্ণয় করিবার এবং প্রসিদ্ধ চিহ্ন দ্বারা ইন্দ্রিয়দিগের উপলব্ধি করিবার যোগ্য ছিল না এবং হইত না, কিন্তু বর্ত্তমানকালে জানিবার এবং প্রসিদ্ধ চিহ্নযুক্ত বলিয়া জ্ঞাত হইবার যোগ্য হয় এবং যথাবৎ উপলব্ধ হইয়া থাকে। অপরন্তু উক্ত কারিকায় বর্ত্তমানেও জগতের যে অভাব লিখিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ অপ্রমাণ। কারণ প্রমাতা যাহাকে প্রমাণ দ্বারা জানেন এবং প্রাপ্ত হয়েন, তাহা কখন অন্যথা হইতে পারে না। (প্রশ্ন) পরমেশ্বরের জগৎ নির্ম্মাণের প্রয়োজন কি? (উত্তর) নির্ম্মাণ না করিবার প্রয়োজন কি? (প্রশ্ন) নির্ম্মাণ না করিলে তিনি আনন্দে স্থির থাকিতেন এবং জীবগণও সুখ ও দুঃখ প্রাপ্ত হইত না। (উত্তর) উহা অলস এবং দরিদ্র দিগের কথা, পুরুষার্থীর নহে। তদ্ব্যতীত জীবদিগের প্রলয়কালে সুখ এবং দুঃখ কোথায়? সৃষ্টির সুখ এবং দুঃখ

যদি তুলনা করা যায় তাহা হইলে, সুখ কত গুণ অধিক হইয়া থাকে এবং অনেক পবিত্রাত্মা জীব মুক্তির সাধন করতঃ মোক্ষানন্দও প্রাপ্ত হন, এবং প্রলয়কালে নিষ্কর্ম্মা হইয়া সুষুপ্তিস্থিতের ন্যায় অবস্থান করেন। (প্রশ্ন) প্রলয়ের পূর্ব্বে সৃষ্টিকালে জীবগণ কৃত পাপপুণ্যের কর্ম্মফল ঈশ্বর কিরূপে দিতে পারেন এবং জীব বা কিরূপে ভোগ করিতে পারে? (উত্তর) যদি তোমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করে যে চক্ষুর প্রয়োজন কি, তাহা হইলে তুমি ইহাই কহিবে যে দর্শন। তদ্রূপ জগতের উৎপাদন ব্যতিরেকে ঈশ্বরের যে জগৎ রচনা করিবার বিজ্ঞান বল এবং ক্রিয়া আছে তাহার কি প্রয়োজন হইতে পারে? উত্তরে আর কিছুই বলিতে পারিবে না কারণ জগতের উৎপত্তি হইতেই পরমাত্মার ন্যায়শীলতা ধারণা ও দয়া আদি গুণ সার্থক হইতে পারে এবং জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় এবং ব্যবস্থা করাতেই তাঁহার অনন্ত সামর্থ্য সফল হইয়া থাকে। দর্শন যেমন নেত্রের স্বাভাবিক গুণ তদ্রূপ জগতের উৎপত্তি করিয়া সকল জীবকে অসংখ্য পদার্থ দান করতঃ পরোপকার করা পরমেশ্বরের স্বাভাবিক গুণ (প্রশ্ন) বীজ প্রথম অথবা বৃক্ষ প্রথম? (উত্তর) বীজ। কারণ বীজ, হেতু, নিদান, নিমিত্ত এবং কারণ ইত্যাদি শব্দ একার্থবাচক। কারণের নাম বীজ বলিয়া কার্য্যের প্রথম হইয়া থাকে। (প্রশ্ন) পরমেশ্বর যদি সর্ব্বশক্তিমান্ হয়েন তাহা হইলে তিনি উক্ত কারণ এবং জীবকে উৎপন্ন করিতে পারেন এবং যদি না পারেন তাহা হইলে তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ হইতে পারেন না। (উত্তর) সর্ব্বশক্তিমান্ শব্দের অর্থ পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। সর্ব্বশক্তিমান্ কি তাহাকে বলে যে, অসম্ভব ঘটনাও করিতে পারে? যদি কেহ অসম্ভব ঘটনা যেমন কারণ বিনা কার্য্য প্রস্তুত করিতে পারে, তাহা হইলে ঈশ্বর কারণ ব্যতিরেকে দ্বিতীয় ঈশ্বরের উৎপত্তি করতঃ স্বয়ং মৃত্যু প্রাপ্ত হইতে, এবং জড়, দুঃখী, অন্যায়কারী, অপবিত্র ও দুষ্কর্ম্মাও হইতে পারেন কিনা? যেরূপ স্বাভাবিক নিয়ম আছে, যেমন অগ্নি উষ্ণ, ও জল শীতল, তদনুসারে ঈশ্বরও পৃথিব্যাদি জড়কে বিপরীত গুণ বিশিষ্ট করিতে পারেন না এবং ঈশ্বরের নিয়ম সত্য এবং সম্পূর্ণ বলিয়া উহার পরিবর্ত্তনও করিতে পারেন না। এই জন্য সর্ব্বশক্তিমান্ শব্দের এইরূপ অর্থ যে পরমাত্মা অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে আপনার কার্য্য পূর্ণ করিতে পারেন। (প্রশ্ন) ঈশ্বর সাকার অথবা নিরাকার? নিরাকার হইলে হস্তাদি সাধন ব্যতিরেকে জগৎ নির্ম্মাণ করিতে পারেন না এবং সাকার হইলে কোন দোষ আইসে না। (উত্তর) ঈশ্বর নিরাকার। সাকার অর্থাৎ শরীরযুক্ত হইলে তিনি ঈশ্বর হইতে পারেন না। কারণ উহা পরিমিত শক্তিযুক্ত, দেশ কাল এবং বস্তু সম্বন্ধে পরিছিন্ন এবং ক্ষুধা, পিপাসা ছেদন, ভেদন, শীতোষ্ণ ও জ্বরপীড়াদি যুক্ত হইবে এবং উহাতে জীব ব্যতীত ঈশ্বরের গুণ কখন ঘটিতে পারে না। তুমি এবং আমি যেরূপ সাকার অর্থাৎ শরীরধারী

হওয়াতে ইহাদ্বারা ত্রসরেণু অণু, পরমাণু এবং প্রকৃতিকে বশে আনিতে পারি না তদ্রূপ স্থূল দেহধারী পরমেশ্বরও উক্ত সূক্ষ্ম পদার্থ হইতে স্থূল জগৎ নির্ম্মাণ করিতে পারেন না। পরমেশ্বর ভৌতিক ইন্দ্রিয়গোলক, ও হস্তপাদাদি অবয়ব রহিত হইলেও তাঁহার অনন্তশক্তি, বল ও পরাক্রম দ্বারা কার্য্য করিয়া থাকেন; যাহা সমস্ত জীব এবং প্রকৃতি হইতে কখন সম্পন্ন হইতে পারে না। তিনি প্রকৃতি অপেক্ষাও সূক্ষ্ম বলিয়া এবং উহাতে ব্যাপক হইয়া, ও উহাকে ধারণ করিয়া জগদাকার করিয়া দেন। (প্রশ্ন) মনুষ্যাদির মাতা ও পিতা সাকার হওয়াতে যেরূপ উহাদিগের সন্তানও সাকার হয় এবং উহারা নিরাকার হইলে উহাদিগের সন্তানও নিরাকার হইত, তদ্রূপ পরমেশ্বর নিরাকার হইলে তন্নির্ম্মিত জগতেরও নিরাকার হওয়া উচিত (উত্তর) তোমার এ প্রশ্ন বালকের তুল্য। কারণ আমি এইমাত্র কহিয়াছি যে পরমেশ্বর জগতের উপাদান কারণ নহেন কিন্তু তিনি নিমিত্তকারণ। প্রকৃতি এবং পরমাণু স্থূল বলিয়া উহারা জগতের উপাদান কারণ। ইহারা সম্পূর্ণ নিরাকার নহে কিন্তু পরমেশ্বরের তুলনায় স্থূল এবং অন্য কার্য্য অপেক্ষা সূক্ষ্ম আকার বিশিষ্ট। (প্রশ্ন) পরমেশ্বর কি কারণ ব্যতিরেকে কার্য্য করিতে পারেন না? (উত্তর) না। কারণ যাহার অভাব আছে অর্থাৎ যাহা বর্ত্তমানে নহে উহার ভাব হওয়া অর্থাৎ উহা বর্ত্তমান হওয়া সর্ব্বথা অসম্ভব যেরূপ কেহ যদি গল্প করিয়া বলে যে আমি বন্ধ্যার পুত্রের এবং পুত্রীর বিবাহ দেখিয়াছি; উহারা নরশৃঙ্গ নির্ম্মিত ধনুঃ এবং আকাশকুসুমের মালা পরিয়াছিল, মৃগতৃষ্ণিকার জলে স্নান করিত এবং গন্ধর্ব্ব নগরে বাস করিত অথবা বলে যে মেঘ ব্যতিরেকে বৃষ্টি এবং পৃথিবী ব্যতিরেকে অন্নাদির উৎপত্তি হইত ইত্যাদি; তদ্রূপ কারণ ব্যতিরেকে কার্য্যের উৎপত্তি হওয়া অসম্ভব। যেরূপ কেহ বলে যে "মম মাতাপিতরৌ নস্তোঽহমেবমেব জাতঃ। মম মুখে জিহ্বা নাস্তি বদামি চ।" অর্থাৎ আমার মাতা ও পিতা ছিল না, অথচ আমি স্বয়ংই উৎপন্ন হইয়াছি, আমার মুখে জিহ্বা নাই কিন্তু আমি কথা কহিয়া থাকি, গর্ত্তে সাপ ছিল না অথচ এক্ষণে নির্গত হইয়াছে, আমি কোন স্থানে ছিলাম না, ইহাও কোথাও ছিল না এবং আমি সমস্ত জানিয়াছি ইত্যাদি সমস্ত অসম্ভব বাক্য প্রমত্ত-গীত অর্থাৎ উন্মত্ত লোকদিগের প্রলাপ ব্যতীত আর কিছুই নহে। (প্রশ্ন) যদি কারণ ব্যতিরেকে কার্য্য না হয়, তবে কারণের কারণ কি হইবে? (উত্তর) যাহা কেবল কারণ, তাহা কাহারও কার্য্য হয় না যাহা কাহারও কারণ এবং কাহারও কার্য্য, উহা স্বতন্ত্র পদার্থ, যেমন পৃথিবী গৃহাদির কারণ এবং জলাদির কার্য্য হইয়া থাকে। পরন্তু আদিকারণ প্রকৃতি অনাদি।

মূলে মূলাভাবাদমূলং মূলম্॥

সাংখ্যদঃ অঃ ১। সূঃ ৬৭॥

মূলের মূল অর্থাৎ কারণের কারণ হইতে পারে না। এইজন্য সমস্ত কার্য্যের কারণ অকারণ হয়। কারণ, কোন কার্য্যের আরম্ভের পূর্ব্বে তিন কারণ অবশ্য থাকিবে। যেমন বস্ত্র নির্ম্মাণের পূর্ব্বে তন্তুবায়, তুলাসূত্র এবং নলিকাদি পূর্ব্বে বর্ত্তমান থাকাতে বস্ত্র নির্ম্মাণ হয় তদ্রূপ, জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে পরমেশ্বর, প্রকৃতি, কাল, আকাশ থাকাতে এবং জীবগণ অনাদি বলিয়া এই জগতের উৎপত্তি হইয়া থাকে। যদি ইহাদিগের একটি ও না থাকিত তাহা হইলে জগৎও থাকিত না।

অত্র নাস্তিকা আহুঃ—শূন্যং তত্ত্বং ভাবো বিনশ্যতি বস্তুধর্ম্মত্বাদ্বিনাশস্য॥ সাংখ্য দঃ অঃ ১॥ সূঃ ৪৪॥

অভাবাৎ ভাবোৎপত্তি র্নানুপমৃদ্য প্রাদুর্ভাবাৎ॥ ২॥

ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকর্ম্মাফল্যদর্শনাৎ॥ ৩॥

অনিমিত্ততো ভাবোৎপত্তিঃকণ্টকতৈক্ষ্ণ্যাদিদর্শনাৎ॥ ৪॥

সর্ব্বমনিত্যমুৎপত্তিবিনাশধর্ম্মকত্বাৎ॥ ৫॥

সর্ব্বং নিত্যং পঞ্চভূতনিত্যত্বাৎ॥ ৬॥

সর্ব্বং পৃথক্ ভাবলক্ষণপৃথকত্বাৎ॥ ৭॥

সর্ব্বমভাবো ভাবেষ্বিতরেতরাভাবসিদ্ধেঃ॥ ৮॥

ন্যায় সূঃ। অঃ ৪। আঃ ১॥

এস্থলে নাস্তিকেরা বলে যে শূন্যই এক পদার্থ আছে, সৃষ্টির পূর্ব্বে শূন্য ছিল এবং অন্তেও শূন্য হইবে। কারণ ভাব অর্থাৎ বর্ত্তমান পদার্থ যাহা আছে তাহার অভাব হইয়া শূন্য হইয়া যাইবে। (উত্তর) আকাশ, অদৃশ্য অবকাশ, এবং বিন্দুকে ও শূন্য কহে। শূন্য জড় পদার্থ বলিয়া সকল পদার্থ এই শূন্যে অদৃশ্যভাবে থাকে। যেমন এক বিন্দু হইতে রেখা এবং রেখা সকল হইতে বর্ত্তুলাকার হয় তদ্রূপ ঈশ্বরের রচনানুসারে ভূমি ও পর্ব্বতাদি রচিত হয়। অপরন্তু শূন্যের জ্ঞাতা শূন্য নহে। (দ্বিতীয় নাস্তিক)—অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয়। যেমন বীজের মর্দ্দন না করিয়া অঙ্কুরোৎপত্তি হয় না. এবং বীজকে ভাঙ্গিয়া দেখিবে যে অঙ্কুরের অভাব আছে। প্রথমে যখন অঙ্কুর দেখা যায় না তখন বলিতে হইবে যে উহা অভাব হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। (উত্তর) যাহা বীজের উপমর্দ্দন করিতেছে, উহা প্রথমেই বীজে ছিল অন্যথা কে উপমর্দ্দন করিল? এবং উৎপন্ন কখন হইত না। (তৃতীয় নাস্তিক)—পুরুষের কর্ম্মানুষ্ঠান হইতে কর্ম্মফল প্রাপ্তি হয় না যেহেতু কত কৃত কর্ম্ম নিষ্ফল দৃষ্ট হইয়া থাকে।

এইজন্য অনুমান করা যায় যে কর্ম্মফল প্রাপ্ত হওয়া ঈশ্বরাধীন। ঈশ্বর যে কর্ম্মের ফল দিতে ইচ্ছা করেন সেই কর্ম্মের ফল দেন এবং ইচ্ছা না করিলে ফল দেন না। সুতরাং এইরূপে কর্ম্মফল ঈশ্বরাধীন হইতেছে। (উত্তর) কর্ম্মফল যদি ঈশ্বরের অধীন হইল তবে কর্ম্ম না করিলেও তিনি কেন ফল দেন না? এইজন্য মনুষ্য যেরূপ কর্ম্ম করে, ঈশ্বর তদ্রূপই ফল দেন। অতএব ঈশ্বর স্বতন্ত্র (উদাসীন) পুরুষকে কর্ম্মফল দিতে পারেন না, কিন্তু জীব যেরূপ কর্ম্ম করে, তদ্রূপই ঈশ্বর ফল দেন। (চতুর্থ নাস্তিক) নিমিত্ত ব্যতিরেকেও পদার্থ উৎপন্ন হয়। যেমন বাবলা আদি বৃক্ষের কণ্টক তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ বিশিষ্ট দৃষ্ট হয় তদ্রূপ ইহা বিদিত হওয়া যায় যে সৃষ্টি দ্বারা যখন যখন আরম্ভ হয় তখন তখন শরীরাদি পদার্থ নিমিত্ত ব্যতিরেকেও উৎপন্ন হইয়া থাকে যাহা হইতে পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাই উহার নিমিত্ত। কণ্টকী বৃক্ষ ব্যতিরেকে কণ্টক অন্য কুত্রাপি উৎপন্ন কেন হয় না? (পঞ্চম নাস্তিক) সকল পদার্থই উৎপত্তি এবং বিনাশশীল সুতরাং সমস্ত অনিত্য।

**শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।**
**ব্রহ্মসত্যং জগন্মিথ্যা জীবোব্রহ্মৈব নাপরঃ॥**

ইহা কোন গ্রন্থের শ্লোক। নবীন বেদান্তিগণও পঞ্চম নাস্তিকের সীমায় অবস্থিত। কারণ ইঁহারা এইরূপ কহেন যে কোটি গ্রন্থের এইরূপ সিদ্ধান্ত যে, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা এবং জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন নহে। (উত্তর) যখন সকলের নিত্যতা নিত্য, তখন সমস্ত অনিত্য হইতে পারে না। (প্রশ্ন) সকলের অনিত্যতাও অনিত্য, যেমন অগ্নি কাষ্ঠকে নষ্ট করতঃ স্বয়ং নষ্ট হইযা যায়। (উত্তর) যাহা যথাবৎ উপলব্ধ হয় উহার বর্ত্তমানে অনিত্যত্ব এবং পরম সূক্ষ্মকারণকে কখন অনিত্য কহা যাইতে পারে না। যখন বেদান্তিগণ ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি স্বীকার করেন তখন, ব্রহ্ম সত্য বলিয়া তাঁহার কার্য্য কখন অসত্য হইতে পারে না। যদি স্বপ্নেও রজ্জুসর্পাদিবৎকে কল্পিত কহা যায় তাহা হইলেও সম্ভবে না। কারণ কল্পনা একটি গুণ। গুণ হইতে দ্রব্য এবং দ্রব্য হইতে গুণ পৃথক থাকিতে পারে না। কল্পনার কর্ত্তা নিত্য হইলে, তাহার কল্পনাও নিত্য হওয়া আবশ্যক, অন্যথা উহাকেও অনিত্য বলিয়া স্বীকার কর। দর্শন ও শ্রবণ ব্যতিরেকে যেরূপ স্বপ্ন হয় না, জাগ্রত অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ে যে সকল সত্য পদার্থ আছে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষাদি দ্বারা উহার জ্ঞান হইলে পর, উহার সংস্কার অর্থাৎ বাসনা জন্য জ্ঞান আত্মায় স্থিত হয় এবং স্বপ্নে উহারই প্রত্যক্ষ হয়। যেমন সুষুপ্তি হইলে বাহ্য পদার্থ জ্ঞানের অভাব হইলেও বাহ্য পদার্থ বিদ্যমান থাকে, তদ্রূপ প্রলয়েও কারণদ্রব্য বর্ত্তমান থাকে। সংস্কার ব্যতিরেকেও যদি স্বপ্ন হওয়া সম্ভব

হয়, তাহা হইলে জন্মান্ধেরও রূপের স্বপ্ন হইতে পারে। এইজন্য উক্ত স্থলে উহার অজ্ঞানমাত্র হয় এবং বাহিরে সকল পদার্থ বর্ত্তমান থাকে। (প্রশ্ন) যেমন জাগরিতের পদার্থ স্বপ্নকালে এবং উভয়ের সুষুপ্তির সময়ে অনিত্য হইয়া থাকে, তদ্রূপ জাগরিতের পদার্থকেও স্বপ্নতুল্য মনে করা উচিত (উত্তর) এরূপ কখন মনে করা যাইতে পারে না। কারণ স্বপ্ন ও সুষুপ্তির সময় বাহ্য পদার্থের অজ্ঞানমাত্র হয়, অভাব হয় না। যেমন কাহারও পশ্চাৎভাগের এবং অন্যান্য অনেক পদার্থ অদৃষ্ট থাকলেও উহাদিগের অভাব হয় না, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিবিষয়ে তদ্রূপ জানিবে। সুতরাং পূর্ব্বে যাহা কথিত হইয়াছে যে ব্রহ্ম জীব এবং জগতের কারণ অনাদি এবং নিত্য উহাই সত্য। (ষষ্ঠ নাস্তিক)—পঞ্চভূত নিত্য বলিয়া এ সমস্ত জগৎ নিত্য। (উত্তর) একথা সত্য নহে, কারণ যে পদার্থের উৎপত্তি এবং বিনাশের কারণ দৃষ্টিগোচর হয় উহা নিত্য নহে। সমস্ত স্থূল জগৎ শরীর এবং ঘটপটাদি পদার্থকে উৎপন্ন এবং বিনষ্ট হইতে দেখা যায়। সুতরাং কার্য্যকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। (সপ্তম নাস্তিক)—সমস্তই পৃথক্ পৃথক্ হইয়া থাকে এবং কোন এক পদার্থ নাই। আমরা যে যে পদার্থ দেখি উহাতে অন্য কোন দ্বিতীয় পদার্থ দেখা যায় না। (উত্তর) অবয়ব সমূহে অবয়বী, বর্ত্তমানকাল, আকাশ পরমাত্মা এবং জাতি এই সকল পৃথক্ পৃথক্ পদার্থে একই আছে। উহা হইতে কোন পদার্থ পৃথক্ থাকিতে পারে না। এইজন্য সমস্ত পদার্থ পৃথক্ নহে কিন্তু স্বরূপবশতঃ পৃথক্ এবং পৃথক্ পৃথক্ পদার্থে এক পদার্থও আছে। (অষ্টম নাস্তিক)—সকল পদার্থে ইতরেতরের অভাব সিদ্ধি হয় বলিয়া সমস্তই অভাবরূপ। যেমন "অনশ্বো গৌঃ। অগৌরশ্বঃ" গো অশ্ব নহে এবং অশ্ব গো নহে। সুতরাং সমস্তই অভাবরূপ স্বীকার করা উচিত। (উত্তর) সকল পদার্থে ইতরেতরাভাবের যোগ আছে সত্য, কিন্তু "গবি গৌরশ্বেঽশ্বো ভাবরূপে বর্ত্তত এব" গোতে গো এবং অশ্বে অশ্ব এইরূপ ভাবও আছে এবং কখন তাহার অভাব হইতে পারে না। পদার্থের ভাব না থাকিলে কাহার ইতরেতরাভাব কথিত হইবে? নবম নাস্তিক)—স্বভাব হইতে জগতের উৎপত্তি হয়। যেমন জল ও অন্ন একত্র থাকিয়া বিকৃত হইলে কৃমি উৎপন্ন হয়, যেমন বীজ, পৃথিবী ও জল একত্র মিলিত হইলে ঘাস, বৃক্ষাদি এবং পাষাণাদি উৎপন্ন হয়, যেমন সমুদ্র ও বায়ুর যোগবশতঃ তরঙ্গ এবং তরঙ্গসমূহ হইতে সমুদ্রফেন এবং যেমন হরিদ্রা, চূণ এবং লেবুর রস মিলিত হইলে তিলক মৃত্তিকা প্রস্তুত হয়, তদ্রূপ সমস্তই জগৎতত্ত্বে স্বভাব গুণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং উহাদিগের নির্ম্মাতা কেহই নাই। (উত্তর) স্বভাব হইতে জগতের উৎপত্তি হইলে, কখন ইহার বিনাশ হইত না। যদি বিনাশও স্বভাব হইতে হয় ইহা স্বীকার কর, তাহা হইলে কখন উৎপত্তি হইতে পারে না। যদি এই দুইই এককালে দ্রব্য সম্বন্ধে

স্বীকার কর, তাহা হইলে উৎপত্তি ও বিনাশের ব্যবস্থা হইতে পারে না। যদি নিমিত্ত বশতঃ উৎপত্তি এবং নাশ স্বীকার কর তবে, নিমিত্ত উৎপন্ন এবং বিনাশ শীল হওয়াতে দ্রব্যসমূহ হইতে পৃথক্ স্বীকার করিতে হইবে। যদি স্বভাব হইতেই উৎপত্তি এবং বিনাশ হয় তাহা হইলে উপযুক্ত সময়েই বিনাশ এবং উৎপত্তি হওয়া সম্ভবে না। যদি স্বভাব হইতেই উৎপন্ন হইল, তাহা হইলে এই ভূগোলের নিকট অন্য ভূগোল চন্দ্রসূর্য্যাদি কেন উৎপন্ন হইল না। যাহার যাহার যোগবশতঃ যাহা যাহা উৎপন্ন তৎতৎ সমস্ত ঈশ্বর উৎপন্ন করিয়াছেন। বীজ, অন্ন ও জলাদির যোগবশতঃ ঘাস, বৃক্ষ এবং কৃমি আদি উৎপন্ন হয় এবং উহা ব্যতিরেকে হয় না। যেমন হরিদ্রা, চূর্ণ এবং লেবুর রস দূর দূর দেশ হইতে আসিয়া স্বয়ং মিলিত হয় না কিন্তু, কেহ মিলাইলেই মিলিত হয় এবং তাহাতেও যথাযোগ্য ভাবে মিলাইলেই তিলক মৃত্তিকা প্রস্তুত হয়, অধিক অথবা ন্যূন মিলাইলে হয় না তদ্রূপ, প্রকৃতি এবং পরমাণুর জ্ঞান ও যুক্তিদ্বারা পরমেশ্বর না মিলাইলে জড় পদার্থ স্বয়ং কোন কার্য্যসিদ্ধির উপযোগী কোন পদার্থ বিশেষ হইয়া নির্ম্মিত হইতে পারে না। এইজন্য স্বভাবাদি হইতে সৃষ্টি হয় না পরন্তু, পরমেশ্বরের রচনা বশতঃই হইয়া থাকে। (প্রশ্ন) এই জগতের কর্ত্তা ছিল না, নাই এবং হইবে না কিন্তু, অনাদিকাল হইতে ইহা যেরূপ তদ্রূপই নির্ম্মিত আছে। ইহার কখন উৎপত্তি হয় নাই এবং কখন বিনাশও হইবে না। (উত্তর) কর্ত্তা ব্যতিরেকে কোন ক্রিয়া বা ক্রিয়াজন্য পদার্থ নির্ম্মিত হইতে পারে না। পৃথিবী আদি পদার্থের সংযোগ বিশেষ হইতে যে সকল রচনা দৃষ্ট হয় তাহা, কখন অনাদি হইতে পারে না। যাহা সংযোগ বশতঃ নির্ম্মিত হয় তাহা সংযোগের পূর্ব্বে ছিল না এবং বিয়োগের অন্তেও থাকে না। যদি তুমি ইহা না স্বীকার কর তবে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন প্রস্তর, হীরক, অথবা ইস্পাত আদি ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড করতঃ ভস্ম করিয়া দেখ যে উহাতে পরমাণু পৃথক্ পৃথক মিলিত আছে কি না? যদি মিলিত থাকে তাহা হইলে ইহারা ভবিষ্যতে এক সময়ে অবশ্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হইয়া যাইবে। (প্রশ্ন) অনাদি ঈশ্বর কেহ নাই, কিন্তু যে যোগাভ্যাসদ্বারা অণিমাদি ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বজ্ঞাদি গুণযুক্ত পূর্ণজ্ঞানী হয় সেই, জীবকেই পরমেশ্বর বলা যায়। (উত্তর) যদি অনাদি ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা না হন তবে, সাধনের দ্বারা সিদ্ধিকারী জীবদিগের আধার এবং জীবনরূপ জগৎ শরীর এবং ইন্দ্রিয় গোলক কিরূপে নির্ম্মিত হইল? এই সকল ব্যতিরেকে জীব সাধন করিতে পারে না এবং সাধন না করিলে সিদ্ধি কিরূপে হইবে? জীব যতই কেন সাধন করিয়া সিদ্ধি লাভ করুক্ না কেন তথাপি ঈশ্বরে যে স্বয়ং সনাতন অনাদি সিদ্ধি আছে যদ্দারা তাঁহার অনন্ত সিদ্ধি রহিয়াছে, জীব কোনও প্রকারে তাঁহার তুল্য হইতে পারে না। কারণ জীবের পরমসীমা পর্য্যন্তও যদি জ্ঞান

বৃদ্ধি হয় তাহা হইলেও, জীব পরিমিত জ্ঞান ও সামর্থ্য বিশিষ্ট হইবে, সে অনন্ত জ্ঞান এবং অনন্ত সামর্থ্য বিশিষ্ট কখন হইতে পারে না। দেখ অদ্যাবধি কেহই ঈশ্বরকৃত সৃষ্টিক্রমের পরিবর্ত্তন করিতে পারে নাই এবং পারিবে না। অনাদি সিদ্ধ পরমেশ্বর যেমন নেত্র দ্বারা দর্শন এবং কর্ণদ্বারা শ্রবণের নিয়ম করিয়াছেন কোনও যোগী ইহার পরিবর্ত্তন করিতে পারেন না। সুতরাং জীব কখন ঈশ্বর হইতে পারে না। (প্রশ্ন) কল্প ও কল্পান্তরে ঈশ্বর সৃষ্টির ভিন্ন ভিন্ন রূপ করেন অথবা একরূপ করেন? (উত্তর) যেরূপ এক্ষণে আছে এইরূপ পূর্ব্বে ছিল এবং পরেও হইবে। তিনি ভেদ করেন না।

সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতাযথাপূর্ব্বকল্পয়ৎ
দিবং চ পৃথিবীং চান্তরীক্ষমথো স্বঃ॥

ঋঃ। মঃ ১০। সূঃ ১৯০। মঃ ৩॥

(ধাতা) পরমেশ্বর যেরূপ পূর্ব্ব কল্পে সূর্য্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ পৃথিবী এবং অন্তরীক্ষ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এক্ষণেও তদ্রূপ নির্ম্মাণ করিয়াছেন ও ভবিষ্যতেও তদ্রূপই করিবেন। এইজন্য পরমেশ্বরের কার্য্য ভ্রম ও প্রমাদ শূন্য হওয়াতে সর্ব্বদা এক রূপই হইয়া থাকে। যে অল্পজ্ঞ এবং যাহার জ্ঞানের বৃদ্ধি এবং ক্ষয় হয়, তাহারই কার্য্যে ভ্রম ও প্রমাদ হয়, পরমেশ্বরের কার্য্যে হয় না। (প্রশ্ন) সৃষ্টি বিষয়ে বেদাদি শাস্ত্রের কি অবিরোধ অথবা বিরোধ আছে? (উত্তর) অবিরোধই আছে। (প্রশ্ন) যদি অবি-রোধ থাকে তবে:—

তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ।
আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ।
অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। পৃথিব্যা ওষধয়ঃ।
ওষধিভ্যোঽন্নম্। অন্নাদ্রেতঃ। রেতসঃ পুরুষঃ।
স বা পুরুষোঽন্নরসময়ঃ॥
তৈত্তিরীয়োপনিষদ্। ব্রহ্মানন্দবঃ। অনু ১॥

উক্ত পরমেশ্বর এবং প্রকৃতি হইতে আকাশ হইয়াছে। আকাশ বা অবকাশ অর্থাৎ যে কারণরূপ দ্রব্য সর্ব্বত্র বিস্তৃত ছিল উহা একত্র করাতে অবকাশ উৎপন্ন হয়। বস্তুতঃ আকাশের উৎপত্তি হয় না কারণ, আকাশ ব্যতিরেকে প্রকৃতি এবং পরমাণু কোথায় অবস্থান করিবে? আকাশের পশ্চাৎ বায়ু, বায়ুর পশ্চাৎ অগ্নি, অগ্নির পশ্চাৎ জল, জলের পশ্চাৎ পৃথিবী, পৃথিবী হইতে ওষধি, ওষধি সকল হইতে অন্ন, অন্ন হইতে বীর্য্য

এবং বীর্য্য হইতে পুরুষ অর্থাৎ শরীর উৎপন্ন হয়। এই স্থলে আকাশাদি ক্রমানুসারে এবং ছান্দ্যোগ্য উপনিষদে অগ্ন্যাদি ক্রমানুসারে ও ঐতরেয় উপনিষদে জলাদি ক্রমানুসারে সৃষ্টি হইয়াছে এইরূপ নির্দ্দেশ আছে। বেদের কোন স্থলে পুরুষ এবং কোন স্থলে হিরণ্যগর্ভ আদি হইতে, মীমাংসায় কর্ম্ম হইতে, বৈশেষিকে কাল হইতে, ন্যায়ে পরমাণু হইতে, যোগে পুরুষার্থ (পুরুষকার) হইতে, সাংখ্যে প্রকৃতি হইতে এবং বেদান্তে ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টির উৎপত্তি স্বীকার করেন। এক্ষণে কাহাকে সত্য এবং কাহাকে মিথ্যা মনে করিব? (উত্তর) এ বিষয়ে সকল মতই সত্য, কেহই মিথ্যা নহে। যে বিপরীত মনে করে ও বুঝে সেই মিথ্যাসক্ত কারণ, পরমেশ্বর নিমিত্ত ও প্রকৃতি জগতের উপাদান কারণ। যখন মহা প্রলয় হয় তাহার পর আকাশাদি ক্রমে সৃষ্টি হয়। যখন আকাশ এবং বায়ুর প্রলয় হয় না এবং অগ্ন্যাদির প্রলয় হয় তখন, অগ্ন্যাদি ক্রমানুসারে এবং যখন বিদ্যুৎ ও অগ্নির নাশ হয় না তখন জলাদি ক্রমে সৃষ্টি হইয়া থাকে। অর্থাৎ যে যে প্রলয়ে যে যে পর্য্যন্ত প্রলয় হয়, সেই সেই পদার্থ হইতেই সৃষ্টি হইয়া থাকে। পুরুষ এবং হিরণ্যগর্ভাদি সম্বন্ধে প্রথম সমুল্লাসে লিখিত হইয়াছে। এ সকল পরমেশ্বরের নাম। এক কার্য্য সম্বন্ধে এক বিষয়ে বিরুদ্ধবাদ হইলে তাহাকেই বিরোধ কহে। ছয় শাস্ত্র বিষয়ে এইরূপে অবিরোধ দেখিবে। মীমাংসায় "জগতে এমন কোনও কার্য্য হইতে পারে না যাহার বিধান বিষয়ে কর্ম্ম বা চেষ্টা করা যায় না"; বৈশেষিকে "সময় ব্যতিরেকে নির্ম্মাণ হয় না"; ন্যায়ে "উপাদান কারণ ব্যতিরেকে কিছুই নির্ম্মাণ হইতে পারে না"; যোগে "বিদ্যা, জ্ঞান এবং বিচার না করিলে নির্ম্মাণ হইতে পারে না"; সাংখ্যে "তত্ত্বসমূহের সমবায় না হইলে নির্ম্মাণ হয় না" এবং বেদান্তে "নির্ম্মাণকর্ত্তা নির্ম্মাণ না করিলে কোনও পদার্থ উৎপন্ন হয় না" এইরূপে লিখিত হইয়াছে। অতএব ছয় কারণ হইতে সৃষ্টি রচিত হয়। এক এক শাস্ত্রে ঐ ছয় প্রকার কারণের এক একটীর ব্যাখ্যা আছে, সুতরাং ইহাদিগের মধ্যে কিছুই বিরোধ নাই। যেমন ছয় জন লোকে এক চাল উঠাইয়া এক দেওয়ালের উপর স্থাপন করে, তদ্রূপ ছয় শাস্ত্রকার মিলিয়া সৃষ্টিরূপ কার্য্যের পূর্ণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যেমন ছয় জন মন্দদৃষ্টি অন্ধ হস্তীর পৃথক পৃথক ভাগ হস্ত দিয়া অনুভব করিলে; পরে কেহ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল যে, হস্তী কিরূপ? তখন উহার মধ্যে একজন উত্তর করিল যে হস্তি স্তম্ভের ন্যায়, দ্বিতীয় কহিল (কুলার) সূর্পের ন্যায়, তৃতীয় বলিল মূষলের ন্যায়, চতুর্থ কহিল (ঝাঁটার) সম্মার্জ্জনার ন্যায়, পঞ্চম উত্তর দিল যে বেদির ন্যায়, এবং ষষ্ঠ কহিল যে চার স্তম্ভের উপর মহিষের আকারবিশিষ্ট। তদ্রূপ ইদানীন্তন অনার্ষ নবীন গ্রন্থ পাঠ প্রচলিত থাকাতে প্রাকৃতভাষাজ্ঞ লোকেরা ঋষিপ্রণীত গ্রন্থ না পড়িয়া এবং নবীন ও ক্ষুদ্রবুদ্ধিকল্পিত সংস্কৃত

এবং ভাষা গ্রন্থ পাঠ করতঃ পরস্পরে পরস্পরের নিন্দায় তৎপর হইয়া বৃথা বিবাদ উত্থাপন করিয়াছে। বুদ্ধিমান্‌দিগের অথবা অন্যের এই সকল বাক্য গ্রাহ্য করা উচিত নহে। কারণ অন্ধের পশ্চাৎ অন্ধ যদি চলে তবে কেন না সে কষ্ট পাইবে? তদ্রূপ ইদানীন্তন অল্পবিদ্যাযুক্ত স্বার্থপর এবং ইন্দ্রিয়সুখাভিলাষী পুরুষদিগের লীলাই সংসারের সর্ব্ব নাশ করিতেছে। (প্রশ্ন) যদি কারণ ব্যতিরেকে কার্য্য না হয় তবে, কারণের কেন কারণ নাই? (উত্তর) অহে স্বল্পবুদ্ধি! তুমি তোমার বুদ্ধিকে কিছু কার্য্যে আনিতেছ না কেন? দেখ সংসারের দুই পদার্থ হইয়া থাকে; এক কারণ এবং দ্বিতীয় কার্য্য। যাহা কারণ তাহা কার্য্য নহে এবং যাহা যে সময়ে কার্য্য হয় তাহা কারণ নহে। যতক্ষণ মনুষ্য সৃষ্টিকে যথাবৎ বুঝিতে না পারে, ততক্ষণ তাহার যথাবৎ জ্ঞান প্রাপ্তি হয় না।

**নিত্যায়াঃ সত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থায়াঃ প্রকৃতেরুৎপন্নানাং পরমসূক্ষ্মাণাং পৃথক্ পৃথক্ বর্ত্তমানানাং তত্ত্বপরমাণূনাং প্রথমঃ সংযোগারম্ভঃ সংযোগবিশেষাদবস্থান্তরস্য স্থূলাকার প্রাপ্তিঃ সৃষ্টিরুচ্যতে ॥**

অনাদি নিত্যস্বরূপ সত্ব, রজস্ এবং তমোগুণের একাবস্থারূপ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন যে সকল পরম সূক্ষ্ম তত্ত্বাবয়ব পৃথক্ পৃথক্ বিদ্যমান আছে, উহাদিগের প্রথম সংযোগারম্ভ হয় এবং সংযোগ বিশেষ হইতে অবস্থান্তরকে অর্থাৎ দ্বিতীয় অবস্থাকে সূক্ষ্মকে ক্রমশঃ স্থূল নির্ম্মাণ করিতে করিতে বিচিত্ররূপ নির্ম্মিত হইয়াছে; এইরূপে উক্তবিধ সংসর্গ হওয়াকে সৃষ্টি বলা যায়। সংযোগের প্রথম মিলিত হইবার উপযুক্ত এবং মিলিত করিবার কর্ত্তা রূপ পদার্থ আছে অর্থাৎ যাহা সংযোগের আদি এবং বিয়োগের অন্ত, অর্থাৎ যাহার বিভাগ হইতে পারে না উহাকে কারণ কহে এবং যাহা সংযোগের পশ্চাৎ নির্ম্মিত বা প্রস্তুত হয় এবং বিয়োগের পর আর তদ্রূপ থাকে না তাহাকে কার্য্য কহে। যে উক্ত কারণের কারণ, কার্য্যের কার্য্য, কর্ত্তার কর্ত্তা, সাধনের সাধন এবং সাধ্যের সাধ্য ইত্যাদি কহে সে অন্ধের ন্যায় দেখে, বধিরের ন্যায় শ্রবণ করে এবং মূঢ়ের ন্যায় বুঝে। কারণ চক্ষুর কি চক্ষু, দীপকের কি দীপক, এবং সূর্য্যের কি সূর্য্য কখন হইতে পারে? যাহা হইতে কোন বস্তু উৎপন্ন হয় তাহাকে কার্য্য এবং যে কারণকে কার্য্যরূপে গঠিত করে তাহাকে কর্ত্তা কহা যায়।

**নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।**

উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥
ভগবদ্গীঃ অঃ ২। ১৬॥

কখন অসত্যের ভাব অর্থাৎ বর্ত্তমানতা হয় না এবং সত্যের অভাব অর্থাৎ অবর্ত্তমানতা হয় না। তত্ত্বদর্শী লোকেরা এই উভয়ের নির্ণয় করিয়াছেন। অন্য পক্ষপাতী আগ্রহী এবং মলিনাত্মা অবিদ্বান্‌গণ সহজে এই বিষয় কিরূপে জানিতে পারে? কারণ যে সকল লোক বিদ্বান্ এবং সৎসঙ্গী হইয়া পূর্ণ বিচার করেন না তাঁহারা সর্ব্বদা ভ্রমজালে পতিত থাকেন। যিনি সকল বিদ্যার সিদ্ধান্ত জানেন এবং জানিবার জন্য পরিশ্রম করেন ও জানিয়া নিষ্কপটভাবে অন্যকে বুঝাইয়া দেন তিনিই ধন্য পুরুষ। কারণ ব্যতিরেকে যে সৃষ্টি স্বীকার করে, সে কিছুই জানে না। সৃষ্টির সময় আসিলে পরমাত্মা উক্ত সমস্ত পরমসূক্ষ্ম পদার্থ সকলকে একত্র করেন। ইহার প্রথমাবস্থায় পরম ক্ষ্ম প্রকৃতিরূপ কারণ হইতে যাহা অপেক্ষাকৃত স্থূল হয় ইহার নাম মহত্তত্ত্ব এবং তাহা হইতে যাহা অপেক্ষাকৃত স্থূল হয় তাহার নাম অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে ভিন্ন ভিন্ন পাঁচ সূক্ষ্মভূত এই পঞ্চ সূক্ষ্মভূত হইতে শ্রোত্র, ত্বক, নেত্র, জিহ্বা এবং ঘ্রাণ এই পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাক্, হস্ত, পাদ, উপস্থ ও মলদ্বার, এই পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং একাদশ মন কিঞ্চিৎ স্থূল হইয়া উৎপন্ন হয়। উক্ত পঞ্চতন্মাত্র হইতে অনেক স্থূলাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ক্রমানুসারে পঞ্চ স্থূলভূত উৎপন্ন হয় এবং ইহাদিগকেই আমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়া থাকি। ইহা হইতে নানাবিধ ওষধি ও বৃক্ষাদি, তাহা হইতে অন্ন, অন্ন হইতে বীর্য্য, বীর্য্য হইতে শরীর উৎপন্ন হয়। পরন্তু আদি সৃষ্টি মৈথুনসৃষ্টি হইতে হয় না; কারণ পরমাত্মা যখন স্ত্রী ও পুরুষের শরীর সৃষ্টি করিয়া জীবের সংযোগ করেন, তাহার পর মৈথুনজাত সৃষ্টি আরম্ভ হয়। দেখ শরীরে কিরূপ জ্ঞানপূর্ব্বক সৃষ্টি রচিত হইয়াছে। যাহা দেখিলে বিদ্বানগণও আশ্চর্য্যান্বিত হন, ভিতরে অস্থিযোজনা, নাড়ীবন্ধন, মাংসলেপন, চর্ম্মোচ্ছাদন, প্লীহা, যকৃৎ, ফুস্‌ফুসের ও ক্ষুদ্র ব্যজনবৎ রচনা; জীবসংযোজন, শিরোরূপ মূল রচনা; লোম নখাদি স্থাপন, চক্ষুর অতি সূক্ষ্ম শিরা সকলের তারের ন্যায় রচনা, ইন্দ্রিয়মার্গ প্রকাশন জীবদিগের জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির অবস্থা ভোগের জন্য স্থান, বিশেষের নির্ম্মাণ, সকল ধাতু বিভাগ, কলা ও কৌশল স্থাপনাদি অদ্ভুত সৃষ্টি, পরমেশ্বর ব্যতিরেকে অন্যে কে করিতে পারে? এতদ্ভিন্ন নানা রত্ন ও ধাতুপূর্ণ ভূমি, বিবিধ প্রকার বটবৃক্ষাদির বীজ মধ্যে অতি সূক্ষ্ম রচনা, অসংখ্য হরিত, শ্বেত, পীত, কৃষ্ণ চিত্র এবং মিশ্ররূপ যুক্ত পত্র, পুষ্প ফল ও মূল নির্ম্মাণ, মিষ্ট, ক্ষার, কটু, কষায়, তিক্ত ও অম্লাদি বিবিধ রস সুগন্ধাদিযুক্ত পত্র, পুষ্প, ফল ও অন্ন কন্দমূলাদি রচনা, অনেকানেক কোটি কোটি ভূগোল ও চন্দ্র সূর্য্যাদিলোক নির্ম্মাণ, ধারণ এবং ভ্রামণ ও সকলকে নিয়মে

রক্ষণ ইত্যাদি পরমেশ্বর ব্যতিরেকে আর কেহই করিতে পারে না। যখন কেহ কোন পদার্থ দেখেন—তখন তাঁহার দুই প্রকারের জ্ঞান ও উৎপন্ন হয়। প্রথম যেরূপ পদার্থ তদ্রূপ জ্ঞান ও দ্বিতীয় উহার রচনা দেখিয়া উহার নির্ম্মাতার জ্ঞান হয়। যেমন কোন পুরুষ বনে কোন সুন্দর অলঙ্কার পাইলে, তাহা দেখিয়া উহার জ্ঞান হয় যে ইহা সুবর্ণ-নির্ম্মিত এবং কোন সুচতুর শিল্পকার ইহা প্রস্তুত করিয়াছে। এইরূপ নানাপ্রকার সৃষ্টি মধ্যে বিবিধ রচনাদ্বারা সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরের সিদ্ধি হইয়া থাকে। (প্রশ্ন) মনুষ্যের অথবা পৃথিবী আদির প্রথম সৃষ্টি হইয়াছে? (উত্তর) পৃথিবীআদির। কারণ পৃথিব্যাদি ব্যতিরেকে মনুষ্যের স্থিতি এবং পালন হইতে পারে না। (প্রশ্ন) সৃষ্টির আদিতে এক অথবা অনেক মনুষ্যের সৃষ্টি হইয়াছে, অথবা অন্য কোন রূপ? (উত্তর) অনেক। কারণ যে সকল জীবের কর্ম্ম ঐশ্বরীয় হইতে উৎপন্ন হইবার উপযোগী ছিল, ঈশ্বর আদি সৃষ্টির সময় উহাদিগের জন্ম প্রদান করেন। কারণ "মনুষ্যা ঋষয়শ্চ যে। ততোমনুষ্যা অজায়ন্ত" ইহা যজুর্ব্বেদে লিখিত আছে। এই প্রমাণ হইতে এইরূপে নিশ্চয় হইতেছে যে আদিকালে অনেক অর্থাৎ শত সহস্র মনুষ্য উৎপন্ন হইয়াছিল এবং সৃষ্টি দর্শনেও ইহা নিশ্চিত হয় যে মনুষ্য অনেক মাতা এবং পিতার সন্তান। (প্রশ্ন) আদি সৃষ্টি সময়ে মনুষ্যাদির কি কেবল বাল্য, যুবা অথবা বৃদ্ধাবস্থায় সৃষ্ট হইয়াছিল অথবা তিন অবস্থায়ই সৃষ্টি হইয়াছিল? (উত্তর) যুবাবস্থায়; কারণ বালক উৎপন্ন করিলে উহাদিগের পালনের জন্য অন্য মনুষ্য আবশ্যক হইত এবং বৃদ্ধাবস্থায় সৃষ্টি হইলে মৈথুনি সৃষ্টি হইতে পারিত না। অতএব যুবাবস্থায়ই সৃষ্টি হইয়াছিল। (প্রশ্ন) সৃষ্টির কখন কি প্রারম্ভ আছে অথবা নাই? (উত্তর) নাই। যেমন দিনের পূর্ব্বে রাত্রি ও রাত্রির পূর্ব্বে দিন এবং দিনের পশ্চাৎ রাত্রি ও রাত্রির পশ্চাৎ দিন এইরূপ চিরকাল চলিয়া আসিতেছে; তদ্রূপ সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রলয় ও প্রলয়ের পূর্ব্বে সৃষ্টি এবং সৃষ্টির পশ্চাৎ প্রলয় ও প্রলয়ের পশ্চাৎ সৃষ্টি অনাদি কাল হইতে চক্রবৎ চলিয়া আসিতেছে। ইহার আদি বা অন্ত নাই। কিন্তু যেরূপ দিন এবং রাত্রির আরম্ভ ও অন্ত দৃষ্টিগোচর হয়, তদ্রূপ সৃষ্টি এবং প্রলয়েরও আদি বা অন্ত হইয়া থাকে। পরমাত্মা, জীব এবং জগতের কারণ, এই তিন যেরূপ স্বরূপ বশতঃ অনাদি, তদ্রূপ জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়, বর্ত্তমান প্রবাহানুসারে অনাদি। নদীর প্রবাহ দেখা যায় যে কখন শুষ্ক হয় ও কখন একেবারে দৃষ্ট হয় না, পুনরায় বর্ষাকালে দৃষ্ট হয় এবং উষ্ণ কালে দৃষ্ট হয় না তদ্রূপ জগতের অবস্থা ও প্রবাহ তুল্য জানিতে হইবে। পরমেশ্বরের গুণ কর্ম্ম ও স্বভাব যেরূপ অনাদি, তাঁহার জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়কালও তদ্রূপ অনাদি। ঈশ্বরের গুণ, কর্ম্ম এবং স্বভাবের যেমন কখন আরম্ভ অথবা অন্ত নাই, তদ্রূপ তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্মেরও আরম্ভ অথবা

অন্ত নাই। (প্রশ্ন) ঈশ্বর কোন জীবকে মনুষ্যজন্ম, কাহাকেও সিংহাদি ক্রূর জন্ম, কাহাকেও হরিণ গো প্রভৃতি পশুজন্ম, এবং কাহাকেও বৃক্ষাদি কৃমি, কীট ও পতঙ্গাদি জন্ম দিয়াছেন। অতএব পরমেশ্বরে পক্ষপাত আসিতেছে। (উত্তর) পক্ষপাত হয় নাই। কারণ উক্ত জীবদিগের পূর্ব্ব সৃষ্টি কালে অনুষ্ঠিত কর্ম্মানুসারে ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কর্ম্ম ব্যতিরেকে ঐরূপ জন্ম দিলেই পক্ষপাত আসিতে পারে। (প্রশ্ন) কোন্ দেশে মনুষ্যের আদি সৃষ্টি হইয়াছিল? (উত্তর) ত্রিবিষ্টবে অর্থাৎ যাহাকে তিব্বত" কহা যায়। (প্রশ্ন) আদি সৃষ্টি সময়ে এক জাতি ছিল, পশ্চাৎ "বিজানী-হ্যার্য্যান্যে চ দস্যবঃ" হইল। ইহা ঋগ্বেদের বচন। শ্রেষ্ঠের নাম আর্য্য এবং নিকৃষ্ট দস্যু এই দুই নাম হইল। "উত শূদ্রে উতার্যে" ইহা অথর্ব্ববেদের বচন। আর্য্যদিগের মধ্য হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারি ভেদ হইল। বিদ্বান্ দ্বিজগণের নাম আর্য্য এবং মূর্খদিগের নাম শূদ্র ও অনার্য্য অর্থাৎ "অনাড়ি হইল। (প্রশ্ন) ইহারা পরে এস্থলে কিরূপে আসিল? (উত্তর) যখন আর্য্য এবং দস্যু দিগের মধ্যে অর্থাৎ বিদ্বান বা দেব এবং অবিদ্বান্ বা অসুর দিগের মধ্যে সর্ব্বদা যুদ্ধ বিগ্রহ এবং অনেক উপদ্রব হইতে লাগিল, তখন আর্য্যগণ ভূগোলের মধ্যে এই ভূমি খণ্ড উত্তম বলিয়া জানিলে এস্থলে আসিয়া বাস করিল। এই জন্য ইহার নাম "আর্য্যাবর্ত্ত" হইয়াছে। (প্রশ্ন) আর্য্যাবর্ত্তের অবধি কতদূর পর্য্যন্ত? (উত্তর);

**আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।**
**তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্ব্বুধাঃ॥**
**সরস্বতীদৃষদ্বত্যো দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।**
**তং দেবনির্ম্মিতং দেশমার্য্যাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥**

**মনুঃ ২। ২২। ১৭॥**

উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিমে সমুদ্র, ইহার মধ্যবর্ত্তী স্থানকে আর্য্যাবর্ত্ত বলে। সরস্বতী এবং দৃষদ্বতী যাহা নেপালের পূর্ব্ব ভাগের পাহাড় হইতে নির্গত হইয়া বঙ্গ ও আসামের পূর্ব্বে ও ব্রহ্ম দেশের পশ্চিম অভিমুখে প্রবাহিত হইয়া দক্ষিণ সমুদ্রে মিলিত হইয়াছে ইহাকে ব্রহ্মপুত্র কহে। অটক উত্তর যাহা হিমালয় পাহাড় হইতে নির্গত হইয়া দক্ষিণে আরবা সমুদ্রোপসাগরে মিলিত হইয়াছে। হিমালয়ের মধ্য রেখার দক্ষিণ পর্ব্বত মধ্যস্থিত এবং রামেশ্বর পর্য্যন্ত বিন্ধ্যাচলের মধ্যবর্ত্তী যাবতীয় দেশ আছে তৎসমুদয়কে আর্য্যবর্ত্ত কহে। এই জন্য কহে যে আর্য্যাবর্ত্তে দেব অর্থাৎ বিদ্বান্গণ নির্ম্মাণ অর্থাৎ বাস করিয়াছিলেন এবং ইহা আর্য্যজনের নিবাস বলিয়া আর্য্যাবর্ত্ত

কথিত হইয়াছে। (প্রশ্ন) প্রথমে এই দেশের কি নাম ছিল এবং ইহাতে কাহারা বাস করিত? (উত্তর) ইহার পূর্ব্বে এই দেশের অন্য কোন নাম ছিল না এবং আর্য্যদিগের পূর্ব্বে এই দেশে কেহই বাস করিত না। কারণ সৃষ্টির আদিতে আর্য্যগণ কিছু কালের পর তিব্বত হইতে একেবারে এই দেশে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। (প্রশ্ন) কেহ বলেন যে ইহাঁরা ইরান হইতে আসিয়াছিলেন বলিয়া ইহাঁদিগের নাম আর্য্য হইয়াছে। ইহাঁদিগের পূর্ব্বে এই দেশে বন্য জাতি বাস করিত। উহাদিগকে অসুর অথবা রাক্ষস বলিয়া কথিত হইত এবং আর্য্যগণ আপনাদিগকে দেবতা বলিতেন। যখন উহাদিগের সংগ্রাম হইয়াছিল তখন উক্ত সংগ্রামের নাম দেবাসুর সংগ্রাম এইরূপ কথা লিখিত হইয়াছিল। (উত্তর) এ সকল কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা, কারণ :—

বিজানীহ্যার্য্যান্যে চ দস্যবো বর্হিষ্মতে রন্ধয়া শাসদব্রতান্
ঋঃ। মঃ ১। সূঃ ৫১। মঃ ৮॥

উত শূদ্রে উতার্য্যে। অথর্ব্বঃ কাঃ ১৯। বঃ ৬২॥

ইহাও ঋগ্বেদের প্রমাণ। ইহাও লিখিত হইয়াছে যে ধার্ম্মিক, বিদ্বান্ এবং আপ্ত পুরুষদিগের নাম আর্য্য এবং উহার বিপরীত জনদিগের অর্থাৎ তস্কর, দুষ্ট, অধার্ম্মিক এবং অবিদ্বান দিগের নাম দস্যু। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য দ্বিজদিগের নাম আর্য্য এবং শূদ্রের নাম অনার্য্য অর্থাৎ অকুশল। যখন বেদে এইরূপ কথিত হইতেছে তখন বুদ্ধিমান লোক বিদেশীয়দিগের কপোল কল্পনা কখনই বিশ্বাস করিতে পারেন না। হিমালয় পর্ব্বতের নিকট আর্য্য এবং দস্যু অর্থাৎ ম্লেচ্ছ ও অসুর দিগের যে সকল যুদ্ধ হইত তাহা দেবাসুরের সংগ্রাম। উহাতে আর্য্যাবর্ত্তীয় অর্জ্জুন এবং মহারাজদশরথ আদি নৃপতিগণ দেব অর্থাৎ আর্য্যদিগের রক্ষা করিবার জন্য এবং অসুরদিগকে পরাজয় করিবার জন্য সহায়তা করিতেন। ইহা হইতে এইরূপ সিদ্ধ হইতেছে যে আর্য্যাবর্ত্তের বাহিরে চারিদিকে অর্থাৎ হিমালয়ের পূর্ব্বে, দক্ষিণে, পশ্চিমে ও উত্তরে এবং আগ্নেয় নৈঋর্ত্য বায়ব্য ঈশান কোণে যে সকল মনুষ্য বাস করিত উহাদিগের নামই অসুর সিদ্ধ হইতেছে। কারণ যখনই হিমালয় প্রদেশস্থ আর্য্যদিগের উপর যুদ্ধার্থ আক্রমণ হইত, তখনই এতদ্দেশীয় রাজা ও মহারাজগণ উক্ত উত্তরাদি দেশ সমূহে আর্য্যদিগের সহায়তা করিতেন। শ্রীরামচন্দ্র যে দক্ষিণে যুদ্ধ করিয়াছিলেন উহার নাম দেবাসুর সংগ্রাম নহে কিন্তু উহাকে রামরাবণ অথবা আর্য্য এবং রাক্ষসদিগের যুদ্ধ কথিত হয়। কোন সংস্কৃত গ্রন্থে বা ইতিহাসে এরূপ লিখিত নাই যে আর্য্যগণ ইরান হইতে আসিয়াছে এবং অত্রস্থ বন্যজাতির সহিত যুদ্ধ করতঃ জয়ী হইয়া উহাদিগকে তাড়াইয়া

এই দেশের রাজা হইয়াছে। এ অবস্থায় বিদেশীয়দিগের লেখা কিরূপে মাননীয় হইতে পারে? এবং :—

**ম্লেচ্ছবাচশ্চার্য্যবাচঃ সর্ব্বে তে দস্যবঃ স্মৃতাঃ ॥ ১ ॥**

**মনুঃ ১০। ৪৫ ॥**

**ম্লেচ্ছ দেশস্ত্বতঃ পরঃ ॥ ২ ॥ মনুঃ ২ ॥ ২৩ ॥**

যে দেশ আর্য্যবর্ত্ত হইতে ভিন্ন, উহাকে দস্যু দেশ এবং ম্লেচ্ছ দেশ কহে। ইহা হইতে এইরূপ সিদ্ধ হইতেছে যে আর্য্যাবর্ত্ত ভিন্ন পূর্ব্বদেশ বাসী এবং ঈশান, উত্তর, বায়ব্য ও পশ্চিম দেশেব নিবাসী লোকদিগের নাম দস্যু, এবং অসুর; এবং নৈঋর্ত্য, দক্ষিণ এবং আগ্নেয় দিকে আর্য্যাবর্ত্ত ভিন্ন স্থানের নিবাসী মনুষ্যদিগের নাম রাক্ষস ছিল। এক্ষণেও দেখা যায় যে আবিসিনীয়া প্রভৃতি আফ্রিকা প্রদেশের অধিবাসিগণের স্বরূপ, রাক্ষসদিগের যেরূপ বর্ণনা আছে, সেইরূপ ভয়ঙ্কর দৃষ্ট হইয়া থাকে। আর্য্যাবর্ত্তের ঠিক নিম্ন দেশের অধিবাসিগণের নাম নাগ ও উক্ত দেশের নাম পাতাল ছিল, কারণ উক্ত দেশ আর্য্যাবর্ত্তীয় মনুষ্যদিগের পদে অর্থাৎ চরণের তলে অবস্থিত। তত্রস্থ নাগ বংশী অর্থাৎ নাগ নামা পুরুষদিগের বংশে রাজা ছিল। উহাদিগেরই রাজকন্যা উলোপীর সহিত অর্জ্জুনের বিবাহ হইয়াছিল। অর্থাৎ ইক্ষ্বাকু হইতে কৌরব ও পাণ্ডবদিগের সময় পর্য্যন্ত সমস্ত ভূগোলে আর্য্যদিগের রাজত্ব ছিল এবং আর্য্যাবর্ত্ত ভিন্ন অন্যান্য দেশেও চারি বেদের অল্প অল্প প্রচার ছিল। এ বিষয়ে ইহা প্রমাণিত হয় যে ব্রহ্মার পুত্র বিরাট, বিরাটের পুত্র মনু, মনুর মরীচ্যাদি দশ পুত্রের মধ্যে স্বায়ম্ভবাদি সাত রাজা ছিলেন, এবং উহাদিগের সন্তান ইক্ষ্বাকু আদি রাজা ছিলেন। তিনিই আর্য্যাবর্ত্তের প্রথম রাজা ছিলেন এবং তাঁহা হইতেই আর্য্যাবর্ত্তে বাস আরম্ভ হয়। এক্ষণে দুর্ভাগ্য বশতঃ এবং আর্য্যদিগের আলস্য, প্রমাদ এবং পরস্পর বিরোধ বশতঃ অন্য দেশে রাজ্য করিবার তো কথাই নাই কিন্তু, আর্য্যাবর্ত্তেও আর্য্যদিগের অখণ্ড, স্বতন্ত্র, স্বাধীন এবং নির্ভয় রাজ্য এ সময় নাই। যাহা কিছু সামান্য আছে তাহাও, বিদেশীয়দিগের পাদাক্রান্ত হইয়া রহিয়াছে। অতি অল্পসংখ্যক রাজাই স্বতন্ত্র আছেন। যখন দুর্দ্দিন আইসে, তখন দেশবাসীদিগকে অনেক প্রকার দুঃখ ভোগ করিতে হয়। যে যতই করুক, স্বদেশীয় রাজ্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বিদেশীয় দিগের রাজ্যে, যদি ভিন্ন ভিন্ন মতের আগ্রহ না থাকে, যদি পক্ষপাত শূন্য ভাবে প্রজাদিগের উপর পিতা মাতার তুল্য কৃপা প্রদর্শনও করা হয় এবং ন্যায় ও দয়া অনুষ্ঠিত হয় তথাপি, উহা পূর্ণ সুখদায়ক নহে; পরন্তু ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, পৃথক্ পৃথক্ শিক্ষা এবং বিভিন্ন ব্যবহার জন্য বিরোধ খণ্ডন করা অতি দুষ্কর। ইহার খণ্ডন ব্যতিরেকে পরস্পরের পূর্ণ উপকার এবং অভিপ্রায় সিদ্ধ হওয়া কঠিন। এইজন্য বেদাদি-

শাস্ত্রে যে সকল ব্যবস্থা লিখিত হইয়াছে এবং ইতিহাসে যাহা উল্লিখিত আছে, সকল ভদ্র লোকদিগের তাহা মান্য করা উচিত। (প্রশ্ন) জগতের উৎপত্তির পর কত সময় অতীত হইয়াছে? (উত্তর) জগতের উৎপত্তি এবং বেদ প্রকাশের জন্য এক অর্ব্বুদ ৯৬ কোটি কয়েক লক্ষ এবং কয়েক সহস্র বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। মদ্রচিত ভূমিকাতে * ইহার স্পষ্ট ব্যাখ্যা লিখিত হইয়াছে উক্ত স্থানে দ্রষ্টব্য। সৃষ্টির উৎপত্তি এবং নির্ম্মাণ বিষয়ে এই প্রকার জানিতে হইবে। সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম খণ্ড অর্থাৎ যাহাকে আর খণ্ড করা যায় না তাহার নাম পরমাণু, তদ্রূপ ৬০ পরমাণু মিলিয়া এক অণু হয়; দুই অণু একত্র হইলে দ্ব্যণুক হয় এবং উহা হইতে স্থূল বায়ু হয়, তিন দ্ব্যণুক হইতে অগ্নি, এবং চারি দ্ব্যণুক হইতে জল হয়; পাঁচ দ্ব্যণুক হইতে পৃথিবী অর্থাৎ তিন দ্ব্যণুকে ত্রসরেণু হয় এবং দুই ত্রসরেণু হইতে পৃথিবী আদি দৃশ্য পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইরূপে ক্রমানুসারে অণু মিশ্রিত করিয়া পরমাত্মা ভূগোলাদি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। (প্রশ্ন) কে ইহাকে ধারণ করে? কেহ বলে শেষ নাগ অর্থাৎ সহস্রফণা বিশিষ্ট, সর্পের মস্তকে পৃথিবী অবস্থিত, কেহ বলে বৃষের শৃঙ্গের উপর, তৃতীয় কহে যে ইহা কাহারও উপর নহে, চতুর্থ কহে যে ইহা বায়ুরূপ আধারবিশিষ্ট, পঞ্চম কহে যে সূর্য্যের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া ইহা আপনার স্থানে অবস্থিত এবং ষষ্ঠ কহে যে পৃথিবী গুরুত্বপ্রযুক্ত নিম্নে আকাশে চলিয়া যাইতেছে ইত্যাদি কথার মধ্যে কোন্‌টী সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিব? (উত্তর) যে বলে যে পৃথিবী শেষ সর্পের এবং বৃষের শৃঙ্গের উপর অবস্থিত, তাহাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে, উক্ত সর্প এবং বৃষের মাতা পিতার জন্ম সময়ে পৃথিবী কাহার উপর ছিল এবং সর্প ও বৃষাদি কাহার উপর দাঁড়াইয়া আছে? বৃষপক্ষসমর্থয়িতা মুসলমান নিশ্চয়ই নির্ব্বাক হইবে। কিন্তু সর্পপক্ষাবলম্বী কহিবে যে সর্প কূর্ম্মের উপর, কূর্ম্ম জলের উপর, জল অগ্নির উপর, অগ্নি বায়ুর উপর এবং বায়ু আকাশে অবস্থিত আছে। উহাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে যে, সমস্তগুলি কাহার উপর আছে? তাহা হইলে সে অবশ্য বলিবে যে, সমস্ত পরমেশ্বরের উপর অবস্থিত আছে। পুনঃ যখন উহাদিগকে কেহ জিজ্ঞাসা করিবে যে শেষ এবং বৃষ কাহার সন্তান? তখন সে উত্তর দিবে যে শেষ কশ্যপ ও কদ্রুর সন্তান এবং বৃষ গাভীর সন্তান। এক্ষণে কশ্যপ মরীচির পুত্র, মরীচি মনুর পুত্র, মনু বিরাটের পুত্র, বিরাট্ ব্রহ্মার পুত্র এবং ব্রহ্মা আদি স্রষ্টা। সুতরাং কশ্যপের জন্ম হইবার পূর্ব্বে পাঁচ পুরুষ বর্ত্তমান ছিল. তখন পৃথিবীকে কে ধারণ করিয়াছিল? অর্থাৎ যদি এইরূপে জিজ্ঞাসা করা যায় যে কশ্যপের জন্মের সময় পৃথিবী কাহার উপর ছিল তাহা হইলে "তুমিও অবাক্ আমিও অবাক্" অর্থাৎ বাক্‌শূন্য হইয়া উভয়ে হাতাহাতি

* ঋগ্বেদাদি ভাষ্যভূমিকায় বেদোৎপত্তি বিষয়ে লিখিত আছে

বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া যাইবে। এক্ষণে ইহার যথার্থ অভিপ্রায় এই যে "যাহা অবশিষ্ট" থাকে উহাকে শেষ কহে। কোন কবি "শেষধারা পৃথিবী" অর্থাৎ শেষই পৃথিবীর আধার এইরূপ কহিয়াছেন। সাধারণ উহার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া মিথ্যা সর্পের কল্পনা করিয়াছেন। পরন্তু পরমেশ্বর উৎপত্তি এবং প্রলয় হইতে "বাকী" অর্থাৎ পৃথক্ থাকেন বলিয়া তাঁহাকে "শেষ" কহে এবং তিনিই পৃথিবীর আধার।

## সত্যেনোত্তভিতা ভূমিঃ ॥
## অথর্ব্বঃ কাঃ ১৪। বঃ ১। মঃ ১॥

(সত্য) অর্থাৎ যিনি ত্রৈকাল্যাবধ্য, যাঁহার কখন নাশ হয় না, সেই পরমেশ্বর ভূমি, আদিত্য এবং সমস্ত লোক ধারণ করিয়া আছেন।

## উক্ষা দাধার পৃথিবীমুত দ্যাম্ ॥

ইহা ঋগ্বেদের বচন*। এস্থলে (উক্ষা) শব্দ দেখিয়া কেহ বৃষ বুঝিয়া লইয়াছে; কারণ বৃষের নামও উক্ষা। পরন্তু উক্ত মূঢ় এরূপ বুঝিল না যে বৃষের এতাদৃশ বৃহৎ ভূগোল ধারণ করিবার শক্তি কোথা হইতে আসিবে? বর্ষাদ্বারা ভূগোলের সেচন করে বলিয়া সূর্য্যের নাম উক্ষা হইয়াছে। উক্ত সূর্য্য নিজ আকর্ষণ দ্বারা পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছে, পরন্তু সূর্য্যাদির ধারণকর্ত্তা পরমেশ্বর ব্যতীত আর কেহই নাই। (প্রশ্ন) এতাদৃশ বৃহৎ ভূগোল পরমেশ্বর কিরূপে ধারণ করিতে পারেন? (উত্তর) অনন্ত আকাশের সমক্ষে বৃহৎ বৃহৎ ভূগোল যেমন কিছুই নহে অর্থাৎ সমুদ্রের নিকট ক্ষুদ্র জলকণার তুল্যও নহে তদ্রূপ অনন্ত পরমেশ্বরের পক্ষে অসংখ্যাত লোক এক পরমাণুর তুল্যও বলিতে পারা যায় না। তিনি বাহিরে এবং ভিতরে সর্ব্বত্র ব্যাপক। "বিভূঃ প্রজাসু" ইহা যজুর্ব্বেদের ৩২।৫ এর বচন। উক্ত পরমাত্মা সকল প্রজার মধ্যে ব্যাপক হইয়া ধারণ করিয়া আছেন। খ্রীষ্টীয়ান্, মুসলমান এবং পুরাণব্যবসায়ীদিগের কথানুসারে যদি তিনি বিভু না হইতেন তাহা হইলে, তিনি এই সকল সৃষ্টি কখন ধারণ করিতে পারিতেন না; কারণ প্রাপ্তি (ব্যাপ্তি) ব্যতিরেকে কেহ কাহারও ধারণ করিতে পারে না। যদি কেহ কহে যে যখন সকল লোক পরস্পর অনন্ত আকর্ষণ দ্বারা ধারিত (সংস্থিত) হইতে পারে তখন পরমেশ্বরের অপেক্ষা কি? ইহাদিগকে উত্তর দিতে হইলে (জিজ্ঞাসা করিবে) যে এই সৃষ্টি অনন্ত

---

* ঋগ্বেদে "উক্ষাসত্বাবা পৃথিবীবিভার্ত্তি" এইরূপ বচন আছে এবং অথর্ব্ববেদে "অনভবান দাধার পৃথিবীমুতদ্যাম" এরূপ লেখা আছে। ৪।১১।১ এই বচন ঋগ্বেদ ১০।৩১।২, ৩।৩২।৮ ও ৩।৩১।২ তেও আছে—(অনুবাদক)।

অথবা শান্ত, অনন্ত বলিতে হইলে বলিতে হইবে যে আকার বিশিষ্ট পদার্থ কখন অনন্ত হইতে পারে না। যদি শান্ত কহে তবে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে যে যাহার পর ভাগ অথবা অগ্রভাগ সীমা নাই সেই অর্থাৎ সীমার পর আর কোন অপর লোক নাই সে স্থলে কাহার আকর্ষণের দ্বারা ধারণ হইতে পারে? যেমন সমষ্টি এবং ব্যষ্টি অর্থাৎ সমগ্র (মিলিত ভাবে) বৃক্ষ সকলের নাম বন বা অরণ্য রাখা যায়। তখন তাহাকে সমষ্টি কহে এবং এক এক বৃক্ষাদির ভিন্ন ভিন্ন গণনা করিলে তাহাকে ব্যষ্টি বলা যায়, সমগ্র ভূগোলের সমষ্টিকে জগৎ বলা যায়। এরূপ সমস্ত জগতের ধারণ এবং আকর্ষণ কর্ত্তা পরমেশ্বর ব্যতিরেকে আর কেহই নাই। এইজন্য যিনি সকল জগতের রচনা করেন তিনিই পরমেশ্বর।

**স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাম্॥ যজুঃ। অঃ ১৩। মং ৪॥**

পৃথিব্যাদি প্রকাশ রহিত লোকলোকান্তর এবং সূর্য্যাদি প্রকাশ সহিত লোকও পদার্থের ধারণা ও রচনা পরমাত্মা করিয়া থাকে। যিনি সকল দ্রব্যে ব্যাপক হইয়া আছেন, তিনিই সমস্ত জগতের কর্ত্তা ও ধর্ত্তা হন। (প্রশ্ন) পৃথিব্যাদি লোক ঘূর্ণিত অথবা স্থির ভাবে আছে? (উত্তর) ঘূর্ণিত আছে। (প্রশ্ন) কেহ কহে যে সূর্য্য ঘুরিতেছে এবং পৃথিবী স্থির আছে এবং অপরে কহে যে পৃথিবী ঘুরিতেছে এবং সূর্য্য স্থির আছে; ইহার কোন্‌টি সত্য বলিয়া মানা উচিত? (উত্তর) উভয় মতেই অর্দ্ধেক সত্য ও মিথ্যা আছে; কারণ বেদে লিখিত আছে, যে:—

**আয়ঙ্গৌঃ পৃশ্নিরক্রমীদসদন্ মাতরং পুরঃ।**
**পিতরং চ প্রযন্ত্স্বঃ॥ যজুঃ অঃ ৩। মঃ ৬॥**

অর্থাৎ জলের সহিত এই ভূগোল সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে সুতরাং পৃথিবী ঘুরিয়া থাকে।

**আকৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যং চ।**
**হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্॥**
**যজুঃ। অঃ ৩৩। মঃ ৪৩॥**

বর্ষাদির কর্ত্তা, প্রকাশস্বরূপ, তেজোময় এবং রমণীয় স্বরূপ বিশিষ্ট যে সবিতা অর্থাৎ সূর্য্য যাহা সকল প্রাণী এবং অপ্রাণীদিগের মধ্যে অমৃতরূপ বৃষ্টি অথবা কিরণ দ্বারা অমৃত প্রবেশন করতঃ সকল মূর্ত্তিমান্ দ্রব্য প্রদর্শন করিয়া এবং সমস্ত লোকের সহিত আকর্ষণ গুণবিশিষ্ট হইয়া আপনার পরিধিতে ঘুরিতেছে, কিন্তু অন্য কোন লোকের চারিদিকে ঘুরে না। এইরূপ এক এক ব্রহ্মাণ্ডে এক এক সূর্য্য প্রকাশক এবং অন্য সমস্ত লোক ও লোকান্তর প্রকাশ্য হইয়া থাকে। যেমন:—

## "দিবি সোমো অধিশ্রিতঃ"॥
## অথর্ব্বঃ কাঃ ১৪। অনুঃ ১। মঃ ১।

যেরূপ এই চন্দ্রলোক সূর্য্য হইতে প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ পৃথিব্যাদি লোকও সূর্য্যের প্রকাশ দ্বারা প্রকাশিত হয়। পরন্তু রাত্রি এবং দিবা সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে। কারণ পৃথিব্যাদি লোকের ভ্রমণ বশতঃ যাবদংশ সূর্য্যের সম্মুখে আইসে, তাবদংশ দিনমান এবং যাবদংশ পৃষ্ঠভাগে অর্থাৎ অব্যবহিত হয় তাবদংশে রাত্রি হয়। অর্থাৎ উদয়, অস্ত, সন্ধ্যা, মধ্যাহ্ন, মধ্যরাত্রি, প্রভৃতি যাবতীয় কালাবয়ব আছে উহা দেশ দেশান্তরে সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে। অর্থাৎ যখন আর্য্যাবর্ত্তে সূর্য্যোদয় হয়, তখন পাতালে অর্থাৎ আমেরিকায় অস্ত হয় এবং যখন আর্য্যাবর্ত্তে অস্ত হয়, তখন পাতাল দেশে উদয় হইয়া থাকে। যখন আর্য্যাবর্ত্তে মধ্যদিন অথবা মধ্যরাত্রি হয় তখন পাতালদেশে মধ্যরাত্রি অথবা মধ্যদিন থাকে। যাহারা বলে যে সূর্য্য ঘুরিতেছে এবং পৃথিবী স্থির আছে তাহারা অজ্ঞ। কারণ যদি তাহা হইত তাহা হইলে প্রায় সহস্র বর্ষ পরিমিত দিন এবং রাত্রি হইত। সূর্য্যের নাম (ব্রধ্ন), ইহা পৃথিবী অপেক্ষা লক্ষগুণ বৃহৎ এবং কোটি ক্রোশ দূরে অবস্থিত। সর্ষপের চারিদিকে পর্ব্বত ঘুরিলে যেরূপ অনেক বিলম্ব লাগে এবং (পর্ব্বতের চারিদিকে) সর্ষপ ঘুরিলে যেমন অধিক সময় লাগে না, ইহাও তদ্রূপ। পৃথিবীর ভ্রমণ বশতঃ যথাযোগ্য রাত্রি ও দিন হইয়া থাকে কিন্তু সূর্য্য ঘুরিলে তদ্রূপ হইতে পারে না। যাহারা সূর্য্যকে স্থির কহে তাহারা জ্যোতির্বিদ্যাবিদ্ নহে; কারণ যদি সূর্য্য না ঘুরিত তাহা হইলে ইহা এক রাশি স্থান হইতে অপর রাশি অর্থাৎ স্থান প্রাপ্ত হইত না। অধিকন্তু গুরু পদার্থ না ঘুরিলে আকাশে নিয়ত স্থানে থাকিতে পারে না। জৈনগণ কহে যে পৃথিবী ঘুরে না কিন্তু কেবল নীচে চলিয়া যাইতেছে এবং জম্বুদ্বীপে দুই সূর্য্য এবং দুই চন্দ্র আছে ইত্যাদি। নিশ্চয়ই জানিবে যে উহারা গভীর সিদ্ধির (ভাঙ্গের) নেশায় নিমগ্ন হইয়া এরূপ কহে। যদি ক্রমশঃ নীচে পৃথিবী চলিয়া যাইত তাহা হইলে চারিদিকে বায়ুচক্র রচিত থাকিতে পারিত না এবং পৃথিবী ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইত; উচ্চ স্থলের অধিবাসীদিগের অধিক বায়ুস্পর্শ হইত এবং নীচের লোকদিগের অধিক হইত না এবং বায়ুর গতি এক রূপই থাকিত। দুই সূর্য্য এবং দুই চন্দ্র হইলে রাত্রি হওয়া বা কৃষ্ণপক্ষ ঘটিত না। সুতরাং এক ভূমির নিকট এক চন্দ্র এবং অনেক ভূমির মধ্যে এক সূর্য্যই অবস্থিত থাকে। (প্রশ্ন) সূর্য্য, চন্দ্র এবং তারা ইহারা কি বস্তু এবং উহাতে মনুষ্যাদির বাস আছে, বা নাই? (উত্তর) এ সমস্তগুলি ভূগোলবৎ লোক এবং ইহাতে মনুষ্যাদি প্রজাও অবস্থান করে। কারণঃ—

এতেষু হীদꣳ সর্ব্বং বসু হিতমেতে হীদꣳ সর্ব্বং বাসয়ন্তে তদ্যদিদꣳ সর্ব্বং বাসয়ন্তে তস্মাদ্বসব ইতি ॥

শতঃ। কাঃ ১৪। প্রঃ ৩। ব্রাঃ ৭। কঃ ৪ ॥

পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্র, নক্ষত্র এবং সূর্য্য ইহাদিগের নাম বসু; কারণ ইহাতে সকল পদার্থ আছে এবং প্রজা বাস করে। ইহারা বাস করে বলিয়া ঐগুলি নিবাসের উপযোগিগৃহতুল্য হওয়াতে ইহাদিগের নাম বসু হইয়াছে। যখন সূর্য্য, চন্দ্র এবং নক্ষত্রও পৃথিবীর তুল্য বসু, তখন তাহাতে যে এইরূপ প্রজা আছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? অধিকন্তু যখন পরমেশ্বরের এই ক্ষুদ্র লোকেও মনুষ্যাদি সৃষ্টিতে পরিপূর্ণ, তখন এই সকল লোক কি শূন্য থাকিতে পারে? পরমেশ্বরের কোন কার্য্যই নিস্প্রয়োজন হয় না। অতএব এই সকল অসংখ্য লোকে মনুষ্যাদি সৃষ্টি না থাকিলে, ইহারা কি সফল হইতে পারে? সুতরাং সর্ব্বত্রই মনুষ্যাদির সৃষ্টি আছে। (প্রশ্ন) এই দেশে মনুষ্যাদি সৃষ্টির আকৃতি এবং অবয়ব যেরূপ, অন্য জগতেও কি তদ্রূপ আছে অথবা তাহার বিপরীত? (উত্তর) কোন কোন আকৃতি বিষয়ে ভেদ হইবার সম্ভাবনা আছে। যেমন এদেশ অপেক্ষা চীন, আফ্রিকা ও আর্য্যাবর্ত্ত ইউরোপ আদি প্রদেশে অবয়ব, বর্ণ, রূপ ও আকৃতি সম্বন্ধে কিছু কিছু ভেদ দৃষ্ট হয়. তদ্রূপ লোক লোকান্তরেও ভেদ হইয়া থাকে। পরন্তু এদেশে যে জাতির যেরূপ সৃষ্টি আছে অন্য লোকেও উক্ত জাতিগণের তদ্রূপ সৃষ্টি আছে। এ দেশে শরীরের যে যে প্রদেশে যেরূপ নেত্রাদি অঙ্গ সন্নিবেশিত আছে, লোকান্তরেও (তদনুকূল) উক্ত জাতির অবয়ব তদ্রূপই আছে। কারণ:—

সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ।
দিবং চ পৃথিবীং চান্তরীক্ষমথো স্বঃ ॥

ঋঃ। মঃ ১০। সূঃ ১৯০ ॥

ধাতা পরমাত্মা পূর্ব্ব কল্পে যেরূপ সূর্য্য, চন্দ্র, (দ্যৌ) ভূমি, অন্তরীক্ষ এবং তত্রস্থ সুখ ও বিশেষ পদার্থ রচনা করিয়াছিলেন, এই কল্পেও অর্থাৎ এই সৃষ্টিতেও তদ্রূপ রচনা করিয়া সমস্ত লোক ও লোকান্তর নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও ভেদ করেন নাই। (প্রশ্ন) এই লোকে যে বেদের প্রকাশ আছে উক্ত সকল লোকেও কি সেই বেদেরই প্রকাশ ছিল অথবা নাই? (উত্তর) এই বেদেরই প্রকাশ ছিল ও আছে। যেমন এক রাজার রাজ্যব্যবস্থা এবং নীতি সকল দেশেই সমান হয়, তদ্রূপ রাজরাজেশ্বর পরমাত্মার বেদোক্ত নীতি তাঁহার সৃষ্টিরূপ সকল রাজ্যেই একরূপ আছে। (প্রশ্ন) যখন জীব এবং প্রকৃতিস্থ তত্ত্ব অনাদি অর্থাৎ ঈশ্বরনির্ম্মিত নহে,

তখন ইহাদিগের উপর ঈশ্বরের অধিকার হওয়া উচিত নহে; কারণ সকলেই স্বতন্ত্র রহিয়াছে। (উত্তর) যেমন রাজা এবং প্রজা সমকালেই হয় এবং রাজার অধীন প্রজা থাকে তদ্রূপ পরমেশ্বরের অধীন জীব এবং জড় পদার্থ থাকে ও অনাদি কাল হইতে আছে। যখন পরমেশ্বর সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা, জীবদিগের কর্ম্মফলদাতা, সকলের যথাবৎ রক্ষক এবং অনন্ত সামর্থ্যবিশিষ্ট, তখন অল্পসামর্থ্য এবং জড়পদার্থ কেন তাঁহার অধীন হইবে না? এইজন্য কর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে জীব স্বতন্ত্র কিন্তু ফলভোগ বিষয়ে ঈশ্বরের ব্যবস্থার অধীন। এইরূপে সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর সমস্ত বিশ্বের সৃষ্টি, সংহার এবং পালন করিয়া থাকেন।

ইহার পর বিদ্যা, অবিদ্যা, বন্ধ এবং মোক্ষ বিষয়ে লিখিত হইবে। এস্থলে অষ্টম সমুল্লাস পূর্ণ হইল।

**ইতি শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতীস্বামিকৃতে সত্যার্থপ্রকাশে সুভাষাবিভূষিতে সৃষ্ট্যুৎপত্তিস্থিতিপ্রলয় বিষয়েঽষ্টমঃ সমুল্লাসঃ সম্পূর্ণঃ॥**

## অথ নবমসমুল্লাসারম্ভঃ ॥

-০*০-

### অথ বিদ্যাঽবিদ্যাবন্ধমোক্ষবিষয়ান্ ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥

এক্ষণে বিদ্যা, অবিদ্যা, বন্ধ এবং মোক্ষের বিষয় ব্যাখ্যাত হইবে।

**বিদ্যাং চাঽবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।**
**অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে ॥**
**যজুঃ। অঃ ৪০। মঃ ১৪ ॥**

যে মনুষ্য স্বরূপতঃ বিদ্যা এবং অবিদ্যা জানিতে পারে সে অবিদ্যা অর্থাৎ কর্ম্মোপাসনা দ্বারা মৃত্যু হইতে উদ্ধার পাইয়া বিদ্যা অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানদ্বারা মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। অবিদ্যার লক্ষণ ঃ—

**অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা ॥ পাত০ দ০ সাধনপাদে সূঃ ৫ ॥**

ইহা যোগসূত্রের বচন। অনিত্য সংসারে এবং দেহাদি বিষয়ে নিত্যবুদ্ধি অর্থাৎ যে কার্য্যজগৎ যাহা দৃষ্ট ও শ্রুত হয় উহা চিরকাল আছে এবং থাকিবে এবং যোগবলদ্বারা এই দেবশরীর সর্ব্বদা থাকে, এইরূপ বিপরীত বুদ্ধি হওয়া অবিদ্যার প্রথম অবস্থা অশুচি অর্থাৎ মলময় স্ত্র্যাদ্যাদিবিষয়ে এবং মিথ্যাভাষণ ও চৌর্য্যাদি অপবিত্র কার্য্যে পবিত্র বুদ্ধি অবিদ্যার দ্বিতীয় অবস্থা। অত্যন্ত বিষয় সেবনরূপ দুঃখে সুখবুদ্ধি ইহার তৃতীয় অবস্থা। এইরূপে অনাত্মায় আত্মবুদ্ধি করা অবিদ্যার চতুর্থ অবস্থা। এই চারি প্রকার বিপরীত জ্ঞানকে অবিদ্যা কহে। ইহার বিপরীত জ্ঞান অর্থাৎ অনিত্যে অনিত্যবুদ্ধি, নিত্যে নিত্যবুদ্ধি, অপবিত্রে অপবিত্রবুদ্ধি ও পবিত্রে পবিত্রবুদ্ধি, দুঃখে দুঃখবুদ্ধি, ও সুখে সুখবুদ্ধি, অনাত্মায় অনাত্মবুদ্ধি ও আত্মায় আত্মবুদ্ধি হওয়াকে বিদ্যা কহে। অর্থাৎ "বেত্তি যথাবত্তত্ত্বপদার্থস্বরূপং যয়া সা বিদ্যা এবং "যয়া তত্ত্বস্বরূপং ন জানাতি ভ্রমাদন্যস্মিন্নন্যন্নিশ্চিনোতি যয়া সা অবিদ্যা" যাহা দ্বারা পদার্থের যথাবৎ স্বরূপ বোধ হয় তাহাই বিদ্যা এবং যাহা হইতে তত্ত্বস্বরূপ জানা যায় না এবং একরূপ পদার্থে অন্যবুদ্ধি হয় তাহাকে অবিদ্যা কহে। অর্থাৎ কর্ম্মোপাসনাকে এইজন্য অবিদ্যা কহে যে ইহা বাহ্য এবং অন্তর

ক্রিয়া বিশেষের নাম এবং ইহা জ্ঞান বিশেষ নহে। এই জন্য মন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে শুদ্ধকর্ম্ম এবং পরমেশ্বরের উপাসনা ব্যতিরেকে কেহ মৃত্যু ও দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে না। অর্থাৎ পবিত্রকর্ম্ম, পবিত্রোপাসনা এবং পবিত্রজ্ঞান হইতেই মুক্তি এবং মিথ্যাভাষণাদি কর্ম্ম, পাষাণমূর্ত্ত্যাদির উপাসনা এবং মিথ্যাজ্ঞান হইতেই বন্ধন-প্রাপ্তি হয়। কোন মনুষ্যই ক্ষণমাত্রের জন্যও কর্ম্ম, উপাসনা এবং জ্ঞান রহিত হয় না; এইজন্য ধর্ম্মযুক্ত সত্যভাষণাদি কর্ম্মানুষ্ঠান এবং মিথ্যাভাষণাদি অধর্ম্ম ত্যাগ করাই মুক্তির সাধন। (প্রশ্ন) কাহার মুক্তিলাভ হয় না? (উত্তর) যে বদ্ধ তাহার। (প্রশ্ন) বদ্ধ কে? (উত্তর) অধর্ম্ম এবং অজ্ঞানে আসক্ত জীবই বদ্ধ। (প্রশ্ন) বন্ধ মোক্ষ কি স্বভাব হইতে হয় অথবা নিমিত্ত হইতে? (উত্তর) নিমিত্ত জন্য হয়। কারণ স্বভাব হইতে হইলে বন্ধ ও মোক্ষের কখন নিবৃত্তি হইত না। (প্রশ্ন):—

> ন নিরোধো নচোৎপত্তির্বদ্ধো ন চ সাধকঃ।
> ন মুমুক্ষুর্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা॥
> গৌড়পাদীয় কারিকা। প্রঃ ২। কাঃ ৩২॥

ইহা মাণ্ডুক্যোপনিষদের শ্লোক সম্বন্ধীয় কারিকার বচন, অর্থাৎ জীব ব্রহ্ম বলিয়া বস্তুতঃ জীবের নিরোধ নাই অর্থাৎ ইহা কখন আবরণে আইসে না, বা কখন জন্মগ্রহণ করে না; এবং বদ্ধও প্রাপ্ত হয় না। সাধক নাই অর্থাৎ সাধনকারী কেহ নাই, মুক্তি পাইবার অভিলাষী কেহ নাই এজন্য কখন মুক্তিও নাই।; কারণ যখন পরমার্থতঃ বন্ধনই হইল না তখন মুক্তি কিসের? (উত্তর) নবীন বেদান্তীর এরূপ বাক্য সত্য নহে। কারণ জীবের স্বরূপ অল্প বলিয়া উহা আবরণে আইসে, শরীরের সহিত প্রকাশিত হইয়া জন্ম গ্রহণ করে; পাপরূপ কর্ম্মের ফলভোগ, স্বরূপ বন্ধনে বদ্ধ হয় ও তজ্জন্য উক্ত বন্ধনমোচনের জন্য সাধন করে, দুঃখ খণ্ডনের ইচ্ছা করে এবং দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরমানন্দস্বরূপ পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া মুক্ত্যানন্দ ভোগ করে। (প্রশ্ন) এ সকল দেহ ও অন্তঃকরণের ধর্ম্ম, জীবের নহে। কারণ জীব পাপপুণ্যরহিত ও সাক্ষীমাত্র। শীতোষ্ণাদি শরীরাদির ধর্ম্ম, আত্মা নির্লেপ। (উত্তর) দেহ এবং অন্তঃকরণ জড়, সুতরাং ইহাদিগের শীতোষ্ণ প্রাপ্তি এবং ভোগ হয় না। চেতন মনুষ্যাদি প্রাণীই উহাকে স্পর্শ করে এবং ইহাদিগেরই শীতোষ্ণের জ্ঞান এবং ভোগ হয়, যেহেতু প্রাণ জড় জন্য ইহার ক্ষুধা ও পিপাসা নাই, কিন্তু প্রাণবান্ জীবেরই ক্ষুধা ও তৃষ্ণা অনুভব হয়; এইরূপ মনও জড়, সুতরাং তাহার হর্ষ ও শোক হইতে পারে না, কিন্তু চেতন জীবই মন দ্বারা হর্ষ শোক, দুঃখ ও সুখ ভোগ করে। যেমন বহিরিন্দ্রিয় কর্ণাদি দ্বারা উত্তম ও অধম শব্দাদি বিষয় সকল গ্রহণ করতঃ জীব সুখী এবং দুঃখী হয় তদ্রূপই অন্তকরণ অর্থাৎ

মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার দ্বারা সংকল্প বিকল্প, নিশ্চয় স্মরণ এবং অভিমান কর্ত্তাই দণ্ড ও সম্মান ভাগী হইয়া থাকে। যেমন তরবারি দ্বারা প্রহর্ত্তাই দণ্ডনীয় হয় কিন্তু তরবারি দণ্ডনীয় হয় না, তদ্রূপই দেহেন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ এবং প্রাণরূপ সাধন দ্বারা উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট কর্ম্মের কর্ত্তা জীবই সুখ ও দুঃখের ভোক্তা হয়। জীব কর্ম্মের সাক্ষী স্বরূপ নহে কিন্তু কর্ত্তা এবং ভোক্তা। কর্ম্মের সাক্ষী কেবল এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বর। কর্ম্মকর্ত্তা জীবই কর্ম্মে লিপ্ত হয়। জীব ঈশ্বর নহে ও সাক্ষীও নহে। (প্রশ্ন) জীব ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব। যেমন দর্পণ ছিন্ন ভিন্ন হইলেও বিম্বের কোন হানি হয় না তদ্রূপ যতদিন অন্তঃকরণোপাধি থাকে ততদিন জীব ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব থাকে। অন্তঃকরণ নষ্ট হইলে জীব মুক্ত হয়। (উত্তর) ইহা বালকের বাক্য। কারণ সাকারের প্রতিবিম্ব সাকার হইয়া থাকে। যেমন মুখ ও দর্পণ সাকার এবং পরস্পর পৃথক্ পৃথথ না হইলে প্রতিবিম্ব হইতে পারে না, ব্রহ্ম নিরাকার এবং সর্ব্বব্যাপী বলিয়া তাঁহার প্রতিবিম্ব হইতে পারে না। (প্রশ্ন) দেখা যায় যে গভীর স্বচ্ছ জলে নিরাকার এবং ব্যাপক আকাশের আভাস পতিত হয় তদ্রূপ, স্বচ্ছ অন্তঃকরণে পরমাত্মার আভাস পড়িয়া থাকে এবং তজ্জন্য ইহাকে চিদাভাস বলা যায়। (উত্তর) ইহাও বালবুদ্ধির মিথ্যা প্রলাপ। কারণ আকাশ দৃশ্যমান না হইলে লোকে চক্ষুদ্বারা কিরূপে উহাকে দেখিতে সমর্থ হয়? (প্রশ্ন) যাহা উপরে রহিয়াছে এবং ধূমাকার দৃষ্ট হয় উহা নীলাকাশ কি না? (উত্তর) না (প্রশ্ন) তবে উহা কি? (উত্তর) স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পৃথিবী, জল এবং অগ্নির ত্রসরেণু দৃষ্ট হয়। যাহা নীলবর্ণ দৃষ্ট হয় উহা জল এজন্য উহা নীলবর্ণ দৃষ্ট হয়। যাহা ধূমাকার দৃষ্ট হয় উহা পৃথিবীর ধূলি উত্থিত হইয়া বায়ুতে ঘুরিতেছে। ইহাদেরই প্রতিবিম্ব জলে অথবা দর্পণে দৃষ্ট হয়, আকাশের প্রতিবিম্ব কখন দৃষ্ট হয় না। (প্রশ্ন) যেমন ঘটাকাশ, মঠাকাশ মেঘাকাশ এবং মহদাকাশের ব্যবহারগত ভেদ হইয়া থাকে তদ্রূপ ব্রহ্মের ব্রহ্মাণ্ড ও অন্তঃকরণের উপাধিগত ভেদ বশতঃ ঈশ্বর এবং জীব নাম হয়। যখন ঘটাদি নষ্ট, হয় তখন কেবল মহদাকাশই কথিত হয়। (উত্তর) ইহাও অবিদ্বানের কথা, কারণ আকাশ কখন ছিন্ন ভিন্ন হয় না। ব্যবহারেও "ঘট আনয়ন কর" ইত্যাদি ব্যবহার, হইয়া থাকে। কেহ বলে না যে "ঘটের আকাশ আনয়ন কর"। সুতরাং উক্ত বাক্য সঙ্গত নহে। (প্রশ্ন) সমুদ্রমধ্যে যেমন মৎস্য ও কীট এবং আকাশ মধ্যে পক্ষী প্রভৃতি বিচরণ করে তদ্রূপ সমস্ত অন্তঃকরণ চিদাকাশ ব্রহ্মে বিচরণ করে। ইহারা স্বয়ং জড় হইলেও সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মার সত্তাবশতঃ অগ্নি সংযোগে লৌহের ন্যায় চেতন হইয়া থাকে এবং বিচরণশীল হয় যেরূপ তাহারা চলা ফেরা করে এবং আকাশ ও ব্রহ্ম নিশ্চল এইরূপে জীবকে ব্রহ্ম স্বীকার করিলে কোন দোষ আইসে না। (উত্তর) তোমার এ দৃষ্টান্তও সত্য নহে, কারণ যদি সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম অন্তঃকরণে প্রকাশমান হইয়া জীব

হয় তাহা হইলে উহাতে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণ হয় কি না? যদি বল যে আবরণবশতঃ সর্ব্বজ্ঞতা হয় না, তাহা হইলে (জিজ্ঞাসা করি) ব্রহ্ম আবৃত, বা খণ্ডিত অথবা অখণ্ডিত? যদি বল যে অখণ্ডিত, তাহা হইলে তাহার মধ্যে আবরণ পড়িতে পারে না এবং আবরণ না থাকিলে সর্ব্বজ্ঞতা কেন হয়না? যদি বল যে আপনার স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া অন্তঃকরণে সহিত বিচরণ করে, স্বরূপতঃ নহে, তাহা হইলে অর্থাৎ স্বয়ং চলিত না হইলে অন্তঃকরণ যে যে পূর্ব্বপ্রাপ্ত দেশ ত্যাগ করিতে থাকিবে এবং যে যে স্থানে চলিত হইবে সেই সেই স্থলের ব্রহ্ম ভ্রান্তও অজ্ঞানী হইতে থাকিবে এবং যে যে দেশ ছাড়িয়া যাইবে তত্রস্থ ব্রহ্ম জ্ঞানী, পবিত্র এবং মুক্ত হইতে থাকিবে। এইরূপে অন্তঃকরণ সৃষ্টির সর্ব্বত্র ব্রহ্মকে বিকৃত করিবে এবং বন্ধ ও মুক্তিও ক্ষণে ক্ষণে হইতে থাকিবে। তোমার কথিতর প্রমাণযদি এইরূপ হইত তাহা হইলে জীবের পূর্ব্ব দৃষ্ট এবং শ্রুত বস্তুর স্মরণ হইত না, কারণ যে ব্রহ্মদর্শন করিয়াছে সে, ব্রহ্ম আর রহিতেছে না। সুতরাং জীবই ব্রহ্ম এবং ব্রহ্ম ও জীব কখন এক নহে পরন্তু, সদা পৃথক্ পৃথক্ থাকে। (প্রশ্ন) এ সকল অধ্যারোপ মাত্র। যেমন এক বস্তুতে অন্যবস্তুর স্থাপন করাকে অধ্যারোপ কহে তদ্রূপ ব্রহ্মবস্তুতে সমস্ত জগতের এবং ইহার ব্যবহারের অধ্যারোপ করিয়া জিজ্ঞাসুকে বুঝাইয়া দেওয়া হয়। বস্তুতঃ সকলই ব্রহ্ম। (উত্তর) অধ্যারোপের কর্ত্তা কে? (প্রশ্ন) জীব। (উত্তর) জীব কাহাকে বল? (প্রশ্ন) অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চেতনকে। (উত্তর) অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চেতন কি দ্বিতীয় পদার্থ অথবা উহাই ব্রহ্ম? (প্রশ্ন) উহাই ব্রহ্ম। (উত্তর) তবে কি ব্রহ্মই স্বয়ং জগতকে মিথ্যা কল্পনা করিলেন? (প্রশ্ন) হাঁ ব্রহ্মই করিলেন, তাহাতে হানি কি? (উত্তর) যে মিথ্যা কল্পনা করে, সে কি মিথ্যারত হয় না? (প্রশ্ন) না। কারণ মন ও বাক্য দ্বারা যাহা কল্পিত এবং কথিত হয় উহা সমস্তই মিথ্যা। (উত্তর) তবে মন ও বাক্যদ্বারা মিথ্যাকল্পনাকারী এবং মিথ্যাবাদা ব্রহ্ম ও কল্পিত মিথ্যাবাদী হইল কি না? (প্রশ্ন) আচ্ছা হইল। আমার তাহাতে ইষ্টাপত্তি আছে। (উত্তর) বাহবা! মিথ্যাবাদা বেদান্তিগণ তোমারা সত্যস্বরূপ, সত্যকাম ও সত্যসংকল্প পরমাত্মাকে মিথ্যাচারী করিয়া দিলে! ইহা কি তোমাদিগের দুর্গতির কারণ নহে? কোন্ উপনিষদ্ সূত্রে অথবা বেদে এরূপ লিখিত আছে যে পরমেশ্বর এরূপ মিথ্যাসঙ্কল্পকারী এবং মিথ্যাবাদী? ইহা চোর দ্বারগাকে দণ্ড দেওয়ার ন্যায় হইল, অর্থাৎ "উল্টে চোরে দণ্ড দেয় দ্বারগাকে ধরি"। এই কথার সদৃশ তোমার বাক্য হইল। ইহাই উচিত যে দ্বারগা চোরকে দণ্ড দিবে কিন্তু চোর দ্বারগাকে দণ্ড দিলে উহা বিপরীত হয়। তুমিও তদ্রূপ স্বয়ং মিথ্যাসঙ্কল্পকারী এবং মিথ্যাবাদা হইয়া আপনার দোষ ব্রহ্মে বৃথা আরোপ করিতেছে। যদি ব্রহ্ম মিথ্যাজ্ঞানা, মিথ্যাবাদী এবং মিথ্যাকারী হয়েন তাহা হইলে

অনন্ত ব্রহ্মই তদ্রূপ হইয়া পড়ে। কারণ তিনি একরস হইয়া সত্যস্বরূপ, সত্যমানী, সত্যবাদী এবং সত্যকারী হয়েন। পূর্ব্বোক্ত দোষ কেবল তোমারই, ব্রহ্মের নহে। তুমি যাহাকে বিদ্যা কহিতেছ উহাই অবিদ্যা এবং তোমার অধ্যারোপও মিথ্যা। কারণ আপনি ব্রহ্ম না হইয়া আপনাকে ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মকে জীব জ্ঞান করা মিথ্যা জ্ঞান নহে তো কি হইতে পারে? তিনি সর্ব্বব্যাপক, তিনি কখন পরিচ্ছিন্ন বা অজ্ঞান বা বন্ধনে পতিত হয়েন না, কারণ জীবই অজ্ঞানপরিচ্ছিন্ন, একদেশী, অল্প এবং অল্পজ্ঞ হইয়া থাকে কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম তাদৃশ নহেন।

## এক্ষণে মুক্তি ও বন্ধের বিষয় বর্ণন করা যাইতেছে।

(প্রশ্ন) মুক্তি কাহাকে কহে? (উত্তর) "মুঞ্চন্তি পৃথগ্ ভবন্তি জনা যস্যাং সা মুক্তিঃ" যাহা হইতে মুক্ত হওয়া যায় তাহার নাম মুক্তি। (প্রশ্ন) কাহা হইতে মুক্ত হওয়া যায়? (উত্তর) সকল জীব যাহা হইতে মুক্ত হইবার ইচ্ছা করে। (প্রশ্ন) কাহা হইতে মুক্ত হইবার ইচ্ছা হয়? (উত্তর) দুঃখ হইতে। (প্রশ্ন) মুক্ত হইয়া কি প্রাপ্ত হয় এবং কোথায় থাকে? (উত্তর) সুখপ্রাপ্তি হয় এবং ব্রহ্মে অবস্থান করে। (প্রশ্ন) কিরূপ করিলে মুক্ত এবং বদ্ধ হইয়া থাকে? (উত্তর) পরমেশ্বরের আজ্ঞা পালন করা; অধর্ম্ম, অবিদ্যা, কুসঙ্গ কুসংস্কার এবং দুষ্টব্যসন হইতে পৃথক্ হওয়া; সত্যভাষণ, পরোপকার এবং বিদ্যা, পক্ষপাতরহিত ন্যায় ও ধর্ম্মের বৃদ্ধি করা, পূর্ব্বোক্ত প্রকার পরমেশ্বরের স্তুতি, প্রার্থনা ও উপাসনা অর্থাৎ যোগাভ্যাস করা, বিদ্যার অধ্যয়ন এবং অধ্যাপন ও ধর্ম্মানুসারে পুরুষার্থের অনুষ্ঠান দ্বারা জ্ঞানের উন্নতি করা; সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধনের অনুষ্ঠান করা ও যাহা কিছু করিতে হইবে তৎসমুদায়ই পক্ষপাত রহিত হইয়া ন্যায় ও ধর্ম্মানুসারে করা ইত্যাদি সাধনদ্বারা মুক্তি এবং ইহার বিপরীত অর্থাৎ ঈশ্বরাজ্ঞাভঙ্গাদি কার্য্য করিলে বন্ধন হইয়া থাকে। (প্রশ্ন) মুক্তি হইলে জীবের কি লয় হয়, অথবা জীব বিদ্যমান থাকে? (উত্তর) বিদ্যমান থাকে। (প্রশ্ন) কোথায় থাকে? (উত্তর) ব্রহ্মে। (প্রশ্ন) ব্রহ্ম কোথায় এবং উক্ত মুক্ত জীব কি এক স্থানে থাকে অথবা স্বেচ্ছাচারী হইয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করে? (উত্তর) ব্রহ্ম সর্ব্বত্র পূর্ণ এবং উহাতেই মুক্তজীব অব্যাহতগতি হইয়া অর্থাৎ সর্ব্বত্র অপ্রতিহত গতি হইয়া বিজ্ঞান ও আনন্দপূর্ণ হইয়া স্বতন্ত্র বিচরণ করে। (প্রশ্ন) মুক্ত জীবের স্থূল শরীর হয় কি না? (উত্তর) তাহার স্থূল শরীর থাকে না (প্রশ্ন) তবে সুখ এবং আনন্দ কিরূপে ভোগ করিতে পারে? (উত্তর) উহার সত্য সঙ্কল্পাদি স্বাভাবিক গুণ এবং সামর্থ্য বিদ্যমান থাকে, কিন্তু ভৌতিক সঙ্গ (আসক্তি) থাকে না। যথাঃ—

শৃণ্বন্ শ্রোত্রং ভবতি, স্পর্শয়ন্ ত্বগ্ভবতি, পশ্যন্

চক্ষুর্ভবতি, রসয়ন্ রসনা ভবতি, জিঘ্রন্ ঘ্রাণং ভবতি, মন্বানো মনোভবতি, বোধয়ন্ বুদ্ধির্ভবতি। চেতয়ং-শ্চিত্তম্ভবত্যহং কুর্বাণোঽহঙ্কারো ভবতি ॥

শতপথঃ, কাঃ ॥ ১৪ ॥

মোক্ষাবস্থায় জীবাত্মার ভৌতিক শরীর অথবা ইন্দ্রিয় গোলক থাকে না কিন্তু তাহার নিজ স্বাভাবিক শুদ্ধগুণ থাকে। মুক্তির অবস্থায় জীবাত্মার স্বশক্তিদ্বারাই শুনিতে চাহিলে শ্রোত্র, স্পর্শ করিতে চাহিলে ত্বক্, দেখিবার ইচ্ছা হইলে চক্ষু, স্বাদের ইচ্ছায় রচনা, গন্ধের জন্য ঘ্রাণ, সংকল্প ও বিকল্পের সময় মন, নিশ্চয় করিবার জন্য বুদ্ধি, স্মরণের জন্য চিত্ত এবং অহংবুদ্ধির জন্য অহঙ্কার হইয়া থাকে এবং সংকল্পমাত্রেই শরীর হয়। জীব শরীরের আধার হইয়া ইন্দ্রিয় গোলকদ্বারা যেরূপ স্বকার্য্যসাধন করে তদ্রূপ, মুক্তির অবস্থায় মুক্তজীব নিজ শক্তিদ্বারা সমস্ত আনন্দ ভোগ করে। (প্রশ্ন) উহার শক্তি কত এবং কয় প্রকার? (উত্তর) মুখ্য শক্তি এক প্রকার, পরন্তু বল, পরাক্রম, আকর্ষণ, প্রেরণা, গতি, ভীষণ, বিবেচন ক্রিয়া, উৎসাহ, স্মরণ, নিশ্চয়, ইচ্ছা, প্রেম, দ্বেষ, সংযোগ, বিভাগ, সংযোজক, বিভাজক, শ্রবণ, স্পর্শন, দর্শন, স্বাদন এবং গন্ধগ্রহণ ও জ্ঞান, জীব এই চতুর্ব্বিংশতি প্রকার সামর্থ্যযুক্ত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারাই মুক্তির অবস্থাতেও আনন্দভোগ করে। যদি মুক্তি হইলে জীবের লয় হইত তাহা হইলে মুক্তির সুখ কে ভোগ করিত? অধিকন্তু জীবের নাশকেই মুক্তি মনে করা মহামূর্খের কার্য্য। কারণ দুঃখের খণ্ডন হইলে আনন্দস্বরূপ ব্যাপক অনন্ত পরমেশ্বরে আনন্দে অবস্থান করাই জীবের মুক্তি। বেদান্ত শারীরিক সূত্রে দেখা যায়ঃ—

অভাবং বাদরিরাহ হ্যেবম্ ॥ বেদান্ত দঃ ।৪।৪।১০ ॥

মহাত্মা ব্যাসের পিতার নাম বাদরি। তিনি মুক্তির অবস্থায় জীবের এবং তাহার সহিত মনের বিদ্যমানতা স্বীকার করেন অর্থাৎ পরাশর জীবের ঋষি মুক্তিতে এবং মনের লয় স্বীকার করেন না। তদ্রূপ ঃ—

ভাবং জৈমিনির্বিকল্পামননাৎ ॥ বেদান্তদঃ ৪।৪।১১ ॥

আচার্য্য জৈমিনি মুক্ত পুরুষের মনের তুল্য সূক্ষ্মশরীর, ইন্দ্রিয়গণ এবং প্রাণাদিরও বিদ্যমানতা স্বীকার করেন এবং অভাব স্বীকার করেন না।

দ্বাদশাহবদুভয়বিধং বাদরায়ণোঽতঃ ॥

বেদান্তদঃ ৪।৪।১২॥

ব্যাসমুনি মুক্তির অবস্থায় ভাব এবং অভাব দুইই স্বীকার করেন অর্থাৎ মুক্তি হইলে জীব শুদ্ধ সামর্থ্য যুক্ত বিদ্যমান থাকে এবং অপবিত্রতা পাপাচরণ, দুঃখ ও অজ্ঞানাদির অভাব হয় ইহা স্বীকার করেন।

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তামাহুঃ পরমাং গতিম্॥
কঠোঃ। অঃ ২। বও মঃ ১০॥

যখন জীবের সহিত শুদ্ধ মন ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় বিদ্যমান থাকে এবং বুদ্ধির স্থির নিশ্চয় হয় তখন তাহাকে পরমগতি অর্থাৎ মোক্ষ কহে।

য আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকোঽবিজিঘৎ সোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্ যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতীতি। ছান্দোঃ প্রঃ ৮। খঃ ৭। মঃ ১॥

স বা এষ এতেন দৈবেন চক্ষুষা মনসৈতান কামান্ পশ্যন্ রমতে। য এতে ব্রহ্মলোকে তং বা এতং দেবা আত্মানমুপাসতে তস্মাত্তেষাঙ সর্ব্বে চ লোকা আত্তাঃ সর্ব্বে চ কামাঃ স সর্ব্বাঙশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাঙশ্চ কামান্ যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানামাতীতি॥
ছান্দোঃ। প্রঃ৮। খঃ১২। মঃ ৫।৬॥

মঘবন্মর্ত্ত্যং বা ইদঙ শরীরমাত্তং মৃত্যুনা তদস্যাঽমৃতস্যাশরীরস্যাত্মনোধিষ্ঠানমাত্তো বৈ সশরীরঃ প্রিয়াপ্রিয়াভ্যাং ন বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্ত্যশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ॥
ছান্দোঃ প্রঃ ৮। খ ১২। মঃ ১॥

যে পরমাত্মা অপহতপাপ্মা অর্থাৎ সর্ব্বপাপরহিত এবং জরা, মৃত্যু, শোক ক্ষুধা পিপাসাশূন্য সত্যকাম, সত্যসংকল্প তাঁহাকেই অন্বেষণ করিবার এবং জানিবার ইচ্ছা

করা কর্ত্তব্য। সেই পরমাত্মার সম্বন্ধ বশতঃ মুক্ত জীব সমস্ত লোক এবং যাবতীয় কামনা প্রাপ্ত হয়েন। সেই পরমাত্মাকে জানিলেই লোকে মোক্ষ সাধন করিতে এবং আপনাকে শুদ্ধ করিতে ও জানিতে পারে। উক্ত মুক্তি-প্রাপ্ত জীব শুদ্ধ ও দিব্যনেত্র দ্বারা এবং শুদ্ধ মন দ্বারা কামনা সকল দর্শন করিয়া এবং প্রাপ্ত হইয়া পরমাত্মায় রমণ করে, এবং তিনি ব্রহ্মলোক অর্থাৎ দর্শনীয় পরমাত্মায় স্থিত থাকিয়া মোক্ষসুখ ভোগ করে। বিদ্বান্‌গণ মুক্তি-প্রাপ্তির জন্য সকলের অন্তর্যামী আত্মার স্বরূপ সেই পরমাত্মারই উপাসনা করিয়া থাকেন। এতদ্দ্বারা উহাদিগের সর্ব্বলোক এবং সর্ব্বকাম প্রাপ্তি হয় অর্থাৎ তাঁহারা যেরূপ সংকল্প করেন তদ্রূপ লোক এবং কাম প্রাপ্ত হয়েন। মুক্তজীব স্থূল শরীর ত্যাগ করিয়া সঙ্কল্পময় শরীর দ্বারা আকাশে পরমেশ্বরে অবস্থিত হইয়া বিচরণ করে। কারণ শরীরবিশিষ্ট হইলে সাংসারিক দুঃখ রহিত হইতে পারে না। যেমন প্রজাপতি ইন্দ্রকে কহিয়াছিলেন যে. হে পরমপূজিত ধনযুক্ত পুরুষ! এই স্থূল শরীর মরণবিশিষ্ট। সিংহমুখে ছাগের ন্যায় শরীর মৃত্যু-মুখের মধ্যে অবস্থিত। এই শরীর মৃত্যুরহিত এবং দেহরহিত জীবাত্মার নিবাসস্থান। এই জন্য জীব সর্ব্বদা সুখ ও দুঃখগ্রস্ত হয়। কারণ শরীর সহিত জীবের সাংসারিক প্রসন্নতার নিবৃত্তি হয় এবং জীবাত্মা মুক্ত হইলে শরীর রহিত জীবের সাংসারিক প্রসন্নতার নিবৃত্তি হয় এবং জীবাত্মা মুক্ত হইলে শরীর রহিত হইয়া ব্রহ্মে অবস্থান করে ও তখন উহাকে সাংসারিক সুখ অথবা দুঃখ স্পর্শ করে না পরন্তু, উহা সর্ব্বদা আনন্দে অবস্থান করে। (প্রশ্ন) জীব মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় জন্মমরণরূপ দুঃখে কখন পতিত হয় কি না? কারণ :—

**ন পুনরাবর্ত্ততে নচ পুনরাবর্ত্ততে ইতি।**

**ছান্দো প্রঃ ৮। খঃ ১৫॥**

**অনাবৃত্তিঃ শব্দাদনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ।**

**বেদান্তদঃ অঃ ৪। পাঃ ৪। সূঃ ৩৩॥**

**যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥ ভগবদ্গীঃ**

ইত্যাদি বচন হইতে বিদিত হওয়া যায় যে, মুক্তি তাহাকেই কহে যাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া জীব আর কখনও সংসারে আইসে না। (উত্তর) এ কথা সত্য নহে; কারণ বেদে এইরূপ বাক্যের নিষেধ করা হইয়াছে :—

**কস্য নূনং কতমস্যামৃতানাং মনামহে চারু দেবস্য নাম।**

**কো নো মহ্যা অদিতয়ে পুনর্দাৎ পিতরং চ দৃশেয়ং মাতরং চ॥ ১॥**

অগ্নের্বয়ং প্রথমস্যামৃতানাং মনামহে চারু দেবস্য নাম।
স নো মহ্যা অদিতয়ে পুনর্দাৎ পিতরং চ দৃশেয়ং
মাতরং চ ॥২॥
ঋঃ। মঃ ১। সূঃ ২৪। মঃ ১২ ॥

ইদানীমিব সর্বত্র নাত্যন্তোচ্ছেদঃ ॥৩॥ সাংখ্যঃ
অ ১। সূঃ ১৫৯ ॥

( প্রশ্ন ) আমরা কাহার নাম পবিত্র বলিয়া জানিব? নাশরহিত পদার্থ মধ্যে বর্ত্তমান কোন দেব সর্ব্বদা প্রকাশস্বরূপ হইয়া আমাদিগকে মুক্তিসুখ ভোগ করাইয়া পুনরায় এই সংসারে জন্ম প্রদান করাইয়া মাতা এবং পিতার সহিত দর্শন করান? ।১। ( উত্তর ) আমরা উক্ত স্বপ্রকাশস্বরূপ, অনাদি, সদামুক্ত পরমাত্মার নাম পবিত্র বলিয়া জানিব, যিনি আমাদিগকে মুক্তির অবস্থায় আনন্দ ভোগ করাইয়া পৃথিবীতে পুনরায় মাতা ও পিতার সম্বন্ধ দ্বারা জন্ম প্রদান করতঃ মাতা পিতার দর্শন করান। সেই পরমাত্মা মুক্তির ব্যবস্থা করেন এবং সকলের স্বামী। ২। এ সময়ে জীব যেরূপ বদ্ধ ও মুক্ত থাকে তদ্রূপ, সর্ব্বদা থাকে। কখন তাহাদিগের অত্যন্ত বিচ্ছেদ, বন্ধ অথবা মুক্তি হয় না। পরন্তু বন্ধন এবং মুক্তি সর্ব্বদা ( একরূপ ) থাকে না। ( প্রশ্ন ):—

তদত্যন্তবিমোক্ষোঽপবর্গঃ।
দুঃখজন্মপ্রবৃত্তিদোষমিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে
তদন্তরাপায়াদপবর্গঃ। ন্যায় দঃ অঃ ১। সূঃ ২॥

দুঃখের অত্যন্ত বিচ্ছেদের নাম মুক্তি। কারণ মিথ্যা জ্ঞান, অবিদ্যা লোভাদি দোষ বিষয় ও দুষ্ট ব্যসনে প্রবৃত্তি, জন্ম এবং দুঃখের উত্তরোত্তর খণ্ডন হইলে পূর্ব্বপূর্ব্বের নিবৃত্তি হওয়াতেই মোক্ষ হয় এবং উহা সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকে ( অর্থাৎ মিথ্যা জ্ঞান বা অবিদ্যা হইতে উত্তরোত্তর লোভ দোষ প্রবৃত্তি আদি উৎপন্ন হইয়া প্রবৃত্তির জন্য জন্ম ও জন্ম হেতু দুঃখ হয় এজন্য এই দুঃখ নিবারণ হেতু এইগুলি উত্তরোত্তর খণ্ডন হইলে অবিদ্যা নষ্ট হয় )। ( উত্তর ) ইহা আবশ্যক নহে যে অত্যন্ত শব্দ অত্যন্তাভাবের অর্থেই ব্যবহৃত হইবে। যেমন "অত্যন্তং দুঃখমত্যন্তং সুখং চাস্য বর্ত্ততে" এই মনুষ্যের অত্যন্ত দুঃখ অথবা অত্যন্ত সুখ হইয়াছে, তদ্রূপ জানিতে হইবে যে অত্যন্ত শব্দের এ স্থলেও এই অর্থ হওয়া উচিত। ( প্রশ্ন ) যদি মুক্তি হইতে জীব পুনরায় আগমন করে, তাহা হইলে কত দিন মুক্তি বিদ্যমান থাকে? ( উত্তর ):—

**তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে ॥ মুণ্ডকঃ ৩। খঃ ২। মঃ ৬॥**

এই মুক্তজীব মুক্তিলাভ করিয়া পান্তকাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মে আনন্দভোগ করিয়া পুনরায় মহাকল্পের পর মুক্তিসুখ ত্যাগ করতঃ সংসারে আগমন করে। ইহার সংখ্যা এইরূপ :—৪৩২০০০০ তেতাল্লিশ লক্ষ ও বিংশতি সহস্র বৎসর এক চতুর্যুগী হয়; দুই সহস্র চতুর্যুগীতে এক অহোরাত্র হয় এবং ত্রিংশৎ অহোরাত্রে এক মাস হয়। তাদৃশ দ্বাদশ মাসে এক বৎসর এবং তদ্রূপ শত বর্ষে এক পরান্তকাল হয়। গণিতের রীতি অনুসারে উহা যথাবৎ বুঝিতে হইবে। মুক্তির সুখভোগের জন্য এই সময়। (প্রশ্ন) সমস্ত সংসারের এবং গ্রন্থকারের এই মত যে উহা হইতে কখন জন্ম ও মরণে আইসে না। (উত্তর) একথা কখন হইতে পারে না। কারণ প্রথমতঃ জীবের সামর্থ্য ও শরীরাদি পদার্থ এবং সাধন পরিমিত; সুতরাং উহার ফল কিরূপে অনন্ত হইতে পারে? অনন্ত আনন্দ ভোগের উপযুক্ত জীবের অসীম সামর্থ্য, কর্ম্ম এবং সাধন নাই, সুতরাং অনন্ত সুখভোগ করিতে পারে না। যাহার সাধন অনিত্য, তাহার ফল নিত্য হইতে পারে না। অধিকন্তু যদি মুক্তি হইতে পুনরায় কেহই প্রত্যাগমন করিতে না পারে তাহা হইলে, সংসার উচ্ছেদ হওয়া অর্থাৎ জীবের নিঃশেষ হওয়া অবশ্যম্ভাবী (প্রশ্ন) যত সংখ্যায় জীব মুক্ত হয়, ঈশ্বর তাবৎসংখ্যক নূতন জীব উৎপন্ন করিয়া সংসারে রাখেন বলিয়া নিঃশেষ হয় না। (উত্তর) এরূপ হইলে জীব অনিত্য হয়, কারণ যাহার উৎপত্তি হয়, তাহার নাশও অবশ্য হইয়া থাকে। আর তোমার মতানুসারে মুক্তি পাইয়াও বিনষ্ট হইলে মুক্তিও অনিত্য হয় এবং মুক্তিস্থানে অতিশয় জনতা ও আকীর্ণতা হইয়া পড়ে; কারণ উক্তস্থলে আগম অধিক হইবে অথচ ব্যয় কিছুই না হইলে বৃদ্ধির অন্ত থাকিবে না। পুনঃ দুঃখের অনুভব ব্যতিরেকে কিছুই সুখানুভব হইতে পারে না। কটু না থাকিলে কাহাকে মধুর এবং মধুর না থাকিলে কাহাকে কটু কহা যাইবে? কারণ এক স্বাদের এক রসের বিরুদ্ধ হইলেই উভয়ের পরীক্ষা হইতে পারে। কোন মনুষ্য যদি কেবল মিষ্ট দ্রব্যই পান ও ভোজন করে, তবে যে লোকে নানাবিধ রসের ভোগ করে, তাহার ন্যায় উহার সুখ হয় না। অপরন্তু যদি ঈশ্বর অন্তযুক্ত কর্ম্মের অনন্ত ফল দেন তবে তাঁহার ন্যায়শীলতা নষ্ট হইয়া যায়। যে যতদূর ভার তুলিতে পারে তাহাকে তত ভার দেওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য। যেরূপ একমণ ভার তুলিবার ক্ষমতা বিশিষ্ট লোকের মস্তকে দশমণ ভার অর্পণ করিলে, অর্পয়িতার নিন্দা হয় তদ্রূপ, অল্পজ্ঞ ও অল্পসামর্থ্য বিশিষ্ট জীবের প্রতি অনন্ত সুখের ভার অর্পণ করা ঈশ্বরের উচিত নহে। আর যদি পরমেশ্বর নূতন জীব উৎপন্ন করিতেন তাহা হইলে যে কারণ হইতে

উৎপন্ন হইবে উহার শেষ হইয়া যাইত। কারণ, যতই বৃহৎ ধনকোষ হউক না কেন যদি, উহাতে কেবল ব্যয় থাকে এবং আয় না থাকে তাহা হইলে কখন না কখন উহা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া নিঃশেষ হইবে। সুতরাং মুক্তি প্রাপ্ত হওয়া এবং উহা হইতে পুনরাগমন করাই উত্তম এবং এরূপ ব্যবস্থাই সঙ্গত। কেহ কি অল্প সময়ের কারাগার অপেক্ষা আজন্ম কারাগার অথবা ফাঁসি দণ্ড নিজের পক্ষে ভাল বলিয়া মনে করে? যদি (মুক্তিস্থল) হইতে পুনরাগমন না হইত তাহা হইলে আজন্ম কারাগারের সহিত ইহার এইমাত্র প্রভেদ যে সেস্থলে পরিশ্রম করিতে হয় না। আর ব্রহ্মে লয় হওয়া এক প্রকার সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া মৃত্যু প্রাপ্ত হওয়া সদৃশ। (প্রশ্ন) পরমেশ্বর যেরূপ নিত্যমুক্ত এবং পূর্ণসুখী, জীবও তদ্রূপ নিত্যমুক্ত ও সুখী থাকে ইহাতে কোন দোষ আইসে না (উত্তর) পরমেশ্বর অনন্ত সামর্থ্য, গুণ এবং কর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া কখন অবিদ্যায় এবং দুঃখবন্ধনে পতিত হয়েন না কিন্তু জীব মুক্তি অবস্থায় শুদ্ধস্বরূপ হইয়া অল্পজ্ঞ এবং পরিমিত গুণ, কর্ম্ম ও স্বভাব বিশিষ্ট থাকে এবং কখন পরমেশ্বরের সদৃশ হয় না। (প্রশ্ন) যদি এরূপ হইল তবে মুক্তিও জন্ম মরণের তুল্য হয় সুতরাং ইহার জন্য শ্রম করা বৃথা। (উত্তর) মুক্তি জন্মমরণের সদৃশ নহে। কারণ ৩৬০০০ ষট্ ত্রিংশ সহস্র বার উৎপত্তি এবং প্রলয় হইতে যত সময় লাগে ততকাল পর্য্যন্ত জীবদিগের মুক্তির আনন্দ অবস্থান করা এবং দুঃখভোগ না করা কি অল্প কথা? যখন অদ্য পান ভোজন করিয়াও কল্য ক্ষুধার অনুভব করিতে হয় তখন, উহার উপায় কেন করা হয়? যখন ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্ষুদ্রধন, রাজ্য, প্রতিষ্ঠা স্ত্রী এবং সন্তানাদি জন্য উপায় করা আবশ্যক বোধ হয় তখন মুক্তির জন্য কেন না হইবে? যেরূপ মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হইলেও জীবনের উপায় করা যায়, তদ্রূপ মুক্তি হইতে প্রত্যাগমন করতঃ পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিলেও উহার জন্য উপায় করা অত্যাবশ্যক। (প্রশ্ন) মুক্তির সাধন কি? (উত্তর) কোন কোন সাধন ইতঃপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে পরন্তু, বিশেষ উপায় এই যে মুক্তির প্রার্থনা করিলে অর্থাৎ জীব মুক্ত হইতে চাহিলে যে সকল মিথ্যা ভাষণাদি পাপকর্ম্মের ফল দুঃখ উহা ত্যাগ করতঃ সুখরূপফলদায়ী সত্যভাষণাদি ধর্ম্মাচরণ অবশ্য করিবে এবং দুঃখ খণ্ডন ও সুখ প্রাপ্তির ইচ্ছা করিলে অধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। কারণ দুঃখের পাপাচরণ এবং সুখের ধর্ম্মাচরণই মূল কারণ। সৎপুরুষের সহবাসে বিবেক লাভ করিবে অর্থাৎ সত্যাসত্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম এবং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের নিশ্চয় অবশ্য করিবে ও ইহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ জানিবে এবং শরীরের অর্থাৎ জীবের পঞ্চ কোষের বিবেচন করিবে। প্রথম "অন্নময়"; ইহা ত্বক্ হইতে অস্থি পর্য্যন্ত সমুদয় পৃথিবীময়। দ্বিতীয় "প্রাণময়" অর্থাৎ যে "প্রাণ" বায়ু বাহির হইতে ভিতরে প্রবেশ করে; "অপান" যাহা ভিতর হইতে বহির্নিঃসৃত হয়; "সমান" যাহা নাভিস্থ হওয়াতে সমস্ত শরীরে

রস সঞ্চার হয় ; এবং "উদান" যাহা দ্বারা কণ্ঠস্থ অন্ন ও জল আকৃষ্ট হয় এবং বল ও পরাক্রম বৃদ্ধি পায় ; এবং "ব্যান" যাহা দ্বারা জীব সমস্ত শরীরের চেষ্টা আদি কার্য্য করে। তৃতীয় "মনোময়" ; ইহাতে মনের সহিত অহঙ্কার, বাক্, পাদ, পানি, পায়ু এবং উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় আছে। চতুর্থ "বিজ্ঞানময়" ইহাতে বুদ্ধি, চিত্ত, শ্রোত্র, ত্বক্, নেত্র, জিহ্বা ও নাসিকা এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে এবং ইহার দ্বারা জীব জ্ঞানাদি ব্যবহার করে। পঞ্চম "আনন্দময়" কোষ। ইহাতে প্রীতি, প্রসন্নতা, অল্পানন্দ, অধিকানন্দ আনন্দ এবং আধার কারণ স্বরূপ প্রকৃতি আছে। ইহাদিগকে পঞ্চকোষ কহা যায় এবং ইহা দ্বারাই জীব সকল প্রকারের কর্ম্ম, উপাসনা এবং জ্ঞানাদি ব্যবহার করিয়া থাকে। অবস্থা তিন প্রকার। প্রথম "জাগ্রত" ; দ্বিতীয় "স্বপ্ন" এবং তৃতীয় "সুষুপ্তি" শরীর তিন প্রকার আছে। প্রথম "স্থূল" শরীর যাহা দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয় "সূক্ষ্মশরীর" ইহা পঞ্চ প্রাণ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ সূক্ষ্মভূত, মন এবং বুদ্ধি এই সপ্তদশ তত্ত্বের সমষ্টি। জন্ম মরণেও এই সূক্ষ্ম শরীর জীবের সহিত থাকে। ইহার দুই ভেদ আছে ; প্রথম ভৌতিক অর্থাৎ যাহা সূক্ষ্মভূতের অংশ হইতে উৎপন্ন হয়, এবং দ্বিতায় স্বাভাবিক অর্থাৎ যাহা জীবের স্বাভাবিক গুণস্বরূপ। এই দ্বিতীয় এবং ভৌতিক শরীর মুক্তি সময়েও থাকে এবং ইহা দ্বারাই জীব মুক্তিসুখ ভোগ করে। তৃতীয় কারণ—শরীর যাহাতে সুষুপ্তি অর্থাৎ গাঢ় নিদ্রা হয়। ইহা প্রকৃতিরূপ বলিয়া সর্ব্বত্র বিভু (ব্যাপক) এবং সকল জীবের পক্ষে এক প্রকার। চতুর্থ শরীরকে তুরীয়শরীর কহে ; ইহাতে জীব সমাধিদ্বারা পরমাত্মার আনন্দ স্বরূপে মগ্ন হয়। এই সমাধি সংস্কার জন্য শুদ্ধ শরীরের পরাক্রম মুক্তির সময়েও যথাযোগ্য সাহায্য করে। জীব এই সকল কোষ এবং অবস্থা হইতে পৃথক্। সকল অবস্থা হইতে জীব যে পৃথক্ তাহা সকলেই বিদিত আছে। কারণ মৃত্যু হইলে সকলেই বলে যে জীব বহির্গত হইয়া গেল। এই জীবকেই সকলের প্রেরক ও সকলের ধর্ত্তা, সাক্ষী, কর্ত্তা এবং ভোক্তা কহা যায়। যদি কেহ এরূপ বলে যে জীব কর্ত্তা এবং ভোক্তা নহে, তাহা হইলে তাহাকে অজ্ঞানী এবং অবিবেকী বলিয়া জানিবে কারণ, জীব ব্যতিরেকে এ সমস্তই জড় পদার্থ এবং ইহাদিগের সুখ দুঃখভোগ অথবা পাপ পুণ্যের কর্তৃত্ব হইতে পারে না। জীব ইহাদিগের সম্বন্ধবশতঃ পাপ পুণ্যের কর্ত্তা এবং সুখদুঃখের ভোক্তা হইয়া থাকে। ১ম—যখন ইন্দ্রিয়ার্থ বিষয়ে মন ইন্দ্রিয়গণের সহিত এবং আত্মা মনের সহিত সংযুক্ত হইয়া প্রাণকে প্রেরণা করতঃ উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট কার্য্যে প্রবৃত্ত করে, তখনই উহা বহির্মুখ হইয়া পড়ে এবং সেই সময়েই ভিতর হইতে আনন্দ, উৎসাহ এবং নির্ভয়তা, এবং মন্দ কার্য্য বিষয়ে ভয়, লজ্জা এবং শঙ্কা উৎপন্ন হয়, ইহা অন্তর্যামী পরমাত্মার শিক্ষা। যে কেহ এই শিক্ষার অনুকূল কার্য্য করে সেই মুক্তির জন্য সুখ প্রাপ্ত হয় এবং উহার বিপরীতাচরণ করিলে বন্ধন জন্য

দুঃখ ভোগ করে। দ্বিতীয় সাধন "বৈরাগ্য" অর্থাৎ বিবেক, বিবেচনা বিচার পূর্ব্বক সত্যাসত্য বুঝিয়া উহার মধ্য হইতে সত্যাচরণের গ্রহণ এবং অসত্যাচরণের ত্যাগ করাই বিবেক। পৃথিবী হইতে পরমেশ্বর পর্য্যন্ত পদার্থের গুণ, কর্ম্ম ও স্বভাব জানিয়া ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করা এবং উপাসনায় তৎপর হওয়া, তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ না করা এবং সৃষ্টি হইতে উপকার গ্রহণ করাকেই বিবেক কহে। ইহার পর তৃতীয় সাধন "ষটক্ সম্পত্তি" অর্থাৎ ছয়প্রকারের কর্ম্মানুষ্ঠান। প্রথম "শম"; অর্থাৎ আপনার আত্মা ও অন্তঃকরণকে অধর্ম্মাচরণ হইতে নিবৃত্ত করিয়া সদা ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত রাখা। দ্বিতীয় "দম"; অর্থাৎ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়দিগকে এবং শরীরকে ব্যভিচারাদি মন্দ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিয়া জিতেন্দ্রিয়ত্বাদি শুভ কার্য্যে প্রবৃত্ত রাখা। তৃতীয় "উপরতি"; অর্থাৎ দুষ্কর্ম্মকারী পুরুষদিগের নিকট হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকা। চতুর্থ "তিতিক্ষা"; অর্থাৎ নিন্দা, স্তুতি, হানি, অথবা লাভ যতই হউক না কেন, হর্ষ ও শোক ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা মুক্তি সাধনে প্রবৃত্ত থাকা। পঞ্চম "শ্রদ্ধা"; অর্থাৎ বেদাদি সত্য শাস্ত্রে এবং এই সকল বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞানী, বিদ্বান্ আপ্ত এবং সত্যোপদেষ্টা মহাশয় দিগের বাক্যে বিশ্বাস করা। ষষ্ঠ "সমাধান"; অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতা। এই ছয় মিলিয়া এক তৃতীয় "সাধন" কহা যায়। চতুর্থ "মুমুক্ষুত্ব"; যেমন ক্ষুধাতুর এবং তৃষ্ণাতুরের অন্ন ও জল ব্যতিরেকে অন্য কিছুই ভাল লাগে না তদ্রূপ, মুক্তি সাধন ব্যতিরেকে অন্য কিছুতেই প্রীতিলাভ না হওয়াকে মুমুক্ষুত্ব কহে। এই চারি সাধনের পর চারি "অনুবন্ধ" হয়। অর্থাৎ সমস্ত সাধনের পর কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়। ইহার মধ্যে প্রথমতঃ এই চারি সাধন যুক্ত পুরুষ হইলে সেই মোক্ষের অধিকারী হয়। দ্বিতীয় "সম্বন্ধ"; অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ মুক্তি প্রতিপাদ্য এবং বেদাদি শাস্ত্র প্রতিপাদক; এই উভয়কে যথাবৎ বুঝিয়া পরস্পর অন্বিত ( একত্রিত করা )। তৃতীয় "বিষয়ী"; অর্থাৎ সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদনের বিষয় স্বরূপ ব্রহ্মের প্রাপ্তিরূপ বিষয় বিশিষ্ট পুরুষকে "বিষয়ী" কহে। চতুর্থ "প্রয়োজন"; সমস্ত দুঃখের উপশমান্তে পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়া মুক্তিসুখ লাভ করা। এই চারিকে অনুবন্ধ কহে। তদনন্তর শ্রবণ চতুষ্টয় সাধন যথাঃ—প্রথম "শ্রবণ"; অর্থাৎ যখন কোন বিদ্বান্ উপদেশ প্রদান করিবেন তখন শান্তভাবে মনোযোগ পূর্ব্বক তাহা শ্রবণ করা। বিশেষতঃ ব্রহ্মবিদ্যা শ্রবণে বিশেষ একাগ্রতা আবশ্যক, কারণ সমস্ত বিদ্যার মধ্যে ইহা সূক্ষ্ম বিদ্যা। শ্রবণের পর ( দ্বিতীয় ) "মনন"; অর্থাৎ একান্ত ( নির্জ্জন ) প্রদেশে উপবেশন করতঃ শ্রুত উপদেশের বিচার করা। যে সকল বিষয়ে সন্দেহ হইবে উহা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিবে এবং শ্রবণের সময়ও উচিত বোধ হইলে বক্তা এবং শ্রোতা উভয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া সমাধান করিবে। তৃতীয় "নিদিধ্যাসন"; অর্থাৎ শ্রবণের ও মননের বিষয় যখন নিঃসন্দেহ হইবে তখন সমাধিস্থ হইয়া উক্ত

বিষয় দর্শন করিবে এবং বুঝিবে যে, যাহা শ্রুত এবং বিচারিত হইয়াছে উহা তদ্রূপ কি না ? চতুর্থ "সাক্ষাৎকার" অর্থাৎ ধ্যানযোগ দ্বারা দর্শন করা। পদার্থের যেরূপ স্বরূপ, গুণ ও স্বভাব তদ্রূপ যথাবৎ জানাকেই শ্রবণ চতুষ্টয় কহে। তমোগুণ অর্থাৎ ক্রোধ, মলিনতা, আলস্য এবং রজোগুণ অর্থাৎ ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, কাম অভিমান এবং বিক্ষেপাদি দোষ হইতে পৃথক্ হইয়া সত্বগুণ অর্থাৎ শান্ত প্রকৃতি, পবিত্রতা, বিদ্যা এবং বিচারাদি গুণ ধারণ করিবে। ( মৈত্রী ) সুখীজনের উপর মিত্রতা করিবে, ( করুণা ) দুঃখী জনের উপর দয়া করিবে, ( মুদিতা ) পুণ্যাত্মাদর্শনে হর্ষিত হইবে এবং ( উপেক্ষা ) দুষ্টাত্মা-দিগের উপর প্রীতিভাব অথবা বৈরভাব প্রদর্শন করিবে না। নূনপক্ষে প্রতিদিন অন্ততঃ দুই ঘণ্টাকাল যাহাতে আন্তরিক মন আদি পদার্থের সাক্ষাৎকার হয় তজ্জন্য মুমুক্ষু অবশ্য অবশ্য ধ্যান করিবে। দেখ, ( জীব ) চেতন স্বরূপ হওয়াতে উহা জ্ঞান স্বরূপ এবং মনের সাক্ষী স্বরূপ হয়। কারণ যখন মন শান্ত বা চঞ্চল, আনন্দিত বা বিষণ্ণ হয় তখন উহাকে যথাবৎ দর্শন করে। তদ্রূপ ( জীব ) ইন্দ্রিয়দিগের ও প্রাণাদির জ্ঞাতা, পূর্ব্বদৃষ্টের স্মরণকর্ত্তা, এককালে অনেক পদার্থের বেত্তা, ধারণ ও আকর্ষণকর্ত্তা। অথচ সকল হইতে পৃথক্ ভাবে অবস্থিত। পৃথক্ না হইলে স্বতন্ত্রভাবে কর্ত্তা হইয়া ইহাদিগের প্রেরক এবং অধিষ্ঠাতা হইতে পারে না।

**অবিদ্যাঽস্মিতা রাগ দেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চ ক্লেশাঃ।**

**যোগশাস্ত্রে ২ পাদে। সূঃ ৩॥**

ইহার মধ্যে অবিদ্যার স্বরূপ কথিত হইয়াছে। পৃথক্ বর্ত্তমান বুদ্ধিকে আত্মা হইতে ভিন্ন জ্ঞান না করাকে অস্মিতা ; সুখ বিষয়ে প্রীতিকে রাগ ; এবং দুঃখে অপ্রী-তিকে দ্বেষ কহে। সকল প্রাণীরই এইরূপ ইচ্ছা হয় যে আমি সর্ব্বদা শরীরস্থ থাকিব এবং কখন মৃত্যু প্রাপ্ত হইব না। এইরূপ মৃত্যুদুঃখ হইতে যে ত্রাস হয় তাহাকে অভিনিবেশ কহে। যোগাভ্যাস এবং বিজ্ঞানদ্বারা এই পঞ্চ ক্লেশের খণ্ডন করতঃ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া মুক্তির পরমানন্দ ভোগ করা আবশ্যক। ( প্রশ্ন ) আপনি যেরূপ মুক্তি স্বীকার করেন এরূপ অন্য কেহ স্বীকার করে না। দেখুন, জৈনগণ মোক্ষশিলায় অর্থাৎ শিবপুরে যাইয়া স্থিরভাবে অবস্থান করাকে, খ্রীষ্টিয়ানগণ চতুর্থ স্বর্গে বিবাহ, যুদ্ধ এবং গীতবাদ্যাদিও বস্ত্রাদি ধারণ দ্বারা আনন্দভোগ করাকে, মুসল-মানগণ সপ্তম স্বর্গকে, বামমার্গী শ্রীপুরকে, শৈবগণ কৈলাসকে, বৈষ্ণবগণ বৈকুণ্ঠকে এবং গোকুলস্থ গোসাঁইগণ গোলকধামে গমন করতঃ উত্তম স্ত্রী, অন্ন, পান, বস্ত্র, ও স্থানাদি প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে অবস্থান করাকে মুক্তি মনে করিয়া থাকে। পৌরাণিকগণ ( সালোক্য ) ঈশ্বরের লোকে নিবাস, ( সাযুজ্য ) কনিষ্ঠভ্রাতার ন্যায় ঈশ্বরের সহিত

অবস্থান করা, ( সারূপ্য ) উপাসনীয় দেবতার আকৃতি সদৃশ আকারে পরিণত হওয়া, ( সামীপ্য ) সেবকের সদৃশ ঈশ্বরের সমীপে থাকা এবং ( সাযুজ্য ) ঈশ্বরে সংযুক্ত হইয়া যাওয়া এই চারি ( পাঁচ ) প্রকার মুক্তি স্বীকার করেন। বেদান্তীরা ব্রহ্মে লয় হওয়াকে মোক্ষ বলিয়া থাকেন। ( উত্তর ) দ্বাদশ সমুল্লাসে জৈনদিগের, ত্রয়োদশে খ্রীষ্টিয়ান দিগের এবং চতুর্দ্দশে মুসলমানদিগের মুক্তিবিষয়ে বিশেষ করিয়া লিখিত হইবে। বামমার্গী লোক যে শ্রীপুরে যাইয়া লক্ষ্মীসদৃশ স্ত্রী সম্ভোগ মদ্য ও মাংসাদি পান ও ভোজন এবং রঙ্গরাগাদি করা স্বীকার করেন উহাতে, ইহলোকের অপেক্ষা কিছুই বিশেষ নাই। মহাদেব এবং বিষ্ণু সদৃশ আকৃতি বিশিষ্ট পুরুষ—এবং পার্ব্বতী এবং লক্ষ্মী সদৃশ স্ত্রীযুক্ত হইয়া আনন্দভোগ করার কথাও এইরূপ। তবে অত্রস্থ ধনাঢ্য রাজাদিগের অপেক্ষা উহাতে এইমাত্র অধিক লিখিত আছে যে, সে স্থলে রোগ হইবে না এবং যৌবনাবস্থা সর্ব্বদা থাকিবে। উহাদিগের একথা মিথ্যা জানিতে হইবে কারণ —যে স্থলেই ভোগ আছে সেই স্থলেই রোগ আছে এবং যে স্থলে রোগ আছে সে স্থলেই বৃদ্ধাবস্থা হইয়া থাকে। পৌরাণিকদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে যে তাহাদিগের যে চারি পাঁচ প্রকার মুক্তি আছে উহা, কৃমি, কীট,পতঙ্গ ও পশ্বাদি সকলেই স্বতসিদ্ধভাবে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কারণ যাবতীয় লোক ঈশ্বরের এবং সমস্ত জীবই ঈশ্বরে অবস্থিত; সুতরাং "সালোক্য" মুক্তি অনায়াসেই লব্ধ রহিয়াছে। "সামীপ্য' বিষয়ে বলা যাইতে পারে যে ঈশ্বর সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত বলিয়া—সকলেই তাঁহার সমীপস্থ; সুতরাং "সামীপ্য" মুক্তিও স্বতঃসিদ্ধ। "সানুজ্য" বিষয়ে বলা যাইতে পারে যে, জীব ঈশ্বর অপেক্ষা সর্ব্বপ্রকারে ক্ষুদ্রতর এবং চেতন বলিয়া স্বভাবতঃই তাঁহার বন্ধুবৎ; সুতরাং "সানুজ্য'' মুক্তিও প্রযত্ন ব্যতিরেকে সিদ্ধ হয়। জীব সকল সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মার ব্যাপ্য বলিয়া তাঁহার সহিত সংযুক্তও আছে; সুতরাং সাযুজ্য মুক্তিও স্বতঃসিদ্ধ। অপরন্তু যে অন্য সাধারণ নাস্তিকগণ মৃত্যুর পর তত্ত্বের সহিত তত্ত্বের মিলন হওয়াকে পরমমুক্তি মনে করে, উহা কুক্কুর এবং গর্দ্দভগণও প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এ সকল মুক্তি নহে, বরং একপ্রকার বন্ধন। কারণই হারা শিবপুরের মোক্ষশিলার, সপ্তম স্বর্গের, শ্রীপুরের, কৈলাসের, বৈকুণ্ঠের এবং গোলোকের এক দেশের স্থানবিশেষকে ( মুক্তিস্থান ) মনে করেন এবং তত্তৎস্থান হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে মুক্তিচ্ছেদ হয়। অতএব যেমন দ্বাদশ প্রস্তরের অর্থাৎ ( কোন নাগরীয় সামা বা পরিধিকে দ্বাদশ পাথর বলে —অনুবাদক ) গৃহের মধ্যে দৃষ্টিবদ্ধ হয় তদ্রূপ ইহাও একপ্রকার বন্ধন হইল। মুক্তি তাহাকেই বলা যায় যে অবস্থায় ইচ্ছানুসারে সে সকল স্থানে বিচরণ করিতে পারে, কোথাও প্রতিবন্ধ হয় না, এবং ভয়, শঙ্কা অথবা দুঃখ হয় না। জন্মকে উৎপত্তি, এবং মৃত্যুকে প্রলয় কহে। যথাসময়ে জন্মগ্রহণ হইয়া থাকে। ( প্রশ্ন ) জন্ম কি এক

অথবা অনেক ? (উত্তর) অনেক। (প্রশ্ন) যদি অনেক হইল তবে পূর্ব্বজন্ম এবং মৃত্যুর বিষয় কেন স্মরণ হয় না ? (উত্তর) জীব অল্পজ্ঞ বলিয়া এবং ত্রিকালদর্শী নহে বলিয়া স্মরণ থাকে না এবং যে মনের দ্বারা জ্ঞানোদয় হয় উহাও এক সময়ে দুইপ্রকার জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। পূর্ব্বজন্মের কথা তো দূরে থাকুক, এই দেহেই যখন জীব গর্ভে ছিল, শরীর নির্ম্মিত হইয়াছিল, পশ্চাৎ জন্মগ্রহণ করিয়াছিল এবং পঞ্চম বর্ষ পর্য্যন্ত যে যে ঘটনা হইয়াছিল, উহার কেন স্মরণ করিতে পারা যায় না ? জাগ্রৎ এবং স্বপ্ন অবস্থায় অনেক ব্যবহার প্রত্যক্ষ করতঃ যখন সুষুপ্তি অর্থাৎ গাঢ় নিদ্রা হয়, তখন কেন জাগ্রতাদি ব্যবহার স্মরণ করিতে পারা যায় না ? আর যদি তোমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করে যে দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে ত্রয়োদশ বৎসরের পঞ্চম মাসের নবম দিনে দশ ঘটিকার প্রথম মিনিটে তুমি কি করিয়াছিলে ? তোমার মুখ, হস্ত, কর্ণ, নেত্র ও শরীর কোন্ দিকে এবং কিরূপে ছিল ? এবং মনে কিরূপ বিচার করিতেছিলে ? তখন তুমি নিরুত্তর হইবে। যখন এই শরীরের এই অবস্থা, তখন পূর্ব্বজন্মের বিষয় স্মরণ সম্বন্ধে আশা করা কেবল বালকত্বমাত্র। অধিকন্তু উহা স্মরণ হয় না বলিয়াই জীব সুখী রহিয়াছে, নচেৎ সকল জন্মের দুঃখ স্মরণ করতঃ দুঃখিত হইয়া মরিয়া যাইত। কেহ পূর্ব্ব এবং ভবিষ্যৎ জন্মের বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিলেও জানিতে পারে না ; কারণ জীবের জ্ঞান এবং স্বরূপ অল্প। এ সমস্ত ঈশ্বরের জানিবার উপযুক্ত, জীবের নহে। (প্রশ্ন) যখন জীবের পূর্ব্ব জ্ঞান হয় না এবং ঈশ্বর উহাকে দণ্ড দেন তখন, জীবের সংশোধন হইতে পারে না ; কারণ যদি উহার এরূপ জ্ঞান হইত যে আমি এতাদৃশ কার্য্য করিয়াছি এবং তাহার এই ফল হইতেছে, তাহা হইলেই জীব পাপকর্ম্ম হইতে রক্ষা পাইত। (উত্তর) তুমি কয় প্রকার জ্ঞান স্বীকার কর ? (প্রশ্ন) প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা আট প্রকার। (উত্তর) তাহা হইলে তুমি জন্ম হইতে সময়ে সময়ে রাজ্য, ধন, বুদ্ধি, বিদ্যা, দরিদ্র্য, নির্বুদ্ধি, এবং মূর্খতা আদি দেখিয়া কেন পূর্ব্বজন্মের জ্ঞান করিতেছ না ? যেরূপ একজন বৈদ্য ও একজন অবৈদ্য এই উভয়ের মধ্যে বৈদ্য কোন রোগ হইলে তাহার নিদান অর্থাৎ কারণ বুঝিতে পারে, অবিদ্বানে তাহা পারে না। বৈদ্য বৈদ্যকবিদ্যা পড়িয়াছে এবং অন্যে তাহা পড়ে নাই। পরন্তু জ্বরাদিরোগ হইলে অবিদ্যও এই পর্য্যন্ত বুঝিতে পারে যে, তাহা দ্বারা কোন অপথ্য হইয়াছে এবং সেই জন্য এই রোগ হইয়াছে। তদ্রূপ এই জগতের মধ্যে বিচিত্র সুখ ও দুঃখের হ্রাস ও বৃদ্ধি দেখিয়া কেন পূর্ব্বজন্মের অনুমান দ্বারা জ্ঞান করিতে পার না ? পূর্ব্বজন্ম না মানিলে পরমেশ্বর পক্ষপাতী হইয়া পড়েন কারণ পাপ ব্যতিরেকে দারিদ্র্যাদি দুঃখ এবং পূর্ব্ব সঞ্চিত পুণ্য ব্যতিরেকে রাজ্য, ধনাঢ্যতা এবং সুবুদ্ধিতা (মনুষ্যকে) কেন দিলেন ? আর পূর্ব্বজন্মের পাপ ও পুণ্যানুসারে দুঃখ সুখ প্রদান করেন এরূপ হইলে পরমেশ্বর যথোক্তরূপ ন্যায়কারী হইয়া

থাকেন। ( প্রশ্ন ) এক জন্ম হইলেও পরমেশ্বর ন্যায়কারী হইতে পারেন। যেরূপ সর্ব্বোপরিস্থ রাজা যাহা করেন তাহাই ন্যায়। যেরূপ উদ্যানপালক আপনার উদ্যানে ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ বৃক্ষ রোপণ করে কোনও বৃক্ষ কর্ত্তন করে, কোনও বৃক্ষ উন্মূলিত করে এবং কোনও বৃক্ষ রক্ষা ও বর্দ্ধন করে তদ্রূপ, তিনি ইচ্ছানুসারে যাহার যে বস্তু তাহার জন্য সেই বস্তুই রাখিয়া দেন; তাঁহার উপর কেহই অন্য ন্যায়কারী নাই যে তাঁহাকে দণ্ড দিতে সমর্থ হয় এবং তিনি কাহারও নিকট ভীত হয়েন না। ( উত্তর ) পরমেশ্বর ন্যায় করিতে ইচ্ছা করেন ও তদনুসারে অনুষ্ঠান করেন এবং কখনও অন্যায় করেন না বলিয়াই তিনি পূজনীয় এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যে ন্যায়বিরুদ্ধ কার্য্যকারী সে ঈশ্বর হইতে পারে না। উদ্যানপালক যেরূপ যুক্তি ব্যতিরেকে মার্গে অথবা অনুপযুক্তস্থানে বৃক্ষ রোপণ করিলে, কর্ত্তনের অনুপযুক্ত বৃক্ষ কর্ত্তন করিলে এবং অযোগ্যের বর্দ্ধন ও যোগ্যের অবর্দ্ধন করিলে দোষী হয় তদ্রূপ, কারণ ব্যতিরেকে কার্য্য করিলে ঈশ্বরে দোষ আইসে। পরমেশ্বরের পক্ষে ন্যায়যুক্ত কার্য্যই অবশ্য কর্ত্তব্য; কারণ তিনি স্বভাবতঃ পবিত্র এবং ন্যায়কারী। উন্মত্তের তুল্য কার্য্য করিলে ( তিনি ) জগতের কোন শ্রেষ্ঠ ন্যায়াধীশ অপেক্ষাও ন্যূন এবং অপ্রতিষ্ঠিত হয়েন। এ জগতেও যোগ্যতানুসারে উত্তম কার্য্য ( না করিলে ) ও প্রতিষ্ঠাদান করিলে এবং দুষ্কার্য্য না করিলেও দণ্ড প্রদান করিলে প্রতিষ্ঠা ও দণ্ড দাতা কি অপ্রতিষ্ঠিত বা নিন্দনীয় হয়েন না? এইজন্য ঈশ্বর অন্যায় করেন না এবং এই জন্য কিছু হইতেই ভীত হয়েন না। ( প্রশ্ন ) পরমাত্মা প্রথমেই যাহাকে যাহা দেওয়া বিচার করিয়াছেন তাহা দান করেন এবং যাহা করা উচিত বিবেচনা করিয়াছেন তাহাই করেন। ( উত্তর ) তাঁহার বিচার জীবদিগের কর্ম্মানুসারে হইয়া থাকে অন্যরূপ হয় না। অন্যথা হইলে তিনিই অপরাধী এবং অন্যায়-কারী হয়েন। ( প্রশ্ন ) ছোট এবং বড়লোকের সুখ ও দুঃখ একরূপ; বড়লোকের বড় চিন্তা ছোটলোকের ছোট চিন্তা। যেরূপ কোন ধনীর লক্ষ টাকার জন্য রাজদ্বারে বিবাদ হইলে, তিনি গৃহ হইতে পাল্কীর উপর বসিয়া গ্রীষ্মকালে আদালতে গমন করেন। বাজারে তাঁহাকে যাইতে দেখিয়া অজ্ঞানী লোকে বলে যে পাপ ও পুণ্যের ফল দেখ, কেহ পাল্কীর উপর আনন্দে বসিয়া আছে আর কেহ জুতা না পরিয়া উপর হইতে এবং নীচে হইতে উত্তপ্ত হইয়া পাল্কী বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। পরন্তু বুদ্ধিমান্ লোক বুঝিতে পারেন যে আদালত যত নিকটবর্ত্তী হয় ধনীর ও তত অধিক শোক এবং সন্দেহ বৃদ্ধি হইতে থাকে তজ্জন্য বাহকদিগের আনন্দ বৃদ্ধি হয়। আদালতে উপস্থিত হইয়া ধনী মহাশয় ইতস্ততঃ যাইবার চিন্তা করিতে থাকেন। কখন মনে করেন যে প্রড়্‌বিবাকের ( উকীলের ) কাছে যাইব, কখন বা মনে করেন যে সেরেস্তাদারের নিকট যাইব, অদ্য হারিয়াছি অথবা জিতিয়াছি

ইত্যাদি সন্দেহে ক্লিষ্ট হয়েন। এদিকে বাহকগণ তাম্রকুট সেবন করতঃ পরস্পর কথোপকথন করিয়া প্রসন্ন হইয়া অবশেষে আনন্দে নিদ্রানুভব করে। জয় হইলে কিছু সুখ হয় বটে কিন্তু পরাজয় হইলে ধনী মহাশয় দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়া পড়েন কিন্তু বাহকগণ যেরূপ ছিল তদ্রূপই থাকে। এইরূপ রাজার সুন্দর ও কোমল শয্যায় শয়ান করিলেও শীঘ্র নিদ্রানুভব হয় না কিন্তু শ্রমজীবী লোক লোষ্ট্র, প্রস্তর, ও মৃত্তিকাময় উচ্চ ও নীচ স্থলে শয়ন করিয়া শীঘ্রই নিদ্রানুভব করে। এইরূপ সর্ব্বত্র বুঝিতে হইবে। (উত্তর) ইহা অজ্ঞানীর কথা বুঝিতে হইবে। কোন ধনীকে বাহকের কার্য্য করিতে বলিলে সে কখন বাহক হইতে ইচ্ছা করে না, কিন্তু বাহক ধনী হইতে ইচ্ছা করে। সুখ, এবং দুঃখ সমান হইলে, নিজের নিজের অবস্থা ত্যাগ করিয়া কেহই নীচ বা উচ্চ হইতে (কেন) ইচ্ছা করে না? দেখা যায় একজন বিদ্বান্, পুণ্যাত্মা এবং শ্রীমান্ রাজা হইয়া রাজমহিষীর গর্ভে আগমন করে এবং আর একজন মহাদরিদ্র ঘাসকর্ত্তকের স্ত্রীর গর্ভে আইসে। একের গর্ভ হইতে সর্ব্বপ্রকারে সুখ হয় এবং অপরের সর্ব্বপ্রকারে দুঃখ হইয়া থাকে। এক জন যখন জন্ম গ্রহণ করে তখন সুগন্ধযুক্ত জলে স্নান, যুক্তিপূর্ব্বক নাড়ীচ্ছেদন এবং দুগ্ধপানাদি প্রাপ্ত হয় এবং যখন দুগ্ধ পান ইচ্ছা করে তখন মিশ্রী প্রভৃতি মিশ্রিত দুগ্ধ যথেষ্ট লাভ করে। উহাকে প্রসন্ন রাখিবার জন্য সেবক ভৃত্য, ক্রীড়নক, এবং শকটাদি রাখা হয় এবং উত্তম স্থানে রাখিয়া আদর করাতে উহার আনন্দ হইয়া থাকে। অপরের জন্ম বনে হয়, উহার স্নানের জন্য জলও মিলে না এবং সে যখন দুগ্ধ পান করিতে চাহে তখন দুগ্ধের পরিবর্ত্তে মুষ্ট্যাঘাত ও চপেটাঘাত দ্বারা প্রহার করা হয় আর সে অত্যন্ত আর্ত্তস্বরে রোদন করে, অথচ কেহ জিজ্ঞাসাও করে না ইত্যাদি। জীবদিগের পাপপুণ্য ব্যতিরেকে সুখ এবং দুঃখ হইলে পরমেশ্বরের উপর দোষ আইসে। অধিকন্তু কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতিরেকেও সুখ ও দুঃখ প্রাপ্তি হয় তাহা হইলে পরে স্বর্গ ও নরকও হওয়া সম্ভবে না। কারণ পরমেশ্বর যেরূপ এক্ষণে কর্ম্মব্যতিরেকে সুখ ও দুঃখ দিয়াছেন মৃত্যুর পরও তদ্রূপ যাহাকে ইচ্ছা স্বর্গে অথবা নরকে প্রেরণ করিবেন। এরূপ হইলে সকল জীব অধর্ম্মযুক্ত হইয়া পড়িবে। তাহারা ধর্ম্ম কেন করিবে? কারণ ধর্ম্মের ফল লাভ সম্বন্ধে সন্দেহ হইবে। "সমস্ত পরমেশ্বরের আয়ত্ত, তাঁহার যেরূপ প্রসন্নতা হইবে তিনি সেইরূপ করিবেন" এরূপ হইলে পাপকর্ম্মে ভয় হইবে না এবং সংসারে পাপের বৃদ্ধি ও ধর্ম্মের ক্ষয় হইয়া যাইবে। এই সকল হেতু বশতঃ পূর্ব্বজন্মের পুণ্য ও পাপ অনুসারে বর্ত্তমান জন্ম এবং বর্ত্তমান ও পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মানুসারে ভবিষ্যৎ জন্ম হইয়া থাকে। (প্রশ্ন) মনুষ্য এবং অন্য পশ্বাদির শরীরে জীব কি এক রূপ অথবা ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়? (উত্তর) জীব একরূপই; পরন্তু পাপ ও পুণ্যের যোগানুসারে

মলিন এবং পবিত্রতা হইয়া থাকে। (প্রশ্ন) মনুষ্যের জীব পশ্বাদির শরীরে, পশ্বাদি জীব মনুষ্যাদি শরীরে, স্ত্রীর জীব পুরুষের শরীরে এবং পুরুষের জীব স্ত্রীর শরীরে আইসে এবং যায় কি না? (উত্তর) হাঁ, আইসে এবং যায়। কারণ, যখন পাপের বৃদ্ধি হয় এবং পুণ্যের হ্রাস হয়, তখন মনুষ্যের জীব পশ্বাদি নীচ শরীর প্রাপ্ত হয়; যখন ধর্ম্ম অধিক হয় ও অধর্ম্ম ন্যূন হয় তখন দেব অর্থাৎ বিদ্বান শরীর লাভ হয় এবং যখন পুণ্য ও পাপ সমান হয় তখন সাধারণ মনুষ্য জন্ম হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে ও পুণ্য পাপ উত্তম, মধ্যম অথবা নিকৃষ্ট হইলে মনুষ্যাদির মধ্যেও উত্তম, মধ্যম এবং নিকৃষ্ট শরীরাদি সামগ্রীবিশিষ্ট হইয়া থাকে। অধিক পাপের ফল পশ্বাদির শরীরে ভোগ হইয়া যখন পুনরায় পাপ পুণ্য তুল্য হয় তখন মনুষ্যশরীরে আইসে এবং পুণ্যের ফল ভোগ করতঃ পুনর্ব্বার মধ্যস্থ মনুষ্যশরীরে আইসে। শরীর হইতে নির্গত হওয়ার নাম "মৃত্যু" এবং শরীরের সহিত সংযোগ হওয়ার নাম "জন্ম"। যখন শরীর ত্যাগ করে তখন যমালয় অর্থাৎ আকাশস্থ বায়ু মধ্যে অবস্থান করে। কারণ বেদে "যমেন বায়ুনা" এই লিখিত আছে; সুতরাং যম বায়ুর একটি নাম এবং গরুড় পুরাণের কল্পিত যম নহে। ইহার বিশেষ খণ্ডন ও মণ্ডন একাদশ সমুল্লাসে লিখিত হইবে। তৎপশ্চাৎ ধর্ম্মরাজ অর্থাৎ পরমেশ্বর উক্ত জীবকে পাপপুণ্যানুসারে জন্ম দেন। উহা বায়ু, অন্ন, জল অথবা শরীরের ছিদ্রদ্বারা ঈশ্বরের প্রেরণা বশতঃ অপরের শরীরে প্রবিষ্ট হয় এবং প্রবিষ্ট হইয়া ক্রমশঃ বীর্য্যে গমন করে, গর্ভে অবস্থান করে এবং শরীর ধারণ করিয়া বহির্গত হয়। কর্ম্ম যদি স্ত্রীশরীর ধারণ করিবার যোগ্য হয় তবে স্ত্রীশরীরে এবং পুরুষশরীর ধারণ করিবার যোগ্য হইলে পুরুষশরীরে প্রবেশ করে। গর্ভস্থিতি সময়ে স্ত্রী-পুরুষের শরীর সম্বন্ধের পর রজোবীর্য্য তুল্য হইলে নপুংসক হয়। জীব এইরূপ নানাবিধ জন্ম ও মরণে তাবৎকাল পর্য্যন্ত পতিত থাকে যাবৎ উত্তম কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান সাধন করতঃ মুক্তি প্রাপ্তি না হয়। কারণ উত্তম কর্ম্মাদির অনুষ্ঠানে মনুষ্যমধ্যে উত্তম জন্ম হয় এবং মুক্তি হইলে মহাকল্প পর্য্যন্ত জন্ম ও মৃত্যুদুঃখ রহিত হইয়া সানন্দে অবস্থান করে। (প্রশ্ন) একজন্মে অথবা অনেক জন্মে মুক্তি হয়? (উত্তর) অনেক জন্মে। কারণ :—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাঽবরে॥

মুণ্ডক ২। খঃ ২। মঃ ৮।

যখন জীবের হৃদয়স্থ অবিদ্যা ও অজ্ঞানরূপ গ্রন্থি ছিন্ন হয়, যখন সকল সংশয়ের খণ্ডন হয় এবং দুষ্কর্ম্মের ক্ষয় হয় তখনই জীব সেই পরমাত্মায় অর্থাৎ যিনি

আপনার আত্মার ভিতরে বা বাহিরে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন তাঁহাতে নিবাস করে। (প্রশ্ন) মুক্তির অবস্থায় জীব কি পরমেশ্বরে মিলিত হয় অথবা পৃথক্ থাকে? (উত্তর) পৃথক থাকে। কারণ মিলিত হইলে কে মুক্তিসুখ ভোগ করিবে? এবং মুক্তির যাবতীয় সাধন নিষ্ফল হইয়া যাইবে। উক্ত ঘটনাকে মুক্তি বলা যাইতে পারে না, কিন্তু উহা জীবের প্রলয় এইরূপ বুঝিতে হইবে। যে জীব পরমেশ্বরের আজ্ঞা পালন, উত্তম কর্ম্মানুষ্ঠান, সৎসঙ্গ যোগাভ্যাস এবং পূর্ব্বোক্ত সমস্ত সাধন করে সেই মুক্তিলাভ করে।

**সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যোবেদ নিহিতং গুহায়াং পরমেব্যোমন্। সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি॥ তৈত্তিরী আনন্দবঃ। অনুঃ ১॥**

যে জীবাত্মা আপনার বুদ্ধিতে এবং আত্মাতে স্থিত সত্যজ্ঞান ও অনন্ত আনন্দ-স্বরূপ পরমাত্মাকে জানে সেই উক্ত ব্যাপকরূপ ব্রহ্মে স্থিত হইয়া উক্ত "বিপশ্চিৎ" অর্থাৎ অনন্তবিদ্যাযুক্ত ব্রহ্মে স্থিত হইয়া সর্ব্ব কাম প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ যে যে আনন্দ কামনা করে সেই সেই আনন্দ প্রাপ্ত হয় এবং ইহাকেই মুক্তি কহে। (প্রশ্ন) শরীর ব্যতিরেকে যেরূপ সাংসারিক সুখ ভোগ হইতে পারে না তদ্রূপ মুক্তির অবস্থায়ও শরীর ব্যতিরেকে কিরূপে আনন্দ ভোগ হইতে পারে? (উত্তর) ইহার মীমাংসা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। এক্ষণে আরও শ্রবণ কর। জীবাত্মা যেমন শরীরের আধারে সাংসারিক সুখ ভোগ করে তদ্রূপ পরমেশ্বরের আধারে মুক্তির আনন্দ ভোগ করে। উক্ত মুক্ত জীব অনন্তব্যাপক ব্রহ্মে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে, শুদ্ধ জ্ঞানদ্বারা সমস্ত সৃষ্টি দর্শন করে, অন্য মুক্ত জীবের সহিত মিলিত হয়, সৃষ্টিবিদ্যার ক্রমানুসারে দর্শন করতঃ সমস্ত লোক ও লোকান্তরে অর্থাৎ যাহা মনুষ্যে দেখিতে পায় এবং যাহা পায় না তৎসমুদয়ে বিচরণ করে এবং উহাদিগের জ্ঞানের অভিমুখীন সমস্ত পদার্থই দর্শন করে। জ্ঞান যতই অধিক হইবে উহার ততই অধিক আনন্দ হইয়া থাকে। মুক্তির অবস্থায় জীবাত্মা নির্ম্মল এবং পূর্ণজ্ঞানী হওয়াতে উহার সমস্ত সন্নিহিত পদার্থের যথাবৎ জ্ঞান (লাভ) হয় এবং উক্ত সুখবিশেষের নাম স্বর্গ; ও বিষয় তৃষ্ণায় আসক্ত হইয়া দুঃখবিশেষ ভোগ করাকে নরক কহে। "স্বঃ" ইহা সুখের নাম; "স্বঃ সুখং গচ্ছতি যস্মিন্ স স্বর্গঃ," "অতো বিপরীতো দুঃখভোগো নরক ইতি"; সাংসারিক সুখকে সামান্য স্বর্গ এবং পরমেশ্বর প্রাপ্তি নিবন্ধন আনন্দকে বিশেষ স্বর্গ কহে। সকল জীব স্বভাবতঃ সুখ প্রাপ্তির ইচ্ছা করে এবং দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইবার কামনা করে; পরন্তু যতকাল ধর্ম্মানুষ্ঠান না করিবে এবং পাপানুষ্ঠান হইতে নিবৃত্ত না হইবে

তাবৎকাল উহাদিগের সুখপ্রাপ্তি এবং দুঃখ খণ্ডন হইবে না) কারণ যাহার কারণ অর্থাৎ মূল থাকে তাহা কখনই নষ্ট হয় না যেমন ঃ—

ছিন্নে মূলে বৃক্ষো নশ্যতি তথা পাপে ক্ষীণে দুঃখং নশ্যতি ॥

মূল ছিন্ন হইলে যেরূপ বৃক্ষ নষ্ট হয়, তদ্রূপ পাপের খণ্ডন হইলে দুঃখ নষ্ট হয়। দেখ মনুস্মৃতিতে পাপ ও পুণ্যের বহুপ্রকার গতি উল্লিখিত আছে ঃ—

মানসং মনসৈবায়মুপভুঙ্‌ক্তে শুভাহশুভম্।
বাচা বাচাকৃতংকর্ম্ম কায়েনৈব চ কায়িকম্ ॥ ১ ॥
শরীরজৈঃ কর্ম্মদোষৈর্যাতি স্থাবরতাং নরঃ।
বাচিকৈঃ পক্ষিমৃগতাং মানসৈরন্ত্যজাতিতাম্ ॥২॥
যো যদৈষাং গুণোদেহে সাকল্যেনাতিরিচ্যতে।
স তদা তদ্‌গুণপ্রায়ং তং করোতি শরীরিণম্ ॥ ৩ ॥
সত্ত্বং জ্ঞানং তমোহজ্ঞানং রাগদ্বেষৌ রজঃ স্মৃতম্।
এতদ্ ব্যাপ্তিমদেতেষাম্ সর্ব্বভূতাশ্রিতং বপুঃ ॥ ৪ ॥
তত্র যৎপ্রীতিসংযুক্তং কিঞ্চিদাত্মনি লক্ষয়েৎ।
প্রশান্তমিব শুদ্ধাভং সত্ত্বং তদুপধারয়েৎ ॥ ৫ ॥
যত্তু দুঃখসমাযুক্তমপ্রীতিকরমাত্মনঃ।
তদ্রজোঽপ্রতিয়ং বিদ্যাৎ সততং হারি দেহিনাম্ ॥ ৬ ॥
যত্তু স্যান্মোহসংযুক্তমব্যক্তং বিষয়াত্মকম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং তমস্তদুপধারয়েৎ ॥ ৭ ॥
ত্রয়াণামপি চৈতেষাং গুণানাং যঃ ফলোদয়ঃ।
অগ্র্যো মধ্যো জঘন্যশ্চ তং প্রবক্ষ্যাম্যশেষতঃ ॥ ৮ ॥
বেদাভ্যাসস্তপোজ্ঞানং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধর্ম্মক্রিয়াত্মচিন্তা চ সাত্ত্বিকং গুণলক্ষণম্ ॥ ৯ ॥
আরম্ভরুচিতাঽধৈর্য্যমসৎকার্য্যপরিগ্রহঃ।
বিষয়োপসেবা চাজস্রং রাজসং গুণলক্ষণম্ ॥ ১০ ॥

লোভঃ স্বপ্নোধৃতিঃক্রৌর্য্যং নাস্তিক্যং ভিন্নবৃত্তিতা।
যাচিষ্ণুতা প্রমাদশ্চ তামসং গুণলক্ষণম্ ॥১১॥
যৎ কর্ম্ম কৃত্বা কুর্ব্বংশ্চ করিষ্যংশ্চৈব লজ্জতি।
তজ্‌জ্ঞেয়ং বিদুষা সর্ব্বং তামসং গুণলক্ষণম্॥ ১২ ॥
যেনাস্মিন্ কর্ম্মণা লোকে খ্যাতিমিচ্ছতি পুষ্কলাম্।
ন চ শোচত্যসম্পত্তৌ তদ্বিজ্ঞেয়ং তু রাজসম্ ॥১৩॥
যৎ সর্ব্বেণেচ্ছতি জ্ঞাতুং যন্ন লজ্জতি চাচরন্।
যেন তুষ্যতি চাত্মাস্য তৎ সত্ত্বগুণলক্ষণম্ ॥ ১৪ ॥
তমসো লক্ষণং কামো রজসস্ত্বর্থ উচ্যতে।
সত্ত্বস্য লক্ষণং ধর্ম্মঃ শ্রৈষ্ঠ্যমেষাং যথোত্তরম্ ॥ ১৫ ॥
মনুঃ। অঃ ১২ ॥ শ্লোঃ ৮।৯। ২৫—৩৩।৩৫—৩৮ ॥

অর্থাৎ মনুষ্য এইরূপে শ্রেষ্ঠ, মধ্যম ও নিকৃষ্ট স্বভাব জানিয়া স্বয়ং উত্তম স্বভাব গ্রহণ এবং মধ্যমও নিকৃষ্ট স্বভাব ত্যাগ করিবে। ইহাও নিশ্চয় জানিবে যে জীব মনদ্বারা শুভ অথবা অশুভ কার্য্য করিলে তাহা মনদ্বারা, বাক্যদ্বারা করিলে বাক্‌-শক্তিদ্বারা এবং শরীর দ্বারা করিলে শরীর দ্বারা ভোগ করে, অর্থাৎ সুখ ও দুঃখ ভোগ করে।১। যে লোক শরীর দ্বারা চৌর্য্য, পরদার গমন, এবং শ্রেষ্ঠ লোকদিগের বিনাশ প্রভৃতি দুষ্কর্ম্ম করে, তাহার বৃক্ষাদি স্থাবর জন্ম হয়, বাক্যদ্বারা পাপকর্ম্ম করিলে পক্ষী ও মৃগাদি জন্ম হয়; এবং মনদ্বারা দুষ্কর্ম্ম করিলে চাণ্ডালাদি শরীর লাভ করে (২)। যে গুণ যে জীবের দেহে অধিক ভাবে বিদ্যমান থাকে সেই গুণ উহাকে আপনার সদৃশ করিয়া দেয় (৩)। আত্মার জ্ঞান হইলে সত্ত্বগুণ, অজ্ঞান হইলে তমোগুণ এবং রাগ ও দ্বেষ হইলে রজোগুণ জানিতে হইবে। প্রকৃতির এই তিন গুণ সমস্ত সাংসারিক পদার্থে ব্যাপ্ত হইয়া আছে (৪)। এ বিষয়ে এইরূপ বিবেচনা করা আবশ্যক যে যখন আত্মায় প্রসন্নতা থাকে এবং মন প্রসন্ন ও প্রশান্তের ন্যায় শুদ্ধ জ্ঞানযুক্ত হয়, তখন বুঝিতে হইবে যে সে সত্ত্বগুণ প্রধান রহিয়াছে এবং রজোগুণ অপ্রধান রহিয়াছে (৫)। যখন আত্মা এবং মন দুঃখসংযুক্ত ও প্রসন্নতাশূন্য হইয়া বিষয়ে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে রত রহিয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে যে তাহাতে রজোগুণ প্রধান রহিয়াছে এবং সত্ত্ব ও তমোগুণ অপ্রধান রহিয়াছে (৬)। যখন আত্মা এবং মন সাংসারিক পদার্থে আসক্ত হইয়া মোহপ্রাপ্ত হইয়াছে,

উহাতে কোন বিবেক হইতেছে না এবং বিষয়ে আসক্ত হইয়া উহা তর্ক বিতর্ক এবং জ্ঞানের যোগ্য না থাকে তখন নিশ্চয় জানিতে হইবে যে তাহাতে তমোগুণেরই প্রধান রহিয়াছে এবং রজোগুণ অপ্রধান রহিয়াছে (৭)। এই তিন গুণের উত্তম, মধ্যম এবং নিকৃষ্ট ফলোদয় হইলে উহাকে পূর্ণভাব কথিত হয় (৮)। বেদের অভ্যাস, ধর্ম্মানুষ্ঠান, জ্ঞানবৃদ্ধি, পবিত্রতার ইচ্ছা, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ধর্ম্মক্রিয়া এবং আত্মচিন্তন হইলে উহাতে সত্ত্বগুণের লক্ষণ হইয়া থাকে (৯) যখন রজোগুণের উদয় এবং সত্ত্ব ও তমোগুণের অন্তর্ভাব হয়, তখন কার্য্যানুষ্ঠানে ইচ্ছা, ধৈর্য্যত্যাগ, অসৎ কর্ম্মগ্রহণ এবং নিরন্তর বিষয় সেবায় প্রীতি হইয়া থাকে, তখনিই বুঝিতে হইবে যে রজোগুণ প্রধানভাবে আত্মায় বিদ্যমান রহিয়াছে (১০)। যখন তমোগুণের উদয় হয় এবং অপর দুই গুণের তিরোভাব হয় তখন সকল পাপের মূল লোভ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, অত্যন্ত আলস্য ও নিদ্রা, ধৈর্য্যনাশ, ক্রূরভাব, নাস্তিক্য অর্থাৎ বেদে এবং ঈশ্বরে শ্রদ্ধার অভাব, অন্তঃকরণের ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি ও একাগ্রতার অভাব এবং কোনও ব্যসনবিশেষে আসক্তি হয়, এবং ইহাকে বিদ্বান্‌গণ তমোগুণের লক্ষণ জানিবেন (১১)। যখন আপনার আত্মা কোন কর্ম্ম করিতে, করিয়া অথবা করিবার ইচ্ছায়, লজ্জা, শঙ্কা অথবা ভয় প্রাপ্ত হয়, তখন বুঝিতে হইবে যে আত্মায় তমোগুণ প্রবৃদ্ধ রহিয়াছে (১২)। যখন জীবাত্মা এই জগতে কর্ম্মদ্বারা অত্যন্ত যশোভিলাষ করে এবং দরিদ্রতা সত্ত্বেও বৈতালিক এবং "ভাট" আদিকে দান করিতে বিরত হয় না, তখন বুঝিতে হইবে যে আত্মায় রজোগুণ প্রবল রহিযাছে (১৩)। যখন মনুষ্যের আত্মা সকল বিষয় হইতে জ্ঞানলাভের ইচ্ছা করে, গুণ গ্রহণ করিতে থাকে, সৎকর্ম্মে কুণ্ঠিত হয় না এবং কর্ম্মবিশেষ দ্বারা আত্মা প্রসন্ন হয় অর্থাৎ ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্তি হয়, তখন বুঝিতে হইবে যে আত্মায় সত্ত্বগুণ প্রবল হইয়াছে (১৪) তমোগুণের লক্ষণ কাম, রজোগুণের লক্ষণ অর্থ সংগ্রহের ইচ্ছা এবং সত্ত্বগুণের লক্ষণ ধর্ম্ম সেবা করা। পরন্তু তমোগুণ অপেক্ষা রজোগুণ এবং রজোগুণ অপেক্ষা সত্ত্বগুণ শ্রেষ্ঠ। ১৫। এক্ষণে যে যে গুণ হইতে জীব যে যে গতি প্রাপ্ত হয় তাহা লিখিত হইতেছে :

দেবত্বং সাত্ত্বিকা যান্তি মনুষ্যত্বঞ্চ রাজসাঃ।
তির্যক্‌ত্বং তামসা নিত্যমিত্যেষা ত্রিবিধা গতিঃ ॥ ১ ॥
স্থাবরাঃ কৃমিকীটাশ্চ মৎস্যাঃ সর্পাশ্চ কচ্ছপাঃ।
পশবশ্চ মৃগাশ্চৈব জঘন্যা তামসী গতিঃ ॥ ২ ॥
হস্তিনশ্চ তুরঙ্গাশ্চ শূদ্রা ম্লেচ্ছাশ্চ গর্হিতাঃ।

সিংহা ব্যাঘ্রা বরাহাশ্চ মধ্যমা তামসী গতিঃ ॥ ৩ ॥
চারণাশ্চ সুপর্ণাশ্চ পুরুষাশ্চৈব দাম্ভিকাঃ।
রক্ষাংসি চ পিশাচাশ্চ তামসীষূত্তমা গতিঃ ॥ ৪ ॥
ঝল্লা মল্লা নটাশ্চৈব পুরুষাঃ শস্ত্রবৃত্তয়ঃ।
দ্যূতপানপ্রসক্তাশ্চ জঘন্যা রাজসী গতিঃ ॥ ৫ ॥
রাজানঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব রাজ্ঞাং চৈব পুরোহিতাঃ।
বাদযুদ্ধপ্রধানাশ্চ মধ্যমা রাজসী গতিঃ ॥ ৬ ॥
গন্ধর্বা গুহ্যকা যক্ষা বিবুধানুচরাশ্চ যে।
তথৈবাপ্সরসঃ সর্ব্বা রাজসীষূত্তমা গতিঃ ॥ ৭ ॥
তাপসা যতয়ো বিপ্রা যে চ বৈমানিকা গণাঃ।
নক্ষত্রাণি চ দৈত্যাশ্চ প্রথমা সাত্ত্বিকী গতিঃ ॥ ৮ ॥
যজ্বান ঋষয়ো দেবা বেদা জ্যোতীংষি বৎসরাঃ।
পিতরশ্চৈব সাধ্যাশ্চ দ্বিতীয়া সাত্ত্বিকী গতিঃ ॥ ৯ ॥
ব্রহ্মা বিশ্বসৃজো ধর্ম্মো মহানব্যক্তমেব চ।
উত্তমাং সাত্ত্বিকীমেতাং গতিমাহুর্ম্মনীষিণঃ ॥ ১০ ॥
ইন্দ্রিয়াণাং প্রসঙ্গেন ধর্ম্মস্যাসেবনেন চ।
পাপান্সংযান্তি সংসারানবিদ্বাংসো নরাধমাঃ ॥ ১১ ॥
মনুঃ। অঃ ১২। শ্লোঃ ৪০। ৪২—৫০।৫২

মনুষ্য সাত্ত্বিক হইলে দেব অর্থাৎ বিদ্বান্, রজোগুণী হইলে মধ্যম মনুষ্য এবং তমোগুণযুক্ত হইলে নীচগতি প্রাপ্ত হয়। ১। যে অত্যন্ত (নিকৃষ্ট) তমোগুণবিশিষ্ট হয় সে স্থাবর বৃক্ষাদি, কৃমি, কীট, মৎস্য, সর্প, কচ্ছপ, পশু এবং মৃগের জন্ম প্রাপ্ত হয়। ২। যে অপেক্ষাকৃত মধ্যম তমোগুণবিশিষ্ট হয় সে হস্তি, অশ্ব, শূদ্র ও ম্লেচ্ছ হয় এবং অতিনিন্দিত কর্ম্মকারী হইলে সিংহ, ব্যাঘ্র এবং বরাহ অর্থাৎ শূকর জন্ম প্রাপ্ত হয়। ৩। যে অপেক্ষাকৃত উত্তম তমোগুণযুক্ত হয় সে চারণ (যাহারা কবিতা ও শ্লোক রচনা করিয়া মনুষ্যের প্রশংসা করিয়া থাকে), সুন্দর পক্ষী, দাম্ভিক অর্থাৎ আপনার সুখের জন্য আপনারই প্রশংসা করে এমন পুরুষ, রাক্ষস অর্থাৎ হিংসক, এবং পিশাচ অর্থাৎ

যাহারা অনাচারী হইয়া মদ্যাদি পান করে এবং সর্ব্বদা অপবিত্র থাকে এরূপ পুরুষ হয়, এবং ইহাই উত্তম তমোগুণের ফল। ৪। যে নিকৃষ্ট রজোগুণযুক্ত হয় সে ঝল্লিক অর্থাৎ তরবারি আদি দ্বারা প্রহারকর্ত্তা এবং কুদাল আদি দ্বারা খোদন কর্ত্তা, মল্ল অর্থাৎ বাহুযোদ্ধা নট অর্থাৎ যাহারা বংশের উপর নৃত্যাদি ও ক্রীড়া করে, শস্ত্রধারী ভৃত্য এবা মদ্যপানাসক্ত পুরুষ হয়; নীচ রজোগুণের ফলরূপ ঈদৃশ জন্ম হয়। যে অপেক্ষাকৃত মধ্যম রজোগুণযুক্ত হয় সে রাজা, ক্ষত্রিয়বর্ণস্থ পুরুষ রাজপুরোহিত, বাদবিবাদকারী পুরুষ, দূত, প্রাড়্বিবাক (উকীল বা ব্যারিষ্টার) এবং যুদ্ধ বিভাগের অধ্যক্ষ পুরুষ হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। ৬। যে অপেক্ষাকৃত উত্তম রজোগুণবিশিষ্ট হয় সে গন্ধর্ব্ব (গায়ক) গুহক (বাদ্যকারী), যক্ষ (ধনাঢ্য), বিদ্বান্দিগের সেবক, এবং অপ্সরা অর্থাৎ উত্তম রূপবতী স্ত্রীরূপে জন্ম প্রাপ্ত হয়। ৭। তপস্বী, যতি, সন্ন্যাসী, বেদপাঠী, বিমানচালয়িতা, জ্যোতির্ব্বিদ্ এবং দৈত্য অর্থাৎ দেহপোষক মনুষ্যগণের জন্ম প্রথম সত্ত্বগুণের কর্ম্মফল জানিতে হইবে। ৮। অপেক্ষাকৃত মধ্যম সত্ত্বগুণযুক্ত হইয়া যে কার্য্য করে সে যজ্ঞকর্ত্তা, বেদার্থবিদ্ বিদ্বান্, বেদ, বিদ্যুৎ ও কাল বিদ্যার জ্ঞাতা, রক্ষক, জ্ঞানী, এবং (সাধ্য) কার্য্যসিদ্ধির জন্য সেবনীয় অধ্যাপক ইহাদের জন্ম প্রাপ্ত হয়। ৯ উত্তম সত্ত্বগুণযুক্ত হইয়া যে উত্তম কর্ম্ম করে সে ব্রহ্মা, সর্ব্ববেদবিদ্, বিশ্বসৃক্, সকল সৃষ্টির ক্রমবিদ্যা জ্ঞাত হইয়া বিবিধ বিমানাদি যান রচয়িতা, ধার্ম্মিক, সর্ব্বোত্তম বুদ্ধিযুক্ত এবং অব্যক্তের জন্মলাভ করে এবং প্রকৃতিবশিত্ব সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১০। যে সকল লোক ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইয়া ও বিষয়ী হইয়া ধর্ম্ম ত্যাগকরতঃ অধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা ও অবিদ্বান্ হয় তাহাদিগের নীচ জন্ম ও অত্যন্ত অসৎ ও দুঃখরূপ জন্ম হইয়া থাকে।১১। এইরূপে সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণের বলানুসারে যে যেরূপ কার্য্য করে তাহার তদ্রূপ ফল প্রাপ্তি হয়। যে মুক্ত হয় সে গুণাতীত হয় অর্থাৎ সমস্ত গুণের স্বভাবে আসক্ত না হইয়া মহাযোগী হইয়া মুক্তির সাধন করে। কারণ :—

**যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ ॥ ১ ॥ পাঃ। ১২।**

**তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্ ॥ ২ ॥ পাঃ ১। ৩ ॥**

ইহা পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রের সূত্র। মনুষ্য রজোগুণ ও তমোগুণযুক্ত কর্ম্ম হইতে মনকে নিরুদ্ধ করিয়া এবং তৎপরে শুদ্ধ সত্ত্বগুণযুক্ত কর্ম্ম হইতেও মনকে নিবৃত্ত করিয়া অর্থাৎ প্রথমে শুদ্ধ সত্ত্বগুণযুক্ত হইয়া পশ্চাৎ সত্ত্বগুণকেও নিবৃত্ত করিয়া একাগ্রে অর্থাৎ এক পরমাত্মায় এবং ধর্ম্মযুক্ত কর্ম্মের অগ্রভাগে চিত্ত স্থির করিয়া রক্ষা রাখার নাম নিরোধ অর্থাৎ সকল দিক্ ও বিষয় হইতে মনের বৃত্তিকে নিরুদ্ধ করা। ১। যখন চিত্ত একাগ্র এবং নিরুদ্ধ হয় তখন সর্ব্বদ্রষ্টা ঈশ্বরের স্বরূপে জীবাত্মার স্থিতি হইয়া থাকে। ৩। মুক্তির জন্য এইরূপ সাধন করিবে। এবং :—

অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ।
সাংখ্যে। অঃ ১। সূঃ ১॥

আধ্যাত্মিক অর্থাৎ শরীর সম্বন্ধীয় পীড়াদি, আধিভৌতিক অর্থাৎ অপর প্রাণী সকল হইতে দুঃখিত হওয়া এবং আধিদৈবিক অর্থাৎ অতিবৃষ্টি, অতিতাপ এবং অতি শীতাদি এবং যাহা মন ও ইন্দ্রিয়ের চঞ্চলতা বশতঃ হইয়া থাকে তাদৃশ ত্রিবিধ দুঃখের খণ্ডনানন্তর মুক্তিলাভ করাই অত্যন্ত পুরুষার্থ। ইহার পর আচার, অনাচার এবং ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিষয়ে লিখিত হইবে।

ইতি শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামিকৃতে সত্যার্থপ্রকাশে
সুভাষাবিভূষিতে বিদ্যাঽবিদ্যাবন্ধমোক্ষবিষয়ে
নবমঃ সমুল্লাসঃ সম্পূর্ণঃ।

# অথ দশমসমুল্লাসারম্ভঃ।

## অথাঽচারাঽনাচার ভক্ষ্যাঽভক্ষ্য বিষয়ান্ ব্যাখ্যাস্যামঃ।

এক্ষণে আচার, অনাচার এবং ভক্ষ্যাভক্ষ বিষয় ব্যাখ্যাত হইবে। ধর্ম্মযুক্ত কার্য্যানুষ্ঠান, সুশীলতা, সৎপুরুষের সঙ্গ এবং সদ্বিদ্যার গ্রহণাদিতে অনুরাগ ইত্যাদিকে আচার এবং ইহার বিপরীতকে অনাচার কহা যায়। এক্ষণে উক্ত বিষয় কথিত হইতেছে :—

বিদ্বদ্ভিঃ সেবিতঃ সদ্ভির্নিত্যমদ্বেষরাগিভিঃ।
হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতো যো ধর্ম্মস্তন্নিবোধত॥ ১॥
কামাত্মতা ন প্রশস্তা ন চৈবেহাস্ত্যকামতা।
কাম্যো হি বেদাধিগমঃ কর্ম্মযোগশ্চ বৈদিকঃ॥ ২॥
সঙ্কল্পমূলঃ কামো বৈ যজ্ঞাঃ সঙ্কল্পসম্ভবাঃ।
ব্রতা নিয়মধর্ম্মাশ্চ সর্ব্বে সঙ্কল্পজাঃ স্মৃতাঃ॥ ৩॥
অকামস্য ক্রিয়া কাচিৎ দৃশ্যতে নেহ কর্হিচিৎ।
যদ্যদ্ধি কুরুতে কিঞ্চিৎ তত্তৎ কামস্য চেষ্টিতম্॥ ৪॥
বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাম্।
আচারশ্চৈব সাধূনামাত্মনস্তুষ্টিরেব চ॥ ৫॥
সর্ব্বন্তু সমবেক্ষ্যেদং নিখিলং জ্ঞানচক্ষুষা।
শ্রুতিপ্রামাণ্যতো বিদ্বান্ স্বধর্ম্মে নিবিশেত বৈ॥ ৬॥
শ্রুতি স্মৃত্যুদিতং ধর্ম্মমনুতিষ্ঠন্ হি মানবঃ।
ইহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রেত্য চানুত্তমং সুখম্॥ ৭॥
যোঽবমন্যেত তে মূলে হেতুশাস্ত্রশ্রয়াদ্দ্বিজঃ।
স সাধুভির্ব্বহিষ্কার্য্যো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ॥ ৮॥

বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণম্॥ ৯॥
অর্থকামেষ্বসক্তানাং ধর্ম্মজ্ঞানং বিধীয়তে।
ধর্ম্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ॥ ১০॥
বৈদিকৈঃ কর্ম্মভিঃ পুণ্যৈর্নিষকাদির্দ্বিজন্মানাম্।
কার্য্যঃ শরীর সংস্কারঃ পাবনঃ প্রেত্য চেহ চ॥ ১১॥
কেশান্তঃ ষোড়শে বর্ষে ব্রাহ্মণস্য বিধীয়তে।
রাজন্যবন্ধোর্দ্বাবিংশে বৈশ্যস্য দ্ব্যধিকে ততঃ॥ ১২॥
মনুঃ। অঃ ২। শ্লোঃ ১-৪।৬।৮।৯।১১-১৩।২৬।৬৫॥

সকল মনুষ্যেরই ইহা মনে রাখিতে হইবে যে রাগদ্বেষ রহিত বিদ্বান্ লোক যাহা নিত্য সেবন করেন এবং যাহা হৃদয়ের দ্বারা অর্থাৎ আত্মাদ্বারা সত্য ও কর্ত্তব্য বলিয়া জানিবেন, সেই ধর্ম্মই মাননীয় এবং আচরণীয় (১)। কারণ এই সংসারে অত্যন্ত নিষ্কামতা অথবা কামাত্মতা শ্রেষ্ঠ নহে। কামনা হইতেই বেদার্থজ্ঞান এবং বেদোক্ত কর্ম্ম সিদ্ধ হইয়া থাকে (২)। কেহ নিরিচ্ছ অথবা নিষ্কাম হইয়াছি অথবা হইব এরূপ কহিলেও সে তদ্রূপ হইতে পারে না; কারণ সকল কার্য্য অর্থাৎ যজ্ঞ, সত্যভাষণাদি ব্রত, যম ও নিয়মরূপী ধর্ম্ম প্রভৃতি সমস্তই সঙ্কল্প হইতে হইয়া থাকে (৩)। ইহলোকে অকাম্য ক্রিয়া কদাচিৎ দৃষ্ট হয় না। লোকে যে যৎকিঞ্চিৎ কর্ম্ম করে তৎতাবৎই কাম্যচেষ্টিত; কারণ হস্ত, পাদ, নেত্র, ও মন আদি যাহা চালিত হয় তৎসমস্তই কামনা হইতে চালিত হয়। ইচ্ছা না হইলে চক্ষুর মেলন এবং উন্মোচনও হইতে পারে না (৪)। এইজন্য সম্পূর্ণ বেদ, মনুস্মৃতি, ঋষিপ্রণীত শাস্ত্র, সৎপুরুষদিগের আচার এবং যে যে কর্ম্মে আপনার আত্মা প্রসন্ন থাকে, অর্থাৎ যাহাতে ভয়, শঙ্কা, ও লজ্জা উৎপন্ন হয় না, উক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠানই কর্ত্তব্য। দেখা যায় যে যখন কেহ মিথ্যাভাষণ, ও চৌর্য্যাদি ইচ্ছা করে তখনই উহার আত্মার ভয়, শঙ্কা এবং লজ্জা অবশ্য উৎপন্ন হয়; সুতরাং সে সকল কার্য্য অনুষ্ঠানের যোগ্য নহে (৫)। সম্পূর্ণ শাস্ত্র, বেদ এবং সৎপুরুষদিগের আচার আপনার আত্মার অবিরুদ্ধ হইলে উত্তমরূপে বিচার করতঃ মনুষ্য জ্ঞাননেত্র দ্বারা শ্রুতি প্রমাণ অনুসারে আপনার আত্মার অনুকূল ধর্ম্মে প্রবেশ করে (৬)। কারণ যে মনুষ্য বেদোক্ত ধর্ম্ম এবং বেদের অবিরুদ্ধ স্মৃত্যুক্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি ইহলোকে কীর্ত্তি এবং মৃত্যুর পর সর্ব্বোত্তম সুখ প্রাপ্ত হয়েন (৭)। শ্রুতি অর্থাৎ বেদ এবং স্মৃতিকে ধর্ম্মশাস্ত্র

কহে। ইহাদের দ্বারা সমস্ত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের নিশ্চয় করিতে হইবে। যে কোন মনুষ্য বেদ এবং বেদানুকূল আপ্ত গ্রন্থের অপমান করে, শ্রেষ্ঠ লোকে তাহাকে জাতি হইতে বহিষ্কৃত করিবে; কারণ যে বেদনিন্দা করে তাহাকে নাস্তিক কহা যায়। (৮)। এইজন্য বেদ, স্মৃতি, সৎপুরুষদিগের আচার এবং আপনার আত্মার অবিরুদ্ধ প্রিয়াচরণ, ধর্ম্মের এই চারি লক্ষণ অর্থাৎ ইহা দ্বারাই ধর্ম্ম লক্ষিত হইয়া থাকে (৯)। পরন্তু যে দ্রব্যবিষয়ে লোভ এবং কামে অর্থাৎ বিষয় সেবায় আসক্ত হয় না তাহারই ধর্ম্মজ্ঞান হইয়া থাকে এবং যে ধর্ম্ম জানিবার ইচ্ছা করে তাহার পক্ষে বেদই পরম প্রমাণ (১০)। ইহজন্মে এবং পরজন্মে পবিত্রতা সাধনের ইচ্ছা করিলে ইহা হইতে অর্থাৎ বেদোক্ত পুণ্যরূপ কর্ম্ম হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যগণ আপনার আপনার সন্তান দিগের নিষেকাদি সংস্কার করিবে এবং ইহাই সকল মনুষ্যের কর্ত্তব্য। ১২। ব্রাহ্মণের ষোড়শ, ক্ষত্রিয়ের দ্বাবিংশ এবং বৈশ্যের চতুর্ব্বিংশতিবর্ষে কেশান্ত কর্ম্ম অর্থাৎ ক্ষৌর এবং মুণ্ডন হওয়া উচিত। অর্থাৎ এই বিধির পশ্চাৎ কেবল শিখা রক্ষা করিয়া অন্য কেশ অর্থাৎ শ্মশ্রু গুম্ফ এবং মস্তকের কেশ সর্ব্বদা মুণ্ডন করিবে অর্থাৎ আর কখন উহা রক্ষা করিবে না। শীতপ্রধান দেশ হইলে ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিবে অর্থাৎ ইচ্ছামত কেশ রাখিবে এবং উষ্ণপ্রধান দেশ হইলে সমস্ত শিখা সহিত ছেদন করিয়া দেওয়া আবশ্যক। কারণ মস্তকে কেশ থাকিলে উষ্ণতা অধিক হয় এবং তাহাতে বুদ্ধির হ্রাস হইয়া যায়। শ্মশ্রু ও গুম্ফ রাখিলে পান ও ভোজন উত্তমরূপ হয় না এবং কেশে উচ্ছিষ্ট সকল রহিয়া যায় (১২)॥

ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েষ্বপহারিষু।
সংযমে যত্নমাতিষ্ঠেদ্ বিদ্বান্ যন্তেব বাজিনাম্ ॥১॥
ইন্দ্রিয়াণাং প্রসঙ্গেন দোষমৃচ্ছত্যসংশয়ম্।
সংনিয়ম্য তু তান্যেব ততঃ সিদ্ধিং নিযচ্ছতি ॥২॥
ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥৩॥
বেদাস্ত্যাগশ্চ যজ্ঞাশ্চ নিয়মাশ্চ তপাংসি চ।
ন বিপ্রদুষ্টভাবস্য সিদ্ধিং গচ্ছন্তি কর্হিচিৎ ॥৪॥
বশে কৃত্বেন্দ্রিয় গ্রামং সংযম্য চ মনস্তথা।
সর্ব্বান্ সংসাধয়েদর্থানাক্ষিণ্বন্ যোগতস্তনুম্ ॥৫॥

শ্রুত্বা স্পৃষ্ট্বা চ দৃষ্ট্বা চ ভুক্ত্বা ঘ্রাত্বা চ যো নরঃ।
ন হৃষ্যতি গ্লায়তি বা স বিজ্ঞেয়ো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৬ ॥
নাপৃষ্টঃ কস্যচিদ্ব্রূয়ান্ন চান্যায়েন পৃচ্ছতঃ।
জানন্নপি হি মেধাবী জড়বল্লোক আচরেৎ ॥ ৭ ॥
বিত্তং বন্ধুর্বয়ঃ কর্ম্ম বিদ্যা ভবতি পঞ্চমী।
এতানি মান্যস্থানানি গরীয়োযদ্যদুত্তরম্ ॥ ৮ ॥
অজ্ঞো ভবতি বৈ বালঃ পিতা ভবতি মন্ত্রদঃ।
অজ্ঞং হি বালমিত্যাহুঃ পিতেত্যেব তু মন্ত্রদম্ ॥ ৯ ॥
ন হায়নৈ র্ন পলিতৈ র্ন বিত্তেন ন বন্ধুভিঃ।
ঋষয়শ্চক্রিরে ধর্ম্মং যোঽনূচানঃ স নো মহান্ ॥ ১০ ॥
বিপ্রাণাং জ্ঞানতো জ্যৈষ্ঠং ক্ষত্রিয়াণান্তু বীর্য্যতঃ।
বৈশ্যানাং ধান্যধনতঃ শূদ্রানামেব জন্মতঃ ॥ ১১ ॥
ন তেন বৃদ্ধো ভবতি যেনাস্য পলিতং শিরঃ।
যো বৈ যুবাপ্যধীয়ান স্তং দেবাঃস্থবিরং বিদুঃ ॥ ১২ ॥
যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ।
যশ্চ বিপ্রোঽনধীয়ান স্ত্রয়স্তে নাম বিভ্রতি ॥ ১৩ ॥
অহিংসয়ৈব ভূতানাং কার্য্যং শ্রেয়োঽনুশাসনম্।
বাক্ চৈব মধুরা শ্লক্ষ্ণা প্রয়োজ্যা ধর্ম্মমিচ্ছতা ॥ ১৪ ॥

মনুঃ। অঃ ২। শ্লোঃ ৮৮।৯৩।৯৪।৯৭।৯৮।১০৯।১১০।১৩৬।১৫৩-১৫৭।১৫৯।

চিত্তহরণকারী এবং বিষয়প্রবৃত্তিকারী ইন্দ্রিয়গণকে নিরোধ করিতে প্রযত্ন করাই মনুষ্যদিগের মুখ্য আচার। সারথি যেরূপ অশ্বগণকে নিকর্ষিত করিয়া শুদ্ধমার্গে চালিত করে তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গণকে আপনার বশীভূত করিয়া অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিবে এবং সর্ব্বদা ধর্ম্মমার্গে চলিত করিবে। ১ ॥ কারণ উহাদিগকে বিষয় সেবায় এবং অধর্ম্মে চালিত করিলে মনুষ্য নিশ্চয়ই দোষপ্রাপ্ত হয়; এবং যখন উহাদিগকে জয় করিয়া ধর্ম্মে চালিত করা হয় তখনই অভীষ্ট সিদ্ধি হয়। ২ ॥ ইহা নিশ্চয় জানিতে হইবে যে ইন্ধন এবং ঘৃত নিক্ষেপ করিলে যেরূপ অগ্নির বৃদ্ধি হয় তদ্রূপ উপভোগ হইতে

কামের কখন উপশম হয় না বরং কেবল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। -এইজন্য মনুষ্যের কখন বিষয়াসক্ত হওয়া উচিত নহে। ৩॥ অজিতেন্দ্রিয় পুরুষকে বিপ্রদুষ্ট কহা যায়। উহার কার্য্যে বেদজ্ঞান, ত্যাগ, যজ্ঞ, নিয়ম অথবা ধর্ম্মাচরণের সিদ্ধিলাভ হয় না; এই সকল বিষয় জিতেন্দ্রিয় ও ধার্ম্মিক পুরুষেরই সিদ্ধ হয়। ৪॥ এইজন্য পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং একাদশ মনকে আপনার বশীভূত করিয়া যুক্ত আহার বিহার এবং যোগদ্বার শরীর রক্ষা করতঃ সকল সিদ্ধি সাধন করিবে। ৫॥ জিতেন্দ্রিয় তাহাকে বলা যায় যে স্তুতি শ্রবণে হর্ষ, নিন্দা শ্রবণে শোক, উত্তম স্পর্শে সুখ, দুষ্ট স্পর্শে দুঃখ, সুন্দররূপ দর্শনে প্রসন্নতা, দুষ্টরূপ দর্শনে অপ্রসন্নতা, উত্তম ভোজনে আনন্দ, নিকৃষ্ট ভোজনে দুঃখিত ভাব, সুগন্ধে রুচি এবং দুর্গন্ধে অরুচি প্রকাশ না করে। ৬॥ জিজ্ঞাসিত না হইয়া অথবা অন্যায়রূপে জিজ্ঞাসককে অর্থাৎ কপটভাবে যে জিজ্ঞাসা করিবে তাহাকে, উত্তর দিবে না, এবং উহার সমক্ষে জড়ের তুল্য অবস্থান করিবে; তবে নিষ্কপট জিজ্ঞাসু হইলে উহাকে জিজ্ঞাসিত না হইয়াও উপদেশ করিবে। ৭॥ প্রথম ধন, দ্বিতীয় বন্ধু ও কুটুম্বকুল; তৃতীয় অবস্থা ( বয়ঃক্রম ), চতুর্থ উত্তম কর্ম্ম এবং পঞ্চম শ্রেষ্ঠ বিদ্যা এই পাঁচ সম্মানের স্থান। ইহার মধ্যে ধন অপেক্ষা বন্ধু পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ, বন্ধু হইতে বয়স ( বা অবস্থা ), বয়স অপেক্ষা কর্ম্ম ও কর্ম্ম অপেক্ষা বিদ্যা বা বিদ্যাবান্, উত্তরোত্তর অধিক মাননীয় হয়। ৮॥ কারণ শতবর্ষ বয়স্ক হইয়াও বিদ্যা এবং বিজ্ঞান রহিত হইলে সে বালকের সমান এবং বিদ্যা বিজ্ঞানদাতা বালক হইলেও তাহাতে বৃদ্ধ মনে করিতে হইবে। কারণ সর্ব্বশাস্ত্রে অপ্রাপ্তবিদ্যা অজ্ঞানীকে বালক এবং জ্ঞানীকে পিতা কহা যায়। ৯॥ অনেক বর্ষ বয়স অতীত হইলে বা শ্বেতকেশ বিশিষ্ট হইলে, কিম্বা অধিক ধন হইলে অথবা শ্রেষ্ঠ কুটুম্ব হইলেও মনুষ্য বৃদ্ধ হয় না, কিন্তু ঋষি ও মহাত্মাদিগের এই নিশ্চয় সিদ্ধান্ত যে, মনুষ্য মধ্যে যে বিদ্যায় এবং বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ সেই বৃদ্ধপুরুষরূপে পরিগণিত হয়। ১০॥ ব্রাহ্মণ জ্ঞান হইতে, ক্ষত্রিয় বল হইতে, বৈশ্য ধন ও ধান্য হইতে, এবং শূদ্র জন্ম অর্থাৎ অধিক আয়ু হইতে বৃদ্ধ হইয়া থাকে। ১১॥ শরীরের কেশ শ্বেত হইলে বৃদ্ধ হয় না কিন্তু যে যুবা হইয়াও বিদ্যা পাঠ করিয়াছে তাহাকেই বিদ্বান্‌গণ জ্যেষ্ঠ গণনা করেন। ১২॥ যে বিদ্যা পাঠ করে নাই সে কাষ্ঠ নির্ম্মিত হস্তির ন্যায় এবং চর্ম্মনির্ম্মিত মৃগের ন্যায় হইয়া থাকে এবং এইরূপে জগতে অবিদ্বান্‌গণ নাম মাত্র মনুষ্য বলিয়া কথিত হয়। ১৩॥ এইজন্য বিদ্যাপাঠ করতঃ বিদ্বান্ এবং ধর্ম্মাত্মা হইয়া নির্ব্বৈর ভাবে সকল প্রাণীর কল্যাণার্থ উপদেশ করিবে এবং উপদেশ কালে মধুর এবং কোমল বাক্য প্রয়োগ করিবে। যে সত্যোপদেশ দ্বারা ধর্ম্মের বৃদ্ধি এবং অধর্ম্মের নাশ করে সে পুরুষ ধন্য। ১৪॥ শরীর বস্ত্র, অন্ন, পান, এবং বাসস্থান এই সমস্ত নিত্য শুদ্ধ রাখিবে, কারণ এই সকল শুদ্ধ হইলে চিত্তশুদ্ধি ও আরোগ্যতা

প্রাপ্ত হইয়া পুরুষার্থের বৃদ্ধি হয়; যাবৎ মল এবং দুর্গন্ধ দূরীভূত না হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত শুদ্ধি করা কর্ত্তব্য।

আচারঃ প্রথমোধর্ম্মঃ শ্রুত্যুক্তঃ স্মার্ত্তএব চ॥

মনুঃ অঃ ১। ১০৮॥

সত্য ভাষণাদি কর্ম্মের আচরণ করাই বেদোক্ত এবং স্মৃত্যুক্ত আচার।

মা নো বধীঃ পিতরং মোত মাতরম্। যজুঃ অঃ ১৬। মঃ ১৫

আচার্য্যো ব্রহ্মচর্য্যেণ ব্রহ্মচারিণমিচ্ছতে।

অথর্ব্বঃ কাঃ ১১। বঃ ১৫। মঃ ১৭॥

মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্য্যদেবো ভব। অতিথিদেবো ভাব। তৈত্তিরীয়ারণ্যকে। প্রঃ ৭।

অনুঃ ১১॥

মাতা, পিতা, আচার্য্য এবং অতিথির সেবা করাকে পূজা কহা যায়। যে যে কর্ম্মদ্বারা জগতের উপকার হয় তত্তৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান, এবং হানিকারক কার্য্য ত্যাগ করাই মনুষ্যের মুখ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। নাস্তিক, লম্পট, বিশ্বাসঘাতক, মিথ্যাবাদী, স্বার্থপর, কপটী, এবং ছলবিশিষ্ট দুষ্ট লোকের কখন সঙ্গ করিবে না; এবং যে সকল আপ্ত, সত্যবাদী, ধর্ম্মাত্মা এবং পরোপকারপ্রিয় লোক আছেন তাঁহাদেরই সঙ্গ করিবে; ইহারই নাম শ্রেষ্ঠাচার। (প্রশ্ন) আর্য্যাবর্ত্ত দেশবাসীদিগের আর্য্যাবর্ত্ত ভিন্ন অন্যদেশে গমন করিলে আচার :নষ্ট হইয়া যায় কি না? (উত্তর) এ কথা মিথ্যা। কারণ সত্যভাষণাদি আচরণ করিলেই বাহ্য ও আন্তরিক পবিত্রতা সাধন করা হয়; অতএব যে কোন স্থলে হউক উহার অনুষ্ঠান করিলে, আচার এবং ধর্ম্ম কখনই নষ্ট হইবে না। আর আর্য্যাবর্ত্তে থাকিয়াও দুষ্টাচার করিলে সে লোকমধ্যে ধর্ম্ম এবং আচার ভ্রষ্ট কথিত হইবে। যদি তোমার কথা সত্য হইত তাহা হইলে বক্ষ্যমাণ এইরূপ লিখিত হইত না।

মেরোর্হরেশ্চ দ্বেবর্ষে বর্ষং হৈমবতং ততঃ।
ক্রমেণৈব ব্যতিক্রম্য ভারতং বর্ষমাসদৎ॥
স দেশান বিবিধান্ পশ্যং শ্চীনহূণনিষেবিতান্॥

মহাভারত শান্তিঃ মোক্ষধঃ। অ ৩২৭॥

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে মোক্ষধর্ম্ম বিষয়ে ব্যাস ও শুকসংবাদে এই শ্লোক আছে ; অর্থাৎ এক সময়ে মহাত্মা ব্যাস আপনার পুত্র শুক এবং শিষ্যের সহিত পাতালে অর্থাৎ যাহাকে এক্ষণে "আমেরিকা" কহা যায় সেই স্থলে নিবাস করিতেন। শুকাচার্য্য পিতাকে এক ( প্রশ্ন ) জিজ্ঞাসা করিলেন যে আত্মবিদ্যা কি এইরূপ অথবা অধিক ? মহাত্মা ব্যাস জানিয়াও উক্ত বিষয়ে প্রত্যুত্তর দিলেন না। কারণ পূর্ব্বে তিনি এই বিষয়ে উপদেশ দিয়া ছিলেন। অপরকে সাক্ষী করিবার জন্য আপনার পুত্র শুককে কহিলেন হে পুত্র ! তুমি মিথিলা নগরে যাইয়া জনকরাজাকে এই ( প্রশ্ন ) কর, তিনিই ইহার যথাযোগ্য উত্তর দিবেন। পিতার বচন শুনিয়া শুকাচার্য্য পাতাল হইতে মিথিলা নগরের অভিমুখে চলিলেন। প্রথমে মেরু অর্থাৎ হিমালয়ের ঈশান উত্তর, এবং বায়ব্য কোণে যে দেশ ছিল তাহার নাম হরিবর্ষ ছিল ; হরি কপিগণের নাম। উক্ত দেশের মনুষ্য এক্ষণেও রক্তমুখ অর্থাৎ কপির ন্যায় পিঙ্গল নেত্র বিশিষ্ট হইয়া থাকে। এই দেশের নাম এক্ষণে "ইয়ুরোপ" হইয়াছে। সংস্কৃতে ইহাকে "হরিবর্ষ" কথিত হইত। উহা দর্শন করতঃ এবং যাহাকে হূন অর্থাৎ "য়ূয়দী"ও কহা যায়, সেই দেশও দেখিয়া চীনে আসিলেন চীন হইতে হিমালয়, এবং হিমালয় হইতে মিথিলাপুরী আগমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জ্জুন অশ্বতরী অর্থাৎ যাহাকে অগ্নি-যান নৌকা কহা যায় তাহার উপর উপবেশন করতঃ পাতালে গমন করিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে উদ্দালক ঋষিকে আনিয়াছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহ গান্ধারের অর্থাৎ যাহাকে "কান্দাহার" বলা যায় সেইস্থানের রাজপুত্রীর সহিত হইয়াছিল। পাণ্ডুর স্ত্রী মাদ্রী ইরাণের রাজার কন্যা ছিলেন। পাতালের অর্থাৎ যাহাকে আমেরিকা কহা যায় সেই স্থানের রাজার কন্যা উলোপীর সহিত অর্জ্জুনের বিবাহ হইয়াছিল। যদি দেশ ও দেশান্তরে এবং দ্বীপ দ্বীপান্তরে গমনাগমন না থাকিত তাহা হইলে এ সকল কিরূপে হইত ? মনুস্মৃতিতে সমুদ্রে যাইবার জন্য নৌকায় আরোহণ করার বিষয় যে লিখিত আছে উহাও আর্য্যাবর্ত্ত হইতে দ্বীপান্তরে যাইবার বিষয় লিখিত হইয়াছে জানিতে হইবে। যখন যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন তখন সমস্ত পৃথিবীর রাজাদিগকে আহ্বানার্থ নিমন্ত্রণ পত্র দিবার জন্য ভীম অর্জ্জুন নকুল এবং সহদেব চারিদিকে গমন করিয়াছিলেন। দোষ ( পাপ ) মনে করিলে তাঁহারা কখনই যাইতেন না। প্রথমে আর্য্যাবর্ত্তদেশীয় লোকসকল ব্যবসা রাজকার্য্য এবং ভ্রমণের জন্য সমস্ত পৃথিবীতে ভ্রমণ করিত। ইদানীন্তন যে সকল স্পর্শদোষ এবং ধর্ম্মনাশের শঙ্কা প্রদর্শন করা হয়, উহা কেবল মূর্খদিগকে প্রতারণা করিবার জন্য এবং অজ্ঞান বৃদ্ধির কারণে হইয়া থাকে। যে লোক দেশদেশান্তরে ও দ্বীপদ্বীপান্তরে গমন বিষয়ে শঙ্কা না করে সে দেশদেশান্তরের বহুবিধ মনুষ্যের সমাগম বশতঃ, নানা

রীতি ও নীতি দর্শন করিয়া আপনার দেশের এবং ব্যবহারের উন্নতি সাধন করতঃ, নির্ভয় এবং শূর ও বীর হইয়া থাকে এবং উত্তম ব্যবহার গ্রহণ ও মন্দ কার্য্য ত্যাগ করতঃ অতিশয় ঐশ্বর্য্যশালী হয়। ইহা আশ্চর্য্য যে মহাভ্রষ্ট ম্লেচ্ছকুলোৎপন্ন বেশ্যাদির সমাগম করিলেও আচারভ্রষ্ট এবং ধর্ম্মহীন না মনে করিয়া দেশ দেশান্তরের উত্তম পুরুষের সহিত সমাগমকে অপবিত্রতা এবং দোষ মনে করা হয়। ইহা মূর্খতা ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, যে সকল লোক মাংস ভক্ষণ এবং মদ্যপান করে তাহাদিগের শরীর এবং বীর্য্যাদি ধাতুও, দুর্গন্ধাদির দ্বারা দূষিত সুতরাং, উহাদিগের সঙ্গ করিলে আর্য্যদিগেরও উক্ত সমস্ত কুলক্ষণ ঘটিতে পারে। ইহা সত্য বটে, কিন্তু উহাদিগের সহিত ব্যবহার এবং উহাদিগের গুণ গ্রহণ করিলে কিছুই দোষ অথবা পাপ হয় না। উহাদিগের মদ্যপানাদি দোষ ত্যাগ করিয়া গুণাংশ গ্রহণ করিতে কিছুই হানি নাই: মূর্খলোক উহাদিগকে স্পর্শ অথবা দর্শন করিলে পাপ হয় মনে করে বলিয়া, উহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে না; কারণ যুদ্ধ করিতে হইলে দর্শন ও স্পর্শন অবশ্যই করিতে হইবে। রাগ, দ্বেষ, অন্যায় এবং মিথ্যাভাষণাদি দোষ ত্যাগ করিয়া নির্বৈরভাব, প্রীতি, পরোপকার ও সজ্জনতাদির প্রদর্শন করাই সজ্জন লোকের উত্তম আচার। ইহাও বুঝিতে হইবে যে, ধর্ম্ম লোকের আত্মায় এবং কর্ত্তব্য কর্ম্মের সহিত থাকে; যদি লোকে সৎকর্ম্ম করে তাহা হইলে দেশদেশান্তরে অথবা দ্বীপদ্বীপান্তরে যাইলেও কিছুই দোষ আইসে না; দোষ কেবল পাপ কর্ম্মের অনুষ্ঠানেই হইয়া থাকে। তবে এই পর্য্যন্ত আবশ্যক যে, বেদোক্ত ধর্ম্মের নিশ্চয় এবং পাষণ্ড মতের খণ্ডন করা অবশ্যই শিক্ষা করিয়া লইবে, তাহা হইলে কেহ মিথ্যা বুঝাইয়া দিতে পারিবে না। দেশদেশান্তরে এবং দ্বীপদ্বীপান্তরে রাজ্য অথবা ব্যবসায় না করিলে কি কখন স্বদেশের উন্নতি হইতে পারে? যখন স্বদেশস্থ লোক কেবল স্বদেশেই ব্যবসায়াদি করে এবং বিদেশীয়গণ সেই দেশে আসিয়া ব্যবসায় অথবা রাজ্য করে, তখন তথায় দারিদ্র্য এবং দুঃখ ব্যতিরেকে আর কোন ফলই হইতে পারে না। পাষণ্ড লোক এইরূপ বুঝে যে আমরা সাধারণ লোকদিগকে বিদ্যা পাঠ করাইয়া যদি দেশদেশান্তরে যাইতে অনুমতি দেই, তাহা হইলে উহারা বুদ্ধিমান্ হইয়া আমাদিগের পাষণ্ডজালে পতিত হইবেন সুতরাং; আমাদিগের প্রতিষ্ঠা ও জীবিকা নষ্ট হইবে। এইজন্য উহারা ভোজনাচ্ছাদন বিষয়ে এরূপ গোলযোগ বাধায় যে লোকে অন্য দেশে যাইতে পারে না। তবে ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য যে কোনক্রমে মদ্য ও মাংস গ্রহণ করিবে না। রাজপুরুষদিগের মধ্যে যুদ্ধ সময়ে পৃথক পাকস্থান প্রস্তুত করিয়া পান এবং ভোজন করা অবশ্যই পরাজয়ের হেতু, ইহা কি সমস্ত বুদ্ধিমান্ লোক নিশ্চয় করিয়া রাখেন নাই? কারণ

ক্ষত্রিয়দিগের যুদ্ধ সম্বন্ধে এইরূপ রীতি যে, এক হস্তে রুটী খাইতে ও জল পান করিতে থাকেন এবং অপর হস্ত দ্বারা, রথে আরোহণ করিয়াই হউক অথবা পদব্রজেই হউক, শত্রুর হস্তী এবং অশ্ব বিনাশ করিতে থাকেন। এইরূপ আচারেই বিজয় হয় এবং কখন পরাজয় হয় না। পূর্ব্বোক্ত রূপ মূঢ়তা বশতঃ অজ্ঞ লোক সকল কেবল ভোজন বিষয়ে পৃথক চৌকা করিয়া এবং বিরোধ করিয়া ও বাঁধাইয়া স্বাতন্ত্র্য, আনন্দ, ধন, রাজ্য, বিদ্যা এবং পুরুষার্থ নষ্ট করিয়াছেন, এবং এই সমস্ত বিষয়ে "চৌকা" বা ভোজনাধিকারে পরিণত করিয়া ও হস্তের উপর হস্ত দিয়া বসিয়া থাকে এবং ইচ্ছা করে যে আরও যাহা কিছু পদার্থ পাওয়া যায় তাহাও পাক করিয়া ভোজন করি। পরন্তু পূর্ব্বোক্তরূপ (অর্থাৎ ক্ষত্রিয়দিগের মত) না হওয়াতেই জানিবে যে সমুদয় আর্য্যাবর্ত্ত দেশ "চৌকা" অর্থাৎ তদুপরে মৃত্তিকা লেপন করিয়া সর্ব্বপ্রকারে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। তবে যে স্থানে ভোজন করিবে উক্ত স্থান অবশ্য ধৌত ও লিপ্ত করিবে এবং সম্মার্জ্জনী দ্বারা ধূলা ও লোষ্ট্র প্রভৃতি দূরীকৃত করিতে প্রযত্ন করিবে এবং মুসলমান ও খৃষ্টিয়ানদিগের ন্যায় উহা ভ্রষ্ট পাকশালা করিবে না। (প্রশ্ন) সঁকড়ী এবং অসঁকড়ী কি বস্তু? (উত্তর) জলাদির দ্বারা অন্ন পাক করিলে উহা সঁকড়ী হয় এবং ঘৃত ও দুগ্ধ দ্বারা পাক করিলে উহা অসঁকড়ী অর্থাৎ শুদ্ধ। (প্রশ্নকর্ত্তা) ইহাও উক্ত ধূর্ত্তদিগের প্রবর্ত্তিত প্রতারণা মাত্র। কারণ ইহা দ্বারা অধিক ঘৃত ও দুগ্ধপক্ক সুস্বাদু বস্তু ভোজন করিতে পাইবে এবং ঘৃতাক্ত পদার্থ অধিক উদরে খাইবে বলিয়া এইরূপ কৌশল রচনা করা হইয়াছে। অগ্নিতে অথবা কালক্রমে ফলাদি যাহা পরিপক্ক হয় উক্ত পদার্থই পক্ক। এবং যাহা পক্ক না হয় উহাই কাঁচা অথবা অপক্ক। পক্কই ভোজনীয় এবং অপক্ক ভোজনীয় নহে, যদিচ ইহা সর্ব্বস্থলে সত্য নহে, কারণ "ছোলা" ইত্যাদি অপক্ক দ্রব্য ভোজন করা যায়। (প্রশ্ন) দ্বিজ কি স্বহস্তে পাক করিয়া ভোজন করিবে অথবা শূদ্রের হস্তে পাক করাইয়া ভোজন করিবে? (উত্তর) শূদ্রের হস্তে পাক করাইয়াই ভোজন করিবে কারণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য বর্ণস্থ স্ত্রী এবং পুরুষ বিদ্যাপাঠে, রাজ্য পালন, এবং পশুর পালন, ক্ষেত্রকার্য্য ও ব্যবসায়াদি কার্য্যে তৎপর থাকিবে। শূদ্রের পাত্রে এবং উহার গৃহপক্ক অন্ন আপৎকাল ব্যতিরেকে ভোজন করিবে না। প্রমাণ শ্রবণ কর :—

আর্য্যাধিষ্ঠিতা বা শূদ্রাঃ সংস্কর্ত্তারঃ স্যুঃ ॥
আপস্তম্বধর্ম্মসূত্র। প্রঃ ২। পটঃ ২। খণ্ড ২। সূত্র ৪॥

আর্য্যদিগের গৃহে শূদ্র অর্থাৎ মূর্খস্ত্রী এবং পুরুষ পাকাদি ও সেবাকার্য্য করিবে কিন্তু ইহারা শরীর এবং বস্ত্রাদি সম্বন্ধে পবিত্র থাকিবে। যখন আর্য্যদিগের গৃহে

পাকাদি প্রস্তুত করিবে তখন উহারা মুখ বস্ত্রে আবৃত করিয়া পাক করিবে, কারণ উহাদের মুখ হইতে নিঃসৃত উচ্ছিষ্ট এবং নির্গত নিশ্বাস উক্ত অন্নে পতিত হইতে না পারে। প্রতি অষ্টম দিবসে উহাদিগকে ক্ষৌরকর্ম্ম এবং নখচ্ছেদন করাইতে হইবে। উহারা স্নান করিয়া পাক করিবে এবং আর্য্যদিগকে ভোজন করাইয়া পরে ভোজন করিবে। (প্রশ্ন) শূদ্রকর্ত্তৃক স্পৃষ্ট ও পক্ক অন্নে যখন দোষ আইসে, তখন উহার হস্তে প্রস্তুত অন্ন কিরূপে ভোজন করিতে পারা যায়? (উত্তর) একথা কপোল কল্পিত এবং মিথ্যা। কারণ যে ব্যক্তি গুড়, চিনি, ঘৃত, দুগ্ধ, ময়দা, শাক, ফল, মূল, গমাদি ভোজন করিয়াছে, তাহার জানা উচিত যে, সে সমস্ত জগতের লোকের হস্তে প্রস্তুত এবং উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়াছে। কারণ যখন শূদ্র, চামার, মেথর, মুসলমান, এবং খৃষ্টিয়ানাদি লোকে ইক্ষু কর্ত্তন করে, এবং পেষণ করতঃ রস নির্গত করে তখন মল-মূত্রোৎসর্গ করিয়া হস্ত ধৌত না করিয়া উহা স্পর্শ করে, উত্থাপন করে, ধারণ করে এবং অর্দ্ধেক পান করিয়া অর্দ্ধেক উহাতে প্রক্ষেপ করে এবং রস প্রস্তুত করিবার সময় উহাতে রুটীও সিদ্ধ করিয়া ভোজন করে। যখন চিনি প্রস্তুত হয় তখন পুরাণ জুতার দ্বারা তাহা ঘর্ষণ করে। ইহার তলায় বিষ্ঠা, গোময়, মূত্র, ও ধূলি লাগিয়া থাকে। দুগ্ধে আপনার গৃহের উচ্ছিষ্ট পাত্রের জল দেয় এবং উহাতেই ঘৃত রাখে। আটা পিষিবার সময়ও উচ্ছিষ্ট হস্তে উঠায় এবং ঘর্ম্মজলও আটার উপর বিন্দু বিন্দু পতিত হয় ইত্যাদি। ফল ও মূল এবং কন্দেও এরূপ বিচিত্র ব্যাপার ঘটিয়া থাকে যে, এই সকল পদার্থ যে একবার খাইয়াছে সে সকলের হস্ত হইতেই ভোজন করিয়াছে। (প্রশ্ন) ফল, মূল, কন্দ এবং রস ইত্যাদি অদৃষ্ট বিষয়ে লোকে দোষ মানে না? (উত্তর) বাহবা! ইহা সত্যকথা কারণ যদি এরূপ উত্তর না দিতে তাহা হইলে কি ধূলি এবং ভস্ম লোকে ভোজন করিত? গুড়, চিনি, মিষ্ট লাগে এবং ঘৃত ও দুগ্ধ পুষ্টিকর হয় বলিয়াই এরূপ স্বার্থসাধক চাতুরী প্রকাশ করা হইয়াছে, এতদ্ব্যতীত আর কিছুই নহে। ভাল যদি অদৃষ্টবিষয়ে দোষ না থাকে তবে, মেথর অথবা মুসলমান স্বহস্তে অন্য স্থানে প্রস্তুত করিয়া তোমাকে আনিয়া দিলে তুমি খাইবে কি না? যদি বল "না" তাহা হইলে অদৃষ্ট পদার্থেও দোষ হইল। তবে ইহা সত্য বটে যে মুসলমান এবং খ্রীষ্টিয়ান আদি মদ্যপায়ী এবং মাংসভোজীদিগের হস্তে ভোজন করিলে আর্য্যদিগেরও পশ্চাৎ মদ্য মাংস পান ভোজনের অপরাধ আসিয়া পড়ে; পরন্তু আর্য্যদিগের মধ্যে পরস্পর এক ভোজন হইলে কোন দোষ দৃষ্ট হয় না। যত দিন এক মত, এক হানি লাভ, এবং এক সুখ ও দুঃখ পরস্পরের বোধ না হইবে তত দিন উন্নতি হওয়া অতিশয় কঠিন। পরন্তু কেবল পান ও ভোজন এক হইলেই সংশোধন হইতে পারে না। যত দিন মন্দকার্য্য ত্যাগ করিয়া সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান না

করিবে ততদিন বুদ্ধির পরিবর্ত্তে হানি হইতে থাকিবে। পরস্পর বিচ্ছেদ, মতভেদ, ব্রহ্মচর্য্যের সেবন না করা, বিদ্যার পাঠ এবং পাঠনা না করা, বাল্যাবস্থায় অসয়ম্বর বিবাহ বিষয়াশক্তি মিথ্যাভাষনাদি কুলক্ষণ বেদবিদ্যার অপ্রচার প্রভৃতি কুকর্ম্মই আর্য্যাবর্ত্তে বিদেশীয়দিগের রাজ্য প্রচারের কারণ। যখন ভাই ভাই পরস্পর যুদ্ধ করিতে থাকে তখনই তৃতীয় বিদেশীয় আসিয়া মীমাংসক হইয়া বসে। মহাভারতের ব্যাপার যাহা পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল তাহা, কি তোমরা ভুলিয়া গিয়াছ ? দেখ ! মহাভারতের যুদ্ধের সময় সকল লোক যুদ্ধকালে বাহনের উপর থাকিয়াই পান ভোজন করিত, পরস্পর বিচ্ছেদ হওয়াতে কৌরব, পাণ্ডব এবং যাদবদিগের সকলেরই সর্ব্বনাশ হইল। উহা ত অতীত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এক্ষণেও সেই পীড়া ( দোষ ) পশ্চাতে লাগিয়া রহিয়াছে। বলা যায় না যে এই ভয়ঙ্কর রাক্ষসী পীড়া কখন চলিয়া যাইবে কি না অথবা আর্য্যদিগকে সমস্ত সুখ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দুঃখসাগরে নিমগ্ন করতঃ বিনষ্ট করিবে কিনা ? সেই গোত্রবিঘাতক, স্বদেশবিনাশক নীচ দুষ্ট দুর্য্যোধনের দুষ্টমার্গে আর্য্যগণ অদ্যাপিও চলিতেছে এবং দুঃখের বৃদ্ধি করিতেছে। পরমেশ্বর কৃপা করুন যেন এই রাজরোগ ( মহাদোষ ) আমাদিগের আর্য্যগণের নিকট হইতে প্রণষ্ট হইয়া যায়।

অভক্ষ্য ও ভক্ষ্য দুই প্রকারের হইয়া থাকে। প্রথম ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত এবং দ্বিতীয় বৈদ্যকশাস্ত্রোক্ত। ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে যথা :—

অভক্ষ্যাণি দ্বিজাতীনামমেধ্যপ্রভবানি চ ॥ মনু ।৫।৫ ॥

দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদিগের পক্ষে মলিন এবং বিষ্ঠা ও মূত্রাদির সংসর্গোৎপন্ন শাক ও ফলমূলাদি ভোজনীয় নহে।

বর্জয়েন্মধু মাংসঞ্চ। মনু ।২।১৭৭ ॥

মদ্য, গঞ্জিকা সিদ্ধি এবং অহিফেন ইত্যাদি বহু প্রকারের মাদক দ্রব্য ও মাংস অসেবনীয় :—

বুদ্ধিং লুম্পতি যদ্দ্রব্যং মদকারী তদুচ্যতে ॥
শার্ঙ্গধর। অঃ ৪। শ্লোঃ ২১ ॥

যে সকল পদার্থ বুদ্ধিনাশক তাহা মদকারী এজন্য উহা কখন সেবন করিবে না। যে সকল অন্ন দূষিত এবং বিকৃত দুর্গন্ধাদিপূর্ণ এবং সুপক্ক নহে উহা, ভোজন করিবে না। মদ্যমাংসাহারী ম্লেচ্ছদিগের এবং যাহাদিগের শরীর মদ্য ও মাংসের পরমাণু দ্বারা পূর্ণ

তাহাদিগের হস্তে ভোজন করা বিধেহ নহে। যাহাতে উপকারক প্রাণীর হিংসা হয় অর্থাৎ যেমন একটী গাভীর শরীর হইতে দুগ্ধ, ঘৃত, বলদ এবং অন্য গাভী উৎপন্ন হইয়া এক পুরুষে চারি লক্ষ পঞ্চসপ্ততিসহস্র ছয় শত মনুষ্যের প্রীতি উৎপন্ন হয় তদ্রূপ উপকারী পশুকে মারিবে না এবং মারিতে দিবে না। এক গাভী যদি ২০ সের দুগ্ধ এবং আর একটি যদি ২ সের দুগ্ধ দেয়, তবে গড়ে প্রত্যেক গাভী হইতে ১১ সের দুগ্ধ হইয়া থাকে। কোন গাভী ১৮ মাস এবং কোন গাভী ছয় মাস যাবৎ দুগ্ধ দেয়। সুতরাং গড়পড়তায় ১২ মাস করিয়া গাভীর দুগ্ধ হইয়া থাকে। এক্ষণে প্রত্যেক গাভীর পূর্ণজীবন পর্য্যন্ত দুধ হইতে ২৪৯৬০ ( ২৪ সহস্র ৯ শত ৬০ ) মনুষ্য একবার তৃপ্ত হইতে পারে। এক গাভীর ছয় বৎস এবং ছয় বৎসতরী হইয়া থাকে। যদি প্রত্যেকের ২টী করিয়া মরিয়া যায় তাহা হইলেও দশটী অবশিষ্ট রহিল। পাঁচটী ধেনু হইতে পূর্ণজীবন পর্য্যন্ত দুগ্ধ লাভ হইলে ১২৪৮০০ ( এক লক্ষ ২৪ সহস্র ৮ শত ) মনুষ্য তৃপ্ত হইতে পারে। অবশিষ্ট পাঁচটী বলদ পূর্ণজীবন সময়ে ৫০০০ ( পাঁচ সহস্র ) মন অন্ন ন্যূন পক্ষে উৎপন্ন করিতে পারে। উক্ত অন্ন হইতে প্রত্যেক মনুষ্য যদি ৩ পোয়া করিয়া ভোজন করে তাহা হইলে, দুই লক্ষ পঞ্চাশ সহস্র মনুষ্যের তৃপ্তি হইয়া থাকে। দুগ্ধ এবং অন্ন একত্র করিয়া ৩৭৪৮০০ তিন লক্ষ চুয়াত্তর হাজার আট শত মনুষ্য তৃপ্ত হইয়া থাকে ! উভয় সংখ্যা একত্র করিলে এক গাভীর দ্বারা এক পুরুষের মধ্যে ৪৭৫৬০০ চারি লক্ষ পঁচাত্তর হাজার ছয় শত মনুষ্য একবার পালিত হয়। বংশ বৃদ্ধি করতঃ গণনা করিলে অসংখ্যক মনুষ্যের পালন হইয়া থাকে, ইহা বুঝা যায়। এতদ্ভিন্ন বলদ শকটাকর্ষণ, বাহনের কার্য্য, এবং ভার উত্তোলনাদি কর্ম্ম দ্বারা মনুষ্যের অত্যন্ত উপকারে আইসে। গো দুগ্ধ হইতে অত্যন্ত উপকার হইয়া থাকে। বলদ যেরূপ উপকারী মহিষও সেইরূপ উপকারী। গোদুগ্ধে যত পরিমাণে বুদ্ধি বৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ কিন্তু মহিষের দুগ্ধ হইতে হয় না। এইজন্য আর্য্যগণ গোকে মুখ্যোপকারক রূপে গণনা করেন। যে কেহ বিদ্বান হইবে সেও এই প্রকার বুঝিবে। ছাগ দুগ্ধ হইতে ২৫৯২০ ( পঁচিশ হাজার নয় শত কুড়ি ) মনুষ্যের পালন হয়। তদ্রূপ হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র মেষ এবং গর্দ্দভাদি হইতেও অত্যন্ত উপকার হইয়া থাকে।* এই পশু দিগকে যাহারা বিনাশ করে তাহাদিগকে সমস্ত মনুষ্য বিনাশক বুঝিতে হইবে। দেশ যখন আর্য্যদিগের রাজত্ব ছিল তখন এ সকল গো প্রভৃতি মহোপকারক পশু বিনাশিত হইত না। তখন আর্য্যাবর্ত্তে এবং পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের মনুষ্যাদি প্রাণী অত্যন্ত আনন্দে অবস্থান করিত। কারণ দুগ্ধ, ঘৃত, এবং বলদাদি পশু অধিক পরিমাণে জন্মিলে অন্নরস

* স্বামীজি কৃত গোকরুণানিধি পুস্তকে এ বিষয় [illegible] লিখিত আছে।

প্রচুর প্রাপ্ত হইত। যখন বিদেশীয় মাংসাহারীগণ এদেশে আসিয়া গো আদি পশু হত্যা করিতে লাগিল এবং মদ্যপায়ীগণের রাজ্যাধিকার হইল সেই সময় হইতে আর্য্যদিগের দুঃখ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কারণ :—

"নষ্টে মূলে নৈব ফলং ন পুষ্পম্"। বৃদ্ধচাণক্যঃ অঃ ১০।১৩ ॥

বৃক্ষের মূল কর্ত্তণ করিলে ফল এবং পুষ্প কোথা হইতে আসিবে? (প্রশ্ন) যদি সকলে অহিংসক হইয়া যায় তাহা হইলে ব্যাঘ্রাদি পশু এতাদৃশ বৃদ্ধি পায়, যে তাহারা সমস্ত গো আদি পশুকে হত্যা করিয়া ভোজন করিবে এবং লোকের পুরুষার্থ ব্যর্থ হইয়া যাইবে? (উত্তর) উহা রাজপুরুষদিগের কার্য্য অর্থাৎ তাহারা হানি কারক পশু এবং মনুষ্য দিগকে দণ্ড দিবে এবং (আবশ্যক হইলে) প্রাণ হইতেও বিযুক্ত করিবে। (প্রশ্ন) তাহা হইলে কি উহাদিগের মাংস ফেলিয়া দিবে? (উত্তর) ইচ্ছা হয় ফেলিয়া দিবে বা কুক্কুরাদি মাংসাহারী পশু দিগকে ভক্ষণ করাইবে বা জ্বালাইয়া দিবে, কিম্বা অন্য কোন মাংসাহারীকে ভোজন করাইবে তাহাতে সংসারে কোন হানি হইবে না। কিন্তু তাদৃশ মনুষ্য মাংসাহারী হওয়াতে তাহার স্বভাব ও হিংস্রক হইতে পারে। হিংসা চৌর্য্য, বিশ্বাসঘাতকতা, ছল এবং কপটাদি দ্বারা যে সকল পদার্থ লব্ধ হইয়া ভোগের উপযোগী হয়, তৎসমস্তই অভক্ষ্য; এবং অহিংসা ধর্ম্মাদি কার্য্যদ্বারা লব্ধ ভোজনের উপযোগী পদার্থই ভক্ষ্য। যে সকল পদার্থদ্বারা স্বাস্থ্য, রোগনাশ, বুদ্ধি বল পরাক্রমের বৃদ্ধি ও আয়ু বৃদ্ধি হইয়া থাকে তাদৃশ তণ্ডুলাদি গোধুম, ফল, মূল, কন্দ, দুগ্ধ, ঘৃত এবং মিষ্টাদি পদার্থ সেবন করিবে এবং যথাযোগ্য পাক ও মিশ্রিত করিয়া যথাকালে পরিমিত ভোজন করিবে; এই সমস্তকেই ভক্ষ্য কহিয়া থাকে। যে সকল পদার্থ নিজ প্রকৃতি বিরুদ্ধ এবং বিকারকারী উহা সর্ব্বথা ত্যাগ করিবে এবং যে যে পদার্থ যাহার যাহার পক্ষে উপযুক্ত উহাই গ্রহণ করিবে; ইহাও ভক্ষ্য মধ্যে পরিগণিত। (প্রশ্ন) এক সঙ্গে ভোজনে কি কোন দোষ আছে অথবা নাই? (উত্তর) দোষ আছে। কারণ একের সহিত অন্যের স্বভাব এবং প্রকৃতির মিল হয় না। যেমন কুষ্ঠ রোগ গ্রস্তের সহিত ভোজন করিলে সুস্থ লোকেরও শোণিত বিকৃতি হয়, তদ্রূপ অন্যের সহিত ভোজন করিলে কিছু না কিছু বিকৃতি হয় এবং উপকার হয় না। এইজন্য :—

নোচ্ছিষ্টং কস্যাচিদ্দদ্যান্নাদ্যাচ্চৈব তথান্তরা।
ন চৈবাত্যশনং কুর্য্যান্ন চোচ্ছিষ্টঃ ক্বচিদ্ব্রজেৎ ॥
মনুঃ ২। ৫৬ ॥

কাহাকেও উচ্ছিষ্ট প্রদান করিবে না কাহারও ভোজনের সহিত স্বয়ং একত্রে ভোজন করিবে না, অধিক ভোজন করিবে না এবং ভোজনের পশ্চাৎ হস্ত ও মুখ প্রক্ষালন না করিয়া ইতস্ততঃ কোথাও যাইবে না। (প্রশ্ন) গুরোরুচ্ছিষ্টভোজনম্" তবে এই বাক্যের কি অর্থ হইবে? (উত্তর) ইহার এই অর্থ যে গুরুর ভোজনের পশ্চাৎ পৃথক্স্থিত শুদ্ধ অন্ন ভোজন করিবে অর্থাৎ গুরুর ভোজনান্তর শিষ্যের ভোজন করা উচিত। (প্রশ্ন) যদি উচ্ছিষ্ট নিষেধ হইল, তাহা হইলে মধু, মক্ষিকার উচ্ছিষ্ট, দুগ্ধ, গোবৎসের উচ্ছিষ্ট এবং অন্নও একগ্রাস ভোজনের পর নিজের উচ্ছিষ্ট হয়। অতএব উহাও ভোজন করা উচিত নহে? (উত্তর) মধু কেবল কথামাত্রেই উচ্ছিষ্ট হয়, পরন্তু উহা অনেক ওষধির সার হইতে গৃহীত হয়। গোবৎস আপনার মাতা কর্ত্তৃক নিঃসারিত দুগ্ধ পান করে, ভিতরের দুগ্ধ পান করিতে পারে না, সুতরাং উহা উচ্ছিষ্ট হয় না। পরন্তু গোবৎসের পানের পশ্চাৎ জলদ্বারা গাভীর স্তন প্রক্ষালন করিয়া শুদ্ধপাত্রে দোহন করা উচিত। আর নিজের উচ্ছিষ্ট নিজকে বিকৃতি উৎপাদন করিতে পারে না। দেখ ইহা স্বভাবসিদ্ধ যে কেহ কাহারও উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবে না। আপনার মুখ, নাক, কাণ, চক্ষু, উপস্থ এবং গুহ্যেন্দ্রিয়ের মলমূত্রাদির স্পর্শে ঘৃণা হয় না কিন্তু, অপরের মলমূত্রের স্পর্শে হইয়া থাকে। ইহা হইতে এই সিদ্ধ হইতেছে যে, এই ব্যবহার সৃষ্টিক্রম হইতে বিপরীত নহে অতএব, মনুষ্যমাত্রেরই উচিত যে কাহারও উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবে না? (প্রশ্ন) আচ্ছা, স্ত্রীপুরুষও পরস্পর উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবে না? (উত্তর) না। কারণ উহাদিগেরও শরীরের স্বভাব পরস্পর বিভিন্ন। (প্রশ্ন) মনুষ্য মাত্রের হস্তে পক্ক বস্তু ভোজনে কি দোষ আছে? কারণ ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলেরই শরীর, অস্থি, মাংস এবং চর্ম্মনির্ম্মিত এবং যেরূপ শোণিত ব্রাহ্মণের শরীরে প্রবাহিত তদ্রূপ চণ্ডালাদি সকলেরই শরীরে আছে। তবে মনুষ্যমাত্রের হস্তে প্রস্তুত এবং পক্ক অন্ন ভোজনে দোষ কি? (উত্তর) দোষ আছে। কারণ উত্তম পদার্থের ভোজন ও পান বশতঃ ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর শরীরে দুর্গন্ধাদি দোষ রহিত, যে রজোবীর্য্য উৎপন্ন হয়, চণ্ডাল এবং চণ্ডালিনীর শরীর দুর্গন্ধের পরমাণুতে পূর্ণ থাকে একারণ, তদ্রূপ হয় না। সুতরাং ব্রাহ্মণাদি উত্তম বর্ণের হস্তেই ভোজন করিবে এবং চণ্ডাল, মেথর ও চামার আদি নীচের হস্তে ভোজন করিবে না। আচ্ছা, যদি কেহ তোমাকে জিজ্ঞাসা করে যে, যখন মাতা, শ্বশ্রূ, কন্যা ভগ্নী ও পুত্রবধূ প্রভৃতি সকলেরই যেমন চর্ম্মের শরীর নিজপত্নীরও তদ্রূপ, তখন তুমি আপনার স্ত্রীর সহিত যেরূপ ব্যবহার কর তদ্রূপ কি উহাদের সহিতও ব্যবহার করিবে? তাহা হইলে তোমাকে সঙ্কুচিত হইয়া নিঃস্তব্ধ থাকিতে হইবে। (উত্তর) (শুদ্ধ) অন্ন যেরূপ হস্তে গ্রহণপূর্ব্বক মুখদ্বারা ভোজন করা যায় তদ্রূপ, দুর্গন্ধ অন্নও

ভোজন করা যায় বলিয়া কি মলাদিও খাইতে হইবে? এরূপ কি হইতে পারে? (প্রশ্ন) যদি গো-পুরীষে (গোময়ে) ভোজন স্থানের প্রলেপ হইতে পারে তখন আপনার পুরীষে কেন তাহার লেপ হইতে পারে না? গোময়ের লেপ হইতে পাকস্থান কেন অশুদ্ধ হয় না? (উত্তর) মনুষ্য-পুরীষে যেরূপ দুর্গন্ধ হয়, গোময়ে তদ্রূপ দুর্গন্ধ হয় না। গোময় চিক্কন বলিয়া শীঘ্র উড়িয়া যায় না ও তদ্দারা বস্ত্র বিকৃত ও মলিন হয় না। মৃত্তিকার সহিত গোময়ে যেরূপ শুদ্ধ হয় কেবল মৃত্তিকায় তাদৃশ হয় না। মৃত্তিকা এবং গোময়ের দ্বারা যে স্থান লিপ্ত হয় উহা দেখিতে অতি সুন্দর হয়। পাকস্থানে ভোজনাদি করাতে ঘৃত, মিষ্ট এবং উচ্ছিষ্ট পতিত হয় এবং সেই জন্য মক্ষিকা ও কীটাদি অনেক জীব মলিন স্থান হইতে আইসে সুতরাং, উক্ত স্থানে সম্মার্জ্জনী এবং প্রলেপ প্রতিদিন না দিলে উহা "পাইখানার" মত হইয়া পড়িবে। এইজন্য প্রতিদিন গোময়, মৃত্তিকা এবং সম্মার্জ্জনী দ্বারা উহা সর্ব্বথা শুদ্ধ রাখিবে এবং ইষ্টক নির্ম্মিত "পাকা" গৃহ হইলে জল দ্বারা প্রক্ষালন করিয়া শুদ্ধ রাখিতে হইবে, ইহাতে পূর্ব্বোক্ত দোষের নিবৃত্তি হয়। মুসলমানদিগের পাকস্থানে কোন স্থানে কয়লা, কোন স্থানে ভস্ম, এদিকে কাষ্ঠ, ওদিকে ভগ্ন মৃৎপাত্র, কোন স্থানে উচ্ছিষ্ট রেকাব, কোন স্থানে অস্থি প্রভৃতি পতিত থাকে এবং মক্ষিকার ত কথাই নাই। এরূপে উক্ত স্থান এতাদৃশ বীভৎস বলিয়া বোধ হয় যে, কোন শ্রেষ্ঠ মনুষ্য সেই স্থানে যাইয়া উপবেশন করিলে তাহার বমন হইবার সম্ভাবনা হইয়া উঠে এবং অতিশয় দুর্গন্ধময় স্থানের তুল্য বোধ হয়। আচ্ছা, যদি কেহ মুসলমানদিগকে জিজ্ঞাসা করে যে, গোময়ের দ্বারা পাকস্থানের প্রলেপ দেওয়া যদি তোমরা দোষ বলিয়া গণনা কর তবে, চুল্লীতে শুষ্ক গোময় প্রক্ষেপ করিয়া উহার অগ্নিতে তামাক্ পান করা, এবং গৃহের প্রাচীরে গোময়ের প্রলেপ দেওয়াতে তোমাদিগের পাকস্থানও অবশ্যই ভ্রষ্ট হইয়া যায়, তবে তাহারা কিছুই উত্তর দিতে পারিবে না? (প্রশ্ন) পাকস্থানে বসিয়া ভোজন করা উত্তম অথবা অন্য স্থানে বসিয়া ভোজন করা উচিত। (উত্তর) যেখানে উত্তম রমণীয় এবং সুন্দর স্থান দেখিবে সেই স্থানেই ভোজন করা উচিত। পরন্তু প্রয়োজনীয় যুদ্ধাদি সময়ে অশ্বাদি বাহনের উপর বসিয়া অথবা দণ্ডায়মান থাকিয়াও ভোজন এবং পান করা উচিত। (প্রশ্ন) তবে কি লোকে নিজ হস্তেরই প্রস্তুত অন্ন ভোজন করিবে, অপরের হস্তের ভোজন করিবে না? (উত্তর) আর্য্যগণ যাহা শুদ্ধ রীতি অনুসারে প্রস্তুত করিবে উহা সমস্ত আর্য্যগণের সহিত ভোজন করিলে কোনই হানি হয় না। কারণ, যদি ব্রাহ্মণ আদি বর্ণস্থ স্ত্রী এবং পুরুষ পাক করা, লেপ প্রদান, পাত্রাদি প্রক্ষালন প্রভৃতি বৃথা সময় নষ্টকর কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকেন তাহা হইলে, বিদ্যাদি শুভ গুণের কখন বৃদ্ধি হইতে পারে না। দেখ! মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে পৃথিবীর

এবং গোমাংসাদি ভোজন স্বীকার করিল, সেই সময় হইতেই ভোজনাদিতে গোলযোগ হইয়া উঠিয়াছে। দেখ! কাবুল, কান্দাগার, ইরান্, আমেরিকা, এবং ইয়ুরোপাদি দেশের রাজকন্যা গান্ধারী, মাদ্রী এবং উলোপী আদির সহিত আর্য্যাবর্ত্তীয় রাজাগণ বিবাহাদি ব্যবহার করিতেন; শকুনি প্রভৃতি, কৌরব ও পাণ্ডবদিগের সহিত একত্রে পান ভোজন করিতেন। ইহাঁদিগের মধ্যে কোন বিরোধ ছিল না। সেই সময় সমস্ত পৃথিবীতে একমাত্র বেদ মত প্রচলিত ছিল, যাহাই সকলেই মানিতেন। তখন পরস্পরের সুখ, দুঃখ, হানি ও লাভ পরস্পরে সমান বোধ করিত; সুতরাং সে সময় পৃথিবী সুখপূর্ণ ছিল। এক্ষণে অনেক মত মতাবলম্বী হওয়াতে দুঃখ এবং বিরোধ বৃদ্ধি পাইতেছে যাহা নিবারণ করা বুদ্ধিমানদিগের কর্ত্তব্য। পরমেশ্বর যদি সকলের মনে সত্যমতের অঙ্কুর রোপিত করেন তাহা হইলে মিথ্যামত শীঘ্র প্রলয় প্রাপ্ত হইয়া যায় এবং সমস্ত বিদ্বান্ লোক উহার বিচার করতঃ বিরোধ ভাব ত্যাগ করিয়া প্রভূত আনন্দলাভ করিতে সমর্থ হন।

এই দশম সমুল্লাসে সংক্ষেপে আচার, অনাচার এবং ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিষয় লিখিত হইয়াছে। ইহাতে এই গ্রন্থের পূর্ব্বার্দ্ধ সমাপ্ত হইল। এই সকল সমুল্লাসে বিশেষ খণ্ডন ও মণ্ডন এইজন্য লিখিত হয় নাই যে, যাবৎ মনুষ্য সত্যাসত্য বিচার সম্বন্ধে বিশেষ বিচার বুদ্ধি প্রকাশ না করিবেন তাবৎ স্থূল এবং সূক্ষ্ম খণ্ডনাদির অভিপ্রায় বুঝিতে পারিবেন না। এইজন্য প্রথমতঃ সকলকে সত্যশিক্ষার উপদেশ দিয়া এক্ষণে উত্তরার্দ্ধে অর্থাৎ উত্তর চারি সমুল্লাসে বিশেষ খণ্ডন ও মণ্ডন লিখিত হইবে। এই চারি সমুল্লাসের মধ্যে প্রথম সমুল্লাসে আর্য্যাবর্ত্তীয় বিভিন্ন মতামতের, দ্বিতীয়ে বৌদ্ধ ও জৈনদিগের, তৃতীয়ে খৃষ্টান মতের এবং চতুর্থে মুসলমানদিগের মত মতান্তরের খণ্ডন ও মণ্ডনের বিষয় লিখিত হইবে। পশ্চাৎ চতুর্দ্দশ সমুল্লাসের অন্তে স্বমন্তব্যামন্তব্য প্রদর্শিত হইবে। কেহ বিশেষ খণ্ডন ও মণ্ডন দেখিতে ইচ্ছা করিলে পরবর্ত্তি চারি সমুল্লাসে দেখিবেন। পরন্তু সামান্যতঃ দশম সমুল্লাসেরও স্থানে স্থানে অল্প পরিমাণে খণ্ডন মণ্ডন করা হইয়াছে। পক্ষপাত ত্যাগ করিয়া ন্যায় দৃষ্টিতে এই চতুর্দ্দশ সমুল্লাস যে পাঠ করিবে তাহার আত্মায় সত্যার্থ বিকশিত হইয়া আনন্দ উৎপাদন করিবে। যেজন ভ্রম, দুরাগ্রহ এবং ঈর্ষ্যা বশতঃ পাঠ বা শ্রবণ করিবে তাহার পক্ষে এই গ্রন্থের অভিপ্রায় যথার্থ বোধ হওয়া অতিশয় কঠিন। সুতরাং যে ইহার যথার্থ বিচার না করিবে সে ইহার অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া অত্যন্ত কষ্ট পাইবে। বিদ্বান্‌দিগের কর্ত্তব্য এই যে, সত্যাসত্য নিশ্চয় করতঃ সত্যগ্রহণ এবং অসত্য ত্যাগ করিয়া পরম আনন্দিত হওয়া। এইরূপ

গুণগ্রাহক পুরুষ, বিদ্বান্ হইয়া, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়া প্রসন্ন হয়েন।

ইতি শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামিকৃতে সত্যার্থপ্রকাশে
সুভাষাবিভূষিতে আচারাঽনাচার ভক্ষ্যাঽভক্ষ্যবিষয়ে
দশমঃ সমুল্লাসঃ সম্পূর্ণঃ। ১০।
সমাপ্তোঽয়ম্পূর্ব্বার্দ্ধঃ॥

# উত্তরার্দ্ধঃ।

## অনুভূমিকা।

এ কথা সিদ্ধ যে পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বেদমত ভিন্ন অন্য কোন মত কোথাও প্রচলিত ছিল না, কারণ বেদোক্ত বিষয় সকল বিদ্যার অবিরুদ্ধ। মহাভারতের যুদ্ধ হওয়াই বেদের অপ্রবৃত্তির কারণ। বেদের অপ্রবৃত্তি নিবন্ধন পৃথিবীতে অবিদ্যান্ধকার বিস্তৃত হওয়ায় মনুষ্যদিগের বুদ্ধি ভ্রমযুক্ত হওয়াতে যাহার মনে যেরূপ আসিয়াছিল সে সেইরূপ মত প্রচলিত করিয়াছে। তাদৃশ সমস্ত মতের মধ্যে চারি মত অর্থাৎ বেদ বিরুদ্ধ পৌরাণিক, জৈন, খ্রীষ্টিয়ান এবং মুসলমান মত অন্য সমস্ত মতের মূল। এই সকল মত ক্রমানুসারে একের পর আর একটী করিয়া চলিয়া আসিয়াছে। এক্ষণে এই চারি মতের শাখা এক সহস্রের কম নহে। এই সকল মতাবলম্বী ইহাদিগের শাখা মতাবলম্বী এবং অন্যান্য সকলের পরস্পর সত্যাসত্য বিচার বিষয়ে অধিক পরিশ্রম হইবে না, এই আশয়ে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। ইহাতে যে সকল সত্যমতের মণ্ডন এবং অসত্যের খণ্ডন লিখিত হইয়াছে উহা, সকলকে বিদিত করা প্রয়োজনীয় মনে করা হইয়াছে। এবিষয়ে আমার যেরূপ বুদ্ধি এবং বিদ্যা ও চারি মতের মূল গ্রন্থ দেখিয়া যেরূপ প্রতীতি হইয়াছে তাহা, সকলের সম্মুখে নিবেদিত করাই উত্তম কল্প বলিয়া মনে করা হইয়াছে; কারণ বিজ্ঞান গুপ্ত থাকিলে পুনরায় উহা প্রাপ্ত হওয়া কঠিন। পক্ষপাত ত্যাগ করিয়া ইহা পাঠ করিলে সকলেই সত্যাসত্য মত বিদিত হইবেন। অনন্তর সকলের পক্ষে নিজ নিজ বোধানুসারে সত্যমতের গ্রহণ এবং অসত্য মত ত্যাগ করা সহজ হইবে। ইহার মধ্যে যে সকল পুরাণাদি গ্রন্থের শাখা প্রশাখারূপ মত মতান্তর আর্য্যাবর্ত্তদেশে প্রচলিত আছে, একাদশ সমুল্লাসে সংক্ষেপতঃ উহার গুণদোষ প্রদর্শিত হইতেছে। আমার এইরূপ কার্য্য দ্বারা যদি উপকার মনে না করেন তাহা হইলেও বিরোধ করিবার কোন প্রয়োজন নাই; কারণ কাহারও হানি বা বিরোধ করা আমার তাৎপর্য্য নহে কিন্তু, সত্যাসত্যের নির্ণয় করা এবং করিতে প্রবৃত্ত করাই আমার উদ্দেশ্য। এইরূপ ন্যায় দৃষ্টির সহিত সকল মনুষ্যেরই ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। সত্যাসত্যের নির্ণয় করা এবং অন্যকে তাহাতে প্রবৃত্ত করাই মনুষ্য জন্মের প্রয়োজন, বাদ বিবাদ বা বিরোধ করিবার বা অন্যকে তাহাতে প্রবৃত্ত করা আমার প্রয়োজন নহে। এইরূপে মত মতান্তরের পরস্পর

বিবাদ হইতে জগতে যে সকল অনিষ্ট ঘটিয়াছে, এবং ভবিষ্যতে ঘটিতে পারে তাহা, পক্ষপাত রহিত বিদ্বজ্জন বুঝিতে পারেন। যতকাল মনুষ্য জাতি মধ্যে মিথ্যা মতামতান্তরের পরস্পর বিরোধ এবং বিবাদ দূরীভূত না হইবে ততকাল, পরস্পরের প্রীতি আনন্দ হইবে না। যদি আমরা (অর্থাৎ সকল মনুষ্য, বিশেষতঃ বিদ্বজ্জন) সকলে ঈর্ষা ও দ্বেষ পরিহার করতঃ সত্যাসত্যের নির্ণয় করিয়া সত্যের গ্রহণ এবং অসত্যের ত্যাগ করিতে এবং অপরকে তাহাতে প্রবৃত্ত করাইতে কামনা করি তাহা হইলে, উক্ত বিষয় আমাদিগের অসাধ্য হয় না। ইহা নিশ্চিত যে এই সকল বিদ্বান্ লোকদিগের বিরোধ বশতঃই সকলে বিরোধ জালে পতিত রহিয়াছেন। যদি ইহারা কেবল স্বার্থসাধন তৎপর না হইয়া সার্ব্বজনীন প্রয়োজন সিদ্ধি কামনা করেন তাহা হইলে, ঐক্যমত হইতে পারেন। ইহার উপায় বিষয়ে এই গ্রন্থের শেষে লিখিত হইবে। সর্ব্বশক্তিমান্ পরমাত্মা সকল মনুষ্যের আত্মার মধ্যে ঐক্যমত অবলম্বন করিবার যেন উৎসাহ প্রকাশিত করেন। এই আমার একান্ত প্রার্থনা।

## অলমতিবিস্তরেণ বিপশ্চিদ্বরশিরোমণিষু॥

# উত্তরার্দ্ধ।

—:০:(*):০:—

## অথৈকাদশসমুল্লাসারম্ভঃ।

## অথাঽর্য্যাবর্ত্তীয়মতখণ্ডনমণ্ডনে বিধাস্যামঃ।

এস্থলে আর্য্যাবর্ত্ত দেশবাসী আর্য্যদিগের মতের খণ্ডন এবং মণ্ডন বিধান করা হইবে। পৃথিবীতে আর্য্যাবর্ত্ত দেশের মত দেশ আর নাই। এই ভূমির নাম সুবর্ণ-ভূমি অর্থাৎ এই স্থানে সুবর্ণাদি রত্ন উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই জন্য সৃষ্টির আদি সময়ে আর্য্যগণ এই দেশে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। সৃষ্টি বিষয়ে আমি পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি যে, উত্তম পুরুষদিগের নাম আর্য্য এবং আর্য্য ভিন্ন অন্য মনুষ্যদিগের নাম দস্যু। পৃথিবীতে যত দেশ আছে সকলেই, এই দেশের প্রশংসা করে এবং মনে করে যে স্পর্শমণির কথা যাহা শ্রুত হয় তাহা মিথ্যা কিন্তু আর্য্যাবর্ত্তই প্রকৃত স্পর্শমণি। লৌহস্বরূপ দরিদ্র বিদেশীয় ইহা স্পর্শ করিবা মাত্রই সুবর্ণ অর্থাৎ ধনাঢ্য হইয়া যায়।

**এতদ্দেশ প্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।**
**স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ॥**

মনুঃ। ২। ২০॥

সৃষ্টি হইতে পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত পৃথিবীতে আর্য্যদিগের সার্ব্বভৌম ও চক্রবর্ত্তি অর্থাৎ সর্ব্বোপরি একমাত্র রাজ্য ছিল। অন্যান্য দেশে মাণ্ডলিক অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা বাস করিত যেহেতু কৌরব ও পাণ্ডব পর্য্যন্ত এই দেশের রাজ্য এবং রাজশাসনানুসারে পৃথিবীর সমস্ত রাজা এবং প্রজা চলিত। মনুস্মৃতি যাহা সৃষ্টির আদি সময়ে লিখিত হইয়াছে উহাই, তাহার প্রমাণ। যথা :—এই আর্য্যাবর্ত্ত দেশে উৎপন্ন ব্রাহ্মণ অর্থাৎ বিদ্বানদিগের নিকট হইতে পৃথিবীর যাবতীয় মনুষ্য, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, দস্যু এবং ম্লেচ্ছাদি সকলেই নিজ নিজ উপযুক্ত বিদ্যা এবং আচারের শিক্ষা এব বিদ্যাভ্যাস করিত। মাহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ এবং মহাভারতের যুদ্ধ পর্য্যন্ত পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত রাজ্য এই দেশের রাজ্যাধীন ছিল। যথা :— চীনের ভগদত্ত, আমেরিকার বভ্রুবাহন, ইয়ুরোপ দেশের বিড়ালাক্ষ অর্থাৎ মার্জ্জার সদৃশ চক্ষু বিশিষ্ট

যবন, যাহাকে ইউনান অথবা গ্রীস কথিত হইয়াছে, এবং ইরাণের শল্য প্রভৃতি সমস্ত রাজা রাজসূয় যজ্ঞ এবং মহাভারতের যুদ্ধে আজ্ঞানুসারে আসিয়াছিলেন। রঘুবংশীগণ যখন রাজা ছিলেন তখন রাবণও এই দেশের অধীন ছিল। যখন রামচন্দ্রের সময়ে রাবণ বিরোধী হয় তখন, শ্রীরামচন্দ্র উহাকে দণ্ড দিয়া রাজ্য হইতে বিচ্যুত করতঃ উহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিভীষণকে রাজ্য দিয়াছিলেন। স্বায়ম্ভব রাজা হইতে পাণ্ডব পর্য্যন্ত আর্য্যদিগের চক্রবর্ত্তি রাজ্য ছিল। তৎপশ্চাৎ পরস্পর বিরোধ বশতঃ যুদ্ধ করিয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যেহেতু পরমাত্মার সৃষ্টিতে অভিমানী, অন্যায়কারী, এবং অবিদ্বান্ লোকদিগের রাজ্য বহুদিন অবস্থিত থাকে না। এই সংসারের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এইরূপ যে, ধন প্রভৃত এবং নানা প্রয়োজনের ও অধিক হইলে আলস্য, পুরুষার্থরাহিত্য, ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, বিষয়াশক্তি ও প্রমাদ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং সেইজন্য দেশে বিদ্যা এবং সুশিক্ষা নষ্ট হইয়া দুষ্টগুণ এবং দুষ্টব্যসনের বৃদ্ধি হয়। সুতরাং মদ্য ও মাংস সেবন, বাল্যাবস্থায় বিবাহ এবং স্বেচ্ছাচারাদি দোষ বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধ বিভাগে যখন যুদ্ধবিদ্যাকৌশল এবং সৈন্য এতদূর বৃদ্ধি পায় যে পৃথিবীতে অন্য কেহ তাহার সমকক্ষ হইতে পারে না, তখন উহাদিগের পক্ষপাত ও অভিমান পরিবর্দ্ধিত হইয়া অন্যায় বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। যখন এই দোষ ঘটে তখন, বিরোধ উপস্থিত হইলে তখন ক্ষুদ্রতরবংশ হইতে কোন পুরুষ অতি সামর্থ্যবান্ হইয়া দণ্ডায়মান হইয়া ঐ রাজাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয়। এইরূপে মুসলমান বাদসাহদিগের সমক্ষে শিবাজী, গুরুগোবিন্দসিংহ আদি দণ্ডায়মান হইয়া মুসলমানদিগের রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াছিলেন।

**অথ কিমেতৈর্ব্বা পরেঽন্যে মহাধনুর্ধরাশ্চক্রবর্ত্তিনঃ কেচিৎ সুদ্যুম্ন ভূরিদ্যুম্নেন্দ্রদ্যুম্ন কুবলয়াশ্চ যৌবনাশ্ব বদ্ধ্র্যশ্বাশ্বপতি শশবিন্দু হরিশ্চন্দ্রাঽম্বরীষ ননক্তু সর্য্যাতি যযাত্যনরণ্যাক্ষসেনাদয়ঃ। অথ মরুত্ত ভরত প্রভৃতয়ো রাজানঃ। মৈত্র্যুপনিঃ প্রঃ ১। খং ৪॥**

ইত্যাদি প্রমাণ হইতে সিদ্ধ হইতেছে যে সৃষ্টি হইতে, মহাভারত পর্য্যন্ত আর্য্যকুলেই চক্রবর্ত্তী ও সার্ব্বভৌম রাজা হইয়াছিলেন। এক্ষণে উহাদিগের সন্তানগণের অভাগ্যোদয় হওয়াতে উহাঁরা রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া বিদেশীয়দিগের পদাক্রান্ত হইয়া রহিয়াছেন। এস্থলে যেরূপ সুদ্যুম্ন, ভূরিদ্যুম্ন, ইন্দ্রদ্যুম্ন, কুবলয়াশ্ব, যৌবনাশ্ব, বদ্ধ্র্যাশ্ব, অশ্বপতি, শশবিন্দু, হরিশ্চন্দ্র, অম্বরীষ, ননক্তু, সর্যাতি, যযাতি, অনরণ্য, অক্ষসেন, মরুত্ত এবং ভরতাদি সার্ব্বভৌম সর্ব্বভূমিপ্রসিদ্ধ চক্রবর্ত্তী রাজাদিগের নাম লিখিত হইয়াছে তদ্রূপ মনুস্মৃতি

এবং মহাভারতাদি গ্রন্থে স্বায়ম্ভবাদি চক্রবর্ত্তী রাজাদিগের নাম স্পষ্ট লিখিত আছে। এই সকলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা অজ্ঞানী এবং পক্ষপাতী দিগের কার্য্য। ( প্রশ্ন ) যে সকল আগ্নেয়াস্ত্রাদি বিদ্যার কথা লিখিত আছে তাহা মিথ্যা কি সত্য? উক্ত সময়ে কামান্ এবং বন্দুক ছিল বা ছিল না? ( উত্তর ) ইহা সত্য যে এইরূপ অস্ত্র শস্ত্রও ছিল, কারণ উহা পদার্থবিদ্যা দ্বারা সম্ভূত হইয়া থাকে। (প্রঃ) উহা কি দেবতাদিগের মন্ত্র হইতে সিদ্ধ হইত? ( উত্তর ) না; যে সকল বিষয় দ্বারা অস্ত্রশস্ত্র সিদ্ধকরা হইত তাহাকে "মন্ত্র" অর্থাৎ বিচার কথিত হইত এবং তাহা দ্বারাই সিদ্ধ ও চালিত হইত। আর যে মন্ত্র শব্দময় হইয়া থাকে তাহা দ্বারা কোন দ্রব্য উৎপন্ন হয় না। যদি কেহ কহে যে মন্ত্র হইতে অগ্নি উৎপন্ন হয়,তাহা হইলে যে ঐ মন্ত্রের জপ করিবে তাহার হৃদয় এবং জিহ্বা ভস্মীভূত হইয়া যাইবে এবং এইরূপ হইলে শত্রুকে বিনাশ করিতে গিয়া স্বয়ংই বিনষ্ট হইবে। সুতরাং বিচারের নাম মন্ত্র! রাজমন্ত্রী বলিলে রাজকার্য্যের বিচারকর্ত্তা বুঝায়। মন্ত্র অর্থাৎ বিচার দ্বারা প্রথমতঃ সৃষ্ট পদার্থের জ্ঞান এবং পশ্চাৎ প্রয়োগানুষ্ঠান করাতে অনেক প্রকার পদার্থ, এবং ক্রিয়া কৌশল উৎপন্ন হইয়া থাকে। কেহ লৌহের বাণ অথবা গোলা প্রস্তুত করিয়া উহার মধ্যে এমন কোন পদার্থ এরূপ ভাবে যদি রাখে যে উহা অগ্নিসংযুক্ত হইলে বায়ুতে ধূম বিস্তৃত হয়, অথবা সূর্য্যকিরণ বা বায়ু স্পর্শ হইলে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া পড়ে তাহা হইলে, উহার নাম অগ্নেয়াস্ত্র হয়। অপর কেহ উহার নিবারণ ইচ্ছা করিলে উহার উপর বারুণাস্ত্র প্রয়োগ অর্থাৎ যখন কোন শত্রু প্রতিপক্ষের সেনার উপর আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগ করতঃ বিনাশ করিতে ইচ্ছা করে তখন সেনার রক্ষার্থে, সেনাপতি বারুণাস্ত্র দ্বারা অগ্নেয়াস্ত্রের নিবারণ করিবেন। উহা এরূপ দ্রব্য সমূহের যোগবশতঃ প্রবৃত্ত হয় যে উহার ধূম বায়ুর সহিত স্পর্শ হইবা মাত্রই মেঘোৎপত্তি হইয়া তৎক্ষণাৎ বারিবর্ষণ হইতে আরম্ভ হইয়া ঐ অগ্নিকে নির্ব্বাপিত করিবে। এইরূপ এক প্রকার নাগপাশ অস্ত্র ছিল, যাহা প্রয়োগ করিবা মাত্র বিপক্ষের অঙ্গ দৃঢ়ভাবে বদ্ধ করিত। তদ্রূপ মোহনাস্ত্র আর একটি যন্ত্র বা অস্ত্র ছিল, যাহাতে মাদক দ্রব্য প্রক্ষিপ্ত থাকাতে তাহা হইতে নির্গত ধূম লাগিবামাত্র শত্রুসেনা নিদ্রাস্থ অথবা মূর্চ্ছিত হইত। এইরূপ অনেক শস্ত্রাস্ত্র প্রচলিত ছিল। লৌহতার বা শীসক হইতে অথবা অন্য পদার্থ হইতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করিয়া শত্রুদিগের নাশ করা হইত, উহাকেও আগ্নেয়াস্ত্র এবং পাশুপতাস্ত্র কথিত হইত। তোপ ( কামান ) এবং বন্দুক ইহা অন্যদেশের ভাষা, সংস্কৃত অথবা আর্য্যাবর্ত্তের ভাষা নহে। কিন্তু বিদেশীয়গণ যাহাকে তোপ কহে, সংস্কৃতে এবং ভাষায় তাহার নাম 'শতঘ্নী' এবং যাহাকে বন্দুক কহে, উহা সংস্কৃতে এবং আর্য্যভাষায় ভুশুণ্ডী নামে কথিত হয়। যে সংস্কৃত বিদ্যা পাঠ করে নাই, সেই ভ্রমে পতিত হইয়া যদ্দিচ্ছা লিখে বা বলে। বুদ্ধিমান লোক

তৎ সমস্তকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন না। যাবতীয় বিদ্যা পৃথিবীতে বিস্তৃত আছে তৎসমস্ত আর্য্যাবর্ত্তদেশ হইতে মিসর, মিসর হইতে গ্রীস, গ্রীস্ হইতে রোম, রোম হইতে ইয়ুরোপ এবং ইউরোপ হইতে আমেরিকাদি দেশে বিস্তৃত হইয়াছে। এক্ষণে আর্য্যাবর্ত্ত দেশে সংস্কৃত বিদ্যায় যতদূর প্রচার আছে অন্য কোন দেশে তদ্রূপ নাই। লোকে যে বলে যে জর্ম্মনীদেশে সংস্কৃত বিদ্যার অত্যন্ত প্রচার হইয়াছে এবং মোক্ষমূলর সাহেব যত সংস্কৃত পড়িয়াছেন তদ্রূপ আর কেহ পাঠ করেন নাই, ইত্যাদি কথন কেবল কথা মাত্র। কারণ "নিরস্ত পাদপে দেশে এরণ্ডোঽপিদ্রুমায়তে" অর্থাৎ যে দেশে কোন বৃক্ষ নাই সে দেশে এরণ্ডকেই বৃহৎ বৃক্ষ মনে করা হয়। তদ্রূপ ইয়ুরোপ দেশে সংস্কৃত বিদ্যার প্রচার না থাকাতে জর্ম্মানগণ এবং মোক্ষমূলের সাহেব যাহা কিছু অল্প পাঠ করিয়াছেন, উক্ত দেশপক্ষে উহাই অধিক হইয়াছে। কিন্তু আর্য্যাবর্ত্তদেশের দিকে দৃষ্টি করিলে ইহাঁদিগের (সংস্কৃত বিদ্যা) অতিশয় ন্যূন বলিয়া বোধ হয়। কারণ আমি জর্ম্মনদেশ নিবাসী একজন'প্রিন্সপলের'( প্রধানাচার্য্যের ) পত্র হইতে বুঝিয়াছি যে উক্ত দেশে সংস্কৃত পত্রের অর্থ করিতে পারেন এরূপ লোকও অতি বিরল। আর মোক্ষমূলর সাহেবের সংস্কৃত সাহিত্য এবং অল্পপরিমাণে বেদব্যাখ্যা দেখিয়া আমার প্রতীতি হইতেছে যে, তিনি নানা স্থানের আর্য্যাবর্ত্তীয় লোকদিগের কৃত টীকা দর্শন করতঃ কিছু কিছু যথা তথা লিখিয়াছেন। যথা তিনি "যুঞ্জন্তি ব্রধ্নমরুষং চরন্তং পরিতস্থুষঃ। রোচন্তে রোচনা দিবি" এই মন্ত্রের অর্থ "অশ্ব" করিয়াছেন। সায়নাচার্য্য যে সূর্য্য অর্থ করিয়াছেন তাহা ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। পরন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ পরমাত্মা যাহা আমার রচিত "ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকা" তে দেখিতে পাইবেন। তথায় ইহার প্রকৃতার্থ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ইত্যাদি কারণবশতঃ জানিতে হইবে যে জর্ম্মনিদেশে এবং মোক্ষমূলর সাহেবের সংস্কৃত বিদ্যার পাণ্ডিত্য কতদূর বিস্তৃত। ইহা নিশ্চিত যে যত প্রকার বিদ্যা পৃথিবীতে প্রচারিত হইয়াছে তৎসমস্তই আর্য্যাবর্ত্ত দেশ হইতে প্রচারিত হইয়াছিল। দেখ! "জেকোলিয়ট" নামা প্যারিস্ অর্থাৎ ফ্রান্স নিবাসী একজন সাহেব আপনার "বাইবেল ইন ইণ্ডিয়া" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, আর্য্যাবর্ত্তদেশ সমস্ত বিদ্যা এবং কল্যাণের ভাণ্ডার এবং সমস্ত বিদ্যা এবং মত এই দেশ হইতেই বিস্তৃত হইয়াছে। তিনি পরমাত্মার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, পূর্ব্বকালে আর্য্যাবর্ত্তদেশে যেরূপ উন্নতি হইয়াছিল যেন তাঁহার দেশেও তদ্রূপ উন্নতি হয়। তাঁহার লিখিত বিষয় তাঁহার গ্রন্থে দেখিতে পাইবে। "দারাশিকোহ" নামক বাদশাহাও এই নিশ্চয় করিয়াছিলেন যে, সংস্কৃতে যেরূপ পূর্ণ বিদ্যা বিদ্যমান আছে তদ্রূপ আর অন্য কোন ভাষায় নাই। তিনি উপনিষদের ভাষান্তরে এইরূপ লিখিয়াছেন যে "আমি আরবী আদি অনেক ভাষা পাঠ করিয়াছি কিন্তু তাহাতে আমার মনের সন্দেহ

দূরীভূত হইয়া আনন্দ হয় নাই পরন্তু, যখন সংস্কৃত দেখিলাম এবং শ্রবণ করিলাম তখন আমার অত্যন্ত আনন্দ হইল। কাশীর মানমন্দিরের শিশুমারচক্র দেখ। উহার পূর্ণরক্ষা না হইলেও উহা কতদূর উত্তম এবং উহা দ্বারা এক্ষণেও খগোলের অনেক বৃত্তান্ত বিদিত হওয়া যায়। যদি "জয়পুরাধীশ সবাই" উহার সংস্কার করিয়া ভগ্নাংশগুলি পুনর্নির্ম্মাণ করেন তাহা হইলে, উহা অতি উৎকৃষ্ট হইবে। পরন্তু মহাভারতের যুদ্ধ এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেশকে এরূপ আঘাত করিয়াছে যে, আজ পর্য্যন্তও ইহা নিজ পূর্ব্ব অবস্থায় আসিল না। এক ভ্রাতা যখন অপর ভ্রাতাকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হয় তখন যে সকলের নাশ হইবে এ বিষয়ে সন্দেহ কি?

## বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধিঃ। বৃদ্ধচাণক্য অঃ ১৬।১৭॥

যখন বিনাশের সময় নিকটবর্ত্তী হয় তখন বুদ্ধি বিপরীত হয় অতএব বিপরীত কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। কেহ সরল বুঝাইলে বিপরীত বুঝিবে এবং বিপরীত বুঝাইলে সরল বোধ হইবে। বড় বড় বিদ্বান্ রাজা, মহারাজা, ঋষি এবং মহর্ষিগণ বহুল পরিমাণে মহাভারতের যুদ্ধের সময় নিহত হওয়ায় এবং বহুসংখ্যক ব্যক্তি মৃত্যুপ্রাপ্ত হওয়াতে বিদ্যা ও বেদোক্ত ধর্ম্মের প্রচার নষ্ট হইতে লাগিল। সকলে পরস্পর ঈর্ষ্যা, দ্বেষ এবং অভিমান করিতে লাগিল। যে বলবান্ হইল সেই দেশ অধিকার করিয়া রাজা হইয়া বসিল। এইরূপে আর্য্যাবর্ত্তদেশের সর্ব্বত্র খণ্ড খণ্ড রাজ্য হইয়া পড়িল সুতরাং, দ্বীপদ্বীপান্তরের রাজ্যের কে ব্যবস্থা করিবে? যখন ব্রাহ্মণ বিদ্যাহীন হইল, তখন ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রদিগের ও অবিদ্বান্ হইবার কথা। পরম্পরা হইতে বেদাদি শাস্ত্রের অর্থ সহিত পাঠ করিবার যে প্রথা ছিল তাহা বন্ধ হইল। ব্রাহ্মণগণ যে কেবল জীবিকার্থ পাঠ মাত্র করিত তাহাও, ক্ষত্রিয়াদিকে করিতে দিল না। কারণ যখন গুরু অবিদ্বান্ হইল তখন তাঁহার ছল কপট এবং অধর্ম্মও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণ বিবেচনা করিলেন যে তাঁহাদিগের জীবিকার কৌশল রচনা করিতে হইবে। সকলে সম্মত হইয়া এবং এইরূপ নিশ্চয় করিয়া ক্ষত্রিয়াদিকে উপদেশ দিতে লাগিলেন যে আমরাই তোমাদিগের পূজ্য দেবতা। আমাদিগের সেবা ব্যতিরেকে তোমাদিগের স্বর্গ ও মুক্তিলাভ হইবে না এবং আমাদিগের সেবা না করিলে তোমরা ঘোর নরকে পতিত হইবে। পূর্ণ বিদ্বান্ ধার্ম্মিকের যে ব্রাহ্মণ নাম ছিল এবং পূজনীয় বেদ ঋষি এবং মুনিদিগের শাস্ত্রে যাহা যাহা লিখিত ছিল তৎসমস্ত তাঁহারা বিষয়ী, মূর্খ কপটী লম্পট এবং অধার্ম্মিক হইলেও আপনাদিগের উপর আরোপিত করিলেন। আপ্ত বিদ্বান্দিগের লক্ষণ কি এতদৃশ মূর্খদিগের প্রতি আরোপিত হইতে পারে? যখন সমস্ত ক্ষত্রিয়াদি যজমান সংস্কৃত বিদ্যা হইতে অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন হইল তখন উহাদিগের সমক্ষে যে সকল গল্প

কথা কহিতে লাগিল উহারা অবিদ্বানবশতঃ তত্তৎ সমস্ত স্বীকার করিয়া লইল। তখন উহারা নাম মাত্র ব্রাহ্মণে পরিণত হইয়া সকলকে আপনাদিগের বাক্যজালে বশীভূত করিয়া লইল এবং কহিতে লাগিল যে :—

## ব্রহ্মবাক্যং জনার্দ্দনঃ। পাণ্ডবগীতা ॥

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের মুখ হইতে যে সকল বাক্য নির্গত হয় উহাকেই সাক্ষাৎ ভগবানের মুখ হইতে নিঃসৃত বলিয়া জানিবে। যখন ক্ষত্রিয়াদি জাতি দৃষ্টি বিষয়ে অন্ধ হইয়া প্রচুর ধনশালী হইল অর্থাৎ অন্তরে জ্ঞানচক্ষুহীন হইল এবং হস্তে প্রচুর ধন হইল তখন, এরূপ অনেক শিষ্য সংগ্রহ হইল যদ্দ্বারা উক্ত ব্যর্থ ব্রাহ্মণনামধারীদিগের বিষয়ানন্দের উপবন মিলিয়া গেল। তাহার ইহাও প্রচার করিল যে পৃথিবীতে যাহা কিছু উত্তম পদার্থ আছে তৎ-সমুদয়ই ব্রাহ্মণদিগের জন্য হইয়াছে। অর্থাৎ গুণ,কর্ম্ম এবং স্বভাবানুসারে যে বর্ণ ব্যবস্থা ছিল, উহা নষ্ট করিয়া জন্মের উপর স্থাপিত করিল এবং যজমান দিগের নিকট হইতে মৃতক পর্য্যন্ত দানও লইতে লাগিল। আপনাদিগকে যেরূপ ইচ্ছা হইত তদ্রূপ করিতে লাগিল, এ পর্য্যন্তও করিল যে "আমি ভূদেব," আমার সেবা ব্যতিরেকে কাহারও দেবলোক লাভ হইতে পারে না। ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক যে "তোমরা কোন্ লোকে প্রবেশ করিবে? তোমাদিগের কার্য্য ঘোর নরক ভোগ করিবার উপ-যুক্ত। তোমরা কৃমি, কীট অথবা পতঙ্গাদিতে পরিণত হইবে"। তখন ইহারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিবে "আমরা অভিশাপ প্রদান করিব এবং তোমরা ভস্ম হইয়া যাইবে, কারণ এরূপ লিখিত আছে যে "ব্রহ্মদ্রোহী বিনশ্যতি" অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণ দিগের দ্রোহ (অপকার) করে তাহার নাশ হইয়া যায়। অবশ্য ইহা সত্য যে যাহারা পূর্ণবেদ ও পরমাত্মাকে জানেন, এবং যাঁহারা ধর্ম্মাত্মা ও সমস্ত জগতের উপকারক পুরুষ, যে কেহ তাঁহাদিগের প্রতি দ্বেষ করিবে সে অবশ্যই নষ্ট হইয়া যাইবে। পরন্তু যে প্রকৃত ব্রাহ্মণ নহে তাহার ব্রাহ্মণ নাম হইতে পারে না এবং সে সেবার উপযুক্ত নহে। (প্রশ্ন) তবে আমি কে? (উত্তর) তুমি "পোপ"। (প্রশ্ন) "পোপ" কাহাকে কহে? (উত্তর) রোমান ভাষায় উহার বিশেষ সূচনা আছে এবং পিতার নাম ও পোপ হইয়া থাকে। পরন্তু এক্ষণে যে ছল এবং কপটদ্বারা অপরকে প্রতারণা করতঃ আপনার প্রয়োজন সাধন করে তাহাকে "পোপ" কহে। (প্রশ্ন) আমিত ব্রাহ্মণ এবং সাধু; কারণ আমার পিতা ব্রাহ্মণ এবং মাতা ব্রাহ্মণী এবং আমি অমুক সাধুর শিষ্য। (উত্তর) একথা সত্য বটে কিন্তু শুন, মাতা ও পিতা ব্রাহ্মণী এবং ব্রাহ্মণ হইলে অথবা কোন সাধুর শিষ্য হইলেই ব্রাহ্মণ অথবা সাধু হইতে পারে না; কিন্তু নিজ গুণ, কর্ম্ম এবং স্বভাব হইতেই ব্রাহ্মণ অথবা সাধু হইয়া থাকে। "পোপের"

পরোপকারের কথা যাহা শ্রুত হয় তাহা এইরূপ। রোমের "পোপ" আপনার শিষ্য-দিগকে বলিতেন যে, তোমারা যদি আপনাদিগের পাপ আমার সমক্ষে প্রকাশ কর তাহা হইলে আমি ক্ষমা করাইয়া দিব। আমার সেবা এবং আজ্ঞা ব্যতিরেকে কেহই স্বর্গে যাইতে পারে না। যদি তোমরা স্বর্গে যাইতে ইচ্ছা কর তাহা হইলে আমার নিকট যত পরিমাণে ধন স্থাপিত করিবে স্বর্গে তদুপযুক্ত সামগ্রী প্রাপ্ত হইবে। এই রূপ শুনিয়া যদি কোন দৃষ্টিহীন (বুদ্ধিহীন) ধনী লোক স্বর্গে যাইবার ইচ্ছা করিয়া "পোপ" মহাশয়কে যথেষ্ট টাকা দেয় তখন উক্ত পোপ মহাশয় ঈশা এব মুরিয়মের মূর্ত্তির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া নিম্নলিখিত রূপে হুণ্ডী পত্র লিখিয়া দেন "হে ভগবান্ ঈশামসী! অমুক লোক স্বর্গে যাইবার জন্য আমার নিকট তোমার নামে লক্ষ টাকা জমা করিয়া দিয়াছে, যখন এইব্যক্তি স্বর্গে আসিবে তখন তুমি আপনার পিতার স্বর্গরাজ্যে পঞ্চবিংশতি সহস্র টাকার বাটী এবং উদ্যানাদি, পঞ্চবিংশতি সহস্র টাকার গাড়ী ঘোড়া, শিকারী ভৃত্য ও সেবক, পঞ্চবিংশতি সহস্র টাকার ভোজন, পান ও বস্ত্রাদি এবং পঞ্চবিংশতি সহস্র টাকা, ইষ্টমিত্র, ভ্রাতা এবং বন্ধু আদির ভোজনের নিমিত্ত দান করাইবে"। অনন্তর উক্ত হুণ্ডী পত্রের নীচে পোপ মহাশয় স্বাক্ষর করিয়া উহার হস্তে প্রদান করতঃ বলিয়া দিতেন যে "যখন তুমি মরিয়া যাইবে তখন কবরের মধ্যে মস্তকের নীচে এই হুণ্ডী পত্র লইয়া রাখিবার জন্য আপনার আত্মীয়দিগকে বলিয়া দিবে। পরে যখন তোমাকে লইয়া যাইবার জন্য দূত আসিবে তখন তোমাকে এবং তোমার এই হিসাব পত্র স্বর্গে লইয়া গিয়া লিখিতানুসারে তোমাকে সকল পদার্থ প্রদান করাইবে"। এ সকল দেখিয়া বোধ হয় যেন "পোপ" মহাশয় স্বর্গের "পাট্রা" অর্থাৎ সাময়িক অধিকার গ্রহণ করিয়াছেন। ইয়ুরোপে যতদিন মূর্খতা ছিল তত দিন এই "পোপ" মহাশয়ের লীলা প্রচলিত ছিল। পরন্তু এক্ষণে বিদ্যার প্রাদুর্ভাবে "পোপ" মহাশয়ের মিথ্যা লীলা আর অধিক চলিত নাই, কিন্তু নির্মূলও হয় নাই। এইরূপ আর্য্যাবর্ত্তেও জানিতে হইবে যে "পোপ" মহাশয় লক্ষ অবতার লইয়া লীলা বিস্তার করিতেছেন। অর্থাৎ রাজা এবং প্রজাদিগের বিদ্যাপাঠ করিতে না দেওয়াতে এবং সৎপুরুষের সঙ্গ না হওয়াতে দিবারাত্র প্রতারণা ব্যতিরেকে অন্য কোন কার্য্যই হয় না। ইহা মনে রাখিতে হইবে, যাহারা ছল এবং কপটাদি কুৎসিত ব্যবহার করে তাহাদিগকেই "পোপ" কহা যায়। ইহাদিগের ভিন্ন ধার্ম্মিক বিদ্বান্ এবং পরোপকারী যাঁহারা আছেন তাঁহারাই প্রকৃত ব্রাহ্মণ এবং সাধু। অতএব উক্ত ছলী, কপটী এবং স্বার্থপর অর্থাৎ যাহারা মনুষ্যদিগকে প্রতারণা করিয়া স্বপ্রয়োজন সাধন করেন সেই লোকদিগকেই "পোপ" শব্দে গ্রহণ করা এবং উত্তম পুরুষদিগকেই ব্রাহ্মণ এবং সাধু নামে স্বীকার করা উচিত। দেখ, যদি উত্তম ব্রাহ্মণ এবং সাধু

কেহই না থাকিত তাহা হইলে বেদাদি সত্যশাস্ত্রের স্বর সহিত পঠন ও পাঠন এবং জৈন, মুসলমান এবং খৃষ্টিয়ান জাল হইতে রক্ষা করিয়া আর্য্যদিগকে বেদাদি সত্য শাস্ত্রে প্রীতিযুক্ত করিয়া বর্ণাশ্রম সমূহে প্রতিষ্ঠিত করিতে কে সমর্থ হইত? "বিষাদপ্যমৃতং গ্রাহ্যম্" ( মনুঃ ) বিষ হইতেও অমৃত গ্রহণীয় অর্থাৎ পোপলীলার প্রতারণা হইতেও আর্য্যদিগের জৈনাদি মত হইতে রক্ষা পাওয়া, বিষমধ্য হইতে অমৃতের গ্রহণ তুল্য বুঝিতে হইবে। যখন যজমান বিদ্যাহীন হইল তখন ব্রাহ্মণেরা কিঞ্চিৎ বিদ্যাশিক্ষা এবং এবং পূজাবিধি পাঠ করিয়া অভিমানবশতঃ আগমন করতঃ পরস্পর একমত হইয়া রাজাদিগকে কহিল যে ব্রাহ্মণ এবং সাধু দণ্ডনায় নহে। দেখ! "ব্রাহ্মণো ন হন্তব্যঃ" "সাধুর্ন হন্তব্যঃ এইরূপ" প্রকৃত ব্রাহ্মণ এবং সাধুদিগকে লক্ষ্য করিয়া যে সকল বচন আছে, উহা "পোপ" মহাশয়েরা আপনাদিগের উপর আরোপিত করিলেন এবং অন্যান্য মিথ্যা বচনযুক্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াও উহাতে ঋষি এবং মুনিদিগের নাম প্রবিষ্ট করিয়া তাঁহাদিগের নামে উক্ত গ্রন্থ সকল শুনাইতে লাগিলেন। উক্ত ঋষি এবং মুনিদিগের নাম লইয়া আপনাদিগের উপর দণ্ডের ব্যবস্থা উঠাইয়া দিয়। পরে যথেচ্ছাচার আরম্ভ করিলেন অর্থাৎ এরূপ কঠিন নিয়ম সকল প্রচলিত করিলেন যে উক্ত "পোপ" দিগের, আজ্ঞা ব্যতিরেকে কেহ শয়ন, উত্থান, উপবেশন, গমন, আগমন, ভোজন এবং পানাদিও করিতে পারিত না। রাজাদিগকে এইরূপ নিশ্চয় করাইয়া দিলেন যে উক্ত "পোপ নামা এবং কথন মাত্রে ব্রাহ্মণ ও সাধুগণ যাহা ইচ্ছা হয় করিবেন অথচ তাঁহাদিগকে দণ্ড দেওয়া হইবে না, এমন কি মনেও তাঁহাদিগের উপর দণ্ড দিবার ইচ্ছা করা উচিত নহে, এইরূপ শিক্ষা দিলেন। যখন এইরূপ মূর্খতা জন্মিল তখন 'পোপ'-দিগের যেরূপ ইচ্ছা হইতে লাগিল তদ্রূপ করিতে এবং অপরকে তাহাতে প্রবৃত্ত করিতে লাগিলেন। এইরূপ বিকৃতির মূল, মহাভারতের যুদ্ধের একসহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কারণ উক্ত সময়ে ঋষি ও মুনি থাকিলেও অল্পপরিমাণে আলস্য, প্রমাদ ঈর্ষ্যা এবং দ্বেষের অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়াছিল এবং উহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল। যখন সত্য উপদেশ আর র[illegible] আর্য্যাবর্ত্তে অবিদ্যা বি[illegible] হইয়া পরস্পর বিবাদ এবং বিরোধ আরম্ভ হইল। কারণ :—

"উপদেশ্যোপদেষ্টৃত্বাৎ তৎসিদ্ধিঃ।"
"ইতরথান্ধপরম্পরা। সাংখ্যঃ। অঃ৩। সূঃ৭৯।৮১।

অর্থাৎ যখন উপদেশক উত্তম উত্তম থাকেন তখন উত্তমপ্রকার ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ সিদ্ধ হইয়া থাকে এবং যখন উত্তম উপদেশক এবং শ্রোতা না থাকেন তখন অন্ধ-পরম্পরা চলিয়া থাকে। পুনর্ব্বায় যখন সৎপুরুষ উৎপন্ন হইয়া সত্যোপদেশ করেন তখন

অন্ধপরম্পরা নষ্ট হইয়া পরম্পরানুসারে (জ্ঞান) প্রকাশ প্রাদুর্ভূত হয়। উপর্যুক্ত এই সকল "পোপ" তাঁহাদিগের নিজ ও নিজ অন্য চরণ পূজা করাইতে আরম্ভ করিলেন এবং কহিতে লাগিলেন যে ইহাতেই তোমাদিগের কল্যাণ হইবে। যখন সকল লোক ইহাদিগের বশীভূত হইয়া বিষয়াসক্তি এবং প্রমাদে নিমগ্ন হইল তখন মূর্খ কৃষকের ন্যায় মিথ্যাগুরু এবং শিষ্যের প্রভাবে বিদ্যা, বল, বুদ্ধি পরাক্রম এবং শূরবীরত্বাদি শুভ গুণ সমস্তেই নষ্ট হইতে লাগিল। অনন্তর বিষয়াসক্ত হইয়া গুপ্তভাবে মাংস এবং মদ্য সেবন আরম্ভ করিলেন। পরে উহাদিগের মধ্যে একজন বামমার্গী উত্থিত হইয়া "শিব উবাচ" "পার্ব্বত্যুবাচ" এবং "ভৈরব উবাচ" ইত্যাদি লিখিয়া গ্রন্থ রচনা করিল এবং তাহার তন্ত্র নাম দিয়া উহাতে অদ্ভুত অদ্ভুত বিচিত্র লীলার কথা সন্নিবেশিত করিল। যেমন :—

মদ্যং মাংসং চ মীনং চ মুদ্রা মৈথুনমেবচ।
এতে পঞ্চ মকারাঃ স্যুর্মোক্ষদা হি যুগে যুগে॥

কালীতন্ত্র।

প্রবৃত্তে ভৈরবী চক্রে সর্ব্বে বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
নিবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্ব্বে বর্ণাঃ পৃথক্ পৃথক্॥

কুলার্ণব তন্ত্র।

পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা যাবৎ পততি ভূতলে।
পুনরুত্থায় বৈ পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র।

মাতৃযোনিং পরিত্যজ্য বিহরেৎ সর্ব্বযোনিষু।
বেদ শাস্ত্র পুরাণানি সামান্যগণিকা ইব।
একৈব শাম্ভবী মুদ্রা গুপ্তা কুলবধূরিব॥

জ্ঞানসঙ্কলনী তন্ত্র॥

দেখ গণ্ডমূর্খ "পোপ" দিগের লীলা! বামমার্গী সকল বেদবিরুদ্ধ ও মহা অধর্ম্মের কার্য্য সকলকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছে। মদ্য, মাংস, মীন অর্থাৎ মৎস্য, মুদ্রা (লুচি, কচুরি এবং বৃহৎ রুটী প্রভৃতি অর্থাৎ চর্ব্বণ যন্ত্রের বিষয়ীভূত) এবং পঞ্চম মৈথুন অর্থাৎ সকল পুরুষকে শিব এবং সকল স্ত্রীকে পার্ব্বতীর তুল্য মনে করিয়া :—

অহং ভৈরব স্ত্বং ভৈরবীহ্যাবয়োরস্তুসঙ্গমঃ ॥

যে কোন স্ত্রী অথবা পুরুষ হউক এই সকল অধার্ম্মিক বিপরীত বচন পাঠ করিয়া বামমার্গীগণ সমাগম করিতে দোষ বোধ করে না। অর্থাৎ যে সকল স্ত্রীলোকের স্পর্শ করাও উচিত নহে উহারা তাহাদিগকে অতি পবিত্র মনে করে। শাস্ত্রসমূহে রজস্বলাদি স্ত্রীর স্পর্শ নিষেধ আছে, কিন্তু বামমার্গীগণ তাহাদিগকে অতি পবিত্র মনে করে। এতদ্বিষয়ে ছাই ভস্ম শ্লোক যথা :—

রজস্বলা পুষ্করং তীর্থং চাণ্ডালী তু স্বয়ং কাশী
চর্ম্মকারী প্রয়াগঃ স্যাদ্রজকী মথুরা মতা।
অযোধ্যা পুক্কসী প্রোক্তা।

রুদ্রয়ামল তন্ত্র।

রজস্বলার সহিত সমাগম পুষ্করে স্নান তুল্য, চাণ্ডালী সমাগম কাশী যাত্রার তুল্য, চর্ম্মকারীর সহিত সমাগম প্রয়াগে স্নানের তুল্য, রজকী সমাগম মথুরা যাত্রার তুল্য এবং ব্যাধ-কন্যার সহিত সমাগম অযোধ্যাতীর্থ-পর্যটনের তুল্য। মদ্যের নাম "তীর্থ" মাংসের নাম শুদ্ধি, মৎস্যের নাম তৃতীয়া বা জলতুম্বিকা, মুদ্রার নাম চতুর্থী এবং মৈথুনের নাম "পঞ্চমী" রাখিয়াছে ; অর্থাৎ অপরে যাহাতে বুঝিতে না পারে সেইজন্য এই নাম রাখিয়াছে। আপনাদিগের নাম কৌল, আর্দ্রবীর, শাম্ভব এবং গণ ইত্যাদি রাখে এবং যাহারা বামমার্গে রত নহে তাহাদিগের নাম 'কণ্টক' "বিমুখ" এবং "শুষ্কপশু, আদি নাম রাখে ও বলে যে যখন ভৈরবী চক্রে প্রবৃত্ত হয় তখন ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলেই দ্বিজ হইয়া যায় এবং যখন ভৈরবী চক্র হইতে পৃথক হয় তখন সকলে আপনার আপনার বর্ণস্থ হইয়া যায়। ভৈরবীচক্রে বামমার্গী লোক ভূমির অথবা পীঠের উপর এক বিন্দু, ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ অথবা বর্ত্তুলাকার রচনা করিয়া উহার উপর মদ্য কলস রাখিয়া উহার পূজা করে। পরে এই মন্ত্র পাঠ করে যে "ব্রহ্মশাপং বিমোচথ" "হে মদ্য তুমি ব্রহ্মশাপ হইতে বিমুক্ত।" যে স্থানে বামমার্গী ব্যতিরেকে অন্য কেহই আসিতে পারে না এমন কোন একগুপ্ত স্থানে স্ত্রীলোক এবং পুরুষ একত্রিত হয়। সেই স্থানে এক স্ত্রীকে বিবস্ত্রা করতঃ পূজা করে এবং স্ত্রীলোকেরা এক পুরুষকে বিবস্ত্র করতঃ পূজা করে। পরে কাহারও স্ত্রী; কাহারও কন্যা, কাহারও মাতা, ভগ্নী এবং পুত্রবধূ আদি আসিয়া উপস্থিত হয়। এক পাত্রে মদ্যপূর্ণ করিয়া মাংস এবং ( পিষ্ঠক ) আদি রক্ষিত থাকে। যে উহাদিগের আচার্য্য হয় সে হস্তে উক্ত মদ্যের পানপাত্র লইয়া বলে যে "ভৈরবোঽহম্" শিবোঽহম্ অর্থাৎ আমি ভৈরব এবং আমি শিব ইত্যাদি এবং এইরূপ

বলিয়া উহা পান করে। পরে উক্ত উচ্ছিষ্ট পাত্র লইয়া সকলেই পান করে। তখন স্ত্রী অথবা বেশ্যাকে কিম্বা কোন পুরুষকে বিবস্ত্র করিয়া হস্তে তরবারি দিয়া ঐ স্ত্রীর নাম দেবী এবং পুরুষের নাম মহাদেব রাখে এবং উহাদিগের উপস্থেন্দ্রিয়ের পূজা করে। পরে উক্ত দেবী অথবা শিবকে পানপাত্রপূর্ণ মদ্য পান করতঃ উন্মত্ত হইয়া কাহারও ভগ্নী, কন্যা অথবা মাতা যেই হউক ইচ্ছা হইলে তাহার সহিত কুকর্ম্ম করিয়া থাকে। কখন কখন অত্যন্ত মত্ত হইলে জুতা, লাথি, মুষ্টামুষ্টি অথবা কেশাকেশীরূপে পরস্পর প্রহার করতঃ বিবাদ করে। কাহারও বা বমন হইয়া থাকে এবং তখন সেই স্থানে উপস্থিত কোন অঘোরী অর্থাৎ যে সকলের মধ্যে সিদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হয় সেই উক্ত উদগীর্ণ পদার্থ সকল ভক্ষণ করে। ইহাদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধি সম্বন্ধে এইরূপ কথা আছে যেঃ—

**হালাং পিবতি দীক্ষিতস্য মন্দিরে সুপ্তো নিশায়াং**
**গণিকাগৃহেষু। বিরাজতে কৌলবচক্রবর্ত্তী॥**

যে দীক্ষিতের অর্থাৎ শৌণ্ডিকের গৃহে যাইয়া বোতলের উপর বোতল পান করে এবং বেশ্যাগৃহে যাইয়া উহার সহিত কুকর্ম্ম করতঃ শয়ন করে এই সকল কর্ম্ম যে নির্লজ্জ ও নিঃশঙ্ক হইয়া করে তাহাকেই বামমার্গীদিগের মধ্যে সর্ব্বোপরি পরিগণিত করিয়া মুখ্য চক্রবর্ত্তী রাজার সমান মনে করে। অর্থাৎ নিকৃষ্টতম কুকর্ম্মী উহাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এবং যে সৎকর্ম্মকারী ও মন্দ কার্য্য হইতে ভীত হয় সেই নিকৃষ্টরূপে পরিগণিত হয় যথাঃ—

**পাশবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ।**
**জ্ঞানসঙ্কলনীতন্ত্র। শ্লোঃ ৪৭॥**

তন্ত্রে এইরূপ কথিত আছে যে, লোকলজ্জা, শাস্ত্রলজ্জা, কুললজ্জা, এবং দেশলজ্জা আদি পাশে যে বদ্ধ আছে সেই বদ্ধ জীব এবং যে নির্লজ্জ হইয়া মন্দ কার্য্য করে সেই মুক্ত সদাশিব।

উড্ডীস তন্ত্রাদিতে একপ্রকার প্রয়োগ লিখিত আছে যে এক বাটীর চারিদিকে কামরা থাকিবে এবং উহাতে প্রত্যেক কামরায় মদ্যের বোতল পূর্ণ করিয়া রাখিয়া দিবে। এক ঘরে এক বোতল মদ্য পান করিয়া দ্বিতীয় ঘরে যাইবে, তথায় পূর্ব্বরূপ পান করিয়া তৃতীয় ঘরে যাইবে এবং তৃতীয় ঘরে পান করিয়া চতুর্থ ঘরে যাইবে। দণ্ডায়মান হইয়া যতক্ষণ কাষ্ঠের ন্যায় পৃথিবীতে পতিত না হয়, ততক্ষণ মদ্য পান করিবে। যখন মত্ততা চলিয়া যাইবে তখন আবার তদ্রূপে পান করতঃ

পুনরায় পতিত হইতে হইবে। পুনরায় তৃতীয়বার এইরূপে পান করতঃ পতিত হইবার পর উঠিলে তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না। অর্থাৎ ইহা সত্য যে এইরূপ মনুষ্যের পুনরায় মনুষ্যজন্ম হওয়া অতি কঠিন পরন্তু নীচ যোনিতে পতিত হইয়া বহুকাল যাবৎ অবস্থান করিবে। বামমার্গীদিগের তন্ত্রগ্রন্থে এইরূপ নিয়ম আছে কেবল এক মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন স্ত্রীকে ত্যাগ করা উচিত নহে অর্থাৎ কন্যাই হউক অথবা ভগ্নীই হউক উহার সহিত সঙ্গম করা উচিত। এই বামমার্গীদিগের মধ্যে দশমহাবিদ্যা প্রসিদ্ধ আছে। উহার মধ্যে একপ্রকার লোককে মাতঙ্গীবিদ্যা বিশিষ্ট বলে যাহারা "মাতরমপি ন ত্যজেৎ"অর্থাৎ মাতার সহিতও সমাগম ত্যাগ করিবে না বলে। উহারা স্ত্রী ও পুরুষের সমাগমের সময় এইরূপ মন্ত্র জপ করে যে যাহাতে উহারা সিদ্ধিলাভ করে। যাহা হউক এরূপ উন্মত্ত মহামূর্খ মনুষ্য সমগ্র সংসারে অধিক নাই! যে লোক মিথ্যা প্রচলিত করিতে ইচ্ছা করে সে অবশ্যই সত্যের নিন্দা করিবে। দেখ! বামমার্গী বলে যে বেদ, শাস্ত্র এবং পুরাণ এ সকল সামান্য বেশ্যাদিগের তুল্য এবং বামমার্গের যে শাম্ভবী মুদ্রা আছে উহা গুপ্ত কুলবধূর তুল্য। এইজন্য ইহারা বেদবিরুদ্ধ মত স্থাপন করিয়াছে। পরে যখন ইহাদিগের মত অত্যন্ত প্রচলিত হইল তখন ধূর্ত্ততাপূর্ব্বক বেদের নাম লইয়া বামমার্গের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লীলা প্রচলিত করিল। অর্থাৎ:—

> সৌত্রামণ্যাং সুরাং পিবেৎ। প্রোক্ষিতং ভক্ষয়েন্মাংসং
> বৈদিকী হিংসা হিংসা ন ভবতি ॥
> ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে।
> প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা ॥
>
> মনুঃ অঃ ৫। ৫৬ ॥

সৌত্রামণি যজ্ঞে মদ্য পান করিবে। ইহার অর্থ এই যে সৌত্রামণি যজ্ঞে সোমরস অর্থাৎ সোমলতার রস পান করিবে। প্রোক্ষিত অর্থাৎ যজ্ঞে মাংসভোজনে দোষ নাই। এইরূপ বামমার্গীগণ পামরের সদৃশ কার্য্য সকল প্রচলিত করিয়াছিল। উহা দিগকে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে বৈদিকী হিংসা যদি হিংসা না হইলে তাহা হইলে তোমাকে এবং তোমার কুটুম্বদিগকে মারিয়া হোম করিলে তাহাতে চিন্তা বা দোষ কি? মাংস ভক্ষণ, মদ্যপান, এবং পরস্ত্রীগমনাদিতে দোষ নাই ইহা বলা বালকত্ব মাত্র। কারণ প্রাণিদিগকে পীড়া না দিয়া মাংস প্রাপ্ত হওয়া যায় না এবং বিনা অপরাধে পীড়া দেওয়া ধর্ম্মের কার্য্য নহে। মদ্যপানের তো সর্ব্বথা নিষেধই আছে। কারণ অদ্য পর্য্যন্ত বামমার্গীদিগের গ্রন্থ ব্যতিরেকে কোন গ্রন্থেই ইহার বিধি লিখিত নাই বরং সর্ব্বত্র নিষেধ আছে।

বিবাহ ব্যতিরেকে ও মৈথুনে দোষ আছে। যে উহা নির্দ্দোষ কহে তাহাকেই সদোষ বলিতে হইবে। উহারা এইরূপ বচন সকল ঋষিদিগের গ্রন্থে প্রক্ষেপ করিয়া এবং কতকগুলি ঋষি এবং মুনির নাম দিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়া গোমেধ ও অশ্বমেধ নামক যজ্ঞও করাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। অর্থাৎ এই সকল পশুকে মারিয়া হোম করিলে যজমান এবং পশু উভয়ের স্বর্গ প্রাপ্তি হইবে এইরূপ প্রসিদ্ধি করিয়াছিল। এই প্রসিদ্ধি সম্বন্ধে ইহা নিশ্চিত যে উহারা ব্রাহ্মণগ্রন্থের মধ্যে অশ্বমেধ, গোমেধ এবং নরমেধ আদি যে সকল শব্দ আছে, তাহার প্রকৃত অর্থ স্বরূপতঃ জানিত না, অন্যথা এরূপ অনর্থ কেন করিল? (প্রশ্ন) অশ্বমেধ, গোমেধ এবং নরমেধ আদি শব্দের অর্থ কি? (উত্তর) ইহার অর্থ এই:—

রাষ্ট্রং বা অশ্বমেধঃ। শতঃ ১৩।১।৬।৩॥

অন্নং হি গৌঃ। শতঃ ৪।৩।১।২৫॥

অগ্নির্ব্বা অশ্বঃ। আজ্যং মেধঃ। শতপদ ব্রাহ্মণে॥

অশ্ব এবং গো প্রভৃতি পশু এবং মনুষ্য মারিয়া হোম করা কুত্রাপি লিখিত নাই। কেবল বামমার্গীদিগের গ্রন্থে এইরূপ অনর্থ লিখিত আছে। এ সকল বিষয় বামমার্গীগণ প্রচলিত করিয়াছিল এবং যে যে এরূপ স্থলে লিখিত আছে সেই সেই স্থলে উহারা প্রক্ষেপ করিয়াছে। দেখ! রাজা ন্যায়ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিয়া এবং বিদ্যা দান করিয়া যজমান কথিত হয়েন এবং অগ্নিতে ঘৃতাহুতি করাকে অশ্বমেধ, অন্ন, ইন্দ্রিয় সকল, কিরণ ও পৃথিবী আদিকে পবিত্র রাখাকে গোমেধ ও মনুষ্য মারিয়া যাইলে বিধিপূর্ব্বক উহার শরীর দাহ করাকে নরমেধ কথিত হইত। (প্রশ্ন) সকলে যজ্ঞকর্ত্তা বলে যে যজ্ঞ করিলে যজমান ও পশু স্বর্গগামী হয় এবং লোকে হোমের পর পশুকে পুনরায় জীবিত করা যাইত। এ কথা কি সত্য? (উত্তর) সত্য নহে। কারণ যদি স্বর্গে যাইত তাহা হইলে এই কথা যাহারা বলে উহাদিগকে মারিয়া হোম করতঃ স্বর্গে প্রেরণ করা কর্ত্তব্য। অথবা উহাদিগের প্রিয় পিতা, মাতা, স্ত্রী ও পুত্রদিগকে মারিয়া হোমকরতঃ কেন স্বর্গে প্রেরিত করা না হয় অথবা বেদীতে কেনই বা তাহাদিগকে প্রজ্বলিত করিয়া দেওয়া হইত না? (প্রশ্ন) যখন যজ্ঞ করা হইত তখন বৈদিক মন্ত্র পাঠ করা যাইত। যদি বেদে না থাকিত তাহা হইলে কোথা হইতে পাঠ করিত? (উত্তর) কোন স্থলে মন্ত্রপাঠ করিলে উহা নিবারিত হইতে পারে না, কারণ মন্ত্র একটী শব্দমাত্র। পরন্তু পশুকে মারিয়া হোম করিবে এরূপ উহার অর্থ নহে। যেমন "অগ্নয়ে স্বাহা" ইত্যাদি মন্ত্রের অর্থ এই যে অগ্নিতে হবিঃ পুষ্ট্যাদিকারক ঘৃতাদি উত্তম পদার্থ হোম করিলে বায়ু,

বৃষ্টি এবং জল বিশুদ্ধ হইয়া জগতের সুখকারক হইয়া থাকে; কিন্তু উক্ত মূঢ়গণ এই সত্য অর্থ বুঝিতে পারে নাই। কারণ স্বার্থ বুদ্ধি হইলে লোকে কেবল নিজ স্বার্থ-সম্পাদন ব্যতিরেকে অন্য কিছুই জানিতে এবং বুঝিতে পারে না। এই সকল "পোপ" দিগের এইরূপ অনাচার দেখিয়া বিশেষতঃ মৃতের তর্পণ ও শ্রাদ্ধাদি দর্শন করিয়া এক মহাভয়ঙ্কর, ও বেদাদি শাস্ত্রের নিন্দুক বৌদ্ধ এবং জৈনমত প্রচলিত হইল। শুনা যায় যে এই দেশের অন্তর্বর্ত্তী গোরখপুরের এক রাজা ছিল। সে অশ্বের সহিত আপনার প্রিয় মহিষীর সমাগম করাইলে মহিষীর মৃত্যু হওয়াতে বৈরাগ্যবান্ হইয়া আপনার পুত্রকে রাজ্য প্রদান করতঃ সাধু হইয়া "পোপ" দিগের জালবর্ণন করিতে লাগিলেন। ইহারই শাখারূপে চার্ব্বাক এবং আভানক মত প্রচারিত হইয়াছিল। উহারা এইরূপ শ্লোক রচনা করিয়াছিল :—

পশুশ্চেন্নিহতঃ স্বর্গং জ্যোতিষ্টোমে গমিষ্যতি।
স্বপিতা যজমানেন তত্র কস্মান্ন হিংস্যতে॥
মৃতানামিহ জন্তূনাং শ্রাদ্ধং চেত্তৃপ্তি কারণম্।
গচ্ছতামিহ জন্তূনাং ব্যর্থং পাথেয় কল্পনম্॥

পশু মারিয়া অগ্নিতে হোম করিলে সেই পশু যদি স্বর্গে যায় তবে যজমান আপনার পিতাকে মারিয়া কেন স্বর্গে প্রেরণ না করে? যদি শ্রাদ্ধ এবং তর্পণ মৃত মনুষ্যের তৃপ্তিদায়ক হইত তাহা হইলে বিদেশ গমনকারী মনুষ্যের পথের উপযুক্ত ব্যয়, ও পান ভোজনাদির জন্য ধনাদি গ্রহণ করা বৃথা। কারণ যদি শ্রাদ্ধ এবং তর্পণদ্বারা মৃতকের নিকট অন্ন ও জল উপস্থিত হয় তাহা হইলে, পরদেশস্থিত অথবা মার্গগামী জীবিত পুরুষের জন্য গৃহে পাক প্রস্তুত করিয়া অন্ন পাত্রের নিকট জলপূর্ণ ঘটী উহার নামে রাখিলে কেন না ঐগুলি উহার নিকট উপস্থিত হইত? যখন জীবিত পক্ষে দূর অথবা দশহাত অন্তরে উপবিষ্ট থাকিলে প্রদত্ত বস্তু উপস্থিত হয় না তখন, মৃতের নিকট কোন প্রকারেই উহা যাইতে পারে না। ইহাদিগের এই সকল যুক্তিসিদ্ধ উপদেশ স্বীকৃত হইতে লাগিল এবং উহাদিগের মত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যখন অনেক রাজা এবং ভূমিপতি উক্ত মতাবলম্বী হইল, তখন "পোপ" মহাশয়ও সেইদিকে হেলিলেন। কারণ উহারা যে স্থানে অধিক লাভ প্রাপ্ত হয় সেই দিকেই যায়, সুতরাং উহারাও জৈন হইতে চলিল। জৈনদিগের মধ্যেও অনেক "পোপলীলা" আছে যাহা ১২ সমুল্লাসে লিখিত হইবে। অনেকেই ইহাদিগের মত স্বীকার করিল; কেবল কতক লোক যাহারা পর্ব্বতে, কাশীতে, কনোজে, পশ্চিমে এবং দক্ষিণদেশে ছিল তাহারা জৈনদিগের মত স্বীকার করিল না। জৈনীগণ বেদের অর্থ না জানিয়া "পোপ" দিগের বাহ্য লীলা

দেখিয়া ভ্রান্ত হইয়া ইহা বৈদিক মনে করিয়া বেদের নিন্দা করিতে লাগিল। বেদের পঠন পাঠন ও যজ্ঞোপবীতাদি এবং ব্রহ্মচর্য্যাদি নিয়মেরও নাশ করিল এবং যে স্থানে যত বেদাদি সম্বন্ধীয় পুস্তক প্রাপ্ত হইল তৎসমস্ত নষ্ট করিয়া আর্য্যদিগের উপর অত্যন্ত প্রভুত্ব করিতে এবং দুঃখ দিতে লাগিল। যখন আর উহাদিগের অন্য কাহারও নিকট ভয় রহিল না তখন আপনাদিগের মতাবলম্বী গৃহস্থ এবং সাধু দিগের প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিল এবং বেদমার্গীদিগকে অপমান করিতে এবং পক্ষপাত পূর্ব্বক দণ্ডও দিতে আরম্ভ করিল এবং নিজেরা সুখে, স্বচ্ছন্দে এবং দর্পে স্ফীত হইয়া বেড়াইতে লাগিল। ঋষভ দেব হইতে মহাবীর পর্য্যন্ত ইহারা নিজদিগের তীর্থঙ্করদিগের বৃহৎ বৃহৎ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিতে লাগিল। এবং এই জৈনগণ হইতেই পাষাণাদি মূর্ত্তি পূজার মূল আরম্ভ হইল। পরমেশ্বরের সম্মান ন্যূন হইল এবং সকলে পাষাণাদি মূর্ত্তি পূজায় প্রবৃত্ত হইল। এইরূপ তিনশত বর্ষ পর্য্যন্ত আর্য্যাবর্ত্তে জৈন-দিগের রাজত্ব রহিল এবং বেদার্থজ্ঞান প্রায়ই লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। অনুমানানুসারে প্রায় সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর অতীত হইল যখন এই সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল।

দ্বাবিংশ শত বর্ষ অতীত হইল দ্রাবিড় দেশোৎপন্ন শঙ্করাচার্য্য নামক এক ব্রাহ্মণ ব্রহ্ম-চর্য্য দ্বারা ব্যাকরণাদি সমস্ত শাস্ত্র পাঠ করতঃ চিন্তা করিয়াছিলেন যে হায়! সত্য আস্তিক বেদমত লুপ্ত হওয়াতে এবং নস্তিক জৈন মত প্রচলিত হওয়াতে অতিশয় ক্ষতি হইয়াছে ইহাকে কোন প্রকারে নিরস্ত করা আবশ্যক। মহোদয় শঙ্করাচার্য্য শাস্ত্রসকল অবশ্য পাঠ কবিয়াছিলেন এবং জৈনমতের গ্রন্থও তাঁহার পঠিত ছিল। তাঁহার বিচারশক্তিও সাতিশয় প্রবল ছিল। তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন উহাদিগকে (জৈনদিগকে) কি প্রকারে নিরস্ত করা যায়। পরে অবধারণ করিলেন যে উপদেশ এবং শাস্ত্রার্থ দ্বারা এই সকল লোক নিরস্ত হইবে। এইরূপ বিচার করিয়া তিনি উজ্জয়িনী নগরীতে আগমন করি-লেন। তৎকালে উক্তনগরীতে স্বধন্বা নামক রাজা ছিলেন এবং তিনি জৈন দিগের গ্রন্থ এবং কিছু সংস্কৃতও পাঠ করিয়াছিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া শঙ্করাচার্য্য বেদের উপদেশ দিতে লাগিলেন এবং রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন যে আপনি সংস্কৃত এবং জৈনদিগের গ্রন্থ ও পাঠ করিয়াছেন এবং জৈনমত বিশ্বাস করেন। এই জন্য আপনাকে নিবেদন করিতেছি যে আপনি আমাকে জৈন পণ্ডিতদিগের সহিত শাস্ত্রার্থ ও বিচার করান্। এই প্রতিজ্ঞা থাকিবে যে, যে জন পরাজিত হইবে সে জয়-কর্ত্তার মত স্বীকার করিয়া লইবে এবং স্বয়ং উক্ত জয়কর্ত্তার মতাবলম্বী হইবে। রাজা সুধন্বা যদিও জৈনমতাবলম্বী ছিলেন তথাপি সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠকরা নিবন্ধন তাঁহার বুদ্ধি বিদ্যা প্রকাশ বিশিষ্ট ছিল এবং সেই জন্য তাঁহার মন পাশব ধর্ম্মে আবৃত ছিল না। কারণ যিনি বিদ্বান্ হয়েন তিনি সত্যাসত্য পরীক্ষা করিয়া সত্যের গ্রহণ এবং অসত্যের পরিহার

করেন। যে পর্য্যন্ত সুধন্বা রাজা বিশিষ্ট বিদ্বান্ উপদেশক পান নাই তৎকাল পর্য্যন্ত তাঁহার সন্দেহ ছিল যে ইহাদিগের মধ্যে কোন্‌টী সত্য এবং কোন্ মত অসত্য। তিনি যখন শঙ্করাচার্য্যের এই কথা শুনিলেন তখন অতিশয় আনন্দিত হইয়া বলিলেন যে আমি শাস্ত্রার্থ বা বিচার করাইয়া অবশ্যই সত্যাসত্যের নির্ণয় করাইব। তিনি জৈন পণ্ডিত-দিগকে বহু দূর হইতে আহ্বান করিয়া এক সভা করাইলেন। উহাতে বিচার্য্যের বিষয় শঙ্করারার্য্যের পক্ষে বেদমত এবং জৈনদিগের পক্ষে বেদবিরুদ্ধ মত ছিল। অর্থাৎ শঙ্করা-চার্য্যের পক্ষে বেদমত স্থাপন ও জৈনমত খণ্ডন বিষয় ছিল এবং জৈনদিগের পক্ষে আপনাদিগের মত স্থাপন ও বেদমত খণ্ডন বিষয় ছিল। শাস্ত্রার্থ বা বিচার কয়েক দিন যাবৎ হইল। জৈনদিগের প্রকাশিত মত এইরূপ ছিল যে সৃষ্টির কর্ত্তা অনাদি ঈশ্বর কেহ নাই, এই জগৎ এবং জীব অনাদি এবং এই উভয়ের উৎপত্তি এবং নাশ কখন হয় না। শঙ্করাচার্য্যের মত ইহার বিরুদ্ধ ছিল। তিনি বলিলেন যে অনাদি নিত্য পরমা-ত্মাই জগতের কর্ত্তা এই জগৎ এবং জীব মিথ্যা, কারণ উক্ত পরমেশ্বর আপনার মায়া হইতেই জগতের নির্ম্মাণ ধারণ এবং প্রলয় করিয়া থাকেন এবং এই (জগৎ) প্রপঞ্চ ও জীব স্বপ্নবৎ মাত্র। পরমেশ্বর স্বয়ংই সমস্ত জগৎরূপ হইয়া লীলা বিস্তার করিতেছেন বহুদিন যাবৎ শাস্ত্রার্থ বিচার হইতে লাগিল পরন্তু অবশেষে যুক্তি এবং প্রমাণবলে জৈনদিগের মত খণ্ডিত হইল এবং শঙ্করাচার্য্যের মত অখণ্ডিত রহিল। তখন উক্ত জৈনপণ্ডিতগণ এবং রাজা সুধন্বা বেদমত স্বীকার করিয়া লইলেন এবং জৈনমত পরিত্যাগ করিলেন। তখন অতিশয় কোলাহল উত্থিত হইল এবং সুধন্বা রাজা আপনার অপ-রাপর ইষ্টমিত্র রাজাদিগকে পত্র লিখিয়া শঙ্করাচার্য্য দ্বারা শাস্ত্রার্থ বিচার করাইলেন। সে সময় জৈনদিগের পরাজয়ের সময় আসিয়াছিল বলিয়া উহাদিগের পরাজয় হইতে লাগিল। তৎপশ্চাৎ সুধন্বা প্রভৃতি রাজগণ শঙ্করাচার্য্যের সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে পরি-ভ্রমণের জন্য ব্যবস্থা করিয়া দিলেন এবং তাঁহার রক্ষার জন্য তাঁহার সহিত ভৃত্য এবং সেবকও রাখিয়া দিলেন। উক্ত সময় হইতে সকলের যজ্ঞোপবীত হইতে লাগিল এবং বেদ সকলের পঠন ও পাঠনা চলিতে লাগিল। দশ বৎসরের মধ্যে সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত দেশে পরিভ্রমণ করতঃ এইরূপে শঙ্করাচার্য্য জৈনমতের খণ্ডন এবং বেদমতের মণ্ডন করিলেন। শঙ্করাচার্য্যের সময়েই জৈন প্রধ্বংস হয়; অর্থাৎ (আজকাল) যত (ভগ্ন) জৈনমূর্ত্তি পাওয়া যাইতেছে তৎসমস্তই শঙ্করাচার্য্যের সময়ে ভগ্ন হইয়াছিল। তদ্ব্যতীত যে সকল মূর্ত্তি অভগ্নাকারে পাওয়া যাইতেছে তৎসমস্ত পাছে ভগ্ন করিয়া দেয় এই ভয়ে জৈনগণ ভূমি মধ্যে নিহিত করিয়াছিল এবং সেই সকল মূর্ত্তিই এসময় কোন কোন স্থানে ভূমি মধ্য হইতে নিষ্কাসিত হইতেছে। শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বে শৈব মত ও অল্প পরিমাণে প্রচলিত ছিল। তিনি উক্ত মতের এবং বামমার্গীয় মতেরও খণ্ডন

করিয়াছিলেন। উক্ত সময়ে এই দেশে প্রভূত ধন ছিল এবং স্বদেশ ভক্তিও অতিশয় প্রগাঢ় ছিল। শঙ্করাচার্য্য এবং সুধন্বা রাজা জৈনদিগের মন্দির ভগ্ন করেন নাই, কারণ তাঁহাদিগের ইচ্ছা ছিল যে উক্ত মন্দিরে বেদাদি অধ্যয়নের জন্য পাঠশালা স্থাপন করিবেন। যখন এইরূপে বেদ মত স্থাপন হইল এবং তাঁহারা বিদ্যা প্রচারের জন্য বিবেচনা করিতেছিলেন তখন এইরূপ ঘটনা হইল। দুইজন জৈন বারহ্য কথনমাত্র কেবল বেদমতাবলম্বী কিন্তু অন্তরে কঠোর জৈনমতবিশ্বাসী কপট মুনি ছিল। শঙ্করাচার্য্য উহাদিগের উপর অতিশয় প্রসন্ন ছিলেন। উহারা উভয়ে অবসর পাইয়া শঙ্করাচার্য্যকে এরূপ বিষাক্ত পদার্থ ভোজন করাইল যে তাঁহার ক্ষুধামান্দ্য হইল এবং শরীরে ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ বিস্ফোটক নির্গত হইয়া ছয় মাসের মধ্যেই তাঁহার দেহান্ত হইল। তখন সকলে নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল এবং বিদ্যা প্রচারের ব্যবস্থা হইবার যে কথা ছিল, তাহাও ঘটিয়া উঠিল না। শঙ্করাচার্য্য শারীরিকভাষ্যাদি যে সকল পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার শিষ্যেরা প্রচার করিতে লাগিল, অর্থাৎ জৈন মত খণ্ডনের জন্য ব্রহ্ম সত্য ও জগৎ মিথ্যা এবং জীব ও ব্রহ্মের একতা যেরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন তাহার উপদেশ দিতে লাগিল। দক্ষিণে শৃঙ্গেরী, পূর্ব্বে ভূগোবর্দ্ধন, উত্তরে জোসী এবং দ্বারিকায় সারদা মঠ স্থাপন করিয়া শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যগণ মোহন্ত হইয়া এবং সম্পন্ন হইয়া আনন্দ করিতে লাগিল। শঙ্করাচার্য্যের পর তাঁহার শিষ্যদিগের অতিশয় প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

এক্ষণে ইহা বিচার করিয়া বুঝা উচিত যে জীব ও ব্রহ্মের একতা এবং জগৎ মিথ্যা ইত্যাদিরূপ যে শঙ্করাচার্য্যের মত ছিল তাহা উৎকৃষ্ট মত নহে। তবে যদি তিনি জৈনমত খণ্ডনের নিমিত্ত উক্ত মত স্বীকার করিয়া থাকেন তবে অপেক্ষাকৃত ভাল বলিতে হইবে। নবীন বেদান্তীদিগের মত এইরূপ (প্রশ্ন) জগৎ স্বপ্নবৎ, রজ্জুতে সর্প, শুক্তিকায় রজত, মৃগতৃষ্ণিকায় জল, গন্ধর্ব্ব নগর এবং ইন্দ্রজালের সদৃশ এই সংসার মিথ্যা এবং এক ব্রহ্মই সত্য। (সিদ্ধান্তী) তুমি মিথ্যা কাহাকে কহিতেছ? (নবীন) যে বস্তু নাই অথচ প্রতীত হয়। (সিদ্ধান্তী) যে বস্তুই নাই তাহার প্রতীতি কিরূপে হইতে পারে? (নবীন) অধ্যারোপ দ্বারা। (সিদ্ধান্তী) অধ্যারোপ কাহাকে বলিতেছ? (নবীন) "বস্তুন্যবস্ত্বারোপণমধ্যাসঃ" "অধ্যারোপাপবাদাভ্যাং নিষ্প্রপঞ্চং প্রপঞ্চ্যতে" পদার্থ অন্য কিছু হইলেও উহাতে অন্যবস্তুর আরোপণ করা অধ্যাস, অধ্যারোপ এবং উহার নিরাকরণ অপবাদ হইয়া থাকে। এই দুই হইতে প্রপঞ্চ রহিত ব্রহ্মে প্রপঞ্চরূপ জগৎ বিস্তৃত হয়। (সিদ্ধান্তী) তুমি রজ্জুকে বস্তু এবং সর্পকে অবস্তু মনে করিয়া এই ভ্রমজালে পতিত হইয়াছে। সর্প কি বস্তু নহে? যদি বল রজ্জুতে উহা নাই, তবে দেশান্তরে আছে এবং উহার সংস্কার তোমার

হৃদয়ে আছে; অতএব সর্প ও আর অবস্তু রহিল না। এইরূপ স্থাণুতে পুরুষ এবং শুক্তিকায় রজত ইত্যাদির ব্যবস্থা বুঝিয়া লইতে হইবে। স্বপ্নাবস্থায়ও যাহার ভান (জ্ঞান) হয়, তাহা দেশান্তরে আছে এবং তাহার সংস্কার মনেও (আত্মাতেও) আছে। সুতরাং স্বপ্ন ও বস্তুতে অবস্তুর আরোপণের তুল্য নহে। (নবীন) যাহা কখন দেখা বা শুনা যায় নাই যেরূপ আপনার শিরচ্ছেদন হইতেছে এবং স্বয়ংই রোদন করিতেছি, এবং জলের ধারা উপরে প্রবাহিত হইতেছে ইত্যাদি যাহা কখন ঘটে নাই এইরূপ দেখা যায় তাহা কিরূপে সত্য হইতে পারে? (সিদ্ধান্তী) এ দৃষ্টান্তও তোমার পক্ষ সিদ্ধ করিতেছে না। কারণ না দেখিলে বা না শুনিলে সংস্কার হয় না; সংস্কার ব্যতিরেকে স্মৃতি এবং স্মৃতি ব্যতিরেকে সাক্ষাৎ অনুভব হয় না। যখন কেহ দেখিয়াছে অথবা শুনিয়াছে যে অমুকের শিরশ্ছেদন হইয়াছে এবং উহার ভ্রাতা অথবা পিত্রাদিকে যুদ্ধস্থলে প্রত্যক্ষ রোদন করিতে দেখিয়াছে এবং যখন প্রস্রবণের জল উপরে উঠিতে কেহ দেখিয়াছে অথবা শুনিয়াছে তখন উহার সংস্কার তাহার আত্মায় জন্মিয়া থাকে। যখন এ সকল জাগ্রৎ পদার্থ হইতে স্বতন্ত্ররূপ দেখিতে পায় তখন সে আপনার আত্মাতেই উক্ত সমস্ত পদার্থ যাহা (পূর্ব্বে) শুনিয়াছে বা দেখিয়াছে তাহাই দেখিতে পায়। যখন আপনার সম্বন্ধে তৎসমস্ত দেখিতে পায় তখনই জানিতে হইবে যে, সে আপনার শিরশ্ছেদন হইতেছে, স্বয়ং বিলাপ করিতেছে এবং জলপ্রবাহ উপরে চলিতেছে এইরূপ দেখিতে পায়। সুতরাং ইহাও বস্তুতে অবস্তুর আরোপণের তুল্য হইল না। পরন্তু যেরূপ কোন চিত্রকর পূর্ব্বদৃষ্ট অথবা শ্রুত বিষয় নিজের মন (আত্মা) হইতে বাহির করিয়া কাগজের উপর অঙ্কিত করে অথবা যেরূপ কোন প্রতিবিম্বলেখক প্রতিবিম্ব দেখিয়া তাহা আপনার মনে (আত্মায়) ধারণ করতঃ সম্যক্‌রূপে অঙ্কিত করিয়া দিয়া থাকে তদ্রূপ, এস্থলেও বুঝিতে হইবে। অবশ্য ইহা সত্য যে কখন কখন স্বপ্নাবস্থায় স্মরণযুক্ত প্রতীতি হয় যেরূপ আপনার অধ্যাপককে দেখিতেছি এবং কখন কখন দেখিবার এবং শুনিবার বহুকাল পরে অতীত জ্ঞান সাক্ষাৎ-কারের সময় স্মরণ থাকে না অর্থাৎ আমি উক্ত সময়ে উহা দেখিয়াছি, শুনিয়াছি অথবা করিয়াছি এবং এক্ষণে তাহাই দেখিতেছি, ও শুনিতেছি অথবা করিতেছি এরূপ স্মরণ থাকে না, অর্থাৎ জাগ্রত অবস্থায় যেরূপ স্মরণ হয় স্বপ্নাবস্থায় তদ্রূপ হয় না; আরও জন্মান্ধ ব্যক্তির যখন রূপের স্বপ্ন হয় না তখন তোমার অধ্যাস এবং অধ্যা-রোপের লক্ষণ মিথ্যা। এতদ্ব্যতীত বেদান্তীরা যে বিবর্ত্তবাদের কথা বলে অর্থাৎ রজ্জুতে সর্পের প্রতীতি হইবার দৃষ্টান্ত ব্রহ্মে জগতের প্রতীতি হইবার পক্ষে প্রদর্শন করে তাহা ও সমীচীন নহে। (নবীন) অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে অধ্যস্তের প্রতীতি হয় না। যেমন রজ্জু না থাকিলে সর্পেরও ভান হইতে পারে না। রজ্জুতে সর্প তিন কালেই

নাই অথচ অন্ধকার এবং অল্প প্রকাশের সংযোগে অকস্মাৎ রজ্জুর দর্শন হইলে সর্পভ্রম উপস্থিত হইয়া ভীতিবশতঃ কম্প উপস্থিত হয়। পরে যখন দীপাদি দ্বারা দেখা যায় তখন উক্ত ভয় এবং ভ্রম নিবৃত্ত হইয়া যায়; তদ্রূপ ব্রহ্মে জগতের মিথ্যা প্রতীতি হইয়াছে। ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হইলেই জগতের নিবৃত্তি এবং ব্রহ্মের প্রতীতি হইয়া যায়, যেরূপ সর্পের নিবৃত্তি এবং রজ্জুর প্রতীতি হইয়া থাকে। (সিদ্ধান্তী) ব্রহ্মে জগতের ভান কাহার হইয়াছে? (নবীন) জীবের। (সিদ্ধান্তী) জীব কোথা হইতে হইয়াছে? (নবীন) অজ্ঞান হইতে। (সিদ্ধান্তী) অজ্ঞান কোথা হইতে হইয়াছে এবং কোথায় রহিয়াছে? (নবীন) অজ্ঞান অনাদি এবং ব্রহ্মে অবস্থান করে। (সিদ্ধান্তী) ব্রহ্মে ব্রহ্ম-বিষয়ক অজ্ঞান হইল অথবা অন্য কোন বিষয়ের অজ্ঞান হইলে এবং ঐ অজ্ঞান কাহার হইল? (নবীন) চিদাভাসের। (সিদ্ধান্তী) চিদাভাষের স্বরূপ কি? (নবীন) ব্রহ্ম, নিজ ব্রহ্মবিষয় অজ্ঞান হইয়া অর্থাৎ আপনার স্বরূপকে আপনিই ভুলিয়া যান। (সিদ্ধান্তী) তাঁহার ভ্রম হইবার নিমিত্ত (কারণ) কি? (নবীন) অবিদ্যা। (সিদ্ধান্তী) অবিদ্যা কি সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বজ্ঞের গুণ অথবা অল্পজ্ঞের? (নবীন) অল্পজ্ঞের (সিদ্ধান্তী) তাহা হইলে তোমার মতানুসারে এক অনন্ত সর্ব্বজ্ঞ চেতন ব্যতিরেকে অন্য কোন চেতন আছে কি না? অল্পজ্ঞ কোথা হইতে আসিল? অবশ্য যদি অল্পজ্ঞ চেতন ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া বিশ্বাস কর তাহা হইলে সমীচীন হয়। যদি এক স্থানে ব্রহ্মে আপনার স্বরূপ সম্বন্ধীয় অজ্ঞান হয় তাহা হইলে উক্ত অজ্ঞান সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে। যেরূপ শরীরের (এক স্থানের) বিস্ফোটকের পীড়া সমস্ত শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে (আতুর অপটু করিয়া দেয় তদ্রূপ, ব্রহ্ম ও একদেশে অজ্ঞানী এবং ক্লেশযুক্ত হইলে সমস্ত ব্রহ্মই অজ্ঞানী এবং পীড়াভবমুযুক্ত হইয়া পড়েন। (নবীন) এ সমস্ত উপাধির ধর্ম্ম, ব্রহ্মের নহে। (সিদ্ধান্তী) উপাধি জড় অথবা চেতন, সত্য অথবা অসত্য? (নবীন) অনির্ব্বচনীয় অর্থাৎ উহাকে জড় বা চেতন, সত্য বা অসত্য কিছুই কহিতে পারা যায় না। (সিদ্ধান্তী) তোমার এ কথা "বদতো ব্যাঘাতের, তুল্য হইল। কারণ তুমি কহিতেছ যে অবিদ্যা আছে অথচ উহাকে জড় বা চেতন, সৎ অথবা অসৎ কহিতে পার না। ইহা এইরূপ হইল যেমন, সুবর্ণ এবং পিত্তল মিশ্রিত এক দ্রব্য কোন বণিকের নিকট পরীক্ষার জন্য লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিবে যে ইহা সুবর্ণ অথবা পিত্তল? তখন সে এইরূপ কহিবে যে ইহাকে আমি সুবর্ণও কহিতে পারি না এবং পিত্তলও কহিতে পারি না, কিন্তু ইহা দুই ধাতু মিশ্রিত। (নবীন) দেখুন যেরূপ ঘটাকাশ মঠাকাশ এবং মেঘাকাশ মহাদাকাশোপাধি হয় অর্থাৎ ঘট, গৃহ এবং মেঘ থাকাতেই ভিন্ন ভিন্ন প্রতীত হয় কিন্তু বস্তুতঃ মহদাকাশই আছে। তদ্রূপ মায়া, অবিদ্যা সমষ্টি, ব্যষ্টি এবং অন্তঃকরণের উপাধি

বশতঃ অজ্ঞানীদিগের নিকট ব্রহ্ম ভিন্ন ভিন্ন প্রতীত হইয়া থাকেন, কিন্তু বস্তুপক্ষে তিনি একই বস্তু। দেখ নিম্নলিখিত প্রমাণে কিরূপ কথিত হইয়াছে :—

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভুব।
একস্তথা সর্ব্বভুতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥

কঠ উঃ বল্লী ৫। মং ১॥

অগ্নি যেরূপ দীর্ঘ, বিস্তৃত, গোলাকার, ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ সমস্ত আকৃতি বিশিষ্ট পদার্থ ব্যাপক হইয়া তদাকার দৃশ্যমান হয় অথচ প্রকৃতপক্ষে উহাদিগের হইতে পৃথক তদ্রূপ, সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মা অন্তঃকরণ সমূহে ব্যাপক হইয়া অন্তঃকরণাকার হইয়া রহিয়াছেন, কিন্তু তিনি উহাদিগের হইতে স্বতন্ত্র। (সিদ্ধান্তী) তোমার এ কথা বলাও ব্যর্থ। কারণ যেরূপ ঘট মঠ এবং আকাশকে ভিন্ন বলিয়া মানিতেছ তদ্রূপ কারণ কার্য্যরূপ জগৎ এবং জীবকে ব্রহ্ম হইতে এবং ব্রহ্মকে ইহাদিগের হইতে ভিন্ন বলিয়া মানিয়া লও। (নবীন) যেরূপ অগ্নি সকল পদার্থে প্রবিষ্ট হইয়া তদাকার দৃশ্যমান হয় তদ্রূপ পরমাত্মা জড় এবং জীবে ব্যাপক হইয়া আকারবিশিষ্ট অজ্ঞানীদিগের নিকট আকারবিশিষ্ট দৃশ্যমান হয়েন। বস্তুতঃ ব্রহ্ম জড় নহেন এবং জীবও নহেন। যেরূপ স্থাপিত জলের সহস্র কুণ্ডে সূর্য্যের সহস্র প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, কিন্তু বস্তুতঃ সূর্য্য এক। কুণ্ডের নাশ হইলে অথবা জলের চলন বশতঃ সূর্য্য নষ্ট হয়েন না অথবা চলিত বা বিস্তৃত হয়েন না তদ্রূপ, অন্তঃ-করণে যখন ব্রহ্মের আভাস পতিত হয় উহাকেই চিদাভাস কহে। যতক্ষণ অন্তঃকরণ রহিয়াছে ততক্ষণ জীবও রহিয়াছে। যখন অন্তঃকরণের জ্ঞান নষ্ট হয় তখন জীব ব্রহ্মস্বরূপ হয়। এই চিদাভাসের জন্যই স্বকীয় ব্রহ্মস্বরূপের অজ্ঞানকর্ত্তা, আপনাতে ভোক্তা, সুখী, দুঃখী, পাপী, পুণ্যাত্মা, জন্ম মরণাদি আরোপিত করে এবং তজ্জন্য সংসারের বন্ধন হইতে মুক্ত হয় না। (সিদ্ধান্তী) তোমার এ দৃষ্টান্ত ব্যর্থ। কারণ সূর্য্য আকারবিশিষ্ট এবং জলকুণ্ডও সকার পদার্থ; সূর্য্য জলকুণ্ড হইতে পৃথক্ এবং সূর্য্য হইতে জলকুণ্ডও পৃথক্, এবং সেই কারণেই প্রতিবিম্ব পড়িয়া থাকে। যদি সূর্য্য নিরাকার হইত তাহা হইলে তাহার প্রতিবিম্ব কখন হইত না। পরমেশ্বর নিরাকার এবং সর্ব্বত্র আকাশবৎ ব্যাপক বলিয়া ব্রহ্ম হইতে কোন পদার্থ এবং কোন পদার্থ হইতে হইতে ব্রহ্ম পৃথক্ হইতে পারে না। তদ্রূপ, ব্যাপ্যব্যাপক সম্বন্ধ বশতঃ (ব্রহ্ম অন্য পদার্থের সহিত) একও হইতে পারেন না। অর্থাৎ অন্বয়-

ব্যতিরেকানুসারে দেখিলে ব্যাপ্য ও ব্যাপক মিলিত হইয়াও সর্ব্বদা পৃথক্ থাকে। যদি এক হয় তবে আপনার মধ্যে ব্যাপ্য ব্যাপক সম্বন্ধও কখন ঘটিতে পারে না। এ বিষয়ে বৃহদারণ্যকের অন্তর্গত ব্রাহ্মণে স্পষ্ট লিখিত আছে। তদ্ব্যতীত ব্রহ্মের আভাসও পতিত হইতে পারে না; কারণ আকার ব্যতিরেকে আভাস হওয়া অসম্ভব। তুমি যে অন্তঃকরণোপাধি বশতঃ ব্রহ্মকে জীব বলিয়া মনে করিতেছ তাহা, তোমার কেবল বালকের মত কথা হইতেছে। কারণ অন্তঃকরণ চঞ্চল এবং সখণ্ড কিন্তু ব্রহ্ম অচল ও অখণ্ড। যদি তুমি ব্রহ্ম ও জীবকে পৃথক বলিয়া না মান তবে, আমার নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দাও। অন্তঃকরণ যেখানে যেখানে চলিয়া যাইবে, সেই সেই স্থানের ব্রহ্মকে অজ্ঞানী এবং যে যে দেশ ছাড়িয়া যাইবে, সেই সেই স্থানের ব্রহ্মকে জ্ঞানী করিয়া দিবে কি না? যেরূপ, ছত্র রৌদ্রের মধ্যে যে যে স্থানে নীত হয়, সেই সেই স্থানের রৌদ্র আবরণ যুক্ত হইতে অপনীত হয় সেই সেই স্থানের রৌদ্র আবরণ রহিত হয় তদ্রূপ, অন্তঃকরণ ব্রহ্মকে ক্ষণে ক্ষণে জ্ঞানী এবং অজ্ঞানী, বদ্ধ এবং মুক্ত করিতে থাকিবে। অখণ্ড ব্রহ্মের একদেশীয় আবরণের প্রভাব সর্ব্বদেশপ্রসূত হওয়াতে সমস্ত ব্রহ্মই অজ্ঞানী হইয়া যাইবেন কারণ তিনি চেতন; তদ্ব্যতীত মথুরায় যে অন্তঃ-করণস্থ ব্রহ্ম যে বস্তু দেখিয়াছেন, তাহার স্মরণ উক্ত অন্তঃকরণস্থ ব্রহ্মের কাশীতে হইতে পারে না। কারণ "অন্যদৃষ্টমন্যো ন স্মরতীতি ন্যায়াৎ" একের দৃষ্ট অন্যের স্মরণ হয় না। যে চিদাভাস মথুরায় দেখিয়াছ সে চিদভাস কাশীতে অবস্থিত নহে। অপরন্তু যে ব্রহ্ম মথুরাস্থ অন্তঃকরণের প্রকাশক তাহা কাশীস্থ ব্রহ্ম নহে। যদি ব্রহ্মই জীব হয়েন এবং পৃথক্ না হন তাহা হইলে, জীবের সর্ব্বজ্ঞ হওয়া আবশ্যক। যদি ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব পৃথক্ হয়, তাহা হইলে প্রত্যভিজ্ঞা অর্থাৎ পূর্ব্ব দৃষ্ট ও শ্রুতের জ্ঞান কাহারও হইতে পারে না। যদি বল ব্রহ্ম এক এবং এই জন্য স্মরণ হয়, তাহা হইলে এক স্থানে অজ্ঞান বা দুঃখ হইলে সমস্ত ব্রহ্মে অজ্ঞান অথবা দুঃখ হওয়া অবশ্যক। এই সকল দৃষ্টান্ত দ্বারা তুমি নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ এবং মুক্তস্বভাব ব্রহ্মকে অশুদ্ধ অজ্ঞানী এবং বদ্ধ আদি দোষযুক্ত করিয়া দিয়াছ এবং অখণ্ডকে খণ্ডিত করিয়া দিতেছ।

( নবীন ) নিরাকারেরও আভাস হইয়া থাকে। যেরূপ দর্পণে অথবা জলাদিতে আকাশের আভাস পড়ে এবং উহা নীল ও অন্য কোন প্রকারে গাঢ় দৃষ্ট হয় তদ্রূপ সকল অন্তঃকরণেও ব্রহ্মের আভাস পতিত হয়। ( সিদ্ধান্তী ) যখন আকাশের রূপ নাই, তখন উহা চক্ষুদ্বারা কেহই দেখিতে পায় না। যে পদার্থ দৃষ্ট হয় না, উহা দর্পণে অথবা জলাদিতে কিরূপে দেখিতে পাওয়া যাইবে? সাকার বস্তুই গাঢ় অথবা ছিদ্র বিশিষ্ট দৃষ্ট হয়, নিরাকার হয় না। ( নবীন ) তবে যাহা উপরে নীলাভ দৃষ্ট হয় এবং আদর্শে যাহার উপলব্ধি হয় উহা কি পদার্থ? ( সিদ্ধান্তী ) উহা পৃথিবী হইতে উত্থিত

জল, পৃথিবী এবং অগ্নির ত্রসরেণু। উহা হইতে বৃষ্টি হয়। উক্ত স্থলে জল না থাকিলে বৃষ্টি কোথা হইতে হইবে? অতএব দূর হইতে শিবিরের ন্যায় যাহা দৃষ্ট হয় তাহা, জলের চক্র। কুজ্ঝটিকা যেরূপ দূর হইতে ঘনাকার দৃষ্ট হয় এবং নিকট হইতে সচ্ছিদ্র ও গৃহের তুল্য বোধ হয় তদ্রূপ জল আকাশে ঐরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। (নবীন) তবে কি আমার রজ্জু সর্পের এবং স্বপ্নাদির দৃষ্টান্ত মিথ্যা? (সিদ্ধান্তী) না। কেবল তোমার বোধই মিথ্যা ইহা পূর্ব্বেই আমি বর্ণন করিয়াছি। আচ্ছা উত্তর দাও, প্রথম অজ্ঞান কাহার হইয়া থাকে? (নবীন) ব্রহ্মের। (সিদ্ধান্তী) ব্রহ্ম অল্পজ্ঞ অথবা সর্ব্বজ্ঞ। (নবীন) সর্ব্বজ্ঞও নহেন এবং অল্পজ্ঞও নহেন। কারণ সর্ব্বজ্ঞতা এবং অল্পজ্ঞতা উপাধির সহিতেই হইয়া থাকে। (সিদ্ধান্তী) কে উপাধির সহিত আছে? (নবীন) ব্রহ্ম। (সিদ্ধান্তী) তবে ব্রহ্ম স্বল্পজ্ঞ এবং অল্পজ্ঞ হইল অতএব তুমি উহার নিষেধ কেন করিতেছ? যদি বল যে উপাধি কল্পিত অর্থাৎ মিথ্যা তাহা হইলে কল্পনাকারী কে? জীব কি ব্রহ্ম অথবা অন্য? (নবীন) অন্য। (সিদ্ধান্তী) যদি ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ হন, তাহা হইলে যে মিথ্যা কল্পনা করিল সে ব্রহ্ম হইতে পারে না। যাহার কল্পনা মিথ্যা সে কিরূপে সত্যস্বরূপ হইতে পারে? (নবীন) আমি সত্য এবং অসত্যকে মিথ্যা বলিয়া মনে করি এবং বাক্য দ্বারা বলাও মিথ্যা। (সিদ্ধান্তী) যখন তুমি মিথ্যা বলিয়া থাক এবং নিজকে মিথ্যা মনে কর তখন, তুমি কেন মিথ্যাবাদী নহ? (নবীন) মিথ্যা এবং সত্য আমারই কল্পিত এবং আমি এই উভয়ের সাক্ষী এবং অধিষ্ঠান। (সিদ্ধান্তী) যদি তুমি সত্য এবং মিথ্যার আধার হও তাহা হইলে, সাধু এবং চোর উভয়ের সদৃশ হইলে, সুতরাং তুমি আর প্রামাণিক রহিলে না, কারণ প্রামাণিক তাহাকেই বলা যায় যে সর্ব্বদা সত্য মনন করে, সত্য বলে ও সত্যের অনুষ্ঠান করে এবং মিথ্যা মনন করে না, মিথ্যা বলে না ও মিথ্যা কখন অনুষ্ঠান করে না। যখন তুমি আপনার বাক্যকে আপনিই মিথ্যা স্বীকার করিতেছ তখন, তুমি আপনা আপনিই মিথ্যাচারী হইলে। (নবীন) অনাদি মায়া ব্রহ্মের আশ্রয় এবং ইহা ব্রহ্মকে আবরণ করিয়া থাকে। ইহা আপনি কি মানেন না? (সিদ্ধান্তী) মানি না। কারণ তুমি মায়ার অর্থ এইরূপ কর 'যে বস্তু নাই অথচ ভাসমান আছে" সুতরাং যাহার হৃদয়ে বিচার শক্তি নাই, সেই একথা স্বীকার করিতে পারে; কারণ যে বস্তু নাই, তাহা ভাসমান হওয়া সর্ব্ব প্রকারে অসম্ভব। যেমন বন্ধ্যার পুত্রের প্রতিবিম্ব কখন হইতে পারে না। অধিকন্তু "সন্মূলাঃ সৌম্যেমাঃ প্রজাঃ" ইত্যাদি ছান্দোগ্য উপনিষদের বচনের সহিত ও বিরুদ্ধ কহিতেছ। (নবীন) আপনি কি বশিষ্ঠ, শঙ্করাচার্য্য ও নিশ্চলদাস আদি, যাঁহারা আপনার অপেক্ষা অধিক পণ্ডিত ছিলেন তাঁহাদিগের ও, নিশ্চিত মতের খণ্ডন করিতেছেন। আমরা ত বশিষ্ঠ,

শঙ্করাচার্য্য এবং নিশ্চলদাসকে শ্রেষ্ঠ দেখিয়া থাকি। (সিদ্ধান্তী) তুমি কি বিদ্বান্ অথবা অবিদ্বান্? (নবীন) আমিও কিঞ্চিৎ বিদ্বান্। (সিদ্ধান্তী) আচ্ছা তবে বশিষ্ঠ, শঙ্করাচার্য্য এবং নিশ্চলদাসের পক্ষ আমার সমক্ষে স্থাপন কর, আমি উহা খণ্ডন করিব এবং যাহার পক্ষ সিদ্ধ হইবে, সেই শ্রেষ্ঠ হইবে। যদি উহাদিগের এবং তোমার বাক্য অখণ্ডনীয় হইত, তাহা হইলে তুমি উহাদিগের যুক্তি লইয়া আমার বাক্যের কেন না খণ্ডন করিতে পার? তবে শঙ্করাচার্য্য আদি জৈনদিগের মত খণ্ডনের নিমিত্ত এই মত স্বীকার করিয়াছিলেন এইরূপ অনুমান করিলে, তোমার এবং উহাদিগের বাক্য মাননীয় হইতে পারে। কারণ দেশ ও কালানুসারে আপনার পক্ষ সিদ্ধ করিবার জন্য অনেক স্বার্থপর বিদ্বান্ লোক নিজ আত্মার জ্ঞানের বিরুদ্ধও কল্পনা করেন। আর যদি তাঁহারা এই সকল বিষয় অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বরের একতা ও জগৎ মিথ্যা ইত্যাদি ব্যবহার সত্য বলিয়া মানিতেন তাহা হইলে, তাঁহাদিগের কথাও সত্য হইতে পারে না! নিশ্চলদাসের পাণ্ডিত্য এইরূপ দেখা যায় "জীবো ব্রহ্মাঽভিন্নশ্চেতনত্বাৎ" এইরূপ তিনি "বৃত্তিপ্রভাকরে" জীব ও ব্রহ্মের একতা প্রমাণ করিবার জন্য অনুমান লিখিয়াছেন যে, জীব চেতন বলিয়া ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। ইহা অতি অল্পজ্ঞান বিশিষ্ট পুরুষের কথিতের সদৃশ বাক্য। কারণ কেবল একটি সাধর্ম্ম্য দ্বারা একের অপরের সহিত একতা হয় না, কিন্তু বৈধর্ম্ম্য ভেদক হইয়া থাকে। যেমন যদি কেহ কহে "পৃথিবী জলাঽভিন্না জড়ত্বাৎ" পৃথিবী জড় বলিয়া জল হইতে অভিন্ন, তাহা হইলে তাহার বাক্য যেরূপ সঙ্গত হইতে পারে না, তদ্রূপ নিশ্চলদাস মহাশয়েরও লক্ষণ ব্যর্থ। কারণ জীবের অল্পত্ব, অল্পজ্ঞত্ব ও ভ্রান্তিমত্ত্বাদি ধর্ম্ম ব্রহ্ম হইতে এবং ব্রহ্মের সর্ব্বগতত্ব, সর্ব্বজ্ঞতা ও নির্ভ্রান্তিমত্ত্বাদি ধর্ম্ম জীব হইতে বিরুদ্ধ। সুতরাং ব্রহ্ম এবং জীব ভিন্ন। যেরূপ গন্ধবত্ত্ব এবং কঠিনত্বাদি ভূমির ধর্ম্ম, জলের রসবত্ত্ব এবং দ্রবত্বাদি ধর্ম্ম হইতে বিরুদ্ধ বলিয়া পৃথিবী এবং জল এক নহে তদ্রূপ, জীব এবং ব্রহ্মের মধ্যে বৈধর্ম্ম্য আছে বলিয়া জীব এবং ব্রহ্ম কখন এক ছিল না, এক নহে এবং কদাপি এক হইবে না। ইহা দ্বারাই বুঝিয়া লইবে যে নিশ্চলদাসের কতদূর পাণ্ডিত্য ছিল। আর যিনি যোগবাশিষ্ট রচনা করিয়াছেন তিনি কোন আধুনিক বেদান্তী ছিলেন। ইহা বাল্মীকি, বশিষ্ঠ অথবা রামচন্দ্রের রচিত, শ্রুত বা কথিত নহে কারণ, তাঁহারা সকলেই বেদানুযায়ী ছিলেন, সুতরাং তাঁহারা বেদের বিরুদ্ধ রচনা করিতে, বলিতে অথবা শুনিতে পারেন ইহা সম্ভবে না। (প্রশ্ন) মহাত্মা ব্যাস যে বেদান্ত সূত্র রচনা করিয়াছেন, তাহাতেও জীব এবং ব্রহ্মের একতা দৃষ্ট হয়। যথা—

সম্পাদ্যাঽঽবির্ভাবঃ স্বেন শব্দাৎ।

ব্রাহ্মেণ জৈমিনিরুপন্যাসাদিভ্যঃ॥
চিতিতন্মাত্রেণ তদাত্মকত্বাদিত্যৌড়ুলোমিঃ।
এবমপ্যুপন্যাসাৎ পূর্ব্বভাবাদবিরোধং বাদরায়ণঃ॥
অতএব চানন্যাধিপতিঃ। বেদান্ত দঃ অঃ ৪ পা ৪
সূঃ ১। ৫-৭। ৯।

অর্থাৎ জীব আপনার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া প্রকটিত হয়। ইহা পূর্ব্বে ব্রহ্ম স্বরূপ ছিল। কারণ "স্ব" শব্দ হইতে স্বকীয় ব্রহ্মস্বরূপের গ্রহণ হইয়া থাকে। "অয়মাত্মা অপহতপাপ্মা" ইত্যাদি উপন্যাসে ঐশ্বর্য্যাদিযুক্ত হইলে জীব ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত থাকে এইরূপ জৈমিনি আচার্য্যের মত। আর ঔড়ুলোমি আচার্য্য তদাত্মস্বরূপ নিরূপণাদি বৃহদারণ্যকের হেতুরূপ বচনসমূহ দ্বারা জীব চৈতন্যমাত্র স্বরূপে মুক্তিতে স্থিত হইয়া থাকে ইহা স্বীকার করেন। মহাত্মা ব্যাস পূর্ব্বোক্ত উপন্যাসাদির ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তিরূপ হেতু বশতঃ জীবের ব্রহ্মস্বরূপ হইতে অবিরোধ মনে করেন। যোগী ঐশ্বর্য্যযুক্ত হইয়া স্বীয় ব্রহ্মস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়া এবং অন্য অধিপতি শূন্য হইয়া অর্থাৎ স্বয়ং আপনার এবং সকলের অধিপতিরূপ ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া মুক্তিতে অবস্থিত থাকে। (উত্তর) এই সকল সূত্রের এরূপ অর্থ নহে। ইহাদিগের প্রকৃত অর্থ শ্রবণ কর। যাবৎ জীব স্বকীয় শুদ্ধ স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া ও সকল মল হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া পবিত্র না হয় তাবৎ, যোগদ্বারা ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্ত হইয়া ও জীব নিজ অন্তর্য্যামী ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে স্থিত হইতে পারে না। এইরূপে যোগী যখন পাপাদি রহিত হইয়া ঐশ্বর্য্যযুক্ত হয় তখনই, ব্রহ্মের সহিত মুক্তির আনন্দ ভোগ করিতে পারে, জৈমিনি আচার্য্যের এই মত। যখন অবিদ্যাদি দোষ দূরীভূত হইয়া জীব শুদ্ধ চৈতন্যমাত্র স্বরূপে স্থিত থাকে তখনই "তদাত্মকত্ব" অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপের সহিত সম্বন্ধ প্রাপ্ত হয়। যখন জীব ব্রহ্মের সহিত ঐশ্বর্য্য এবং শুদ্ধ বিজ্ঞান জীবিতাবস্থায় প্রাপ্ত হইয়া জীবন্মুক্ত হয় তখন সে নিজ নির্ম্মল পূর্ব্বস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত হইয়া থাকে, ইহাই মহামুনি ব্যাসের মত। যোগীর যখন সত্যসঙ্কল্প হয় তখন সে স্বয়ং পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া মুক্তিসুখ প্রাপ্ত হয় এবং স্বস্থানে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র থাকে। সংসারে যেরূপ একজন প্রধান এবং অন্য একজন অপ্রধান হয়, মুক্তির অবস্থায় তদ্রূপ হয় না কিন্তু, সকল জীবই তুল্যভাবে অবস্থান করে। তাহা না হইলে:—

নেতরোঽনুপপত্তেঃ॥ ১। ১। ১৬॥
ভেদব্যপদেশাচ্চ॥ ১। ১। ১৭॥

বিশেষণভেদব্যপদেশাভ্যাং চ নেতরৌ ॥ ১ । ২ । ২২ ॥
অস্মিন্নস্য চ তদ্যোগং শাস্তি ॥ ১ । ১ । ১৯ ॥
অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ ॥ অঃ ১ । ১ । ২০ ॥
ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ ॥ ১ । ১ । ২১ ॥
গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানৌ হি তদ্দর্শনাৎ ॥ ১ । ২ । ১১ ॥
অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ ॥ ১ । ২ । ৩ ॥
অন্তর্যাম্যধিদৈবাদিষু তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ ॥ ১ । ২ । ১৮
শারীরশ্চোঽভয়েঽপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে ॥ ১।২।২০
ব্যাসমুনিকৃত বেদান্ত সূত্রাণি।

ব্রহ্ম হইতে ইতর জীব সৃষ্টিকর্ত্তা নহে। কারণ ঐ অল্পজ্ঞ, অল্প সামর্থবিশিষ্ট জীবে সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব শক্তি ঘটিতে পারে না। এইজন্য জীব ব্রহ্ম নহে। "রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি" ইহা উপনিষদের বচন। জীব এবং ব্রহ্ম ভিন্ন, কারণ এই উভয়ের ভেদ প্রতিপাদন করা হইয়াছে। এরূপ না হইলে, জীব রস অর্থাৎ আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দ স্বরূপ হইয়া থাকে। এইরূপে প্রাপ্তির বিষয় ব্রহ্ম এবং প্রাপ্ত হইবার কর্ত্তা জীবের নিরূপণ ঘটিতে পারে না। এই হেতু জীব এবং ব্রহ্ম এক নহে।

দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ।
অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রোহক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ।
মুণ্ডকোপনিষদ্ মুঃ ২ খঃ ১ মঃ ২ ॥

দিব্য, শুদ্ধ, মূর্ত্তিরহিত, সর্ব্বপূর্ণ, বাহ্য অন্তরিক নিরন্তর ব্যাপক, অজ, জন্ম মরণ ও শরীর ধারণাদি রহিত, শ্বাস প্রশ্বাস শরীর ও মনের সম্বন্ধ রহিত, প্রকাশস্বরূপ ইত্যাদি পরমাত্মার বিশেষণ বশতঃ, পরমেশ্বর অক্ষর অর্থাৎ নাশরহিত প্রকৃতি হইতেও পরে অর্থাৎ সূক্ষ্ম এবং জীব হইতেও পরে অর্থাৎ সূক্ষ্ম। প্রকৃতি এবং জীব হইতে ব্রহ্মের ভেদ প্রতিপাদন রূপ হেতু সকল দ্বারা প্রকৃতি এবং জীব এই দুই হইতে ব্রহ্ম ভিন্ন। এই সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মে জীবের যোগ অথবা জীবে ব্রহ্মের যোগ প্রতিপাদন করাতে ব্রহ্ম এবং জীব ভিন্ন হইতেছে; কারণ ভিন্ন পদার্থেরই যোগ হইয়া থাকে। এই ব্রহ্মের অন্তর্য্যামিত্বাদি ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে এবং জীবের অন্তরে ব্যাপক হওয়াতে জীব ব্যাপ্য য়া ব্যাপক ব্র্য হই:ত ভিন্ন হইতে:হ। কার‌ণ ব্যাপ্য ব্যাপক সম্বন্ধ ও ভেদত্তহেতু

সংঘটিত হইয়া থাকে। পরমাত্মা যেরূপ জীব হইতে ভিন্নস্বরূপ, তদ্রূপ ইন্দ্রিয় অন্তঃকরণ, পৃথিবী প্রভৃতি ভূত, দিশা, বায়ু, ও সূর্য্যাদি এবং দিব্যগুণযুক্ত দেবতা পদবাচ্য বিদ্বান্ দিগের হইতেও তিনি ভিন্ন। "গুহাং প্রবিষ্টৌসুকৃতস্য লোকে" ইত্যাদি উপনিষদের বচনানুসারেও জীব এবং পরমাত্মা পরস্পর ভিন্ন। এইরূপে উপনিষদের অনেক স্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে। "শরীরে ভবঃ শারীরঃ" অর্থাৎ শরীরধারী জীব ব্রহ্ম নহে; কারণ ব্রহ্মের গুণ, কর্ম্ম ও স্বভাব জীবে ঘটিতে পারে না। ( অধিদৈব ) দিব্য মন আদি এবং ইন্দ্রিয়াদি পদার্থ সকল, ( অধিভূত ) পৃথিব্যাদিভূত, এবং ( অধ্যাত্ম ) সকল জীবে যে পরমাত্মা অন্তর্য্যামীরূপে স্থিত আছেন; কারণ উক্ত পরমাত্মার ব্যাপকত্বাদি ধর্ম্ম উপনিষদের সর্ব্বস্থলে ব্যাখ্যাত আছে। শরীরধারী জীব ব্রহ্ম নহে, কারণ ব্রহ্ম হইতে স্বরূপতঃই জীবের ভেদ হইয়া থাকে। এই সকল শারীরক সূত্র হইতেও স্বরূপতঃ ব্রহ্ম এবং জীবের ভেদই সিদ্ধ হইয়া থাকে। এইরূপে বেদান্তীদিগের মতানুসারে "উপক্রম" এবং "উপসংহার" ও ঘটিতে পারে না। কারণ "উপক্রম" অর্থাৎ আরম্ভ ব্রহ্ম হইতে হয় এবং "উপসংহার" অর্থাৎ প্রলয় ব্রহ্মেই হয় ইহা বলা হয়। যখন বেদান্তী অন্য দ্বিতীয় পদার্থ স্বীকার করে না তখন উৎপত্তি এবং প্রলয়ও ব্রহ্মের ধর্ম্ম হইয়া যায়। কিন্তু বেদাদি সত্যশাস্ত্রে ব্রহ্ম উৎপত্তি ও বিনাশ রহিত ইহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। সুতরাং নবীন বেদান্তিগণ ঈশ্বরের কোপের পাত্র হইয়া পড়িবে কারণ, নির্ব্বিকার, অপরিণামী শুদ্ধ সনাতন এবং নির্ভ্রান্তত্বাদি বিশেষণযুক্ত ব্রহ্মে বিকার উৎপত্তি এবং অজ্ঞানাদির কোন প্রকারেই সম্ভব হইতে পারে না! অপরন্তু উপসংহার ( প্রলয় ) হইলে পরও ব্রহ্ম, কারণাত্মক জড়প্রকৃতি এবং জীব ইহারা বিদ্যমান থাকে। সুতরাং এই সকল বেদান্তীদিগের উপক্রম এবং উপসংহার ও কল্পনা মাত্র। এইরূপ শাস্ত্র এবং প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ বিরুদ্ধ ইহাদিগের মতে আরও অনেক অশুদ্ধ বিষয় আছে।

কিছুকাল পরে পুনঃ আর্য্যাবর্ত্তে জৈনদিগের এবং শঙ্করাচার্য্যের মতাবলম্বীদিগের উপদেশের কিছু পরিমাণে সংস্কার হইয়াছিল এবং পরস্পরের খণ্ডন ও মণ্ডন চলিতেছিল। শঙ্করাচার্য্যের তিনশত বৎসর পরে উজ্জয়িনী নগরীতে বিক্রমাদিত্য রাজা কিছু প্রতাপান্বিত হইয়াছিলেন। ইনি তৎকালীন রাজাদিগের মধ্যে যে সকল যুদ্ধ প্রবৃত্ত ছিল তাহা নিবৃত্ত করতঃ শান্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। তৎপশ্চাৎ রাজা ভর্ত্তৃহরি কাব্যাদি শাস্ত্র এবং অন্যান্য বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিদ্বান্ হইয়া পরে বৈরাগ্যবান্ হইয়া রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ভোজরাজ বিক্রমাদিত্যের পাঁচশত বৎসর পরে রাজ্য করিয়াছিলেন। ইনি অল্প পরিমাণ ব্যাকরণ এবং কাব্যালঙ্কারাদির এরূপভাবে প্রচার করিয়াছিলেন যে তাঁহার রাজ্যে ছাগ-পালক কালিদাসও রঘুবংশ কাব্যের রচনাকর্ত্তা হইয়াছিল। ভোজরাজের নিকট যে কেহ উত্তম শ্লোক রচনা করিয়া লইয়া যাইত তাহাকে বহুল পরিমাণে ধন প্রদত্ত হইত এবং

তাহার প্রতিষ্ঠা হইত। তাঁহার পর নৃপতিগণ এবং ধনী লোক সকলেই এককালে বিদ্যা পাঠ ত্যাগ করিয়াছিলেন। যদ্যপি শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী বামমার্গীদিগের পশ্চাৎ শৈব প্রভৃতি সম্প্রদায়স্থ মতাবলম্বীও হইয়াছিল পরন্তু, উহারা অধিক প্রবল হয় নাই। মহারাজ বিক্রমাদিত্য হইতে শৈবদিগের বল বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বামমার্গীদিগের মধ্যে যেমন দশমহাবিদ্যাদি শাখা আছে তদ্রূপ শৈবদিগেরও মধ্যে পাশুপতাদি অনেক শাখা হইয়াছিল। লোকে শঙ্করাচার্য্যকে শিবের অবতার নিশ্চয় করিল। তাঁহার অনুযায়ী সংন্যাসিগণও শৈব মতে প্রবৃত্ত হইল এবং বামমার্গীদিগের সহিত মিলিত হইতে লাগিল। শিবের পত্নী বামমার্গীদিগের দেবী; সেই দেবীর উপাসক এবং শৈব [ মহাদেবের ] উপাসক এই উভয়েই অদ্যাপি রুদ্রাক্ষ এবং ভস্ম ধারণ করে। পরন্তু বামমার্গী যে পরিমাণে বেদবিরোধী, শৈব তদ্রূপ নহে।

ধিক্ ধিক্ কপালং ভস্ম-রুদ্রাক্ষ-বিহীনম্ ॥ ১ ॥

রুদ্রাক্ষান্ কণ্ঠদেশে দশনপরিমিতান্ মস্তকে বিংশতী দ্বে।
ষট্ ষট্ কর্ণপ্রদেশে করযুগলগতান্ দ্বাদশান্ দ্বাদশৈব।
বাহ্বোরিন্দোঃ কলাভিঃ পৃথগিতি গদিতমেকমেবং শিখায়াম্
বক্ষস্যষ্টাধিকং যঃ কলয়তি শতকং স স্বয়ং নীলকণ্ঠঃ ॥ ২ ॥

ইত্যাদি অনেক প্রকারের শ্লোক ইহারা রচনা করিল এবং বলিতে লাগিল যে যাহার কপালে ভস্ম নাই অথবা কণ্ঠে রুদ্রাক্ষ নাই তাহাকে ধিক্। "তং ত্যজেদন্ত্যজং যথা" তাহাকে চণ্ডালের তুল্য ত্যাগ করা উচিত ॥১॥ যে কণ্ঠে ৩২, মস্তকে ৪০, কর্ণে ছয় ছয় করিয়া ১২, হস্তে ১২।১২ করিয়া ২৪, বাহুতে ১৬।১৬ করিয়া ৩২, শিখায় ১ এবং হৃদয়ে ১০৮, রুদ্রাক্ষ ধারণ করে সে, সাক্ষাৎ মহাদেবের তুল্য হয় ॥২॥ শাক্তগণও এইরূপ মানিয়া থাকে। পশ্চাৎ বামমার্গী এবং শৈবগণ মিলিত হইয়া ভগলিঙ্গের স্থাপন করিল। ইহাকে জলাধারী এবং লিঙ্গ কহিয়া থাকে। ইহারা উহার পূজা করিতে আরম্ভ করিল। উক্ত নির্লজ্জদিগের একটুও লজ্জা হইল না যে এইরূপ পামরত্বের কার্য্য কেন করি? কোন এক কবি লিখিয়াছেন যে "স্বার্থী দোষং ন পশ্যতি" স্বার্থপর লোক আপনার স্বার্থসিদ্ধির আশয়ে দুষ্কার্য্যকেও শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া উহাতে দোষ দেখিতে পায় না। উক্ত পাষাণাদি মূর্ত্তি এবং ভগলিঙ্গের পূজায় সমগ্র ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ আদির সিদ্ধি হইবে মনে করিতে লাগিল। ভোজরাজের পর যখন জৈনগণ আপনাদিগের মন্দির সমূহে মূর্ত্তি স্থাপন করিতে এবং দর্শন ও স্পর্শনের জন্য গমনাগমন করিতে

লাগিল তখন, উক্ত "পোপ"দিগের শিষ্যেরাও জৈনমন্দিরে গমনাগমন করিতে লাগিল এবং সেই সময়ে পশ্চিম হইতেও কোন অন্যমত এবং যবনগণও আর্য্যাবর্ত্তে আসিতে লাগিল। তখন "পোপেরা" এই শ্লোক রচনা করিল।—

ন বদেদ্‌যনাবনীং ভাষাং প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি।
হস্তিনা তাড্যমানোঽপি ন গচ্ছেজ্জৈনমন্দিরম্‌॥

যতই কেন দুঃখ প্রাপ্তি হউক না, এমন কি প্রাণ ওষ্ঠাগত হইলেও অর্থাৎ মৃত্যু সময় উপস্থিত হইলেও যাবনী অর্থাৎ ম্লেচ্ছ ভাষা মুখে উচ্চারণ করিবে না। আর উন্মত্ত হস্তীও যদি বিনাশ করিবার জন্য দৌড়িয়া আইসে এবং তখন জৈনমন্দিরে প্রবেশ করিলে যদি প্রাণরক্ষাও হয় তথাপি, জৈনমন্দিরে প্রবেশ করিবে না, অর্থাৎ জৈনমন্দিরে প্রবেশ করিয়া রক্ষা পাওয়া অপেক্ষা হস্তীর সম্মুখে যাইয়া বিনষ্ট হওয়া শ্রেয়স্কর; এইরূপ তাহারা আপনার শিষ্যদিগকে উপদেশ দিতে লাগিল। যখন কেহ প্রমাণ জানিতে ইচ্ছা করিয়া জিজ্ঞাসা করিত যে তোমাদিগের মতের পোষক কোন মাননীয় গ্রন্থের প্রমাণ আছে কি না? তখন উহারা উত্তর দিত যে হাঁ আছে। যখন জিজ্ঞাসিত হইত যে কি আছে দেখাও, তখন মার্কণ্ডেয় পুরাণাদির বচন পাঠ করিত এবং দুর্গাপাঠে যেমন দেবীর বর্ণন লিখিত আছে তদ্রূপ, শ্রবণ করাইত। ভোজরাজের রাজ্য সময়ে মহাত্মা ব্যাসের নাম লইয়া কেহ মার্কণ্ডেয় পুরাণ এবং শিবপুরাণ রচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছিল। ভোজ-রাজা উহা বিদিত হইয়া উক্ত পণ্ডিতদিগকে হস্তচ্ছেদনাদি দণ্ড দিয়া কহিয়াছিলেন যে, কেহ কাব্যাদি গ্রন্থ রচনা করিলে উহা আপনার নাম দিয়া রচনা করিবে এবং ঋষি ও মুনিদিগের নাম দিবে না। এ সকল বিষয় ভোজরাজ রচিত সঞ্জীবনী নামক ইতিহাসে লিখিত আছে। গোয়ালিয়র রাজ্যে "ভিণ্ড" নামক নগরের তেওয়ারী ব্রাহ্মণদিগের গৃহে এই লিখিত গ্রন্থ আছে, যাহা লখুনার রাও সাহেব এবং তাঁহার গোমস্তা রামদয়াল চোবে মহাশয় স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন। উহাতে স্পষ্ট লিখিত আছে যে মহাত্মা ব্যাস চারি সহস্র ও চারি শত এবং তাঁহার শিষ্যগণ পাঁচ সহস্র ছয় শত শ্লোকযুক্ত ভারত রচনা করিয়াছিলেন। উহাতে মহারাজা বিক্রমাদিত্যের সময়ে বিংশ সহস্র শ্লোক হয়। মহারাজা ভোজ কহিতেন যে তাঁহার পিতার সময়ে ২৫ সহস্র এবং তাঁহার অর্দ্ধেক বয়সেই ৩০ সহস্র শ্লোকযুক্ত মহাভারত পাওয়া যায়। যদি এরূপে বৃদ্ধি হইতে থাকে তাহা হইলে মহাভারত পুস্তক এক উষ্ট্রের ভার হইয়া উঠিবে এবং ঋষি ও মুনিদিগের নাম লইয়া পুরাণাদি গ্রন্থ রচনা করিলে আর্য্যাবর্ত্তীয় লোক ভ্রমজালে পতিত হইয়া বৈদিক-ধর্ম্মবিহীন হইয়া ভ্রষ্ট হইয়া পড়িবে। ইহা দ্বারা বিদিত হওয়া যায় যে ভোজরাজের সময় কিছু কিছু বেদের সংস্কার বিদ্যমান ছিল। ভোজপ্রবন্ধে লিখিত আছে যে:—

**ঘট্যৈকয়া ক্রোশদশৈকমশ্বঃ সুকৃত্রিমো গচ্ছতি চারুগত্যা।**
**বায়ুং দদাতি ব্যজনং সুপুষ্কলং বিনা মনুষ্যেণ চলত্যজস্রম্।**

ভোজরাজের রাজধানীর সমীপবর্ত্তী প্রদেশে এরূপ শি... ছিল যাহারা ঘোটকের আকার বিশিষ্ট চন্দ্রকলাযুক্ত এক বাহন নির্ম্মাণ করিয়াছিল। হা এক ক্ষুদ্র ঘণ্টায় ( দণ্ডে ) ১১ ক্রোশ এবং এক ঘণ্টায় সাড়ে সাতাইশ ক্রোশ যাইত। উহা ভূমি এবং অন্তরীক্ষেও চলিত। আর এক পাখা এরূপ প্রস্তুত করিয়াছিল যে মনুষ্যের দ্বারা চালিত না হইয়াও কলাযন্ত্রের বলে সর্ব্বদা চলিত এবং প্রচুর বাতাস উৎপাদন করিত। যদি এই দুই পদার্থ অদ্য পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিত তাহা হইলে, ইউরোপীয়নেরা এত দূর অহঙ্কার করিতে পারিতেন না। "পোপ" মহাশয়েরা আপনার শিষ্যদিগকে জৈন ধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিতে আরম্ভ করিলেও উহাদিগের মন্দিরে গতায়াত নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না। জৈনদিগের কথা শুনিতে লোক যাইতে লাগিল এবং জৈনদিগের "পোপ" এই সকল পৌরাণিক পোপদিগের শিষ্যদিগকে প্রতারিত করিতে লাগিলেন। তখন পৌরাণিকেরা মনে করিল যে ইহার কোন উপায় করা কর্ত্তব্য নচেৎ, তাহাদিগের শিষ্যেরা জৈন হইয়া যাইবে। পরে "পোপেরা" এইরূপ স্থির করিল যে জৈনদিগের ন্যায় তাহাদিগেরও অবতার, মন্দির, মূর্ত্তি এবং কথা বিষয়ক পুস্তক রচনা করা কর্ত্তব্য। ইহারা জৈনদিগের চতুর্ব্বিংশতি তীর্থঙ্করের ন্যায় চতুর্ব্বিংশতি অবতার, মন্দির এবং মূর্ত্তি সকল প্রস্তুত করিল এবং জৈনদিগের যেরূপ আদি এবং উত্তর পুরাণ আছে তদ্রূপ, অষ্টাদশ পুরাণ ও রচনা করিতে আরম্ভ করিল। ভোজরাজের ১৫০ বৎসর পরে বৈষ্ণব মত আরম্ভ হয়। কঞ্জর বা ব্যাধ জাতিতে শঠকোপ নামে একজন উৎপন্ন হয়। তাহার কয়েকজন শিষ্য হইয়াছিল। তৎপশ্চাৎ হাড়ি জাতি হইতে মুনিবাহন এবং তৃতীয় যবন কুলোৎপন্ন যাবনাচার্য্য হইয়াছিল। তৎপশ্চাৎ ব্রাহ্মণকুলজাত চতুর্থ রামানুজ হইয়-ছিলেন। তিনিই এই মতের বিশেষ প্রচার করেন। শৈবগণ শিবপুরাণ আদি, শাক্তগণ দেবীভাগবতাদি, এবং বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুপুরাণাদি রচনা করিয়াছিল। উহারা এজন্য উহাতে আপনাদিগের নাম দেয় নাই, কারণ যদি উহারা রচনা করিয়াছে ইহা প্রকাশ পায় তাহা হইলে কেহই ঐগুলি প্রামাণ্য জ্ঞান করিবে না। এইজন্য ব্যাসাদি ঋষি এবং মুনির নাম লিখিয়া পুরাণ রচনা করা হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহাদিগের নবীন নাম রাখা উচিত ছিল; যেমন কোন দরিদ্র আপনার সন্তানের নাম মহারাজাধিরাজ রাখে সেইরূপ, আধুনিক পদার্থের নাম যে সনাতন বা পূর্ব্বকালীন রাখিবে, সে বিষয়ে আর আশ্চর্য্য কি? ইহাদিগের পরস্পরের মধ্যে যেরূপ বিরোধ আছে তদ্রূপ, পুরাণেও লিখিত আছে যথা :—

শ্রীপুরের স্বামিনী কৃত দেবী ভাগবতে "শ্রী" নামে এক দেবী স্ত্রীর কথা লিখিত আছে। ইনি সকল জগৎ নির্ম্মাণ করিয়া পরে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহাদেবকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যখন উক্ত দেবীর ইচ্ছা হইল তখন আপনার হস্ত ঘর্ষণ করাতে এক ফোস্কা উঠিল যাহা হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি হইল। দেবী উহাকে বলিলেন যে তুমি আমাকে বিবাহ কর। ব্রহ্মা বলিলেন যে তুমি আমার মাতা, আমি তোমাকে বিবাহ করিতে পারিব না। ইহা শুনিয়া মাতার ক্রোধ বৃদ্ধি হইল এবং পুত্রকে ভস্ম করিয়া ফেলেন। পুনরায় হস্ত ঘর্ষণ করিয়া পূর্ব্বরূপে দ্বিতীয় পুত্র উৎপাদন করিয়া উহার নাম বিষ্ণু রাখিলেন এবং উহাকেও উক্ত প্রকার বলিলে তিনিও অস্বীকার করাতে তাঁহাকেও ভস্ম করিয়া দিলেন। পুনরায় তদ্রূপে তৃতীয় পুত্র উৎপন্ন করিয়া তাঁহার নাম মহাদেব রাখিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন যে তুমি আমাকে বিবাহ কর। মহাদেব বলিলেন যে আমি তোমার সহিত বিবাহ করিতে পারি না। তুমি অন্য স্ত্রীর শরীর ধারণ কর। দেবী তাহাই করিলেন। তখন মহাদেব বলিলেন যে এই দুই স্থানে যে ভস্ম রহিয়াছে ইহা কোন্ পদার্থ পতিত রহিয়াছে? দেবী বলিলেন যে ইহারা তোমার দুই ভাই। ইহারা আমার আজ্ঞা প্রতিপালন করে নাই বলিয়া ভস্ম করিয়া দিয়াছি। মহাদেব বলিলেন যে আমি একক কি করিব? ইহাদিগকে জীবিত কর এবং আরও দুই স্ত্রী উৎপন্ন করিলে তিনের বিবাহ তিনের সহিত হইবে। দেবী তদ্রূপ করিলেন এবং তখন তিন জনের সহিত তিন স্ত্রীর বিবাহ হইল। কি আশ্চর্য্য! মাতার সহিত বিবাহ করা হইল না কিন্তু ভগ্নীর সহিত করা হইল! এই সকল কি সঙ্গত কার্য্য মনে করা উচিত? পশ্চাৎদেবী ইন্দ্রাদিকে উৎপন্ন করিলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র এবং ইন্দ্র ইহারা তাঁহার পাল্কী বহন করিবার কাহার [ বেহারা ] হইল ইত্যাদি যেরূপ মনে আসিয়াছিল তদ্রূপ দীর্ঘ ও বিস্তৃত গল্প রচনা করিল। উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য যে, দেবীর শরীরের ও উক্ত শ্রীপুরের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং দেবীর পিতা ও মাতা কে ছিল? যদি বল যে দেবী অনাদি, তাহা হইলে যাহা বস্তুসংযোগ জন্য তাহা, কখনই অনাদি হইতে পারে না। এবং যদি মাতা ও পুত্রের পরস্পর বিবাহে ভীত হইতে হয় তাহা হইলে, ভ্রাতা ও ভগ্নীর বিবাহ হইতে কি উত্তম তত্ত্ব নির্গত হইতে পারে? এই দেবীভাগবতে মহাদেব, বিষ্ণু এবং ব্রহ্মাদির যেরূপ নিকৃষ্টতা এবং দেবীর মহত্ত্ব ( শ্রেষ্ঠতা ) লিখিত আছে শিব-পুরাণেও তদ্রূপ দেবী আদির অত্যন্ত ক্ষুদ্রতা অর্থাৎ ইহারা সকলে মহাদেবের দাস এবং মহাদেব সকলের ঈশ্বর এরূপ লিখিত আছে। যদি রুদ্রাক্ষ অর্থাৎ এক বৃক্ষের ফলের মালা এবং ভস্ম ধারণ করিলে মুক্তি হয় তাহা হইলে ভস্মে লোটায়মান গর্দ্দভাদি পশু এবং কুঁচ আদি ধারণকারী ভীল ব্যাধাদি কেন মুক্তি পাইবে না এবং শূকর, কুক্কুর ও গর্দ্দভাদি পশু ভস্মে লোটায়মান হইলে তাহাদিগেরও কেন মুক্তি

লাভ হয় না? [ প্রশ্ন ] কালাগ্নিরুদ্রোপনিষদে ভস্ম মাখিবার যে বিধান লিখিত আছে, উহা কি মিথ্যা? আর "ত্র্যায়ুষংজমদগ্নেঃ" [ ইত্যাদি যজুর্ব্বেদের বচনেও ] ভস্ম ধারণের বিধান আছে। পুরাণে রুদ্রের চক্ষু হইতে অশ্রুপাত হইয়া যে বৃক্ষ হইয়াছিল উহার নাম রুদ্রাক্ষ এই জন্য, উহার ধারণে পুণ্য লিখিত আছে। যদি কেহ একটি মাত্রও রুদ্রাক্ষ ধারণ করে তাহা হইলে, সকল পাপ তিরোহিত হইয়া স্বর্গে যায় এবং যমরাজের এবং নরকের ভয় থাকে না। [ উত্তর ] কালাগ্নি রুদ্রোপনিষদ্ কোন ভস্মধারী মনুষ্য রচনা করিয়াছে কারণ "যস্য প্রথমা রেখা সা ভূর্লোকঃ" ইত্যাদি উহার বচন অনর্থক। হস্তদ্বারা প্রতিদিন যে রেখা করা হয় উহা ভূলোক অথবা ভূলোকের বাচক কিরূপে হইতে পারে? আর যে "ত্র্যায়ুষং জমদগ্নেঃ" ইত্যাদি মন্ত্র আছে উহা ভস্ম অথবা ত্রিপুণ্ড্র ধারণবাচক নহে কিন্তু :—"চক্ষু র্বৈ জমদগ্নিঃ" [ শতপঃ ] হে পরমেশ্বর! আমার নেত্রের জ্যোতিঃ [ ত্র্যায়ুষং ] ত্রিগুণী অর্থাৎ তিনশত বর্ষ পর্য্যন্ত থাকুক এবং আমিও এরূপ ধর্ম্মকার্য্য করি যাহাতে দৃষ্টিনাশ না হয়। দেখ ইহা কতদূর মুর্খতার কথা যে চক্ষুর অশ্রুপাত হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইল বা হইতে পারে? পরমেশ্বরের সৃষ্টিক্রম কেহ কি অন্যথা করিতে পারে? পরমাত্মা যে বৃক্ষের যে বীজ রচনা করিয়াছেন তাহা হইতেই সেই বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে পারে অন্যথা পারে না। সুতরাং রুদ্রাক্ষ, ভস্ম, তুলসী, কমলাক্ষ, ঘাস, ও চন্দনাদি কর্ণে ধারণ করা আদি যাহা কিছু লিখিত আছে তৎসমস্তই বন্য পশুবৎ কার্য্য হইয়া থাকে। এইরূপে বামমার্গী এবং শৈবগণ অত্যন্ত মিথ্যাচারী, বিরোধী এবং কর্ত্তব্যকর্ম্মবিমুখ হইয়া থাকে। উহাদিগের মধ্যে কোন শ্রেষ্ঠ পুরুষ থাকিলে তিনি এ সকল কথায় বিশ্বাস না করিয়া সৎকর্ম্ম করিয়া থাকেন। যদি রুদ্রাক্ষ ও ভস্ম ধারণবশতঃ যমরাজের দূত ভীত হয় তাহা হইলে, পুলিসের সিপাহীও অবশ্য ভীত হইবে। যখন রুদ্রাক্ষ এবং ভস্ম ধারণকারী হইতে কুক্কুর, সিংহ, সর্প, বৃশ্চিক, মক্ষিকা এবং ( এমন কি ) মশা আদিও ভীত হয় না তখন ন্যায়াধীশের গণ সকল কেন ভীত হইবে? (প্রশ্ন) বামমার্গী এবং শৈব মত তবে উৎকৃষ্ট নহে কিন্তু বৈষ্ণব অবশ্য উৎকৃষ্ট? ( উত্তর ) উহাও বেদবিরোধী হওয়াতে ইহাপেক্ষাও অতি নিকৃষ্ট। ( প্রশ্ন ) "নমস্তে রুদ্রমন্যবে।" "বৈষ্ণবমসী।" "বামনায় চ।" "গণানাংত্বা গণপতিঁ হবামহে।" "ভগবতী ভূয়াঃ।" "সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ।" ইত্যাদি বেদপ্রমাণ হইতে শৈবাদি মত সিদ্ধ হইতেছে তবে, কেন পুনরায় ইহার খণ্ডন করিতেছ? (উত্তর) এই বচন হইতে শৈবাদি সম্প্রদায় সিদ্ধ হয় না। কারণ "রুদ্র" বলিলে পরমেশ্বর, প্রাণাদি বায়ু, জীব, ও অগ্নি আদি বুঝায়। ক্রোধকর্ত্তা রুদ্র অর্থাৎ দুষ্টদিগকে রোদন কারক পরমাত্মাকে নমস্কার করা, প্রাণ এবং জঠরাগ্নিকে অন্ন দেওয়া ( নমঃ ইতি অন্ননাম নিঘণ্টু ২।৭ ) এবং যিনি মঙ্গলকারী অর্থাৎ সমস্ত সংসারের

অত্যন্ত কল্যাণকারী সেই পরমাত্মাকে নমস্কার করা আবশ্যক। "শিবস্য পরমেশ্বরস্যায়ং ভক্তঃ শৈবঃ।" "বিষ্ণোঃ পরমাত্মনোঽয়ং ভক্তো বৈষ্ণবঃ।" "গণপতেঃ সকল জগৎস্বামিনোঽয়ং সেবকো গাণপতঃ।" "ভগবত্যাঃ বাণ্যা অয়ং সেবকঃ ভাগবতঃ।" "সূর্য্যস্য চরাচরাত্মনোঽয়ং সেবকঃ সৌরঃ।" রুদ্র, শিব, বিষ্ণু, গণপতি ও সূর্য্য ইত্যাদি সমস্তই পরমেশ্বরের নাম, এবং সত্য ভাষণযুক্ত বাণীর নাম ভগবতী। এ সকল বিষয় না বুঝিয়া কেবল গোলযোগ উত্থাপন করিয়াছে। যথা—

কোন এক বৈরাগীর দুই শিষ্য ছিল। ইহারা প্রতিদিন গুরুর পদসেবা করিত। একজন দক্ষিণ পদ এবং দ্বিতীয় বাম পদ সেবার্থে ভাগ করিয়া লইয়াছিল। একদিন একজন কোন পণ্যার্থ অন্য স্থানে চলিয়া যায়। দ্বিতীয় আপনার অংশ মত সেব্য পদের সেবা করিতে লাগিল। তখন গুরু মহাশয় পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করাতে তাহার সেব্য পদের উপর অন্য শিষ্যের সেব্য পদ পতিত হইল। তাহাতে সে যষ্টি লইয়া উক্ত পদের উপর প্রহার করিল। গুরু কহিলেন "অরে দুষ্ট তুই এ কি করিলি ?" শিষ্য বলিল যে আমার সেব্য পদের উপর এই পদ কেন আসিয়া উঠিল ? এই সময়ে অপর শিষ্য সে বাজারে গিয়াছিল সেও আসিয়া উপস্থিত হইল। সে আপনার সেব্য পদ সেবা করিতে গিয়া দেখিল যে উহা স্ফীত হইয়া পড়িয়া আছে। গুরু সমস্ত বৃত্তান্ত শুনাইয়া দিলেন। সেই মূর্খ তখন কিছু না বলিয়া কহিয়া স্থিরভাবে যষ্টি উত্থাপন করতঃ অত্যন্ত বলের সহিত গুরুর অন্য পদের উপর প্রহার করিল। গুরু উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তখন উভয়ে যষ্টি লইয়া আসিয়া দুই পদের উপর প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। অত্যন্ত কোলাহল উঠিল। লোক সকল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল "গুরু মহাশয় কি হইয়াছে ?" উহাদিগের মধ্যে কোন বুদ্ধিমান্ পুরুষ সাধুকে পৃথক্ করিয়া পরে উক্ত দুই মূর্খ শিষ্যকে উপদেশ দিলেন যে, উক্ত উভয় পদই তোমাদিগের গুরুর। তোমরা সেবা করিলে উহাতে স্বচ্ছন্দ অনুভূত হয় এবং দুঃখ দিলে উহার মধ্যে অন্যতরের দুঃখ অনুভূত হয়।

যেমন এক গুরুর বিষয়ে শিষ্যেরা লীলা করিয়াছিল তদ্রূপ এক অখণ্ড, সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মার বিষ্ণু ও রুদ্রাদি যে অনেক নাম আছে এবং প্রথম সমুল্লাসে এই সকল নামের যথার্থ অর্থ প্রকাশ করা হইয়াছে। সেই সত্যার্থ না জানিয়া শৈব, শাক্ত এবং বৈষ্ণবাদি সম্প্রদায়ী লোক পরস্পর পরস্পরের নামের নিন্দা করিয়া থাকে। মন্দমতিগণ একটুও নিজ নিজ বুদ্ধির চালনা করিয়া বিচার করে না যে, এই সকল বিষ্ণু, রুদ্র ও শিবাদি নাম এক অদ্বিতীয় সর্ব্বনিয়ন্তা ও সর্ব্বান্তর্য্যামী জগদীশ্বর যিনি অনন্ত গুণ কর্ম্ম ও স্বভাবযুক্ত বলিয়া তাঁহারই বাচক হয়। এই সকল লোকের উপর কি ঈশ্বরের কোপ হইয়া থাকে না ? এক্ষণে চক্রাঙ্কিত বৈষ্ণবদিগের অদ্ভুত মায়া দেখ :—

তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মালা মন্ত্রস্তথৈব চ।
অমী হি পঞ্চ সংস্কারাঃ পরমৈকান্তহেতবঃ॥
অতপ্ত তনূর্ন তদামো অশ্নুতে। ইতি শ্রুতেঃ।
রামানুজপটলপদ্ধতৌ॥

অর্থাৎ ( তাপঃ ) শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্ম এই চারিকে অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া বাহু মূলে দাগ দিয়া পরে দুগ্ধযুক্ত পাত্রে মজ্জিত করে এবং কেহ কেহ সেই দুগ্ধ পান করে। এক্ষণে দেখ যে উহাতে প্রত্যক্ষ মনুষ্য মাংসের স্বাদ আসিয়া থাকে। এইরূপ কার্য্য পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইবার জন্য করিয়া থাকে এবং বলে যে শঙ্খ ও চক্রাদি দ্বারা শরীর তাপিত করা ব্যতিরেকে, জীব পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হয় না কারণ, অনন্ত শরীর ( আমঃ ) অর্থাৎ কাঁচা। রাজ্যের "চাপরাস্" আদি চিহ্ন থাকিলে যেরূপ সকল লোকে রাজপুরুষ জানিয়া ভীত হয় তদ্রূপই, বিষ্ণুর শঙ্খ ও চক্রাদি দেখিয়া যমরাজ এবং তাঁহার গণ ভীত হয়। ইহারা বলে যে :—

দোবানা বড়া দয়াল কা তিলক ছাপ ঔর মাল।
যম ডরপৈ কালু কহে ভয়মানে ভূপাল॥ ( দোঁহা )

অর্থাৎ ভগবানের নির্ম্মিত তিলক, ছাপ এবং মালা ধারণ করাই শ্রেষ্ঠ এবং উহা হইতে যমরাজ এবং রাজাও ভীত হয়েন। ( পুণ্ড্রম্ ) ললাটে ত্রিশূলের সদৃশ চিত্র অঙ্কিত করা ( নাম ) নারায়ণ দাস, বিষ্ণুদাস অর্থাৎ নামে দাস শব্দান্ত রাখা। ( মালা ) কমল মূলের মালা। পঞ্চম ( মন্ত্র ) যেমনঃ—"ওঁ নমো নারায়ণায়।" ইহা উহারা সাধারণ লোকদিগের জন্য রচনা করিয়া রাখিয়াছে। তদ্ব্যতীত "শ্রীমন্নারায়ণচরণং শরণং প্রপদ্যে" "শ্রীমতে নারায়ণায় নমঃ" "শ্রীমতে রামানুজায় নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্র ধনাঢ্য এবং মাননীয়দিগের জন্য রচনা করা হইয়াছে। দেখ ইহারাও এক দোকান খুলিয়াছে! ইহাদিগের মুখও যেমন তিলকও তদ্রূপ! এই পাঁচ সংস্কারকে চক্রাঙ্কিতগণ মুক্তির হেতু মনে করে। এই সকল মন্ত্রের অর্থ এই :—আমি নারায়ণকে নমস্কার করি; আমি লক্ষ্মীযুক্ত নারায়ণের চরণারবিন্দে শরণ প্রাপ্ত হই এবং শ্রীযুক্ত নারায়ণকে নমস্কার করিতেছি অর্থাৎ শোভাযুক্ত নারায়ণের প্রতি আমার নমস্কার হইতেছে। বামমার্গীরা যেরূপ পঞ্চমকার স্বীকার করে তদ্রূপ, ইহারাও চক্রাঙ্কিত পঞ্চ সংস্কার স্বীকার করে। আপনাদিগকে শঙ্খ ও চক্রাদি দ্বারা দাগ দিবার জন্য প্রমাণস্বরূপ যে বেদ মন্ত্র উদ্ধৃত করে তাহার অর্থ এবং পাঠ এইরূপ :—

পবিত্রং তে বিততং ব্রহ্মণস্পতে প্রভুর্গাত্রাণি পর্য্যেষি বিশ্বতঃ।
অতপ্তনূর্ন তদামো অশ্নুতে শৃতাস ইদ্বহন্তস্তৎসমাশত ॥ ১
তপোষ্পবিত্রং বিততং দিবস্পদে ॥ ২ ॥ ঋঃ।
মং ৯। সূঃ ৮৩। মন্ত্র ১। ২॥

হে ব্রহ্মাণ্ড এবং বেদের পালক প্রভু! আপনি সর্ব্বসামর্থ্যযুক্ত ও সর্ব্বশক্তিমান্! আপনি আপনার ব্যাপ্তি দ্বারা সংসারের সকল অবয়বকে ব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছেন। ব্রহ্মচর্য্য সত্যভাষণ শম, দম, যোগাভ্যাস, জিতেন্দ্রিয়তা ও সৎসঙ্গাদি তপশ্চর্য্যরহিত এবং অন্তঃকরণ যুক্ত অপরিপক্ক আত্মা আপনার সেই ব্যাপক এবং পবিত্র স্বরূপকে প্রাপ্ত হয় না। পরন্তু যে পূর্ব্বোক্ত তপশ্চর্য্যাদ্বারা শুদ্ধ হইয়াছে সেই, তাদৃশ তপোনুষ্ঠান করতঃ উত্তমপ্রকারে আপনার উক্ত শুদ্ধ স্বরূপকে প্রাপ্ত হয়। প্রকাশস্বরূপ পরমেশ্বরের সৃষ্টিতে বিস্তৃত পবিত্রাচরণরূপ তপস্যা যে করে সেই, পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইবার যোগ্য হয়। এক্ষণে বিচার কর যে রামনুজীয়াদিলোক এই মন্ত্র দ্বারা কিরূপে "চক্রাঙ্কিত হওয়া" সিদ্ধ করে? অতএব বল ইহারা কি বিদ্বান্ অথবা অবিদ্বান্ ছিল? যদি বল বিদ্বান্ ছিল তবে, এই মন্ত্রের এরূপ অসম্ভাবিত অর্থ কেন করিল? এই মন্ত্রে "অতপ্ততনূঃ" শব্দ রহিয়াছে এবং "সতপ্তভুজৈকদেশঃ" এরূপ নাই। "অতপ্ততনূঃ" ইহা নখশিখাগ্রপর্য্যন্ত সমুদায়ার্থক জানিয়া চক্রাঙ্কিত লোক অগ্নিতে তাপিত করা এইরূপ স্বীকার করিয়া যদি চুল্লীর উপর নিক্ষিপ্ত করতঃ সমুদয় শরীর ভস্মীভূত করিয়া ফেলে তথাপি, উক্ত মন্ত্রের অর্থের বিরুদ্ধ হইবে কারণ, উক্তমন্ত্রে সত্যভাষণাদি পবিত্র কর্ম্মের অনুষ্ঠান করাকেই "তপঃ" কথিত হইয়াছে।

ঋতং তপঃ সত্যং তপঃ শ্রুতং তপঃ শান্তং তপো দমস্তপঃ॥
তৈত্তিরীয়ঃ প্রঃ ১০। অঃ ৮॥

ইত্যাদিকে তপঃ কথিত হয়। অর্থাৎ (ঋতং তপঃ) যথার্থ শুদ্ধভাব, সত্যমনন, সত্য-কথন, সত্যানুষ্ঠান, মনকে অধর্ম্মে যাইতে না দেওয়া, অন্যায়াচরণ হইতে বাহ্য ইন্দ্রিয়-দিগকে নিরস্ত করা, অর্থাৎ শরীর, ইন্দ্রিয় এবং মন দ্বারা শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মযুক্ত কার্য্যের নাম তপঃ। শরীরকে তাপিত করিয়া চর্ম্ম ভস্মীভূত করাকে তপঃ কহে না। দেখ! চক্রাঙ্কিত লোক আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব মনে

করে, কিন্তু আপনাদিগের পরম্পরানুসারে অনুষ্ঠিত কুকর্ম্মের দিকে দৃষ্টিপাত করে না। প্রথমতঃ ইহার মূলপুরুষ "শঠকোপ" রচিত চক্রাঙ্কিত গ্রন্থ এবং নাভাডোম রচিত ভক্তমাল গ্রন্থে লিখিত আছে যে :—

"বিক্রীয় শূর্পং বিচচার যোগী" ॥

ইত্যাদি বচন চক্রাঙ্কিতদিগের গ্রন্থে লিখিত আছে। শঠকোপ যোগী কুলা প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করতঃ বিচরণ করিতেন অর্থাৎ তিনি ব্যাধ জাতিতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণদিগের নিকট বেদাদি পাঠ এবং শ্রবণ প্রার্থনা করাতে ব্রাহ্মণগণ তিরস্কার করিয়া থাকিবেন। এইজন্য তিনি ব্রাহ্মণদিগের বিরুদ্ধ তিলক ও চক্রাঙ্কিতাদি শাস্ত্রবিরুদ্ধ সম্প্রদায়াদি আপনার মনের মত বিষয় সকল প্রচলিত করিয়া থাকিবেন। চাণ্ডাল বর্ণোৎপন্ন মুনিবাহন তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। যবন কুলোৎপন্ন "যাবনাচার্য্য" মুনিবাহনের শিষ্য হইয়াছিলেন। তাঁহাকে কেহ "বদল" এবং কেহ যাবনাচার্য্যও নাম দিয়া থাকেন। তাহার পর ব্রাহ্মণ-কুলোৎপন্ন "রামানুজ" চক্রাঙ্কিত হইয়াছিলেন। ইঁহার পূর্ব্বে সকলে দেশীয় ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। রামানুজ কিছু সংস্কৃত পাঠ করিয়া সংস্কৃতে শ্লোক নিবদ্ধ গ্রন্থ এবং শঙ্করার্য্যের টীকার বিরুদ্ধ শারীরিক সূত্রের এবং উপনিষদের টীকা রচনা করেন যাহাতে শঙ্করাচার্য্যের অনেক নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্যের মত অদ্বৈতবাদ অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্ম একই এবং দ্বিতীয় কোন বস্তু বাস্তবিক নাই; জগৎ প্রপঞ্চ সমস্ত মিথ্যা, মায়ারূপ এবং অনিত্য। রামানুজের মত তদ্বিরুদ্ধ এবং তদনুসারে জীব, ব্রহ্ম এবং মায়া এই তিনই নিত্য। এস্থলে শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে ব্রহ্মাতিরিক্ত জীব এবং কারণবস্তু স্বীকার না করা ঠিক নহে; এবং রামানুজের এই অংশে বিশিষ্টাদ্বৈত স্বীকার করা অর্থাৎ জীব ও মায়া সহিত পরমেশ্বর এক, অর্থাৎ এই তিনকে স্বীকার করা অথচ অদ্বৈত কহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ। চক্রাঙ্কিতাদি মতে জীব ঈশ্বরের সর্ব্বপ্রকারে অধীন ও পরতন্ত্র স্বীকার করা, কণ্ঠি, তিলক, মালা এবং মূর্ত্তি পূজনাদি পাষণ্ড মত প্রচলিত করা প্রভৃতি অনেক মন্দ বিষয় আছে। চক্রাঙ্কিতাদি যে পরিমাণ বেদবিরোধী শঙ্করাচার্য্যের মত তাদৃশ নহে।

(প্রশ্ন) মূর্ত্তিপূজা কোথা হইতে চলিল? (উত্তর) জৈনদিগের হইতে। (প্রশ্ন) জৈনগণ কোথা হইতে চালাইল? (উত্তর) আপনাদিগের মূর্খতা হইতে। (প্রশ্ন) জৈনগণ কহেন যে শান্ত ধ্যানাবস্থিত ও যোগে উপবিষ্ট মূর্ত্তি দর্শনে জীবের তদ্রূপ শুভ পরিণাম হইয়া থাকে। (উত্তর) জীব চেতন, এবং মূর্ত্তি জড়। অতএব কি জড় মূর্ত্তি দর্শন করিয়া জীবও জড় হইয়া যাইবে? এই মূর্ত্তিপূজা কেবল পাষণ্ড মত মাত্র এবং জৈনদিগের কর্ত্তৃক প্রচলিত। এইজন্য দ্বাদশ সমুল্লাসে ইহার খণ্ডন

করা যাইবে। (প্রশ্ন) শাক্তাদিলোকে মূর্ত্তি সম্বন্ধে জৈনদিগের অনুকরণ করে নাই, কারণ বৈষ্ণবাদির মূর্ত্তি জৈনদিগের মূর্ত্তির সদৃশ নহে। (উত্তর) ইহা সত্য জৈনদিগের তুল্য নির্ম্মাণ করিলে জৈন মতের সহিত ঐক্য হইত, এইজন্য উহাদিগের মূর্ত্তির বিরুদ্ধ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। কারণ জৈনদিগের সহিত বিরোধ করা ইহাদিগের এবং ইহাদিগের সহিত বিরোধ করা জৈনদিগের মুখ্য কার্য্য ছিল। জৈনগণ যেরূপ বিবস্ত্র, ধ্যানাবস্থিত এবং বিরক্ত মনুষ্যের সদৃশ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিত। বৈষ্ণবাদি তাহার বিরুদ্ধভাবে যথেষ্ট সজ্জিত, স্ত্রীসহিতরঙ্গরাগযুক্ত, ভীমাকার, বিষয়াসক্ত আকারবিশিষ্ট, উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিল। জৈনীগণ অনেক শঙ্খ, ঘণ্টা এবং ঘড়ী প্রভৃতি বাজাইত না। উহারা অত্যন্ত কোলাহল করিত। এইরূপ লীলা করাতেই "পোপের" শিষ্য বৈষ্ণবাদি সম্প্রদায়ী গণ জৈনদিগের জাল হইতে রক্ষা পাইয়া ইহাদিগের লীলায় মুগ্ধ হইয়া উহাতেই আসক্ত হয়। ইহারা ব্যাসাদি মহর্ষিদিগের নামে আপনাদিগের মনের মত অসম্ভব গাথা যুক্ত অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিল। উহাদিগের নাম "পুরাণ" রাখিয়া তাহার কথা শুনাইতে আরম্ভ করিল। পরে এতাদৃশ বিচিত্র মায়া রচনা করিতে লাগিল যে প্রস্তরাদি মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করতঃ গুপ্ত-ভাবে পর্ব্বতে, বনে অথবা ভূমি মধ্যে নিহিত করিয়া পরে আপনাদিগের শিষ্যদিগে মধ্যে প্রচার করিতে লাগিল যে, রাত্রিতে মহাদেব, পার্ব্বতী, রাধা, কৃষ্ণ, সীতা, লক্ষ্মী-নারায়ণ, ভৈরব অথবা হনুমানাদি স্বপ্নে আমাকে বলিয়াছেন যে, আমি অমুক স্থানে আছি, আমাকে সে স্থল হইতে লইয়া আইস ও মন্দিরে স্থাপন কর এবং তুমি যদি আমার পূজক হও তাহা হইলে তোমাকে মনোবাঞ্ছিত ফল প্রদান করিব ইত্যাদি। বিচার হীন ধনাঢ্য লোক "পোপের" এই লীলা শ্রবণ করতঃ সত্য মনে করিল এবং জিজ্ঞাসা করিল যে এরূপ মূর্ত্তি কোথায় আছে? তখন পোপ মহাশয় বলিলেন যে অমুক পাহাড়ে বা জঙ্গলে আছেন, আমার সঙ্গে চল দেখাইয়া দিব। পরে উক্ত নির্ব্বুদ্ধি উক্ত ধূর্ত্তের সহিত গমন করতঃ তাদৃশ স্থলে উপস্থিত হইয়া দর্শন করতঃ আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং "পোপের" চরণে পতিত হইয়া বলিল যে আপনার উপর এই দেবতার অতিশয় কৃপা, এক্ষণে আপনি ইহাকে লইয়া চলুন, আমি ইহার জন্য মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিব এবং উহাতে ইহাঁর স্থাপনা করতঃ আপনিই পূজা করিতে থাকিবেন। আমরাও এই প্রতিপান্বিত দেবতার দর্শন ও স্পর্শন করিয়া মনোবাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত হইব। একজন যখন এইরূপ লীলা প্রকাশ করিল তখন উহা দেখিয়া অপরাপর "পোপ"গণও আপনাদিগের জীবিকার্থ ছল ও কপট দ্বারা মূর্ত্তি স্থাপন করিল। (প্রশ্ন) পরমেশ্বর নিরাকার। তিনি ধ্যানে আসিতে পারেন না, এইজন্য অবশ্য মূর্ত্তি হওয়া আবশ্যক। আচ্ছা যদি কিছুই না করে তথাপি মূর্ত্তির সম্মুখে যাইয়া কৃতাঞ্জলি

হইয়া পরমেশ্বরকে স্মরণ এবং তাঁহার নাম গ্রহণ করা হয়, ইহাতে হানি কি ? (উত্তর) যখন পরমেশ্বর নিরাকার এবং সর্ব্বব্যাপক, তখন তাঁহার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ হইতে পারে না। যদি মূর্ত্তি দর্শনেই স্মরণ হয় তাহা হইলে পরমেশ্বরের রচিত পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, বনস্পতি আদি নানা প্রকার পদার্থ যাহাতে, ঈশ্বর অদ্ভুত রচনা করিয়াছেন এবং যে পর্ব্বতাদি হইতে মনুষ্যকৃত মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয় তাদৃশ, রচনাযুক্ত পৃথিবী ও পর্ব্বতাদি পরমেশ্বর রচিত মহামূর্ত্তিদর্শন করিয়া কি পরমেশ্বরের স্মরণ হইতে পারে না ? আর তুমি বলিতেছ যে মূর্ত্তিদর্শনে পরমেশ্বরের স্মরণ হয় উহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। যখন পাষাণাদি মূর্ত্তি সমক্ষে থাকিবে না তখন, পরমেশ্বরের স্মরণ না হওয়াতে মনুষ্য নির্জ্জন পাইয়া চৌর্য্য ও লাম্পট্যাদি কুকর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারে। কারণ সে জানিবে যে এ সময়ে এ স্থানে আমাকে কেহই দেখিতেছে না সুতরাং, সে অনর্থ করিতে ক্ষান্ত হইবে না ইত্যাদি অনেক দোষ পাষাণাদি মূর্ত্তি পূজায় ঘটিবার সম্ভাবনা। নিশ্চয় জানিবে যে, পাষাণাদি মূর্ত্তি পূজা না মানিয়া এবং সর্ব্বদা সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বান্তর্য্যামী ও ন্যায়াধীশ পরমাত্মাকে সর্ব্বত্র বিদ্যমান জানিয়া এবং মনে করিয়া, পুরুষ পরমেশ্বরকে সর্ব্বদা এবং সর্ব্বত্র সকলের সদসৎ কার্য্যের দ্রষ্টা মনে করে এবং ক্ষণমাত্রও পরমাত্মা হইতে আপনাকে পৃথক না জানে, সে কুকর্ম্মের কথা দূরে থাকুক, মনেও কখন কুচেষ্টা করিতে পারে না। কারণ সে জানে যে আমি মন, বচন, অথবা কর্ম্ম দ্বারা কিছু অসৎ কার্য্য করিলে সেই অন্তর্য্যামীর ন্যায়বশতঃ দণ্ড প্রাপ্তি হইতে রক্ষা পাইব না। অধিকন্তু নাম স্মরণ মাত্রে কোনও ফল হয় না। যেরূপ "মিশ্রি মিশ্রি" বলিলে মুখ মিষ্ট হয় না অথবা "নিম্ব নিম্ব" করিলে মুখ তিক্ত হয় না পরন্তু, জিহ্বা দ্বারা আস্বাদন করিলেই মিষ্ট অথবা তিক্ত জানা যায়। (প্রশ্ন) নাম গ্রহণ কি সর্ব্বথা মিথ্যা ? পুরাণের সর্ব্বত্রই নাম স্মরণের মহান্ মাহাত্ম্য লিখিত আছে। (উত্তর) নাম লইবার তোমাদিগের রীতি উত্তম নহে। তোমরা যে প্রকারে নাম স্মরণ কর, তাদৃশী রীতি মিথ্যা। (প্রশ্ন) আমাদিগের রীতি কিরূপ ? (উত্তর) বেদবিরুদ্ধ। (প্রশ্ন) তবে এক্ষণে আপনি আমাদিগকে নাম স্মরণের বেদোক্ত রীতি বলিয়া দিউন। (উত্তর) নাম স্মরণ এই প্রকারে করিতে হইবে; যেরূপ "ন্যায়কারী" ইহা ঈশ্বরের একটি নাম, এই নামের অর্থ এই যে পরমাত্মা পক্ষপাত রহিত হইয়া সকলের প্রতি যথাবৎ ন্যায় প্রদর্শন করেন; অতএব উহাঁর নাম গ্রহণ করিয়া সর্ব্বদা ন্যায়যুক্ত ব্যবহার করিবে এবং কখন অন্যায় করিবে না। এইরূপে নাম গ্রহণ হইতেও মনুষ্যের কল্যাণ হইতে পারে।

(প্রশ্ন) আমি জানি যে পরমেশ্বর নিরাকার, কিন্তু তিনি শিব, বিষ্ণু, গণেশ, সূর্য্য এবং দেবী আদির শরীর ধারণ করিয়াছিলেন এবং রামকৃষ্ণাদি অবতার গ্রহণ করিয়া-

ছিলেন। এইজন্য উহাদিগের মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়। ইহাও কি মিথ্যা কথা? (উত্তর) হাঁ মিথ্যা। বেদে "অজ একপাৎ" "অকায়ম্" ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা পরমেশ্বরের জন্ম, মরণ এবং শরীর ধারণ রহিত ইহা কথিত হইয়াছে। যুক্তি দ্বারাও জানা যায় যে পরমেশ্বরের কখন অবতার হইতে পারে না। কারণ যিনি আকাশবৎ সর্ব্বত্র ব্যাপক অনন্ত, এবং সুখ, দুঃখ ও দৃশ্যাদি গুণ রহিত সেই ঈশ্বর এক ক্ষুদ্র বীর্য্যে, গর্ভাশয়ে এবং শরীরে কি প্রকারে আসিতে পারেন। যাহা এক দেশস্থ তাহারই গমনাগমন হয়। যাহা অচল, অদৃশ্য এবং এক পরমাণুও যাহা হইতে পৃথক্ বা শূন্য নহে তাহার, অবতার কথা বন্ধ্যাপুত্র বিবাহ করিয়াছে এবং তাহার পৌত্র দর্শন হইয়াছে, এইরূপ কথার ন্যায় জানিতে হইবে। (প্রশ্ন) যখন পরমেশ্বর ব্যাপক, তখন তিনি মূর্ত্তিতেও আছেন। এরূপ স্থলে কোন পদার্থের ভাবনা করতঃ পূজা করা কেন উত্তম নহে? দেখুন—

> ন কাষ্ঠে বিদ্যতে দেবো ন পাষাণে ন মৃন্ময়ে।
> ভাবে হি বিদ্যতে দেব স্তস্মাদ্ভাবো হি কারণম্॥

পরমেশ্বর দেব—কাষ্ঠে, পাষাণে অথবা মৃত্তিকা নির্ম্মিত পদার্থে নাই, কিন্তু তিনি ভাবনায় বিদ্যমান আছেন, এজন্য যে স্থানে ভাবনা করিবে সেই স্থানেই পরমেশ্বর সিদ্ধ হইবেন। [উত্তর] যখন পরমেশ্বর সর্ব্বত্রব্যাপক, তখন বস্তু বিশেষে তাঁহার ভাবনা করা এবং অন্যত্র না করা, ঠিক যেন চক্রবর্ত্তী রাজার সকল রাজ্যের বিদ্যমানতা লোপ করিয়া কোন একটি সামান্য কুটীরের অধিকারী মনে করা। দেখ এইরূপ মনে করা রাজাকে কতদূর অপমান করা হয়। তুমিও তদ্রূপ পরমেশ্বরকে অপমান করিতেছ। যখন ব্যাপক মনে কর, তখন উদ্যান হইতে পুষ্প ও পত্র চয়ন করিয়া কেন প্রদান কর? কেনই বা চন্দন লেপ কর? ধূপ প্রজ্বলিত কেন কর? ঘণ্টা, ঘড়ী, কাঁশী ও মৃদঙ্গাদি যষ্টি দ্বারা কেন আঘাত করিতেছ? তোমার হস্তেই রহিয়াছেন, তবে কেন কৃতাঞ্জলি বদ্ধ করিতেছ? মস্তকে রহিয়াছেন, তবে কেন মস্তক অবনত কর? অন্ন ও জলাদি দ্বারা কেন নৈবেদ্য অর্পণ কর? জলে রহিয়াছেন, তবে কেন স্নান করাও? পরমাত্মা উক্ত সমস্ত পদার্থে ব্যাপক রহিয়াছেন, তুমি ব্যাপকের পূজা কর অথবা ব্যাপ্যের পূজা কর; যদি ব্যাপকের পূজা কর তবে, প্রস্তর এবং কাষ্ঠের উপর চন্দন ও পুষ্পাদি কেন অর্পণ করিয়া থাক? আর যদি ব্যাপ্যের পূজা কর এরূপ হয়, তবে "আমি পরমেশ্বরের পূজা করি" এই মিথা কথা কেন বলিতেছ? "আমি পাষাণাদির পূজক" এই সত্য কথা কেন না বল?

এক্ষণে বল "ভাবনা" সত্য অথবা মিথ্যা? যদি বল সত্য, তাহা হইলে পরমেশ্বর

তোমার ভাবের অধীন হইয়া বদ্ধ হইয়া যাইবেন। অপরন্তু তুমি ঐরূপ ভাবনা দ্বারা মৃত্তিকাকে সুবর্ণ ও রজতাদি, পাষাণকে হীরক ও পান্নাদি, সমুদ্র ফেণকে মুক্তা, জলকে ঘৃত, দুগ্ধ ও দধি প্রভৃতি এবং ধূলিকে ময়দা এবং শর্করা কেন না নির্ম্মাণ কর? তোমরা কখন দুঃখের ভাবনা কর না, অথচ উহা হয় কেন? অনবরত সুখের ভাবনা কর অথচ, উহা প্রাপ্ত হও না কেন? অন্ধ পুরুষ নেত্রের ভাবনা করিয়া কেন দেখিতে পায় না? কেহ মৃত্যুর ভাবনা করে না অথচ মরে কেন? সুতরাং তোমার ভাবনা সত্য নহে; কারণ যে বস্তু যেরূপ তাহাকে তদ্রূপ মনে করার নাম ভাবনা। যেরূপ অগ্নিতে অগ্নি বা জলে জলজ্ঞান করাকেই ভাবনা বলে এবং জলে অগ্নি অথবা অগ্নিতে জল বোধ করাকে অভাবনা কহে। কারণ যাহা যেরূপ তাহাকে তদ্রূপ জানার নাম জ্ঞান এবং অন্যথা জানাকে অজ্ঞান কহে। সুতরাং তুমি অভাবনাকে ভাবনা এবং ভাবনাকে অভাবনা বলিতেছ। (প্রশ্ন) দেখুন মহাশয়! যাবৎ বেদমন্ত্র দ্বারা আবাহন করা না হয় তাবৎ দেবতা আইসেন না, আবাহন করিলেই তৎক্ষণাৎ তিনি উপস্থিত হন এবং বিসর্জ্জন দিলেই চলিয়া যান। (উত্তর) যদি মন্ত্র পাঠ করতঃ আবাহন করিলে দেবতা আই-সেন তাহা হইলে, মূর্ত্তি কেন চেতন হইয়া যায় না? এবং বিসর্জ্জনের পরই বা কেন উক্ত চেতনতা চলিয়া যায় না? উক্ত দেবতা কোথা হইতে আইসেন এবং কোথায় বা গমন করেন? শুন ভাই! পূর্ণ পরমাত্মা আইসেনও না এবং যানও না। যদি তুমি মন্ত্র দ্বারা পরমেশ্বরকে আবাহন করিয়া উপস্থিত করাইতে পার তবে, তুমি তোমার মৃতপুত্রের শরীরে উক্ত মন্ত্রবল দ্বারা উহার জীবনকে আবাহন করিয়া লও না কেন? অপরন্তু শত্রুর শরীরস্থিত জীবাত্মাকে কেনই বিসর্জ্জন করিয়া বিনাশ না কর? শুন ভাই! নির্ব্বুদ্ধি এবং সরলচিত্ত লোক সকলকে পোপ মহাশয়েরা প্রতারণা করিয়া আপনাদিগের প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়া থাকেন। বেদে পাষাণাদি মূর্ত্তি পূজা এবং পরমেশ্বরের আবাহন বিসর্জ্জনের জন্য কোন অক্ষর বা মন্ত্র নাই। (প্রশ্ন):—

প্রাণা ইহাগচ্ছন্তু সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা। আত্মেহা-গচ্ছতু সুখং চিরং তিষ্ঠতু স্বাহা। ইন্দ্রিয়াণীহাগচ্ছন্তু সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা।

এই সকল বেদমন্ত্র রহিয়াছে। তবে কেন আপনি বলিতেছেন যে নাই। (উত্তর) অহে ভাই? বুদ্ধিকে অল্প পরিমাণেও আপনার কার্য্যে প্রয়োগ কর। বামমার্গীদিগের বেদ-বিরুদ্ধ তন্ত্রগ্রন্থের এ সমস্ত কপোল কল্পিত ও পোপরচিত পঙ্‌ক্তি জানিবে; ইহা বেদবচন নহে। (প্রশ্ন) তন্ত্র কি মিথ্যা? (উত্তর) হাঁ সর্ব্বপ্রকারে মিথ্যা। যেরূপ পাষাণাদি

মূর্ত্তি বিষয়ক আবাহন ও প্রাণপ্রতিষ্ঠাদি সম্বন্ধে বেদে এক অক্ষরও নাই তদ্রূপ "স্নানং সমর্পয়ামি" ইত্যাদি বচনও নাই। এ পর্য্যন্তও নাই যে "পাষাণাদিমূর্ত্তিং রচয়িত্বা মন্দিরেষু সংস্থাপ্য গন্ধাদিভিরর্চ্চয়েৎ" অর্থাৎ পাষাণের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া মন্দিরে স্থাপন করতঃ চন্দন ও অক্ষতাদি দ্বারা পূজা করিবে—ইহার লেশমাত্রও নাই। (প্রশ্ন) যদি বেদে ইহার বিধি না থাকে, তাহা হইলে ইহার খণ্ডনও নাই। আর যদি খণ্ডন থাকে, তাহা হইলে "প্রাপ্তৌ সত্যাং নিষেধঃ" অর্থাৎ মূর্ত্তি পূজা থাকিলেই তাহার খণ্ডন হইতে পারে। (উত্তর) বিধি নিশ্চয়ই নাই। তদ্ভিন্ন পরমেশ্বরের স্থানে অন্য কোন পদার্থকে পূজনীয় মানিবে না এবং উহার সর্ব্বথা নিষেধ করা হইয়াছে। অপূর্ব্ব বিধি কি হয় না? শুন এইরূপ আছে :—

অন্ধন্তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাꣳরতাঃ।
যজুঃ॥ অঃ ৪০। মঃ ৯॥
ন তস্য প্রতিমা অস্তি। যজুঃ॥ অঃ ৩২। মঃ ৩॥
যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥
যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।
যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূꣳষি পশ্যন্তি।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥
যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদꣳ শ্রুতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।
যৎপ্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥
কেনোপনিষৎ॥

যে অসম্ভূতি অর্থাৎ অনুৎপন্ন ও অনাদি প্রকৃতিরূপ কারণকে ব্রহ্মস্থানীয় করিয়া উপাসনা করে সে, অন্ধকার অর্থাৎ অজ্ঞান এবং দুঃখসাগরে নিমগ্ন হয়। এবং যে সম্ভূতিকে অর্থাৎ কারণ হইতে উৎপন্ন কার্য্যরূপ পৃথিবী আদি ভূত, পাষাণ, বৃক্ষাদির

অবয়ব এবং মনুষ্যাদির শরীরকে ব্রহ্মস্থানীয় করিয়া উপাসনা করে সে পূর্ব্বোক্ত অন্ধকার অপেক্ষা অধিক অন্ধকারে পতিত হয় অর্থাৎ উক্ত মহামূর্খ চিরকাল ঘোর দুঃখরূপ নরকে পতিত হইয়া মহাক্লেশ ভোগ করে। যিনি সমস্ত জগতে ব্যাপক সেই নিরাকার পরমাত্মার প্রতিমা, পরিমাণ, সাদৃশ্য অথবা মূর্ত্তি নাই। যিনি বাণীর ইয়ত্তার অর্থাৎ "এই জল গ্রহণ কর" এইরূপ বিষয়ীভূত নহেন এবং যাঁহার ধারণ ও সত্তাবশতঃ বাণার প্রবৃত্তি হয় তাঁহাকেই, ব্রহ্ম জানিয়া উপাসনা কর; তদ্ভিন্ন পদার্থ উপাসনীয় নহে। মনের দ্বারা "ইয়ত্তা" করিলে যিনি মনে আইসেন না এবং যিনি মনকে জানেন সেই ব্রহ্মকে তুমি জান এবং তাঁহারই উপাসনা কর; তদ্ভিন্ন যে জীব এবং অন্তঃকরণ আছে, তাহাদিগকে ব্রহ্মস্থানীয় করিয়া উপাসনা করিও না। চক্ষুর্দ্বারা যিনি দৃষ্ট হয়েন না এবং যাঁহার নিমিত্ত চক্ষু বস্তু সকলকে দেখিতে পায়, তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান এবং তাঁহার উপাসনা কর; তদ্ভিন্ন সূর্য্য, বিদ্যুৎ এবং অগ্নি আদি যে সকল জড় পদার্থ আছে, তাহারই উপাসনা করিও না। শ্রোত্র দ্বারা যিনি শ্রুত হয়েন না এবং যাঁহার নিমিত্ত শ্রোত্র শুনিতে পায়, তুমি তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জান এবং তাঁহারই উপাসনা কর; তদ্ভিন্ন শব্দাদিকে তাঁহার স্থানে উপাসনা করিও না। যিনি প্রাণ সমূহ দ্বারা চালিত হয়েন না এবং যাঁহার নিমিত্ত প্রাণ গতিশীল হয় তুমি, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান এবং উপাসনা কর; তদ্ভিন্ন বায়ুকে উপাসনা করিও না। ইত্যাদি অনেক নিষেধ আছে। প্রাপ্তের এবং অপ্রাপ্তেরও নিষেধ হইয়া থাকে। "প্রাপ্তের" নিষেধ যেমন কেহ বসিয়া আছে তাহাকে উঠাইয়া দেওয়া। "অপ্রাপ্তের" নিষেধ যেমন হে পুত্র! তুমি কখন চুরি করিও না, কূপে পতিত হইও না, দুষ্টের সঙ্গ করিও না, অথবা বিদ্যাহীন থাকিও না ইত্যাদি। অতএব অপ্রাপ্তেরও নিষেধ হইতে পারে। উক্ত নিষেধ মনুষ্যের জ্ঞানে অপ্রাপ্ত এবং পরমেশ্বরের জ্ঞানে প্রাপ্ত। সুতরাং পাষাণাদি মূর্ত্তিপূজা অত্যন্ত নিষিদ্ধ। (প্রশ্ন) মূর্ত্তি পূজায় যেমন পুণ্য নাই, পাপও তো তেমন নাই? (উত্তর) অর্থ দুই প্রকারের হইয়া থাকে। প্রথম বিহিত, যেমন সত্যভাষণাদি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বেদে প্রতিপাদিত আছে। দ্বিতীয় নিষিদ্ধ যেমন মিথ্যা ভাষণাদি যাহা অকর্ত্তব্য বলিয়া বেদে প্রতিপাদিত আছে। বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে যেমন পুণ্য এবং উহার অকরণে অধর্ম্ম হয় তদ্রূপ নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অধর্ম্ম এবং উহার অকরণে ধর্ম্ম হইয়া থাকে। যখন তুমি বেদানুসারে নিষিদ্ধ মূর্ত্তি পূজাদি কর্ম্ম করিতেছ, তখন কেন পাপ না হইবে? (প্রশ্ন) দেখুন! বেদ অনাদি তৎসময়ে মূর্ত্তির প্রয়োজন ছিল না। কারণ দেবতা প্রথমে প্রত্যক্ষ ছিলেন। পশ্চাৎ তন্ত্র ও পুরাণানুসারে এই রীতি প্রচলিত হইয়াছে। যখন মনুষ্যদিগের জ্ঞান এবং সামর্থ্য ন্যূন হইয়া গেল তখন, ধ্যানে পরমেশ্বরকে আনিতে পারিত না, কিন্তু মূর্ত্তির

ধ্যান করিতে পারিত। এইজন্য অজ্ঞানীদিগের জন্য মূর্ত্তিপূজা হইয়াছে। কারণ সোপান পরম্পরা দ্বারা উঠিলেই গৃহের উপর উঠিতে পারে, আর প্রথম সোপান ছাড়িয়া উপরে উঠিতে ইচ্ছা করিলে উঠিতে পারে না। এইজন্য মূর্ত্তি পূজা প্রথম সোপান স্বরূপ। ইহার পূজা করিতে করিতে যখন জ্ঞানোদয় হইয়া অন্তঃকরণ পবিত্র হইবে, তখন, পরমেশ্বরের ধ্যান করিতে পারিবে। লক্ষ্যবেদ্ধা যেরূপ প্রথম স্থূল লক্ষ্যে তীর, গুলী অথবা গোলা আদি নিক্ষেপ করিতে করিতে পশ্চাৎ সূক্ষ্ম ও চিহ্নানুসারে আঘাত করিতে পারে, তদ্রূপ স্থূলমূর্ত্তির পূজা করিতে করিতে পরে সূক্ষ্ম ব্রহ্মকেও প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যেরূপ কুমারীগণ যতদিন যথার্থ পতি লাভ না করে, ততদিন পুত্তলিকা লইয়া ক্রীড়াপতি করিয়া ক্রীড়া করে, তদ্রূপ মূর্ত্তিপূজা করা দুষ্কার্য্য নহে। (উত্তর) যখন বেদবিহিত কার্য্যই ধর্ম্ম, ও বেদবিরুদ্ধাচরণই অধর্ম্ম হইল তখন, তুমি বলিলেও মূর্ত্তিপূজা করা অধর্ম্ম ইহা স্থির সিদ্ধান্ত জানিবে। যে যে পুস্তক বেদবিরুদ্ধ তত্তৎকে প্রমাণ দেওয়াও নাস্তিকতা প্রকাশ করা জানিবে। যথা:—

নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ॥ মনুঃ ২। ১১।
যা বেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ।
সর্ব্বাস্তা নিষ্ফলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠা হি তাঃ স্মৃতাঃ॥
উৎপদ্যন্তে চ্যবন্তেচ যান্যতোঽন্যানি কানিচিৎ।
তান্যর্ব্বাক্কালিকতয়া নিষ্ফলান্যনৃতানি চ॥
মঃ। অঃ ১২। ৯৫। ৯৬॥

মহাত্মা মনু বলিতেছেন যে, যে বেদের নিন্দা করে অর্থাৎ ইহার অপমান, ত্যাগ, অথবা বিরুদ্ধাচরণ করে তাহাকে নাস্তিক বলা যায়। যে সকল গ্রন্থ বেদবাহ্য, কুপুরুষ রচিত এবং সংসারকে দুঃখ সাগরে নিমগ্ন করে, তৎসমস্ত নিষ্ফল, অসত্য, অন্ধকার রূপ এবং ইহলোকে ও পরলোকে দুঃখদায়ক। যে সকল বেদ বিরুদ্ধ গ্রন্থ রচিত হয় উহা আধুনিক বলিয়া শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। উহাতে বিশ্বাস করা নিষ্ফল এবং মিথ্যা। ব্রহ্মা হইতে জৈমিনি মহর্ষি পর্য্যন্ত এইরূপ মত। বেদবিরুদ্ধ মতে বিশ্বাস না করা এবং বেদানুকূল আচরণ করাই ধর্ম্ম। কারণ বেদ সত্যার্থের প্রতিপাদক এবং তদ্বিরুদ্ধে যাবতীয় তন্ত্র এবং পুরাণ বেদবিরুদ্ধ বলিয়া তৎসমস্ত মিথ্যা, অতএব বেদ বিরুদ্ধ গ্রন্থে কথিত মূর্ত্তি পূজাও অধর্ম্ম। জড়ের পূজা দ্বারা মনুষ্যের জ্ঞান বৃদ্ধি হইতে পারে না বরং যাহা কিছু জ্ঞান আছে তাহাও নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং জ্ঞানীদিগের সেবা এবং সঙ্গ দ্বারা জ্ঞান বৃদ্ধি হয় পাষাণাদি হইতে হয় না। পাষাণাদি মূর্ত্তি পূজা দ্বারা ধ্যানে কি পর-

মেশ্বরকে আনিতে পারে? কখন নহে। মূর্ত্তি পূজা সোপান নহে বরং ইহা একটি বৃহৎ খাত। উহাতে পড়িয়া খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যায় এবং আর উহা হইতে উত্থিত হইতে পারে না বরং উহাতেই মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। অবশ্য অল্প বিদ্বান্ এবং ধার্ম্মিক হইতে পরম বিদ্বান্ যোগীদিগের সঙ্গদ্বারা সদ্বিদ্যা লাভ এবং সত্য ভাষণাদিকে গৃহের উপরে যাইতে যেরূপ নিম্নশ্রেণী হইয়া থাকে তদ্রূপ পরমেশ্বর প্রাপ্তির জন্য সোপান পরম্পরা বলা যাইতে পারে। কিন্তু মূর্ত্তি পূজা করিতে করিতে কেহই জ্ঞানী হয় নাই, বরং সমস্ত মূর্ত্তিপূজক অজ্ঞানী থাকিয়া ব্যর্থরূপে মনুষ্য জন্ম নষ্ট করিয়া মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছে এবং যাহারা আছে তাহারাও ঐরূপ প্রাপ্ত হইবে। ইহারাও ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ লাভ রূপ মনুষ্যজন্মের ফল লাভে বিমুখ হইয়া বৃথা নষ্ট হইয়া যাইবে। ব্রহ্মপ্রাপ্তি পক্ষে মূর্ত্তিপূজা স্থূল লক্ষ্যের ন্যায় নহে। ধার্ম্মিক এবং বিদ্বান্ পুরুষ সৃষ্টিবিদ্যাকে বর্দ্ধিত করিতে করিতে ব্রহ্মকেও প্রাপ্ত হয়। মূর্ত্তিপূজন পুত্তলিকা ক্রীড়াবৎও নহে। প্রথম অক্ষরাভ্যাস এবং সুশিক্ষাকেই ব্রহ্মপ্রাপ্তি সাধনের পক্ষে পুত্তলিকা ক্রীড়াবৎ জানিতে হইবে। শুন! যখন উত্তম শিক্ষা এবং বিদ্যালাভ হয় তখনই সত্য স্বামীস্বরূপ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। (প্রশ্ন) সাকারে মন স্থির থাকে কিন্তু নিরাকারে স্থির হওয়া দুরূহ। সুতরাং মূর্ত্তিপূজা করা উচিত। (উত্তর) সাকারে কখন মন স্থির হইতে পারে না। কারণ মন উহাকে সহসাই গ্রহণ করিয়া উহার প্রত্যেক অবয়বে বিচরণ করে এবং পরে অন্যের প্রতি ধাবমান হয়। কিন্তু নিরাকার পরমাত্মার গ্রহণ বিষয়ে মন যাবৎসামর্থ্য অত্যন্ত ধাবমান হইয়াও অন্ত পায় না এবং নিরবয়ব বলিয়া চঞ্চলও হয় না কিন্তু তাঁহার গুণ, কর্ম্ম ও স্বভাবের বিচার করিতে ২ আনন্দে মগ্ন হইয়া স্থির হইয়া যায়। যদি সাকারে মন স্থির হওয়া সম্ভব হইত তাহা হইলে, সমস্ত জগতের মনই স্থির হইয়া যাইত। কারণ জগতে মনুষ্য, স্ত্রী, পুত্র, ধন ও মিত্রাদি সাকারে আসক্ত থাকে। যাবৎ নিরাকারে মন প্রবৃত্ত না করিবে তাবৎ কাহারও মন স্থির হয় না, কারণ নিরবয়ব বলিয়াই উহাতে মন স্থির হয়। অতএব মূর্ত্তিপূজা করা অধর্ম্ম। দ্বিতীয়তঃ—কোটি ২ টাকা মন্দিরাদিতে ব্যয় করিয়া লোকে দরিদ্র হইয়া পড়ে এবং উহাতে প্রমাদ হইয়া থাকে। তৃতীয়তঃ—মন্দির সকলে স্ত্রী ও পুরুষদিগের একত্র হওয়াতে ব্যভিচার বিবাদ ও কলহ এবং রোগাদি হইয়া থাকে। চতুর্থতঃ—উহাকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের সাধন মনে করিয়া পুরুষার্থরহিত মনুষ্যজন্ম ব্যর্থ জীবন যাপিত হয়। পঞ্চমতঃ—নানাপ্রকারের বিরুদ্ধ নাম স্বরূপ ও চরিত্রযুক্ত মূর্ত্তিসকলের পূজকদিগের মধ্যে ঐকমত নষ্ট হইয়া বিরুদ্ধ মতে প্রবৃত্ত হওয়াতে ও পরস্পরের মধ্যে ভেদবুদ্ধি হওয়াতে দেশের বিনাশ সাধিত হয়। ষষ্ঠতঃ—মূর্ত্তির ভরসায় শত্রুদিগের পরাজয় এবং আপনাদিগের বিজয় হইবে এইরূপ বিশ্বাস করিয়া

লোকে নিশ্চেষ্ট থাকে। পরে পরাজিত হইলে রাজ্যের স্বাতন্ত্র্য ও ধনসুখ শত্রুদিগের ইচ্ছাধীন হয় এবং লোকসকল পরাধীন হইয়া "সরাই" রক্ষকদিগের অশ্বের ন্যায় এবং কুম্ভকারের গর্দ্দভের ন্যায় শত্রুর বশীভূত হইয়া বহুবিধ দুঃখ অনুভব করে। সপ্তমতঃ—যেমন কেহ কাহাকে বলে যে আমি তোমার উপবেশনের আসনের উপর অথবা নামের উপর প্রস্তর রাখি এবং সে উহা শুনিয়া যেরূপ উহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া প্রহার করে অথবা গালি প্রদান করে তদ্রূপ পরমেশ্বরের উপাসনার স্থানস্বরূপ হৃদয়ে এবং নামের উপর যে মূর্ত্তি ভাবনা করে, পরমেশ্বর তাদৃশ দুষ্ট বুদ্ধির কেন সর্ব্বনাশ না করিবেন? অষ্টমতঃ—ভ্রমবশতঃ মন্দিরে মন্দিরে এবং দেশদেশান্তরে পর্য্যটন করতঃ লোকে দুঃখ পায়, উহাদিগের ধর্ম্ম, অর্থ এবং পরমার্থের কার্য্য নষ্ট হইয়া যায়, উহারা দস্যুদিগের দ্বারা উৎপীড়িত হয়, এবং বঞ্চকের হস্তে পড়িয়া প্রবঞ্চিত হয়। নবমতঃ—যে ধন দুষ্ট পূজকদিগকে প্রদত্ত হয় উহা বেশ্যা বা পরস্ত্রীগমনে, মদ্যমাংসাহারে এবং বাদবিবাদে ব্যয়িত হয় এবং দাতার সুখের মূল নষ্ট হইয়া দুঃখ উৎপন্ন হয়। দশমতঃ—মাতা ও পিতা প্রভৃতি মাননীয়দিগের পরিবর্ত্তে পাষাণাদি মূর্ত্তির পূজা করতঃ উহাদিগের অপমান করিয়া কৃতঘ্ন হইয়া যায়। একাদশতঃ—যদি কেহ উক্ত মূর্ত্তিকে ভগ্ন করে অথবা যদি চোরে অপহরণ করে তখন লোকে "হায় হায়" করিয়া বিলাপ করে। দ্বাদশতঃ পূজকপুরুষ পরস্ত্রীর সঙ্গবশতঃ এবং পূজারিন্ পর পুরুষের সঙ্গ বশতঃ প্রায়ই দুষিত হইয়া স্ত্রীপুরুষের পরস্পর প্রেমানন্দ হইতে বঞ্চিত হয়। ত্রয়োদশতঃ—স্বামী ও সেবকের মধ্যে যথাবৎ আজ্ঞা প্রদান ও পালন না হওয়াতে পরস্পর মধ্যে বিরুদ্ধ ভাব উৎপন্ন হইয়া উভয়ে নষ্ট ও ভ্রষ্ট হইয়া যায়। চতুর্দ্দশতঃ—জড়ের ধ্যানকারী আত্মারও জড়বুদ্ধি হইয়া থাকে; কারণ অন্তঃকরণ দ্বারা ধ্যেয় পদার্থের জড়ত্ব ধর্ম্ম আত্মায় অবশ্য প্রবেশ করে। পঞ্চদশতঃ—পরমেশ্বর সুগন্ধ পুষ্পাদি পদার্থ, বায়ু ও জলের দুর্গন্ধ নিবারণের জন্য ও লোকের আরোগ্যের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন কিন্তু, পূজক লোক উহাদিগকে উৎপাটন এবং ছিন্ন ভিন্ন করে। বলা যায় না কতদিন উক্ত পুষ্প সকল সুগন্ধীকৃত আকাশে প্রস্ফুটিত থাকিয়া পূর্ণ সুগন্ধ বিস্তারের সময় পর্য্যন্ত বায়ু ও জলের শুদ্ধি সম্পাদন করতঃ তাহাদিগকে সুগন্ধ করিত। পূজকগণ তাহার নাশ করিয়া দেয় এবং কর্দ্দমের সহিত মিলিত করিয়া বিকৃত করতঃ বিপরীত ভাবে দুর্গন্ধ উৎপাদন করিবার কারণ হয়। পরমাত্মা কি প্রস্তরের উপর রাখিবার জন্য পুষ্পাদি সুগন্ধযুক্ত পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন? ষোড়শতঃ—প্রস্তরের উপর সংস্থাপিত পুষ্প, চন্দন এবং অক্ষতাদি সকল জল মৃত্তিকা সংযুক্ত হইয়া জল প্রণালীতে অথবা খাতে একত্রিত হইয়া বিকৃত হইয়া, মনুষ্যপুরীষের দুর্গন্ধের ন্যায় আকাশে দুর্গন্ধ বিস্তার করে এবং সহস্র সহস্র জীব উহাতে পতিত হইয়া মৃত্যু প্রাপ্ত হয় এবং বিকৃত হইয়া থাকে। মূর্ত্তি পূজায় এইরূপ আরও

অনেক দোষ আইসে। এইজন্য সজ্জন লোকদিগের পাষাণাদি মূর্ত্তিপূজা সর্ব্বথা ত্যক্তব্য। যাহারা পাষাণময়ী মূর্ত্তি পূজা করিয়াছে, করিতেছে এবং করিবে তাহারা, পূর্ব্বোক্ত দোষ সমূহ হইতে রক্ষা পায় নাই, পাইতেছে না এবং পাইবেও না।

(প্রশ্ন) কোন প্রকারের মূর্ত্তিপূজা করা বা উহাতে অপরকে প্রবৃত্ত করার কথা বলিতেছি না পরন্তু, আপনার আর্য্যাবর্ত্তে প্রাচীন পরম্পরা হইতে পঞ্চদেবপূজা শব্দ চলিয়া আসিতেছে। উহার অর্থ পঞ্চায়তন পূজা যথা শিব, ১ বিষ্ণু, ২ অম্বিকা, ৩ গণেশ ৪ এবং সূর্য্যের ৫ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করা। ইহাই কি পঞ্চায়তন পূজা নহে!
(উত্তর) কোন প্রকার মূর্ত্তির পূজা করিবে না কিন্তু, নিম্নে যে যে "মূর্ত্তিমান্" কথিত হইবে উহাঁদিগের পূজা অর্থাৎ সৎকার করিতে হইবে। এই পঞ্চদেবপূজা অথবা পঞ্চায়তন পূজা শব্দের অর্থ অতি উত্তম। বিদ্যাহীন মূর্খ লোকে উহার উত্তম অর্থ ত্যাগ করিয়া নিকৃষ্টার্থ গ্রহণ করতঃ, আজকাল শিবাদি পঞ্চমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া, পূজা করে, যাহার খণ্ডন পূর্ব্বে করিয়াছি। এক্ষণে বেদোক্ত এবং বেদানুকুল প্রকৃত পঞ্চায়তন দেবপূজা এবং মূর্ত্তিপূজার কথা শ্রবণ কর :—

মা নো বধীঃ পিতরং মোত মাতরম্।

যজুঃ। অঃ ১৬। মঃ ১৫

আচার্য্যো ব্রহ্মচর্য্যেণ ব্রহ্মচারিণমিচ্ছতে।

অথর্ব্বঃ। কাঃ ১১। বঃ ৫। মঃ ১৭।

অতিথিগৃর্হানাগচ্ছেৎ।

অথর্ব্বঃ। কাঃ ১৫। বঃ ১৩। মঃ ৬॥

অর্চ্চত প্রার্চ্চত প্রিয়মেধাসো অর্চ্চত। ঋগ্বেদ॥

ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি।

তৈত্তিরীয়োপনিঃ। বঃ ১। অঃ ১॥

কতম একো দেব ইতি স ব্রহ্ম ত্যাদিত্যাচক্ষতে।

শত পঃ। কাঃ ১৪। প্রাঃ ৬। প্রাঃ ৭। কঃ ১০॥

মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব, আচার্য্যদেবো ভব, অতিথি দেবো ভব।

তৈত্তিরীয়োপনিঃ। বঃ। ১। অনুঃ ১১॥

পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভির্দেবরৈস্তথা।
পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহুকল্যাণমীপ্সুভিঃ।
মনুঃ। অঃ ৩। ৫৫॥

উপচর্য্যঃ স্ত্রিয়া সাধ্ব্যা সততং দেববৎ পতিঃ। মনুস্মৃতৌ॥

"প্রথমতঃ মাতা মূর্ত্তিমতী পূজনীয়া দেবতা" (দেবী), অর্থাৎ সন্তানগণ মন, বাক্য এবং ধন দ্বারা মাতাকে প্রসন্ন করিবে এবং কখন হিংসা বা তাড়না করিবে না। দ্বিতীয় সৎকারের উপযুক্ত দেব পিতা, তাঁহাকেও মাতার তুল্য সেবা করিবে। তৃতীয় বিদ্যাদাতা আচার্য্য, তাঁহাকেও বাক্য, মন ও ধন দ্বারা সেবা করিবে। চতুর্থ অতিথি, যিনি বিদ্বান্, ধার্ম্মিক ও নিষ্কপটী হইয়া সকলের উন্নতি প্রার্থনা করেন এবং জগতে ভ্রমণকরতঃ সত্য উপদেশ দ্বারা সকলকে সুখী করিয়া থাকেন তাঁহাকেও সেবা করিবে। পঞ্চম স্ত্রীর পক্ষে পতি এবং পুরুষের পক্ষে পত্নী পূজনীয় হইয়া থাকেন। এই পাঁচ মূর্ত্তিমান দেবতা। ইহাঁদিগের সঙ্গ বশতঃ মনুষ্যদেহের উৎপত্তি ও পালন এবং সত্য শিক্ষা, বিদ্যা ও সত্যোপদেশ প্রাপ্তি হয়। পরমেশ্বর প্রাপ্তির জন্য ইহাঁরাই সোপান পরম্পরা। ইহাঁদিগের সেবা না করিয়া যে পাষাণাদি মূর্ত্তির পূজা করে সে, অত্যন্ত বেদবিরোধী। (প্রশ্ন) যদি কেহ মাতা এবং পিতাদির পূজা করে অথচ মূর্ত্তির ও পূজা করে তাহা হইলে তো কোন দোষ হয় না? (উত্তর) পাষাণাদি মূর্ত্তিপূজা ত্যাগ করাতে এবং মাতাদি মূর্ত্তিমান্‌দিগের সেবা করাতেই কল্যাণ হয়। ইহা বড় অনর্থের কথা যে সাক্ষাৎ মাতাদি প্রত্যক্ষ সুখদায়ক দেবতাগণকে ত্যাগ করিয়া পাষাণাদি অদেবের উপর মস্তকাঘাত বা মস্তকাবনত করা স্বীকার করা হইয়াছে। স্বার্থিগণ ইহা এইজন্য স্বীকার করিয়াছে যে মাতা এবং পিতাদির সম্মুখে নৈবেদ্য অথবা পূজা সামগ্রী সমর্পণ করিলে তঁহারা স্বয়ং ভোজন অথবা পূজা সামগ্রী গ্রহণ করিবেন। তাহা হইলে দাতার মুখে অথবা হস্তে কিছুই পতিত হইবে না। এইজন্য পাষাণাদি মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া উহার সম্মুখে নৈবেদ্য অর্পণ করিয়া ঢং ঢং শব্দে ঘণ্টানাদ এবং পোঁ পোঁ শব্দে শঙ্খ বাজাইয়া কোলাহল করতঃ, বৃদ্ধ অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করায় অর্থাৎ "ত্বমঙ্গুষ্টং গৃহাণ ভোজনং পদার্থং বাহহং গ্রহীষ্যামি"। যেমন কেহ কাহাকে প্রতারণা বা উত্যক্ত করিবার অভিপ্রায়ে বলে যে তুমি "ঘণ্টা" লও, এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করাইয়া তাহার সম্মুখ হইতে পলায়ন করে তদ্রূপ লীলা, এই পূজারি সকল অর্থাৎ পূজা নামক সৎকর্ম্মের শত্রু সকল করিয়াছে। এই সকল লোক সুসজ্জিত ও উজ্জ্বল মূর্ত্তি সকল রচনা করিয়া নিজেরা প্রতারকের ব্যবসা খুলিয়া অবিবেচক ও মূর্খ অনাথদিগের সম্পত্তি হরণ করতঃ স্বয়ং উপভোগ করে। কোন ধার্ম্মিক রাজা থাকিলে এই সকল পাষাণপ্রিয় লোকদিগকে প্রস্তর

ভাঙ্গিতে ও তদ্দ্বারা দ্রব্যাদি গঠন করিতে এবং গৃহ নির্ম্মাণাদি কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া উপযুক্ত পান ভোজন দিয়া উহাদিগকে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে দিতেন। (প্রশ্ন) স্ত্রীগণের পাষাণাদি মূর্ত্তি দেখিলে যেরূপ কামোৎপত্তি হয় তদ্রূপ, বীতরাগ ও শান্তিপূর্ণ মূর্ত্তি দেখিলে কেন না বৈরাগ্য এবং শান্তি লাভ হইবে? (উত্তর) এরূপ হইতে পারে না কারণ, আত্মায় উক্ত মূর্ত্তির জড়ত্ব ধর্ম্ম আসিলে বিচারশক্তি হ্রাস হয়। বিবেক ব্যতিরেকে বৈরাগ্য, বৈরাগ্য ব্যতিরেকে বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান ব্যতিরেকে শান্তিলাভ হয় না। মূর্ত্তি হইতে যাহা কিছু শান্তি হইতে পারে তাহা, জীবিত ব্যক্তির সঙ্গ ও উপদেশ বশতঃ এবং তাঁহার ইতিহাসাদি শ্রবণকরতঃ হইয়া থাকে। যাহার গুণ অথবা দোষ জানা নাই, তাহার মূর্ত্তিমাত্র দর্শনে প্রীতি জন্মে না; কারণ গুণজ্ঞানই প্রীতির কারণ। এইরূপ মূর্ত্তিপূজা প্রভৃতি অসৎ কারণ হইতেই আর্য্যাবর্ত্তে কোটি কোটি মনুষ্য নিষ্কর্ম্মা পূজক ব্যবসায়ী, ভিক্ষুক, অলস এবং পুরুষার্থরহিত হইয়াছে। উহারাই সংসারের মূঢ়তা, মিথ্যা এবং অনেক প্রকার কপটতা প্রচারিত করিয়াছে। (প্রশ্ন) দেখুন "লাটভৈরব" আদি কাশীতে "আরঙ্গজেব বাদশাহ" কে অতি অদ্ভুত ব্যাপার প্রদর্শন করাইয়াছিল। যখন মুসলমানগণ উহা ভাঙ্গিতে গেল এবং যখন কামানের গোলা উহার উপর প্রক্ষেপ করিতে লাগিল তখন বৃহৎ বৃহৎ ভ্রমর (ভীমরুল) নির্গত হইয়া সমস্ত সৈন্যকে ব্যাকুল করিয়াছিল এবং সৈন্যগণ পলাইয়া যায়। (উত্তর) উহা পাষাণের চমৎকারিত্ব নহে। পরন্তু উক্ত স্থলে ভ্রমরের চক্র সংযুক্ত ছিল। উহাদিগের স্বভাবই এই যে, উহাদিগকে কেহ উত্যক্ত করিলেই উহারা দংশন করিতে ধাবমান হয়। এতদ্ব্যতীত দুগ্ধ ধারার যে চমৎকারিতা হইয়াছিল উহা পূজক মহাশয়ের লীলা মাত্র। (প্রশ্ন) দেখুন মহাদেব ম্লেচ্ছকে দর্শন দিবেন না বলিয়া কূপে ঝাঁপ দেন এবং বেণীমাধব নামে এক ব্রাহ্মণের গৃহে যাইয়া গুপ্তভাবে লুকাইয়া ছিলেন। ইহা কি চমৎকার নহে? (উত্তর) আচ্ছা, তাঁহার শান্তিরক্ষক কালভৈরব, ও লাটভৈরবাদি ভূতপ্রেত গণ এবং গরুড়াদিগণ মুসলমান দিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া কেন নিঃসারিত করিয়া দিলেন না? পুরাণে মহাদেব এবং বিষ্ণু সম্বন্ধে লিখিত আছে যে ইহাঁরা ত্রিপুরাসুর প্রভৃতি অনেক অতি ভয়ঙ্কর দুষ্টদিগকে ভস্ম করিয়া দিয়াছিলেন। তাহা যদি হইতে পারে তবে, তাঁহারা মুসলমান দিগকে কেন ভস্ম করিলেন না? ইহা দ্বারা এইরূপ সিদ্ধ হইতেছে যে, তুচ্ছ পাষাণ যুদ্ধ করিবার কে? যখন মুসলমানগণ মন্দির এবং মূর্ত্তিসকল ভগ্ন করিতে করিতে কাশীর নিকট আসিল তখন পূজকগণ উক্ত পাষাণের লিঙ্গকে কূপে নিক্ষেপ করিয়াছিল এবং বেণীমাধব নামক ব্রাহ্মণের গৃহে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। কালভৈরবের ভয়ে যখন কাশীতে যমদূত যাইতে পারে না এবং কালভৈরব যখন প্রলয়-কালেও কাশীর নাশ হইতে দেয় না তখন, ম্লেচ্ছদিগের দূতকে কেন ভয় প্রদর্শন

করাইল না এবং নিজ রাজমন্দির কেন নষ্ট হইতে দিল? এ সমস্তই "পোপের" মায়া।

(প্রশ্ন) গয়ায় শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃলোকের পাপ খণ্ডন হইয়া সেই স্থানের পুণ্য প্রভাবে পিতৃগণ স্বর্গে যান এবং তাঁহারা হস্ত প্রসারণ করিয়া পিণ্ড গ্রহণ করেন এ কথাও কি মিথ্যা? (উত্তর) সর্ব্বথা মিথ্যা। যদি পিণ্ডপ্রদানের এরূপ প্রভাব হয় তাহা হইলে, যখন পিতৃলোকের মুখে পিণ্ড দিবার অভিপ্রায়ে যে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রদত্ত হয় তাহা গয়ালী বেশ্যাগমনাদি পাপকার্য্যে ব্যয় করে,সেই পাপপ্রভাবে ঐ গয়ালী-গণ কেন খণ্ডিত না হয়? তদ্ব্যতীত আজকাল পাণ্ডাদিগের হস্ত ব্যতীত অন্য কাহারও হস্ত প্রসারিত হইতে দেখা যায় না। কোন ধূর্ত্ত মৃত্তিকাতে এক গর্ত্ত খনন করিয়া উহার মধ্যে একজন মনুষ্যকে রাখিয়া দিয়া থাকিবে। পশ্চাৎ উহার মুখের উপর কুশার্পিত পিণ্ড প্রদত্ত হইলে উক্ত প্রতারক উহা ভোজন করিয়া থাকিবে। কোন নির্বুদ্ধি ধনাঢ্য যদি এইরূপে কখন প্রতারিত হইয়া থাকেন তাহা আশ্চর্য্য নহে। এইরূপ বৈদ্যনাথকে রাবণ লইয়া গিয়াছিল ইহাও মিথ্যা কথা। (প্রশ্ন) দেখুন কলিকাতায় কালী ও কামাখ্যাদিতে দেবীকে লক্ষ লক্ষ মনুষ্য মানিয়া থাকে। ইহা কি চমৎকার নহে? (উত্তর) কিছুই আশ্চর্য্য নহে। নির্বুদ্ধি লোক মেষের তুল্য। মেষ যেমন একের পশ্চাৎ অপর চলে এবং কূপে ও খাতে পতিত হয় তথাপি পশ্চাৎপদ হইতে পারে না তদ্রূপ, মূর্খ লোক একের পশ্চাৎ অপরে গমন করতঃ মূর্ত্তিপূজারূপ গর্ত্তে পতিত হইয়া দুঃখ পাইয়া থাকে। (প্রশ্ন) আচ্ছা এ সকল যাইতে দিউন। পরন্তু জগন্নাথ জীউর প্রত্যক্ষ বিষয় সকল অতি চমৎকার। প্রথমতঃ কলেবর পরিবর্ত্ত-নের সময় সমুদ্রে চন্দন কাষ্ঠ আপনা আপনিই আইসে। চুল্লীর উপর উপর্য্যুপরি সাত হাঁড়ী রাখিলে উপরের অন্ন প্রথমে পক্ক হয়। আর যদি কেহ উক্ত স্থলে জগন্নাথ জিউর প্রসাদ ভোজন না করে তাহা হইলে সে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হয়। রথ আপনা আপনিই চলে এবং পাপীর দেবদর্শন হয় না। ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার সময়ে দেবতা সকল মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কলেবর পরিবর্ত্তনের সময় একজন রাজা, একজন পাণ্ডা এবং একজন সূত্রধার (ছুতার) মরিয়া যায়। এই সকল চমৎকারকে আপনি মিথ্যা বলিতে পারেন না। (উত্তর) একজন দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত জগন্নাথের পূজা করিয়াছিলেন। তিনি বিরক্ত হইয়া মথুরায় আসিলে আমার সহিত সাক্ষাৎ হয়। আমি তাঁহাকে এই সকল বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলেন, এ সকল কথা মিথ্যা। কিন্তু বিচার দ্বারা এইরূপ নিশ্চয় হয় যে কলেবর পরিবর্ত্তনের সময় হইলে নৌকার উপর চন্দন কাষ্ঠ লইয়া সমুদ্রে প্রক্ষেপ করে এবং উহা সমুদ্রের তরঙ্গাঘাতে তীরে সংলগ্ন হয় উহা লইয়া সূত্রধার (ছুতার) গণ মূর্ত্তি

সকল নির্ম্মাণ করে। পাকের সময় দ্বার রুদ্ধ করিয়া পাচক ব্যতিরেকে অন্য কাহাকেও যাইতে অথবা দেখিতে দেয় না। ভূমির উপর চারিদিকে ছয়টী এবং মধ্যে একটি চক্রাকার চুল্লী নির্ম্মাণ করে। হাঁড়ীর নিচে ঘৃত মাটী এবং ভস্মের লেপ দিয়া ছয় চুল্লীতে তণ্ডুল পাক করিয়া উহাদিগের তলা মার্জ্জন করে এবং সেই সময়ে মধ্যস্থিত হাঁড়ীতে তণ্ডুল প্রক্ষেপ করতঃ ছয় চুল্লীর মুখ লৌহের আবরণ দিয়া আচ্ছাদন করে। তখন দর্শনাভিলাষী কোন ধনাঢ্যকে আহ্বান করিয়া প্রদর্শন করায়। উপরকার হাঁড়ী হইতে পক্ক অন্ন নিঃসারিত করিয়া এবং নীচের হাঁড়ির অপক্ক তণ্ডুল বাহির করিয়া দেখাইয়া উহাকে বলে যে "হাঁড়ীর জন্য কিছু রাখিয়া দাও।" নির্বুদ্ধি ধনাঢ্য লোক টাকা এবং মোহর রাখে এবং কেহ কেহ মাসিক বৃত্তি স্থির করিয়া দেয়। শূদ্র ও নীচ লোক মন্দিরে নৈবেদ্য আনয়ন করে নৈবেদ্য সমাপ্ত ( অর্থাৎ ) উৎসর্গ হইলে উক্ত শূদ্র অথবা অন্য কোন নীচ লোক উহা উচ্ছিষ্ট করিয়া দেয় এবং পরে কেহ টাকা দিয়া হাঁড়ী ক্রয় করিলে, তাহার গৃহে উপস্থিত করে। দীন গৃহস্থ এবং সাধু সজ্জন হইতে শূদ্র এবং অন্ত্যজ পর্য্যন্ত সকলে এক পঙ্‌ক্তিতে বসিয়া একজন অপরকে উচ্ছিষ্ট ভোজন করায়। একপঙ্‌ক্তি উঠিয়া যাইলে সেই উচ্ছিষ্ট পত্রের উপর অন্য পঙ্‌ক্তিকে বসাইয়া দেয়। এই সকল মহা অনাচার হইয়া থাকে। অনেক মনুষ্য উক্ত স্থলে যাইয়া তত্রস্থ উচ্ছিষ্ট ভোজন না করিয়া, স্বহস্তে পাক করতঃ ভোজন করিয়া চলিয়া আইসে অথচ তাহাদিগের কোনরূপ কুষ্ঠাদিরোগ হয় না। উক্ত জগন্নাথপুরীতেও অনেক কুষ্ঠরোগাক্রান্ত আছে, উহারা প্রতিদিন উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলেও উহাদিগের রোগের শান্তি হয় না। জগন্নাথ সম্বন্ধে বামমার্গিগণ ভৈরবীচক্র রচনা করিয়াছে। কারণ সুভদ্রা, শ্রীকৃষ্ণ এবং বলদেবের ভগ্নী। উভয় ভ্রাতার মধ্য স্থানে স্ত্রী ও মাতৃ স্থলে উহাকে বসাইয়াছে। ভৈরবীচক্র না হইলে এরূপ কখন হইত না। রথের চক্রে শিল্প কৌশল আছে। যখন উহা "সোজা ঘুরাইতে" থাকে এবং উহা ঘূর্ণায়মান হয় তখন, রথ চলে। যখন মেলার ( যাত্রার ) মধ্য স্থলে রথ উপস্থিত হয় তখন, উক্ত যন্ত্র উল্টা ঘোরাইয়া দিলে রথ স্থির হইয়া যায়। তখন পূজারীগণ চিৎকার করিয়া বলে "দান দাও, পুণ্য কর তাহা হইলে জগন্নাথ প্রসন্ন হইয়া নিজ রথ চালাইবেন এবং তোমাদিগের ধর্ম্ম-রক্ষা হইবে।" যতক্ষণ "ভেট" ( পূজা সামগ্রী ) আসিতে থাকে ততক্ষণ এইরূপে চীৎকার করে। সামগ্রী দান শেষ হইলে একজন ব্রজবাসী উত্তম বস্ত্র পরিধান করিয়া ও শালাদিতে আচ্ছাদিত হইয়া অগ্রে দণ্ডায়মান হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্তুতি করে যে "হে জগন্নাথ স্বামিন্! আপনি কৃপা করিয়া রথ চালনা করতঃ আমাদিগের ধর্ম্ম রক্ষা করুন।" এইরূপ বলিয়া সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া রথের উপর উত্থিত হয়। সেই সময়ে যন্ত্র সোজা ঘোরাইয়া দেয় এবং জয় জয় শব্দে সহস্র সহস্র

মনুষ্য রজ্জু আকর্ষণ করে: আর রথ চলিতে থাকে। যখন বহু লোকে দর্শন করিতে যায়, তখন মন্দির অতিশয় বিশাল হইলেও উহাতে দিনেও অন্ধকার দৃষ্ট হয় এবং দীপ জ্বালিতে হয়। পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্তি সকলের সম্মুখে আকর্ষণ করিয়া রাখিবার উপযুক্ত দুই পার্শ্বেই পরদা আছে। পূজক পাণ্ডা ভিতরে দণ্ডায়মান থাকে। যখন এক পার্শ্বস্থ কেহ "পর্দ্দা" টানিলেই মূর্ত্তি সত্বর পর্দ্দার পশ্চাৎ হওয়ায় অদৃশ্য হয়, তখন পাণ্ডা সকল এবং পূজক চীৎকার করিয়া বলে যে তুমি "পূজাসামগ্রী" রাখ, তোমার পাপ খণ্ডন হইয়া যাইবে এবং দর্শন পাইবে। অতএব শীঘ্র রাখ" ইত্যাদি। নির্বুদ্ধ লোক ধূর্ত্তের হস্তে পড়িয়া ধন নাশ করে এবং তাহার পরই অপরে তৎক্ষণাৎ "পর্দ্দা" আকর্ষণ করে এবং তখনই মূর্ত্তির দর্শন হয়। সেই সময়ে জয় জয় শব্দের কোলাহলে প্রসন্ন হইয়া ধাক্কা খাইতে খাইতে তিরস্কৃত হইয়া চলিয়া আইসে। ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার কুলোৎপন্ন লোক অদ্যাপি কলিকাতায় আছেন। তিনি ধনাঢ্য রাজা এবং দেবীর উপাসক ছিলেন। তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য এই ছিল যে,আর্য্যাবর্ত্ত দেশের ভোজন সম্বন্ধীয় গোলযোগ এইরূপে ত্যাগ করাইবেন কিন্তু, এই সকল মূর্খ কবে ত্যাগ করিতে পারিবে? কাহাকেও যদি দেব মানিতে হয়, তবে যে শিল্পকারগণ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিল তাহাদিগকেই মানিতে হয়। কলেবর পরিবর্ত্তের সময় রাজা, পাণ্ডা এবং সূত্রধর মরে না পরন্তু, এই তিন উক্ত স্থলে প্রধান ভাবে বিদ্যমান থাকে। উহাদিগের মধ্যে কোন সময়ে ঐ তিন জন বোধ হয় ইতর লোকদিগকে দুঃখ দিয়া থাকিবে। উক্ত সময়ে অর্থাৎ কলেবর পরিবর্ত্তনের সময়ে যখন এই তিনজন উপস্থিত থাকে তখন, মূর্ত্তির শূন্য (ফাঁপা) হৃদয়ের ভিতর সুবর্ণের সম্পুটে যে শালগ্রাম রক্ষিত থাকে এবং প্রতিদিন যাহার চরণামৃত প্রস্তুত হয়, রাত্রিতে আরতির পর শয়নকালে দুষ্ট লোক সকল একমত হইয়া সেই শালগ্রামকে বিষের পত্রে জড়াইয়া রাখিয়া থাকিবে এবং উহা ধৌত করিয়া উক্ত তিন জনকে পান করাইয়া দেওয়াতে উহারা মরিয়া গিয়া থাকিবে। উহারা এইরূপে মরিলে ভোজনভট্টগণ প্রচার করিয়া দিয়া থাকিবে যে, "জগন্নাথ আপনার শরীর পরিবর্ত্তনের সময় এই তিন ভক্তকে সমভিব্যাহারে লইয়া গিয়াছেন।" পরের ধন প্রতারণা করিয়া লইবার জন্য এইরূপ অনেক মিথ্যা কথা প্রচারিত হইয়া থাকে।

(প্রশ্ন) গঙ্গোত্তরীর জলসেকের সময় রামেশ্বরলিঙ্গ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ইহাও কি মিথ্যা কথা? (উত্তর) মিথ্যা। কারণ উক্ত মন্দিরেও দিনে অন্ধকার থাকে এবং রাত্রিদিন দীপ জলিতে থাকে। যখন জল ধারা প্রক্ষিপ্ত হয় তখন, বিদ্যুতের ন্যায় দীপের প্রতিবিম্ব দীপ্তি পায়, আর কিছুই হয় না। পাষাণ বৃদ্ধিও পায় না,

হ্রাসও হয় না। উহা যেরূপ তদ্রূপই থাকে। এইরূপ লীলা প্রচার করিয়া নির্বুদ্ধি হতভাগ্য লোকদিগকে প্রতারণা করে। (প্রশ্ন) রামচন্দ্র রামেশ্বরকে স্থাপন করিয়াছিলেন যদি মূর্ত্তিপূজা বেদবিরুদ্ধ হইত তাহা হইলে, রামচন্দ্র কেন মূর্ত্তি স্থাপন করিবেন এবং মহাত্মা বাল্মিকী রামায়ণেইবা কেন ইহা লিখিবেন? (উত্তর) রামচন্দ্রের সময়ে উক্ত লিঙ্গ বা মন্দিরের নামও চিহ্ন ছিল না। তবে এই পর্য্যন্ত সত্য যে দক্ষিণ দেশস্থ রাম নামক কোন রাজা এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া লিঙ্গের নাম রামেশ্বর রাখিযাছিলেন। যখন রামচন্দ্র সীতাকে লইয়া হনুমান আদির সহিত লঙ্কা হইতে যাত্রা করতঃ আকাশ মার্গে বিমানের উপর বসিয়া অযোধ্যাভিমুখে আসিতেছিলেন তখন, তিনি সীতাকে বলিলেন যেঃ—

**অত্র পূর্ব্বং মহাদেবঃ প্রসাদমকরোদ্বিভুঃ।**
**সেতুবন্ধ ইতিখ্যাতম্॥ বাল্মীকি রাং।**
**লঙ্কাকাং সর্গ ১২৫। শ্লোকঃ ২০।**

হে সীতে! তোমার বিয়োগে ব্যাকুল হইয়া আমি পর্য্যটন করিতে ছিলাম, এই স্থানে চাতুর্ম্মাস্য করিয়াছিলাম এবং পরমেশ্বরের উপাসনা ও ধ্যান করিতাম। যিনি সর্ব্বত্রবিভু (ব্যাপক) দেবতাদিগের ও দেবতা (মহাদেব) পরমাত্মা হয়েন তাঁহারই, কৃপায় আমি সমস্ত সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। আর দেখ আমি এই সেতুবন্ধন করিয়া লঙ্কায় আগমন করতঃ রাবণকে বিনাশ করিয়াছি এবং তোমাকে উদ্ধার করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত বাল্মীকি এ বিষয়ে আর কিছুই লিখেন নাই।

**(প্রঃ) "রঙ্গ হৈ কালিয়াকন্ত কো।**
**জিসনে হুক্কা পিলায়া সন্ত কো॥"**

দক্ষিণে এক কালিয়াকান্তের মূর্ত্তি আছে। যিনি অদ্যাপি হুঁকায় তামাকু সেবন করেন। যদি মূর্ত্তি পূজা মিথ্যা হয়, তাহা হইলে এই চমৎকারিত্বও মিথ্যা হইয়া যায়। (উত্তর) এ সকল মিথ্যা। এ সকল কেবল "পোপের লীলা"। উক্ত মূর্ত্তির মুখ "ফাঁপা" হইবে। উহার ছিদ্র পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং সেই স্থল হইতে প্রাচীরের অপর দিকে অন্য গৃহে নল সংলগ্ন থাকিবে। যখন পূজক হুঁকা প্রস্তুত করিয়া ও মুখে নল লাগাইয়া "পর্দ্দা" নিক্ষেপ করতঃ বহির্গত হয় তখন, পশ্চাদ্বর্ত্তী লোক মুখের দ্বারা আকর্ষণ করিয়া থাকে এরূপ হইবে। সুতরাং হুক্কা গড়গড় শব্দে ডাকিতে থাকে। মূর্ত্তির নাকে এবং মুখেও ছিদ্র আছে। যখন পশ্চাৎ হইতে কেহ ফুৎকার দেয়, তখন উক্ত

নাক ও মুখ দিয়া ধুম নির্গত হইয়া থাকে এরূপ হইবে। এই সময়ে পূজারীগণ অনেক মূঢ় লোকের ধনাদি পদার্থ লুণ্ঠন করিয়া উহাদিগকে নিঃস্ব করিয়া দেয়।

( প্রশ্ন ) দেখুন ; ডাকোর জীর মূর্ত্তি দ্বারিকা হইতে ভক্তের সহিত চলিয়া আসিয়াছিলেন। এক সওয়া রতি মাত্র সুবর্ণ দ্বারা বহু মণ ভারি মূর্ত্তি ওজনে সমান হয়। ইহা কি চমৎকার নহে ? ( উত্তর ) না। উক্ত ভক্ত মূর্ত্তিকে অপহরণ করিয় লইয়া গিয়া থাকিবেক। কোন সিদ্ধিখোর উক্তরূপ ১।০ রতি সুবর্ণের তুলনা লইয়া এক আষাড়ে গল্প রচনা করিয়া থাকিবেক।

(প্রশ্ন) দেখুন ; সোমনাথজী পৃথিবীর উপরে শূন্যে থাকিতেন ; ইহা অতি চমৎকার ব্যাপার। ইহাও কি মিথ্যা কথা ? (উত্তর) হাঁ মিথ্যা। শ্রবণ কর ; উপরে এবং নিম্নে চুম্বক প্রস্তর স্থাপিত থাকাতে উহার আকর্ষণে উক্ত মূর্ত্তি মধ্যস্থলে বিরাজমান ছিল। যখন "মহম্মদ গজ্‌নী" আসিয়া যুদ্ধ করিল তখন, এতাদৃশ চমৎকার ব্যাপার হইল যে উক্ত মন্দির ভগ্ন হইল এবং পূজক ও ভক্তদিগের অতিশয় দুর্দ্দশা ঘটিল এবং দশ সহস্র সৈন্যের সমক্ষে রাজার লক্ষ লক্ষ সৈন্য পলায়ন করিল। "পোপ" রূপী পূজক পূজা, পুরশ্চরণ স্তুতি ও প্রার্থনা করিল যে "হে মহাদেব ! আপনি এই ম্লেচ্ছদিগকে বিনাশ করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন" এবং আপনার শিষ্য রাজাকে বুঝাইয়া দিল যে, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, মহাদেব ভৈরব অথবা বীরভদ্রকে প্রেরণ করিবেন এবং তাঁহারা ম্লেচ্ছদিগকে বিনাশ অথবা অন্ধ করিয়া দিবেন ; এক্ষণে ও আমাদিগের দেবতা প্রসিদ্ধ জাগ্রত আছেন ; হনুমান দুর্গা এবং ভৈরব স্বপ্ন দিয়াছেন যে তাঁহারা সকল কার্য্য সম্পন্ন করিবেন" ইত্যাদি। হতভাগ্য নির্বুদ্ধি রাজা এবং ক্ষত্রিয়গণ "পোপের প্রতারণায় ভুলিয়া গিয়া নিশ্চেষ্ট রহিল। কত জ্যোতির্ব্বিদ "পোপ" সকল বলিল যে এক্ষণে তোমার আক্রমণের মুহূর্ত্ত ( সময় ) হয় নাই কেহ বলিল এক্ষণে "অষ্টম চন্দ্রমা" অপরে সম্মুখে যোগিনী প্রদর্শন করিল। ইত্যাদি প্রতারণায় মুগ্ধ হইয়া সকলে নিশ্চেষ্ট রহিল। এই সময়ে ম্লেচ্ছদিগের সৈন্য আসিয়া চারিদিক অবরোধ করিলে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া সকলে পলায়ন করিল। পোপ পূজক এবং উহাদিগের শিষ্যসকল ধৃত হইয়াছিল। পূজকগণ কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক বলিল যে তিন কোটি টাকা গ্রহণ কর, মন্দির ও মূর্ত্তি ভগ্ন করিও না। মুসলমান বলিল যে আমরা "বুৎপরস্ত" অর্থাৎ মূর্ত্তিপূজক নহি, কিন্তু আমরা "বুৎশিকন্" অর্থাৎ মূর্ত্তিভঞ্জক। উহারা তৎক্ষণাৎ যাইয়া মন্দির ভাঙ্গিয়া দিল এবং উপরের ছাদ ভঙ্গ হওয়াতে চুম্বক প্রস্তর পৃথক হওয়ায় মূর্ত্তি পতিত হইল। যখন মূর্ত্তিকেও ভগ্ন করিল, তখন শুনা যায় যে অষ্টাদশ কোটি টাকা মূল্যের রত্ন তন্মধ্য হইতে বাহির হয়। তখন, পূজক এবং "পোপদিগের উপর বেত্রাঘাত করাতে তাহারা রোদন করিতে আরম্ভ করিল। উহাদিগকে প্রহার করায় ধনাগার দেখাইয়া দিক্ষে

বল্লাতে উহারা দেখাইয়া দিল। তখন সমস্ত ধনাগার লুঠ করিয়া পোপ এবং তাঁহার শিষ্যদিগকে "গোলাম" এবং অবৈতনিক দাস করিয়া ময়দা পিশিতে, ঘাস কাটিতে মলমূত্রাদি পরিষ্কার করিতে এবং ছোলা খাইতে দিল। হায়! কেন প্রস্তর পূজা করিয়া সর্ব্বনাশ প্রাপ্ত হইল। পরমেশ্বরকে কেন ভক্তি করিল না? তাহা হইলে ম্লেচ্ছদিগের দন্ত উৎপাটিত করিতে পারিত এবং আপনাদিগেরও বিজয় হইত। যাবতীয় মূর্ত্তি আছে, তাহাদিগের স্থানে যদি শূর ও বীরদিগকে পূজা করিত তাহা হইলেও, কতক পরিমাণে রক্ষা হইত? পূজকগণ পাষাণের উপর এতাদৃশ ভক্তি করিল, কিন্তু একটী মূর্ত্তিও শত্রুদিগের মস্তকে আঘাত করিতে পারিল না। যদি মূর্ত্তির সদৃশ কোন শূরবীরকে সেবা করিত তাহা হইলে, সেই বীর আপনার সেবকদিগকে যথাসাধ্য রক্ষা করিয়া উক্ত শত্রুদিগকে বিনাশ করিতেন।

( প্রশ্ন ) দ্বারিকার রণছোড়জী যিনি "নর্সীমহতার", নিকট হুণ্ডী পাঠাইয়া দিয়া তাহার সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়াছিলেন ইত্যাদি কথা কি মিথ্যা? ( উত্তর ) কোন ধনাঢ্য বণিক এই ধন দিয়া থাকিবেক এবং কেহ মিথ্যা করিয়া তাহার নাম লোপ করিয়া প্রচার করিয়াছিল যে ধন শ্রীকৃষ্ণ প্রেরণ করিয়াছেন। যখন সম্বৎ ১৯১৪ বৎসরে ইংরেজগণ কামান দ্বারা মন্দির মূর্ত্তি উড়াইয়া দিয়াছিল তখন মূর্ত্তি কোথায় ছিল? প্রত্যুত বঘের ( এক প্রকার জাতি ) লোকেরাই বীরতার সহিত যুদ্ধ করিয়া শত্রুগণকে নাশ করে কিন্তু মূর্ত্তি এক মক্ষিকার চরণও ভাঙ্গিতে পারে নাই। যদি শ্রীকৃষ্ণের সদৃশ কেহ বীর থাকিত তাহা হইলে উহাদিগকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিত। আচ্ছা বল দেখি যখন রক্ষকই প্রহৃত হয় তখন, তাহার শরণাগত লোক সকল কেন না প্রহৃত হইবে?

( প্রশ্ন ) জ্বালামুখী এক প্রত্যক্ষ্য দেবী। ইনি সকল বস্তুই ভোজন করেন এবং "প্রসাদের" জন্য সামগ্রী দিলে অর্দ্ধেক ভোজন করেন এবং অর্দ্ধেক ত্যাগ করেন। মুসলমান বাদসাহ উহার উপর জলের প্রবাহ নিক্ষেপ করিয়াছিল এবং লৌহের আবরণ উহার উপর আচ্ছাদন করিয়া দিয়াছিল, তথাপি উহার শিখা নির্ব্বাপিত অথবা প্রতিরুদ্ধ হয় নাই। এইরূপ হিঙ্গলাজ পর্ব্বতের শিখরে অর্দ্ধরাত্রিতে বাহনের উপর দর্শন দেন ও পর্ব্বতে গর্জ্জন শ্রুত হয়। চন্দ্রকূপে শব্দ হয় এবং তথায় যোনি যন্ত্র দিয়া নির্গত হইলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। কেহ 'ঠুমরা' ( বীজবিশেষ ) বাঁধিলে সে পূর্ণ মহাপুরুষ হয়। হিঙ্গলাজ দেখিয়া না আসিলে অসম্পূর্ণ ( অর্দ্ধেক ) মহাপুরুষ কথিত হয়। এ সকল কথা কি বিশ্বাস যোগ্য নহে? ( উত্তর ) না। জ্বালামুখী কেবল পর্ব্বত হইতে নির্গত অগ্নি-শিখা মাত্র। উহাতে "পোপের বিচিত্র লীলা আছে। অগ্নির উপর উত্তপ্ত করিলে ঘৃতপূর্ণ হাতাতে যেরূপ অগ্নি উৎপন্ন হয় এবং পৃথক্ করিলে

অথবা ফুৎকার দিলে উহা যেরূপ নির্ব্বাপিত হয়, উক্ত স্থলেও তদ্রূপ হয়। চুল্লির অগ্নিশিখায় যেমন যাহাই নিক্ষিপ্ত হয় তাহাই ভস্মীভূত হয়, এবং বনে অথবা গৃহে অগ্নি লাগিলে যেমন সকলই অগ্নিদগ্ধ হয় তদ্রূপ উহার কি প্রভেদ আছে? হিঙ্গলাজে এক মন্দির, এক কুণ্ড এবং ইতস্ততঃ নল রচনা ব্যতিরেকে আর কিছুই নাই। কেহ বাহনের উপর দৃষ্ট হয় না। যাহা কিছু হয় উহা পূজকদিগের লীলা ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে। জলের এবং কর্দ্দমের একটি কুণ্ড রচিত আছে। উহার নিম্ন হইতে বুদ্‌ বুদ্‌ উত্থিত হয় এবং মূর্খ লোক উহাকে যাত্রার সফল লক্ষণ বলিয়া বিশ্বাস করে। পূজকগণ ধন হরণের জন্য যোনিযন্ত্র রচনা করিয়াছে। ঠুমরা নামক বীজ বন্ধন করাও এক প্রকার পোপ লালা। উহা দ্বারা যদি কেহ মহাপুরুষ হয় তাহা হইলে এক পশুর উপর উক্ত বীজের বোঝা চাপাইলে সেও কি মহাপুরুষ হইয়া যাইবে? অতি উত্তম ধর্ম্মযুক্ত পুরুষার্থ দ্বারাই লোকে মহাপুরুষ হইয়া থাকে।

(প্রশ্ন) অমৃতসারের দীর্ঘিকা অমৃতরূপ; মুরেঠীর ফল অর্দ্ধেক মিষ্ট; একটী প্রাচীর নত হয় অথচ পতিত হয় না; রেবালসরে ক্ষুদ্র ভেলা পার হইয়া যায়; অমরনাথে লিঙ্গ আপনা আপনিই নির্ম্মিত হয়; হিমালয় হইতে একজোড়া পারাবত আসিয়া সকলকে দর্শন দিয়া চলিয়া যায়; এই সকল কি বিশ্বাসের যোগ্য নহে? (উত্তর) নহে। উক্ত দীর্ঘিকার কেবল নাম মাত্র অমৃতসর। যখন ঐ স্থানে বন ছিল তখন উহার জল বোধ হয় ভাল থাকিবে এবং সেইজন্য উহার নাম অমৃতসর রাখা হইয়া ছিল। যদি অমৃত হইত তাহা হইলে পুরাণ বিশ্বাসী লোক কেহই মরিত না। প্রাচীরের এরূপ রচনা থাকিবে যে নত হয় অথচ পতিত হয় না। যষ্ঠিমধুর ফলে হয় ত কমলের আরোপ হইবে অথবা ইহা মিথ্যা গল্প হইবে। রেবালসরে ক্ষুদ্র ভেলা পার হইবার সম্বন্ধে কোনরূপ কারুগিরী থাকিবে। অমরনাথে বরফের পাহাড় প্রস্তুত হয়, সুতরাং জল জমিয়া ক্ষুদ্র ২ লিঙ্গ রচিত হইবে ইহা কোন্‌ আশ্চর্য্য কথা? পারাবতের জোড়া পালিত হইতে পারে যাহা লোকে পাহাড় হইতে ছাড়িয়া দেয় এবং উহা প্রদর্শন করাইয়া পূজারীগণ ধন হরণ করে।

(প্রশ্ন) হরিদ্বার স্বর্গের দ্বার; মহাদেবের জলকুণ্ডে স্নান করিলে পাপ খণ্ডন হয়; (পার্শ্বস্থ) তপোবনে অবস্থান করিলে তপস্বী হয়। দেবপ্রয়াগ, গঙ্গোত্তরীতে গোমুখ উত্তর কাশীতে গুপ্ত কাশী, এই সকল স্থানে ত্রিযুগী নারায়ণের দর্শন হয়। কেদার এবং বদ্রিনাথের ছয়মাস যাবৎ মনুষ্য এবং ছয় মাস যাবৎ দেবগণ পূজা করেন। নেপালের পশুপতিতে মহাদেবের মুখ আছে; কেদারে নিতম্ব; তুঙ্গনাথে জানু এবং অমরনাথে চরণ আছে। ইহাদিগের দর্শন ও স্পর্শন এবং সেই সেই স্থানে স্নান করিলে মুক্তি হয়। কেদার এবং বদ্রী হইতে স্বর্গ যাইতে ইচ্ছা করিলে যাইতে পারে। এই সকল

বিষয় কিরূপ? (উত্তর) হরিদ্বারের উত্তরে পাহাড়ে যাইবার এক মার্গ আরম্ভ হইয়াছে। স্নানের জন্য কুণ্ডের সোপান নির্ম্মিত আছে উহাকে হরপৌঠ বলে। যদি সত্য জিজ্ঞাসা কর তবে উহা হরপৌঠ না হইয়া হাড়পিঠ হইয়াছে। কারণ দেশ দেশান্তর হইতে মৃতলোকের অস্থি ঐ স্থানে প্রক্ষিপ্ত হয়। ভোগ ব্যতিরেকে পাপ কখন কুত্রাপি দূরীভূত অথবা খণ্ডিত হয় না। "তপোবন" যখন ছিল তখন ছিল, এক্ষণে উহা ভিক্ষুক বন হইয়া আছে। তপোবনে যাইলে অথবা অবস্থান করিলে তপস্যা হয় না; তপস্যার অনুষ্ঠান করিলেই তপস্বী হয়। কারণ এক্ষণে উক্তস্থানে অনেক মিথ্যাবাদী দোকানদার জুটিয়াছে। "হিমবতঃ প্রভবতি গঙ্গা" পর্ব্বতের উপর হইতে জল পতিত হইতেছে। ধনাপহারকেরা গোমুখের আকার নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবে এবং উক্ত পর্ব্বত "পোপের" স্বর্গ মাত্র। উত্তরকাশী প্রভৃতি স্থান ধ্যানীদিগের পক্ষে উত্তম বটে কিন্তু দোকানদারদিগের পক্ষে উহা কেবল দোকানদারীর ক্ষেত্র মাত্র। দেবপ্রয়াগ কেবল পৌরাণিক গল্পের লালা মাত্র অর্থাৎ উক্ত স্থানে অলকনন্দা এবং গঙ্গা মিলিত হইয়াছে ও সেই জন্য দেবগণ তথায় বাস করেন ইত্যাদি মিথ্যা গল্প না করিলে কে সে স্থানে যাইবে? এবং কেইবা অর্থ প্রদান করিবে? গুপ্তকাশী গুপ্ত কাশী নহে বরং প্রসিদ্ধ কাশী। তিনযুগ যাবৎ অবশ্য উক্ত প্রবাহ দৃষ্ট হয় না পরন্তু 'পোপ' দিগের দশ অথবা বিংশ যাবৎ দৃষ্ট হইয়া থাকিবে। সন্ন্যাসীদিগের এবং পার্সিদিগের যেরূপ সর্ব্বদাই অগ্নি প্রজ্বলিত থাকে, তপ্তকুণ্ডেও তদ্রূপ পাহাড়ের ভিতর উত্তাপ বিদ্যমান থাকে। উহা হইতে জল উত্তপ্ত হইয়া নির্গত হয়। উহার পার্শ্ববর্ত্তী অপর একটি কুণ্ডে উপরের জল আইসে। সে স্থানে পূর্ব্বোক্ত স্থান হইতে উত্তাপ আইসে না বলিয়া তত্রস্থ জল শীতল। কেদার পর্ব্বতের ভূমি অতিশয় সুন্দর কিন্তু সে স্থানে পূজক এবং উহাদিগের শিষ্যসকল এক দৃঢ় প্রস্তরের উপর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছে। সেই স্থানে মোহন্ত ও পূজক সকল নির্বুদ্ধি ধনীদিগের ধন গ্রহণ করিয়া বিষয়ানন্দ ভোগ করে। বদ্রীনারায়ণেও তদ্রূপ অনেক প্রতারক উপবিষ্ট আছে। "রাবল" জী তথাকার মুখ্য। তিনি এক স্ত্রী ত্যাগ করিয়া অনেক স্ত্রী লইয়া বসিয়া আছেন। এক মন্দির এবং উহাতে এক পঞ্চমুখী মূর্ত্তির নাম পশুপতি রাখা হইয়াছে। যখন কেহ জিজ্ঞাসা করিবার লোক থাকে না তখনই এই সকল লীলা বলবতী হয়, পরন্তু তীর্থের লোক যেরূপ ধূর্ত্ত এবং ধনাপহারক হয় তদ্রূপ পার্ব্বতীয় লোক হয় না। উক্ত স্থলের ভূমি অতি রমণীয় এবং পবিত্র। (প্রশ্ন) বিন্ধ্যাচলের বিন্ধেশ্বরী অষ্টভুজা কালী প্রত্যক্ষ এবং সত্য। বিন্ধ্যেশ্বরী তিন সময়ে তিন প্রকার রূপ পরিবর্ত্তিত করেন। তাঁহার সীমার মধ্যে একটিও মক্ষিকা থাকে না। প্রয়াগ তীর্থের রাজা; তথায় শিরোমুণ্ডন করিলে সিদ্ধি হয় এবং গঙ্গাযমুনার সঙ্গমে স্নান করিলে বাঞ্ছা পূর্ণ হয়। এইরূপ অযোধ্যাও

কয়েকবার উড়িয়া সমস্তঅধিবাসীদিগের সহিত স্বর্গে চলিয়া গিয়াছিল। মথুরা সকল তীর্থের শ্রেষ্ঠ। বৃন্দাবন লীলাস্থান। অত্যন্ত সৌভাগ্য থাকিলেই গোবর্দ্ধন ও ব্রজ যাত্রা হইযা থাকে। সূর্য্যগ্রহণ সময়ে কুরুক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ লোকের মেলা হয়। এ সকল কথাও কি মিথ্যা? (উত্তর) প্রত্যক্ষ তো এইমাত্র হয় যে তিনি মূর্ত্তি দৃষ্ট হয় এবং তিনিই পাষাণের মূর্ত্তি। তিন সময়ে তিনপ্রকার রূপ হইবার কারণ কেবল পূজক দিগের বস্ত্র ও অলঙ্কার পরিধান করাইবার বিষয়ে চতুরতা মাত্র। আর আমি স্বচক্ষে তথায় সহস্র সহস্র এবং লক্ষ লক্ষ মক্ষিকা দেখিয়াছি। প্রয়াগের কোন নাপিত শ্লোক রচয়িতা ছিল অথবা "পোপ" মহাশয়কে কিছু ধন দিয়া মুণ্ডনের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছে অথবা করাইয়াছে। প্রয়াগে স্নান করিয়া যদি লোকে স্বর্গ যায় তবে কেন গৃহে ফিরিয়া আইসে? স্বর্গে যাইতে কাহাকেও দেখা যায় না পরন্তু সকলেই গৃহে প্রত্যাগমন করে। অথবা যদি কেহ উক্ত স্থলে নিমগ্ন হইয়া মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে উহার জীবও আকাশে বায়ুর সহিত বিচরণ করতঃ জন্মগ্রহণ করে এরূপ হইতে পারে। ধনগ্রাহকেরাই ইহার তীর্থরাজ নাম রাখিয়াছে। জড়ে রাজা ও প্রজার ভাব কদাপি হইতে পারে না। ইহা অতিশয় অসম্ভব কথা যে, অযোধ্যানগর অধিবাসীগণ ও কুকুর, গর্দ্দভ, মেথর, চামার এবং মলস্থান সমূহের সহিত তিনবার স্বর্গে গিয়াছিল। ইহা স্বর্গে কখন যায় নাই, প্রত্যুত সেইস্থলেই আছে, পরন্তু "পোপ" মহাশয়ের মুখের গল্পে কেবল অযোধ্যা স্বর্গে উড়িয়া গিয়াছিল। উক্ত শব্দরূপ গল্প কেবল উড়িয়া বিচরণ করে। এইরূপ নৈমিষারণ্যাদিও উহাদিগের লীলা জানিতে হইবে। "মথুরা তিন লোক অপেক্ষা পবিত্র" নহে পরন্তু উক্ত স্থলে অত্যন্ত লীলাধারী তিন প্রকার প্রাণী আছে এবং তাহাদিগের জন্য জলে স্থলে এবং অন্তরীক্ষে কাহারও সুখলাভ হওয়া কঠিন হয়। প্রথমতঃ "চৌবে"; কেহ স্নান করিতে যাইলে আপনার কর লইবার জন্য দণ্ডায়মান থাকিয়া বলিতে থাকে "যজমান! টাকা দাও; সিদ্ধি, মরিচ এবং মিষ্ট ভোজন করিব, পান করিব আর যজমানের জয় জয় মনে করিব" ইত্যাদি। দ্বিতীয় জলে কচ্ছপ ইহারা দংশন করে এবং ইহাদিগের জন্য ঘাটে স্নান করা কঠিন হয়। তৃতীয় আকাশে রক্তমুখ কপিগণ, ইহারা পাগড়ী, টুপী, গহনা এবং জুতাও ছাড়ে না, দংশন করে, ধাক্কা দেয় এবং ফেলিয়া দেয়। এই তিনই "পোপের" শিষ্যদিগের পূজনীয় পরন্তু ছোলা আদি অন্ন দ্বারা কচ্ছপের, ছোলা এবং গুড় দ্বারা কপিগণকে এবং দক্ষিণা ও পেড়া দ্বারা চৌবেকে উহাদিগের সেবকেরা সেবা করে। বৃন্দাবন যখন ছিল তখন ছিল এক্ষণে উহা বেশ্যাবনবৎ হইয়াছে। এখানে যুবক যুবতী, গুরু ও শিষ্যদিগেরই লীলা বিস্তৃত রহিয়াছে। এইরূপই গোবর্দ্ধনে দীপমালিকার মেলার এবং ব্রজযাত্রায়ও পোপ দিগের সুবিধা হইয়া থাকে। কুরুক্ষেত্রেও তদ্রূপ জীবিকারই লীলা বুঝিয়া লও। ইহাদিগের

মধ্যে কেহ ধার্ম্মিক ও পরোপকারী পুরুষ হইলে এই সকল পোপলীলা হইতে পৃথক্ হইয়া যায়। (প্রশ্ন) এই মূর্ত্তিপূজা এবং তীর্থ সনাতন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, কিরূপে মিথ্যা করিতে পারেন? (উত্তর) তোমরা সনাতন কাহাকে বল? যদি চিরকাল হইতে চলিয়া আসাকে সনাতন বল এবং উক্ত লীলা যদি চিরকাল হইতে চলিয়া আসিত তাহা হইলে বেদ এবং ব্রাহ্মণাদি ঋষিকৃত পুস্তক সমূহে কেন উক্ত লীলার উল্লেখ নাই? আড়াই অথবা তিন সহস্র বৎসরের এ দিকে বামমার্গী এবং জৈনগণ হইতে মূর্ত্তি পূজা চলিয়া আসিতেছে। উহা প্রথমে আর্য্যাবর্ত্তে ছিল না। এবং তীর্থও ছিল না যখন জৈনগণ গিরনার, পালিটানা, শিখর শত্রুঞ্জয় এবং আবু আদি তীর্থ নির্ম্মাণ করিল তখনই এই সকল লোকও তদনুসারে তীর্থ নির্ম্মাণ করিতে লাগিল। যদি কেহ ইহার আরম্ভ বিষয় পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে পাণ্ডাদিগের অত্যন্ত পুরাতন পুস্তক এবং তাম্রের পত্রাদি দেখিলে নিশ্চয় হইবে যে এই সকল তীর্থ পাঁচশত অথবা এক সহস্র বৎসরের মধ্যে রচিত হইয়াছে কাহারও নিকট হইতে সহস্র বৎসরের পূর্ব্বের লেখা বাহির করা যায় না; ইহাতেই ইহার আধুনিকতা প্রমাণিত হইতেছে। (প্রশ্ন) যে যে তীর্থের নাম অথবা মাহাত্ম্য আছে যেমন "অন্যক্ষেত্রে কৃতং পাপং কাশীক্ষেত্রে বিনশ্যতি" ইত্যাদি কথা আছে উহা সত্য অথবা মিথ্যা? (উত্তর) না। কারণ যদি পাপ খণ্ডন হইত তাহা হইলে, দরিদ্রদিগের ধন ও রাজপাঠ হইত এবং অন্ধের চক্ষু লাভ হইত এবং কুষ্ঠাদি রোগাক্রান্তদিগের কুষ্ঠাদি রোগ দূরীভূত হইত; কিন্তু তাহা হয় না। সুতরাং কাহারও পাপ বা পুণ্যের খণ্ডন হয় না। (প্রশ্ন):—

গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রুয়াদ্যোজনানাং শতৈরপি।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকংস গচ্ছতি॥
হরির্হরতি পাপানি হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্॥
প্রাতঃকালে শিবং দৃষ্ট্বা নিশি পাপং বিনশ্যতি।
আজন্মকৃতং মধ্যাহ্নে সায়াহ্নে সপ্তজন্মনাম্॥

ইত্যাদি শ্লোক পুরাণে আছে। শত সহস্র ক্রোশ দূর হইতেও যদি কেহ গঙ্গা গঙ্গা বলে, তাহা হইলে তাহার পাপ খণ্ডন হইয়া সে বিষ্ণুলোকে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে গমন করে। "হরি" এই অক্ষরদ্বয় উচ্চারণ মাত্রে সমস্ত পাপ হরণ করে এবং রাম, কৃষ্ণ, শিব এবং ভগবতী আদি নামেরও মাহাত্ম্য আছে। মনুষ্য যদি প্রাতঃকালে শিবের অর্থাৎ লিঙ্গের অথবা উহার মূর্ত্তির দর্শন করে তাহা হইলে, রাত্রিকৃত পাপের, মধ্যাহ্ন

দর্শনে সমস্ত জন্মের পাপের এবং সায়ংকালে দর্শনে সপ্ত জন্মের পাপের খণ্ডন হয়; দর্শনের এইরূপ মাহাত্ম্য। ইহা কি মিথ্যা হইবে? (উত্তর) মিথ্যা হইবার অসম্ভাবনা কি? কারণ গঙ্গা গঙ্গা, হরে হরে, রাম রাম, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, নারায়ণ নারায়ণ, শিব, অথবা ভগবতীর নাম স্মরণে পাপ কখন খণ্ডন হয় না। যদি খণ্ডন হইত, তাহা হইলে কোনরূপ দুঃখ থাকিতে পারিত না এবং পাপ করিতে কেহই ভীত হইত না। এইজন্যই আজকাল "পোপলালা" বশতঃ পাপের বৃদ্ধি হইতেছে এবং মূর্খদিগের এইরূপ বিশ্বাস হইতেছে যে আমরা পাপ করিয়া নাম স্মরণ অথবা তীর্থযাত্রা করব এবং তাহা হইলেই পাপের নিবৃত্তি হইয়া যাইবে। এইরূপ বিশ্বাসানুসারে পাপ করিয়া ইহলোক এবং পরলোকের নাশ করিতেছে। পরন্তু অনুষ্ঠিত পাপের ভোগ করিতেই হইবে (প্রশ্ন) তবে কোন তীর্থ অথবা নাম স্মরণের মাহাত্ম্য আছে ইহা সত্য কি না? (উত্তর) আছে। বেদাদি সত্য শাস্ত্রের পঠন ও পাঠনা, ধার্ম্মিক বিদ্বান্‌দিগের সঙ্গ, পরোপকার, ধর্ম্মানুষ্ঠান, যোগাভ্যাস, নির্ব্বৈরভাব, নিষ্কপটতা, সত্যভাষণ, সত্যমনন, সত্যানুষ্ঠান, ব্রহ্মচর্য্য সেবন, আচার্য্য, অতিথি, মাতা ও পিতার সেবা; পরমেশ্বরের স্তুতি, প্রার্থনা ও উপাসনা; শান্তি, জিতেন্দ্রিয়তা, সুশীলতা, ধর্ম্মযুক্ত পুরুষার্থ, জ্ঞান এবং বিজ্ঞান প্রভৃতি শুভগুণযুক্ত কার্য্য দুঃখ হইতে উদ্ধার করে বলিয়া ইহারা তীর্থ। যাহা জল ও স্থলময় উহা কখন তীর্থ হইতে পারে না। কারণ "জনাঃ যৈস্তরন্তি তানি তীর্থানি" যাহা দ্বারা মনুষ্য দুঃখ সাগর হইতে উত্তীর্ণ হয় তাহারই নাম তীর্থ। জল ও স্থল উদ্ধার করিতে পারে না বরং নিমগ্ন করিয়া বিনাশ করে। প্রত্যুত নৌকাদির নাম তীর্থ হইতে পারে, কারণ উহা দ্বারা সমুদ্রাদি পার হওয়া যায়।

**সমানতীর্থে বাসী ॥ অঃ ৪। পাঃ ৪। ১০৮।**

**নমস্তীর্থ্যায় চ। যজুঃ ॥ অঃ ১৬ ॥**

যে সকল ব্রহ্মচারী এবং আচার্য্যের নিকট পরস্পর এক শাস্ত্র অধ্যয়ন করে উহারা সকলেই সতীর্থ অর্থাৎ তুল্যতীর্থসেবী। যিনি বেদাদি শাস্ত্র জ্ঞানের হেতুভূত এবং সত্য ভাষণাদি ধর্ম্ম লক্ষণের হেতুভূত সাধু তাঁহাকে, অন্নাদি পদার্থ দান এবং তাঁহা হইতে বিদ্যা গ্রহণ ইত্যাদিকে তীর্থ কহা যায়। নাম স্মরণ ইহাকে কহে :—

**যস্য নাম মহদ্‌যশঃ ॥ যজুঃ। অঃ ৩২। মঃ ৩ ॥**

পরমেশ্বরের নাম মহদ্‌যশ অর্থাৎ ধর্ম্মযুক্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করা। যথা ব্রহ্ম, পরমেশ্বর, ঈশ্বর ন্যায়কারী, দয়ালু এবং সর্ব্বশক্তিমান্ আদি নাম পরমেশ্বরের গুণ কর্ম্ম ও স্বভাব হইতে হইয়াছে। যেমন ব্রহ্ম অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; পরমেশ্বর অর্থাৎ ঈশ্বরাদির

ঈশ্বর; ঈশ্বর অর্থাৎ সামর্থ্যযুক্ত; ন্যায়কারী অর্থাৎ কখন অন্যায় করেন না; দয়ালু অর্থাৎ সকলের উপর কৃপাদৃষ্টি রাখেন, এবং সর্ব্বশক্তিমান্ অর্থাৎ আপনার সামর্থ্য হইতেই সমস্ত জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয় করেন, কাহারও সাহায্য গ্রহণ করেন না। ব্রহ্মা যিনি বিবিধ জগতের নির্ম্মাতা, বিষ্ণু যিনি সর্ব্বব্যাপক হইয়া রক্ষা কর্ত্তা, মহাদেব যিনি দেবের দেব, এবং রুদ্র যিনি প্রলয় কর্ত্তা, ইত্যাদি নামের অর্থ নিজ সম্বন্ধে ধারণ করিবে। অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কার্য্য দ্বারা শ্রেষ্ঠ হইবে, সমর্থদিগের মধ্যে সমর্থ হইয়া সামর্থ্য বৃদ্ধি করিবে, কখন অধর্ম্ম করিবে না, সকলের উপর দয়া করিবে, সর্ব্বপ্রকার সাধনকে কার্য্যে পরিণত করিবে, শিল্প বিদ্যা দ্বারা নানাপ্রকার পদার্থ নির্ম্মাণ করিবে, সমস্ত সংসারে সকলেরই আপনার তুল্য সুখ ও দুঃখ ইহা বুঝিয়া সকলকে রক্ষা করিবে, বিদ্বান্‌দিগের মধ্যে বিদ্বান্ হইবে এবং দুষ্কর্ম্মকে ও দুষ্কর্ম্মকর্ত্তাকে প্রযত্ন সহকারে দণ্ড দিবে ও সজ্জনদিগকে রক্ষা করিবে। এইরূপে পরমেশ্বরের নামের অর্থ জানিয়া, পরমেশ্বরের গুণ কর্ম্ম স্বভাবের অনুযায়ী অনুষ্ঠান করাই পরমেশ্বরের নাম স্মরণ জানিবে। (প্রশ্ন) :—

**গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।**
**গুরুরেব পরংব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥**

ইত্যাদি গুরুমাহাত্ম্য তো সত্য? গুরুর চরণ প্রক্ষালন করিয়া সেই জল পান করা; তাঁহার আজ্ঞা পালন করা; গুরু লোভী হইলে বামনের তুল্য, ক্রোধী হইলে নৃসিংহের তুল্য, মোহী হইলে রামের তুল্য এবং কামী হইলে শ্রীকৃষ্ণের তুল্য তাঁহাকে জ্ঞান করা; গুরু যেরূপ ইচ্ছা করেন পাপ করিলেও তাঁহাকে অশ্রদ্ধা না করা; এবং সাধু অথবা গুরুর দর্শনে গমন করিলে প্রতিপদ নিক্ষেপে অশ্বমেধের ফল হয়। একথা সত্য কি না? (উত্তর) সত্য নহে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং পরব্রহ্ম এ সকল পরমেশ্বরের নাম। গুরু কখন উহার তুল্য হইতে পারে না। এই গুরু মাহাত্ম্য এবং গুরুগীতাও এক মহৎ পোপলীলা। মাতা পিতা আচার্য্য এবং অতিথিই গুরু হইয়া থাকেন। তাঁহাদিগের সেবা করা এবং উহাদিগের নিকট হইতে বিদ্যালাভ করা শিষ্যের এবং শিক্ষা দেওয়া গুরুর কার্য্য। পরন্তু গুরু যদি লোভী, ক্রোধী, মোহী এবং কামী হয়েন তবে, তাঁহাকে ত্যাগ করিবে। তাদৃশ গুরুকে শিক্ষা দেওয়া উচিত। যদি সহজ-শিক্ষায় না হয় তাহা হইলে অর্ঘ্য ও পাদ্য অর্থাৎ তাড়না, দণ্ড এবং প্রাণহরণ পর্য্যন্ত করিলেও কোন দোষ নাই। যদি বিদ্যাদি সদ্‌গুণ বশতঃ গুরু না হয় তবে, বৃথা কণ্ঠি ও তিলকধারী এবং বেদবিরুদ্ধ মন্ত্রোপদেশকর্ত্তা গুরু নহে। তাহাকে মেষপালক বলা যাইতে পারে। মেষপালক যেরূপ মেষ ও ছাগাদির

দুগ্ধাদির দ্বারা প্রয়োজন সিদ্ধ করে তদ্রূপ, ইহারাও শিষ্যা ও শিষ্যদিগের ধন হরণ করিয়া আপনাদিগের প্রয়োজন সাধন করে। ইহারা :—

লোভী গুরু লালচী চেলা, দোনোঁ খলেঁ দাও।
ভবসাগর মেঁ ডুবতে, বৈঠ পথর কী নাও॥

গুরু মনে করে যে শিষ্য কিছু না কিছু দিবে, এদিকে শিষ্য মনে করে যে চল গুরুর সুমিষ্ট উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া পাপ খণ্ডন করি, এইরূপ লোভী ও ঔদরিক হওয়াতে এই দুই কপট মুনি, যেরূপ লোকে প্রস্তরের নৌকায় উপবেশন করিলে সমুদ্রে নিমগ্ন হয় তদ্রূপ, ভবসাগরের দুঃখে নিমগ্ন হইয়া থাকে। এইরূপ গুরু এবং শিষ্যের মুখে ধূলি এবং ভস্ম পড়া উচিত এবং কেহই যেন উহাদিগের নিকটেও দণ্ডায়মানও না থাকে, কারণ যে থাকিবে সেই দুঃখসাগরে পতিত হইবে। পূজক পৌরাণিকগণ যেরূপ লীলা'র প্রচার করিয়াছে, এই সকল মেষপালক গুরুও তদ্রূপ, লীলা বিস্তার করিয়াছে। স্বার্থপর লোকদিগেরই এই সকল কার্য্য। যাঁহারা পরমার্থী লোক হয়েন তাঁহারা, নিজে দুঃখ পাইলেও জগতের উপকার করিতে নিবৃত্ত হয়েন না। উক্ত কুকর্ম্মান্বিত গুরুগণই গুরুমাহাত্ম্য এবং গুরু গীতা রচনা করিয়াছে। (প্রশ্ন) :—

অষ্টাদশপুরাণানাং কর্ত্তা সত্যবতীসুতঃ।
ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদার্থমুপবৃংহয়েৎ॥

মহাভারতে।

পুরাণান্যখিলানি চ॥ মনু।
ইতিহাসপুরাণম্ পঞ্চমং বেদানাং বেদঃ॥

ছান্দোগ্যঃ প্রঃ ৭। খঃ ১।

দশমেঽহনি কিঞ্চিৎ পুরাণমাচক্ষীত॥
পুরাণবিদ্যা বেদঃ॥ সূত্রম্।

মহাত্মা ব্যাস অষ্টাদশ পুরাণের কর্ত্তা, তাঁহার বচন অবশ্য প্রামাণ্য। ইতিহাস, মহাভারত এবং অষ্টাদশ পুরাণ হইতে বেদের অর্থ পাঠ ও পাঠনা করিবে, কারণ ইতিহাস এবং পুরাণ বেদের অর্থেরই অনুকূল। পিতৃকর্ম্মে পুরাণ এবং হরিবংশের কথা শ্রবণ করিবে। অশ্বমেধ সমাপ্তির দশম দিনে অল্প পরিমাণে পুরাণের কথা শুনিবে। পুরাণবিদ্যা বেদার্থজ্ঞাপক বলিয়া উহা বেদ। ইতিহাস এবং পুরাণকে পঞ্চম বেদ কহে। ইত্যাদি প্রমাণ হইতে পুরাণ সকলের প্রমাণ হয় এবং ইহাদিগের প্রমাণ

হইতে মূর্ত্তিপূজা এবং তীর্থেরও প্রমাণ হয় ; কারণ পুরাণ সকলে মূর্ত্তিপূজা এবং তীর্থের বিধান আছে। (উত্তর) মহাত্মা ব্যাস যদি অষ্টাদশ পুরাণের কর্ত্তা হইতেন তাহা হইলে, উহাতে এতাদৃশ অলীক গল্প কথা থাকিত না। কারণ ব্যাসকৃত শারীরিক সূত্র এবং যোগশাস্ত্রের ভাষ্যাদি দেখিলে বিদিত হওয়া যায় যে, মহাত্মা ব্যাসদেব অতিশয় বিদ্বান্, সত্যবাদী, ধার্ম্মিক এবং যোগী ছিলেন। তিনি কখন এরূপ মিথ্যা লিখিতে পারেন না। এতদ্ভিন্ন ইহা দ্বারা এইরূপ সিদ্ধ হইতেছে যে, যে সকল সম্প্রদায়ের লোক পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হইয়া ভাগবতাদি নবীন ও কপোলকল্পিত গ্রন্থ রচনা করিয়াছে, উহাদিগের ভিতর মহাত্মা ব্যাসের লেশমাত্র গুণ নাই। বেদ ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ অসত্যবাদ লেখা ব্যাসের সদৃশ বিদ্বানের কার্য্য নহে পরন্তু, ইহা স্বার্থপর, বিরুদ্ধ এবং অবিদ্বান্ লোকদিগের কার্য্য হইয়া থাকে। শিবপুরাণাদির নাম ইতিহাস এবং পুরাণ নহে। কিন্তু :—

ব্রাহ্মণানীতিহাসান্ পুরাণানি কল্পান্ গাথানারাশংসীরিতি ॥

ইহা ব্রাহ্মণ এবং সূত্রের বচন। ঐতরেয়, শতপথ, সাম এবং গোপথ ব্রাহ্মণ গ্রন্থেরই ইতিহাস, পুরাণ, কল্প, গাথা এবং নারাশংসী এই পাঁচ নাম আছে। (ইতিহাস) যেমন জনক ও যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ, (পুরাণ) জগদুৎপত্তির আদি বর্ণন, (কল্প) বেদোক্ত শব্দের সামর্থ বর্ণন ও অর্থ নিরূপণ, (গাথা) কাহারও দৃষ্টান্ত অথবা দার্ষ্টান্ত রূপ কথার প্রসঙ্গ কথন এবং (নারাশংসী) মনুষ্যদিগের প্রশংসনীয় ও অপ্রশংশনীয় কর্ম্মের কথন। ইহা দিগের দ্বারাই বেদার্থবোধ হইয়া থাকে। পিতৃকর্ম্ম অর্থাৎ জ্ঞানীদিগের প্রশংসা বিষয় কিছু শ্রবণ করা। অশ্বমেধের অবসানেও ইহারই শ্রবণ লিখিত আছে। পুরাণ ব্যাসকৃত গ্রন্থ হইলেই ব্যাসের জন্মের পশ্চাৎ উহার শ্রবণ ও শ্রাবণ হইতে পারে এবং তাহার পূর্ব্বে হইতে পারে না। যখন ব্যাসের জন্মও হয় নাই তখনও, বেদার্থের পঠন পাঠন এবং শ্রবণ ও শ্রাবণ হইত। সুতরাং সকলের প্রাচীন ব্রাহ্মণগ্রন্থ বিষয়েই এই সকল সম্ভব হইতে পারে পরন্তু এই সকল নবীন কপোল কল্পিত শ্রীমদ্ভাগবত ও শিব-পুরাণাদি মিথ্যা অথবা দূষিত গ্রন্থ বিষয়ক হইতে পারে না। মহাত্মা ব্যাস বেদ পাঠ ও পাঠনা করিয়া উহার প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার নাম বেদব্যাস হইয়াছে। কারণ পারাবারে মধ্যরেখার নাম ব্যাস ; অর্থাৎ ঋগ্বেদের আরম্ভ হইতে অথর্ব্ববেদের পার পর্য্যন্ত চারি বেদ পড়িয়াছিলেন এবং শুকদেব ও জৈমিনি আদি শিষ্যগণকে পড়াইয়াছিলেন। তাহা না হইলে তাঁহার জন্মনাম কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন থাকিত। কেহ কেহ বলেন যে, ব্যাস সমস্ত বেদ একত্র করিয়াছিলেন। ইহা মিথ্যা কথা ; কারণ ব্যাসের পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহাদি অর্থাৎ পরাশর, শক্তি, বশিষ্ঠ ও

ব্রহ্মাদি সকলেই চারি বেদ পড়িয়াছিলেন ইত্যাদি কিরূপে ঘটিতে পারে? (প্রশ্ন) পুরাণের কি সকল কথাই মিথ্যা, অথবা কিছু সত্যও আছে? (উত্তর) অনেক কথাই মিথ্যা এবং কোন কথা ঘুণাক্ষর ন্যায়ানুসারে সত্যও আছে। যাহা সত্য আছে উহা, বেদাদি সত্যশাস্ত্র হইতে গৃহীত এবং যাহা মিথ্যা তৎসমস্ত এই সকল "পোপ"দিগের পুরাণ গ্রন্থ হইতে গৃহীত। যেমন শিবপুরাণে শৈবগণ শিবকে পরমেশ্বর মানিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, গণেশ এবং সূর্য্যাদিকে তাঁহার দাস স্থির করিয়াছে; বিষ্ণুপুরাণাদিতে বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুকে পরমাত্মা মানিয়াছে এবং শিবাদি দেবতাকে বিষ্ণুর দাস স্থিরীকৃত করিয়াছে। দেবীভাগবতে দেবীকে পরমেশ্বরী এবং শিব ও বিষ্ণু আদিকে তাঁহার, দাস স্থির করা হইয়াছে। গণেশখণ্ডে গণেশকে ঈশ্বর এবং অবশিষ্ট সকলকে দাস করা হইয়াছে। আচ্ছা, এ সকল কথা এই সকল সম্প্রদায়ী লোকের না হইয়া আর কাহার হইতে পারে? এক মনুষ্যের রচনা হইলে এইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ বিষয়ের রচনা হইতে পারিত না; আর বিদ্বানের রচনায় এরূপ কখন হইতে পারে না। এস্থলে একের কথা সত্য মনে করিলে দ্বিতীয়ের কথা মিথ্যা; দ্বিতীয়ের কথা সত্য মানিলে তৃতীয়ের কথা মিথ্যা, এবং তৃতীয়ের কথা সত্য মানিলে অন্য সকলেরই কথা মিথ্যা হইয়া পড়ে। শিবপুরাণবাদী শিব হইতে, বিষ্ণুপুরাণবাদী বিষ্ণু হইতে দেবীপুরাণবাদী দেবী হইতে, গণেশখণ্ডবাদী গণেশ হইতে, সূর্য্যপুরাণবাদী সূর্য্য হইতে, এবং বায়ুপুরাণবাদী বায়ু হইতে সৃষ্টির উৎপত্তি এবং প্রলয় লিখিয়া পুনঃ এক এক হইতে উহাদিগের লিখিত জগতের কারণ স্বরূপ এক একের উৎপত্তি লিখিত হইয়াছে। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে যে যিনি জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয়কর্ত্তা তিনি উৎপন্ন হইতে এবং যিনি উৎপন্ন, তিনি সৃষ্টির কারণ হইতে কখন পরেন কি না? ইহার উত্তর নির্ব্বাক্ হওয়া ব্যতিরেকে আর কিছুই হইতে পারে না। তদ্ব্যতীত এই সকল দেবতার শরীরের উৎপত্তিও ইহাদিগেরই হইতে হইয়া থাকিবে। অতএব উহা স্বয়ং সৃষ্ট পদার্থ ও পরিচ্ছিন্ন হইয়া কিরূপে সংসারের উৎপত্তিকর্ত্তা হইতে পারে? এতদ্ব্যতীত এই উৎপত্তিও ভিন্ন ভিন্ন বিলক্ষণ প্রকারে স্বীকার করা হইয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। যথা:—

শিবপুরাণে আছে যে শিব ইচ্ছা করিলেন যে তিনি সৃষ্টি করিবেন। তখন এক (নারায়ণ) জলাশয় উৎপন্ন করিলেন। তাঁহার নাভী হইতে কমল এবং কমল হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন। তিনি দেখিলেন যে সমস্তই জলময়। তখন এক অঞ্জলি জল উঠাইয়া দেখিলেন এবং পুনরায় জলে নিক্ষেপ করিলেন। তখন জল হইতে বুদ্বুদ উঠিল এবং বুদ্বুদ হইতে এক পুরুষ উৎপন্ন হইল। সেই পুরুষ ব্রহ্মাকে কহিলেন যে, "হে পুত্র! সৃষ্টি কর।" ব্রহ্মা তাহাকে বলিলেন যে তুমি আমার

পুত্র, আমি তোমার পুত্র নহি। ইহাতে বিবাদ হইল এবং উভয়ে দিব্য সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত জলের উপর যুদ্ধ করিলেন। তখন মহাদেব চিন্তা করিলেন যে কি আশ্চর্য্য যাহাদিগকে আমি সৃষ্টির জন্য পাঠাইলাম, উহারা পরস্পর বিবাদ করিতে লাগিল। তখন উভয়ের মধ্যে এক তেজোময় লিঙ্গ উৎপন্ন হইল এবং শীঘ্র আকাশে উঠিয়া গেল। উহা দেখিয়া উভয়ে আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং মনে করিল যে ইহার আদি ও অন্ত জানা আবশ্যক। যে আদি অন্ত জানিয়া শীঘ্র আসিবে, সেই পিতা এবং যে পশ্চাৎ, অথবা ( গভীরতা ) লইয়া না আসবে, সেই পুত্র কথিত হইবে। বিষ্ণু কূর্ম্মের স্বরূপ ধারণ করতঃ, নীচে চলিলেন এবং ব্রহ্মা হংসের রূপ ধারণ করতঃ উপরে উড্ডীয়-মান হইলেন। উভয়েই মনোবেগে চলিতে লাগিলেন। দিব্য সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত উভয়ে চলিতে লাগিলেন, তথাপি উহার অন্ত পাইলেন না। তখন সর্ব্ব নিম্নের উপরস্থিত বিষ্ণু এবং সর্ব্বোপরি ভাগের নিম্নস্থিত ব্রহ্মা ভাবিলেন যে অন্ত না পাইয়া ফিরিয়া আসিলে আমাকে পুত্র হইতে হইবে। এইরূপ ভাবিতে ছিলেন এমন সময়ে এক গাভী এবং এক কেতকী বৃক্ষ উপর হইতে অবতরণ করিল। ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কোথা হইতে আসিলে? উহারা বলিল যে আমরা সহস্র বর্ষ যাবৎ এই লিঙ্গের আধার হইতে চলিয়া আসিতেছি। ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার অন্ত আছে কি না? উহারা বলিল, "নাই"। তখন ব্রহ্মা উহাদিগকে বলিলেন, তোমরা আমার সঙ্গে চল; এবং তুমি এরূপ সাক্ষ্য দিবে যে, "আমি ( অর্থাৎ গাভী ) এই লিঙ্গের মস্তকের উপর দুগ্ধধারা বর্ষণ করিতাম" এবং বৃক্ষ সাক্ষ্য দিবে যে "আমি ( বৃক্ষ ) ফুল বর্ষণ করিতাম।" এইরূপ সাক্ষ্য যদি দাও, তবে তোমাদিগকে যথাস্থানে লইয়া যাইব। উহারা বলিল যে আমরা মিথ্যা সাক্ষ্য দিব না। তখন ব্রহ্মা কুপিত হইয়া বলিলেন যে, যদি সাক্ষ্য না দাও তাহা হইলে, এক্ষণেই আমি তোমাদিগকে ভস্ম করিয়া ফেলিব। তখন উভয়ে ভীত হইয়া কহিল যে, তুমি যেরূপ কহিতেছ তদ্রূপই সাক্ষ্য দিব। পরে তিনজনেই নীচের দিকে চলিল। বিষ্ণু প্রথমেই আসিয়াছিলেন। ব্রহ্মা উপস্থিত হইয়া বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তুমি গভীরতার পরিমাণ লইয়া আসিয়াছ কি না? তখন বিষ্ণু বলিলেন যে আমি ইহার গভীরতার পরিমাণ পাইলাম না। ব্রহ্মা বলিলেন যে আমি উপরের অন্ত পাইয়াছি। বিষ্ণু কহিলেন, এবিষয়ে সাক্ষ্য দাও। তখন গাভী এবং বৃক্ষ উভয়ে সাক্ষ্য দিল যে "আমরা উভয়ে লিঙ্গের মস্তকে ছিলাম।" ইহার পর লিঙ্গ হইতে শব্দ নির্গত হইল এবং প্রথমে বৃক্ষকে শাপ দিলেন যে তুমি মিথ্যা বলিয়াছ, এইজন্য তোমার ফুল কোন দেবতার মস্তকে অর্পিত হইবে না এবং কেহ অর্পণ করিলে তাহার সত্যনাশ হইবে। গাভীকে শাপ দিলেন "যে মুখ দ্বারা তুমি মিথ্যা বলিয়াছ, সেই মুখে তুমি বিষ্ঠা ভোজন করিবে এবং কেহ তোমার

মুখের পূজা করিবে না, পরন্তু পুচ্ছের পূজা করিবে। ব্রহ্মাকে শাপদিলেন যে তুমি মিথ্যা বলিয়াছ বলিয়া সংসারে তোমার কুত্রাপি পূজা হইবে না। বিষ্ণুকে বর দিলেন যে তুমি সত্য কহিয়াছ বলিয়া সর্ব্বত্র তোমার পূজা হইবে। পরে উভয়ে লিঙ্গের স্তুতি করিতে লাগিলেন। তখন প্রসন্ন হইয়া উক্ত লিঙ্গ হইতে এক জটাজুট মূর্ত্তি নির্গত হইয়া বলিলেন যে, আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিবার জন্য প্রেরণ করিলাম তোমরা বিবাদে কেন প্রবৃত্ত হইয়াছ? ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু বলিলেন, সামগ্রী ব্যতিরেকে আমরা সৃষ্টি কোথা হইতে করিব? তখন মহাদেব আপনার জটা হইতে এক ভস্মের গোলা বাহির করিলেন এবং বলিলেন যে যাও, ইহা হইতে সমস্ত সৃষ্টি রচনা কর ইত্যাদি। ভাল, এই পুরাণ রচনাকর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য যে যখন সৃষ্টিতত্ত্ব এবং পঞ্চ মহাভূতও ছিল না, তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেবের শরীর, জল, কমল, লিঙ্গ, গাভী, কেতকীবৃক্ষ এবং ভস্মের গোলা কি তাহার "বাবার" গৃহ হইতে পতিত হইয়াছিল?

এইরূপে ভাগবতে লেখা আছে যে, বিষ্ণুর নাভি হইতে কমল, কমল হইতে ব্রহ্মা, ব্রহ্মার দক্ষিণ চরণের অঙ্গুষ্ঠ হইতে স্বায়ম্ভুব এবং বাম চরণের অঙ্গুষ্ঠ হইতে সত্যরূপা রাণী, ললাট হইতে রুদ্র ও মরীচি আদি দশ পুত্র এবং উহাদিগের হইতে দশ প্রজাপতি হইয়াছে। উহাদিগের ত্রয়োদশ কন্যার সহিত কশ্যপের বিবাহ হয়। কশ্যপের ঔরসে দিতির গর্ভে দৈত্য, দনু হইতে দানব, অদিতি হইতে আদিত্য, বিনতা হইতে পক্ষী, কদ্রু হইতে সর্প, সরমা হইতে কুকুর ও শৃগাল আদি এবং অন্যান্য স্ত্রী হইতে হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, মহিষ, ঘাস, উলু এবং বাবলা আদি কণ্টকপূর্ণ বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে। বলিহারি! ভাগবতরচয়িতা বিদ্যাদিগ্‌গজ (চাঁই) তুমি কি বলিতেছ? এরূপ মিথ্যা কথা লিখিতে তোমার একটুও লজ্জা এবং সঙ্কোচ হইল না? একেবারে ভয়ানক অন্ধ হইয়া যাইলে? স্ত্রী পুরুষের রজোবীর্য্য সংযোগেই মনুষ্য জন্মিয়া থাকে? পরমেশ্বরের সৃষ্টিক্রমের বিরুদ্ধে পশুপক্ষী ও সর্পাদি কখন উৎপন্ন হইতে পারে না। অধিকন্তু হস্তী, উষ্ট্র, সিংহ, কুকুর, গর্দ্দভ এবং বৃক্ষাদির, স্ত্রীর গর্ভাশয়স্থিত হইবার অবকাশ কিরূপে হইতে পারে? আর সিংহাদি উৎপন্ন হইয়া আপনার মাতা ও পিতাকে কেন ভোজন করিয়া ফেলিল না? অপরন্তু মনুষ্য শরীর হইতে পশুপক্ষী এবং বৃক্ষাদি উৎপন্ন হওয়া কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? দুঃখ হয় যে, এই সকল লোকের মহা অসম্ভব লীলা প্রকাশ করিতে রুচি হইয়াছিল এবং ইহাতে অদ্যাপিও সংসারের ভ্রম স্থির রহিয়াছে। কি আশ্চর্য্য? এই সকল অন্ধ "পোপ" এবং উহাদিগের বাহ্যিক এবং আন্তরিক দৃষ্টিহীন শিষ্যগণ এই সকল মহামিথ্যা বিষয় সকল শ্রবণ করে। ইহা অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয়। ইহারা কি মনুষ্য অথবা আর কিছু? এই সকল ভাগবতাদি পুরাণ রচয়িতা জন্মমাত্রেই কেন গর্ভেই নষ্ট হইয়া যায় নাই? অথবা জন্মের সময়ই কেন মরিয়া যায়

নাই? কারণ এই সকল "পোপ" হইতে রক্ষা পাইলে আর্য্যাবর্ত্ত দেশ দুঃখ হইতে রক্ষা পাইত। (প্রশ্ন) এই সকল বিষয়ে বিরোধ আসিতে পারে না, কারণ "যাহার বিবাহ তাহারই গান" হইয়া থাকে, অর্থাৎ যখন বিষ্ণুর স্তুতি করিতেছে, তখন বিষ্ণুকে পরমেশ্বর ও অন্যকে দাস; এবং যখন শিবগুণগান করিতেছে, তখন শিবকে পরমাত্মা ও অন্যকে কিঙ্কর বর্ণনা করা হইয়াছে এবং পরমেশ্বরের মায়া দ্বারা সকলি উৎপন্ন হইতে পারে। পরমেশ্বর মনুষ্য হইতে উৎপত্তি করিতে পারেন। দেখুন কারণ ব্যতিরেকে আপনার মায়াবলে সমস্ত সৃষ্টি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। উহাতে কোন বিষয় অঘটিত আছে? তিনি যাহা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাই করিতে পারেন। (উত্তর) অহে নির্ব্বুদ্ধি লোক সকল! বিবাহে যাহার গীত গাওয়া হয় উহাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং অপরকে অতি নীচ বলিয়া কি নিন্দা করিতে হইবে? কেন তাহাদিগকে কি তাহাদিগের পিতা জন্ম দেন নাই? বল "পোপ" মহাশয়? তুমি "ভাট" এবং তোষামোদকারী চারণদিগের অপেক্ষাও অতিশয় মিথ্যা গল্পকারী কি না? তুমি যাহার পশ্চাৎ প্রবৃত্ত হও, তাহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর এবং যাহার সহিত বিরোধ কর, তাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা নীচ মনে কর। যখন তুমি এইরূপ, তখন তোমার সত্য ও ধর্ম্মের প্রয়োজন কি! তোমার তো আপনার স্বার্থ লইয়াই কার্য্য। মনুষ্যই মায়া হইতে পারে। যে ছলী এবং কপটী হয়, তাহাকেই মায়াবী কহা যায়। পরমেশ্বরে ছল ও কপটতাদি দোষ নাই; সুতরাং তাঁহাকে মায়াবী বলা যাইতে পারে না। যদি আদি সৃষ্টিতে কশ্যপ এবং কশ্যপের স্ত্রী সকল হইতে পশু, পক্ষী, সর্প ও বৃক্ষাদি হইত, তাহা হইলে আজকালও কেন তদ্রূপ সন্তান হয় না? সৃষ্টিক্রম যেরূপ প্রথমে লিখিত হইয়াছে উহাই সত্য। অনুমান হইতেছে যে "পোপ" মহাশয় সেইস্থলে হতবুদ্ধি হইয়া বৃথা প্রলাপ করিয়া থাকিবেন:—

**তস্মাৎ কাশ্যপ্য ইমাঃ প্রজাঃ॥ শতঃ ৭।৫।১।৫॥**

শত পথে এরূপ লিখিত আছে যে এ সমস্ত সৃষ্টি কশ্যপের রচিত।

**কশ্যপঃ কস্মাৎ পশ্যকো ভবতীতি॥ নিরুঃ অঃ ২॥**

সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরের নাম কশ্যপ। কারণ তিনি পশ্যক অর্থাৎ "পশ্যতীতি পশ্যঃ পশ্য এব পশ্যকঃ" যিনি নির্ভ্রম হইয়া চরাচর জগৎ, সমস্ত জীব, উহাদিগের কার্য্য এবং সকল বিদ্যা যথাবৎ দেখেন, তিনি পশ্যক। আর "আদ্যন্তবিপর্য্যয়শ্চ" এই মহাভাষ্যের বচনানুসারে আদি অক্ষর অন্তে এবং অন্তের অক্ষর আদিতে আসাতে "পশ্যক" হইতে "কশ্যপ" হইয়াছে। ইহার অর্থ না জানিয়া ঘটীপূর্ণ (ভাঙ্গ) সিদ্ধি পান করতঃ সৃষ্টিবিরুদ্ধ কথন দ্বারা আপনার জন্ম নষ্ট করিয়াছে।

যেরূপ মার্কণ্ডেয় পুরাণের দুর্গা পাঠে দেবতাদিগের শরীর হইতে তেজ নির্গত হইয়া

এক দেবী গঠিত হইল। তিনি মহিষাসুরকে বধ করিয়াছিলেন। রক্তবীজের শরীর হইতে ভূমিতে এক বিন্দু রক্ত পতিত হওয়াতে উহার সদৃশ রক্তবীজ উৎপন্ন হইয়া সমস্ত জগৎ রক্তবীজে পূর্ণ হইল এবং রক্তের নদী প্রবাহিত হইল ইত্যাদি অনেক অলীক গল্প লিখিত আছে। যদি রক্তবীজে সমস্ত জগৎ ভরিয়া গেল, তবে দেবী, তাঁহার সিংহ ও সেনা কোথায় ছিল? যদি বল যে দেবী হইতে রক্তবীজ দূরে দূরে ছিল। তাহা হইলে সমস্ত জগৎ রক্তবীজ পূর্ণ হইল না। যদি রক্তবীজে জগৎ ভরিয়া যাইত, তাহা হইলে পশু, পক্ষী, মনুষ্যাদি প্রাণী, জল, স্থল, কুম্ভীর, মশক, কচ্ছপ, মৎস্যাদি এবং বনস্পতি আদি বৃক্ষাদি কোথায় ছিল? এস্থলে এরূপ নিশ্চিত জানিতে হইবে যে, ইহারা দুর্গা পাঠ রচয়িতার গৃহে পলায়ন করিয়া চলিয়া গিয়াছিল!! দেখ, সিদ্ধির নেশায় কি অসম্ভব কথার গল্প রচনা করা হইয়াছে। ইহার কূলকিনারা নাই!

এক্ষণে যাহাকে "শ্রীমদ্ভাগবত" বলা হয়, তাহার লীলা শ্রবণ কর। নারায়ণ ব্রহ্মাকে চতুঃশ্লোকী ভাগবতের উপদেশ দিয়াছিলেন।

**জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।**
**সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥**
**ভাঃ স্কঃ ২। অঃ ১০। শ্লোঃ ৩০॥**

হে ব্রহ্মন্! তুমি আমার বিজ্ঞান রহস্যযুক্ত: পরম গুহ্য জ্ঞান এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, এবং মোক্ষের অঙ্গ আমার নিকট হইতে গ্রহণ কর। যখন বিজ্ঞানযুক্ত জ্ঞান কথিত হইল, তখন "পরম" অর্থাৎ জ্ঞানের বিশেষণ রাখা ব্যর্থ এবং গুহ্য বিশেষণ হইতে রহস্যও পুনরুক্ত হইয়াছে। যখন মূল শ্লোক অনর্থক, তখন গ্রন্থ কেন অনর্থক হইবে না? ব্রহ্মাকে বর দিলেন যে:—

**ভবান্ কল্পবিকল্পেষু ন বিমুহ্যতি কর্হিচিৎ**
**ভাগঃ স্কঃ ২। অঃ ৫। শ্লোঃ ৩৬।**

তুমি (কল্প) সৃষ্টিতে এবং (বিকল্প) প্রলয়েও কখন মোহ প্রাপ্ত হইবে না। এইরূপ লিখিয়া পুনরায় দশমস্কন্ধে তিনি মোহিত হইয়া বৎসহরণ করিয়াছিলেন ইহা লিখিত আছে। এই উভয় কথার মধ্যে এক কথা সত্য হইলে অপর কথা মিথ্যা হয়। এইরূপে উভয় কথাই মিথ্যা জানিতে হইবে। যখন বৈকুণ্ঠে রাগ, দ্বেষ, ঈর্ষ্যা এবং দুঃখ ছিল না, তখন বৈকুণ্ঠ দ্বারে সনক আদির কেন ক্রোধ হইল? যদি ক্রোধ হইয়া থাকে তবে উহা স্বর্গ নহে। জয় এবং বিজয় দ্বারপাল ছিল এবং স্বামীর আজ্ঞাপালনই উহাদিগের কর্ত্তব্য ছিল। এ অবস্থায় যদি তাহারা সনকাদিকে নিবারণ করিয়া থাকে

তাহা হইলে কি অপরাধ হইয়াছিল? সুতরাং বিনা অপরাধে উহাদিগের উপর শাপ ফলিতে পারে না। শাপ এইরূপ দেওয়া হইয়াছিল যে তোমরা পৃথিবীতে পতিত হও। ইহা হইতে সিদ্ধ হইতেছে যে উক্তস্থানে পৃথিবী ছিল না কিন্তু আকাশ, বায়ু অগ্নি অথবা জল ছিল। তাহা হইলে এতাদৃশ দ্বার, মন্দির এবং জল কাহার আধারে ছিল? পরে জয় ও বিজয় সনকাদিকে স্তুতি করিল যে "ভগবন্! পুনরায় আমরা বৈকুণ্ঠে কখন আসিব?" উহাঁরা বলিলেন যে, যদি প্রীতির সহিত নারায়ণকে ভক্তি কর তবে সপ্তজন্মে এবং যদি শত্রুভাবে ভক্তি কর তবে তৃতীয় জন্মে বৈকুণ্ঠে আসিবে। এ বিষয়ে বিচার করা কর্ত্তব্য যে জয় ও বিজয় নারায়ণের ভৃত্য ছিল। উহাদিগকে রক্ষা করা এবং উহাদিগের সহায়তা করা নারায়ণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল। যদি কেহ বিনা অপরাধে ভৃত্যদিগের ক্লেশোৎপাদন করে তাহা হইলে উহাদিগের স্বামী যদি ক্লেশদাতাকে দণ্ড না দেয় তবে সকলেই তাহার ভৃত্যদিগের দুর্দ্দশা উৎপাদন করিবে। নারায়ণের উচিত ছিল যে জয় ও বিজয়ের পুরস্কার করিয়া সনকাদিকে বিশেষ দণ্ড দেওয়া, কারণ কিজন্য তাঁহারা ভিতরে আসিবার জন্য বলপ্রকাশ করিয়াছিলেন এবং ভৃত্যদিগের সহিত বিবাদ করিয়াছিলেন ও তাহাদিগকে শাপ দিয়াছিলেন? উহার পরিবর্ত্তে সনকাদিকে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করাই নারায়ণের ন্যায়কারিতা হইত। যদি নারায়ণের গৃহে এতদূর উৎপীড়ন হয়, তাহা হইলে তাঁহার বৈষ্ণব নামধারী সেবক-দিগের যতই দুর্দ্দশা হউক তাহা অল্প মনে করিতে হইবে। পরে ইহারা হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু উৎপন্ন হইল। উহাদিগের মধ্যে হিরণ্যাক্ষকে বরাহে বিনাশ করিল। ইহার বৃত্তান্ত এইরূপ লিখিত আছে যে "হিরণ্যাক্ষ পৃথিবীকে মাদুরের" মত জড়াইয়া মস্তকের নীচে রাখিয়া শয়ন করিয়াছিল। বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করিয়া উহার মস্ত-কের নীচে হইতে পৃথিবীকে মুখের দ্বারা ধরিলেন। তখন হিরণ্যাক্ষ উঠিল এবং উভয়ে যুদ্ধ হইল। বরাহ হিরণ্যাক্ষকে বিনাশ করিল।" ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে, পৃথিবী কি গোল অথবা "মাদুরের" মত? ইহারা কিছুই বলিতে পারিবে না, কারণ পৌরাণিক লোক ভূগোল বিদ্যার শত্রু। আচ্ছা যখন পৃথিবীকে জড়াইয়া মস্তকের নীচে রাখিল, তখন স্বয়ং কোথায় শয়ন করিয়াছিল? আর বরাহ কোথায় চরণ রাখিয়া ধাবিত হইয়াছিল? বরাহ যদি পৃথিবীকে মুখে রাখিলেন, তবে উভয়ে কাহার উপর দণ্ডায়মান হইয়া যুদ্ধ করিলেন। সে স্থলে যখন দাঁড়াইবার আর স্থান ছিল না, তখন বোধ হয় যে ভাগবতাদি পুরাণ রচয়িতার বক্ষঃস্থলের উপর দণ্ডায়মান হইয়া উহারা যুদ্ধ করিয়া থাকিবে। পরন্তু "পোপ" মহাশয় তাহা হইলে কাহার উপর শয়ান ছিলেন? এ সকল কথা যেমন "গল্পীর গৃহে গল্পী এল বলে গল্প কথা" তাদৃশ! এক মিথ্যাবাদীর গৃহে যখন আর এক মিথ্যাপ্রিয় গল্পবাদী আসিল, তখন এরূপ গল্প

কথা কি অল্প হইতে পারে? এক্ষণে রহিল হিরণ্যকশিপু। তাহার পুত্র প্রহ্লাদ। তাহার পিতা তাহাকে পাঠের জন্য পাঠশালায় প্রেরণ করিলে সে অধ্যাপকদিগকে বলিল যে আমার শিরোবন্ধনে রাম নাম লখিয়া দাও। উহার পিতা শুনিয়া উহাকে বলিলেন যে, "তুমি কেন আমার শত্রুর ভজন করিতেছ?" বালক না শোনাতে তাহার পিতা তাহাকে বাঁধিয়া পর্ব্বত হইতে ফেলিয়া দিলেন ও কূপে নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু উহার কিছুই হইল না। তখন এক লৌহময় স্তম্ভ অগ্নিতে উত্তাপত করিয়া উহাকে বলিলেন যে "তোমার ইষ্টদেব রাম যদি সত্য হয়, তবে ইহা স্পর্শ করিলে দগ্ধ হইবে না।" প্রহ্লাদ ধরিতে চলিল, কিন্তু মনে মনে শঙ্কা হইতে লাগিল যে "দগ্ধ হইলে বাঁচিব কি না।" তখন নারায়ণ উক্ত স্তম্ভের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিপীলিকা পঙ্ক্তি চালিত করিলেন। উহা দ্বারা নিশ্চয় হওয়াতে প্রহ্লাদ তৎক্ষণাৎ স্তম্ভ ধরিলেন এবং উহা বিদীর্ণ হইল। উহা হইতে নৃসিংহ নির্গত হইয়া উহার পিতাকে ধরিয়া উদর বিদারণ করিলেন ও প্রহ্লাদকে আদরের সহিত লেহন করিতে লাগিলেন। নৃসিংহ প্রহ্লাদকে বলিলেন যে, "বর প্রার্থনা কর।" প্রহ্লাদ পিতার সদগতি প্রার্থনা করায় নৃসিংহ বর দিলেন যে তোমার একবিংশতি পুরুষ পর্য্যন্ত সদগতি প্রাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে দেখ, এ আর এক গল্পবাদীর ভ্রাতা স্বয়ং গল্পবাদী। কোন ভাগবত শ্রোতা বা পাঠককে ধরিয়া পর্ব্বতের উপর হইতে নিক্ষেপ করিলে তাহাকে কেহই রক্ষা করিতে পারে না, এবং সে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া বিনষ্ট হইবে। প্রহ্লাদের পিতা তাহাকে পড়িতে পাঠাইয়াছিলেন, ইহা কি অতিশয় মন্দ কর্ম্ম করা হইয়াছিল? প্রহ্লাদ আবার এতাদৃশ মূর্খ যে পাঠত্যাগ করিয়া বৈরাগ্যবান্ হইতে ইচ্ছা করিয়াছিল। প্রজ্বলিত স্তম্ভে পিপীলিকা উঠিল এবং প্রহ্লাদ স্পর্শ করিলেও দগ্ধ হইল না, এ কথা যে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে, তাহাকেও তাদৃশ স্তম্ভে সংলগ্ন করিয়া দেওয়া আবশ্যক এবং যদি সে তাহাতে না দগ্ধ হয়, তাহা হইলে প্রহ্লাদও না দগ্ধ হইয়া থাকিবে। তদ্ব্যতীত নৃসিংহও কেন দগ্ধ হইল না? তৃতীয় জন্মের পর বৈকুণ্ঠে আসিবার পক্ষে প্রথমে সনকাদির (আদেশ) ছিল, উহা কি তোমাদিগের নারায়ণ বিস্মৃত হইয়াছিলেন? ভাগবতের রীতি অনুসারে ব্রহ্মা, প্রজাপতি, কশ্যপ, হিরণ্যাক্ষ এবং হিরণ্যকশিপু এই চারি পুরুষের মধ্যে হইতে পারে। সুতরাং প্রহ্লাদের একবিংশতি পুরুষ এখন হয়ই নাই; অথচ একবিংশতি পুরুষ সদগতি লাভ করিল, ইহা বলা কতদূর প্রমাদ? অধিকন্তু পুনরায় এই হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু, রাবণ ও কুম্ভকর্ণ এবং পুনরায় শিশুপাল ও দন্তবক্র হইল। তাহা হইলে নৃসিংহের বর কোথায় উড়িয়া গেল? এই সকল প্রামাদিক ব্যাপার প্রমাদীই করে, শুনে এবং বিশ্বাস করে; বিদ্বান্ তাহা করে না।

পুতনা ও অক্রুরের বিষয়ে দেখ :—

**রথেন বায়ুবেগেন ॥ ভাঃ স্কঃ ১০। অঃ ৩৯। শ্লোকঃ ৩৮। জগাম গোকুলং প্রতি ॥ ঐ। অ ৩৮। শ্লোকঃ ২৪ ॥**

কংসের প্রেরণাবশতঃ অক্রূর বায়ুবেগবিশিষ্ট অশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া সূর্য্যোদয়ের সময় গমন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী গোকুলে সূর্য্যাস্ত সময়ে উপস্থিত হইলেন! বোধ হয়, অশ্ব ভাগবত-রচয়িতার চারিদিকে ঘুরিয়া এতাবৎকাল তাঁহার নীরাজনা করিতেছিল, অথবা পথশ্রান্তি হওয়াতে ভাগবত-রচয়িতার গৃহে অশ্বচালয়িতা এবং অক্রূর উভয়ে আসিয়া নিদ্রা গিয়াছিলেন। পুতনার শরীর ছয় ক্রোশ বিস্তৃত এবং অতিশয় দীর্ঘ বর্ণিত আছে এবং শ্রীকৃষ্ণ উহাকে মথুরা এবং গোকুলের মধ্যে বিনাশ করিয়া নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। যদি এরূপ হইত, তাহা হইলে মথুরা এবং গোকুল উভয় স্থানই আচ্ছাদিত হইয়া পরে এই "পোপ" মহাশয়ের গৃহও আচ্ছাদিত হইত।

এতদ্ব্যতীত অজামিলের অপ্রামাণিক কথা এইরূপ লিখিত আছে যে, "সে নারদের কথানুসারে আপনার পুত্রের নাম "নারায়ণ" রাখিয়াছিল। মৃত্যু সময় আপনার পুত্রকে নাম ধরিয়া আহ্বান করাতে নারায়ণ হঠাৎ উপস্থিত হইলেন। আচ্ছা, নারায়ণ কি তাহার মনের ভাব জানিতেন না এবং বুঝিতে পারেন নাই যে, "সে আপনার পুত্রকে আহ্বান করিতেছে অথবা আমাকে আহ্বান করিতেছে।" যদি নাম মাহাত্ম্য এইরূপই হয়,তবে আজকালও নারায়ণ নাম স্মরণকর্ত্তার দুঃখমোচনের জন্য তিনি কেন আইসেন না? যদি একথা সত্য হয়, তাহা হইলে কারারুদ্ধ লোক "নারায়ণ নারায়ণ" বলিয়া কেন কারাগার হইতে মুক্তি পায় না? এইরূপ জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিরুদ্ধ ভাবে সুমেরু পর্ব্বতের পরিমাণ লিখিত হইয়াছে। প্রিয়ব্রত রাজার রথচক্রের পদ্ধতি হইতে সমুদ্র হইয়াছে এবং পৃথিবী ঊনপঞ্চাশ কোটি যোজন পরিমিত ইত্যাদি এরূপ অলীকবাদ ভাগবতে লিখিত আছে যে, তাহার কোন পারাবার নাই।

এই ভাগবত বোপদেব রচিত। তাঁহার ভ্রাতা জয়দেব গীতগোবিন্দ রচনা করিয়াছিলেন দেখ, তিনি "আমি শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ রচনা করিয়াছি" এই অর্থে শ্লোক রচনা করিয়া "হিমাদ্রি" নামক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। আমার নিকট উক্ত লেখার তিনটি পত্র ছিল। উহার মধ্যে একটি পত্র নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তৎপত্রস্থ শ্লোক সকলের যে আশয় ছিল, তাহা লইয়া আমি দুইটী শ্লোক রচনা করিয়া নীচে লিখিলাম। যাঁহার বিশেষ দর্শনের ইচ্ছা হইবে, তিনি হিমাদ্রি গ্রন্থে দেখিবেন।

**হিমাদ্রেঃ সচিবস্যার্থে সূচনা ক্রিয়তেঽধুনা।**
**স্কন্ধাঽধ্যায় কথানাঞ্চ যৎপ্রমাণং সমাসতঃ ॥১॥**

শ্রীমদ্ভাগবতং নাম পুরাণঞ্চ ময়েরিতম্।
বিদুষা বোপদেবেন শ্রীকৃষ্ণস্য যশোঽন্বিতম্॥২॥

নষ্ট পত্রে এই মর্ম্মে শ্লোক ছিল। অর্থাৎ রাজসচিব হিমাদ্রি বোপদেব পণ্ডিতকে বলিয়াছিলেন যে তোমার রচিত শ্রীমদ্ভাগবত সম্পূর্ণ শুনিবার আমার অবকাশ নাই। অতএব তুমি সংক্ষেপতঃ শ্লোকবদ্ধ সূচীপত্র প্রস্তুত কর। উহা দেখিয়া আমি শ্রীমদ্ভাগবত কথা সংক্ষেপতঃ জানিয়া লইব।" তদনুসারে বোপদেব নিম্নলিখিত সূচীপত্র রচনা করেন। উহার মধ্যে উক্ত নষ্ট পত্রে দশ শ্লোক নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এইজন্য একাদশ শ্লোক হইতে লিখিত হইতেছে। নিম্নলিখিত শ্লোক সমস্তই বোপদেবের রচিত।

বোধ্যন্তীতি হি প্রাহুঃ শ্রীমদ্ভাগবতং পুনঃ।
পঞ্চ প্রশ্নাঃ শৌনকস্য সূতস্যাত্রোত্তরং ত্রিষু॥১১॥
প্রশ্নাবতারয়োশ্চৈব ব্যাসস্য নির্বৃতিঃ কৃতাৎ।
নারদস্যাত্র হেতূক্তিঃ প্রতীত্যর্থং স্বজন্ম চ॥১২॥
সুপ্তঘ্নং দ্রৌণ্যভিভবস্তদস্ত্রাৎ পাণ্ডবা বনম্।
ভীতস্য স্বপদপ্রাপ্তিঃ কৃষ্ণস্য দ্বারিকাগমঃ॥১৩॥
শ্রোতুঃ পরীক্ষিতো জন্ম ধৃতরাষ্ট্রস্য নির্গমঃ।
কৃষ্ণমর্ত্ত্যত্যাগসূচা ততঃ পার্থমহাপথঃ॥১৪॥
ইত্যষ্টাদশভিঃ পাদৈরধ্যারার্থঃ ক্রমাৎ স্মৃতঃ।
স্বপর প্রতিবন্ধোনং স্ফীতং রাজ্যং জহৌ নৃপঃ॥১৫॥
ইতি বৈরাজ্ঞো দার্ঢ্যাক্তৌ প্রোক্তা দ্রৌণিজয়াদয়ঃ।
ইতি প্রথমঃ স্কন্ধঃ।১

ইত্যাদি দ্বাদশ স্কন্ধের সূচীপত্র বোপদেব পণ্ডিত এইরূপে রচনা করিয়া মন্ত্রী হিমাদ্রিকে প্রদান করেন। যিনি বিস্তার জানিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বোপদেব রচিত হিমাদ্রি গ্রন্থে দেখিয়া লইবেন। এইরূপ অন্য পুরাণেরও সীমা বুঝিতে হইবে। তবে কোনটী উনবিংশ, কোনটী বিংশ এবং কোনটী একবিংশ এইরূপ কম আর বেশী হইবে।

দেখ! মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের অত্যুত্তম ইতিহাস আছে। তাঁহার গুণ, কর্ম্ম এবং স্বভাব আপ্ত পুরুষের সদৃশ। উহাতে এইরূপ কুত্রাপি লিখিত নাই যে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম

হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত কখন কোন অধর্ম্মাচরণ অথবা কোন অসৎ কার্য্য করিয়াছিলেন। কিন্তু এই ভাগবত রচয়িতা আপনার মনোগঠিত অনুচিত দোষ আরোপ করিয়াছে। দুগ্ধ, দধি ও মাখন আদির অপহরণ, কুব্জা দাসীর সহিত সমাগম এবং পরস্ত্রীদিগের সহিত রাসক্রীড়াদি মিথ্যা দোষ শ্রীকৃষ্ণে আরোপ করা হইয়াছে। ইহার পঠন ও পাঠন এবং শ্রবণ ও শ্রাবণ বশতঃ ভিন্নমতাবলম্বী লোক শ্রীকৃষ্ণের বহু প্রকার নিন্দা করে। যদি ভাগবত না হইত, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ সদৃশ মহাত্মাদিগের মিথ্যা নিন্দা কিরূপে হইতে পারিত? শিবপুরাণে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ আছে। সে স্থলে প্রকাশের লেশমাত্রও নাই। রাত্রিতে দীপ ব্যতিরেকে অন্ধকারে লিঙ্গও দৃষ্ট হয় না। এ সমস্ত লীলা "পোপের" জানিতে হইবে। (প্রশ্ন) বেদ পড়িবার সামর্থ্য না থাকাতে স্মৃতি, স্মৃতি পাঠের উপযুক্ত বুদ্ধির অভাবে শাস্ত্র এবং শাস্ত্র পাঠের সামর্থ্য না থাকাতে পুরাণ সকল রচিত হইয়াছে। উহা কেবল স্ত্রীলোক এবং শূদ্রদিগের জন্য, কারণ ইহাদিগের বেদ পাঠের এবং শ্রবণের অধিকার নাই। (উত্তর) একথা মিথ্যা, কারণ পঠন ও পাঠন হইতেই সামর্থ্য হয়। তদ্ব্যতীত বেদের পাঠে এবং শ্রবণে সকলেরই অধিকার আছে। দেখ গার্গী আদি স্ত্রীলোক এবং ছান্দোগ্য উপনিষদে জনশ্রুতি শূদ্রও রৈক্য মুনির নিকট বেদ পাঠ করিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত যজুর্ব্বেদের ২৬ অধ্যায়ের ২ মন্ত্রে স্পষ্ট লিখিত আছে যে মনুষ্যমাত্রেরই বেদ পাঠে এবং শ্রবণে অধিকার আছে। ইহা সত্ত্বেও যাহারা মিথ্যা গ্রন্থ রচনা করিয়া লোকদিগকে সত্য গ্রন্থ হইতে বিমুখ করিয়া ভ্রমজালে পাতিত করতঃ আপনাদিগের প্রয়োজন সাধন করে, উহারা মহাপাপী কেন না হইবে?

দেখ গ্রহদিগের চক্র কিরূপ প্রচলিত করিয়াছে। উহাতে সমস্ত বিদ্যাহীন মনুষ্যই গ্রস্ত হইয়াছে। "আকৃষ্ণেন রজসা০"। ১। সূর্য্যের মন্ত্র। "ইমং দেবা অসপত্নং সুবধ্বম্ ০"। ২। চন্দ্র০। "অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবঃ ককুৎপতিঃ০"। ৩। মঙ্গল। "উদবুধ্যস্বাগ্নে০"। ৪। বুধ। বৃহস্পতে অতিযদর্য্যো০"। ৫। বৃহস্পতি। "শুক্রমন্ধসঃ০"। ৬। শুক্র। "শন্নো দেবীরভিষ্টয়০"। ৭। শনি। "কয়ানশ্চিত্র আভুব"। ৮। রাহু। এবং "কেতুং কৃণ্বন্ন কেতবে০"। ৯। ইহাকে কেতুর কণ্ডিকা কথিত হয়। (আকৃষ্ণে০) ইহা সূর্য্য এবং ভূমির আকর্ষণ। ১। দ্বিতীয় রাজগুণ বিধায়ক। ২। তৃতীয় অগ্নি। ৩। এবং চতুর্থ যজমান। ৪। পঞ্চম বিদ্বান্। ৫। ষষ্ঠ বীর্য্য ও অন্ন। ৬। সপ্তম জল প্রাণ এবং পরমেশ্বর। ৭। অষ্টম মিত্র। ৮। নবম জ্ঞান গ্রহণের বিধায়ক মন্ত্র, গ্রহদিগের বাচক নহে। ইহারা অর্থ না জানা বশতঃ ভ্রমজালে পতিত হইয়াছে। (প্রশ্ন) গ্রহদিগের ফল হয় কি না? (উত্তর) "পোপ" লীলাতে যেরূপ আছে তদ্রূপ নহে। কিন্তু সূর্য্য ও চন্দ্রমার কিরণদ্বারা উষ্ণতা অথবা শীতলতা বশতঃ অথবা ঋতু বিশিষ্ট কাল চক্রের সম্বন্ধ মাত্র হইতে আপনার প্রকৃতির অনুকূল সুখ ও দুঃখের উহারা নিমিত্ত হয়। পরন্তু "পোপ"

লীলায় কথিত হয় যে "শুন শেঠ যজমান মহাশয়! তোমার আজ অষ্টম চন্দ্রমা, সূর্য্যাদি ক্রূর গৃহে রহিয়াছে ও আড়াই বৎসর যাবৎ শনৈশ্চরের একপদ আসিয়াছে, অতএব তোমার অত্যন্ত বিঘ্ন হইবে, এবং গৃহদ্বার হইতে দূরস্থ করিয়া তোমাকে বিশেষ পর্য্যটন করাইবে। পরন্তু যদি তুমি গ্রহদিগের দান, জপ, পাঠ ও পূজা করাও তবে এ সকল দুঃখ হইতে রক্ষা করিতে পার" ইত্যাদ। ইহাদিগকে বলা উচিত যে "শুন "পোপ" মহাশয়? তোমাদিগের এবং গ্রহগণের সম্বন্ধ কি? গ্রহ কি বস্তু?"

( পোপ ):—

দৈবাধীনং জগৎ সর্ব্বং মন্ত্রাধীনাশ্চ দেবতাঃ।
তে মন্ত্রা ব্রাহ্মণাধীনাস্তস্মাৎ ব্রাহ্মণদৈবতম্॥

দেখ কেমন প্রমাণ রহিয়াছে। সমস্ত জগৎ দেবতাদিগের অধীন, সমস্ত দেবতা মন্ত্রের অধীন, এবং মন্ত্র সকল ব্রাহ্মণদিগের অধীন, অতএব ব্রাহ্মণগণ দেবতা কথিত হয়। কারণ যাহাকে ইচ্ছা হইবে সেই দেবতাকে মন্ত্রবলে আহ্বান করতঃ প্রসন্ন করিয়া কার্য্য সিদ্ধ করিবার অধিকার আমাদিগেরই আছে। আমাদিগের মন্ত্র শক্তি না থাকিত তোমাদিগের মত নাস্তিক আমাদিগকে সংসারে থাকিতেই দিত না। ( সত্যবাদী ) যে সকল চোর, দস্যু ও কুকর্ম্মান্বিত লোক আছে উহারাও তোমার দেবতাদিগের অধীন হইবে? দেবতাই উহাদিগকে দুষ্ট করাইতেছে? এরূপ হইলে তোমাদিগের দেবতা এবং রাক্ষসদিগের মধ্যে কিছুই প্রভেদ রহিল না। যদি মন্ত্র তোমাদিগের অধীন হয় তবে উহা দ্বারা তোমরা যাহা ইচ্ছা কর তাহাই করিতে পার এবং তাহা হইলে উক্ত মন্ত্র দ্বারা দেবতাদিগকে বশীভূত করিয়া রাজাদিগের কোষ উঠাইয়া আপনার গৃহ পূর্ণ করিয়া উপবেশন করতঃ কেন আনন্দ ভোগ কর না? গৃহে গৃহে শনৈশ্চরাদির তৈলাদি ছায়াদান লইবার জন্য অনবরত কেন ঘুরিয়া বেড়াও? যাহাকে তোমরা কুবের বলিয়া মনে কর, তাহাকে বশীভূত করিয়া ইচ্ছামত ধন আনয়ন কর, হতভাগ্য দরিদ্রদিগকে কেন হৃতসর্ব্বস্ব করিতেছ? যদি তোমাদিগকে দান দিলে গ্রহ সুপ্রসন্ন হয়, এবং দান না দিলে অপ্রসন্ন হয়, তবে আমাকে সূর্য্যাদি গ্রহের প্রসন্নতা এবং অপ্রসন্নতা প্রত্যক্ষ প্রদর্শন করাও। যাহার অষ্টম চন্দ্র অথবা সূর্য্য এবং যাহার তৃতীয় চন্দ্র, এই উভয়কে জ্যৈষ্ঠ মাসে জুতা না পরাইয়া উত্তপ্ত ভূমির উপর চলিতে দাও। যাহার উপর প্রসন্ন হইবে, তাহার চরণ ও শরীর দগ্ধ না হওয়াতে এবং যাহার উপর ক্রুদ্ধ হইবে তাহার দগ্ধ হওয়া উচিত। আর পৌষ মাসে উক্ত উভয়কে উলঙ্গ করিয়া পূর্ণিমার সমস্ত রাত্রি মাঠে রাখ, যদি একের শীত লাগে এবং অপরের না লাগে তাহা হইলে জানিতে হইবে যে গ্রহ ক্রূর অথবা

সৌম্যদৃষ্টিবিশিষ্ট আছে। অধিকন্তু তোমাদিগের গ্রহসম্বন্ধ কি? তোমাদিগের ডাক অথবা টেলিগ্রাফ কি উহাদিগের নিকট যায় অথবা আইসে! অথবা তোমরা উহাদিগের নিকট কিম্বা উহারা তোমাদিগের নিকট গমনাগমন করে! তোমাদিগের যদি মন্ত্রশক্তি থাকিত তবে তোমরা কেন স্বয়ং রাজা অথবা ধনাঢ্য হইয়া পড় না! অথবা শত্রুদিগকে কেন আপনার বশে আনিতে পারিতেছ না? যে বেদ এবং ঈশ্বরের আজ্ঞা বিরুদ্ধ পোপলীলা প্রচলিত করিবে সেই নাস্তিক। যদি তোমাদিগকে গ্রহদান না দেওয়া হয় তাহা হইলে যাহার গ্রহ হইয়াছে সেই গ্রহদানের জন্য ভোগ করিবে তাহাতে চিন্তা কি? যদি তোমরা বল যে "তাহা হইলে চলিবে না আমাদিগকেই দান দিলে গ্রহ সুপ্রসন্ন হইবে এবং অন্যকে দিলে হইবে না" তাহা হইলে কি তোমরা গ্রহদিগের নিকট "পাট্টা" লইয়াছ? যদি "পাট্টা লইয়া থাক, তাহা হইলে সূর্য্যাদিকে আপনাদিগের গৃহে আহ্বান করিয়া পুড়িয়া মর। ইহাই সত্য যে সূর্য্যাদিলোক জড়, উহারা কাহারও দুঃখ অথবা সুখ দিবার চেষ্টা করিতে পারে না। পরন্তু তোমরা যে কয়জন গ্রহ-দানোপজীবী আছ, সকলেরই গ্রহদিগের মূর্ত্তি স্বরূপ। কারণ গ্রহ শব্দের অর্থও তোমাদিগের উপর সংলগ্ন হয়। "যে গৃহ্ণন্তি তে গ্রহাঃ; যাহারা গ্রহণ করে তাহা-দিগের নাম গ্রহ। যতক্ষণ রাজা, জমিদার, ধনী, বণিক এবং দরিদ্রদিগের নিকট তেমা-দিগের পদ সঞ্চার না হয় ততক্ষণ কাহারও নবগ্রহ স্মরণ হয় না। যখনই সাক্ষাৎ সূর্য্য ও মূর্ত্তিমান্ শনৈশ্চরাদির ন্যায় তোমরা উহাদিগের স্কন্ধে আরোহণ কর, তখনই গ্রহণ ব্যতিরেকে কখনই উহাদিগকে ত্যাগ কর না। যাহারা তোমাদিগের নিকট আইসে না, তোমরা তাহাদিগকে নাস্তিকাদি বলিয়া নিন্দা করিয়া থাক। (পোপ) দেখ, জ্যোতিষের প্রত্যক্ষ ফল যে আকাশে অবিস্থিত সূর্য্য, চন্দ্র, রাহু এবং কেতুর সংযোগ স্বরূপ গ্রহণের কথা পূর্ব্বেই বলিয়া দেয়। উহা যেরূপ প্রত্যক্ষ হয় তদ্রূপ গ্রহদিগেরও ফল প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। দেখ গ্রহগণ হইতেই লোকে ধনাঢ্য, দরিদ্র, রাজা, ভিক্ষুক, সুখী এবং দুঃখী হইয়া থাকে। (সত্যবাদী) যে গ্রহণরূপ প্রত্যক্ষ ফলের কথা বলিতেছ উহা গণিত বিদ্যার ফল, ফলিতজ্যোতিষের নহে। গণিতবিদ্যা সত্য এবং ফলিতবিদ্যা স্বাভাবিক সম্বন্ধ জন্য ব্যতিরেকে মিথ্যা জানিতে হইবে। অনুলোম এবং প্রতিলোম ভ্রমণকারী ভূমণ্ডল এবং চন্দ্রে গণিতদ্বারা স্পষ্ট বিদিত হওয়া যায় যে অমুক সময়ে, অমুক দেশে এবং অমুক অবয়বে সূর্য্যের অথবা চন্দ্রের গ্রহণ হইবে। যেমন :—

ছাদয়ত্যর্কমিন্দুর্বিধুং ভূমিভা ॥ *

ইহা সিদ্ধান্তশিরোমণির বচন এবং সূর্য্যসিদ্ধান্তেও এইরূপ আছে। অর্থাৎ যখন

* গ্রহলাঘব। অঃ ৪। শ্লোক ৪। দ্রষ্টব্য।

সূর্য্য ও ভূমির মধ্যে চন্দ্রমা আইসে তখন সূর্য্যগ্রহণ এবং যখন সূর্য্য এবং চন্দ্রের মধ্যে পৃথিবী আইসে তখন চন্দ্রগ্রহণ হইয়া থাকে। অর্থাৎ চন্দ্রমার ছায়া ভূমির উপর এবং ভূমির ছায়া চন্দ্রমার উপর পতিত হয়। সূর্য্য প্রকাশস্বরূপ বলিয়া উহার সম্মুখে কাহারও ছায়া পতিত হয় না, কিন্তু যেমন প্রকাশমান সূর্য্য অথবা দীপাদি হইতে দেহাদির ছায়া বিপরীত দিকে যায়, তদ্রূপ গ্রহণ বিষয়েও বুঝিতে হইবে। লোকে ধনাঢ্য, দরিদ্র, রাজা, প্রজা অথবা ভিক্ষুক হয় তাহা কেবল আপনাদিগের কর্ম্ম হইতেই হয়, গ্রহগণ হইতে হয় না। অনেক জ্যোতিষী লোক আপনাদিগের কন্যা ও পুত্রের বিবাহ গণিতবিদ্যার অনুসারে দিয়া থাকেন; তথাপি উহাতে বিরোধ, বিধবা অথবা মৃতস্ত্রীক পুরুষ হইয়া যায়। ফল সত্য হইলে এরূপ কেন হইবে? সুতরাং কর্ম্মের গতিই সত্য এবং গ্রহণের গতি কখন সুখ দুঃখ ভোগের জন্য নহে। আচ্ছা, গ্রহণ আকাশে অবস্থিত, এবং পৃথিবীও আকাশের অনেক দূরে রহিয়াছে ইহাদিগের সম্বন্ধ কর্ত্তা ও কর্ম্মের সহিত নাই। কর্ম্মের এবং কর্ম্মফলের কর্ত্তা ও ভোক্তা জীব, এবং পরমাত্মা কর্ম্মফলের ভোগ করান। যদি তোমরা গ্রহগণের ফল মান তবে ইহার উত্তর দাও যে, যে ক্ষণে এক মনুষ্য জন্মগ্রহণ করে এবং ধ্রুবতারা দেখিয়া সময় নিরূপণ করতঃ জন্মপত্র রচনা কর, সেই সময়ে ভূগোলে অন্য কাহারও জন্ম হয় কি না? যদি বল যে "হয় না" তাহা হইলে উহা মিথ্যা কথা হইবে। আর যদি বল যে "হয়" তবে এক চক্রবর্ত্তীর সদৃশ পৃথিবীতে দ্বিতীয় চক্রবর্ত্তী রাজা কেন হয় না? তবে এই পর্য্যন্ত তোমরা বলিতে পার যে এ সকল লীলা কেবল তোমাদিগের উদর ভরণের জন্য, তাহা হইলে হয়ত, তোমার কথা কেহ বিশ্বাস করিতে পারিবে। (প্রশ্ন) গরুড়পুরাণও কি মিথ্যা? (উত্তর) হাঁ, উহা অসত্য। (প্রশ্ন) তবে মৃতজীবের কি গতি হয়? (উত্তর) যেমন উহার কর্ম্ম। (প্রশ্ন) যমরাজ, রাজা ও চিত্রগুপ্ত মন্ত্রী এবং উহাদিগের কজ্জলের পর্ব্বত তুল্য শরীরধারী অতি ভয়ঙ্কর গণসকল জীবদিগকে ধরিয়া লইয়া যায় এবং পাপ ও পুণ্যানুসারে নরকে এবং স্বর্গে নিক্ষেপ করে। উহাদিগের জন্য দান, পুণ্য, শ্রাদ্ধ, তর্পণ এবং বৈতরণী নদী পার হইবার জন্য গোদানাদি করা হয়। এই সকল কথা কিরূপে মিথ্যা হইতে পারে? (উত্তর) এ সকল কথা "পোপ" লীলার অলীক গল্পমাত্র। যদি অন্যত্রের জীব সেই স্থানে যায় তাহা হইলে ধর্ম্মরাজ এবং চিত্রগুপ্ত উহাদিগের প্রতি ন্যায় করিবে আর সেই যমলোকের জীব যদি পাপ করে তাহা হইলে উহাদিগের জন্য অন্য যমলোক স্বীকার করিতে হইবে যাহাতে সেই স্থানের ন্যায়াধীনে উহাদিগের প্রতি দণ্ডবিধান করিতে পারে। যদি যমের গণের শরীর পর্ব্বততুল্য হয়, তবে তাহা দেখা যায় না কেন? এবং মৃতজীবদিগকে লইতে আসিলে ক্ষুদ্র দ্বারে উহাদিগের একটি অঙ্গুলীও প্রবিষ্ট হইতে পারে না। রাস্তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গলিতেই বা উহাদিগের দেহ

প্রতিরুদ্ধ হয় না কেন? যদি বল যে ইহারা সূক্ষ্ম দেহও ধারণ করে তাহা হইলে "পোপের" নিজ গৃহ ব্যতিরেকে অন্য কোন্ স্থানে উহারা আপনাদিগের পর্ব্বতবৎ পূর্ব্ব দেহের বৃহৎ বৃহৎ অস্থি সকল রাখিয়া থাকে। বনে যখন অগ্নি লাগে তখন একেবারে পিপীলিকাদি জীবগণের দেহ বিনষ্ট হয়, এবং উহাদিগকে ধরিতে যদি অসংখ্য যমদূত আইসে তাহা হইলে সে স্থল অন্ধকার হইয়া যাওয়া আবশ্যক। তদ্ব্যতীত উহারা জীবদিগকে লইতে পরস্পর ধাবমান হইলে যদি উহারা পরস্পর আঘাত প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে পর্ব্বতের বৃহৎ বৃহৎ শৃঙ্গ যেমন ভগ্ন হইয়া পৃথিবীর উপর পড়ে, তদ্রূপ উহাদিগের বৃহৎ অঙ্গ গরুড়পুরাণ পাঠকের এবং উহার শ্রোতার অঙ্গনে যদি পতিত হয় তাহা হইলে ইহারা চাপা পড়িয়া প্রাণত্যাগ করে এবং গৃহদ্বার ও পথ সমস্ত প্রতিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। যদি এরূপ হয় তাহা হইলে ইহারা কিরূপে নির্গত হইতে ও চলিতে পারিবে? শ্রাদ্ধ, তর্পণ ও প্রদত্ত পিণ্ড উক্ত মৃতজীবদিগের নিকট উপস্থিত হয় না, তবে মৃতকদিগের প্রতিনিধি স্বরূপ পোপদিগের গৃহে, উদরে এবং হস্তে অবশ্যই উপস্থিত হইয়া থাকে। বৈতরণী পারের জন্য যে গোদান গ্রহণ হয়, উহা পোপের গৃহে অথবা "কসাই" দিগের গৃহে উপস্থিত হয়। বৈতরণীর নিকট গাভী যায় না; তখন কাহার পুচ্ছ ধরিয়া পার হইবে এবং হস্ত যখন এই স্থলেই প্রজ্বলিত অথবা ভূমিতে নিখাত হইয়াছে তখন কাহার দ্বারা পুচ্ছ ধারণ করিবে? এস্থলে এই কথার উপযুক্ত একটি দৃষ্টান্ত আছে:—

এক জাঠ ছিল। তাহার গৃহে অতি উত্তম এবং অর্দ্ধমণ দুগ্ধদায়িনী এক গাভী ছিল। উহার দুগ্ধ অতিশয় সুস্বাদু ছিল এবং কখন কখন "পোপ"জীর মুখেও পড়িত। তাহার পুরোহিত এইরূপ চিন্তা করিত যে যখন জাঠের বৃদ্ধ পিতা মুমূর্ষু হইবে তখন এই গাভীকে সঙ্কল্প করাইয়া লইব। কয়েক দিন পরে দৈবযোগে উহার পিতার মৃত্যু সময় আসিল, বাগ্‌রোধ হইল এবং খাট হইতে উহাকে ভূতলে অবতরণ করান হইল অর্থাৎ প্রাণত্যাগের সময় উপস্থিত হইল। উক্ত সময়ে জাঠের আত্মীয়, বন্ধু এবং কুটুম্বগণও উপস্থিত ছিল। তখন "পোপ" মহাশয় চীৎকার করিয়া বলিলেন যে "যজমান! এক্ষণে তুমি ইহার হস্ত দ্বারা গোদান করাও।" জাঠ দশটি টাকা বাহির করিয়া পিতার হস্তে রাখিয়া বলিল যে "সঙ্কল্প পাঠ করুন"। "পোপ" বলিলেন "বাহবা! পিতা কি অনেকবার মরিয়া থাকে? এসময়ে দুগ্ধদায়িনী এবং বৃদ্ধ নয় এমন উত্তম গাভী সাক্ষাৎ আনয়ন কর, এইরূপ গোদান করা আবশ্যক।" (জাঠ) "আমার নিকট একটি গাভী আছে, তাহা না থাকিলে আমার বালক বালিকার ভরণপোষণ নির্ব্বাহ হইবে না। সুতরাং উহাকে দিব না। এই বিংশতি মুদ্রার সঙ্কল্প পাঠ করুন এবং ঐ টাকায় আর একটি দুগ্ধবতী গাভী ক্রয় করিয়া লইবেন।" (পোপ)

"বাহবা! বাহবা! তুমি আপনার পিতা অপেক্ষাও গাভীকে উৎকৃষ্ট বুঝিতেছ? তুমি কি আপনার পিতাকে বৈতরণী নদীতে নিমগ্ন করিয়া দুঃখ দিতে ইচ্ছা কর? তুমি ত অতি সৎপুত্র দেখিতেছি!" তখন সকল কুটুম্বগণও "পোপ" মহাশয়ের পক্ষে হইলেন, কারণ "পোপ" পূর্ব্বেই উহাদিগের সকলকেই আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল এবং সেই সময়েও ইঙ্গিত করিল। তখন সকলে একত্র হইয়া বলপূর্ব্বক উক্ত গাভীর দান করাইয়া সেই পোপকে দেওয়াইল। জাঠ সে সময়ে কিছু বলিল না। উহার পিতার মৃত্যু হইল। "পোপ" বৎসের সহিত গাভী এবং দোহনার্থ বড় ঘটী লইয়া, আপনার গৃহে বাঁধিয়া ও ঘটী রাখিয়া, পুনরায় জাঠের গৃহে আগমন করতঃ মৃতকের সহিত শ্মশানভূমিতে যাইয়া দাহাদি কর্ম্ম করাইল এবং সে স্থলেও কিছু কিছু পোপ লীলা বিস্তার করিল। পশ্চাৎ দশগাত্র সপিণ্ডীকরণাদি সময়ে উহার মুণ্ডন করাইল। মহাব্রাহ্মণ সকলও কিছু লুণ্ঠন করিল এবং ভোজনাভিলাষী অনেক লোক আসিয়া অনেক বস্তুদ্বারা উদরপূরণ করিল। এইরূপে সকল ক্রিয়া সমাপ্ত হইবার পর জাঠ ইহার এবং উহার গৃহ হইতে দুগ্ধ লইয়া চালাইল। চতুর্দ্দশ দিনের প্রাতঃকালে "পোপের" গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে ঘটীপূর্ণ গো-দুগ্ধ "পোপের" ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। এই সময়ে জাঠ উপস্থিত দেখিয়া "পোপ" বলিল "এস যজমান! উপবেশন কর"। (জাঠ) "পুরোহিত মহাশয়, আপনি এদিকে আসুন"। (পোপ) "আচ্ছা, দুগ্ধ রাখিয়া আসি"। (জাঠ) "না না। দুগ্ধের ঘটী এদিকে লইয়া আসুন"। হতভাগ্য "পোপ" গিয়া বসিল এবং দুগ্ধের ঘটী সম্মুখে রাখিল। (জাঠ) "আপনি অত্যন্ত মিথ্যাবাদী"। (পোপ) "কেন কি মিথ্যা হইয়াছে?" (জাঠ) "আপনি গাভী কি জন্য লইয়াছেন বলুন?" (পোপ) "তোমার পিতার বৈতরণী নদী পারের জন্য"। (জাঠ) "তবে আপনি গাভীকে উক্ত বৈতরণী নদীর কূলে কেন পাঠাইয়া দেন নাই? আমি কেবল আপনার ভরসায় আছি আর আপনি নিজের গৃহে গাভী বান্ধিয়া বসিয়া আছেন? আমার পিতা না জানি বৈতরণীতে কতই ক্লেশ পাইয়া থাকিবেন?" (পোপ) "না, না, এই দানের পুণ্যপ্রভাবে সেই স্থানে অপর একটি গাভী উৎপন্ন হইয়া তাঁহাকে পার করিয়া দিয়া থাকিবে।" (জাঠ) "বৈতরণী নদী এস্থান হইতে কতদূর এবং কোন্ দিকে অবস্থিত?" (পোপ) "অনুমান দ্বারা বোধ হয় ত্রিংশ কোটি ক্রোশ দূরে অবস্থিত। কারণ উনপঞ্চাশৎ কোটী যোজন পৃথিবী এবং উহার দক্ষিণ ও নৈঋত কোণে বৈতরণী নদী আছে।" (জাঠ) এতাদৃশ দূরে আপনার পত্রের অথবা টেলিগ্রামের সমাচার যদি যাইয়া এবং আসিয়া থাকে যে সেস্থানে পুণ্যের গাভী উৎপন্ন হইয়া অমুকের পিতাকে পার করিয়া দিয়াছে ইত্যাদি হবে, আমাকে প্রদর্শন করান " (পোপ) "আমার নিকট গরুড়পুরাণের বচন ব্যতিরেকে অন্য কোন ডাক অথবা টেলিগ্রাম

নাই"। (জাঠ) "এই গরুড়পুরাণ আমি কিরূপে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিব?" (পোপ) "যেমন সকলে বিশ্বাস করে" (জাঠ) "আপনাদিগেরই লোকেরা আপনাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহার্থে এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন। কারণ আপনার পুত্র ব্যতিরেকে পিতার আর কেহ অধিক প্রিয় হইতে পারে না। যখন আমার পিতা আমার নিকট পত্র অথবা টেলিগ্রাফ পাঠাইবেন, তখন বৈতরণীর নিকট গাভী প্রেরণ করিব এবং তাঁহাকে পার করিয়া অপর পারে নামাইয়া পুনরায় গাভীকে গৃহে আনিব ও আমার বালকগণ দুগ্ধপান করিবে। এক্ষণে দুগ্ধপূর্ণ ঘটী, গাভী এবং বৎস আনয়ন করুন।" ইহা বলিয়া জাঠ উক্ত সকল লইয়া আপনার গৃহাভিমুখে চলিল। (পোপ) "তুমি দান করিয়া পুনরায় গ্রহণ করিতেছ অতএব তোমার সত্যনাশ হইবে।" (জাঠ) "চুপ করিয়া থাকুন, নচেৎ এই ত্রয়োদশ দিন যাবৎ দুগ্ধ ব্যতিরেকে আমার যে কষ্ট ভোগ হইয়াছে উহার ক্ষতিপূরণ করিয়া লইব।" তখন পোপ নিস্তব্ধ রহিল এবং জাঠ গাভী ও বৎস লইয়া স্বগৃহে উপস্থিত হইল।

যদি এই জাঠের সদৃশ সকল লোক হয় তাহা হইলে সংসারে আর "পোপ" লীলা চলে না। ইহারা বলে যে দশপাত্র পিণ্ড হইতে অর্থাৎ দশাঙ্গ সপিণ্ডীকরণ দ্বারা জীবের শরীরের সহিত সংযোগ হইয়া অঙ্গুষ্ঠমাত্র শরীর নির্ম্মিত হয় এবং পরে যমলোক গমন করে। ইহা যদি হয় তাহা হইলে মৃত্যু সময়ে যমদূতের আসা ব্যর্থ হয়। উহাদিগের ত্রয়োদশাহের পশ্চাৎ আসা আবশ্যক। যদি শরীর গঠিত হয় তবে আপনার স্ত্রী, পুত্র এবং ইষ্ট মিত্রদিগের স্নেহবশতঃ কেন ফিরিয়া না আইসে? (প্রশ্ন) স্বর্গে কিছুই পাওয়া যায় না। যাহা দান করা যায় উহাই সেই স্থলে পাওয়া যায়। সুতরাং দান করা আবশ্যক। (উত্তর) তোমাদিগের উক্তবিধ স্বর্গ অপেক্ষা ইহলোক উৎকৃষ্ট। এস্থলে ধর্ম্মশালা আছে, লোকে দান করে; আত্মীয় মিত্র ও স্বজাতীয়দিগের অনেক নিমন্ত্রণ হয় এবং উত্তম উত্তম বস্ত্র পাওয়া যায়। তোমাদিগের কথানুসারে যে স্বর্গে কিছুই পাওয়া যায় না তাদৃশ নির্দ্দয়, কৃপণ ও দরিদ্র স্বর্গে কেবল পোপ মহাশয়েরা যাইয়াই কষ্ট পাউক। ভদ্র লোকদিগের তাহাতে প্রয়োজন কি? (প্রশ্ন) যদি আপনার কথানুসারে যম এবং যমলোক নাই এরূপ হয় তবে জীব মরিয়া কোথায় যায়, এবং কে ইহাদিগের বিচার করে? (উত্তর) তোমাদিগের গরুড় পুরাণের কথা অপ্রমাণ। পরন্তু ইহা বেদোক্ত যে—

যমেন বায়ুনা সত্যরাজন্॥

ইত্যাদি বেদবচন হইতে নিশ্চয় হইতেছে যে বায়ুর নাম "যম"। জীব শরীর ত্যাগ করিয়া বায়ুর সহিত অন্তরীক্ষে অবস্থান করে। সত্যকর্ত্তা ও পক্ষপাতরহিত পরমাত্মাই

"ধর্ম্মরাজ" এবং তিনি সকলের বিচার করিয়া থাকেন। (প্রশ্ন) আপনার কথানুসারে কাহাকেও গোদানাদি করিবে না এবং কোন দান অথবা পুণ্য করিবে না এইরূপ সিদ্ধ হইতেছে। (উত্তর) তোমার এ কথা সর্ব্বথা ব্যর্থ। কারণ সৎপাত্রকে এবং পরোপকারীকে পরোপকারার্থ সুবর্ণ, রজত, হীরক, মুক্তা, মাণিক্য, অন্ন, জল, স্থান এবং বস্ত্রাদি অবশ্য দান করা উচিত কিন্তু কুপাত্রকে কখন দান করিবে না। (প্রশ্ন) কুপাত্র এবং সুপাত্রের লক্ষণ কি? (উত্তর) ছলী, কপটী, স্বার্থপর, বিষয়ী, কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহ যুক্ত পরের অপকারী, লম্পট, মিথ্যাবাদী, অবিদ্বান্, কুসঙ্গী এবং আলস্যপরতন্ত্র হওয়া; তদ্ব্যতিরিক্ত দাতার নিকট বারংবার যাচ্ঞা করা ও আগ্রহ প্রকাশ করা এবং অস্বীকার করিলে পর অনুরোধ করিয়া প্রার্থনা করা; সন্তুষ্ট না হওয়া, না দিলে তাহার নিন্দা করা অথবা শাপ এবং গালি প্রদান করা; যে অনেকবার সেবা করে এবং একবার মাত্র ত্রুটি করে তাহাকে শত্রু মনে করা; বাহ্যিক সাধুভাব প্রদর্শন করিয়া লোককে প্রতারণা করা; আপনার নিকট অর্থ থাকিলেও কিছুই নাই এরূপ বলা; সকলকে গুপ্ত মন্ত্রণা দিয়া স্বার্থ সাধন করা; দিবারাত্র ভিক্ষাবৃত্তিতে প্রবৃত্ত থাকা; নিমন্ত্রণ হইলে যথেষ্ট সিদ্ধি আদি মাদক সেবন করতঃ পরদ্রব্য যথেষ্ঠ ভোজন করা; উন্মত্ত হইয়া প্রমোদ করা; সত্যমার্গের রোধ করিয়া অসত্যমার্গের অবলম্বন করতঃ আপনার প্রয়োজন সাধন করা; তদ্রূপ স্বশিষ্যদিগকে কেবল আপনারই সেবা করিতে উপদেশ দেওয়া; অন্য যোগ্য পুরুষের সেবা করিতে না দেওয়া; সদ্বিদ্যাদি প্রবৃত্তির বিরোধী হওয়া; জগতের ব্যবহারে অপ্রীতি করা অর্থাৎ স্ত্রী, পুত্র, মাতা পিতা, রাজা, প্রজা, আত্মীয় ও মিত্রদিগের প্রতি অপ্রীতি প্রদর্শন করা; এবং জগৎও মিথ্যা ইত্যাদি অসদুপদেশ দান করা আদি কুপাত্রদিগের লক্ষণ। ব্রহ্মচারী, জিতেন্দ্রিয়, বেদাদি বিদ্যার পঠন ও পাঠন কর্ত্তা, সুশীল, সত্যবাদী, পরোপকারপ্রিয়, পুরুষার্থী, উদারস্বভাব, বিদ্যা ও ধর্ম্মের নিরন্তর উন্নতি কর্ত্তা, ধর্ম্মাত্মা, শান্ত, নিন্দা ও স্তুতি বিষয়ে হর্ষ শোক রহিত, নির্ভয়, উৎসাহী, যোগী, জ্ঞানী সৃষ্টিক্রম ও বেদাজ্ঞানুসারে ঈশ্বরের গুণ, কর্ম্ম ও স্বভাবের অনুকূল ব্যবহারী, ন্যায় রীতি অনুসারে পক্ষপাত রহিত হইয়া সত্যোপদেশ দাতা, সত্যশাস্ত্র সকল পঠন ও পাঠনকারীদিগের পরীক্ষক, কাহারও তোষামোদকারী নহে, প্রশ্নসকলের যথার্থ সমাধান কর্ত্তা, আপনার আত্মার তুল্য অন্যেরও সুখ, দুঃখ, হানি ও লাভ অনুভবকারী, অবিদ্যাদি ক্লেশ, ভ্রম, দুরাগ্রহ এবং অভিমান রহিত, অপমানকে অমৃতের সমান ও সম্মানকে বিষতুল্য জ্ঞাতা, সন্তোষী, যে যাহা প্রীতিপূর্ব্বক দান করিবে তাহাতেই সন্তুষ্ট, একবার আপদের সময় যাচ্ঞা করিলেও কেহ যদি না দেয় এবং প্রত্যাখ্যান করে তথাপি দুঃখিত বা মন্দচেষ্টানিরত হয় না এবং সেস্থান হইতে শীঘ্র প্রত্যাবর্ত্তন করে ও তাহার নিন্দায় প্রবৃত্ত হয় না; সুখীপুরুষদিগের সহিত

মিত্রতাকারী, দুঃখিতের উপর করুণা প্রকাশক; পুণ্যাত্মা দর্শনে আনন্দকারী; পাপীদিগের উপর উপেক্ষাকারী অর্থাৎ রাগ ও দ্বেষ রহিত; সত্যমানী; সত্যবাদী; সত্যকারী; নিষ্কপট; ঈর্ষ্যা ও দ্বেষ রহিত; গম্ভীরাশয়; সৎপুরুষ; ধর্ম্মযুক্ত; সর্ব্বথা দুষ্টাচার রহিত; আপনার দেহ বাক্য ও মন দ্বারা পরোপকারে প্রবৃত্ত; পরের সুখের জন্য এমন কি আপনার প্রাণও সমর্পণ কর্ত্তা; এইরূপ শুভগুণযুক্ত হইলে সুপাত্র হইয়া থাকে। পরন্তু দুর্ভিক্ষাদি আপৎকালে সকল প্রাণীই অন্ন, জল, বস্ত্র, ঔষধ, পথ্য এবং স্থানের অধিকারী হইয়া থাকে? (প্রশ্ন) দাতা কয় প্রকার হইয়া থাকে। (উত্তর) তিন প্রকার:—উত্তম, মধ্যম এবং নিকৃষ্ট। যিনি দেশ কাল এবং পাত্র জানিয়া সত্য বিদ্যা এবং ধর্ম্মোন্নতিরূপ পরোপকারার্থ দান করেন তিনিই উত্তম দাতা। যিনি কীর্ত্তি এবং স্বার্থের জন্য দান করেন তিনি মধ্যম দাতা। যে আপনার অথবা পরের কোন উপকার করিতে না পারিয়া বেশ্যাগমনাদির জন্য "ভেড়ুয়া" এবং তোষামোদীদিগকে দান করে, দিবার সময় তিরস্কার ও অপমানাদি করে, সুপাত্র ও কুপাত্র কিছু ভেদ জানে না, কিন্তু "সকল অন্ন ছত্রিশ সের" এইরূপ বিক্রয়কর্ত্তাদিগের মত যে বিবাদে ও কলহে দান করে, এবং অন্য ধর্ম্মাত্মাকে দুঃখ দিয়া নিজে সুখী হইবার জন্য যে দান করে সেই অধম দাতা। অর্থাৎ যে পরীক্ষা পূর্ব্বক বিদ্বান্ ও ধর্ম্মাত্মাদিগকে সৎকার করে তাহাকে উত্তম, যে যাহাতে আপনার প্রশংসা হয় তাহাতে পরীক্ষা করিয়া অথবা না করিয়া দান করে তাহাকে মধ্যম এবং যে সম্পূর্ণ অন্ধপ্রায় ও পরীক্ষা রহিত হইয়া নিষ্ফল দান করে তাহাকে নীচ দাতা কহা যায়। (প্রশ্ন) দানের ফল ইহলোকে বা পরলোকে হয়? (উত্তর) সর্ব্বত্র হইয়া থাকে। (প্রশ্ন) স্বয়ং হয় অথবা কেহ ফলদান করে? (উত্তর) ফলদাতা ঈশ্বর। যেরূপ চোর এবং দস্যু স্বয়ং কারাগারে যাইতে ইচ্ছা করে না, রাজা তাহাদিগকে প্রেরণ করেন, ধর্ম্মাত্মাদিগের সুখ রক্ষা করেন ও ভোগ করান, এবং দস্যু আদি হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়া সুখে রাখেন, তদ্রূপ পরমাত্মা সকলের পাপ ও পুণ্যের দুঃখ ও সুখরূপ ফল যথাবৎ ভোগ করান। (প্রশ্ন) এই গরুড় পুরাণাদি যে সকল গ্রন্থ আছে উহা বেদার্থের অথবা বেদের পুষ্টিকারী কি না? (উত্তর) না। পরন্তু বেদবিরোধী এবং উহা বিপরীত পথাবলম্বী। তন্ত্রও তদ্রূপ। কোন লোক যেরূপ একের মিত্র হইয়া সমস্ত সংসারের শত্রু হয়, পুরাণ ও তন্ত্র বিশ্বাসী পুরুষও তদ্রূপ হয়। কারণ এই সকল গ্রন্থ কেবল একের অপরের সহিত বিরোধোৎপাদক। ইহাতে বিশ্বাস করা বিদ্বানের কার্য্য নহে পরন্তু অবিদ্বানেরই কার্য্য। দেখ, শিবপুরাণানুসারে ত্রয়োদশী ও সোমবার; আদিত্য পুরাণানুসারে রবিবার; চন্দ্রখণ্ডানুসারে সোমগ্রহবিশিষ্ট মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনৈশ্চর, রাহু এবং কেতু হইলে, বৈষ্ণব মতে একাদশী; বামনের দ্বাদশী; নৃসিংহের অনন্ত চতুর্দ্দশী; চন্দ্রমার

পৌর্ণমাসী; দিকপালদিগের দশমী; দুর্গার নবমী; বসুদিগের অষ্টমী; মুনিদিগের সপ্তমী; স্বামিকার্ত্তিকের ষষ্ঠী; নাগের পঞ্চমী; গণেশের চতুর্থী; গৌরীর তৃতীয়া; অশ্বিনী কুমারের দ্বিতীয়া; আদ্যা দেবীর প্রতিপদ এবং পিতৃলোকদিগের অমাবস্যা এই সকল দিনে পুরাণের রীতি অনুসারে উপবাস করিতে হইবে এবং সর্ব্বত্র এইরূপ লিখিত আছে যে, যে মনুষ্য এই সকল বার এবং তিথিতে অন্ন ও পান গ্রহণ করিবে সে নরকগামী হইবে। এক্ষণে পোপ এবং পোপ মহাশয়ের শিষ্যদিগের স্থির করা আবশ্যক যে কোন বারে এবং তিথিতে ভোজন করিবে না। কারণ ভোজন অথবা পান করিলেই নরকগামী হইবে। "নির্ণয় সিন্ধু," "ধর্ম্মসিন্ধু" এবং "ব্রতার্ক" প্রভৃতি যে সকল গ্রন্থ প্রমত্ত লোকে রচনা করিয়াছে তাহাতে এক এক ব্রতের অত্যন্ত দুর্দ্দশা করিয়াছে। যেমন শৈবগণ একাদশীতে, কেহ দশমীবিদ্ধাতে এবং কেহ দ্বাদশীতেই একাদশী ব্রত করে। অর্থাৎ পোপ লীলা এতাদৃশ আশ্চর্য্য যে নিরাহারে মরিবার বিষয়েও বাদ বিবাদ করিয়া থাকে। একাদশীর যে ব্রত প্রচলিত করা হইয়াছে উহাতে কেবল স্বার্থপরতাই আছে এবং দয়ার লেশ মাত্র নাই। ইহারা বলে :—

একাদশ্যামন্নে পাপানি বসন্তি॥

যাবতীয় পাপ একাদশীর দিন অন্নে বাস করে। এই "পোপকে" জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক যে কাহার পাপ উহাতে বাস করে? তোমার ("পোপের") অথবা তোমার পিতার? যদি সকলের সকল পাপ একাদশীতে যাইয়া থাকে তাহা হইলে একাদশীর দিন কাহারও দুঃখে থাকা উচিত নহে। তাহা না হইয়া তাহার বিপরীত ক্ষুধা আদি হইতে দুঃখ হইয়া থাকে। দুঃখ পাপের ফল, এইজন্য নিরাহারে কষ্ট পাওয়া পাপ। ইহার অত্যন্ত মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হইয়াছে এবং উহার কথা বলিয়া অনেকে প্রতারণা করিয়া থাকে। এ বিষয়ে এক গাথা আছে :—

ব্রহ্মলোকে এক বেশ্যা ছিল। সে কোন অপরাধ করাতে অভিসম্পাত হইল। তখন সে পৃথিবীতে পতিত হইল। সে স্তুতি করিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে আমি পুনরায় স্বর্গে কিরূপে আসিতে পারিব? উহাকে বলা হইল যে যখন কেহ উহাকে একাদশীর ফল প্রদান করিবে তখন সে স্বর্গে আসিবে। উক্ত বেশ্যা কোন নগরে বিমানের সহিত পতিত হওয়াতে সেই স্থানের রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে "তুমি কে"। সে সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিয়া বলিল যে কেহ যদি আমাকে একাদশীর ফল অর্পণ করে তাহা হইলে আমি পুনরায় স্বর্গে যাইতে পারি। রাজা নগরে অন্বেষণ করাইলেন কিন্তু একাদশীর ব্রতানুষ্ঠায়ী কাহাকেও পাওয়া গেল না। কিন্তু একদিন কোন শূদ্র স্ত্রী এবং পুরুষ পরস্পর বিবাদ হওয়াতে স্ত্রী সমস্ত দিন এবং রাত্রি নিরাহারে ছিল এবং দৈবযোগে সেই দিন একাদশী

ছিল। সে বলিল যে আমি একাদশী না জানিয়া অকস্মাৎ উক্ত দিন নিরাহারে ছিলাম। রাজার ভৃত্যদিগের নিকট এইরূপ বলাতে উহারা তাহাকে রাজার সম্মুখে আনয়ন করিল। রাজা তাহাকে বলিলেন যে তুমি এই বিমান স্পর্শ কর। সে স্পর্শ করিবা মাত্র বিমান উপরে উড্ডীন হইয়া গেল। অজ্ঞানে অনুষ্ঠিত একাদশীর ব্রতের যখন এরূপ ফল, তখন জ্ঞানকৃতের ফলের আর কি পারাবার আছে! কি আশ্চর্য্য! নির্বুদ্ধি লোক সকল! এ কথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে আমি একটি পানের খিলী (যাহা স্বর্গে পাওয়া যায় না) স্বর্গে প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করিলে যদি একাদশী ব্রতানুষ্ঠায়িগণ আপনাদিগের ফল দান করে এবং তাহা হইলে যদি উক্ত পান স্বর্গে যায়, তবে পুনরায় লক্ষ অথবা কোটি পান স্বর্গে প্রেরণ করিব এবং আমিও স্বয়ং একাদশীর অনুষ্ঠান করিব। আর যদি না যায় তাহা হইলে তোমাদিগকে এইরূপে নিরাহারে মরিয়া যাওয়া অর্থাৎ কষ্ট পাওয়া) রূপ আপৎকাল হইতে রক্ষা করিব। এই চতুর্বিংশতি একাদশীর পৃথক্ পৃথক্ নাম রক্ষিত আছে। কোনটি "ধনদা" কোনটি "কামদা" কোনটি "পুত্রদা" এবং কোনটি "নির্জলা" ইত্যাদি। অনেক দরিদ্র অনেক কামী এবং অনেক নির্ব্বংশ লোক একাদশীর ব্রত করিয়া বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছে এবং কেহ মরিয়াও গিয়াছে। পরন্তু কাহারও ধন, কামনা অথবা পুত্র প্রাপ্তি হয় নাই। অধিকন্তু জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষ, যে সময়ে এক ঘণ্টা মাত্রও মনুষ্য যদি জল না পায় তাহা হইলে আকুল হইয়া পড়ে, সে সময়ে ব্রতানুষ্ঠায়ীর মহা ক্লেশ উপস্থিত হয়। বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশে সমস্ত বিধবা স্ত্রীলোকের একাদশীর দিন অতিশয় দুর্দ্দশা হয়। এইরূপ কশাইয়ের মত নির্দ্দয় লোকের লিখিবার সময় কিঞ্চিন্মাত্রও দয়া হয় নাই। ইহা না কহিয়া যদি নির্জ্জলার নাম সজলা এবং পৌষ মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীর নাম নির্জ্জলা রাখিত, তাহা হইলেও অপেক্ষাকৃত উত্তম হইত। পরন্তু "পোপের" দয়া লইয়া কিছুই প্রয়োজন নাই। "কোন জীব মরুক আর "পোপের পেট ভরুক।" গর্ভবতা, সদ্যোবিবাহিতা স্ত্রী, বালক অথবা যুবা পুরুষদিগের কখন উপবাস করা উচিত নহে। একান্ত যদি করিতে হয়, তবে যে দিন অজীর্ণ হইবে অথবা ক্ষুধানুভব না হয় সেই দিন শর্করাযুক্ত জল (শয়বৎ) অথবা দুগ্ধ পান করিয়া থাকা উচিত। যে ক্ষুধার সময় আহার না করে অথবা অক্ষুধায় ভোজন করে তাদৃশ উভয়েই রোগসাগরে পড়িয়া ক্লেশ পায়। এই সকল প্রমাদী লোকের লিখিত অথবা কথিত প্রমাণে কাহারও কিছু করা উচিত নহে।

এক্ষণে গুরুশিষ্যের মন্ত্রোপদেশ এবং মতমতান্তরের বর্ত্তমান অবস্থা কথিত হইতেছে। মূর্ত্তিপূজক সম্প্রদায়ী লোকেরা প্রশ্ন করে যে, বেদ অনন্ত; ঋগ্বেদের ২১, যজুর্ব্বেদের ১০১, সামবেদের ১০০০ এবং অথর্ব্ব বেদের ৯ শাখা আছে; ইহার মধ্যে অল্পমাত্র

শাখা প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং অবশিষ্টের লোপ হইয়াছে ; উহাতে মূর্ত্তিপূজা এবং তীর্থের প্রমাণ থাকিতে পারে ; তাহা না হইলে পুরাণে কোথা হইতে আসিল ? (প্রশ্ন) যখন কার্য্য দেখিয়া কারণের অনুমান হয় তখন পুরাণ সকল দেখিলে মূর্ত্তিপূজাতে আর শঙ্কা কি ? ( উত্তর ) শাখা যে বৃক্ষের হয় তাহারই সদৃশ হয় ও বিরুদ্ধ হয় না। ক্ষুদ্র অথবা প্রকাণ্ড শাখা হইলেও উহাতে বিরোধ হইতে পারে না। এইরূপে যতগুলি শাখা পাওয়া যায় উহাতে যখন পাষাণাদি মূর্ত্তির এবং জল স্থলরূপ তীর্থের প্রমাণ পাওয়া যায় না, তখন লুপ্ত শাখাতেও ছিল না, ইহা প্রমাণ হইতেছে। তদ্ব্যতীত চারি বেদই পূর্ণ পাওয়া যায়। শাখা উহার বিরুদ্ধ কখন হইতে পারে না এবং যাহা বিরুদ্ধ হইবে তাহাকে উহার শাখা বলিয়া কেহ সিদ্ধ করিতে পারে না। প্রকৃত বৃত্তান্ত যখন এরূপ হইল, তখন পুরাণ সকল বেদের শাখা নহে, পরন্তু সম্প্রদায়ী লোকে পরস্পর বিরুদ্ধ গ্রন্থ রচনা করিয়া রাখিয়াছে। বেদকে তোমরা যখন পরমেশ্বরকৃত বলিয়া বিশ্বাস কর তখন "আশ্বলায়নাদি" ঋষি ও মুনিদিগের নামে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সকলকে কেন বেদ বলিয়া বিশ্বাস করিবে। শাখা এবং পত্র দেখিয়া যেমন অশ্বত্থ, বট এবং আম্র আদি বৃক্ষ বিদিত হইয়া থাকে সেইরূপ ঋষি ও মুনিকৃত বেদাদি, চারি ব্রাহ্মণ, অঙ্গ উপাঙ্গ এবং উপবেদ আদি হইতে বেদার্থ জ্ঞান হইয়া থাকে বলিয়া উহাদিগকে শাখা বলিয়া মানা আবশ্যক। যাহা বেদার্থ বিরুদ্ধ তাহার প্রমাণ এবং যাহা উহার অনুকূল তাহার অপ্রমাণ হইতে পারে না। যদি তুমি অদৃষ্ট (লুপ্ত) শাখাতে মূর্ত্তিপূজাদির প্রমাণ কল্পনা কর, তাহা হইলে যদি তোমাকে এরূপ কেহ জিজ্ঞাসা করে যে লুপ্ত শাখায় বর্ণাশ্রমের ব্যবস্থা বিপরীত আছে অর্থাৎ অন্ত্যজ ও শূদ্রের নাম ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণাদির নাম শূদ্র ও অন্ত্যজাদি ; উহাতে অগমনীয়াগমন, অকর্ত্তব্যের কর্ত্তব্যতা, মিথ্যাভাষণাদিকে ধর্ম্ম ও সত্যভাষণাদিকে অধর্ম্ম ইত্যাদি লিখিত আছে তাহা হইলে তুমি উহাকে সেই উত্তর দিবে যাহা আমি দিয়াছি। অর্থাৎ বেদ ও প্রসিদ্ধ শাখাতে যেরূপ ব্রাহ্মণাদির নাম ব্রাহ্মণাদি এবং শূদ্রাদির নাম শূদ্রাদি লিখিত আছে তদ্রূপ অদৃষ্ট শাখাতেও বিশ্বাস করিতে হইবে। অন্যথা বর্ণাশ্রমের ব্যবস্থাদি সমস্ত বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইবে। আচ্ছা, জৈমিনি, ব্যাস এবং পতঞ্জলির সময় পর্য্যন্তও উক্ত শাখা সকল বিদ্যমান ছিল কি না ? যদি ছিল না এরূপ হয় তাহা হইলে তুমি কখন ( বর্ত্তমান বিধির ) নিষেধ করিতে পারিবে না। যদি বল যে ছিল না, তাহা হইলে শাখা সকলের থাকা সম্বন্ধে প্রমাণ কি ? দেখ জৈমিনি মীমাংসায় সমস্ত কর্ম্মকাণ্ড, পতঞ্জলি মুনি যোগশাস্ত্রে সমস্ত উপাসনাকাণ্ড এবং ব্যাস মুনি শারীরিকসূত্রে সমস্ত জ্ঞানকাণ্ড বেদানুকূল লিখিয়াছেন। উহাতে পাষাণাদি মূর্ত্তিপূজা এবং প্রয়াগাদি তীর্থের নাম পর্য্যন্তও লিখেন নাই। কোথা হইতে লিখিবেন ? বেদের কোনস্থলে থাকিলে কখনই না লিখিয়া ক্ষান্ত হইতেন না।

সুতরাং লুপ্ত শাখা সমূহেও এই মূর্ত্তিপূজার প্রামাণ ছিল না। এ সমস্ত শাখা বেদ নহে। কারণ ইহাতে ঈশ্বরকৃত বেদের প্রতিকূল ব্যাখ্যা আছে এবং ইহাতে সংসারী লোকের ইতিহাসাদিও লিখিত আছে। এই জন্য উহা বেদের অন্তর্ব্বর্ত্তী হইতে পারে না! বেদে কেবল মনুষ্যদিগের বিদ্যার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে এবং কোন মনুষ্যের নাম-মাত্রও নাই। সুতরাং মূর্ত্তিপূজার সর্ব্বথা খণ্ডন হইতেছে। দেখ, মূর্ত্তিপূজা হইতে শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, নারায়ণ ও শিবাদির অতিশয় নিন্দা ও উপহাস হইয়া থাকে। সকলেই জানেন তাঁহারা মহারাজাধিরাজ ছিলেন এবং তাঁহাদিগের স্ত্রী সীতা, রুক্মিণী, লক্ষ্মী এবং পার্ব্বতী সকলেই মহারাণী ছিলেন। পরন্তু যখন তাঁহাদিগের মূর্ত্তি মন্দিরা-দিতে রাখিয়া পূজক লোক তাঁহাদিগের নামে ভিক্ষা করে তখন একপ্রকার তাঁহাদিগকে ভিক্ষুক করিয়া তোলে। উহারা বলে যে "মহারাজ, শেঠ মহাশয়, অথবা বণিক মহাশয়! আগমন করুন, দর্শন করুন, উপবেশন করুন, চরণামৃত গ্রহণ করুন এবং কিঞ্চিৎ পূজা সামগ্রী প্রদান করুন। সীতারাম, কৃষ্ণরুক্মিণী, রাধাকৃষ্ণ, লক্ষ্মীনারায়ণ অথবা পার্ব্বতী মহাদেব আজ তিন দিন যাবৎ বালভোগ বা রাজভোগ অর্থাৎ কোনরূপ ভোজন ও পানীয় বা জল ও পান প্রাপ্ত হয়েন নাই। অদ্য ইঁহাদের নিকট কিছুই নাই। রাণী অথবা শেঠপত্নী অদ্য সীতাদির "নথ" প্রস্তুত করিয়া দিউন। অন্নাদি প্রেরণ করিলে রাম অথবা কৃষ্ণের ভোগ হইবে। ইঁহাদিগের অস্ত্র সমস্ত ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। মন্দিরের কোন সমস্ত পতিত হইয়াছে এবং উপর হইতে ছাদ দিয়া জল পড়ে। দুষ্ট চোর যাহা কিছু ছিল সমস্ত অপহরণ করিয়াছে এবং ইন্দুরে অনেক দ্রব্য কাটিয়া ফেলি-য়াছে। একদিন ইন্দুরে এরূপ অনর্থ করিয়াছিল যে ইঁহাদিগের চক্ষুও উৎপাটন করিয়া পলায়ন করিয়াছে। আমরা এক্ষণে রৌপ্যময় চক্ষু নির্ম্মাণ করিতে পারি না বলিয়া কৌড়ির প্রস্তুত করিয়া সংলগ্ন করিয়া দিয়াছি।" ইহারা রামলীলা এবং রাসমণ্ডলও করায়। সীতারাম অথবা রাধাকৃষ্ণ নাচিতে থাকেন এবং রাজা অথবা মোহন্ত প্রভৃতি তাঁহাদিগের সেবকগণ আনন্দে বসিয়া থাকেন। মন্দির মধ্যে সীতা ও রামাদি দণ্ডায়-মান থাকেন এবং পূজক অথবা মোহন্ত আসন অথবা গদীর উপর তাকিয়া রাখিয়া বসিয়া থাকে। গ্রীষ্মকালেও ভিতরের চাবি বন্ধ করিয়া দেয় এবং স্বয়ং উত্তম বায়ুতে খাট পাতিয়া শয়ন করে। অনেক পূজক লোক নারায়ণকে কৌটায় বন্ধ করিয়া বস্ত্রাবৃত করিয়া গলায় ঝুলাইয়া দেয়। বানরী আপনার শাবককে যেরূপ গলায় ঝুলাইয়া রাখে তদ্রূপ উহারা ঝুলাইয়া দেয়। কেহ মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া দিলে হায়! হায়! শব্দে বক্ষস্তাড়ন করিয়া লোককে বলে "যে দুষ্ট লোক সীতারামের অথবা রাধাকৃষ্ণের বা শিবপার্ব্বতীর মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া দিল। এক্ষণে অপর মূর্ত্তি উত্তম শিল্পকরের দ্বারা শ্বেত প্রস্তরের নির্ম্মাণ করিয়া আনয়ন করতঃ ও স্থাপনা করতঃ পূজন করা আবশ্যক।

ঘৃত ব্যতিরেকে নারায়ণের ভোগ হয় না। অধিক না হয়, অন্ততঃ অল্প অবশ্য অবশ্যই প্রেরণ করিলে ভাল হয়" ইত্যাদি সকল কথা লোকদিগকে বলা হয়। আর রাসমণ্ডল অথবা রামলীলার শেষে সীতারাম অথবা রাধাকৃষ্ণকে ভিক্ষা প্রার্থনা করায়। যে স্থলে লোকের মেলা অথবা ভিড় হয় সেই স্থানে কোন বালকের মস্তকে মুকুট পরাইয়া উহাকে কানাই ( কৃষ্ণ ) বেশ ধারণ করাইয়া এবং পথের পার্শ্বে বসাইয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করায়। এই সকল বিষয় দেখিলে কতদূর শোকের বিষয় মনে হয়। আচ্ছা সীতা ও রামাদি কি এরূপ দরিদ্র এবং ভিক্ষুক ছিলেন? ইহা দ্বারা তাঁহাদিগকে নিন্দা এবং উপহাস করা হয় না তো কি হয়? অধিকন্তু আপনাদিগেরই মাননীয় পুরুষদিগের নিন্দা করা হয়। আচ্ছা যে সময়ে তাঁহারা বিদ্যমান ছিলেন, সেই সময়ে সীতা, রুক্মিণী, লক্ষ্মী এবং পার্ব্বতীর মূর্ত্তিকে পথের পার্শ্বে অথবা কোন মন্দিরে দণ্ডায়মান রাখিয়া পূজক লোক যদি বলিত যে "এস ইহাদিগের দর্শন কর এবং কিছু ভেট ও পূজা দাও" তাহা হইলে সীতারামাদি তাদৃশ মূর্খদিগকে সেই কার্য্য হইতে নিবারণ করিতেন ও কখন সেরূপ কার্য্য করিতে দিতেন না এবং যদি কেহ তদ্রূপ তাঁহাদিগকে উপহাস করিত, তাহা হইলে দণ্ড না দিয়া কি কখন ছাড়িতেন? হাঁ ইহারা তাঁহাদিগের নিকট দণ্ড পায় নাই বটে কিন্তু এই কার্য্যের নিমিত্ত মূর্ত্তিবিরোধীদিগের নিকট হইতে পূজকদিগের অনেক প্রকার প্রসাদী ( দণ্ড ) লাভ হইয়াছে এবং এক্ষণেও লাভ হইতেছে। তদ্ব্যতীত যত দিন এই কর্ম্ম ত্যাগ না করিবে ততদিন যাবৎ তাদৃশ দণ্ড লাভ হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ কি? এই সকল কার্য্য হইতেই আর্য্যাবর্ত্তের প্রতিদিন মহৎ অনিষ্ট এবং পাষাণাদি-মূর্ত্তি-পূজকদিগের পরাজয় হইতেছে। কারণ পাপের ফলই দুঃখ। এই পাষাণাদি মূর্ত্তির উপর বিশ্বাস হেতু অনেক হানি হইয়া গিয়াছে এবং এক্ষণেও যদি না পরিহৃত হয় তবে ক্রমশঃ ক্রমশঃ অধিকই হইতে থাকিবে। ইহাদিগের মধ্যে বামমার্গীই অতি ভয়ানক অপরাধী। ইহারা যখন শিষ্য করে তখন সাধারণকে :—:

দং দুর্গায়ৈ নমঃ। ভং ভৈরবায় নমঃ। ঐং হ্রীং ক্লীং চামুণ্ডায়ৈ বিচ্চে। ইত্যাদি মন্ত্রসমূহের উপদেশ দিয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশে বিশেষতঃ একাক্ষরী মন্ত্রের উপদেশ দিয়া থাকে। যথা :—

হ্রীং, শ্রীং, ক্লীং ॥ শারাবতং বং প্রকীঃ প্র ॥৪৪॥

ইত্যাদি এবং ধনাঢ্যদিগকে পূর্ণাভিষেক করে। দশ মহাবিদ্যার এইরূপ মন্ত্র :—

হ্রাং হ্রীং, হ্রূং বগলামুখ্যৈ ফট্ স্বাহা ॥

শাঃ প্রকীঃ প্রঃ ৪১ ॥

কোন স্থলে :—

হ্রং ফট্ স্বাহা ॥ কামরত্ন তন্ত্র, বীজমন্ত্রঃ ৪ ॥

তদ্ব্যতীত মারণ, উচ্চাটন, মোহন, বিদ্বেষণ, ও বশীকরণাদি প্রয়োগ করিয়া থাকে। এই সকল অবশ্যই মন্ত্রের দ্বারা হয় না পরন্তু, উহারা সমস্তই ক্রিয়া দ্বারা করিয়া থাকে। যখন কাহারও প্রতি মারণের প্রয়োগ করিতে হইবে তখন, প্রযোজকের নিকট হইতে ধন লইয়া ময়দার অথবা মৃত্তিকার পুত্তলিকা নির্ম্মাণ করিয়া যাহাকে মারিতে হইবে তাহার স্বরূপ করিয়া লয় এবং পুত্তলিকার বক্ষঃস্থলে, নাভিদেশে এবং কণ্ঠে ছুরিকা প্রবেশ করিয়া দেয়, চক্ষু, হস্ত এবং চরণে শঙ্কু বিদ্ধ করতঃ, তাহার উপর ভৈরব অথবা দুর্গার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া হস্তে ত্রিশূল দিয়া উহার হৃদয়ে লগ্ন করিয়া দেয় এবং একটি বেদী নির্ম্মাণ করিয়া মাংসাদির হোম করে। এদিকে সেই সময়ে দূত প্রেরণ করিয়া গুপ্ত বিষাদি প্রয়োগ দ্বারা উহাকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করে। যদি পুরশ্চরণের সময় মধ্যেই উহাকে বিনাশ করিতে পারে তাহা হইলে, আপনাকে ভৈরবের অথবা দেবীর সিদ্ধ বলিয়া থাকে এবং "ভৈরবো ভূতনাথশ্চ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া পরে—

"মারয় মারয়, উচ্চাটয় উচ্চাটয়, বিদ্বেষয় বিদ্বেষয়, ছিন্ধি ছিন্ধি, ভিন্ধি ভিন্ধি, বশীকুরু বশীকুরু, খাদয় খাদয়, ভক্ষয় ভক্ষয়, ত্রোটয় ত্রোটয়, নাশয় নাশয়, মম শত্রুন্ বশীকুরু বশীকুরু হুং ফট্ স্বাহা" ॥ কামরত্ন তন্ত্র, উচ্চাটন প্রকরণ মঃ ৫—৯ ॥

ইত্যাদি মন্ত্র জপ করে, মদ্য ও মাংসাদি যথেষ্ট পরিমাণে পান ও ভোজন করে, ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে সিন্দুরের রেখা অঙ্কিত করে, কখন কখন কালী আদির প্রীত্যর্থ কোন লোককে ধরিয়া বিনাশ করে এবং হোম করিয়া তাহার কিছু মাংসও ভোজন করে। যদি কেহ ভৈরবী চক্রে যায় এবং মদ্য ও মাংস সেবন না করে তাহা হইলে, তাহাকে বিনাশ করিয়া হোম করে। উহাদিগের মধ্যে কেহ অঘোরী হইলে সে মৃত মনুষ্যেরও মাংস ভোজন করে। অজরী ও বিজরীকর্ত্তাগণ বিষ্ঠা এবং মূত্রও পান ভোজন করে।

এইরূপ এক চোলীমার্গী এবং দ্বিতীয় বীজমার্গীও হইয়া থাকে। চোলীমার্গী কোন গুপ্ত স্থানে অথবা ভূমিতে এক গুপ্ত স্থান নির্ম্মাণ করে। সেই স্থানে সকলের স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা, ভগ্নী, মাতা ও পুত্রবধূ প্রভৃতিকে একত্র করিয়া সকলে মিলিয়া ও একত্র হইয়া মাংস ভোজন ও মদ্যপান করতঃ একটি স্ত্রীকে বিবস্ত্র করিয়া সকল পুরুষে উহার গুপ্তেন্দ্রিয়ের পূজা করে ও তাহার নাম দুর্গা দেবী রাখে। এইরূপে সকল স্ত্রী-লোকে এক পুরুষকে বিবস্ত্র করিয়া তাহার গুপ্তেন্দ্রিয়ের পূজা করে। যখন উপর্য্যুপরি মদ্যপান করিয়া উন্মত্ত হইয়া পড়ে তখন সকল স্ত্রীলোকের বক্ষঃস্থলের বস্ত্র অর্থাৎ কাঁচুলি একত্র করিয়া একটি বড় গামলায় রাখিয়া এক এক পুরুষ উহাতে হস্ত দিয়া যাহার বস্ত্র প্রাপ্ত হইবে সে, মাতাই হউক, ভগ্নীই হউক, কন্যাই হউক অথবা পুত্রবধূই

হউক, সেই সময়ে সে তাহার স্ত্রী হইয়া যাইবে। তাহারা পরস্পর কুকর্ম্ম করে এবং উন্মত্ততা অধিক হইলে জুতা প্রহারাদি করিয়া কলহও করে। প্রাতঃকালে একটু অন্ধকার থাকিতে থাকিতে গৃহে চলিয়া যায় এবং তখন যে যাহার মাতা, কন্যা, ভগ্নী, অথবা পুত্রবধূ সে তাহাই হইয়া থাকে। বামমার্গী স্ত্রীপুরুষেরা সমাগমের পর জলে বীর্য্য নিক্ষেপ করিয়া পান করে। এই পামর লোক সকল এই সকল কর্ম্মকে মুক্তির সাধন মনে করে এবং বিদ্যা, বিচার এবং সজ্জনতা হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে।

(প্রশ্ন) শৈবমতাবলম্বীরা ভাল কি না? (উত্তর) কোথা হইতে ভাল হইবে? "যেমন প্রেতনাথ তেমনই ভূতনাথ"। বামমার্গী মন্ত্রোপদেশ দ্বারা যেরূপ ধন হরণ করে শৈবগণ ও তদ্রূপ "ওঁ নমঃ শিবায়" ইত্যাদি পঞ্চাক্ষরাদি মন্ত্রের উপদেশ দেয়, রুদ্রাক্ষ ও ভস্ম ধারণ করে, মৃত্তিকার এবং পাষাণাদির লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করে, এবং হর হর বং বং ও মুখের দ্বারা গাল বাজাইয়া ছাগের তুল্য বিকৃত শব্দ করে। এরূপ করার কারণ ইহারা বলে যে তালিবাদ্যে এবং বং বং শব্দ করিলে পার্ব্বতী প্রসন্ন হয়েন ও মহাদেব অপ্রসন্ন হয়েন; কারণ যখন মহাদেব ভস্মাসুরের সম্মুখে পলায়ন করেন তখন বং বং শব্দ ও উপহাস জনক তালি বাদ্য হইয়াছিল। গাল বাদ্য করিলে পার্ব্বতী অপ্রসন্ন এবং মহাদেব প্রসন্ন হয়েন কারণ, পার্ব্বতীর পিতা দক্ষ প্রজাপতির শিরশ্ছেদ করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া দেহের উপর ছাগের মস্তক সংলগ্ন করা হইয়াছিল এবং উহারই অনুকরণ মাত্র গালবাদ্য মনে করা হয়। ইহারা শিবরাত্রির প্রদোষের ব্রত করে ও এই সকলকে মুক্তির সাধন মনে করে। সুতরাং বামমার্গী যেরূপ ভ্রান্ত শৈবও তদ্রূপ। ইহাদিগের মধ্যে বিশেষতঃ ছিন্নকর্ণ, নাথ, গিরী, পুরী, বন, আরণ্য, পর্ব্বত ও সাগর এবং গৃহস্থ ও শৈব হইয়া থাকে। কেহ কেহ "দুই অশ্বে আরোহণ করে" অর্থাৎ বামমার্গীয় এবং শৈব উভয় মতই মানিয়া থাকে। উহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বৈষ্ণবও থাকে। তাহার বিষয়ে প্রমাণ :—

> **অন্তঃশাক্তা বহিঃশৈবাঃ সভামধ্যে চ বৈষ্ণবাঃ।**
> **নানারূপধরাঃ কৌলা বিচরন্তি মহীতলে॥**

ইহা তন্ত্রের শ্লোক। ভিতরে শাক্ত অর্থাৎ বামমার্গী, বাহিরে শৈব অর্থাৎ রুদ্রাক্ষ ও ভস্ম ধারণ করে এবং সভায় বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দেয় ও বলে যে "আমরা বিষ্ণুর উপাসনা করি"। এইরূপে বামমার্গী লোক নানা রূপ ধারণ করতঃ, পৃথিবীতে বিচরণ করে। (প্রশ্ন) বৈষ্ণব তবে, ভাল? (উত্তর) উহারাও ধূলিবৎ অগ্রাহ্য? উহারাও যেরূপ ইহারাও তদ্রূপ। বৈষ্ণবদিগের লীলা দেখ। আপনাদিগকে বিষ্ণুর দাস মনে

করে। উহাদিগের মধ্যে যে শ্রীবৈষ্ণব হয় অর্থাৎ চক্রাঙ্কিত হয় সে আপনাকে সর্ব্বোপরি মনে করে। এ সকল কিছুই নহে। (প্রশ্ন) কি বলিলেন? এ সকল কিছুই নহে? সকলই আছে দেখুন। ললাটে নারায়ণের চরণারবিন্দ সদৃশ তিলক এবং মধ্যে হরিদ্রাবর্ণ রেখাকে শ্রী বলা যায়। এই জন্য আমরা শ্রীবৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি, নারায়ণ ব্যতিরেকে অন্য কাহাকেও বিশ্বাস করি না এবং মহাদেবের লিঙ্গ দর্শনও করি না। কারণ আমাদিগের ললাটে শ্রী বিরাজমান থাকায় তিনি লজ্জিতা হয়েন। বৈষ্ণবেরা "আলমন্দারাদি" স্তোত্র পাঠ করে, মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক নারায়ণের পূজা করে, মাংস ভোজন করে না এবং মদ্য পান করে না। তবে ইহারা উত্তম নহে কেন? (উত্তর) তোমার এই তিলককে হরিপদাকৃতি বলা এবং উক্ত পীত রেখাকে শ্রী মনে করা ব্যর্থ। কারণ, উহা হাতের কারুগিরি এবং হস্তীর ললাটে যেরূপ চিত্র ও বিচিত্র রেখা অঙ্কিত করে তোমার ললাটেও সেইরূপ চিত্র মাত্র। বিষ্ণুপদের চিহ্ন তোমার ললাটে কোথা হইতে আসিল? কেহ কি বৈকুণ্ঠে গিয়া বিষ্ণুর পদচিহ্ন ললাটে ধারণ করিয়া আসিয়াছে? (বিবেকী) শ্রী জড় বা চেতন? (বৈষ্ণব) চেতন। (বিবেকী) তাহা হইলে রেখা জড় হওয়াতে তাহা শ্রী নহে। আমরা জিজ্ঞাসা করিতেছি যে শ্রী নির্ম্মিত কি না? যদি নির্ম্মিত না হয় তবে উহা শ্রী নহে, কারণ তুমি প্রতিদিন হস্তদ্বারা উহাকে নির্ম্মাণ (রচনা) করিতেছ, সুতরাং শ্রী হইতে পারে না। যদি তোমাদিগের ললাটে উহা শ্রী হইত তাহা হইলে, অনেক বৈষ্ণবের মুখ কেন বিশ্রী অর্থাৎ শোভা রহিত পরিদৃষ্ট হয়? ললাটে যখন শ্রী তখন গৃহে গৃহে কেন ভিক্ষা এবং সদাব্রত গ্রহণ করতঃ উদরপূর্ত্তি করিয়া ভ্রমণ কর? কপালে শ্রী এবং মহাদরিদ্রের কার্য্য, ইহা, মহা উন্মত্তের এবং নির্লজ্জদিগের পক্ষেই সংলগ্ন হইতে পারে।

ইহাদিগের মধ্যে "পরিকাল" নামে এক বৈষ্ণব ছিল। সে চৌর্য্য, দস্যুবৃত্তি, নরহত্যা, ছল ও কপটতা এবং পরধন অপহরণ করতঃ বৈষ্ণবদিগের নিকট অর্পণ করিয়া প্রসন্ন হইত। একদা পরিকাল তাহার চৌর্য্যাপযোগী অথবা লুণ্ঠনের উপযুক্ত কোন পদার্থ প্রাপ্ত না হওয়ায় ব্যাকুল হইয়া ফিরিতে লাগিল। নারায়ণ ভাবিলেন যে "আমার ভক্ত দুঃখ পাইতেছে। তখন শেঠ (বণিক) মহোদয়ের রূপ ধারণ করতঃ অঙ্গুরী আদি অলঙ্কার পরিধান করিয়া রথারূঢ় হইয়া পরিকালের সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। পরিকাল রথের নিকট যাইল এবং শেঠকে বলিল যে এই সমস্ত দ্রব্য (অলঙ্কার) শীঘ্র খুলিয়া দাও, নচেৎ বিনাশ করিব। ক্রমশঃ খুলিতে খুলিতে অঙ্গুরীয় খুলিতে বিলম্ব হওয়াতে পরিকাল নারায়ণের অঙ্গুলি কাটিয়া উহা গ্রহণ করিল। নারায়ণ অতিশয় প্রসন্ন হইয়া চতুর্ভুজ শরীর ধারণ করতঃ দর্শন দিলেন এবং কহিলেন যে "তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়ভক্ত কারণ তুমি সকলকে মারিয়া ধরিয়া ধন লুণ্ঠন করতঃ

ও চৌর্য্য করতঃ বৈষ্ণবদিগের সেবা করিয়া থাক সুতরাং, তুমি ধন্য।” পরে সে গমন করতঃ বৈষ্ণবদিগের নিকট অলঙ্কার ধরিয়া দিল। এক সময়ে কোন বণিক পরিকালকে পরিচারক নিযুক্ত করিয়া জাহাজে তুলিয়া দেশান্তরে লইয়া গিয়াছিল। সেই স্থান হইতে জাহাজে সুপারি পূর্ণ করিয়া লইল। পরিকাল একটি সুপারি লইয়া অর্দ্ধ বিভক্ত করিয়া বণিককে কহিল যে আমার এই অর্দ্ধ সুপারি জাহাজে রাখ এবং লিখিয়া দাও যে জাহাজে অর্দ্ধ সুপারি পরিকালের আছে। বণিক বলিল যে তোমার যদি ইচ্ছা হয় সহস্র সুপারি লইও। পরিকাল বলিল যে আমি এরূপ অধর্ম্মী নহি যে আমি মিথ্যা করিয়া কিছু লইব। আমার অর্দ্ধ আবশ্যক। হতভাগ্য বণিক ভালমানুষ এবং স্থূলবুদ্ধি ছিল। সে লিখিয়া দিল। পরে যখন আপনার দেশের বন্দরে জাহাজ উপস্থিত হইল এবং সুপারি নামাইবার জন্য প্রস্তুত হইল তখন, পরিকাল বলিল যে আমাকে অর্দ্ধেক সুপারি দাও। বণিক তখন তাহার সেই অর্দ্ধখণ্ড সুপারি দিতে আসিল। তখন পরিকাল বিবাদ করিতে লাগিল এবং বলিল যে জাহাজের সমস্ত সুপারির অর্দ্ধেক আমার এবং আমি অর্দ্ধেক ভাগ করিয়া লইব। রাজপুরুষদিগের নিকট বিবাদ উপস্থিত হইল। পরিকাল বণিকের লিখিত পত্র প্রদর্শন করিল এবং কহিল যে এই বণিক অর্দ্ধেক সুপারি দিবার কথা লিখিয়াছে। বণিক অনেক কহিল কিন্তু উহারা শুনিল না। পরিকাল অর্দ্ধেক সুপারি লইয়া বৈষ্ণবদিগকে অর্পণ করিল। তাহাতে উহারা অতিশয় সন্তুষ্ট হইল! আজি পর্য্যন্ত সেই দস্যু এবং চোর পরিকালের মূর্ত্তি মন্দিরে রক্ষিত আছে। এই কথা ভক্তমালে লিখিত আছে। বুদ্ধিমান লোক ইহা দেখিয়া বুঝিবেন যে বৈষ্ণবগণ, উহাদিগের সেবক এবং নারায়ণ এই তিনই চোরমণ্ডলী ব্যতীত আর কিছু কি না? যদ্যপি মতমতান্তরে কিছু কিছু অল্প অল্প ভাল কথা আছে তথাপি উহারা এইরূপ থাকাতে কোন ক্রমেই উত্তম হইতে পারে না; দেখ বৈষ্ণবদিগের মধ্যে কেহ কেহ বিন্দু বিন্দু নানা প্রকার তিলক এবং কণ্ঠী ধারণ করে। রামানন্দী বগলে গোপীচন্দন ও মধ্যে রক্তবর্ণ, নীমাবত দুইটী সূক্ষ্ম রেখার মধ্যস্থল কৃষ্ণবর্ণ বিন্দু, মাধব কৃষ্ণবর্ণ রেখা, গৌড়দেশীয় বাঙ্গালী “কাটারির” তুল্য রেখা, এবং রামপ্রসাদী লোক দুই শুভ্রবর্ণ রেখার মধ্যস্থানে এক শুভ্রবর্ণ গোল টীকা দেয়। ইহাদিগের ব্যাখ্যা ও ভিন্ন ভিন্ন। রামানন্দী নারায়ণের হৃদয় রক্তবর্ণ রেখাকে লক্ষ্মী চিহ্ন এবং গোঁসাইগণ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের হৃদয়ে রাধা বিরাজমান রহিয়াছে ইত্যাদি বলিয়া থাকে।

ভক্তমাল গ্রন্থে এক কথা লিখিত আছে। কোন এক মনুষ্য এক বৃক্ষের নিম্নে শয়ন করতঃ মৃত হয়। কাকে পুরীষ ত্যাগ করাতে উহার ললাটে তিলকাকার হইয়া গিয়াছিল। যমদূত উহাকে লইতে আসিল, তখন বিষ্ণুদূতও উপস্থিত হইল। উভয়ে

বিবাদ করিতে লাগিল। যমদূত বলিল যে আমার স্বামীর আজ্ঞা আছে যে ইহাকে যমলোকে লইয়া যাইতে হইবে। বিষ্ণুদূত বলিল যে আমারও স্বামীর আজ্ঞা আছে যে ইহাকে বৈকুণ্ঠে লইয়া যাইতে হইবে; দেখ ইহার ললাটে বৈষ্ণবোপযুক্ত তিলক রহিয়াছে তুমি ইহাকে কিরূপে লইয়া যাইবে? তখন যমদূত নিস্তব্ধভাবে চলিয়া গেল। বিষ্ণুদূত অনায়াসে উহাকে বৈকুণ্ঠে লইয়া গেল এবং নারায়ণ উহাকে বৈকুণ্ঠে রাখিলেন। দেখ যখন অকস্মাৎ তিলক রচিত হইবার এতাদৃশ মাহাত্ম্য তখন প্রীতি-পূর্ব্বক আপনার হস্ত দ্বারা তিলক রচনা করিলে যে নরক খণ্ডন হইয়া বৈকুণ্ঠে যাইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আমি জিজ্ঞাসা করি যে যদি ক্ষুদ্র তিলক রচনা করিলে বৈকুণ্ঠে যায়, তখন সমস্ত মুখে লেপন করিলে অথবা সমস্ত মুখ কৃষ্ণবর্ণ করিলে কিম্বা শরীরের উপর লেপ প্রদান করিলে লোকে সরলভাবে বৈকুণ্ঠেরও ঊর্দ্ধস্থানে যাইতে পারে কি না? এইজন্য এই সকল কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। ইহাদিগের মধ্যে অনেক ভস্মধারী কৌপীন ধারণ করিয়া ছিন্ন বস্ত্রের অগ্নিতে তাপ গ্রহণ করে, জটা বৃদ্ধি করে, সিদ্ধ পুরুষের বেশ ধারণ করে, বকের তুল্য ধ্যানাবস্থিত থাকে, গাঁজা, সিদ্ধি, ও চরসের নেশা করে, চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া রাখে, সকলের নিকট অল্প অল্প অন্ন, ময়দা, কপর্দ্দক ও পয়সা ভিক্ষা করে এবং গৃহস্থদিগের বালক দিগকে প্রলোভন দেখাইয়া শিষ্য করিয়া লয়। শ্রমজীবী লোক উহাদিগের মধ্যে অনেক থাকে। কেহ বিদ্যা পাঠ করিতে চাহিলে তাহাকে পাঠ করিতে দেয় না এবং বলে যে:—

**পঠিতব্যং তদপি মর্ত্তব্যং দন্তকটাকটেতি কিং কর্ত্তব্যম্॥**

সাধুলোকের বিদ্যাপাঠের প্রয়োজন কি? বিদ্যা পাঠকর্ত্তাও মৃত্যু প্রাপ্ত হয়; তবে দন্ত কটাকট (শব্দ) কেন বৃথা করা? চারিগৃহ ঘূরিয়া আসা, সাধুদিগের সেবা করা এবং শ্রীরামের ভজন করাই সাধুদিগের কার্য্য।

যদি কেহ মূর্খতার এবং অবিদ্যার মূর্ত্তি না দেখিয়া থাকে তাহা হইলে সে ভস্ম ধারীকে দর্শন করিয়া আসিবে। যে কেহ উহাদিগের নিকট আসিবে সে উহার মাতা বা পিতার সমান হউক না কেন, ভস্মধারী তাহাকে বৎস অথবা বৎসা বলিয়া সম্বোধন করে। ভস্মধারী যেমন তদ্রূপ রূখড়, সূখড়, গোদড়ীয়, জনতাপ্রিয়, স্থতরেসাই, অকালী, ছিন্নকর্ণ, যোগী, এবং অঘোর আদি, সকলেই একরূপ। এক ভস্মধারীর শিষ্য "শ্রীগণেশায় নমঃ" এইরূপ শব্দ করিতে করিতে কূপের জল লইতে গিয়াছিল। সেই স্থানে এক পণ্ডিত বসিয়াছিলেন। তিনি উহাকে "শ্রীগনেসাজনমেং" এইরূপ শব্দ করিতে শুনিয়া বলিলেন "অহে সাধু! অশুদ্ধ শব্দ উচ্চারণ করিতেছ! শ্রীগণে-

শায় নমঃ" এইরূপ বল।" সে শীঘ্র ঘটীপূর্ণ করিয়া গুরুর নিকটে যাইয়া কহিল যে এক ব্রাহ্মণ আমার কথা অশুদ্ধ বলিয়া দিল। ভস্মধারী তাহা শুনিবামাত্র তৎক্ষণাৎ উঠিয়া কূপের নিকট যাইল এবং পণ্ডিতকে কহিল "তুমি আমার শিষ্যকে প্রতারিত করিতেছিলে? তুমি গুরুর পুত্র, কি পাঠ করিয়াছ? তুমি একপ্রকার মাত্র পাঠ জান, দেখ আমি তিন প্রকার পাঠ জানি; যেমন "স্ত্রীগনেসাজন্নমেং" স্ত্রীগণে সা যন্নমেং" আর "শ্রীগণেশায় নমেং"। (পণ্ডিত) "শুন সাধু মহাশয়! বিদ্যার কথা অতি কঠিন, না পাঠ করিলে উহা আইসে না" (ভস্মধারী) চল চল, সকল বিদ্বান্‌কে আমি হস্তে মর্দ্দন করিয়া সিদ্ধির ঘটিতে ফেলিয়া একেবারে উড়াইয়া দিতে পারি। "সাধুর গৃহ মহৎ"; তুমি অসার, কি জানিবে? (পণ্ডিত) দেখ, যদি তুমি বিদ্যা পাঠ করিতে তাহা হইলে এরূপ অপশব্দ কেন প্রয়োগ করিবে? তাহা হইলে তোমার সকল প্রকার জ্ঞান হইত। (ভস্মধারী) তুমি আমার হইতে চাহ কি? আমি তোমার উপদেশ শুনিব না। (পণ্ডিত) শুনিবে কোথা হইতে? বুদ্ধিও নাই। উপদেশ শুনিবার এবং বুঝিবার উপযুক্ত বিদ্যা আবশ্যক। (ভস্মধারী) যে সকল লোক শাস্ত্র পাঠ করিয়াছে অথচ সাধুকে মানে না তাহারা কিছুই পাঠ করে নাই এইরূপ জানিতে হইবে। (পণ্ডিত) হাঁ আমিও সাধুদিগের সেবা করি। পরন্তু তোমার মত ধূর্ত্তের সেবা করি না। কারণ সজ্জন, ধার্ম্মিক, ও পরোপকারী পুরুষকেই সাধু বলা যায়। (ভস্মধারী) দেখ, আমি দিবারাত্রি বিবস্ত্র থাকি, অগ্নিতে তাপ গ্রহণ করি, গাঁজা ও চরশের শত শত বার ব্যবহার করি, তিন তিন ঘটি সিদ্ধি পান করি, গাঁজা, সিদ্ধি ও ধুস্তুরার পত্রের শাক ভাজা খাইয়া থাকি, সেকোঁ বিষ এবং অহিফেন অনায়াসেই গলাধঃকরণ করি, নেশায় বিহ্বল হইয়া দিবারাত্র নিস্পন্দ থাকি, সংসারের কিছুই বুঝি না, ভিক্ষা করিয়া রুটি প্রস্তুত করি এবং সমস্ত রাত্রি যাবৎ এরূপ কাশী উঠে যে আমার নিকট যদি কেহ শয়ন করে তাহারও কখনও নিদ্রা হয় না ইত্যাদি সিদ্ধের এবং সাধুত্বের লক্ষণ আমাতে রহিয়াছে এবং তথাপি তুমি কেন আমার নিন্দা করিতেছ? তুমি ধূর্ত্ত, আমাকে যদি উত্যক্ত কর তবে আমি তোমাকে ভস্ম করিয়া ফেলিব। (পণ্ডিত) অসাধুর, মূর্খের এবং অসার দিগের—এই সকল লক্ষণ; সাধু দিগের নহে। শুন "সাধ্নোতি পরাণি ধর্ম্মকার্য্যাণি স সাধুঃ" যিনি ধর্ম্মযুক্ত উত্তম কার্য্য করেন, সর্ব্বদা পরোপকারে প্রবৃত্ত থাকেন, যাঁহাতে কোন দুষ্ট গুণ থাকে না, এবং যিনি বিদ্বান্ হইয়া সত্যোপদেশ দ্বারা সকলের উপকার করেন তাঁহাকেই সাধু বলা যায়। (ভস্মধারী) চল চল, তুমি সাধুর কার্য্য কি জানিবে? "সাধুর গৃহ অতি মহৎ"; কোন সাধুকে প্রতিরোধ করিও না; অন্যথা দেখ এক চিমটাঘাত করিব আর মস্তক দ্বিধা হইয়া পড়িবে। (পণ্ডিত) আচ্ছা, ভস্মধারিন্ আপনার স্থানে যাও,

আমার উপর অধিক ক্রুদ্ধ হইও না। জান যে রাজ্য কাহার? কাহাকে যদি প্রহার কর তাহা হইলে এক্ষণেই ধৃত হইয়া, কারাবাস ভোগ করতঃ, বেত্রাঘাত লাভ হইবে অথবা তোমাকেই যদি কেহ মারিয়া বসে তাহা হইলেই বা তুমি কি করিবে। এ সকল সাধুর লক্ষণ নহে। (ভস্মধারী) চল হে শিষ্য? কোন রাক্ষসের মুখ আজ দেখাইয়াছি। (পণ্ডিত) তুমি কখন কোন মহাত্মার সঙ্গ কর নাই। তাহা হইলে এরূপ জড় ও মূর্খ থাকিতে না। (ভস্মধারী) যখন আমি নিজেই মহাত্মা, তখন আমার অন্যের আবশ্যক নাই। (পণ্ডিত) যাহার ভাগ্য নষ্ট হয় তাহার বুদ্ধি এবং অভিমান তোমার মতই হইয়া থাকে। ভস্মধারী আপনার আসনে চলিয়া গেল এবং পণ্ডিতও গৃহে চলিয়া গেলেন। সন্ধ্যাকালের আরতির পর উক্ত ভস্মধারীকে বৃদ্ধ মনে করিয়া অনেক ভস্মধারী "ডণ্ডোৎ ডণ্ডোৎ" (দণ্ডবৎ) বলিতে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করতঃ উপবেশন করিল। তখন উক্ত ভস্মধারী বলিল "অরে রামদাস, তুই কি পড়িয়াছিস্? (রামদাস বলিল) ভগবন্! আমি "বেষ্ণু সহচর নাম" পড়িয়াছি। অহে গোবিন্দদাস! তুমি কি পড়িয়াছ? (গোবিন্দদাস বলিল) আমি অমুক ভস্মধারীর নিকট "রামসতরাজ" পড়িয়াছি। তখন রামদাস জিজ্ঞাসা করিল "ভগবন্ আপনি কি পড়িয়াছেন্?" (ভস্মধারী) আমি গীতা পাঠ করিয়াছি। (রামদাস) "কাহার নিকট? (ভস্মধারী) চল্ চল্ ছেলে মানুষ! আমি কাহাকেও গুরু করি না। দেখ আমি "পরগেরাজে" (প্রয়াগরাজে) থাকিতাম। আমার অক্ষর বোধ ছিল না। যখন কোন লম্বিত বস্ত্র-পরিহিত পণ্ডিতকে দেখিতাম তখন ক্ষুদ্র গীতার পুথি লইয়া জিজ্ঞাসা করিতাম যে এই সকল রেখা বিশিষ্ট অক্ষরের নাম কি? এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতে করিতে ১৮ অধ্যায় গীতা অনায়াসেই মর্দ্দন করিয়া শেষ করিলাম অথচ এক জনকেও গুরু করিলাম না। আচ্ছা এতাদৃশ বিদ্যার শত্রুদিগের স্কন্ধে অবিদ্যা আসিয়া চাপিবে না তো কোথায় যাইবে?

এই সকল লোক নেশা, প্রমাদ, বিবাদ, ভোজন, শয়ন, কাঁশীবাদ্য, ঘণ্টাবাদ্য ও শঙ্খবাদ্য, অগ্নি অনবরত প্রজ্বলিত রাখা, স্নান, প্রক্ষালন, এবং চারিদিকে বৃথা পর্য্যটন ব্যতিরেকে অন্য কিছু সৎকার্য্য করে না। কেহ ইচ্ছা করিলে হয়ত প্রস্তরকেও দ্রবীভূত করিতে পারে কিন্তু এই সকল ভস্মধারীদিগের আত্মার বোধ উৎপাদন করা তাহা অপেক্ষাও কঠিন. কারণ ইহারা প্রায়ই শূদ্রবর্ণ, শ্রমজীবী, কৃষক এবং কাহার প্রভৃতি, আপনাদিগের কার্য্য ত্যাগ করিয়া কেবল ভস্মলেপ করতঃ বৈরাগী অথবা ভস্মধারী হইয়া থাকে। সুতরাং উহাদিগের বিদ্যা অথবা সৎসঙ্গের মাহাত্ম্য জানা অশক্য হইয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে নাথদিগের মন্ত্র "নমঃ শিবায়"। ভস্মধারীরদিগের "নৃসিংহায় নমঃ"। রামাবতারদিগের "শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ" অথবা "সীতারামাভ্যাং নমঃ"। কৃষ্ণোপা-

সকদিগের "শ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ," "নমো ভাগবতে বাসুদেবায়"। এবং বাঙ্গালীদিগের মন্ত্র "গোবিন্দায় নমঃ"। এই সকল মন্ত্র কর্ণে প্রদান মাত্রেই শিষ্য করিয়া লয় এবং এইরূপ শিক্ষা প্রদান করে, যথা, "বৎস! "তুম্বার" (ভিক্ষাপাত্রের) মন্ত্র পাঠ কর" ঃ—

জল পবিতর সথল পবিতর ঔর পবিতর কুঁআ।
শিব কহে সুন পার্ব্বতী তুম্বা পবিতর হুয়া॥
অর্থাৎ "জল্ পবিত্র স্থল্ পবিত্র আর পবিত্র কূপ্।
শিব কহেন শুন গৌরি! "তুম্বা"* পবিত্র খুব্॥"

আচ্ছা বল দেখি সাধু অথবা বিদ্বান্ হইলে কিম্বা জগতের উপকারার্থে, কখন কি এরূপ কর্ম্মের ইচ্ছা হইতে পারে? ভস্মধারী লোক দিবারাত্র কাষ্ঠ ও বন্য শুষ্ক গোময় প্রজ্বলিত করে এবং এক মাসে অনেক টাকা মূল্যের কাষ্ঠ ভস্মীভূত করে। যদি এক মাসের কাষ্ঠের উপযুক্ত মূল্য দ্বারা কম্বলাদি বস্ত্র ক্রয় করে, তাহা হইলে ব্যয়িতের শতাংশ ধনের দ্বারাও আনন্দে থাকিতে পারে। পরন্তু উহাদিগের এতদূর বুদ্ধি কোথা হইতে আসিবে? উক্তবিধ প্রজ্বলিত অগ্নিতে তাপ গ্রহণ করে বলিয়া আপনাদিগের নাম তপস্বী রাখিয়াছে। এই প্রকার করিলে যদি তপস্বী হওয়া যায় তবে বন্য মনুষ্য ইহাদিগের অপেক্ষাও অধিক তপস্বী হইয়া পড়ে। জটাবৃদ্ধি করিলে, ভস্ম মাখিলে অথবা তিলক ধারণ করিলে যদি তপস্বী হওয়া যায় তবে সকলেই উহা করিতে পারে। ইহারা বাহ্যিক অতিশয় ত্যাগী দেখায় এবং ভিতরে মহাসংগ্রহী হইয়া থাকে।

(প্রশ্ন) কবীরপন্থী তো উত্তম? (উত্তর) না। (প্রশ্ন) কেন উত্তম নহে? উহারা পাষাণ আদি মূর্ত্তিপূজার খণ্ডন করে। কবীর পুষ্প হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং অন্তেও পুষ্প হইয়া গিয়াছিলেন। যখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেবের জন্ম হয় নাই তখনও কবীর ছিলেন। তিনি অতিশয় সিদ্ধ ছিলেন। যে কথা বেদ ও পুরাণেও বিদিত হওয়া যায় না, কবীর তাহা জানিতেন; সত্যমার্গ কেবল কবীরই প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহাদিগের মন্ত্র "সত্য নাম কবীর" ইত্যাদি। (উত্তর) পাষাণাদি ত্যাগ করিয়া খাট, গদী, তাকিয়া, খড়ম, এবং জ্যোতিঃ অর্থাৎ দীপাদির পূজা করা পাষাণ মূর্ত্তি পূজার ন্যূন নহে। কবীর কি কীট ছিলেন অথবা কুট্মল ছিলেন যে তিনি পুষ্প হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। এবং অন্তে ও পুষ্প হইয়া গিয়াছেন? এ বিষয়ে নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত শুনা যায়। উহাই সত্য হইতে পারে। কাশীতে এক তন্তুবায় থাকিত, তাহার বালক সন্তান ছিল না। এক সময় অল্পরাত্রি হইলে কোন এক গলীর ভিতর যাইতে যাইতে দেখিল যে পথের ধারে একটি ঝুড়িতে পুষ্পাবৃত সেই রাত্রিতে জাত একটি শিশু রহিয়াছে। সে উহাকে

* (ভিক্ষাপাত্র)।

লইয়া গিয়া আপনার স্ত্রীকে অর্পণ করিল এবং সে উহাকে পালন করিল। প্রাপ্তবয়স্ক হইলে সে তন্তুবায়ের কার্য্য করিতে লাগিল। পরে সংস্কৃত পাঠের জন্য কোন পণ্ডিতের নিকট যাইলে তিনি উহার অপমান করিয়া বলিলেন যে, আমরা তন্তুবায়কে পাঠ দেই না। এইরূপে কতিপয় পণ্ডিতের নিকট যাইলে কেহই অধ্যাপনা করিল না! তখন নিরর্থক ভাষাগ্রন্থ রচনা করিয়া তন্তুবায়াদি নীচ লোকদিগকে বুঝাইতে লাগিল। সে তানপুরা লইয়া গান করিত, ভজন রচনা করিত এবং বিশেষতঃ পণ্ডিত লোকদিগের, শাস্ত্রের এবং বেদের নিন্দা করিত। কতকগুলি মূর্খলোক উহার জালে পতিত হইল। উহার মৃত্যুর পর লোকে উহাকে সিদ্ধ বলিয়া প্রচার করিল। উহার জীবদ্দশায় যে সকল পুস্তক রচিত হইয়াছিল, উহার শিষ্যেরা তাহা পাঠ করিতে লাগিল। কর্ণ বন্ধ করিয়া যে শব্দ শ্রুত হয় তাঁহাকে, অনাহত শব্দ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিল। ইহারা মনের বৃত্তিকে "সুরতি" বলিয়া থাকে। উক্ত শব্দ শুনিবার বিষয়ে প্রবৃত্ত করাকে সাধু ও পরমেশ্বরের ধ্যান কহে। উহাদিগের মতে সে স্থলে কালের প্রভাব নাই। ইহারা বর্ষার ন্যায় তিলক এবং চন্দনাদিকাষ্ঠের কণ্ঠি ধারণ করে। এক্ষণে বিচার করিয়া দেখ যে ইহাতে আত্মার উন্নতি এবং জ্ঞানের বৃদ্ধি কিরূপে হইতে পারে? ইহা কেবল বালকদিগের ক্রীড়ার তুল্য একপ্রকার লীলা। (প্রশ্ন) পঞ্জাব দেশে নানক এক মার্গ প্রচলিত করিয়াছেন। তিনিও মূর্ত্তি পূজার খণ্ডন করেন, লোকদিগকে মুসলমান হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, নিজে সাধু হয়েন নাই এবং গৃহস্থ হইয়াছিলেন। দেখুন তিনি যে মন্ত্রের উপদেশ করিয়াছিলেন তাহা হইতে জানা যায় যে তাঁহার আশয় উৎকৃষ্ট ছিল।

**ওঁ সত্যনাম কর্ত্তাপুরুষ নির্ভৌ নির্বৈর অকালমূর্ত্ত, অজোনি, সহভংগুরু প্রসাদ জপ আদি সচ্ জুগাদি সচ্-হৈভী সচ্ নানক হোসী ভী সচ্॥ জপজী পৌড়ী ১॥**

(ওঁ) এইরূপ যাঁহার সত্যনাম, সেই কর্ত্তা পুরুষ। তিনি নির্ভয় এবং নির্বৈর, তিনি অকালমূর্ত্তি অর্থাৎ যিনি কালে এবং যোনিতে উৎপন্ন হয়েন না এবং সর্ব্বদা প্রকাশমান রহিয়াছেন। গুরুর কৃপাতে তাঁহার জপ কর। সেই পরমাত্মা আদিতে সত্য ছিলেন। যুগের আদিতে সত্য ছিলেন, বর্ত্তমানে সত্য আছেন এবং ভবিষ্যতেও সত্য থাকিবেন। (উত্তর) মহাত্মা নানকের আশয় উত্তম ছিল। পরন্তু কিছুই বিদ্যা ছিল না। অবশ্য উক্ত দেশের গ্রামের ভাষা জানিতেন। বেদাদি শাস্ত্র এবং সংস্কৃত কিছুই জানিতেন না। যদি জানিতেন তাহা হইলে "নির্ভয়" শব্দকে কেন "নির্ভৌ" এইরূপে লিখিবেন? তদ্ব্যতীত ইহার দৃষ্টান্ত (প্রমাণ) তাঁহার রচিত সংস্কৃত স্তোত্র আছে। তিনি ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে সংস্কৃতেও আমি ক্ষমতা দেখাইব। পরন্তু সংস্কৃত অধ্যয়ন

ব্যতিরেকে উহা কিরূপে হইতে পারিবে ? হাঁ উক্ত গ্রামবাসীদিগের সম্মুখে যাহারা কখন সংস্কৃত শুনে নাই তাহাদিগের নিকট সংস্কৃত স্তোত্র রচনা করিয়া সংস্কৃতেও পণ্ডিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আপনার মান, প্রতিষ্ঠা এবং খ্যাতি ইচ্ছা ব্যতিরেকে এরূপ কখন করিতেন না। অবশ্যই তাঁহার স্বীয় প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা ছিল নচেৎ, যে ভাষা তিনি কহিতেন ও জানিতেন তাহাকেই অবলম্বন করিতেন ও বলিতেন যে আমি সংস্কৃত কিছুই জানি না। যেহেতু তাঁহার কিছু অভিমান ছিল তজ্জন্য মান ও প্রতিষ্ঠার্থ কিছু কিছু দম্ভ ও প্রকাশ করিয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহার গ্রন্থের যে সে স্থলে বেদের নিন্দা এবং স্তুতিও আছে। কারণ তাদৃশ না করিলে যদি কেহ বেদের অর্থ জিজ্ঞাসা করিত এবং ব্যাখ্যা করিতে না পারিতেন তাহা হইলে প্রতিষ্ঠা নষ্ট হইত। এই জন্য প্রথমেই আপনার শিষ্যদিগের সমক্ষে কোন কোন স্থলে বেদের বিরুদ্ধে বলিয়াছিলেন এবং কোন কোন স্থলে প্রশংসাও করিয়াছিলেন। কারণ যদি কুত্রাপি উহার প্রশংসা না করিতেন, তাহা হইলে লোকে তাঁহাকে নাস্তিক বলিত। যেমন :—

**বেদ পঢ়ত ব্রহ্মা মরে চারোঁ বেদ কহানি।**
**সাধ কি মহিমা বেদ না জানে ॥**

**সুখমনী পৌড়ী ৭। চোঃ ৮॥**

**নানক ব্রহ্মজ্ঞানী আপ পরমেশ্বর ॥**

**সুঃ পৌঃ ৮। চোঃ ৬॥**

অর্থাৎ "বেদ পড়ে ব্রহ্মা মরে চারি বেদ গল্প।
সাধুর মহিমা বেদ জানে না ॥
নানক ব্রহ্মজ্ঞানী স্বয়ং পরমেশ্বর ॥"

কি আশ্চর্য্য! বেদপাঠ কর্ত্তা মরিয়া গেল আর নানক আদি কি আপনাদিগকে অমর মনে করেন? ইহারা কি মরে নাই? বেদ সমস্ত বিদ্যার ভাণ্ডার। পরন্তু যে চারি বেদকে অলীক গল্প বলে, তাহার সকল কথাই মিথ্যাগল্প স্বরূপ। মূর্খের নাম যখন সাধু, তখন সেই হতভাগ্য বেদের মহিমা কখনই জানিতে পারে না। নানক যদি বেদের মহিমা কখনই জানিতে পারে না। নানক যদি বেদের সম্মান করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার সম্প্রদায় চলিত না এবং তিনিও গুরু হইতে পরিতেন না কারণ তিনি সংস্কৃত বিদ্যা নিজে পাঠ করেন নাই। সুতরাং অপরকে পাঠ করাইয়া কিরূপে শিষ্য করিবেন? ইহা সত্য যে যে সময়ে নানক পঞ্জাবে আবির্ভূত হন তখন তথায় সর্ব্বথা সংস্কৃত বিদ্যা রহিত এবং মুসলমানদিগের দ্বারা পীড়িত ছিল। তিনি সেই সময়ে কতক

পরিমাণে লোকদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। নানকের জীবদ্দশায় তাঁহার কোন সম্প্রদায় অথবা তাঁহার অনেক শিষ্য হয় নাই। কারণ! অবিদ্বানের রীতি এইরূপ যে মৃত্যুর পর লোকে তাহাকে সিদ্ধ বলিয়া প্রচার করে এবং পশ্চাৎ অনেক মাহাত্ম্য প্রচার করতঃ উহার ঈশ্বরের তুল্য সম্মান বৃদ্ধি করে। নানক অতিশয় ধনাঢ্য অথবা জমিদারও ছিলেন না। পরন্তু তাঁহার শিষ্যেরা "নানকচন্দ্রোদয়" এবং "জন্মশাখী" আদিগ্রন্থে তাঁহাকে মহাসিদ্ধ এবং অতিশয় ঐশ্বর্য্যশালী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ বর্ণিত যে নানকজী ব্রহ্মাদির সহিত মিলিত হইলে অনেক কথোপকথন হইল এবং সকলে তাঁহার সম্মান করিলেন। নানকের বিবাহে অনেক অশ্ব, রথ, হস্তী, সুবর্ণ, রৌপ্য, মুক্তা এবং পান্না আদি জড়িত নানাবিধ অমূল্য রত্নের আর ইয়ত্তা ছিল না। এ সমস্ত অলীক গল্প ভিন্ন আর কি হইতে পারে? এ বিষয়ে শিষ্যদিগেরই দোষ, নানকের নহে। তাঁহার পর তাঁহার পুত্র হইতে উদাসী এবং রামদাস প্রভৃতি হইতে "নির্ম্মলে" সম্প্রদায় প্রচলিত হয়। ইহাঁর গদীর উত্তরাধিকারী গণ বহু পুস্তক ভাষায় রচনা করিয়া রাখিয়াছিল। অর্থাৎ গুরুগোবিন্দ ইহাদিগের দশম ছিলেন এবং তাঁহার পর আর কেহ উক্ত গ্রন্থ সাহেবোর সহিত অন্যভাষাপুস্তক মিলিত করিতে পারেন নাই। কিন্তু তৎসময় পর্য্যন্ত যাবতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক ছিল তাহা বাঁধাইয়া রাখা হইয়াছিল। তাঁহারাও নানকের পশ্চাৎ অনেক পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। অনেক পুরাণের নানাপ্রকার মিথ্যা গল্পের তুল্য রচনা করিয়াছিলেন। পরন্তু অনেকে ব্রহ্মজ্ঞানী স্বয়ং পরমেশ্বর হন মনে করিয়া এবং কর্ম্ম ও উপাসনা ত্যাগ করিয়া তাঁহার (নানকের) শিষ্য হইয়াছিলেন। ইহারা অনেক বিকৃত করিয়া দিয়াছে। অন্যথা নানক যেরূপ ঈশ্বরের প্রতি কিছু ভক্তির কথা লিখিয়া ছিলেন, উহারা যদি তদ্রূপ করিয়া আসিত তাহা হইলে ভাল ছিল। এক্ষণে উদাসা বলেন যে আমরা বড়, "নির্ম্মলে" বলে যে আমরা বড় "অকালীয়ে" এবং সূতরহসাই বলে যে আমরাই সকলের শ্রেষ্ঠ।. ইহাদিগের মধ্যে গোবিন্দসিংহ বড় শূরবীর হইয়াছিলেন। মুসলমানগণ তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগকে অনেক ক্লেশ দিয়াছিলেন বলিয়া তিনি উহাদিগের উপর বৈরনির্য্যাতনের ইচ্ছা করিয়া ছিলেন। পরন্তু তাঁহার নিকট যুদ্ধ সামগ্রী ছিল না, এদিকে মুসলমান-দিগের জাজ্জ্বল্যমান বাদসাহী ছিল। তিনি এক পুরশ্চরণ করিয়া প্রচার করিয়া দিলেন যে, দেবী আমাকে বর এবং খড়গ দিয়া বলিয়াছেন যে তুমি মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ কর, তোমার জয় হইবে। অনেক লোক তাঁহার সঙ্গ লইল। বামমার্গীগণ যেরূপ "পঞ্চমকার" এবং চক্রাঙ্কিতগণ যেরূপ "পঞ্চসংস্কার" প্রচলিত করিয়াছিল, তদ্রূপ তিনিও "পঞ্চককার" প্রচলিত করেন। তাঁহার পঞ্চ ককার যুদ্ধোপযোগী ছিল। প্রথম "কেশ" উহা রাখিলে যুদ্ধের সময় যষ্টি এবং তরবারি হইতে কতক পরিমাণে

রক্ষা হইতে পারে। দ্বিতীয় "কঙ্গণ" যাহা অকালী লোক মস্তকের উষ্ণীষের উপর রাখে; এবং "কড়া" (বালা) ইহা দ্বারা হস্ত ও মস্তক রক্ষা পায়। তৃতীয় "কাচ্ছ" (কাছ) জানুর উপর এক প্রকার জাঙ্গিয়া পরিধান করে যাহা দৌড়িবার সময় এবং লাফাইবার সময় অতি সুবিধাজনক হয় এবং সেই জন্য মল্লযোদ্ধাগণ মল্লস্থানে ও নর্ত্তকগণও উহা ধারণ করে; উহা দ্বারা শরীরের মর্ম্মস্থান রক্ষিত হয় অথচ রোধও হয় না। চতুর্থ "কঙ্গা" (চিরুণি); উহা দ্বারা কেশ সংস্কার হয়। পঞ্চম "কাচু" (অস্ত্রবিশেষ); শত্রুদিগের সাক্ষাৎ অথবা বাদবিতণ্ডা হইলে যুদ্ধের সময় উহা কার্য্যে আইসে। এই জন্য গোবিন্দ সিংহ আপনার বুদ্ধিমত্তা দ্বারা সেই সময়ে এইরূপ রীতি পরিচালিত করিয়া ছিলেন। এক্ষণে উহা রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই। যুদ্ধের প্রয়োজনার্থ যাহা যাহা কর্ত্তব্য তখন বিবেচিত হইয়াছিল এক্ষণে তাহা ধর্ম্মের সহিত সংযুক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে। ইহারা মূর্ত্তি পূজা করেন না বটে কিন্তু তদপেক্ষা অধিক গ্রন্থের পূজা করে। ইহা কি মূর্ত্তিপূজা নহে? কোন জড় পদার্থের সম্মুখে মস্তক অবনত করা অথবা উহার পূজা করাই মূর্ত্তিপূজা। মূর্ত্তিপূজকেরা যেরূপ আপনাদিগের দোকান জমাইয়া আপনাদিগের জীবিকা স্থির করিয়া রাখিয়াছে তদ্রূপ, ইঁহারাও করিয়াছেন। পূজারী গণ যেরূপ মূর্ত্তি প্রদর্শন করায় এবং ভেট (পূজা সামগ্রী) গ্রহণ করে, তদ্রূপ নানকপন্থী লোকও গ্রন্থের পূজা করে, অন্যকে উহাতে প্রবৃত্ত করায় এবং ভেট গ্রহণ করে। তবে মূর্ত্তিপূজকগণ যতদূর বেদের সম্মান করে তদ্রূপ, এই গ্রন্থপূজকেরা করে না। ইহা বলা যাইতে পারে যে ইহারা কখন বেদ শুনে নাই এবং দেখেও নাই; সুতরাং কি করিবে? যদি দর্শন অথবা শ্রবণ করিত তাহা হইলে, যে সকল বুদ্ধিমান্‌লোক ভ্রান্ত এবং দুরাগ্রহী নহে তাহারা, উক্ত সম্প্রদায়স্থ হইলেও বেদমতে আসিয়া পড়িত। যাহা হউক ইহারা ভোজনের গোলযোগ অনেক পরিমাণে দূরীভূত করিয়াছে। উহা যেরূপ পরিহার করিয়াছে তদ্রূপ যদি ইহারা বিষয়াশক্তি ও দুরভিমান ত্যাগ করিয়া বেদ মতের উন্নতি করে, তাহা হইলে অতি উত্তম হয়।

(প্রশ্ন) দাদুপন্থীর মার্গ তো উত্তম? (উত্তর) যদি বেদমার্গ অনুসারে চলা যায় তাহা হইলে তাহাই উত্তম। এজন্য তদনুযায়ী আচরণ করা ভাল অন্যথা সর্ব্বদা কষ্ট পাইতে হইবে। দাদুপন্থীদিগের মতে দাদুর জন্ম গুজরাটে হইয়াছিল এবং পরে তিনি জয়পুরের নিকট "থামেরে" থাকিতেন ও তৈল ব্যবসায়ী ছিলেন। ঈশ্বরের বিচিত্র লীলা যে দাদুও আপনার পূজা প্রচার করিয়া বসিল!! তখন বেদাদি শাস্ত্রের সমস্ত কথা ত্যাগ করিয়া কেবল "দাদুরাম" ২ করিলেই মুক্তি হইবে এইরূপ বিশ্বাস হইল!! যখন সত্যোপদেশক থাকে না তখন এইরূপ গোলযোগ উপস্থিত হয়। অল্পদিন হইল "রামসনেহী

মত সাহপুরে প্রচলিত হয়। উক্ত মতাবলম্বী লোক সমস্ত বেদোক্ত ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া "রাম, রাম" বলা উৎকৃষ্ট মনে করে এবং উহা হইতেই জ্ঞান, ধ্যান এবং মুক্তি স্বীকার করে। পরন্তু যখন ক্ষুধা অনুভব হয়, তখন "রামনাম" হইতে রুটী অথবা শাকাদি নির্গত হয় না। কারণ পানীয় ও ভোজন কেবল গৃহস্থেরই গৃহে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইঁহারাও মূর্ত্তিপূজাকে ঘৃণা করে কিন্তু নিজেরাই স্বয়ং মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়া রহিয়াছে। ইহারা অধিক পরিমাণে স্ত্রীলোকের সহবাস করে, কারণ "রমণী" ব্যতিরেকে রামের আনন্দ হইতে পারে না।

রামচরণ নামে এক সাধু ছিল। মেবাড় হইতে প্রধানতঃ "শাহপুরা" স্থানে উহার মত চলিয়া আসিতেছে। ইনি রাম শব্দকেই পরম মন্ত্র এবং উক্ত মতের সিদ্ধান্ত স্বরূপ স্বীকার করেন। তাঁহার এক গ্রন্থে যাহাতে সন্তদাস আদির কথা আছে, তাহাতে এইরূপ লিখিত আছে :—

উহাদিগের বচন।

**ভরম রোগ তব হি মিট্যা। রট্যা নিরঞ্জন রাই।**
**তব জমকা কাগজ ফট্যা। কট্যা করম তব জাই ॥ ১ ॥**
**সাখী ॥ ৬ ॥**

অর্থাৎ "ভ্রমরূপ রোগ তখনি মিটিল।
অকলঙ্ক রাজা তখনি রটিল ॥
যমের কাগজ অমনি ফাটিল (টুটিল)।
ছিন্ন হয়ে কর্ম্ম তখনি যাইল" ॥

এক্ষণে বুদ্ধিমান্ লোক বিচার করিবেন যে "রাম" ২ কহিলেই অজ্ঞানরূপ ভ্রম অথবা যমের পাপ শাসন কিম্বা কৃতকর্ম্ম কখন খণ্ডিত হইতে পারে কি না? ইহা কেবল মনুষ্যদিগকে পাপে প্রবৃত্ত করায় এবং উহাদিগের মনুষ্য জন্ম নষ্ট করিয়া দেয়। "রামচরণ" ইহাদিগের প্রধান গুরু হইয়াছিলেন। তাঁহার বচন :—

**মহ্_মা নাও প্রতাপ কো। সুণৌ সরবন চিত লাই।**
**রামচরণ রসনা রটৌ। ক্রম সকল ঝড় জাই ॥ ১ ॥**
**জিন জিন সুমর্য্যা নাও কূং। সো সব উতর্য্যাপার ॥**
**রামচরণ জো বীসর্য্যা। সোহি জমকে দ্বার ॥ ২ ॥**
**রাম বিনা সব ঝুট বতায়ো ॥**

রাম ভজত ছুট্যা সব ক্রম্মা।
চন্দ অরু সূর দেই পর কম্মা॥
রাম কহে তিন কুঁ ভৈ নাহিঁ।
তীন লোক মেঁ কীরতি গাহীঁ॥
রাম রটত জম জোর ন লাগৈ॥
রাম নাম লিখ পথর তরাই।
ভগতি হৈতি ঔতার হী ধরহী॥
ঊঁচ নীচ কূল ভেদ বিচারৈ।
সো তো জনম আপণো হারৈ॥
সন্তা কৈ কুল দীসৈ নাঁ হীঁ।
রাম রাম কহ রাম সামৃহাঁ হীঁ।
ঐসো কুণ জো কীরতি গা বৈ।
হরি হরি জন কৌ পার ন পাবৈ॥
রাম সন্তাঁ কা অন্ত ন আবৈ।
আপ আপ কী বুদ্ধি সমগাবৈ॥

অর্থাৎ নাম মহিমা প্রতাপ, শ্রবণে করহ আপ,
চিত্ত করিয়া একাগ্র।
রামচরণ রসনা, সদা করহ রটনা
কৃমি ( কষ্ট ) দূর হবে শীঘ্র ॥১॥
যে করে নাম স্মরণ, দুঃখ তার উত্তরণ
যায় সেই ভবপারে।
রামচরণ বিস্মরি, যমদ্বারে নাহি তরি
দুঃখ ঘেরিবে তাহারে ॥২॥
রাম বিনা মিথ্যা সব, ভজ রামে কর্ম্ম তব,
খণ্ডিবে সকলি তবে।
চন্দ্র সূর্য্য করে তার নীরাজনা অনিবার
অন্তরীক্ষে দেখ সবে॥

রাম নামে ভয় যায়, তিন লোকে কীর্ত্তি গায়
নামে যমরাজ ডরে।
রাম নাম লিখি পাশে, তখনি প্রস্তর ভাসে
অবতার ভক্তি তাঁর ॥
উচ্চ নীচ বিচারিলে, কুল ভেদ প্রকাশিলে
জন্ম নাশ হয় তার।
সাধু কুল দেখি নাহি, "রাম রাম" সদা কহি
রাখ পূর্ণ এ সংসার ॥
কীর্ত্তি তাঁর কে গাইবে, কেবা তার অন্ত পাবে
হরিভক্তে নাহি পার।
রামের নাহিক অন্ত, তথা ভক্তি ও অনন্ত
নিজ বুদ্ধি লোকে গায় ॥

ইহার খণ্ডন।

প্রথমতঃ রামচরণ আদির গ্রন্থ দর্শনে বিদিত হওয়া যায় যে, তিনি এক জন গ্রামবাসী সরলস্বভাবের লোক ছিলেন এবং কিছুই পড়া শুনা করেন নাই। অন্যথা এরূপ নিরর্থক গল্পকথা কেন লিখিবেন ? ইহাদিগের ইহা কেবল ভ্রমমাত্র যে কেবল "রাম রাম" কহিলে কর্ম্মের খণ্ডন হয়। ইহারা কেবল নিজের এবং অপরের জন্ম নষ্ট করিয়া থাকে। অতিপ্রবল যমের ভয় দূরে থাকুক দিবারাত্রও রাম রাম করিলে রাজসিপাহী, চোর দস্যু, সর্প, বৃশ্চিক এবং মশকেরও ভয় দূরীভূত হয় না। ফল কথা কিছুই হয় না। যেরূপ "শর্করা" "শর্করা" করিলে মুখ মিষ্ট হয় না তদ্রূপ, সত্যভাষণাদি অনুষ্ঠান না করিলে কেবল রাম রাম করিলে কিছুই হইবে না। যদি রাম রাম করিলে একবারও ইহাদিগের রাম শ্রবণ না করে, তাহা হইলে আজন্ম উহা কহিলেও রাম শ্রবণ করিবে না, এবং যদি একবারে শ্রবণ করে তাহা হইলে দ্বিতীয়বার উহার কথন ব্যর্থ। এইরূপ লোক আপনাদিগের উদরপূর্ত্তির জন্য এবং অপরের জন্ম নষ্ট করিবার জন্য এই রূপ ভ্রমজাল বিস্তার করিয়াছে। আমরা অতিআশ্চর্য্য শুনিয়া এবং দেখিয়া থাকি যে ইহারা "রামস্নেহী" নমে ধারণ করে এবং "রমণীস্নেহী"র কার্য্য করে !! যে স্থানেই দেখা যায় সেই স্থানেই বিধবা রমণীগণ উক্ত সাধুদিগকে বেষ্টন করিয়া আছে। এই সকল দুষ্কর্ম্ম প্রচলিত না হইলে আর্য্যাবর্ত্তের এতদূর দুর্দ্দশা কেন হইবে ? ইহারা আপনাদিগেীর শিষ্যকে উচ্ছিষ্ট ভোজন করায়, স্ত্রীলোকেরা উহাদিগকে দণ্ডবৎ প্রণাম করে এবং নির্জ্জন প্রদেশে সাধু ও স্ত্রীলোকদিগের সমবায় হইয়া থাকে। মাড়ওয়ার দেশের খেড়াপা" গ্রাম হইতে ইহাদিগের দ্বিতীয় শাখা প্রচ-

লিত হয়। উহার বৃত্তান্ত এই। চর্ম্মকার জাতীয় রামদাস নামক কোন লোক অতিশয় চতুর ছিল। তাহার দুই স্ত্রী ছিল। সে প্রথমতঃ অঘোরী হইয়া কুকুরের সহিত একত্রে ভোজন করিত। পরে বামমার্গী ও তাহার পর কুণ্ডাপন্থী হয়। অবশেষে "রাম দেবের "কামড়িয়া"* হইয়া আপনার দুই স্ত্রীর সহিত গান ও বাদ্য করিত। এইরূপে পর্য্যটন করিতে করিতে সৌথল গ্রামে † চর্ম্মকারদিগের এক গুরু "রামদাস" ছিল তাহার সহিত মিলিত হইল। সে তাহাকে "রাম দেবের" ধর্ম্মপথ বলিয়া দিল এবং তাহাকে শিষ্য করিয়া লইল। উক্ত রামদাস খেড়াপা গ্রামে অধিষ্ঠান করিল এবং উক্ত গ্রামের এক দিকে তাহার মত চলিতে লাগিল। অন্যদিকে সাহপুরে রামচরণের মত। উহারাও বৃত্তান্ত নিম্নলিখিতরূপ শুনা যায়। জয়পুরে এক বণিক ছিল। সে "দান্তড়া" গ্রামে এক সাধুর নিকট বেশ গ্রহণ করিল, তাহাকে গুরু করিল এবং সাহপুরে আসিয়া 'আড্ডা' করিল। নির্ব্বুদ্ধি লোকদিগের মধ্যে পাষণ্ডদিগের মত শীঘ্র বদ্ধমূল হয়, সুতরাং উহারও প্রতিষ্ঠা হইল। এই সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রামচরণের বচন প্রমাণে শিষ্য হইলে উচ্চ অথবা নীচ ভেদ থাকে না। ব্রাহ্মণ হইতে অন্ত্যজ পর্য্যন্ত শিষ্য হইয়া থাকে। ইহারা মৃত্তিকার পাত্রে ভোজন করে বলিয়া এক্ষণেও ইহাদিগকে "কুণ্ডাপন্থী" কহে। ইহারা সাধুদিগের উচ্ছিষ্ঠ ভোজন করে, বেদধর্ম্ম হইতে মাতা, পিতা এবং সাংসারিক ব্যবহার বিষয় প্রলোভন দিয়া লোককে লইয়া যায় এবং শিষ্য করিয়া লয়। ইহারা রামনামকে মহামন্ত্র স্বীকার করে এবং ইহাকে বেদের "ছুচ্ছম" ‡ (সূক্ষ্ম) বেদও কহিয়া থাকে। রাম নামে অনন্ত জন্মের পাপ খণ্ডন হয় এবং তাহা বিনা কাহারও মুক্তি হয় না। শ্বাস এবং প্রশ্বাসের সহিত রাম নাম করিতে যে কহে তাহাকে সত্যগুরু বলে এবং সত্যগুরুকে পরমেশ্বরের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করে ও তাহার মূর্ত্তির ধ্যান করে। সাধুদিগের চরণ প্রক্ষালন করিয়া পান করে। শিষ্য যখন গুরুর নিকট হইতে দূরদেশে যায় তখন গুরুর নখ এবং শ্মশ্রুর কেশ আপনার নিকট রাখিয়া দেয় ও চরণামৃত নিত্য পান করে। রামদাস এবং হররামদাসের বাক্যপূর্ণ পুস্তককে বেদের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করে। উহার পরিক্রমা (চারদিকে ভ্রমণ) এবং অষ্টাঙ্গ দ্বারা

* রাজপুতানায় "চামার" জাতীয় লোক গেরুরঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করিয়া "রামদেব" আদির গান করে। ইহাকে উহারা "শব্দ" কহে। উক্ত গীত চামারদিগকে এবং অন্যান্য জাতিকে শুনায়। ইহাদিগকে "কামড়িয়ে" বলা হয়।

† সৌথল যোধপুর রাজ্যমধ্যে এক বৃহৎ গ্রাম।

‡ ছুচ্ছম অর্থাৎ সূক্ষ্ম।

দণ্ডবৎ প্রণাম করে এবং গুরুর নিকটে থাকিলে তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করে। স্ত্রী এবং পুরুষকে "রাম রাম" এই একই মন্ত্রোপদেশ করে। নাম স্মরণেই কল্যাণ হয় মনে করে কিন্তু পাঠ করিলে পাপ হয় ইহা বুঝিয়া থাকে। উহাদিগের সাখী :—

পংডতাই পানে পড়ী। ও পূরব লো পাপ।
রাম রাম সুমর্যা বিনা। রাইগ্যো রীতো আপ।
বেদপুরাণ পঢ়ে পঢ় গীতা।
রাম ভজন বিন রই গয়ে রীতা॥

অর্থাৎ

"পণ্ডিত হওয়া আর, পুর্ব্বজন্ম-পাপভার, নহে কিছু জ্ঞান এ সকল।
রামনাম না স্মরিলে, রিক্ত হইবে সকলে, রামই বুঝি সার কেবল।
বেদ বা পুরাণ পড়, গীতা অধ্যয়ন কর, রামভজন বিনা বিফল॥"

এরূপ পুস্তক সকল রচনা করিয়াছে। স্ত্রীর পতিসেবা করিলে পাপ এবং গুরু ও সাধুর সেবা করিলে ধর্ম্ম হয় বলিয়া থাকে। বর্ণাশ্রম স্বীকার করে না। ব্রাহ্মণ রামস্নেহী না হইলে তাহাকে নীচ এবং চণ্ডাল রামস্নেহী হইলে তাহাকে উত্তম মনে করে। ইহারা ঈশ্বরের অবতার স্বীকার করে না। রামচরণের উপরিলিখিত বচন :—

"ভগতি হেতি অবতার হী ধরহী।"

তদনুসারে ভক্তি এবং সাধুদিগের হিতের জন্য অবতারও স্বীকার করে। এইরূপ ইহাদিগের যত ভ্রম আছে তৎসমস্তই আর্য্যাবর্ত্ত দেশের অহিতকারক। ইহা হইতে বুদ্ধিমান্ লোক অনেক বুঝিতে পারিবেন।

(প্রশ্ন) গোকুলিয়া গোসাঁইদিগের মত অতি উত্তম। দেখুন উহারা কীদৃশ ঐশ্বর্য্য ভোগ করে। লীলা ব্যতিরেকে এরূপ ঐশ্বর্য্য কি হইতে পারে? (উত্তর) উক্ত সমস্ত ঐশ্বর্য্য গৃহস্থ লোকদিগের, গোসাঁই দিগের নহে। (প্রশ্ন) কি আশ্চর্য্য! গোসাঁই দিগের প্রতাপ হইতেই হয়। তাহা না হইলে অন্যের কেন তদ্রূপ ঐশ্বর্য্য লাভ হয় না? (উত্তর) অপরে যদি তদ্রূপ প্রতারণা জাল বিস্তার করে তাহা হইলে, পাইবার পক্ষে সন্দেহ কি? উহাদিগের অপেক্ষা যে অধিক ধূর্ত্ততা করে তাহার, অধিক ঐশ্বর্য্যও হইতে পারে। (প্রশ্ন) বাহবা! ইহাতে ধূর্ত্ততা কি? তৎ সমস্তই গোলোকের লীলা। (উত্তর) উহা গোলোকের লীলা নহে পরন্তু গোসাঁই দিগের লীলা। গোলোকের যদি এইরূপ লীলা হয় তবে, গোলোকও তদ্রূপ হইবে। এই

মত, তৈলঙ্গ দেশ হইতে প্রচলিত হইয়াছে। লক্ষ্মণভট্ট নামক জনৈক তৈলঙ্গী ব্রাহ্মণ বিবাহের পর কোন কারণ বশতঃ মাতা, পিতা, এবং স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া কাশীতে গমন করতঃ, সংন্যাস গ্রহণ করে এবং মিথ্যা পরিচয় দিয়া বলিয়াছিল যে আমার বিবাহ হয় নাই। দৈবযোগবশতঃ তাহার মাতা, পিতা এবং স্ত্রী শুনিল যে সে কাশীতে সংন্যাসী হইয়া গিয়াছে। তখন তাহারা কাশীতে উপস্থিত হইয়া যে তাহাকে সংন্যাস দিয়াছিল তাহাকে, বলিল যে তুমি ইহাকে কেন সংন্যাসী করিয়াছ? দেখ ইহার যুবতী স্ত্রী রহিয়াছে। স্ত্রী বলিল যে যদি আমার পতিকে আমার সহচর না হইতে দেন তবে, আমাকেও সংন্যাস দিউন। তখন সে তাহাকে আহ্বান করিয়া বলিল যে তুমি মিথ্যাবাদী, সংন্যাস ত্যাগ করিয়া গৃহস্থাশ্রম কর, কারণ তুমি মিথ্যা কহিয়া সংন্যাস গ্রহণ করিয়াছ। সে তাহাই করিল এবং সংন্যাস ত্যাগ করিয়া উহাদিগের সঙ্গে চলিল। দেখ! এই মতের মূল মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা হইতে হইয়াছে। যখন তৈলঙ্গ দেশে গমন করিল তখন উহার স্বজাতিগণ কেহ গ্রহণ না করায় সে সেই স্থান হইতে নির্গত হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল। কাশীর নিকস্থ "চর্ণার গড়ের" (চুনার) সমীপস্থ চম্পারণ্য নামক বনে যাইতেছিল। এমন সময় কেহ তাহার শিশু সন্তানকে চারিদিকে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া তাহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে দেখিল। পাছে শিশুকে তৎক্ষণাৎ কোন জীব বিনাশ করে এইজন্য অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া রাখিয়াছিল। লক্ষ্মণভট্ট এবং তাহার স্ত্রী শিশুকে লইয়া আপনার সন্তানরূপে গ্রহণ করতঃ পরে কাশীতে গমন করিয়া অবস্থান করিল। উক্ত শিশু বড় হইলে তাহার মাতা ও পিতার দেহান্ত হইল! বাল্যাবস্থা হইতে যুবাবস্থা পর্য্যন্ত কিঞ্চিৎ পাঠও করিয়াছিল এবং পরে কোন স্থানে যাইয়া এক বিষ্ণুস্বামীর মন্দিরে শিষ্য হইয়া পড়িল। সে স্থানে কোনরূপ বিবাদ হওয়াতে পুনরায় কাশীতে গমন করিয়া সংন্যাস গ্রহণ করিল। তখন কাশীতে কোন এক জাতি হইতে বহিষ্কৃত ব্রাহ্মণ বাস করিত এবং তাহার এক যুবতী কন্যা ছিল। ব্রাহ্মণ তাহাকে বলিল যে তুমি সংন্যাস ত্যাগ করিয়া আমার কন্যাকে বিবাহ কর এবং সেও তাহাই করিল। যখন পিতা পূর্ব্বোক্তরূপ লীলা করিয়াছিল তখন পুত্র কেন করিবে না? পূর্ব্বে যে স্থানে শিষ্য হইয়া রহিয়াছিল, স্ত্রীকে লইয়া সেই বিষ্ণুস্বামীর মন্দিরে উপস্থিত হইল। বিবাহ করিয়াছে বলিয়া সে স্থান হইতে নিরাকৃত হইল। পরে অবিদ্যার গৃহস্বরূপ ব্রজধামে যাইয়া অনেক প্রকার ছল ও যুক্তি প্রদর্শন করতঃ আপনার জাল বিস্তার করিতে লাগিল এবং মিথ্যা কথার এইরূপ প্রচার করিল যে, শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন যে "গোলক হইতে "দৈবজীব" মর্ত্ত্যলোকে আসিয়াছে। তাঁহাকে ব্রহ্ম সম্বন্ধাদি করিয়া পবিত্র করতঃ গোলকে প্রেরণ কর"। এইরূপে মূর্খদিগকে প্রলোভনের কথা শুনাইয়া

অল্প সংখ্যক লোকদিগকে অর্থাৎ ৮৪ চৌরাশী জনকে বৈষ্ণব করিয়া লইল এবং নিম্ন-লিখিত মন্ত্র রচনা করিল। উহাতে ভেদ রক্ষিত হইয়াছে যথাঃ—

**শ্রীকৃষ্ণঃ শরণং মম।**

**ক্লীং কৃষ্ণায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা॥ গোপালসহস্রনাম॥**

এই দুইটি সাধারণ মন্ত্র। পরন্তু ব্রহ্মসম্বন্ধ এবং সমর্পণ করিবার জন্য নিম্নলিখিত মন্ত্র আছে যথা—

**শ্রীকৃষ্ণঃ শরণং মম সহস্র পরিবৎসরমিত কালজাত-কৃষ্ণবিয়োগ জনিত তাপক্লেশানন্ততিরোভাবহর্হং ভগ-বতে কৃষ্ণায় দেহেন্দ্রিয় প্রাণান্তঃকরণ তদ্ধর্ম্মাংশ্চ দারাগার-পুত্রাপ্তবিত্তেহপরাণ্যাত্মনা সহ সমর্পয়ামি দাসোঽহং কৃষ্ণ তবাস্মি।**

এই মন্ত্রের উপদেশ দিয়া শিষ্য এবং শিষ্যদিগকে সমর্পণ করে। "ক্লীং কৃষ্ণায়" এই স্থানে "ক্লীং" তন্ত্রগ্রন্থের। ইহা হইতে বিদিত হওয়া যায় যে বল্লভমতও বামমার্গীয়-দিগের প্রকারান্তর মাত্র। এই জন্য গোসাঁই লোক অনেক প্রকারে স্ত্রী প্রসঙ্গ করিয়া থাকে। "গোপীজনবল্লভায়" এস্থলে জিজ্ঞাস্য যে কৃষ্ণ কি গোপীদিগেরই প্রিয় ছিলেন এবং অন্যের নহে? যে স্ত্রৈণ অর্থাৎ স্ত্রীভোগে রত থাকে সেই স্ত্রীলোকদিগের প্রিয় হয়, শ্রীকৃষ্ণও কি তদ্রূপ ছিলেন? "সহস্রপরিবৎসরেতি" এস্থলে সহস্র বৎসর গণনা ব্যর্থ। কারণ বল্লভ ও তাঁহার শিষ্যগণ সর্ব্বজ্ঞ নহেন যে কৃষ্ণের বিয়োগ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছে ইহা সত্য জানিতে হইবে? আজ পর্য্যন্ত অর্থাৎ যতদিন পর্য্যন্ত বল্লভের মত ছিল না এবং যখন বল্লভের জন্মও হয় নাই তাহার পূর্ব্বে আপনার দৈব জীবগণের উদ্ধার করিবার জন্য কেন আসেন নাই? "তাপ" এবং "ক্লেশ" এই দুই শব্দ পর্য্যায় বাচক। সুতরাং ইহার মধ্যে একেরই গ্রহণ করা উচিত ছিল উভয়ের নহে। "অনন্ত" শব্দের পাঠ ব্যর্থ; কারণ অনন্ত শব্দ রাখিলে "সহস্র" শব্দের পাঠ থাকিতে পারে না এবং যদি "সহস্র" শব্দের পাঠ রাখিতে হয় তবে, অনন্ত শব্দের পাঠ রাখা সর্ব্বদা ব্যর্থ। যে অনন্তকাল যাবৎ তিরোহিত অর্থাৎ আচ্ছাদিত থাকে তাহার মুক্তির জন্য বল্লভের চেষ্টা করাই ব্যর্থ। কারণ অনন্তের অন্ত হয় না। আচ্ছা, প্রাণ, অন্তঃকরণ, আপনার ধর্ম্মস্ত্রী স্থান, পুত্র এবং প্রাপ্ত ধন এ সমস্তই কৃষ্ণকে অর্পণ করা হয় কেন? কৃষ্ণ যখন পূর্ণকাম তখন তিনি দেহাদি বিষয়ের ইচ্ছা করিতে পারেন না। তদ্ব্যতিরিক্ত

দেহাদির অর্পণ করাও হইতে পারে না কারণ, দেহ নখশিখাগ্রপর্য্যন্ত সমস্তকেই কহে, সুতরাং সমস্ত অর্পণ করিতে হইলে উহার উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট অংশও অর্পণ করিতে হয়। তবে দেহমধ্যে যে মল ও মূত্রাদি আছে তাহার কিরূপে অর্পণ হইতে পারে? পাপ ও পুণ্যরূপ কর্ম্মকেও যদি কৃষ্ণে অর্পণ করা হয় তাহা হইলে কৃষ্ণই তাহার ফলভোগী হইবেন। বস্তুতঃ কৃষ্ণের নামমাত্র লওয়া হয় পরন্তু সমর্পণটি আপনার জন্য করা হয়। এরূপ যখন তখন দেহমধ্যে যে কিছু মল মূত্রাদি আছে উহাও কেন গোসাঁই মহাশয়কে অর্পণ করা হয় না? কি "মিষ্টের বেলা গেলা, আর তিক্তের বেলা পালা"। ইহাও নিশ্চিত আছে যে গোসাঁইকে অর্পণ করা অন্য মতের অনুমোদিত নহে। স্বার্থপরতার জন্য, পরের ধনাদি পদার্থ হরণের জন্য এবং বেদোক্ত ধর্ম্মের নাশের জন্য এই সকল লীলা রচিত হইয়াছে। বল্লভের প্রপঞ্চ দেখ:—

শ্রাবণস্যামলে পক্ষে একাদশ্যাং মহানিশি।
সাক্ষাদ্ভগবতা প্রোক্তং তদক্ষরশ উচ্যতে॥
ব্রহ্মসম্বন্ধকরণাৎ সর্ব্বেষাং দেহজীবয়োঃ।
সর্ব্বদোষনিবৃত্তি হি দোষাঃ পঞ্চবিধাঃ স্মৃতাঃ॥
সহজা দেশকালোত্থা লোকবেদনিরূপিতাঃ।
সংযোগজাঃ স্পর্শজাশ্চ ন মন্তব্যাঃ কদাচন॥
অন্যথা সর্ব্বদোষাণাং ন নিবৃত্তিঃ কথঞ্চন।
অসমর্পিতবস্তূনাং তস্মাদ্বর্জ্জনমাচরেৎ॥
নিবেদিভিঃ সমর্প্যৈব সর্ব্বং কুর্য্যাদিতি স্থিতিঃ।
ন মতং দেবদেবস্য স্বামিভুক্তিসমর্পণম্॥
তস্মাদাদৌ সর্ব্ব কার্য্যে সর্ব্ববস্তুসমর্পণম্।
দত্তাপহারবচনং তথা চ সকলং হরেঃ॥
ন গ্রাহ্যমিতি বাক্যং হি ভিন্নমার্গপরং মতম্।
সেবকানাং যথা লোকে ব্যবহারঃ প্রসিদ্ধতি॥
তথা কার্য্যং সমর্প্যৈব সর্ব্বেষাং ব্রহ্মতা ততঃ।
গঙ্গাত্বে গুণদোষাণাং গুণদোষাদিবর্ণনম্॥

গোঁসাইদিগের সিদ্ধান্তরহস্যাদি গ্রন্থে এই সকল শ্লোক লিখিত আছে এবং ইহাই গোসাঁইদিগের মতের মূলতত্ত্ব। আচ্ছা যদি ইহাদিগকে কেহ জিজ্ঞাসা করে যে, কিছু কম পাঁচ সহস্র বৎসর হইল শ্রীকৃষ্ণের দেহান্ত হইয়াছে উহা বল্লভগণ শ্রাবণ মাসের অর্দ্ধরাত্রিতে হইয়াছিল ইহা কিরূপে পাইল? যে গোসাঁইদিগের শিষ্য হয় এবং আপনাদিগের সমস্ত পদার্থ যে উহাদিগকে সমর্পণ করে তাহার শরীরের এবং জীবের সমস্ত দোষ নিবৃত্তি হয় ইত্যাদি ব্যাপার, কেবল মূর্খদিগকে প্রলোভন দেখাইয়া আপনাদিগের মতে লইয়া আসিবার জন্য করা হয়। যদি গোসাঁইদিগের শিষ্য এবং শিষ্যাদিগের সমস্ত দোষ নিবৃত্তি হয় তবে, উহারা রোগ এবং দারিদ্র্যাদি দোষে কেহ পীড়িত হয়? এই দোষ উহারা বলে যে পাঁচ প্রকারের হইয়া থাকে। প্রথম—সহজ দোষ, যাহা স্বাভাবিক অর্থাৎ যাহা কাম ও ক্রোধাদি হইতে উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয়—কোন দেশে অথবা কালে যদি কোন পাপানুষ্ঠান হয়। তৃতীয়—লোকে যাহাকে ভক্ষ্যাভক্ষ্য কহে এবং বেদোক্ত মিথ্যাভাষণাদি। চতুর্থ—সংযোগজ যাহা অসৎ সঙ্গ হইতে হয় অর্থাৎ চৌর্য্য, লাম্পট্য, মাতা, ভগিনী, কন্যা এবং পুত্রবধূ ও গুরুপত্নী প্রভৃতির সহিত সংযোগ করা। পঞ্চম—স্পর্শরূপ অর্থাৎ অস্পর্শনীয়ের স্পর্শ করা। গোঁসাইদিগের মতানুসারে এই পাঁচ প্রকার দোষ গণনা করিবে না অর্থাৎ যথেষ্টাচার করিবে। গোসাঁইদিগের মত ব্যতিরেকে অন্য কোন প্রকারে দোষের নিবৃত্তি হইবে না। এই জন্য গোসাঁইদিগের শিষ্য সমর্পণ ব্যতিরেকে কোন পদার্থ ভোগ করিবে না। সেই জন্য উহাদিগের শিষ্যগণ আপনাদিগের স্ত্রী, কন্যা এবং পুত্রবধূ ও ধনাদি পদার্থও সমর্পিত করে। পরন্তু সমর্পণের নিয়ম এই যে যতদিন গোসাঁইয়ের চরণ সেবায় না সমর্পিত হইবে ততদিন স্বামী আপনার স্ত্রীকেও স্পর্শ করিবে না। এই জন্য উহাদিগের শিষ্য অগ্রে সমর্পণ করিয়া পরে আপনার আপনার পদার্থ ভোগ করে কারণ, স্বামীর ভোগের পশ্চাৎ আর সমর্পণ হইতে পারে না। এইরূপ সকল বিষয়ে সকল বস্তুই সমর্পিত করিয়া থাকে। প্রথমে গোসাঁইকে ভার্য্যাদি সমর্পণ করিয়া পশ্চাৎ গ্রহণ করে। এইরূপে হরিকে সম্পূর্ণ পদার্থ সমর্পণ করিয়া গ্রহণ করিতে হয়। গোসাঁইয়ের মতের ভিন্ন ধর্ম্মমার্গের কথা তাঁহার শিষ্যগণ কখন শুনিবে না অথবা গ্রহণ করিবে না এবং ইহাই উহাদের শিষ্যদিগের প্রসিদ্ধ ব্যবহার। এইরূপে সকল বস্তুর সমর্পণ করিয়া উহার মধ্যে ব্রহ্মবুদ্ধি করিবে। তাহার পর গঙ্গায় যেরূপ অন্য জল মিলিয়া গঙ্গারূপ হইয়া যায় তদ্রূপ, আপনার মতের গুণ ও অপরের মতের দোষ হইয়া থাকে। এই জন্য আপনার মতের গুণ বর্ণনা করিবে। এক্ষণে দেখ যে গোসাঁইদিগের মত অন্য সমস্ত মত অপেক্ষা অধিক স্বার্থসিদ্ধিকারক। আচ্ছা এই গোসাঁইদিগকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে যে, যখন ব্রহ্মের এক লক্ষণও জান না

তখন তোমরা শিষ্য এবং শিষ্যাদিগের কিরূপে ব্রহ্মসম্বন্ধ করিতে পার? যদি উহারা বলে যে আমরাই ব্রহ্ম এবং আমাদিগের সহিত সম্বন্ধ হইলে ব্রহ্ম সম্বন্ধ হইল, তাহা হইলে উহাদিগকে বলা যাইতে পারে যে যখন ব্রহ্মের গুণ, কর্ম্ম ও স্বভাবের মধ্যে তোমাদিগের একটিও নাই তখন, কি কেবল ভোগ ও বিলাসের জন্য ব্রহ্ম হইয়া বসিয়া আছ? আচ্ছা শিষ্য ও শিষ্যাদিগকে আপনার সহিত সমর্পিত করিয়া যদি শুদ্ধ করিয়া থাক তবে, তোমাদিগের আপনার স্ত্রী, কন্যা, পুত্রবধূ এবং তোমরা নিজে অসমর্পিত থাকাতে অশুদ্ধ রহিয়া গেলে কি না? যখন তোমরা অসমর্পিত বস্তুকে অশুদ্ধ মনে কর তখন, তোমরা অশুদ্ধ হইতে উৎপন্ন হইয়াছ বলিয়া তোমরাও কেন অশুদ্ধ নহ? সুতরাং তোমাদিগের উচিত যে আপনার স্ত্রী, কন্যা এবং পুত্রবধূ আদিকে অন্যমতাবলম্বীদিগের সহিত সমর্পিত করিয়া পরে গ্রহণ কর। যদি বল "না" তবে অন্যের স্ত্রীর পুরুষ এবং ধনাদি পদার্থকে সমর্পিত কর ত্যাগ কর। আচ্ছা আজ পর্য্যন্ত যাহা হইয়াছে, এক্ষণ হইতে এই সকল মিথ্যা ভণ্ডামি এবং দুষ্কর্ম্ম সকল ত্যাগ কর; সুন্দর ঈশ্বরোক্ত বেদবিহিত সুপথে আগমন করতঃ আপনার মনুষ্যজন্ম সার্থক কর এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের ফল প্রাপ্ত হইয়া অনন্দ ভোগ কর। আরও দেখ, গোসাঁইগণ আপনাদিগের সম্প্রদায়কে "পুষ্টি মার্গ" কহে। অর্থাৎ ভোজন, পান, পুষ্ট হওয়া এবং সকল স্ত্রীলোকের সঙ্গ ভোগ করিয়া বিলাসাদি করাকে "পুষ্টিমার্গ কহে। পরন্তু ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে যে, যখন ভয়ানক ভগন্দর রোগাদিগ্রস্ত হইয়া ক্লেশভোগ করতঃ মৃত্যুপ্রাপ্ত হয় (যে রোগ ইহারা ভালরূপ জানে) তখন, সত্য বলিতে গেলে ইহাকে "পুষ্টিমার্গ" না বলিয়া বরং "কুষ্ঠমার্গ" বলা যাইতে পারে। কুষ্ঠরোগাক্রান্তের শরীরের সমস্ত ধাতু যেমন ক্রমশঃ গলিয়া নির্গত হইয়া যায় এবং বিলাপ করতঃ দেহত্যাগ করে, ইহাদিগেরও তদ্রূপ লীলা দৃষ্ট হইয়া থাকে। এইজন্য উহাকে নরকমার্গ কহা এবং সঙ্গত হইতে পারে; কারণ দুঃখের নাম নরক এবং সুখের নাম স্বর্গ। এই প্রকার মিথ্যা জাল রচনা করিয়া হতভাগ্য নির্বুদ্ধি লোকদিগকে জালে আবদ্ধ করে এবং আপনাকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ মনে করিয়া সকলের স্বামী হইয়া বসিয়া থাকে। ইহারা বলে যে যাবতীয় দৈবী জীব গোলক হইতে এস্থানে আসিয়াছে। উহা দগকে উদ্ধার করিবার জন্য আমরা লীলাপুরুষোত্তম জন্মিয়াছি। যতদিন আমাদিগের উপদেশ গ্রহণ না করিবে ততদিন; গোলক প্রাপ্তি হইবে না। সে স্থানে (গোলকে একপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ এবং সকলেই স্ত্রীলোক। বাহবা বাহবা! তোমাদিগের মত অতি উত্তম! গোসাঁইদিগের যত শিষ্য আছে সকলেই গোপী হইয়া যাইবে! এক্ষণে মনে করিয়া দেখ যে, যে পুরুষের দুই স্ত্রী হয় তাহার তো অতিশয় দুর্দ্দশা হইয়া থাকে; যে স্থানে এক পুরুষ এবং কোটি স্ত্রী

উহার পশ্চাৎ লাগিয়া রহিয়াছে তাহার কি দুঃখের পারাবার আছে? যদি বল যে শ্রীকৃষ্ণের সামর্থ্য অত্যন্ত অধিক, তিনি সকলকে প্রসন্ন করেন তাহা হইলে, তাঁহার স্ত্রী, যাহাকে স্বামিনী কথিত হয়, তাঁহারও শ্রীকৃষ্ণের সমান সামর্থ্য হইবে, কারণ তিনি তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গ হইয়া আছেন। যদি এস্থলে স্ত্রী এবং পুরুষের কামচেষ্টা তুল্য অথবা পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর অধিক হয় তাহা হইলে, গোলোকে কেন না তদ্রূপ হইবে? যদি তাহা হয় তাহা হইলে, অন্য স্ত্রীদিগের সহিত স্বামিনীর অত্যন্ত বিবাদ এবং কলহ হইবে, কারণ সপত্নীভাব অতিশয় তীব্র ও জঘন্য হইয়া থাকে। সুতরাং গোলোকে স্বর্গের তুল্য না হইয়া বরং নরকের ন্যায় হইয়া গিয়া থাকিবে, অথবা যেমন অনেক স্ত্রীগামী পুরুষ ভগন্দরাদি রোগগ্রস্ত হয় গোলোকেও তদ্রূপ হইয়াছে; কি লজ্জার বিষয়! এরূপ গোলোক অপেক্ষা এই সামান্য মর্ত্ত্যলোকও ভাল। দেখ! যখন গোসাঁই আপনাকে শ্রীকৃষ্ণ মনে করে এবং বহুত স্ত্রীলোকের সহিত লীলা করা বশতঃ ভগন্দর এবং প্রমেহাদি রোগে পীড়িত হইয়া মহা দুঃখ ভোগ করে, তখন, যাহাঁর রূপান্তর গোসাঁই পীড়িত হয়, সেই গোলোকের স্বামী শ্রীকৃষ্ণও এই রোগে কেন পীড়িত না হইবেন? যদি তাহা অসঙ্গত হয় তাহা হইলে তাঁহার স্বরূপ গোসাঁই মহাশয় কেন পীড়িত হয়েন? (প্রশ্ন) মর্ত্ত্যলোকে লীলাবতার ধারণ করাতে রোগরূপ দোষ হইয়া থাকে, গোলোকে হয় না; কারণ সে স্থলে রোগদোষ নাই! (উত্তর) "ভোগে রোগ ভয়ম্" যে স্থানে ভোগ সেই স্থানে অবশ্যই রোগ হইয়া থাকে। অধিকন্তু শ্রীকৃষ্ণের কোটি কোটি স্ত্রীর সন্তান হয় কি না? যদি হয় তবে কেবল পুত্র হয় অথবা কেবল কন্যা হয়? অথবা উভয়ই হয়। যদি বল যে কেবল কন্যাই হয়, তবে উহাদিগের কাহার সহিত বিবাহ হয়? কারণ সে স্থানে শ্রীকৃষ্ণ ব্যতিরেকে আর দ্বিতীয় পুরুষ নাই। যদি দ্বিতীয় থাকে তাহা হইলে তোমার প্রতিজ্ঞা হানি হয়। যদি বল যে কেবল পুত্রই হয় তাহা হইলে সেই দোষ আইসে অর্থাৎ তাহাদিগের বিবাহ কোথায় এবং কাহার সহিত হইবে? যদি বল গৃহে গৃহেই এক প্রকারে গোলযোগ সারিয়া লয় এবং কাহারও পুত্র ও কাহারও কন্যা হয় তাহা হইলেও তোমার প্রতিজ্ঞা হানি হইল! অর্থাৎ "গোলোকে একই পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ আছেন" ইহা বলা বৃথা হইল। যদি বল যে সন্তান একেবারে হয় না তাহা হইলে কৃষ্ণে নপুংসকত্ব এবং স্ত্রীলোকদিগের উপর বন্ধ্যাত্ব হইয়া পড়ে। আচ্ছা তাহা হইলে এই গোলোক কিরূপ হইল? যেন দিল্লীর বাদসাহের বিবীদিগের শ্রেণী হইল। অপরন্তু গোসাঁইগণ যে শিষ্যদিগকে দেহ মন এবং ধন আপনাদিগকে অর্পণ করিতে কহে উহাও উচিত নহে। কারণ বিবাহের সময় দেহ স্ত্রীকে এবং পতিকে পরস্পর সমর্পণ করে। তদ্ব্যতীত মন অন্যকে সমর্পণ করা হইতে পারে না কারণ মনের সহিত দেহকে সমর্পণ করা সঙ্গত হইতে পারে এবং যদি তাহা করা হয় তাহা হইলে

তাহাকে ব্যভিচারী কথিত হইবে। এক্ষণে ধন অবশিষ্ট রহিল। তদ্বিষয়ে ও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ ধন ব্যতিরেকে কিছুই সমর্পণ হইতে পারে না। এবিষয়ে গোসাঁইদিগের অভিপ্রায় এই যে শিষ্যগণ পরিশ্রম করুক এবং আপনারা আনন্দ ভোগ করি। যত বল্লভ সম্প্রদায়ী গোসাঁই আছে উহারা এপর্য্যন্ত তৈলঙ্গ জাতি বলে। যদি কেহ ভ্রমক্রমে উহাদিগকে কন্যা দেয় সে জাতিবাহ্য হইয়া ভ্রষ্ট হইয়া যায়। কারণ ইহারা জাতিভ্রষ্ট ও বিদ্যাহীন এবং দিবারাত্র প্রমোদেই আসক্ত থাকে। আরও দেখ, যখন কেহ গোসাঁইকে লইয়া প্রবেশোৎসব করে, তখন সে উহার গৃহে যাইয়া নিস্তব্ধ কাষ্ঠের পুত্তলিকার ন্যায় বসিয়া থাকে, কোন কথা বলে না এবং নিশ্চলভাবে থাকে। মূর্খ না হইলে কথা কহিতে পারিত; কারণ "মূর্খাণাং বলং মৌনম্" অর্থাৎ মূর্খের মৌনই বল। কথা যদি কহে তাহা হইলেই গর্ভস্রাব হইয়া পড়ে। পরন্তু স্ত্রীলোকদিগের উপর বিশেষ মনোযোগ রাখিয়া কটাক্ষপাত করিতে থাকে। গোসাঁই যাহার উপর কটাক্ষপাত করে, সে মনে মনে বড় ভাগ্যের ফল মনে করে এবং তাহার স্বামী, ভ্রাতা, স্বজন, মাতা এবং পিতা তাহার উপর অতিশয় প্রসন্ন হয়। সেস্থানে সকল স্ত্রীলোক গোসাঁইয়ের চরণ স্পর্শ করে; যাহার উপর গোসাঁইয়ের মন পড়ে অথবা কৃপা হয় তাহাকে চরণের অঙ্গুলী দ্বারা চাপিয়া ধরে। তখন তাহার পতি প্রভৃতি আপনাদিগকে ধন্য ও ভাগ্যবান্ মনে করে এবং উহাকে বলে যে তুমি গোঁসাইয়ের চরণ সেবা কর। যে যে স্থানে পতি আদি প্রসন্ন হয় না সে সে স্থানে দূতী এবং কুট্টনা দ্বারা কার্য্য সাধন করা হয়। সত্য বলিতে হইলে উহাদিগের মন্দিরে এবং সমীপে এরূপ কার্য্যকারী অনেক স্ত্রীলোক আছে। ইহাদিগের দক্ষিণা সম্বন্ধে লালা এইরূপ:—ইহারা এই প্রকার যাচ্ঞা করে যে, গোসাঁইয়ের বধূর, তাঁহার পুত্রের, কন্যার, মন্ত্রীর, বাহ্যকার্য্যকর্ত্তার, গীতাদিকর্ত্তার এবং ঠাকুরের পূজা সামগ্রী আনয়ন কর। এইরূপ সাত দোকান হইতে যথেষ্ট উপার্জ্জন করে। যখন গোসাঁইয়ের কোন শিষ্য মৃত্যু প্রাপ্ত হয় তখন তিনি তাহার বক্ষঃস্থলে চরণ রাখেন এবং যাহা কিছু প্রাপ্ত হয়েন তৎসমস্তই আত্মসাৎ করেন। ইহা কি মহাব্রাহ্মণের এবং অগ্রদানী ব্রাহ্মণের কার্য্য নহে? কোন কোন শিষ্য বিবাহের সময় গোসাঁইকে আহ্বান করতঃ তাঁহা দ্বারাই কন্যা ও পুত্রের পাণি গ্রহণ করায়। কোন কোন সেবক কেশরস্নান করায় অর্থাৎ স্ত্রীলোকগণ গোসাঁইয়ের শরীরে কেশর-লেপ প্রদান করতঃ একটি বৃহৎ পাত্র (পীঠ) রাখিয়া স্ত্রী ও পুরুষ একত্র হইয়া তাঁহাকে স্নান করায়। বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেই স্নান করায়। পরে গোসাঁই পীতাম্বর পরিধান করিয়া "খড়ম" পায়ে দিয়া বাহিরে আইসেন এবং তাঁহার বস্ত্র সেই পাত্রে ফেলিয়া দেয়। তাঁহার সেবকগণ পশ্চাৎ সেই জলে আচমন করে। পরে উত্তম

মসলা দিয়া একটি পান প্রস্তুত করিয়া গোসাঁইকে দেওয়া হয়। তিনি চর্ব্বণ করিয়া কিছু গলাধঃকরণ করেন এবং তাঁহার সেবক মুখের নিকট একটি রৌপ্যের ডিবা ধরে এবং তিনি অবশিষ্টাংশ উহাতে উৎদ্বমন করিয়া প্রক্ষেপ করেন। উহাকে প্রসাদী বলিয়া সকলকে বিভাগ করিয়া দেওয়া হয় এবং উহাকে "খাস" প্রকৃত প্রসাদী কহে। এক্ষণে বিচার কর যে ইহারা কিরূপ মনুষ্য ? মূঢ়তা এবং অনাচার হইলে এইরূপই হইয়া থাকে। ইহারা অনেক পরিমাণে সমর্পণ গ্রহণ করে এবং অল্পসংখ্যক বৈষ্ণবদিগের হস্তের ভোজন করে ও সাধারণ বৈষ্ণবের হস্তের ভোজন করে না ; ইহারা কাষ্ঠ পর্য্যন্তও ধৌত করিয়া লয়। পরন্তু ময়দা, গুড়, শর্করা ও ঘৃতাদি প্রক্ষালন করিলে উহা বিকৃত হইয়া যায়। কাজেই নষ্ট হইবার ভয়ে ঐগুলি ধৌত করেন না। ইহারা বলে যে আমরা ঠাকুরজিউর রঙ্গরাগে ( চিত্রকরণে ) এবং ভোগাদিতে অনেক ধন ব্যয় করি পরন্তু, ইহারা আপনারাই রঙ্গরাগ ভোগ করে। সত্য জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে হয় যে, উহাতে ভয়ানক অনর্থ হইয়া থাকে। অর্থাৎ দোলযাত্রার সময় স্ত্রীলোকদিগের অস্পর্শনীয় স্থানে অর্থাৎ গুপ্ত স্থানে "পিচ্‌কারী" পূর্ণ করিয়া রঙ্গ প্রক্ষেপ করে। উহারা ব্রাহ্মণের নিষিদ্ধ, রসবিক্রয়কার্য্যও করিয়া থাকে। (প্রশ্ন) রুটী, ডাউল, দধি মিশ্রিত কড়ী, শাক, মিষ্ট এবং "লাড্ডু" গোসাঁইগণ প্রত্যক্ষ বাজারে বসিয়া বিক্রয় করে না। পরন্তু আপনাদিগের ভৃত্য অথবা পরিচারকদিগকে পাত্রে ভাগ করিয়া দেয় এবং উহারা বিক্রয় করে। গোসাঁই স্বয়ং করে না। (উত্তর) যদি গোসাঁই উহাদিগকে মাসিক বেতন দেয় তাহা হইলে ভোজ্যদ্রব্যের পাত্র উহারা কেন লইবে ? গোসাঁই চাকরির পরিবর্ত্তে আপনার ভৃত্যদিগকে ডাউল অন্নাদি বিক্রয় করে এবং উহারা লইয়া গিয়া বাজারে বিক্রয় করে। যদি গোসাঁই স্বয়ং বাজারে বিক্রয় করিত, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ ভৃত্যগণ রসবিক্রয়রূপ পাপ হইতে রক্ষা পাইত, এবং গোসাঁইই কেবল উক্ত পাপের ভাগী হইত। প্রথমতঃ ইহারা নিজে এই পাপে পতিত হয় এবং দ্বিতীয়তঃ অন্যকে জড়াইয়া পাতিত করে। কোন কোন স্থলে উহারা নাথ ( সন্ন্যাসী ) দ্বারাও বিক্রয় করে। রসবিক্রয় করা নীচের কার্য্য, উত্তমের নহে। এই সকল লোকেই আর্য্যাবর্ত্তের অধোগতি করিয়া দিয়াছে।

( প্রশ্ন ) স্বামী নারায়ণের মত কিরূপ ? ( উত্তর ) "যাদৃশী শীতলা দেবী তাদৃশো বাহনঃ খরঃ।" গোসাঁইদিগের ধনহরণের জন্য যেমন বিচিত্র লীলা, নারায়ণ স্বামীরও তদ্রূপ। অযোধ্যার সমীপে এক গ্রামোৎপন্ন জনৈক সহজানন্দ নামে লোক ছিলেন। তিনি ব্রহ্মচারী হইয়া গুজরাট, কাঠিয়াবাড় ও কচ্ছভুজ প্রভৃতি দেশে পর্য্যটন করিতেন। তিনি দেখিলেন যে এ দেশের লোক সকল মূর্খ এবং নির্বুদ্ধি। ইহাদিগকে যেরূপে আপনার মতানুসারে চালিত করা যায় উহারা তদ্রূপ চালিত হয়। তত্তৎ

স্থলে তিনি দুই চারি জন শিষ্য করিলেন এবং উহারা পরামর্শ করতঃ এক মত হইয়া প্রচার করিল যে সহজানন্দ অতিশয় সিদ্ধপুরুষ এবং নারায়ণের অবতার ও ভক্তদিগকে চতুর্ভুজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সাক্ষাৎ দর্শন দেন। কাঠিয়াবাড়ে "দাদাখাচর" নামে মেষপালক দিগের কৃষক জাতীয় এক জমীদার ছিল। নারায়ণ স্বামীর শিষ্যেরা তাহাকে বলিল যে যদি তুমি চতুর্ভুজ নারায়ণের দর্শন ইচ্ছা কর তবে, আমরা সহজানন্দকে অনুরোধ করি। সে অতিশয় সরল লোক ছিল এবং বলিল যে উত্তম কথা। পরে একটী গৃহে সহজানন্দ মস্তকোপরি মুকুট ধারণ করতঃ আপনার দুই হস্তে শঙ্খ ও চক্র ধারণ করিল। সেই সময়ে আর একজন লোক তাহার পশ্চাৎ দণ্ডায়মান থাকিয়া, আপনার দুই হস্তে গদা ও পদ্ম ধারণ করতঃ সহজানন্দের বগলের ভিতর দিয়া হস্তদ্বয় নির্গত করিল এবং এইরূপে সহজানন্দ চতুর্ভুজের তুল্য হইয়া দৃষ্ট হইতে লাগিল। তাহার শিষ্যগণ দাদাখাচরকে বলিল যে একবার চক্ষু খুলিয়া দেখিয়া পুনরায় মুদ্রিত করিয়া শীঘ্র অন্য দিকে চলিয়া আসিবে, অধিক দর্শন করিলে নারায়ণ ক্রুদ্ধ হইবেন। অর্থাৎ শিষ্যদিগের মনে এরূপ হইল যে যেন সে উহাদিগের কপটতার পরীক্ষা না করে। উহাকে লইয়া গেল। সহজানন্দ রেশমের এবং জরির কাজ করা দীপ্তিবিশিষ্ট বস্ত্র পরিধান করিয়া অন্ধকারাবৃত গৃহে দণ্ডায়মান ছিল! উহার শিষ্যগণ গৃহের অভিমুখে লণ্ঠনের উজ্জ্বল আলোক প্রক্ষিপ্ত করিল এবং দাদাখাচর তৎক্ষণাৎ চতুর্ভুজমূর্ত্তি দর্শন করিল। পরে দীপ নির্ব্বাপিত করিয়া দিল। তখন সকলে অবনত হইয়া নমস্কার করতঃ অন্যদিকে চলিয়া গেল। সেই সময়ের মধ্যে শিষ্যেরা বলিতে লাগিল যে "দাদাখাচর, ধন্য তোমার ভাগ্য! এক্ষণে তুমি স্বামীর শিষ্য হইয়া পড়"। সে বলিল "অতি উত্তম কথা"। পরে উহারা সকলে অন্যস্থানে গমন করিল। সেই সময়ের মধ্যে সহজানন্দ অন্য বস্ত্র পরিধান করতঃ, গদীর (বেদীর) উপর বসিল। উহারা সকলে তাহা দেখিল এবং শিষ্যগণ বলিল যে দেখ, "এক্ষণে অন্য স্বরূপ ধারণ করতঃ এই স্থানে বিরাজমান রহিয়াছেন"। দাদাখাচর ইহাদিগের জালে পতিত হইল এবং তাহা হইতেই উহাদিগের মত বদ্ধমূল হইল। কারণ সে একজন বর্দ্ধিষ্ণু জমিদার ছিল এবং উহারা সেই স্থানেই মূল স্থাপন করিল। পরে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া সকলকে উপদেশ দিতে লাগিল, অনেককে সাধুও করিতে লাগিল এবং কখন কখন কোন কোন সাধুর কণ্ঠনালী মর্দ্দন করতঃ তাহাকে মূর্চ্ছিতও করিয়া দিত ও সকলকে বলিত যে আমরা ইহার সমাধি উৎপাদন করিয়া দিলাম। এইরূপ ধূর্ত্ততা দ্বারা কাঠিয়াবাড়ের সরল লোক সকল উহাদিগের জালে পতিত হইল। যখন সহজানন্দ মরিয়া গেল তখন তাহার শিষ্যগণ বহুবিধ ইন্দ্রজাল বিস্তার করিল। এবিষয়ে নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত উপযুক্ত হইতে পারে। একজন চৌর্য্য

করাতে ধৃত হয়। ন্যায়াধীশ তাহার নাসিকাচ্ছেদনের দণ্ড দিয়াছিলেন। নাসিকা-চ্ছেদন হইলে উক্ত ধূর্ত্ত নাচিতে, গাইতে এবং হাসিতে লাগিল। লোকে জিজ্ঞাসা করিল যে তুমি কেন হাসিতেছে? সে বলিল যে ইহা কিছু বলিবার যোগ্য নহে। লোকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল এমন কি কথা যাহা বলিলার যোগ্য নহে? সে বলিল যে ইহা অতি আশ্চর্য্য এবং আমি এরূপ কখন দেখি নাই। লোকেরা বলিল কি কথা? সে বলিল যে আমার সমক্ষে সাক্ষাৎ চতুর্ভুজ নারায়ণ দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। ইহা দেখিয়া অতিশয় প্রসন্ন হইয়া আমি নৃত্য ও গান করিতেছি এবং আপনার ভাগ্যকে ধন্যবাদ করিতেছি। আমি সাক্ষাৎ নারায়ণের দর্শন পাইতেছি। লোকেরা বলিল যে আমাদিগের কেন দর্শন হইতেছে না? সে বলিল "নাসিকা ব্যবধান রহিয়াছে। যদি নাসিকা চ্ছেদন কর তবেই, নারায়ণ দেখিতে পাইবে নচেৎ নহে। উহাদিগের মধ্যে কোন মূর্খ ইচ্ছা করিল যে নাসিকা যায় যাউক পরন্তু, নারায়ণের দর্শন অবশ্য করিতে হইবে। সে বলিল যে আমার নাসিকাচ্ছেদন করিয়া নারায়ণ দেখাও। সে উহার নাক কাটিয়া উহার কর্ণে বলিয়া দিল যে তুমিও এইরূপ কর, নচেৎ তোমার এবং আমার উভয়েরই উপহাস ও অপমান হইবে। সেও বুঝিল যে নাসিকা তো আর আসিবে না, সুতরাং এইরূপ কহাই উত্তম। এইরূপে সেও সেইস্থানে উহার সমক্ষে নৃত্য করিতে, লাফাইতে, গাইতে, বাজাইতে ও হাসিতে লাগিল এবং বলিল যে আমিও নারায়ণ দেখিতেছি। এইরূপে ক্রমে ক্রমে এক সহস্র মনুষ্য বোঁচা হইল এবং মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। উহারা আপনাদিগেব সম্প্রদায়ের নাম নারায়ণদর্শী রাখিল। কোন মূর্খ রাজা উহা শুনিয়া উহাদিগকে আহ্বান করিলেন। তাহাদিগের সমক্ষে রাজা উপস্থিত হইলে উহারা অতিশয় নৃত্য করিতে লাফাইতে এবং হাসিতে লাগিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন যে ব্যাপার কি? উহারা বলিল যে আমরা সাক্ষাৎ নারায়ণ দেখিতেছি। (রাজা) আমি কেন দেখিতে পাইতেছিনা? (নারায়ণদর্শী) যতক্ষণ নাসিকা আছে ততক্ষণ দেখিতে পাইবেন না। যদি নাসিকা কাটিয়া ফেলেন তবেই, প্রত্যক্ষ নারায়ণ দর্শন হইবে রাজা বিচার করিলেন যে, একথা সত্য। তখন তিনি জ্যোতিষীকে বলিলেন যে মুহূর্ত্ত স্থির কর। জ্যোতিষী উত্তর দিল যে যেআজ্ঞা অন্নদাতা! দশমীর দিন প্রাতঃকালে বেলা ৮টার সময় নাসিকাচ্ছেদন করিবেন এবং ঐ মুহূর্ত্ত নারায়ণ দর্শনের পক্ষে উত্তম। বাহবা! পোপ! তুমি আপনার পুথিতে নাসিকা কাটিবার এবং কাটাইবারও মুহূর্ত্ত লিখিয়া রাখিয়াছ!!! যখন রাজার ইচ্ছা হইল এবং উক্ত সহস্র "বোঁচা" দিগের তণ্ডুলাদির "সীধা" বাঁধিয়া দেওয়া হইল, তখন তাহারা অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া নৃত্য, উল্লম্ফন ও গান করিতে লাগিল। রাজার অপেক্ষা বুদ্ধিমান দেওয়ানদিগের, একথা ভাল লাগিল না। একজন ৯০ বৎসর বয়স্ক চারি পুরুষ

হইতে দেওয়ান ছিল এবং উহার প্রপৌত্র সেই সময়ে দেওয়ান পদে প্রতিষ্ঠিত ছিল। সে বৃদ্ধকে এই কথা শুনাইল। বৃদ্ধ বলিল উহারা ধূর্ত্ত, তুমি আমাকে রাজার নিকট লইয়া চল। সে লইয়া গেল। উহার উপবেশনের সময় রাজা অতিশয় হর্ষিত হইয়া উহাকে নাসিকাচ্ছেদনের কথা শুনাইলেন। বৃদ্ধ দেওয়ান কহিল মহারাজ! এত শীঘ্রতার প্রয়োজন নাই। পরীক্ষা ব্যতিরেকে কার্য্য করিলে পশ্চাত্তাপ হইয়া থাকে। (রাজা) এই সহস্র পুরুষ কি মিথ্যা বলিতেছে? (দেওয়ান) সত্যই বলুক বা মিথ্যাই বলুক, পরীক্ষা ব্যতিরেকে কিরূপে সত্য বা মিথ্যা বলিতে পারা যায়? (রাজা) কিরূপে পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য? (দেওয়ান) বিদ্যা, :সৃষ্টিক্রম এবং প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা। (রাজা) যে বিদ্যা শিক্ষা করে নাই সে কিরূপে পরীক্ষা করিবে? (দেওয়ান) বিদ্বান্‌দিগের সঙ্গ দ্বারা জ্ঞানের বৃদ্ধিকরতঃ পরীক্ষা করিবে। (রাজা) যদি বিদ্বান্ পাওয়া না যায়? (দেওয়ান) পুরুষার্থের পক্ষে কোন বিষয়ই দুর্লভ নহে। (রাজা) তবে আপনিই বলুন কিরূপ করা যায়? :(দেওয়ান) আমি বৃদ্ধ হইয়া গৃহে বসিয়া আছি এবং আর অল্পদিন মাত্র জীবিত থাকিব। এই জন্য আমি প্রথমতঃ এই পরীক্ষা করিয়া লই। তৎপশ্চাৎ যেরূপ উচিত বুঝিবেন তদ্রূপ করিবেন। (রাজা) অতি উত্তম কথা। জ্যোতিষী মহাশয়! দেওয়ান মহাশয়ের জন্য মুহূর্ত্ত দেখুন। (জ্যোতিষী) মহারাজের যেরূপ আজ্ঞা, এই শুক্ল পঞ্চমীতে বেলা ১০টার সময় অতি সুন্দর মুহূর্ত্ত। যখন পঞ্চমী উপস্থিত হইল তখন, বৃদ্ধ দেওয়ান বেলা ৮টার সময় রাজার নিকট আসিয়া রাজাকে কহিল যে সহস্র অথবা দুই সহস্র সৈন্য লইয়া যাইতে হইবে। (রাজা) সে স্থানের সৈন্যের কি প্রয়োজন? (দেওয়ান) আপনি রাজব্যবস্থা বিষয় অবগত নহেন, এজন্য আমি যাহা বলিতেছি তদ্রূপ করুন। (রাজা) আচ্ছা মহাশয়, সেনা প্রস্তুত করুন। ৯॥ টার সময় গাড়ী করিয়া রাজা সকলকে লইয়া গেলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলে নাচিতে এবং গাইতে লাগিল। তিনি গিয়া বসিলেন এবং উহাদিগের সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক ও যাহার প্রথম নাসিকা চ্ছেদন হইয়াছিল সেই মোহান্তকে আহ্বান করিয়া কহিলেন যে আজ আমার দেওয়ান মহাশয়কে নারায়ণ দর্শন করাও। সে বলিল আচ্ছা। বেলা ১০ টার সময় উপস্থিত হইলে নাসিকার নীচে একজন থালা ধরিল এবং সে শাণিত ছুরিকা লইয়া নাসিকাচ্ছেদন করতঃ থালাতে প্রক্ষেপ করিল। দেওয়ান মহাশয়ের নাসিকা হইতে রক্তধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং তাহার মুখ মলিন হইয়া গেল। পরে উক্ত ধূর্ত্ত দেয়য়ানের কর্ণে মন্ত্রোপদেশ দিয়া কহিল যে "আপনিও হাস্য করিয়া সকলকে বলুন যে আপনিও নারায়ণ দেখিতেছেন, এক্ষণে কর্ত্তিত নাসিকা আর পাইবেন না। সুতরাং এরূপ না কহিলে আপনার উপহাস হইবে এবং সকলে হাস্য করিবে"। স এইরূপ কহিয়া পৃথক হইল এবং দেয়ান মহাশয় হস্তে "গামছা" লইয়া নাসিকায়

আচ্ছাদন করিলেন। রাজা দেওয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে নারায়ণ দেখিতেছেন কি না? দেওয়ান রাজার কর্ণে কর্ণে বলিল যে কিছুই দেখিতেছি না, এই ধূর্ত্তসকল সহস্র সহস্র মনুষ্যকে ভ্রষ্ট করিয়া দিয়াছে। রাজা দেওয়ানকে কহিলেন যে এক্ষণে কর্ত্তব্য কি? দেওয়ান বলিলেন যে ইহাদিগকে ধৃত করিয়া কঠিন দণ্ড প্রদান করতঃ যাবজ্জীবন কারাগারে বদ্ধ রাখা কর্ত্তব্য। অধিকন্তু যে দুষ্ট ইহাদিগের সকলকে বিকৃত করিয়াছে তাহাকে গর্দ্দভের উপর আরোহণ করাইয়া অতিশয় দুর্দ্দশা করিয়া বিনাশ করা কর্ত্তব্য। যখন রাজা এবং দেওয়ান কর্ণে কর্ণে কথা কহিতে ছিলেন তখন হারা ভীত হইয়া পলায়ন করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। পরন্তু চারিদিকে সৈন্য বেষ্টন করিয়াছিল বলিয়া পলায়ন করিতে পারিল না। রাজা আজ্ঞা দিলেন যে সকলকে ধরিয়া "বেড়ী" দিয়া রাখ, এবং এই দুষ্টের মুখে কাল রঙ্গ দাও, উহাকে গর্দ্দভের উপর আরোহণ করাও, গলদেশে ছিন্ন জুতার মালা পরাইয়া দাও, সর্ব্বস্থানে ঘুরাইয়া আন, বালকদিগের দ্বারা উহার উপর ধূলি ও ভস্ম নিক্ষিপ্ত করাও, বাজারে বাজারে জুতা প্রহার করিবে, কুক্কুর দ্বারা দংশন করাইবে এবং অবশেষে বিনাশ করিবে। এরূপ না হইলে অন্যে এইরূপ কার্য্য করিতে ভীত হইবে না। এইরূপ হওয়ার পর নাসিকা-চ্ছেদকের সম্প্রদায় বিলুপ্ত হইল। এইরূপে সকল বেদবিরোধী লোক অপরের ধন হরণ বিষয়ে অতিশয় চক্সুর হইয়া থাকে। সম্প্রদায়ীদিগের লীলা এইরূপ। স্বামিনারায়ণের মতাবলম্বিগণও ধন হরণ করে এবং ছল ও কপটতাপূর্ণ কার্য্য করে। কত শত মূর্খ-দিগকে প্রলোভন দেখাইবার জন্য মরিবার সময় বলে যে, সহজানন্দ শ্বেতবর্ণ অশ্বের উপর আরোহণ করিয়া মুক্তির জন্য লইয়া যাইতে আসিয়াছেন এবং নিত্য এই মন্দিরে একবার আইসেন। যখন মেলা হয় তখন মন্দিরের ভিতর পূজক এবং নীচে দোকান সংলগ্ন থাকে। মন্দির হইতে দোকানের ভিতর পর্য্যন্ত ছিদ্র থাকে। কেহ নারিকেল "ভেট" দিলে উহা দোকানে নিক্ষিপ্ত হয় এবং এইরূপে এক নারিকেল দিনের মধ্যে সহস্রবার বিক্রীত হইয়া থাকে। এইরূপে সকল পদার্থই বিক্রীত হয়। যে জাতীয় সাধু হইবে তাহাকে তদ্রূপ কার্য্যই করায়। নাপিত হইলে নাপিতের, কুম্ভকার হইলে কুম্ভকারের, শিল্পী হইলে শিল্পীর, বণিক্ হইলে বণিকের, এবং শূদ্র হইলে শূদ্রের কার্য্য করাইয়া লয়। আপনার শিষ্যদিগের উপর এক প্রকার কর (ট্যাক্স্) ধার্য্য করিয়া রাখিয়াছে এবং প্রবঞ্চনা করতঃ লক্ষ লক্ষ এবং কোটি কোটি টাকা উপার্জ্জন করিয়াছে এবং করিতেছে। যে গদীর (শ্রেষ্ঠাসনের) উপর বসে সে গৃহস্থ, বিবাহ করে ও অলঙ্কারাদি পরিধান করে। যে কোন স্থলে পধরাবনী (প্রবেশোৎসব) হয় তথায় গোকুলিয়াদিগের ন্যায় গোসাইজিউ এবং বধূজিউর নামে "ভেট" গ্রহণ করে। আপনা-দিগকে "সৎসঙ্গী" এবং ভিন্নমতাবলম্বীদিগকে "কুসঙ্গী" বলে। আপনারা ভিন্ন অন্যকে

উত্তম ধার্ম্মিক এবং বিদ্বান্ পুরুষ হইলেও তাহার মান্য অথবা সেবা করে না। অন্য-মতাবলম্বীদিগের সেবা করাতে পাপ মনে করে। প্রসিদ্ধি আছে যে উহাদিগের সাধু স্ত্রীলোকের মুখ দর্শন করে না পরন্তু, গুপ্তভাবে কিরূপ লীলা হয় তাহা জানা যায় না। এইরূপ প্রসিদ্ধি সর্ব্বত্র এক্ষণে কম হইয়া আসিয়াছে কারণ কোন কোন স্থলের সাধু-দিগের পরস্ত্রীগমনাদি লীলা প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। উহাদিগের মধ্যে যাহারা অধিক প্রসিদ্ধ হয় তাহাদিগের মৃত্যু হইলে মৃতদেহ কূপে নিক্ষিপ্ত করিয়া রটাইয়া দেয় যে "অমুখ সাধু সদেহে বৈকুণ্ঠে গিয়াছেন এবং সহজানন্দ আসিয়া লইয়া গিয়াছেন। আমরা অনেক প্রার্থনা করিলাম যে ভগবন্ ইহাকে লইয়া যাইবেন না, কারণ মহাত্মার এই স্থানে থাকিলেই ভাল হয়। ভগবান্ সহজানন্দ বলিলেন যে তাহা হইবে না, এক্ষণে বৈকুণ্ঠে ইহার অত্যন্ত আবশ্যকতা হইয়াছে এবং সেই জন্যই লইয়া যাইতেছি। আমরা স্বচক্ষে ভগবান্ সহজানন্দকে এবং তাঁহার বিমান দেখিয়াছি। মৃত ব্যক্তিকে বিমানে বসাইয়া উপরে লইয়া গিয়াছেন। তৎকালে পুষ্পবর্ষণ হইয়াছিল। যখন কোন সাধু পীড়িত হয় এবং তাহার আর জীবনের কোন আসা থাকে না তখন, সে বলে যে "আমি কাল রাত্রিযোগে বৈকুণ্ঠে যাইব"। শুনা গিয়াছে যে উক্ত রাত্রিতে যদি উহার প্রাণত্যাগ না হয় এবং মূর্চ্ছিত হইয়া থাকে, তাহা হইলেও তাহাকে কূপে নিক্ষেপ করে। কারণ উক্ত রাত্রিতে নিক্ষেপ না করিলে সে মিথ্যাবাদী হইয়া পড়ে, এই জন্য এইরূপ কার্য্য করিয়া থাকে। এইরূপ যখন গোকুলিয়া গোসাই প্রাণ ত্যাগ করে, তখন তাহার শিষ্যগণ কহে যে গোসাই মহাত্মা লীলা বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। স্বামিনারায়ণ মতাবলম্বীদিগের গোসাঁইদিগের উপদেশ দিবার জন্য "শ্রীকৃষ্ণঃ শরণং শরণং মম" এই একই মন্ত্র আছে। ইহার অর্থ এইরূপ করে :— "শ্রীকৃষ্ণ আমার শরণ হয়েন অর্থাৎ আমি শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হই।" পরন্তু "শ্রীকৃষ্ণ আমার শরণ প্রাপ্ত অর্থাৎ আমার শরণাগত হয়েন" এইরূপ অর্থও হইতে পারে। এই সকল মতাবলম্বিগণ অদৃষ্টচর ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ বাক্য রচনা করে। কারণ উহারা বিদ্যাহীন বলিয়া উহাদিগের বিদ্যা সম্পর্কীয় নিয়মসমূহের অভিজ্ঞতা নাই।

(প্রশ্ন) মাধ্বমত তো উত্তম? (উত্তর) অন্যমতাবলম্বী যেরূপ মাধ্বমতও তদ্রূপ; কারণ উহারাও চক্রাঙ্কিত হইয়া থাকে। উহাদিগের এবং চক্রাঙ্কিতদিগের মধ্যে বিশেষ এই যে, রামানুজীয়গণ একবার এবং মাধ্বগণ প্রতিবর্ষে বারংবার চক্রাঙ্কিত হইয়া থাকে। চক্রাঙ্কিতগণ ললাটে পীতরেখা এবং মাধ্বগণ কৃষ্ণবর্ণ রেখা অঙ্কিত করে। কোন এক মহাত্মার এক মাধ্ব পণ্ডিতের সহিত শাস্ত্রালাপ হইয়াছিল। (মহাত্মা) তোমরা এই কৃষ্ণবর্ণ রেখা এবং (চান্দলা) তিলক কেন অঙ্কিত করিয়াছ? (শাস্ত্রী) ইহা অঙ্কিত করাতে আমি বৈকুণ্ঠে যাইব এবং শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ কৃষ্ণ ছিল বলিয়া আমরা

তিলক কৃষ্ণবর্ণ করিয়া থাকি। (মহাত্মা) যদি কৃষ্ণবর্ণ রেখা এবং তিলক অঙ্কিত করাতে তুমি বৈকুণ্ঠে যাও, তাহা হইলে সমস্ত মুখ কৃষ্ণবর্ণে অঙ্কিত করিলে কোথায় যাইবে? বৈকুণ্ঠকেও কি পার হইয়া যাইবে? শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত দেহ কৃষ্ণ ছিল সুতরাং, তোমারও সমস্ত শরীর কৃষ্ণবর্ণ কর তবে, শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাদৃশ্য হইতে পারে। এই সকল কারণ বশতঃ ইহা পুর্ব্ব মত সকলের সদৃশ।

(প্রশ্ন) লিঙ্গাঙ্কিতের মত কিরূপ? (উত্তর) চক্রাঙ্কিতের যেরূপ। চক্রাঙ্কিত যেরূপ চক্রের দ্বারা অঙ্কিত হয় এবং নারায়ণ ব্যতীত অন্য কাহাকেও মানে না তদ্রূপ, লিঙ্গাঙ্কিতগণ লিঙ্গাকৃতি দ্বারা অঙ্কিত হয় এবং মহাদেব ভিন্ন অন্য কাহাকেও মানে না। ইহার মধ্যে বিশেষ এই যে লিঙ্গাঙ্কিতগণ পাষাণের এক লিঙ্গকে সুবর্ণে অথবা রৌপ্যে জড়িত করিয়া গলদেশে রাখে। যখন জল পান করে তখন উহাকে প্রদর্শন করিয়া পান করে। উহাদিগের মন্ত্রও শৈবদিগের তুল্য।

## ব্রাহ্মসমাজ এবং প্রার্থনাসমাজ ॥

(প্রশ্ন) ব্রাহ্মসমাজ এবং প্রার্থনাসমাজ উত্তম কি না? (উত্তর) কোন কোন বিষয়ে উত্তম এবং অধিকাংশে অনুত্তম। (প্রশ্ন) ব্রাহ্মসমাজ এবং প্রার্থনাসমাজের নিয়ম সকল অতি উত্তম বলিয়া উহা সর্ব্বোত্তম বলিতে হইবে। (উত্তর) সর্ব্বাংশে নিয়ম উত্তম নহে। কারণ বেদবিদ্যাহীন লোকেরা সত্য কল্পনা করিতে কিরূপে সমর্থ হইতে পারে? ব্রাহ্মসমাজ এবং প্রার্থনাসমাজ সম্বন্ধীয় লোকেরা খৃষ্টিয়ান মতাবলম্বী হইতে অল্প সংখ্যক লোককে রক্ষা করিয়াছেন, পাষাণাদি মূর্ত্তিপূজাও কতক পরিমাণে নিরস্ত করিয়াছেন এবং অন্য অলীক গ্রন্থের ভ্রমজাল হইতেও কতক পরিমাণে রক্ষা করিয়াছেন। এই সকল উত্তম বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়। পরন্তু (১) ইহাঁদিগের স্বদেশভক্তি অতিশয় শিথিল, খৃষ্টিয়ানদিগের আচরণ অনেক অনুকরণ করেন এবং বিবাহাদির নিয়মও পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। (২) স্বদেশের প্রশংসা এবং পূর্ব্বকালীন লোকদিগের গৌরব করা দূরে থাকুক, বরং তৎপরিবর্ত্তে উদরপূর্ণ নিন্দা করিয়া থাকেন এবং দৃষ্টান্ত স্থলে খৃষ্টিয়ান ইংরাজদিগের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন। ব্রহ্মাদি মহর্ষিদিগের নামও গ্রহণ করে না। প্রত্যুত এইরূপ বলেন যে সৃষ্টি হইতে আজ পর্য্যন্ত ইংরাজ ব্যতিরেকে কেহই বিদ্বান্ হয়েন নাই। আর্য্যাবর্ত্তীয় লোক চিরকাল হইতে মূর্খ রহিয়া চলিয়া আসিতেছে এবং কখন ইহাদিগের উন্নতি হয় নাই। (৩) বেদাদির প্রতিষ্ঠা দূরে থাকুক পরন্তু, নিন্দা করিতেও ইহারা পরাঙ্মুখ হয়েন না। ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধীয় পুস্তকে সাধুদিগের সংখ্যায় "ঈসা" "মুসা" "মহম্মদ", "নানক" এবং "চৈতন্য" লিখিত আছে। ইহা হইতে জানা যায় যে ইহাঁরা যাঁহাদিগের নাম লিখিয়াছেন

তাঁহাদিগেরই মতানুযায়ি মতাবলম্বী। আচ্ছা, যখন আর্য্যাবর্ত্তে উৎপন্ন হইয়াছ, এই দেশের অন্ন ও জল ভোজন এবং পান করিয়াছ এবং এক্ষণেও করিতেছ তখন আপনার মাতা, পিতা এবং পিতামহের অবলম্বিত ধর্ম্মমার্গ ত্যাগ করিয়া অন্য বিদেশীয়দিগের মতের উপর অধিক আসক্ত হওয়া, এবং ব্রাহ্মসমাজীয় ও প্রার্থনাসমাজীয় লোকদিগের দেশস্থ সংস্কৃতবিদ্যাবিহীন হইয়াও আপনাদিগকে বিদ্বান্ বলিয়া প্রকাশিত করা ও ইংরাজি ভাষা পাঠমাত্রেই পণ্ডিতাভিমানী হইয়া সহসা মতবিশেষ প্রচার করা কিরূপে লোকদিগের স্থিরতা ও উন্নতিবিধায়ক কার্য্য হইতে পারে? (৪) ইংরাজ, যবন এবং অন্ত্যজাতির সহিতও পান ও ভোজনে প্রভেদ রাখেন নাই। ইহাঁরা বুঝিয়া থাকিবেন যে (সকলের সহিত) পান ভোজন দ্বারা এবং জাতি ভেদ উঠাইয়া দিলেই আমাদিগের এবং আমাদিগের দেশের সংশোধন হইয়া যাইবে! পরন্তু ইহা দ্বারা সংশোধন দূরে থাকুক বরং বিপরীত ভাবে বিকৃতি উপস্থিত হইয়া থাকে। (৫) (প্রশ্ন) জাতিভেদ ঈশ্বরকৃত অথবা মনুষ্যকৃত? (উত্তর) ঈশ্বরকৃতও বটে এবং মনুষ্যকৃতও বটে; (প্রশ্ন) ঈশ্বরকৃত কিরূপ এবং মনুষ্যকৃতই বা কিরূপ? (উত্তর) মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, জলজন্তু আদি জাতি সকল ঈশ্বরকৃত। যেরূপ পশুদিগের মধ্যে গো, অশ্ব এবং হস্তী আদি; বৃক্ষমধ্যে, অশ্বত্থ বট ও আম্রাদি; পক্ষিগণমধ্যে হংস কাক ও বকাদি এবং জলজন্তুদিগের মধ্যে মৎস্য ও কুম্ভীরাদি জাতিভেদ আছে তদ্রূপ মনুষ্যদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং অন্ত্যজাদি জাতিভেদ সকল ঈশ্বরকৃত। পরন্তু মনুষ্যদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণাদি সামান্য জাতি নহে; কিন্তু সামান্য অথচ বিশেষাত্মক জাতিমধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় যেরূপ লিখিত হইয়াছে তদ্রূপ গুণ, কর্ম্ম এবং স্বভাব দ্বারাই বর্ণব্যবস্থা অবশ্য মানিতে হইবে। উহাদিগের গুণ-কর্ম্ম এবং স্বভাব হইতে পূর্ব্বোক্তানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রাদি বর্ণের পরীক্ষাপূর্ব্বক ব্যবস্থা করা রাজা এবং বিদ্বান্দিগের কার্য্য বলিয়া ইহা মনুষ্যকৃতস্থ হইয়াছে। ভোজনভেদও ঈশ্বরকৃত এবং মনুষ্যকৃত। সিংহ মাংসাহারী এবং মৃগ ও মহিষাদি তৃণাদি আহার করে; ইহা ঈশ্বর কৃত। দেশ, কাল এবং বস্তু ভেদে মনুষ্যকৃতও ভোজনভেদ আছে। (প্রশ্ন) দেখুন ইউরোপবাসী লোকেরা মোজা, জুতা কোট ও পেণ্টলান পরিধান করে এবং হোটেলে সকলের হস্তে ভোজন করে বলিয়া উহারা আপনাদিগের উন্নতি করিতে সমর্থ হয়। (উত্তর) তোমার ইহা ভ্রম। কারণ মুসলমান এবং অন্ত্যজগণ সকলের হস্তে ভোজন করে তথাপি উহাদিগের কেন উন্নতি হয় না? ইউরোপবাসিগণ বাল্যাবস্থায় বিবাহ করেন না, বালক ও বালিকাদিগকে সুশিক্ষা দেন ও দেওয়ান, স্বয়ম্বর বিবাহ করেন, অসৎ লোকের উপদেশ গ্রহণ করেন না, বিদ্বান্ হইয়া যে কোন ভ্রমজালে পতিত হয়েন না, যাহা কিছু করেন তাহা পরস্পর বিচার এবং

সভা করিয়া নিশ্চয় করতঃ করেন, আপনার জাতির উন্নতির জন্য দেহ, মন ও ধন ব্যয় করেন এবং আলস্য ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা উদ্যোগী হইয়া থাকেন। দেখ ইঁহারা কার্য্যালয়ে (আফিসে) এবং আদালতে স্বদেশ নির্ম্মিত জুতা লইয়া যাইতে অনুমতি করেন কিন্তু এতদ্দেশীয় জুতা লইয়া যাইতে নিষেধ করেন। ইহা হইতে বুঝিয়া লও যে, ইহারা স্বদেশ নির্ম্মিত জুতার যতদূর সম্মান ও আদর করেন, অন্য দেশস্থ মনুষ্যেরও তদ্রূপ করেন না। দেখ, একশত বৎসরের কিছু অধিক হইল, ইউরোপীয়গণ এই দেশে আসিয়াছেন! তথাপি স্বদেশে যে রূপ ঘন বস্ত্র পরিধান করিতেন এক্ষণেও তদ্রূপ পরিধান করেন এবং স্বদেশের রীতি নীতি উহাঁরা ত্যাগ করেন নাই। কিন্তু তোমরা অনেকেই উহাঁদিগের অনুকরণ করিয়া বসিয়াছ। এই জন্য তোমরা আপনাদিগকে নির্বুদ্ধি এবং উহাঁদিগকে বুদ্ধিমান্ মনে কর। অনুকরণ করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। ইহাঁরা যে যে কর্ম্মে থাকেন তাহা যথোচিত সম্পাদন করেন, সর্ব্বদাই আজ্ঞানুবাদর্ত্তী থাকেন এবং ব্যবসায়াদিতে স্বদেশবাসীদিগের সহায়তা করেন। এই সকল গুণবশতঃ এবং অন্যান্য উৎকৃষ্ট কার্য্যবশতঃ ইহাঁদিগের উন্নতি হইয়া থাকে। আবৃত জুতা, কোট ও পেণ্টুলান পরিধান এবং হোটেলে পান ও ভোজনাদি সাধারণ এবং অসৎ কার্য্য দ্বারা উন্নতি হয় নাই। ইহাঁদিগের মধ্যে জাতিভেদও আছে। দেখ কোন ইউরোপীয় যত বড়ই অধিকার প্রাপ্ত এবং প্রতিষ্ঠীত হউন না কেন তাঁহার যখন অন্য দেশস্থ ও অন্যমতাবলম্বীর কন্যার সহিত অথবা ইউরোপীয়ের কন্যার অন্যদেশবাসীর সহিত বিবাহ হয় তখন, নিমন্ত্রণ স্থলে একত্র বসিয়া ভোজন এবং বিবাহাদির সময় ইহারা অন্য লোকের প্রবেশ নিবারণ করেন। ইহা জাতিভেদ নহে তো কি? তোমরা সরলবুদ্ধি বলিয়া ইহারা তোমাদিগকে প্রতারণা করিয়া বলেন যে, "আমাদিগের মধ্যে জাতিভেদ নাই" এবং তোমরাও আপনার মূর্খতা বশতঃ তাহা বিশ্বাস করিয়া লও। এইজন্য যাহা করিতে হইবে তাহা বিবেচনা পূর্ব্বক করা উচিত তাহা হইলে, আর পশ্চাত্তাপে ক্লেশ পাইতে হয় না। দেখ, রোগীর জন্যই বৈদ্য হয়। ঔষধের প্রয়োজন নীরোগীর জন্য নহে। বিদ্যাবান্ ব্যক্তি নীরোগ, এবং বিদ্যারহিত ব্যক্তি অবিদ্যারোগগ্রস্ত হইয়া থাকে সত্য বিদ্যা এবং সত্যোপদেশই উহার রোগমোচনের জন্য হইয়া থাকে। এইরূপ লোকের অবিদ্যা বশতঃ এই রোগ আছে যে ভোজনে ও পানেই ধর্ম্ম থাকে ও যায় এইরূপ বিশ্বাস করে। যখন কাহাকে ভোজনে ও পানে অনাচার করিতে দেখে তখন বলে এবং বিশ্বাস করে যে এ ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছে। এইরূপ লোকের কথা তোমরা শুন না, উহাদিগের নিকট উপবেশন কর না এবং উহাদিগকে আপনাদিগের নিকট বসিতে দাও না। এক্ষণে বল যে তোমাদিগের বিদ্যা কি স্বার্থের জন্য অথবা পরমার্থের জন্য। যদি তোমাদিগের বিদ্যা হইতে উক্তবিধ অজ্ঞানীদিগের লাভ হইত তাহা হইলেই,

পরমার্থের জন্য হইত। যদি বল যে উহারা গ্রহণ করে না আমরা কি করিব। ইহা তোমাদিগের দোষ উহাদিগের নহে। কারণ যদি তোমরা আপনাদিগের আচরণ উত্তম রাখিতে, তাহা হইলে উহারা তোমাদিগের সহিত প্রীতি করিয়া উপকৃত হইত। অতএব তোমরা সহস্র সহস্র লোকের উপকার নাশ করিয়া আপনাদিগকে সুখী করিয়াছ ইহা তোমাদিগের মহাপরাধ। কারণ পরোপকার করাই ধর্ম্ম এবং পরহানি করাকেই অধর্ম্ম বলা যায়। এই জন্য যথাযোগ্য ব্যবহার করতঃ বিদ্বান্‌দিগের, অজ্ঞানী-দিগকে দুঃখসাগর হইতে উদ্ধার করিবার জন্য নৌকাস্বরূপ হওয়া উচিত। কোনরূপে মূর্খের সদৃশ কার্য্য করা উচিত নহে পরন্তু, যেরূপে উহাদিগের এবং আপনাদিগের প্রতিদিন উন্নতি হয় তদ্রূপ কার্য্য বিধেয়। (প্রশ্ন) আমরা কোন পুস্তক ঈশ্বর প্রণীত অথবা সর্ব্বাংশে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি না। কারণ মনুষ্যের বুদ্ধি অভ্রান্ত নহে বলিয়া তৎপ্রণীত সমস্ত গ্রন্থই ভ্রান্ত। এই জন্য আমরা সকল স্থান হইতে সত্য গ্রহণ করি এবং অসত্য ত্যাগ করি। বেদেই হউক বাইবেলে কোরাণে অথবা অন্য কোন গ্রন্থেই হউক সকল স্থলেই, সত্য আমাদিগের গ্রাহ্য এবং কোন গ্রন্থের অসত্য গ্রাহ্য নহে। (উত্তর) যে যুক্তিবশতঃ তোমরা সত্যগ্রাহী হইতে ইচ্ছা করিতেছ, সেই যুক্তি দ্বারাই তোমরা অসত্যগ্রাহী প্রতিপন্ন হইতেছ। কারণ যখন সকল মনুষ্যই ভ্রান্তিরহিত হইতে পারে না, তখন তোমরাও মনুষ্য বলিয়া ভ্রান্তিরহিত নহ। ভ্রান্তি-যুক্তের বচন সর্ব্বাংশে প্রামাণিক নহে; সুতরাং তোমাদিগের বাক্যও বিশ্বাসযোগ্য নহে এবং তাহাতে সর্ব্বদা শ্রদ্ধা করা উচিত নহে বরং বিষযুক্ত অন্নের ন্যায় পরিহরণীয়। এইরূপে তোমাদিগের রচিত ব্যাখ্যান পুস্তক সকলও কাহারও প্রমাণ স্বরূপ মনে করা উচিত নহে। "চতুর্ব্বেদী মহাশয় ষড়্‌বেদী হইতে গিয়া নিজের দুই বেদ হারাইয়া দ্বিবেদী হইয়া পড়িলেন।" অন্য মনুষ্য যেরূপ সর্ব্বজ্ঞ নহে, তদ্রূপ তোমরাও সর্ব্বজ্ঞ নহ। কখন ভ্রমবশতঃ অসত্যের গ্রহণ ও সত্যের পরিহারও করিতে পার। এইজন্য আমরা অল্পজ্ঞ বলিয়া আমাদিগের পরমাত্মার বচনেরই সহায়তা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। বেদব্যাখ্যান সময়ে যেরূপ লিখিয়া আসিয়াছি, তোমাদিগেরও তদ্রূপ মানা আবশ্যক। অন্যথা "যতো ভ্রষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ" (সর্ব্বপ্রকারেই ভ্রষ্ট) হইতে হইবে। বেদ সকলে যখন সকল সত্য প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং যখন উহাতে অসত্যের লেশমাত্রও নাই তখন, উহা গ্রহণ করা বিষয়ে শঙ্কা করা কেবল আপনার এবং পরের অনিষ্ট করা মাত্র। এই কারণেই আর্য্যাবর্ত্তীয় লোক সকল তোমাদিগকে আপনার বলিয়া মনে করে না এবং এই জন্যই তোমরা আর্য্যাবর্ত্তের উন্নতির কারণ হইতে পার না। কারণ তোমরা মনে করিয়াছ যে স্বদেশ যেন ভিক্ষুক এবং বুঝিয়াছ যে এই রূপে তোমরা আপনাদিগের এবং পরের উপকার করিতে পারিবে। বস্তুতঃ তাহা

পারিবে না। যেরূপ কোন মাতা এবং পিতা দুইজনেই কেবল সমগ্র সংসারের সন্তানদিগের পালন করিতে প্রবৃত্ত হইলে সকলের পালন করা অসম্ভব হেতু আপনাদিগের সন্তানদিগকেও বিনষ্ট করিয়া বসেন তদ্রূপ তোমাদিগেরও গতি হইবে। আচ্ছা বেদাদি সত্যশাস্ত্র বিশ্বাস না করিলে তোমরা কি আপনাদিগের বাক্যের সত্যাসত্যতার পরীক্ষা এবং আর্য্যাবর্ত্তের উন্নতি কখন করিতে পারিবে? দেশের যে রোগ উপস্থিত, তোমাদিগের নিকট তাহার ঔষধ নাই। ইউরোপায়গণ তোমাদিগকে গ্রাহ্য করেন না এবং আর্য্যাবর্ত্তীয়গণ তোমাদিগকে ভিন্নবুদ্ধিযুক্ত বলিয়া মনে করেন। এখনও বুঝিয়া বেদাদির মান্য করতঃ দেশোন্নতি সাধনে যদি প্রবৃত্ত হও তাহা হইলেই তোমাদিগের মঙ্গল হয়। তোমরা বলিয়া থাক যে পরমেশ্বর হইতে সমস্ত সত্য প্রকাশিত হয়। তবে, ঈশ্বরকর্ত্তৃক ঋষিদিগের আত্মায় প্রকাশিত সত্যার্থস্বরূপ বেদ কেন বিশ্বাস কর না? হাঁ এই কারণ হইতে পারে যে বেদ পাঠ কর নাই এবং পড়িবার ইচ্ছাও কর না সুতরাং, তোমাদিগের কিরূপে বেদোক্ত জ্ঞান হইতে পারে? (৮) তদ্ভিন্ন খৃষ্টিয়ান এবং মুসলমানগণ যেরূপ বিশ্বাস করে তদ্রূপ, তোমরাও উপাদান:কারণ ব্যতিরেকেও জগতের উৎপত্তি বিশ্বাস কর এবং জীবকেও উৎপন্ন মনে কর। সৃষ্ট্যুৎপত্তি এবং জীবেশ্বরের ব্যাখ্যা স্থলে ইহার উত্তর দেখিতে হইবে। কারণ ব্যতিরেকে কার্য্য হওয়া সর্ব্বথা অসম্ভব এবং উৎপন্ন বস্তুর নাশ না হওয়াও তদ্রূপ অসম্ভব। ইহাও তোমাদিগের দোষ যে পশ্চাত্তাপ এবং প্রার্থনা হইতে পাপের নিবৃত্তি হয় মনে কর। এই বিশ্বাস হইতেই জগতে অনেক পাপের বৃদ্ধি হইয়াছে। কারণ পৌরাণিকগণ তীর্থাদি যাত্রা হইতে, জৈনগণও নবকার মন্ত্র জপ ও তীর্থাদি হইতে, খৃষ্টিয়ানগণ খৃষ্টে বিশ্বাস হইতে এবং মুসলমানগণ "তোবা তোবা" করাতে ভোগ ব্যতিরেকেও পাপের খণ্ডন হইয়া থাকে এইরূপ বিশ্বাস করে। এইজন্য পাপ হইতে ভয় না করাতে পাপের প্রবৃত্তি অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। এ বিষয়ে ব্রাহ্ম এবং প্রার্থনাসমাজীগণ পৌরাণিকদিগের সহিত তুল্য। বেদ শ্রবণ করিলে বিশ্বাস হইত যে ভোগ ব্যতিরেকে পাপের নিবৃত্তি হয় না এবং তাহা হইলে পাপ হইতে ভয় হইত ও সর্ব্বদা ধর্ম্মপ্রবৃত্তি থাকিত। ভোগ ব্যতিরেকে পাপের নিবৃত্তি স্বীকার করিলে ঈশ্বর অন্যায়কারী হইয়া পড়েন। (৮) তোমরা জীবের যে অসীম উন্নতি বিশ্বাস কর তাহা, কখন হইতে পারে না কারণ; সীমাবিশিষ্ট জীবের গুণ, কর্ম্ম এবং স্বভাবের ফলও অবশ্য সীমাবিশিষ্ট হইবে। (প্রশ্ন) পরমেশ্বর দয়ালু বলিয়া সসীম কর্ম্মের অনন্ত ফল দিবেন। (উত্তর) তদ্রূপ করিলে পরমেশ্বরের ন্যায়শীলতা নষ্ট হইয়া যায় এবং কেহই সৎকর্ম্মের উন্নতি সাধন করিবে না। কারণ পরমেশ্বর অল্প সৎকর্ম্মেরও অনন্ত ফল দিবেন এবং পশ্চাত্তাপ ও প্রার্থনা দ্বারা যত অধিকই পাপ হউক না কেন, সমস্ত খণ্ডিত হইয়া যাইবে এইরূপ বিশ্বাস বশতঃই

ধর্ম্মের হানি এবং পাপ কর্ম্মের বৃদ্ধি হইতেছে। (প্রশ্ন) আমরা স্বাভাবিক জ্ঞানকে বেদ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ মনে করি এবং নৈমিত্তিক জ্ঞানকে তদ্রূপ মনে করি না। কারণ পরমেশ্বরের দত্ত স্বাভাবিক জ্ঞান আমাদিগের না থাকিলে বেদেরও অধ্যয়ন ও অধ্যাপন অর্থবোধ এবং অর্থব্যাখ্যা কিরূপে হইতে পারিত ? এই জন্য আমাদিগের মত উৎকৃষ্ট। (উত্তর) তোমাদিগের একথা নিরর্থক। কারণ যে জ্ঞান কাহাকেও দেওয়া হয় উহা স্বাভাবিক হইতে পারে না। সহজ জ্ঞানই স্বাভাবিক হইয়া থাকে এবং উহার হ্রাস ও বৃদ্ধি হইতে পারে না ও কেহই তাহার উন্নতি করিতে পারে না। কারণ বন্য মনুষ্যেও স্বাভাবিক জ্ঞান আছে তথাপি উহারা আপনাদিগের উন্নতি করিতে পারে না। নৈমিত্তিক জ্ঞানই উন্নতির কারণ। দেখ ! তোমরা এবং আমরা বাল্যাবস্থায় কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই যথার্থ বুঝিতাম না পরে, যখন বিদ্বান্‌দিগের নিকট শিক্ষা করিলাম তখনই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ও ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝিতে লাগিলাম। এইজন্য স্বাভাবিক জ্ঞানকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করা ঠিক নহে। (৯) তোমরা যে পূর্ব্ব ও পরজন্ম স্বীকার কর না উহা, খৃষ্টিয়ান এবং মুসলমানদিগের নিকট হইতে লইয়া থাকিবে। পুনর্জন্ম ব্যাখ্যাস্থলে উহার উত্তর দেখিতে পাইবে। পরন্তু এইমাত্র বুঝিয়া লও যে জীব শাশ্বত অর্থাৎ নিত্য এবং উহার কর্ম্মও প্রবাহস্বরূপ নিত্য। কর্ম্ম ও কর্ম্মবাসের সম্বন্ধ নিত্য। জীব কি কোন স্থলে নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকে অথবা থাকিবে ? তোমাদিগের কথানু-সারে পরমেশ্বরও নিষ্কর্ম্ম হইয়া পড়েন। পূর্ব্বাপর জন্ম স্বীকার না করিলে, কৃতহানি, অকৃতাভ্যাগম, নৈর্ঘৃণ্য এবং বৈষম্য দোষও ঈশ্বরে আসিয়া পড়ে। কারণ জন্ম না হইলে পাপপুণ্যের ফলভোগের হানি হইয়া যায়। অপরের যেরূপ সুখ, দুঃখ, লাভ অথবা হানি করা হইয়াছে তাহার তদ্রূপ ফল শরীরধারণ ব্যতিরেকে হইতে পারে না। অপরন্তু পূর্ব্ব জন্মের পাপ ও পুণ্য ব্যতিরেকে ইহজন্মে সুখ ও দুঃখ প্রাপ্তি কিরূপে হইতে পারে ? যদি পূর্ব্বজন্মের পাপপুণ্যানুসারে না হয় তাহা হইতে, পরমেশ্বর অন্যায়-কারী হইয়া যান। তদ্ব্যতীত কর্ম্মের ফল ভোগ ব্যতিরেকে নাশের সমান হইয়া যায়। এই জন্য তোমাদিগের এই সকল কথা ঠিক নহে। (১০) আর ঈশ্বর ব্যতিরেকে অন্য দিব্যগুণবিশিষ্ট পদার্থকে এবং বিদ্বান্‌দিগকে দেব বলিয়া না মানাও উচিত নহে কারণ, পরমেশ্বর মহাদেব সুতরাং, অন্য দেব না থাকিলে তাঁহাকে সকল দেবের স্বামী স্বরূপ মহাদেব কিরূপে বলা যাইতে পারে ? (১১) অগ্নিহোত্রাদি পরোপকারক কার্য্য সকলকে কর্ত্তব্য বলিয়া মনে না করাও উত্তম নহে। (১২) ঋষি ও মহর্ষিদিগের কৃত উপকার গণনা না করিয়া ঈশা আদিতে অনুরক্ত হওয়া উত্তম নহে। (১৩) বিনা কারণে বেদবিদ্যোপদিষ্ট ভিন্ন অন্য কার্য্যবিদ্যা সকলকে প্রবৃত্তিকারণ মনে করা সর্ব্বথা অসম্ভব। (১৪) বিদ্যার চিহ্নস্বরূপ যজ্ঞোপবীত

এবং শিখা ত্যাগ করিয়া মুসলমান ও খৃষ্টিয়ানদিগের মত ব্যবহার করা ( প্রকাশ পাওয়া ) ও ব্যর্থ। যখন পেণ্টুলান আদি বস্ত্র পরিধান করিতেছ এবং "মেডাল" পাইবার ইচ্ছা করিতেছ তখন, কি যজ্ঞোপবীত আদি বড় ভার হইয়া গিয়াছে ? ( ১৫ ) ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া আর্য্যাবর্ত্তে অনেক বিদ্বান্ প্রসিদ্ধ হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রশংসা না করিয়া ইউরোপীয়দিগের স্তুতিকরা পক্ষপাত এবং তোষামোদ ব্যতিরেকে আর কি বলা যাইতে পারে ? ( ১৬ ) বীজাঙ্কুরের তুল্য জড় ও চেতনের যোগবশতঃ জীবোৎপত্তি স্বীকার করা, উৎপত্তির পূর্ব্বে জীবতত্ত্ব স্বীকার না করা, এবং উৎপন্ন নাশ স্বীকার না করা, এই সমস্তগুলি পূর্ব্বাপর বিরুদ্ধ। যদি উৎপত্তির পূর্ব্বে জড় এবং চেতন ছিল না এরূপ হয় তবে, জীব কোথা হইতে আসিল এবং কাহার সংযোগ হইল ? এই উভয়কে যদি সনাতন মানা যায় তবেই ঠিক বটে পরন্তু, সৃষ্টির পূর্ব্বে ঈশ্বর ব্যতিরেকে অন্য কোন তত্ত্বের অস্তিত্ব স্বীকার না করা তোমাদিগের ব্যর্থ হইয়া যাইবে। এই জন্য যদি উন্নতি করিতে ইচ্ছা কর তবে "আর্য্য সমাজের" সহিত যোগ দাও এবং উহার উদ্দেশ্যানুসারে আচরণ করা স্বীকার কর নচেৎ, কোন কার্য্যই সম্পন্ন হইবে না। যে দেশের পদার্থ দ্বারা আপনাদিগের শরীর নির্ম্মিত হইয়াছে, এক্ষণে পালন হইতেছে এবং পরে হইবে ; দেহ, মন ও ধন দ্বারা সকলে মিলিয়া প্রীতিপূর্ব্বক তাহার উন্নতি-সাধন করা তোমাদিগের ও আমাদিগের সকলেরই অতি কর্ত্তব্য। এই জন্য আর্য্য-সমাজ যেরূপ আর্য্যাবর্ত্ত দেশের উন্নতির কারণ তদ্রূপ অন্য কোন সমাজ হইতে পারে না। যদি এই সমাজের যথাবৎ সহায়তা কর তবে, উত্তম হইবে, কারণ সমাজের সৌভাগ্য বৃদ্ধি করা সমূহের কার্য্য, একের নহে। ( প্রশ্ন ) আপনি সকলেরই খণ্ডন করিয়া আসিতেছেন পরন্তু, আপন আপন ধর্ম্মে সকলেই উত্তম। কাহারও খণ্ডন করা উচিত নহে এবং যদি করেন তাহা হইলে আপনি ইহাদিগের অপেক্ষা কি বিশেষ কহিতেছেন ? আপনি যে এত বলিতেছেন তাহাতে বুঝিতে হইবে যে আপনা হইতে কেহ অধিক অথবা তুল্য ছিল না এবং নাই ? আপনার এরূপ অভিমান করা উচিত নহে ; কারণ পরমাত্মার সৃষ্টিতে ব্যক্তি বিশেষ অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ, তুল্য এবং ন্যূন আছেন। অতএব এরূপ দর্প করা উচিত নহে। ( উত্তর ) ধর্ম্ম সকলের পক্ষে এক অথবা অনেক ? যদি বল যে অনেক, তাহা হইলে এক অপরের সহিত বিরুদ্ধ হয় অথবা অবিরুদ্ধ হয় ? যদি বল বিরুদ্ধ হয় তবে এক ব্যতিরেকে অপর ধর্ম্ম হইতে পারে না। যদি বল যে অবিরুদ্ধ হয় তবে, পৃথক্ পৃথক হওয়া ব্যর্থ। এই জন্য ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম এক হইয়া থাকে, অনেক নহে। আমি এইরূপ বিশেষ কহিতেছি যে যদি কোন রাজা সকল সম্প্রদায়ের উপদেশককে একত্র করেন তাহা হইলে, এক সহস্রের ন্যূন হয় না। পরন্তু ইহাদিগের মুখ্য ভাগ দেখিলে পুরাণী (পৌরাণিক), কিরাণী

(খৃষ্টিয়ান) জৈনী এবং কোরাণী (মুসলমান) এই চারই প্রকার হইয়া থাকে। কারণ সকল সম্প্রদায়ই এই চারি মতের মধ্যে আসিয়া পড়ে। যদি কোন রাজা উহাদিগের সভা করিয়া জিজ্ঞাসু হইয়া প্রথম বামমার্গীয়কে জিজ্ঞাসা করেন যে মহাশয়! আজ পর্য্যন্ত আমি কোন গুরু অথবা ধর্ম্মবিশেষ গ্রহণ করি নাই। সকল ধর্ম্ম মধ্যে কোন্ ধর্ম্ম উত্তম আপনি বলিয়া দিউন এবং আমি তাহাই গ্রহণ করিব। (বামমার্গী) আমাদিগেরই উত্তম। (জিজ্ঞাসু) এই নয় শত নব নবতি মত কিরূপ? (বামমার্গী) সকলেই মিথ্যুক এবং নরকগামী। কারণ "কৌলাৎ পরতরন্নাস্তি" এই বচন প্রমাণে আমাদিগের ধর্ম্ম অপেক্ষা উত্তম কোন ধর্ম্ম নাই। (জিজ্ঞাসু) আপনাদিগের ধর্ম্ম কি? (বামমার্গী) ভগবতীকে শ্রদ্ধা করা, মদ্য মাংসাদি পঞ্চ মকারের সেবন এবং রুদ্র যামল প্রভৃতি চতুঃষষ্টী তন্ত্রে বিশ্বাস করা ইত্যাদি। যদি তুমি মুক্তির ইচ্ছা কর তাহা হইলে, আমাদিগের শিষ্য হইয়া পড়। (জিজ্ঞাসু) আচ্ছা, পরন্তু অন্যান্য মহাত্মাদিগকেও দর্শন করতঃ জিজ্ঞাসা করিয়া আসি। পশ্চাৎ আমার যাহার প্রতি শ্রদ্ধা এবং প্রীতি হইবে তাহারই, শিষ্য হইয়া যাইব। (বামমার্গী) অহে কেন ভ্রান্তিতে পতিত হইবে। এই সকল লোকে তোমাকে প্রতারণা করিয়া তাহাদিগের জালে তোমাকে পতিত করিবে। কাহারও নিকটে যাইও না; আমার শরণাগত হও নচেৎ অনুতাপ করিতে হইবে। দেখ! আমাদিগের মতে ভোগ এবং মোক্ষ উভয়ই আছে। (জিজ্ঞাসু) আচ্ছা, দেখিয়া তো আসি। এই বলিয়া চলিয়া গিয়া শৈবের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল এবং সেও তদ্রূপ উত্তর দিল। এই মাত্র বিশেষ কহিল যে শিব, রুদ্রাক্ষ, ভস্ম ধারণ এবং লিঙ্গার্চ্চন ব্যতিরেকে কখন মুক্তি হইতে পারে না। সে উহাকে ত্যাগ করিয়া নবীন বেদান্তীর নিকট উপস্থিত হইল। (জিজ্ঞাসু) বলুন মহাশয়, আপনার ধর্ম্ম কি? (বেদান্তী) আমরা ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই মানি না। আমি সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, আমাতে আবার ধর্ম্মাধর্ম্ম কোথায়? এ সমস্ত জগৎ মিথ্যা। যদি জ্ঞানী শুদ্ধচেতন হইতে চাহ তবে, আপনাকে ব্রহ্ম মনে কর এবং জীবভাব ত্যাগ কর তাহা হইলেই নিত্য মুক্ত হইয়া যাইবে। (জিজ্ঞাসু) যদি তুমি ব্রহ্ম এবং নিত্য মুক্ত হইয়া থাক তবে, ব্রহ্মের গুণ কর্ম্ম এবং স্বভাব তোমাতে কেন নাই? আর শরীরেই বা কেন তুমি বদ্ধ রহিয়াছ? (বেদান্তী) তুমি শরীর দেখিতেছ এইজন্য তুমি ভ্রান্ত, আমি ব্রহ্ম ব্যতিরেকে কিছুই দেখিতেছি না। (জিজ্ঞাসু) দর্শক তুমি কে এবং কাহাকে দর্শন করিতেছ? (বেদান্তী) দর্শন ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মকেই ব্রহ্ম দেখিতেছেন। (জিজ্ঞাসু) তবে কি দুই ব্রহ্ম? (বেদান্তী) না, আপনাকেই আপনি দেখিতেছি। (জিজ্ঞাসু) কেহ কি আপনার স্কন্ধের উপর আপনি উঠিতে পারে? তোমার কথা ঠিক নহে, কেবল ক্ষিপ্ত প্রলাপ মাত্র। তখন সে অগ্রবর্ত্তী হইয়া জৈনদিগের নিকট উপস্থিত

হইল এবং উহাকে জিজ্ঞাসা করিল। সেও এই প্রকার বলিল পরন্তু, এই মাত্র বিশেষ বলিল যে, "জিন ধর্ম্ম" ব্যতিরেকে অন্য ধর্ম্ম ভ্রান্ত। জগতের কর্ত্তা অনাদি ঈশ্বর কেহ নাই, জগৎ অনাদি কাল হইতে এরূপই রচিত আছে এবং থাকিবে। তুমি আমার শিষ্য হইয়া যাও কারণ আমি সম্যক্ত্বী অর্থাৎ সকল প্রকারে উত্তম। উত্তম বিষয় সকল মানিয়া থাকি। জৈন মার্গ ভিন্ন সমস্তই মিথ্যাত্বী (মিথ্যা)। পরে সে অগ্রবর্ত্তী হইয়া খৃষ্টিয়ানের নিকট জিজ্ঞাসা করিল। সেও বামমার্গীর তুল্য সমস্ত প্রশ্নোত্তর করিল। পরন্তু এইমাত্র বিশেষ বলিল যে "সকল মনুষ্যই পাপী, আপনার সামর্থ্য হইতে পাপ খণ্ডন হয় না, ঈশায় বিশ্বাস ব্যতিরেকে কেহ পবিত্র হইয়া মুক্তি লাভ হইতে পারে না। ঈশা সকলের প্রায়শ্চিত্তের জন্য নিজের প্রাণ দিয়া দয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তুমি আমার শিষ্য হইয়া যাও"। জিজ্ঞাসু একথা শুনিয়া মৌলবী সাহেবের নিকট যাইল। তাহার সহিত উক্তরূপ প্রশ্নোত্তর হইল। সে এইমাত্র বিশেষ কহিল যে "পরমেশ্বরের দ্বিতীয় নাই। তাঁহার ভবিষ্যদ্বক্তা মহম্মদ এবং পবিত্র কোরাণে বিশ্বাস ব্যতিরেকে কেহ মুক্তি পাইতে পারে না। যে এই ধর্ম্ম বিশ্বাস করে না সে নারকী এবং নাস্তিক ও বধযোগ্য হইয়া থাকে। জিজ্ঞাসু উহা শুনিয়া, বৈষ্ণবের নিকট গমন করিল এবং তদ্রূপই কথোপকথন হইল। সে এই মাত্র বিশেষ বলিল যে "আমার তিলক ও ছাপ দেখিয়া যমরাজ ভীত হয়।" জিজ্ঞাসু মনে মনে বুঝিল যে যখন মশক, মক্ষিকা, পুলিষের সিপাহী, চোর, দস্যু এবং শত্রুও ভীত হয় না, তখন যমরাজের গণ কিজন্য ভীত হইবে? পুনরায় অগ্রে চলিল। এই সকল মতাবলম্বিগণ আপনার আপনার মত সত্য বলিল। কেহ বলিল আমাদিগের কবীর, কেহ নানক, কেহ দাদু, কেহ বল্লভ, কেহ সহজানন্দ এবং কেহ বা মাধব আদি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সকলেই অবতার। এই রূপে সহস্র লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া উহাদিগের একের সহিত অপরের বিরোধ দেখিয়া বিশেষরূপে নিশ্চয় করিল যে ইহাদিগের মধ্যে কেহও গুরু হইবার যোগ্য নহে। কারণ এক একটি মিথ্যা সম্বন্ধে ৯৯৯ নয় শত নবনবতি জন সাক্ষ্য দিয়াছে। মিথ্যুক দোকানদার, বেশ্যা এবং ভেড়ুয়াগণ যেমন আপনাদিগের বস্তুর গৌরব এবং অপরের নিন্দা করে ইহাদিগকেও তদ্রূপ জানিতে হইবে।

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎ পাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥ ১॥
তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্
প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়।

যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং
প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্॥ ২॥
মুণ্ডক ১। খঃ ২। মঃ ১২।১৩॥

উক্ত সত্য বিজ্ঞানার্থ সমিৎপাণি হইয়া অর্থাৎ কৃতাঞ্জলি হইয়া অরিক্ত হস্তে, বেদবিদ্, ব্রহ্মনিষ্ঠ ও পরমাত্মজ্ঞাতা গুরুর নিকট যাইবে এবং এই সকল ভ্রান্ত ও প্রতারকদিগের জালে পতিত হইবে না। এইরূপ শান্তচিত্ত, জিতেন্দ্রিয় এবং সমীপপ্রাপ্ত জিজ্ঞাসুকে বিদ্বান্ যথার্থ ব্রহ্মবিদ্যা এবং পরমাত্মার গুণ কর্ম্ম এবং স্বভাবের উপদেশ দিবেন; এবং উক্ত শ্রোতা যে যে সাধন দ্বারা ধর্ম্মার্থ কাম ও মোক্ষ এবং পরমাত্মাকে জানিতে পারে তদ্রূপ উহাকে শিক্ষা প্রদান করিবে। তখন সে উক্ত পুরুষের নিকট যাইয়া বলিবে যে মহাশয় এই সকল সম্প্রদায়ীদিগের গোলযোগে আমার চিত্ত ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। কারণ যদি ইহাদিগের মধ্যে কাহারও আমি শিষ্য হই তাহা হইলে অপর ৯৯৯ নয় শত নবনবতি সম্প্রদায় আমার বিরোধী হইবে। যাহার ৯৯৯ শত্রু এবং একজন মাত্র মিত্র তাহার কখন সুখ হইতে পারে না। অতএব আপনি উপদেশ করুন যে কাহার মত আমি গ্রহণ করিব। (আপ্ত বিদ্বান্) এই সকল মত অবিদ্যাজন্য এবং বেদবিরোধী। ইহারা মূর্খ, পামর এবং বন্যমনুষ্যদিগকে প্রলোভন করিয়া আপনাদিগের জালে আবদ্ধ করিয়া স্বপ্রয়োজন সিদ্ধ করে। এই সকল হতভাগ্য লোক মনুষ্যজন্মের ফল রহিত হইয়া আপনাদিগের মনুষ্যজন্মকে ব্যর্থ করে। দেখ, যে সকল বিষয়ে এই সহস্র মতের ঐক্যমত আছে তাহাই বেদগ্রাহ্য এবং যাহাতে উহাদিগের পরস্পর বিরোধ আছে তাহাই কল্পিত, মিথ্যা, অধর্ম্ম এবং অগ্রাহ্য। (জিজ্ঞাসু) কিরূপে ইহার পরীক্ষা হইবে? (আপ্ত) তুমি যাইয়া এই সকল বিষয় জিজ্ঞাসা কর এবং উহাতে উহাদিগের একমত হইয়া যাইবে। তখন সে যাইয়া উক্ত সহস্র মতাবলম্বীদিগের সভা মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া বলিল "মহাশয়গণ শ্রবণ করুন, সত্যভাষণে ধর্ম্ম হয় অথবা মিথ্যা ভাষণে?" সকলে একস্বর হইয়া বলিল যে সত্য-ভাষণে ধর্ম্ম এবং অসত্য ভাষণে অধর্ম্ম হয়। এইরূপে বিদ্যাপাঠে, ব্রহ্মচর্য্যসেবনে, পূর্ণযুবাবস্থায় বিবাহ করণে, সৎসঙ্গে, পুরুষার্থে এবং সত্যব্যবহারাদিকরণে ধর্ম্ম, এবং অবিদ্যা গ্রহণে, ব্রহ্মচর্য্যের অকরণে, ব্যভিচার করণে, কুসঙ্গে, অসত্য ব্যবহারে, ছলে, কপটে, হিংসায় এবং পরের হানি করণাদি কার্য্যে অধর্ম্ম হয় কি না? তখন সকলে একমত হইয়া বলিল যে বিদ্যাদিগ্রহণে ধর্ম্ম এবং অবিদ্যাদিগ্রহণে অধর্ম্ম হয়। তখন জিজ্ঞাসু সকলকে বলিল যে "আপনারা এইরূপে এক মত হইয়া সত্য ধর্ম্মের উন্নতি এবং মিথ্যা ধর্ম্মমার্গের হানি কেন করেন না? "তাহারা সকলে বলিল যে যদি আমরা

এরূপ করি তাহা হইলে আমাদিগকে কে মানিবে? তদ্ব্যতীত আমাদিগের শিষ্য-গণ আমাদিগের আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকে না ও আমাদিগের জীবিকা নষ্ট হইয়া যায়। অতএব আমরা যে আনন্দ ভোগ করিতেছি তাহা হস্তভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। এই জন্য আমরা জানিয়াও আপনার আপনার মতের উপদেশ করি এবং আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকি। কারণ "শর্করা দিয়া রুটি খাও আর কপট জালে সংসার ঠকাও" এই ব্যাপার হইয়াছে। দেখ সংসারে সত্যপরায়ণ ও সরল লোককে কেহ কিছু দেয় না এবং জিজ্ঞাসাও করে না কিন্তু, যে বঞ্চনা ও ধূর্ত্ততা করিয়া বেড়ায় তাহারই পদার্থ লাভ হয়। (জিজ্ঞাসু) যদি তোমরা এইরূপ পাষণ্ড ব্যবহার পূর্ব্বক্ লোকদিগকে প্রতারিত করিতেছ তবে, রাজা তোমাদিগকে দণ্ড দেন না কেন? (মতাবলম্বী) আমরা রাজাকেও শিষ্য করিয়া লইয়াছি। আমাদিগের "পাকা বন্দোবস্ত"; ইহা নষ্ট হইবার নহে। (জিজ্ঞাসু) যখন তোমরা কপটতা করিয়া অন্যমতস্থ মনুষ্যদিগকে প্রতারিত করিয়া উহাদিগের হানি করিতেছ তখন, এ বিষয়ে পরমেশ্বরের সমক্ষে কি উত্তর দিবে? তদ্ব্যতীত ঘোর নরকেও পতিত হইবে। সামান্য জীবিকার জন্য এতদূর গুরুতর অপরাধ করা হইতে কেন নিবৃত্ত হইতেছ না? (মতাবলম্বী) তখন যাহা হয় বুঝা যাইবে। নরক এবং পরমেশ্বরের দণ্ড যখন হইবে তখন হইবে। এক্ষণে তো আমরা আনন্দ ভোগ করিয়া লই। সকলে প্রসন্নতার সহিত আমাদিগকে ধনাদি পদার্থ দিতেছে। আমরা তো কোন রূপ বল প্রয়োগ দ্বারা গ্রহণ করি না তবে, রাজা কেন দণ্ড দিবেন? (জিজ্ঞাসু) যদি কেহ অল্প বয়স্ক বালককে প্রলোভন দিয়া ধনাদি পদার্থ অপহরণ করে তাহা হইলে, যেরূপ তাহার দণ্ড হয় তদ্রূপ, তোমাদিগের কেন হয় না? কারণ:—

অজ্ঞো ভবতি বৈ বালঃ পিতা ভবতি মন্ত্রদঃ॥
মনুঃ অঃ ২। শ্লোঃ ৫৩॥

যে জ্ঞানরহিত সেই বালক এবং জ্ঞানদাতাকেই পিতা ও বৃদ্ধ কহা যায়। যে বুদ্ধিমান্ এবং বিদ্বান্ হয় সে, তোমাদিগের কথায় মুগ্ধ হয় না কিন্তু, বালকের সদৃশ অজ্ঞানী লোকদিগকেই তোমরা প্রতারিত কর। অতএব অবশ্যই তোমাদিগের রাজদণ্ড হওয়া উচিত। (মতাবলম্বী) যখন রাজা এবং প্রজা সকলেই আমাদের মতাবলম্বী তখন, কে দণ্ড দিবে? যখন সেরূপ ব্যবস্থা হইবে তখন, এ সকল ত্যাগ করিয়া অন্য ব্যবস্থা করা যাইবে। (জিজ্ঞাসু) তোমরা বসিয়া বসিয়া যে ধন সংগ্রহ করিতেছ তাহাতে বিদ্যাভ্যাস করিয়া যদি গৃহস্থদিগের বালক ও বালিকাদিগকে বিদ্যা শিক্ষা প্রদান কর তাহা হইলে, তোমাদিগের এবং গৃহস্থদিগেরও কল্যাণ হইতে পারে। (মতাবলম্বী) বাল্যাবস্থা হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সুখ পরম্পরা ত্যাগ করিয়া, বাল্যাবস্থা

হইতে যুবাবস্থা পর্য্যন্ত বিদ্যাপাঠে নিযুক্ত থাকিয়া পশ্চাৎ অধ্যাপন ও উপদেশ দান করিতে চিরজন্ম পরিশ্রম করিবার আমাদিগের প্রয়োজন কি ? বিনা যত্নেই যখন আমাদিগের লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ হয় ও আমরা আনন্দ ভোগ করি তখন ইহা ত্যাগ করিব কেন ? ( জিজ্ঞাসু ) ইহার তো পরিণাম মন্দ। দেখ, তোমরা ভয়ানক রোগগ্রস্ত হও, শীঘ্র মৃত্যু প্রাপ্ত হও এবং বুদ্ধিমান্ লোকদিগের নিকট নিন্দিত হইয়া থাক তথাপি কেন বোঝ না। ( মতাবলম্বী ) অহে ভাই !

টকা ধর্ম্মষ্টকা কর্ম্ম টকাহি পরমং পদম্।
যস্য গৃহে টকা নাস্তি হা টকা টক্টকায়তে ॥১॥
আনা অংশকলাঃ প্রোক্তা রূপ্যোঽসৌ ভগবান্ স্বয়ম্।
অতস্তং সর্ব্ব ইচ্ছন্তি রূপ্যং হি গুণবত্তমম্ ॥ ২ ॥

তুমি বালক, সংসারের বিষয় কিছুই বুঝ না। দেখ টাকা ব্যতিরেকে ধর্ম্ম কর্ম্ম অথবা পরমপদ লাভ হয় না। যাহার গৃহে টাকা থাকেনা সে, হায় টাকা ! হায় টাকা ! করিয়া থাকে এবং উত্তম পদার্থের প্রতি এক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে ও মনে করে যে "যদি আমার নিকট টাকা থাকিত তাহা হইলে, এই উত্তম পদার্থ আমি ভোগ করিতে পাইতাম ॥ ১ ॥ লোকে যে ষোড়শ কলাযুক্ত অদৃশ্য ভগবানের নাম কথন এবং শ্রবণ করিয়া থাকে উহা, দৃষ্টিগোচর হয় না পরন্তু, ষোল আনা, পয়সা এবং কৌড়ীরূপ অংশ ও কলাযুক্ত টাকাই সাক্ষাৎ ভগবান্। এইজন্য সকলেই টাকার অন্বেষণ করিয়া থাকে কারণ, টাকা দ্বারাই সকল কার্য্য সিদ্ধ হয় ॥ ২ ॥ ( জিজ্ঞাসু ) ঠিক বটে। তোমাদিগের আন্তরিক লীলা প্রকাশ হইল। ইহাতে জগতের নাশ হইয়া থাকে। কারণ সত্যোপদেশ দ্বারা জগতের যেমন লাভ হয়, অসত্যোপদেশ দ্বারা তেমনি হানি হইয়া থাকে। তোমাদিগের যখন কেবল ধনেরই প্রয়োজন তখন, "চাকরি" অথবা ব্যবসায়াদি করিয়া কেন ধন সংগ্রহ কর না ? ( মতাবলম্বী ) উহাতে পরিশ্রম অধিক এবং কখন কখন ক্ষতিও হইয়া থাকে। পরন্তু আমার এ লীলায় কখনই হানি হয় না, বরং সর্ব্বদাই লাভ হইয়া থাকে। দেখ, তুলসীপত্রের চরণামৃত দিয়া, ও কণ্ঠী বান্ধিয়া শিষ্য করিয়া লইলে সে চিরজন্ম পশুবৎ হইয়া যায়। পরে যেরূপ তাহাকে চালাইতে ইচ্ছা হয় তদ্রূপ চালাইতে পারা যায়। ( জিজ্ঞাসু ) ইহারা তোমাদিগকে কেন এত অধিক ধন দেয় ? ( মতাবলম্বী ) ধর্ম্ম, স্বর্গ এবং মুক্তির জন্য। ( জিজ্ঞাসু ) যখন তোমরা নিজেই মুক্ত নহ এবং মুক্তির স্বরূপ অথবা সাধন জান না, তখন তোমাদিগের সেবকদিগের কি লাভ হইবে ? ( মতাবলম্বী ) ইহলোকে যে লাভ হয়,

তাহা নহে, মৃত্যুর পর পরলোকে লাভ হয়। ইহারা আমাদিগকে যে পরিমাণে দান করে এবং সেবা করে তৎসমস্তই, ইহাদিগের পরলোকে লাভ হয়। (জিজ্ঞাসু) ইহাদিগের প্রদত্ত বস্তু পুনরায় লাভ হউক আর না হউক, তোমাদিগের অর্থাৎ গ্রাহক দিগের কি লাভ হইবে ? নরক অথবা অন্য কিছু ? (মতাবলম্বী) আমরা ভজন করিয়া থাকি এবং উহার জন্য আমাদিগের সুখ লাভ হইবে! (জিজ্ঞাসু) তোমাদিগের ভজন তো টাকার জন্য ? ঐ সমস্ত টাকা এই স্থানেই পড়িয়া থাকিবে এবং এ স্থানে যে মাংসপিণ্ডের (দেহ) পালন করিতেছ উহাও, ভস্ম হইয়া পড়িয়া থাকিবে। তোমরা যদি পরমেশ্বরের ভজন করিতে তাহা হইলে, তোমাদিগের আত্মাও পবিত্র হইয়া যাইত। (মতাবলম্বী) আমরা কি অপবিত্র ? (জিজ্ঞাসু) তোমাদিগের অন্তর অত্যন্ত অপবিত্র। (মতাবলম্বী) তুমি কিরূপে জানিতে পারিলে ? (জিজ্ঞাসু) তোমাদিগের রীতি নীতি ও ব্যবহার হইতে। (মতাবলম্বী) মহাত্মাদিগের ব্যবহার হস্তীর দন্তের তুল্য হইয়া থাকে ; অর্থাৎ হস্তীর দন্ত যেরূপ ভোজনের জন্য এক প্রকার এবং বাহিরে প্রদর্শনের জন্য অন্য প্রকার হয় তদ্রূপ, আমরা ভিতরে পবিত্র এবং বাহিরে কেবলমাত্র লীলা করিয়া থাকি। (জিজ্ঞাসু) যদি তোমরা ভিতরে শুদ্ধ হইতে তাহা হইলে, তোমাদিগের বাহিরের কার্য্যও শুদ্ধ হইত ! সুতরাং তোমাদিগের অন্তরও অপবিত্র। (মতাবলম্বী) আমরা যেরূপই হই না কেন, আমাদিগের শিষ্যেরা অবশ্য উত্তম। (জিজ্ঞাসু) তোমরা যেরূপ গুরু, তোমাদিগের শিষ্যগণও তদ্রূপ হইবে। (মতাবলম্বী) একমত কখনই হইতে পারে না কারণ, মনুষ্যদিগের গুণ, কর্ম্ম ও স্বভাব সকলেরই ভিন্ন ভিন্ন। (জিজ্ঞাসু) যদি বাল্যাবস্থা হইতে একবিধ শিক্ষা হয়, সত্যভাষণাদি ধর্ম্মের গ্রহণ এবং মিথ্যা ভাষণাদি অধর্ম্মের ত্যাগ করা হয় তাহা হইলেই, একমত অবশ্য হইতে পারে। অপরন্তু দুই মত অর্থাৎ ধর্ম্মাত্মা এবং অধর্ম্মাত্মা সর্ব্বদাই থাকে ! ইহা তো আছেই, কিন্তু ধর্ম্মাত্মা অধিক হইলে, এবং অধর্ম্মাত্মা অল্প হইলে সংসারের সুখ বৃদ্ধি হয়। যখন অধর্ম্ম অধিক হয় তখনই দুঃখ উপস্থিত হয়। যদি সকল বিদ্বান্ই একরূপ উপদেশ প্রদান করে তাহা হইলে, এক মত হইতে কিছুই বিলম্ব থাকে না। (মতাবলম্বী) আজ কাল কলিযুগ। এক্ষণে সত্যযুগের আকাঙ্ক্ষা করিও না। (জিজ্ঞাসু) কলিযুগ কালের নাম। কাল নিষ্ক্রিয় হওয়াতে কোন ধর্ম্মাধর্ম্মানুষ্ঠানের বাধক অথবা সাধক হইতে পারে না। পরন্তু তোমরাই কলিযুগের সাক্ষাৎ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বসিয়া আছ। যদি মনুষ্যেই সত্যযুগ এবং কলিযুগ না হইত তবে সংসারে কেহই ধর্ম্মাত্মা থাকিত না। এ সমস্তই সঙ্গের গুণ ও দোষ মাত্র; স্বাভাবিক নহে। এই কথা বলিয়া জিজ্ঞাসু আপ্তের নিকট যাইল এবং তাঁহাকে বলিল মহাশয় ! আপনি আমার উদ্ধার করিয়াছেন। অন্যথা আমিও কাহারও জালে পতিত হইয়া নষ্ট ও ভ্রষ্ট হইয়া যাইতাম। এক্ষণে

আমিও এই সকল ভ্রান্ত মতের খণ্ডন এবং বেদোক্ত সত্য মতের মণ্ডন করিতে থাকিব। (আপ্ত) ইহাই সকল মনুষ্যের এবং বিশেষতঃ বিদ্বান ও সন্ন্যাসীদিগের কার্য্য যে, মনুষ্য মাত্রেরই নিকট সত্যের মণ্ডন এবং অসত্যের খণ্ডন করিয়া পাঠ ও শ্রবণ করতঃ সত্যোপদেশ দ্বারা উপকার করিতে হইবে।

(প্রশ্ন) লোকে যে ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী হইয়া থাকে উহা তো ঠিক? (উত্তর) এই আশ্রম অবশ্য ঠিক পরন্তু, আজ কাল ইহাতেও অনেক গোলযোগ হইয়া পড়িয়াছে। কত লোকে নামে ব্রহ্মচারী হয় এবং বৃথা জটা বৃদ্ধি করতঃ সিদ্ধ বলিয়া প্রচার করে। ইহারা জপ ও পুরশ্চরণাদিতে আসক্ত থাকে এবং বিদ্যা পাঠের নাম পর্য্যন্ত গ্রহণ করে না, যদিও ইহা দ্বারাই উহারা ব্রহ্মচারী কথিত হইতে পারিত। উক্ত ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ পাঠ বিষয়ে কিছুই পরিশ্রম করে না সুতরাং, ছাগীর গলস্তনবৎ উহাদিগের ব্রহ্মচারী নাম নিরর্থক। এইরূপ অনেক সংন্যাসীও বিদ্যাহীন হইয়া দণ্ড ও কমণ্ডলু গ্রহণ করতঃ, ভিক্ষা মাত্র করিয়া বেড়ায়, বেদমার্গের কিছুই উন্নতি করে না, সামান্য অবস্থা হইতে সংন্যাস গ্রহণ করিয়া পর্য্যটন করে এবং বিদ্যাভ্যাস ছাড়িয়া দেয়। এই সকল ব্রহ্মচারী এবং সংন্যাসী ইতস্ততঃ জল, স্থল ও পাষাণাদির মূর্ত্তির দর্শন ও পূজন করিয়া ভ্রমণ করে, বিদ্যাতত্ত্ব জানিয়াও মৌন থাকে, নির্জ্জন স্থানে যথেষ্ট ভোজন ও পান করিয়া শয়ন করিয়া পড়িয়া থাকে, ঈর্ষ্যা ও দ্বেষের বশীভূত হইয়া নিন্দা এবং কুচেষ্টা দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, কাষায় বস্ত্র এবং দণ্ড গ্রহণ মাত্রেই আপনাদিগকে কৃতকৃত্য মনে করে এবং উহারা আপাদিগকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মনে করিয়া উত্তম কার্য্যের অনুষ্ঠান করে না। এরূপ লোক সংন্যাসী হইয়াও জগতে বৃথা বাস করে। কিন্তু যাঁহারা জগতের হিত সাধন করেন তাঁহারাই, প্রকৃত সংন্যাসী। (প্রশ্ন) গিরী, পুরী, এবং ভারতী প্রভৃতি গোসাঁইগণ অবশ্য উত্তম? কারণ উহারা সম্প্রদায় বা মণ্ডলী করিয়া ইতস্ততঃ পর্য্যটন করে, শত শত সাধুদিগকে আনন্দিত করে, সর্ব্বত্র অদ্বৈত মতের উপদেশ করে এবং কিয়ৎ পরিমাণে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাও করিয়া থাকে। এই জন্য ইহারা উত্তম হইতে পারে। (উত্তর) এই দশনাম পরে কল্পিত হইয়াছে সনাতন নহে। উহাদিগের মণ্ডলী সকল কেবল ভোজনার্থ। অনেক সাধু ভোজনের জন্য মণ্ডলী মধ্যে থাকে এবং দম্ভ প্রকাশও করে। কারণ এক জনকে মোহান্ত করে এবং ঐ ব্যক্তি উহাদিগের মধ্যে প্রধান হয়। সায়ংকালে সেই মোহান্ত বেদীর উপর পবেশন করে এবং সমস্ত ব্রাহ্মণ ও সাধুগণ দণ্ডায়মান হইয়া হস্তে পুষ্প লইয়া—

নারায়ণং পদ্মভবং বসিষ্ঠং শক্তিং চ তৎপুত্রপরাশরং চ।
ব্যাসং শুকং গৌড়পদং মহান্তম্॥

ইত্যাদি শ্লোক পাঠ পূর্ব্বক হর হর শব্দে উহার উপর পুষ্প বর্ষণ করতঃ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে। যদি কেহ সেরূপ না করে তবে, তাহার সে স্থলে থাকা কঠিন হয়। সংসারকে প্রদর্শন করিবার জন্য এইরূপ দম্ভ করিয়া থাকে এবং তাহাতেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া ধনলাভ করে। কত মঠধারী গৃহস্থ হইয়াও সংন্যাসের অভিমান মাত্র করিয়া থাকে এবং কোনরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান করে না। পঞ্চম সমুল্লাসে যেরূপ কথিত হইয়াছে, সংন্যাসের তাহাই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তাহা না করিয়া উহারা বৃথা সময় নষ্ট করে। কেহ সাধূপদেশ করিলে ইহারা তাহারও বিরোধী হয়। ভস্ম ও রুদ্রাক্ষ প্রভৃতি ধারণ করে এবং কেহ কেহ শৈবসম্প্রায়ের অভিমান করিয়া বেড়ায়। যখন কদাচিৎ শাস্ত্রার্থ করিতে প্রবৃত্ত হয় তখন আপনাদিগের মত অর্থাৎ শঙ্করাচার্য্যে কথিত মতের স্থাপন এবং চক্রাঙ্কিত আদির খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হয়। বেদমার্গের উন্নতি, এবং যত ভ্রান্ত মত আছে উহাদিগের খণ্ডনে, ইহারা প্রবৃত্ত হয় না। এই সকল সংন্যাসী এইরূপ বুঝেন যে, "আমাদিগের খণ্ডন ও মণ্ডনের প্রয়োজন কি? আমরা তো মহাত্মা"। এইরূপ লোক সংসারের ভারস্বরূপ। এইরূপ হওয়াতেই বেদমার্গবিরোধী বামমার্গাদি সম্প্রদায়, খৃষ্টিয়ান, মুসলমান এবং জৈনগণ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং এক্ষণেও পাইতেছে। ইহাদিগের নাশ হইতেছে তথাপি ইহাদিগের চক্ষু খুলিতেছে না। খুলিবে কোথা হইতে? উহাঁদিগের মনে পরোপকার বুদ্ধি এবং কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে উৎসাহ যদিও কখন কিয়ৎ পরিমাণে হয় তথাপি, ইহাঁরা আপনাদিগের প্রতিষ্ঠা এবং পান ও ভোজনের অপেক্ষা অন্য কিছুই অধিক মনে করেন না এবং সংসারের নিন্দা হইতে অত্যন্ত ভীত হয়েন। তদ্ব্যতীত (লোকেষণা) লোক মধ্যে প্রতিষ্ঠা, (বিত্তৈষণা) ধন বৃদ্ধির জন্য তৎপর হইয়া বিষয় ভোগ, এবং (পুত্রৈষণা) পুত্রবৎ শিষ্যদিগের উপর মোহিত হওয়া, এই তিন প্রকার এষণা ত্যাগ করা উচিত। যখন এষণাই পরিহৃত হয় না তখন আবার সংন্যাস কিরূপে হইতে পারে? অর্থাৎ পক্ষপাত রহিত হইয়া বেদমার্গের উপদেশ দ্বারা জগতের কল্যানুষ্ঠানে দিবারাত্র প্রবৃত্ত থাকাই সংন্যাসীদিগের মুখ্য কার্য্য যখন আপনার অধিকারোপযুক্ত কর্ম্ম করা হয় না তখন, সংন্যাসী আদি নাম ধারণ করাই ব্যর্থ। এরূপ না হইলে গৃহস্থ যেরূপ ব্যবহারে ও স্বার্থ বিষয়ে পরিশ্রম করে, সংন্যাসীও ততোধিক পরোপকারার্থে অধিক পরিশ্রম করিতে তৎপর হইবে। দেখ, তোমাদিগের সমক্ষে পাষণ্ড মত সকল বৃদ্ধি পাইতেছে; লোকে খৃষ্টিয়ান্ ও মুসলমান্ পর্য্যন্ত হইতেছে, অথচ তোমাদিগের দ্বারা অল্প পরিমাণেও আপনার গৃহ রক্ষা এবং অপরের সহিত ঐক্য হইতেছে না। তোমরা ইচ্ছা করিলেই হইতে পার। যতদিন বর্ত্তমানে এবং ভবিষ্যতে উন্নতিশীল না হয় তত দিন আর্য্যাবর্ত্তীয় এবং অন্যদেশস্থ লোকদিগের উন্নতি হইতে পারে না। বেদাদি সত্য শাস্ত্র সমূহের পঠন ও পাঠন,

ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমের যথাবৎ অনুষ্ঠান এবং সত্যোপদেশ যখন উন্নতির কারণ হয়, তখনই দেশোন্নতি হইয়া থাকে। নিশ্চয় জানিও যে কত কপটতা ও প্রতারণার বিষয় বস্তুতঃ তোমার দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। কোন দোকানদার স্বরূপ সাধু পুত্রাদি প্রদানের সিদ্ধি প্রচার করে এবং অনেক স্ত্রীলোক তাহার নিকট উপস্থিত হয কৃতাঞ্জলিপুটে পুত্র বর প্রার্থনা করে। সাধু সকলকেই পুত্র পাইবার আশীর্ব্বাদ দিয়া থাকেন। উহাদিগের মধ্যে যাহার যাহার পুত্র হয় সেই, মনে করে সাধুর বচনানুসারেই হইয়াছে। যদি উহাদিগকে কেহ জিজ্ঞাসা করে যে শূকরী, কুক্কুরী, গর্দ্দভী এবং কুক্কুটী আদির শাবকাদি কি সাধুর বচনানুসারে হইয়া থাকে? তাহা হইলে কোনই উত্তর দিতে পারিবে না। যদি বলে যে আমি বালকদিগকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারি তাহা হইলেও, উহারা নিজে কেন মরিয়া যায়? কত ধূর্ত্ত এরূপ মায়া প্রকাশ করে যে, মহা বুদ্ধিমান্ লোকেও প্রতারিত হইয়া যায়। এইরূপ কতগুলিন ধনহরণের জন্য প্রতারক আছে। ইহারা ৫।৭ জন মিলিয়া দূর দেশে গমন করে। শরীরের গঠনাদি যাহার উত্তম তাহাকে সিদ্ধপুরুষ করিয়া লয়। যে নগরে বা গ্রামে ধনাঢ্য লোক থাকে তাহার, নিকটবর্ত্তী বনে উক্ত সিদ্ধকে রাখে এবং সাধকেরা উহার অপরিচিত সাজিয়া নগরের ভিতর যাইয়া যাহাকে তাহাকে জিজ্ঞাসা করে যে, তুমি এইরূপ কোন মহাত্মাকে এস্থানের কোথাও দেখিয়াছ কি না? লোকে এইরূপ শুনিয়া কহে যে, উক্ত মহাত্মা কে এবং কিরূপ? সাধক বলে যে "তিনি অতি সিদ্ধপুরুষ, মনের কথাও বলিতে পারেন এবং মুখে যাহা বলেন তাহাই হইয়া যায়। তিনি মহাযোগিরাজ; তাঁহার দর্শনের জন্য আমি আপনার গৃহ ত্যাগ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। আমি কাহারও নিকট শুনিয়াছি যে সেই মহাত্মা এই স্থানের অভিমুখে আসিয়াছেন।" গৃহস্থ তখন বলে যে "তোমার সহিত উক্ত মহাত্মার যখন সাক্ষাৎ হইবে তখন আমাকেও বলিবে, আমিও দর্শন করিব" এবং মনের কথা জিজ্ঞাসা করিব। এইরূপে সাধক সারাদিন নগরে পর্য্যটন করে এবং প্রত্যেককে উক্ত সিদ্ধপুরুষের বিষয় কহিয়া রাত্রিযোগে মিলিত হইয়া সিদ্ধ এবং সাধক একত্রে পান ভোজন এবং শয়ন করিয়া থাকে। পুনরায় প্রাতঃকালে নগর অথবা গ্রামে যাইয়া উক্তরূপে দুই তিন দিন ধরিয়া, বলিয়া বেড়ায়। পরে চারিজন সাধক কোন কোন ধনাঢ্যকে বলে যে "উক্ত মহাত্মার সাক্ষাৎ হইয়াছে। যদি তোমার দর্শন করিবাব ইচ্ছা থাকে তবে চল"। যখন সে প্রস্তুত হয় তখন, তাহাকে সাধক জিজ্ঞাসা করে তোমার কি কথা জিজ্ঞাস্য? আমাকে বল"। কেহ পুত্রের, কেহ ধনের, কেহ রোগ নিবারণের এবং কেহ বা শত্রু জয়ের ইচ্ছা করে। সাধক উহাদিগকে লইয়া যায়। সিদ্ধ এবং সাধকদিগের মধ্যে সঙ্কেত থাকে। অর্থাৎ যাহার ধনের ইচ্ছা হয় তাহাকে, দক্ষিণ পার্শ্বে, যাহার পুত্রেচ্ছা হয় তাহাকে সম্মুখে,

যাহার রোগ নিবারণের ইচ্ছা হয় তাহাকে বাম পার্শ্বে এবং যাহার শত্রু জয় করিবার ইচ্ছা হয় তাহাকে পশ্চাৎভাগে লইয়া যায়। সম্মুখবর্ত্তীকে মধ্যে উপবেশন করিতে দেয়। উহারা যখন নমস্কার করে সিদ্ধ তখন আপনার সিদ্ধির বেগবশতঃ উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠে যে, "আমার নিকট কি পুত্র রক্ষিত রহিয়াছে যে তুমি পুত্রেচ্ছা করিয়া আসিয়াছ?" এইরূপে ধনেচ্ছুককে বলে "এখানে কি ধনের থলিয়া রহিয়াছে যে ধনেচ্ছা করতঃ এখানে আসিয়াছ? ফকীরের নিকট ধন কোথায়?" রোগ নিবারণেচ্ছুকে বলে "আমি কি বৈদ্য যে, তুমি রোগ নিবারণের জন্য আসিয়াছ? আমি বৈদ্য নহি, রোগ নিবারণ করিবে তো কোন বৈদ্যের নিকট যাও"। পরন্তু উহার পিতা রোগী হইলে সাধক বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ, মাতা হইলে তর্জ্জনী, ভ্রাতা হইলে মধ্যমা, স্ত্রী হইলে অনামিকা এবং কন্যা রোগী হইলে কনিষ্ঠা অঙ্গুলী চালিত করে। তাহা দেখিয়া সিদ্ধ বলে যে, তোমার পিতা রোগী অথবা তোমার মাতা, ভ্রাতা, স্ত্রী অথবা কন্যা রোগিণী। তখন এই চারিজনই অতিশয় মোহিত হইয়া পড়ে। সাধকগণ তখন উহাদিগকে বলে যে "দেখ আমি যেরূপ বলিয়াছিলাম, ইনি তদ্রূপ কি না?" গৃহস্থ বলে যে তুমি যেরূপ বলিয়াছিলে, ইনি অবিকলই তদ্রূপ; তুমি আমার বড় উপকার করিয়াছ এবং আমারও মহান্ ভাগ্যোদয় ছিল যে এরূপ মহাত্মার সাক্ষাৎ হইল ও তাঁহার দর্শন করিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম। সাধক বলিল শুন ভাই! এই মহাত্মা মনোগামী। এই স্থানে বহুদিন থাকিবার নহেন। যদি ইহাঁর নিকট কিছু আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা কর, তাহা হইলে আপনার সামর্থ্যানুসারে দেহ, মন ও ধন দ্বারা ইহাঁর সেবা কর। কারণ "সেবা হইতেই "মেওয়া" (কল্যাণ) লাভ হয়"। যদি ইনি কাহারও প্রতি প্রসন্ন হইয়া যান তাহা হইলে কে বলিতে পারে যে কি বর দিয়া বসিবেন, কারণ "সাধুদিগের মহিমা অপার।" গৃহস্থ এই সকল প্রলোভনের কথা শুনিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইয়া তাহার প্রশংসা করিতে করিতে গৃহাভিমুখে গমন করে, এবং সাধকও পাছে উহার কপটতা প্রকাশ হইয়া পড়ে এইজন্য তাহার সহিত চলিয়া যায়। উক্ত ধনাঢ্যের কোন মিত্র উপস্থিত হইলে তাহার নিকটও প্রশংসা করে। এইরূপে যাহারা সাধকের সহিত যায়, তাহাদের সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া দেয়। তখন নগরে অতিশয় আন্দোলন পড়িয়া যায় যে অমুক স্থানে এক মহা সিদ্ধ পুরুষ আসিয়াছেন তাঁহার নিকট চল। যখন দলে দলে লোক যাইয়া জিজ্ঞাসা করে যে "মহাশয়! আমাদিগের মনের বৃত্তান্ত বলুন, তখন ব্যবস্থা ঠিক থাকে না বলিয়া নিস্তব্ধ হইয়া সাধু মৌনাবলম্বন করেন এবং বলেন যে আমাকে অধিক উত্ত্যক্ত করিও না। তৎক্ষণাৎ তাঁহার সাধক বলে যে "তোমরা ইহাঁকে অধিক উত্ত্যক্ত করিলে ইনি চলিয়া

যাইবেন"। যদি কেহ ধনাঢ্য থাকে, তবে সে সাধককে স্বতন্ত্র আহ্বান করিয়া লইয়া গিয়া বলে যে, যদি আমার মনের কথা বলাইয়া দাও তবে আমি সত্য মানিয়া লইব। সাধক জিজ্ঞাসা করে যে কি কথা ? ধনাঢ্য উহাকে বলিয়া বসে। তখন উহাকে তদ্রূপ সঙ্কেত অনুসারে লহয়া গিয়া বসাইয়া দেয়। সিদ্ধ তখন বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ বলিয়া দিল এবং তখন সমস্ত জনতার লোক্ শুনিল এবং বলিতে লাগিল যে "অহো!" কি মহা সিদ্ধপুরুষ আসিয়াছেন"। কেহ মিষ্টান্ন, কেহ পয়সা, কেহ টাকা, কেহ মোহর, কেহ বস্ত্র এবং কেহ বা "সীধা" সামগ্রী উপহার দেয়। পরে যতদিন অধিক শ্রদ্ধা থাকে ততদিন যথেষ্ট লুণ্ঠন করে। দুই এক জন নির্ব্বুদ্ধি ও ধনাঢ্যকে পুত্র হইবার জন্য আশীর্ব্বাদ করে অথবা একটু ভস্ম উঠাইয়া দেয় এবং তৎপরিবর্ত্তে সহস্র টাকা লইয়া বলিয়া দেয় যে "যদি তোমার সত্যে শ্রদ্ধা থাকে তবে পুত্র হইবে"। এই প্রকারের অনেক বঞ্চক হইয়া থাকে উহাদিগকে বিদ্বান্‌ই পরীক্ষা করিতে পারেন, অন্যে পারে না। এই জন্য বেদাদি বিদ্যা পাঠ এবং সৎসঙ্গানুষ্ঠান আবশ্যক। তাহা হইলে আর কেহ উহাদিগের জালে পতিত হয় না এবং অন্যকেও রক্ষা করিতে পারে। কারণ মনুষ্যের বিদ্যাই নেত্র। বিদ্যা শিক্ষা ব্যতিরেকে জ্ঞান হয় না। যে বাল্যাবস্থা হইতে উত্তম শিক্ষা পায় সেই মনুষ্যপদবাচ্য এবং বিদ্বান্ হয়। যাহার কুসঙ্গ হয় সে দুষ্ট, পাপী এবং মহামূর্খ হইয়া অতিশয় দুঃখ পায়। এইজন্য জ্ঞানকেই বিশেষ প্রশংসা করা হইয়াছে। যে জানে সেই শ্রদ্ধা করে।

> ন বেত্তি যো যস্য গুণপ্রকর্ষং
> স তস্য নিন্দাং সততং করোতি।
> যথা কিরাতী করিকুম্ভজাতা
> মুক্তাঃ পরিত্যজ্য বিভর্ত্তি গুঞ্জাঃ॥
>
> বৃঃ, চাঃ, অঃ ১১। শ্লোঃ ১২॥

যে যাহার গুণ জানে না সে সর্ব্বদা তাহার নিন্দা করে। যেরূপ বন্য ভীল স্ত্রী গজমুক্তা ত্যাগ করিয়া গুঞ্জাফলের হার পরিধান করিয়া থাকে। যে পুরুষ বিদ্বান্, জ্ঞানী, ধার্ম্মিক, সৎপুরুষদিগের সঙ্গকারী, যোগী, পুরুষার্থী, জিতেন্দ্রিয়, ও সুশীল হয়েন তিনি, ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া ইহ জন্মে এবং পর জন্মে সদা আনন্দে অবস্থান করেন। এ স্থলে আর্য্যাবর্ত্ত লোকদিগের ধর্ম্ম মত বিষয় সংক্ষেপে লিখিত হইল। ইহার পর আর্য্য রাজাদিগের সামান্য ইতিহাস যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা, সকল সজ্জন দিগকে জানাইবার জন্য প্রকাশিত করা যাইতেছে।

যে বংশে শ্রীমান্ মহারাজ যুধিষ্ঠির হইতে মহারাজ যশপাল পর্য্যন্ত রাজাগণ জন্মিয়াছিলেন এক্ষণে সেই আর্য্যাবর্ত্তীয় রাজবংশের ইতিহাস লিখিত হইতেছে। শ্রীমান্ মহারাজ স্বায়ম্ভুব: মনু হইতে মহারাজ যুধিষ্ঠির পর্য্যন্ত মহারাজদিগের ইতিহাস মহাভারতাদিতে লিখিত আছে। ইহা হইতে সজ্জনগণ তৎসময়ের ইতিহাসের অবস্থা কিয়ৎপরিমাণে বিদিত হইবেন। বিদ্যার্থী সম্মিলিত "হরিশ্চন্দ্র চন্দ্রিকা" এবং "মোহন চন্দ্রিকা" নামে যে দুই পাক্ষিক পত্র শ্রীনাথদ্বার হইতে প্রকাশিত হইত এবং যাহা রাজপুতানা দেশে মেবাররাজ্যে উদয়পুরে এবং চিতোর গড়ে বিশেষ বিদিত তাহা হইতে, আমি এই বিষয় অনুবাদ করিয়াছি। যদি এইরূপ আমাদিগের আর্য্য সজ্জনগণ ইতিহাস এবং বিদ্যাপুস্তক সকল অন্বেষণ করিয়া প্রকাশ করেন তাহা হইলে দেশের বিশেষ লাভ: হইতে পারে। বিক্রম সংবতের ১৭৮২ বৎসরের লিখিত এক প্রাচীন পুস্তক কোন বন্ধুর নিকট প্রাপ্ত হইয়া উক্ত পত্রের সম্পাদক মহাশয় চলিত সংবতের ১৯৩৯ বর্ষের মার্গ শীর্ষ মাসের শুক্ল পক্ষের ১৯—২০ কিরণে অর্থাৎ দুই পাক্ষিক পত্রে মুদ্রিত করিয়াছিলেন। উহা নিম্নলিখিতের প্রমাণে জানিতে হইবে।

## আর্য্যাবর্ত্ত দেশীয় রাজবংশাবলী।

ইন্দ্রপ্রস্থে শ্রীমন্মহারাজ যশপাল পর্য্যন্ত আর্য্যগণ রাজ্য করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহারাজ যুধিষ্ঠির হইতে মহারাজ যশপাল পর্য্যন্ত বংশাবলী অর্থাৎ পুরুষ পরম্পরা অনুমান ১২৪ ( একশত চব্বিশ ) জন রাজা ৪১৫৭ বৎসর ৯ মাস ১৪ দিনের মধ্যে হইয়াছিল। ইহাদিগের বৃত্তান্ত :—

| রাজা | পুরুষ | বর্ষ | মাস | দিন |
|---|---|---|---|---|
| আর্য্যরাজা, | ১২৪ | ৪১৫৭, | ৯, | ১৪ |

শ্রীমন্মহারাজ যুধিষ্ঠির প্রভৃতির বংশ অনুমান ৩০ পুরুষ ১৭৭০ বর্ষ, ১১ মাস এবং ১০ দিনের মধ্যে হইয়াছিল। ইহার বিস্তার :—

| আর্য্যরাজা | বর্ষ | মাস | দিন |
|---|---|---|---|
| ১ রাজা যুধিষ্ঠির | ৩৬ | ৮ | ২৫ |
| ২ রাজা পরীক্ষিত | ৬০ | ০ | ০ |
| ৩ রাজা জনমেজয় | ৮৪ | ৭ | ২৩ |
| ৪ রাজা অশ্বমেধ | ৮২ | ৮ | ২২ |
| ৫ দ্বিতীয় রাম | ৮৮ | ২ | ৮ |
| ৬ ছত্রমল | ৮১ | ১১ | ২৭ |
| ৭ চিত্ররথ | ৭৫ | ৩ | ১৮ |
| ৮ দুষ্ট শৈল্য | ৭৫ | ১০ | ২৪ |
| ৯ রাজা উগ্রসেন | ৭৮ | ৭ | ২১ |
| ১০ রাজা শূরসেন | ৭৮ | ৭ | ২১ |
| ১১ ভুবনপতি | ৬৯ | ৫ | ৫ |
| ১২ রণজীত | ৬৫ | ১০ | ৪ |
| ১৩ ঋক্ষক | ৬৪ | ৭ | ৪ |
| ১৪ সুখদেব | ৬২ | ০ | ২৪ |
| ১৫ নরহরিদেব | ৫১ | ১০ | ২ |
| ১৬ সুচিরথ | ৪২ | ১১ | ২ |
| ১৭ শূরসেন (দ্বিতীয়) | ৫৮ | ১০ | ৮ |

| রাজা পুরুষ | বর্ষ | মাস | দিন |
|---|---|---|---|
| ১৮ পর্ব্বতসেন | ৫৫ | ৮ | ১০ |
| ১৯ মেধাবী | ৫২ | ১০ | ১০ |
| ২০ সোনচীর | ৫০ | ৮ | ২১ |
| ২১ ভীমদেব | ৪৭ | ৯ | ২০ |
| ২২ নৃহরিদেব | ৪৫ | ১১ | ২৩ |
| ২৩ পূর্ণমল | ৪৪ | ৮ | ৭ |
| ২৪ করদবী | ৪৪ | ১০ | ৮ |
| ২৫ অলংমিক | ৫০ | ১১ | ৮ |
| ২৬ উদয় পাল | ৩৮ | ৯ | ০ |
| ২৭ ভুবনমল | ৪০ | ১০ | ২৬ |
| ২৮ দমাত | ৩২ | ০ | ০ |
| ২৯ ভীমপাল | ৫৮ | ৫ | ৮ |
| ৩০ ক্ষেমক | ৪৮ | ১১ | ২১ |

রাজা ক্ষেমকের প্রধান পাত্র বিশ্রবা রাজা ক্ষেমককে বিনাশ করিয়া রাজ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার সমুদয়ে ১৪ পুরুষ ৫০০ বৎসর ৩ মাস এবং ১৭ দিনের মধ্যে হইয়াছিল। তাহার বিস্তার :—

| রাজা পুরুষ | বর্ষ | মাস | দিন |
|---|---|---|---|
| ১ বিশ্রবা | ১৭ | ৩ | ২৯ |
| ২ পুরসেনী | ৪২ | ৮ | ২১ |
| ৩ বীরসেনী | ৫২ | ১০ | ৭ |
| ৪ অনঙ্গশায়ী | ৪৭ | ৮ | ২৩ |
| ৫ হরিজিৎ | ৩৫ | ৯ | ১৭ |
| ৬ পরমসেনী | ৪৪ | ২ | ২৩ |
| ৭ সুখপাতাল | ৩০ | ২ | ২১ |
| ৮ কদ্রুত | ৪২ | ৯ | ২৪ |
| ৯ সজ্জ | ৩২ | ২ | ১৪ |
| ১০ অমরচূড় | ২৭ | ৩ | ১৬ |
| ১১ অমীপাল | ২২ | ১১ | ২৫ |
| ১২ দশরথ | ২৫ | ৪ | ১২ |
| ১৩ বীরসাল | ৩১ | ৮ | ১১ |
| ১৪ বীরসালসেন | ৪৭ | ০ | ১৪ |

প্রধান পাত্র বীরমহা রাজা বীরসালসেনকে বিনাশ করিয়া রাজ্য করেন। ১৬ পুরুষ ৪৪৫ বৎসর ৫ মাস ও ৩ দিনের মধ্যে হইয়াছিল। ইহার বিস্তার :—

| রাজা পুরুষ | বর্ষ | মাস | দিন |
|---|---|---|---|
| ১ রাজা বীরমহা | ৩৫ | ১০ | ৮ |
| ২ অজিত সিংহ | ২৭ | ৭ | ১৯ |
| ৩ সর্ব্বদত্ত | ২৮ | ৩ | ১০ |
| ৪ ভুবনপতি | ১৫ | ৪ | ১০ |
| ৫ বীরসেন | ২১ | ২ | ১৩ |
| ৬ মহীপাল | ৪০ | ৮ | ৭ |
| ৭ শত্রুশাল | ২৬ | ৪ | ৩ |
| ৮ সংঘরাজ | ১৭ | ২ | ১০ |
| ৯ তেজপাল | ২৮ | ১১ | ১০ |
| ১০ মাণিকচন্দ্র | ৩৭ | ৭ | ২১ |
| ১১ কামসেনী | ৪২ | ৫ | ১০ |
| ১২ শত্রুমর্দ্দন | ৮ | ১১ | ১৩ |
| ১৩ জীবনলোক | ২৮ | ৯ | ১৭ |
| ১৪ হরিরাব | ২৬ | ১০ | ২৯ |
| ১৫ বীরসেন (দ্বিতীয়) | ৩৫ | ২ | ২০ |
| ১৬ আদিত্যকেতু | ২৩ | ১১ | ১৩ |

প্রয়াগের রাজা ধন্ধর মগধদেশের রাজা আদিত্যকেতুকে বিনাশ করিয়া রাজ্য করিয়াছিলেন। ৯ পুরুষ ৩৭৪ বৎসর ১১ মাস ২৬ দিন মধ্যে হইয়াছিল। ইহার বিস্তার :—

| রাজা পুরুষ | বর্ষ | মাস | দিন |
|---|---|---|---|
| ১ রাজা ধন্ধর | ৪২ | ৭ | ২৪ |
| ২ মহর্ষী | ৪১ | ২ | ২৯ |
| ৩ সনরচ্চী | ৫০ | ১০ | ১৯ |
| ৪ মহাযুদ্ধ | ৩০ | ৩ | ৮ |
| ৫ দুর্নাথ | ২৮ | ৫ | ২৫ |
| ৬ জীবনরাজ | ৪৫ | ২ | ৫ |
| ৭ রুদ্রসেন | ৪৭ | ৪ | ২৮ |
| ৮ আরীলক | ৫২ | ১০ | ৮ |
| ৯ রাজপাল | ৩৬ | ০ | ০ |

সামন্ত মহানপাল রাজপালকে মারি-

রাজ্য করেন। ১ পুরুষ ১৪ বৎসর। ইহার বিস্তার নাই।

রাজা মহানপালের রাজ্যের পর রাজা বিক্রমাদিত্য অবন্তিকা (উজ্জয়িনী) হইতে আক্রমণ করতঃ রাজা মহানপালকে মারিয়া রাজ্য করেন। ১ পুরুষ ৯৩ বৎসর। ইঁহার বিস্তার নাই।

শালিবাহনের প্রধান পাত্র পৈঠনের যোগী রাজা সমুদ্রপাল বিক্রমাদিত্যকে মারিয়া রাজ্য করেন। ১৬ পুরুষ ৩৭২ বৎসর ৪ মাস ২৭ দিন মধ্যে হইয়াছিল। ইহাদিগের বিস্তার :—

| রাজা পুরুষ | বর্ষ | মাস | দিন |
|---|---|---|---|
| ১ সমুদ্রপাল | ৫৪ | ২ | ২০ |
| ২ চন্দ্রপাল | ৩৬ | ৫ | ৪ |
| ৩ সাহায়পাল | ১১ | ৪ | ১১ |
| ৪ দেবপাল | ২৭ | ১ | ২৮ |
| ৫ নরসিংহপাল | ১৮ | ০ | ২০ |
| ৬ সামপাল | ২৭ | ১ | ১৭ |
| ৭ রঘুপাল | ২২ | ৩ | ২৫ |
| ৮ গোবিন্দপাল | ২৭ | ১ | ১৭ |
| ৯ অমৃতপাল | ৩৬ | ১০ | ১৩ |
| ১০ বলীপাল | ১২ | ৫ | ২৭ |
| ১১ মহীপাল | ১৩ | ৮ | ৪ |
| ১২ হরীপাল | ১৪ | ৮ | ৪ |
| ১৩ সীসপাল* | ১২ | ১০ | ১৩ |
| ১৪ মদনপাল | ১৭ | ১০ | ১৯ |
| ১৫ কর্ম্মপাল | ১৬ | ২ | ২ |
| ১৬ বিক্রমপাল | ২৪ | ১১ | ১৩ |

পশ্চিম দিকের রাজা বণিকজাতীয় মলুখ-চন্দ রাজা বিক্রমপালকে আক্রমণ করিয়া ময়দানে যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং উক্ত যুদ্ধে তিনি বিক্রমপালকে মারিয়া ইন্দ্রপ্রস্থের রাজা করেন। ১০ পুরুষ ১৯১ বর্ষ ১ মাস ১৬ দিন মধ্যে হইয়াছিল। ইহাদিগের বিস্তার :—

| রাজা পুরুষ | বর্ষ | মাস | দিন |
|---|---|---|---|
| ১ মলুখচন্দ | ৫৪ | ২ | ১০ |
| ২ বিক্রমচন্দ | ১২ | ৭ | ১২ |
| ৩ অমীনচন্দ্র† | ১০ | ০ | ৫ |
| ৪ রামচন্দ | ১৩ | ১১ | ৮ |
| ৫ হরীচন্দ | ১৪ | ৯ | ২৪ |
| ৬ কল্যাণচন্দ | ১০ | ৫ | ৪ |
| ৭ ভীমচন্দ | ১৬ | ২ | ৯ |
| ৮ লোবচন্দ | ২৬ | ২ | ২২ |
| ৯ গোবিন্দচন্দ | ৩১ | ৭ | ১২ |
| ১০ রাণীপদ্মাবতী‡ | ১ | ০ | ০ |

রাণী পদ্মাবতী মরিয়া যাইলে তাঁহার পুত্র ছিল না। এইজন্য সকল মন্ত্রিগণ মিলিয়া হরিপ্রেম বৈরাগীকে সিংহাসনে বসাইয়া দেয়। তিনি রাজ্য করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। ৪ পুরুষ ৫০ বর্ষ ও ২১ দিনের মধ্যে হইয়াছিল। ইহার বিস্তার :—

| রাজা পুরুষ | বর্ষ | মাস | দিন |
|---|---|---|---|
| ১ হরিপ্রেম | ৭ | ৫ | ১৬ |
| ২ গোবিন্দপ্রেম | ২০ | ২ | ৮ |
| ৩ গোপালপ্রেম | ১৫ | ৭ | ২৮ |
| ৪ মহাবাহু | ৬ | ৮ | ২৯ |

রাজা মহাবাহু রাজ্য ত্যাগ করিয়া তপস্যার জন্য বনে প্রস্থান করেন। বাঙ্গালাদেশের রাজা আধিসেন তাহা শুনিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে আসিয়া আপনি রাজ্য করিতে আরম্ভ করেন। ১২ পুরুষ ১৫১ বর্ষ, ১১ মাস ও ২ দিনের মধ্যে হয়। ইহার বিস্তার :—

| রাজা পুরুষ | বর্ষ | মাস | দিন |
|---|---|---|---|
| ১ রাজা আধিসেন | ১৮ | ৫ | ২১ |
| ২ বিলাবসেন | ১২ | ৪ | ২ |

* কোন ইতিহাসে ভীমপাল বলিয়া কথিত আছে।

† কোন স্থলে ইহার নাম মানকচন্দও লিখিত আছে।

‡ ইনি গোবিন্দচন্দের রাণী ছিলেন।

| রাজা পুরুষ | বর্ষ | মাস | দিন |
|---|---|---|---|
| ৩ কেশবসেন | ১৫ | ৭ | ১২ |
| ৪ মাধবসেন | ১২ | ৪ | ২ |
| ৫ ময়ূরসেন | ২০ | ১১ | ২৭ |
| ৬ ভীমসেন | ৫ | ১০ | ৯ |
| ৭ কল্যানসেন | ৪ | ৮ | ২১ |
| ৮ হরীসেন | ১২ | ০ | ১৫ |
| ৯ ক্ষেমসেন | ৮ | ১১ | ২৫ |
| ১০ নারায়ণসেন | ২ | ২ | ২৯ |
| ১১ লক্ষ্মীসেন | ২৬ | ১০ | ০ |
| ১২ দামোদরসেন | ১১ | ৫ | ১৯ |

রাজা দামোদরসেন আপনার পাত্রদিগকে অনেক কষ্ট দিয়াছিলেন। সেই জন্য তাহার পাত্র দীপসিংহ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধ করিয়া রাজাকে মারিয়া স্বয়ং রাজ্য করেন। ৬ পুরুষ ১০৭ বর্ষ ৬ মাস ও ১২ দিন মধ্যে হয়। ইহার বিস্তার :—

| রাজা পুরুষ | বর্ষ | মাস | দিন |
|---|---|---|---|
| ১ দীপসিংহ | ১৭ | ১ | ২৬ |
| ২ রাজাসিংহ | ১৪ | ৫ | ০ |
| ৩ রণসিংহ | ৯ | ৮ | ১১ |
| ৪ নরসিংহ | ৪৫ | ০ | ১৫ |
| ৫ হরিসিংহ | ১৩ | ২ | ২৯ |
| ৬ জীবনসিংহ | ৮ | ০ | ১ |

রাজা জীবনসিংহ কোন কারণ বশতঃ আপনার সমস্ত সৈন্য উত্তর দিকে প্রেরণ করেন। বিরাটের রাজা পৃথ্বীরাজ চহ্বাণ সেই সংবাদ পাইয়া জীবনসিংহকে আক্রমণ করতঃ যুদ্ধে তাহাকে বিনাশ করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থের রাজ্য করেন। ৫ পুরুষ ৮৬ বর্ষ ও ২০ দিনের মধ্যে হয়। ইহার বিস্তার :—

| রাজা পুরুষ | বর্ষ | মাস | দিন |
|---|---|---|---|
| ১ পৃথ্বীরাজ | ১২ | ২ | ১৯ |
| ২ অভয়পাল | ১৪ | ৫ | ১৭ |
| ৩ দুর্জ্জনপাল | ১১ | ৪ | ১৪ |
| ৪ উদয়পাল | ১১ | ৭ | ৩ |
| ৫ যশপাল | ৩৬ | ৪ | ২৭ |

সুলতান শহাবউদ্দীন গৌড়ীগড় গিজনী হইতে আক্রমণ করিয়া উপস্থিত হইলে পরে সম্বৎ ১২৪৯ সালে প্রয়াগের দুর্গে তাঁহাকে ধরিয়া বন্দী করেন। পরে স্বয়ং ইন্দ্রপ্রস্থের অর্থাৎ দিল্লীর রাজ্য করেন। ৫৩ পুরুষ ৭৫৪ বর্ষ ১ মাস ১৭ দিন মধ্যে হয়। অনেক ইতিহাস পুস্তকে ইহাদিগের বিস্তার লিখিত আছে। সে জন্য এ স্থলে লিখিত হইল না।

ইহার পরে বৌদ্ধ এবং জৈন মতের বিষয় লিখিত হইবে ॥

ইতি শ্রীমদ্দয়ানন্দসরস্বতীস্বামিনির্ম্মিতে সত্যার্থপ্রকাশে
সুভাষাবিভূষিতে আর্য্যাবর্ত্তীয়মতখণ্ডনবিষয়
একাদশঃ সমুল্লাসঃ সম্পূর্ণঃ।

# অনুভূমিকা (২)।

আর্য্যাবর্ত্তীয় মনুষ্যদিগের সত্যাসত্য নির্ণয়ের হেতুভূত বেদবিদ্যা লুপ্ত হইয়া অবিদ্যা বিস্তৃত হওয়াই জৈনাদির বিদ্যা বিরুদ্ধ মত প্রচারের কারণ হইয়াছিল। যেহেতু বাল্মীকীয়ে এবং মহাভারতাদিতে জৈনদিগের নাম মাত্রও লিখিত নাই, অথচ জৈন-দিগের গ্রন্থসমূহে বাল্মীকীয়ে এবং ভারতে উল্লিখিত "রাম" ও "কৃষ্ণাদির" গাথা অতিশয় বিস্তার পূর্ব্বক লিখিত আছে। ইহা হইতে এইরূপ সিদ্ধ হইতেছে যে উহার পশ্চাৎ এই সকল মত প্রচলিত হয়। জৈনগণ আপনাদিগের মত অতি প্রাচীন বলিয়া থাকেন। যদি তাহা হইত তাহা হইলে বাল্মীকীয় প্রভৃতি গ্রন্থে অবশ্যই উঁহাদিগের উল্লেখ থাকিত। সুতরাং প্রমাণ হইতেছে যে জৈন মত উক্ত গ্রন্থ সকলের পশ্চাৎ চলিয়াছে; যদি কেহ বলে যে জৈনদিগের গ্রন্থসমূহ হইতে কথাসকল লইয়া বাল্মীকীয় আদি গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহা হইলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে যে তবে বাল্মীকীয় আদি গ্রন্থে তোমাদিগের গ্রন্থের নাম উল্লিখিত নাই কেন? অথচ তোমাদিগের গ্রন্থে উহার নাম কেন উল্লিখিত আছে? পুত্র কি পিতার জন্ম দর্শন করিতে পারে? কখন নহে। ইহা হইতে এইরূপ সিদ্ধ হইতেছে যে শৈব ও শাক্তাদি মতের পশ্চাৎ জৈন ও বৌদ্ধাদি মত চলিতেছিল। এক্ষণে দ্বাদশ সমুল্লাসে যে যে জৈন মতের বিষয় লিখিত হইয়াছে তদ্বিষয়ক গ্রন্থের প্রাপ্তি বৃত্তান্ত পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। ইহাতে জৈনগণের বিরুদ্ধ ভাবা উচিত নহে। কারণ কেবল সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য উহাঁদিগের মতবিষয় লিখিয়াছি; বিরোধ এবং হানির জন্য নহে। জৈন, বৌদ্ধ অথবা অন্যমতাবলম্বী লোক যদি এই লিখিত প্রবন্ধ দেখেন তাহা হইলে সকলেই সত্যাসত্য নির্ণয়ের মৌখিক অথবা লিখিত বিচার করিবার সময় একমত হইতে পারিবেন এবং বোধেরও উদয় হইবে। বাদী ও প্রতিবাদী হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক যতক্ষণ পরস্পর মৌখিক লিখিত বিচার না করা যায় ততক্ষণ সত্যাসত্য নির্ণয় হইতে পারে না। বিদ্বান্ লোকদিগের মধ্যে সত্যাসত্য নিশ্চয় না হইলে অবিদ্বান্‌দিগের মধ্যে মহান্ধকার উপস্থিত হইয়া মহাদুঃখ উপস্থিত হয়। অতএব সত্যের জয় এবং মিথ্যার ক্ষয়ের জন্য মিত্রতাপূর্ব্বক মৌখিক অথবা লিখিত বিচার করা মনুষ্যজাতির মুখ্য কার্য্য। তাহা না হইলে মনুষ্যদিগের কখন উন্নতি হয় না। জৈন ও বৌদ্ধ ব্যতিরেকে অন্য মতাবলম্বীদিগের পক্ষে লিখিত বৌদ্ধ ও জৈনমত-বিষয় অপূর্ব্ব লাভ বলিয়া বোধ হইবে এবং উহাদিগের বৃত্তান্ত জ্ঞানেরও পযোগী

হইবে। কারণ ইহাঁরা: অন্য মতাবলম্বীদিগকে আপনাদিগের পুস্তক সকল দেখিতে, পড়িতে অথবা লিখিতেও দেন না। বোম্বাই "আর্য্য সমাজের" মন্ত্রী সেঠ সেবকলাল কৃষ্ণদাসের এবং আমার বিশেষ প্রযত্নে ও পরিশ্রমে গ্রন্থসকল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। কাশীস্থ "জৈন প্রভাকর" যন্ত্রালয়ে গ্রন্থসকল এবং বোম্বাই প্রকাশিত "প্রকরণরত্নাকর" গ্রন্থে মুদ্রিত হওয়াতেও সমস্ত লোকের জৈন মত দর্শন করা সুগম হইয়াছে। আচ্ছা এ কীদৃশ বিদ্বানের কথা যে আপনার মতবিশিষ্ট পুস্তক আপনিই দেখিবে এবং অপরকে দেখিতে দিবে না? ইহা হইতে বিদিত হওয়া যায় যে এই গ্রন্থের রচয়িতার প্রথমেই মনে হইয়াছিল যে গ্রন্থে অনেক অসঙ্গত কথা আছে এবং অপর মতাবলম্বী কেহ দেখিলে খণ্ডন করিবে ও আপনার মতানুযায়ী কেহ অন্য মতাবলম্বীদিগের গ্রন্থ দেখিলে আপনার মতে আর তাহাতে শ্রদ্ধা থাকিবে না। সে যাহাই হউক অনেক মনুষ্য এরূপ আছেন যে আপনাদিগের দোষ দেখেন না পরন্তু অন্যের দোষ দর্শনে অতিশয় উদ্যুক্ত থাকেন। ইহা ন্যায়ানুগত কথা নহে। কারণ প্রথমে আপনার দোষ সংশোধন করিয়া পরে অপরের দোষ দর্শন করিয়া তাহার সংশোধন করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে সকল সজ্জনের সমক্ষে বৌদ্ধ এবং জৈন দিগের মত বিষয় উপস্থাপিত করিতেছি। সকলে যথোচিত বিচার করিবেন।

কিমধিক লেখেন বুদ্ধিমদ্বর্য্যেষু।

# অথ দ্বাদশসমুল্লাসারম্ভঃ।

—০ঃ০ঃ*ঃ০ঃ০—

অথ নাস্তিকমতান্তর্গত-চার্ব্বাক-বৌদ্ধ-জৈন-মতখণ্ডনমণ্ডন-
বিষয়ান্ ব্যাখ্যাস্যামঃ।

(এক্ষণে নাস্তিক মতের অন্তর্গত চার্ব্বাক, বৌদ্ধ এবং জৈন মতের খণ্ডন ও
মণ্ডনবিষয় ব্যাখ্যাত হইবে।

বৃহস্পতি নামে কোন এক পুরুষ ছিলেন। তিনি বেদ, ঈশ্বর এবং যজ্ঞাদি উত্তম কর্ম্ম সকলও মানিতেন না। তাঁহার মত :—

**যাবজ্জীবং সুখং তিষ্ঠেৎ নাস্তি মৃত্যোরগোচরঃ।**
**ভস্মীভুতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ॥**

মনুষ্যাদি কোন প্রাণীই মৃত্যুর অগোচর নহে অর্থাৎ সকলেই মৃত্যু প্রাপ্ত হইবে। এই জন্য যত দিন শরীরে জীব থাকিবে তত দিন সুখে কালযাপন করিবে। যদি কেহ কহে যে, ধর্ম্মাচরণ দ্বারা কষ্ট হয় বটে কিন্তু ধর্ম্ম ত্যাগ করিলে পুনর্জন্মে অতিশয় দুঃখ হয়, তবে তাহাকে চার্ব্বাক উত্তর দেয় যে "অহে নির্বুদ্ধি! যে শরীর পান ও ভোজনের দ্বারা পোষিত হয় তাহা মৃত্যুর পর ভস্মীভূত হইয়া যায় এবং উহা আর সংসারে আইসে না। সুতরাং যথাসাধ্য আনন্দে অবস্থান কর, লোকদিগের সহিত নীতিপূর্ব্বক ব্যবহার কর, ঐশ্বর্য্যের বৃদ্ধি কর এবং আপনার অভীষ্ট ভোগ কর; ইহ-লোকই সত্য, পরলোক বলিয়া কিছুই নাই। দেখ, পৃথিবী, জল, অগ্নি, এবং বায়ু এই চারি ভূতের পরিণাম হইতে এই শরীর রচিত হইয়াছে। ইহাদিগের যোগ বশতঃ ইহাতে চৈতন্য উৎপন্ন হয়। মাদক দ্রব্য পান ও ভোজন করিলে যেরূপ মত্ততা উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ জীবও শরীরের সহিত উৎপন্ন হইয়া শরীরের নাশের সহিত স্বয়ংও নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং কাহার পাপ পুণ্যের ফল ভোগ হইবে?

**তচ্চৈতন্যবিশিষ্টদেহ এব আত্মা**
**দেহাতিরিক্ত আত্মনি প্রমাণাভাবাৎ॥**

চারি ভূতের সংযোগ হইতে এই শরীরে জীবাত্মা উৎপন্ন হইয়া উহারই বিয়োগের জন্য নষ্ট হইয়া যায়। কারণ মৃত্যুর পর কোন জীবের প্রত্যক্ষ হয় না। আমরা

এক প্রত্যক্ষই স্বীকার করি; কারণ প্রত্যক্ষ ব্যতিরেকে অনুমানাদি হইতে পারে না। সুতরাং মুখ্য প্রত্যক্ষের পক্ষে অনুমানাদি গৌণ বলিয়া তাহার গ্রহণ করি না। সুন্দর স্ত্রীর আলিঙ্গন হইতে আনন্দ ভোগ করা পুরুষার্থের ফল। (উত্তর) এই পৃথিব্যাদি ভূত জড় পদার্থ; সুতরাং উহা হইতে কখন চেতনের উৎপত্তি হইতে পারে না। এক্ষণে যেরূপ মাতা ও পিতার সংযোগ বশতঃ দেহের উৎপত্তি হয়, আদি সৃষ্টিতে তদ্রূপ পরমেশ্বররূপ কর্ত্তা ব্যতিরেকে মনুষ্যাদির শরীরের আকৃতি কখন হইতে পারে না। মত্ততার তুল্য চেতনের উৎপত্তি এবং বিনাশ হয় না, কারণ মত্ততা চেতনের হয়, জড়ের হয় না। পদার্থ নষ্ট অর্থাৎ অদৃষ্ট হয় পরন্তু কাহারও অভাব হয় না। তদ্রূপ অদৃশ্য হওয়া প্রযুক্ত জীবেরও অভাব স্বীকার করা কর্ত্তব্য নহে। জীবাত্মা সদেহ হইলেই উহার প্রকটতা হয় এবং যখন শরীর ত্যাগ করে তখন মৃত্যুগ্রস্ত শরীর পূর্ব্বের ন্যায় চেতনযুক্ত হইতে পারে না। বৃহদারণ্যকে এই বিষয় আছে:—

**নাহং মোহং ব্রবীমি অনুচ্ছিত্তিধর্ম্মায়মাত্মেতি।**

যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন যে "হে মৈত্রেয়ি! আমি মোহবশতঃ বলিতেছি না, কিন্তু আত্মা অবিনাশী। ইহারই যোগবশতঃ শরীর চেষ্টা করে এবং যখন শরীর হইতে পৃথক্ হইয়া যায় তখন শরীরে কিছুই জ্ঞান থাকে না।" যদি দেহ হইতে আত্মা পৃথক্ না হইবে তাহা হইলে উহার সংযোগবশতঃ দেহের চেতনতা এবং বিয়োগবশতঃ জড়তা কেন হয়? সুতরাং আত্মা দেহ হইতে পৃথক্। চক্ষু যেরূপ সকলকে দেখে পরন্তু আপনাকে দেখিতে পায় না, তদ্রূপ প্রত্যক্ষের কারণ ইন্দ্রিয়সকল স্ব স্ব ইন্দ্রিয়কে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। আপনার চক্ষু দ্বারা যেরূপ ঘট পটাদি সমস্ত পদার্থ দৃষ্ট হয় তদ্রূপ জ্ঞান দ্বারা আপনার চক্ষুও দৃষ্ট হয়। যে দ্রষ্টা সে দ্রষ্টাই থাকে, কখন দৃশ্য হয় না। যেরূপ আধার ব্যতিতরেকে আধেয়, কারণ ব্যতিরেকে কার্য্য, অবয়বী ব্যতিরেকে অবয়ব এবং কর্ত্তা ব্যতিরেকে কর্ম্ম থাকিতে পারে না, তদ্রূপ কর্ত্তা ব্যতিরেকে কিরূপে প্রত্যক্ষ হইতে পারে? যদি সুন্দর স্ত্রীর সহিত সমাগম করাই পুরুষার্থের ফল মনে কর তাহা হইলে উহা হইতে যে ক্ষণিক সুখ এবং কখন দুঃখও হয় তাহাই পুরুষার্থের ফল হইল। তদ্রূপ হইলে স্বর্গের হানি হওযাতে দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। যদি বল যে দুঃখমোচন এবং সুখবৃদ্ধির জন্য প্রযত্ন করিতে হইবে, তাহা হইলে মুক্তিসুখের হানি হইয়া পড়ে। সুতরাং উহা পরুষার্থের ফল নহে। (চার্ব্বাক) যে দুঃখসংযুক্ত সুখ ত্যাগ করে সে মূর্খ। ধান্যার্থী যেরূপ তণ্ডুলের গ্রহণ করে এবং তুষাংশ পরিত্যাগ করে, বুদ্ধিমান্ লোক তদ্রূপ এই সংসারে সুখের গ্রহণ এবং দুঃখের ত্যাগ করিয়া থাকে। কারণ ইহলোকে উপস্থিত সুখ ত্যাগ করিয়া অনুপস্থিত (অনিশ্চিত)

স্বর্গসুখ ইচ্ছা করতঃ যে পরলোকের জন্য ধূর্ত্তকথিত বেদোল্লিখিত অগ্নিহোত্রাদি, কর্ম্মোপাসনা এবং জ্ঞানকাণ্ডের অনুষ্ঠান করে, সে অজ্ঞানী। পরলোক যখন নাই তখন উহার আশা করা মূর্খতার কার্য্য। কারণ :—

অগ্নিহোত্রং ত্রয়ো বেদাস্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনম্।
বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকেতি বৃহস্পতিঃ॥

চার্ব্বাক মতপ্রচারক "বৃহস্পতি" বলিয়াছেন যে, অগ্নিহোত্র, তিন বেদ, ত্রিদণ্ড এবং ভস্মলেপ ইহা বুদ্ধি এবং পৌরুষহীন লোকেরা জীবিকা স্বরূপ করিয়া লইয়াছে। কণ্টক বিদ্ধাদি হইতে উৎপন্ন দুঃখের নামই নরক; লোক প্রসিদ্ধ রাজাই পরমেশ্বর এবং দেহের নাশ হওয়াই মোক্ষ; অন্য কিছুই নাই। (উত্তর) বিষয়রূপ সুখমাত্রকে পুরুষার্থের ফল মনে করিয়া বিষয় দুঃখের নিবারণ মাত্র হইতে কৃতকৃত্য হওয়া এবং উহাই স্বর্গ মনে করা কেবল মূর্খতা। অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ হইতে বায়ু, বৃষ্টি এবং জলের শুদ্ধি সম্পাদন দ্বারা আরোগ্যলাভ এবং তাহা হইতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ হইয়া থাকে। ইহা না জানিয়া বেদ, ঈশ্বর এবং বেদোক্ত ধর্ম্মের নিন্দা করা ধূর্ত্তের কার্য্য। ত্রিদণ্ড এবং ভস্মলেপের যে খণ্ডন করা হইয়াছে উহা সঙ্গত হইয়াছে। যদি কণ্টকবিদ্ধাদি হইতে উৎপন্ন দুঃখের নাম নরক হয়, তবে তাহার অপেক্ষা অধিক মহারোগাদি কেন নরক নহে? যদি রাজা ঐশ্বর্য্যবান্ এবং প্রজাপালনে সমর্থ হওয়াতে তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ মনে কর তাহা হইলে সঙ্গত পরন্তু, রাজা পাপী এবং অন্যায়কারী হইলেও যদি তাহাকে পরমেশ্বরবৎ মনে কর তাহা হইলে তোমার মত মূর্খ আর নাই। শরীরের বিচ্ছেদ মাত্রই যদি মোক্ষ হইল তাহা হইলে, গর্দ্দভ ও কুকুরাদিতে এবং তোমাতে কি ভেদ রহিল? অর্থাৎ মাত্র আকৃতি গতই ভেদ রহিল। (চার্ব্বাক্) :—

অগ্নিরুষ্ণো জলং শীতং শীতস্পর্শস্তথাঽনিলঃ।
কেনেদং চিত্রিতং তস্মাৎ স্বভাবাত্তদ্‌ব্যবস্থিতিঃ॥ ১
ন স্বর্গো নাঽপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ।
নৈব বর্ণাশ্রমাদীনাং ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকাঃ॥ ২॥
পশুশ্চেন্নিহতঃ স্বর্গং জ্যোতিষ্টোমে গমিষ্যতি।
স্বপিতা যজমানেন তত্র কস্মান্ন হিংস্যতে॥ ৩॥
মৃতানামপি জন্তূনাং শ্রাদ্ধং চেত্তৃপ্তিকারকম্।
গচ্ছতামিহং জন্তুনাং ব্যর্থং পাথেয়কল্পনম্॥ ৪॥

স্বর্গস্থিতা যদা তৃপ্তিং গচ্ছেয়ুস্তত্র দানতঃ
প্রাসাদস্যোপরিস্থানামত্র কস্মান্ন দীয়তে ॥ ৫ ॥
যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেদৃণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ ॥ ৬ ॥
যদি গচ্ছেৎ পরং লোকং দেহাদেষ বিনির্গতঃ।
কস্মাদ্ভূয়ো ন চায়াতি বন্ধুস্নেহসমাকুলঃ ॥ ৭ ॥
ততশ্চ জীবনোপায়ো ব্রাহ্মণৈর্বিহিতস্ত্বিহ।
মৃতানাং প্রেতকার্য্যাণি নত্বন্যদ্বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥ ৮ ॥
ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারো ভণ্ডধূর্ত্ত নিশাচরাঃ।
জর্ফরীতুর্ফরীত্যাদি পণ্ডিতানাং বচঃ স্মৃতম্ ॥ ৯ ॥
অশ্বস্যাত্র হি শিশ্নন্তু পত্নীগ্রাহ্যং প্রকীর্ত্তিম্।
ভণ্ডৈস্তদ্বৎ পরঞ্চৈব গ্রাহ্যজাতং প্রকীর্ত্তিম্ ॥ ১০ ॥
মাংসানাং খাদনং তদ্বন্নিশাচরসমীরিতম্ ॥ ১১ ॥

চার্ব্বাক, আভানক, বৌদ্ধ এবং জৈন সকলই স্বভাব হইতে উৎপত্তি বিশ্বাস করে। স্বাভাবিক যে যে গুণ আছে তদ্বশতঃ দ্রব্য সংযুক্ত হইয়া সমস্ত পদার্থ রচিত হয়। জগতের কর্ত্তা কেহ নাই ॥ ১ ॥ ইহাদিগের মধ্যে চার্ব্বাকের মতের প্রভেদ এই যে বৌদ্ধ এবং জৈন পরলোক এবং জীবাত্মা স্বীকার করে পরন্তু, চার্ব্বাক তাহা করে না। কোন কোন বিষয় ব্যতিরেকে এই তিন সম্প্রদায়ের মত একরূপ। কেহই স্বর্গ, নরক, পরলোকগামী আত্মা এবং বর্ণাশ্রমের কার্য্য সকলের ফলদায়িকতা স্বীকার করে না ॥২॥ যদি যজ্ঞে পশুকে মারিয়া হোম করিলে উক্ত পশু স্বর্গে যায় তাহা, হইলে যজমান আপনার পিতাকে মারিয়া হোমকরতঃ কেন স্বর্গে প্রেরণ করে না? ॥ ৩ ॥ যদি মৃত জীবের পক্ষে শ্রাদ্ধ এবং তর্পণ তৃপ্তিকারক হয় তবে, পরদেশে যাত্রাকারী পথের প্রয়োজনীয় অন্ন, বস্ত্র, এবং ধনাদি কেন লইয়া যায়? যদি মৃতকের উদ্দেশে অর্পিত পদার্থ স্বর্গে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে পরদেশ গমন কারীর জন্য তাহার আত্মীয়েরা ও গৃহে তাহার নাম করিয়া অর্পণ করিলে কেন তাহা তাহার নিকট উপস্থিত হয় না? উহা যখন উপস্থিত হয় না তখন, অর্পিত দ্রব্য স্বর্গেই বা কিরূপে উপস্থিত হইবে? ॥ ৪ ॥ মর্ত্তালোকে দান করিলে যদি স্বর্গবাসী তৃপ্ত হয় তাহাহইলে, গৃহের নিম্নস্থানে প্রদান

করিলে উপরিস্থিত লোক কেন তৃপ্ত হয় না ? ॥ ৫ ॥ এই জন্য যতদিন জীবিত থাকিবে ততদিন সুখে কালযাপন করিবে। ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে না, কারণ যে শরীরে জীব পান ও ভোজন করিয়াছে উক্ত উভয়ের পুনরাগমন হইবে না সুতরাং, কে কাহার নিকট দাওয়া করিবে এবং কেবা পরিশোধ করিবে ? ॥ ৬ ॥ লোকে যে বলে যে মৃত্যুকালে জীব নির্গত হইয়া পরলোকে যায় তাহা মিথ্যা কথা ; কারণ যদি তাহা হইত তাহা হইলে, আত্মীয়দিগের মোহাবদ্ধ হইয়া গৃহে পুনরায় কেন আগমন করে না ? ॥ ৭ ॥ এই হেতু সকল ব্রাহ্মণেরা কেবল আপনাদিগের জীবিকার জন্য এই সকল উপায় করিয়াছে। দশগাত্রাদি মৃতকের ক্রিয়া সকল কেবল উহাদিগের জীবিকার উপায়ান্তর মাত্র ॥ ৮ ॥ ভণ্ড, ধূর্ত্ত এবং নিশাচর বা রাক্ষস এই তিন প্রকার লোক বেদপ্রণেতা। "জর্ফরী" ও তুফরী" ইত্যাদি কেবল পণ্ডিতদিগের ধূর্ত্ততাযুক্ত বাক্য মাত্র। ॥ ৯ ॥ ধূর্ত্তের রচনা দেখ, "স্ত্রী অশ্বলিঙ্গ গ্রহণ করিবে, যজমানের স্ত্রীকে তাহার সহিত সমাগম করাইবে এবং কন্যার সহিত রহস্যাদি করিবে ইত্যাদি। কথা লেখা বা বর্ণনকথা ধূর্ত্ত ব্যতিরেকে অন্যের হইতে পারে না ॥ ১০ ॥ তদ্ভিন্ন যে অংশে মাংস ভোজনের কথা লিখিত আছে উহা, রাক্ষসের রচিত ॥ ১১ ॥

( উত্তর ) চেতন পরমেশ্বরের নির্ম্মাণ ব্যতিরেকে, জড় পদার্থ সকল স্বয়ং স্বভাবতঃ নিয়মানুসারে পরস্পর মিলিত হইয়া কখন উৎপন্ন হইতে পারে না। যদি স্বভাবহই-তেই সৃষ্টি হইত, তাহা হইলে দ্বিতীয় সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী এবং নক্ষত্রাদি লোক আপনাপনিই কেন উৎপন্ন হয় না ? ॥ ১ ॥ সুখ ভোগের নাম স্বর্গ এবং দুঃখ ভোগের নাম নরক হইয়া থাকে। জীবাত্মা না থাকিলে কে সুখ এবং দুঃখের ভোক্তা হইতে পারে ? এই সময়ে জীব যেরূপ সুখ ও দুঃখের ভোক্তা পরজন্মেও তদ্রূপ হয়। বর্ণাশ্রমীদিগের সত্য ভাষণ এবং পরোপকারাদি ক্রিয়াও কি নিস্ফল হইবে ? কখন নহে ॥ ২ ॥ পশু বিনাশ করিয়া হোম করা বেদাদি সত্যশাস্ত্রমধ্যে কুত্রাপি লিখিত নাই। তদ্ব্যতীত মৃতকের জন্য শ্রাদ্ধ ও তর্পণাদি করাও কপোলকল্পিত। কারণ ইহা বেদাদি সত্য শাস্ত্রবিরুদ্ধ এবং কেবল ভাগবতাদি পুরাণ মতাবলম্বীদিগের মত। সুতরাং ইহার খণ্ডন অখণ্ডনীয় ॥ ৩ ॥ যে বস্তু বিদ্যমান আছে তাহার কখন অভাব হয় না সুতরাং, বিদ্যমান জীবেরও অভাব হইতে পারে না। দেহ ভস্মীভূত হয় কিন্তু জীব তদ্রূপ হয় না, অন্য শরীরে গমন করে। সুতরাং যদি কেহ ঋণ করিয়া ইহলোকে পরকীয় পদার্থ ভোগ করতঃ প্রত্যর্পণ না করে, সে নিশ্চয় পাপী হইয়া পরজন্মে দুঃখরূপ নরক ভোগ করিবে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই ॥ ৪ ॥ দেহ হইতে বহির্গত হইয়া জীব স্থানান্তর এবং দেহান্তর প্রাপ্ত হয়। তখন উহার পূর্ব্ব জন্ম এবং কুটুম্বাদি বিষয়ক জ্ঞান কিছুই থাকে না এবং সেই জন্য পুনরায় কুটুম্বাদিগের নিকট আসিতে পারে না ॥৫॥ অবশ্য ব্রাহ্মণগণ প্রেত

কর্ম্ম আপনাদিগের জীবিকার্থ রচনা করিয়াছে এবং উহা বেদোক্ত নহে বলিয়া উহা খণ্ডনীয় এক্ষণে বল যে চার্ব্বাক আদি যদি বেদাদি দেখিত, অধ্যয়ন করিত অথবা শ্রবণ করিত তাহা হইলে, কখনই বেদের নিন্দা করিত না এবং ভণ্ড, ধূর্ত্ত এবং নিশাচর তুল্য পুরুষে বেদ রচনা করিয়াছে ইত্যাদি বচন কখন বলিত না। অবশ্য স্বীকার্য্য যে মহীধরাদি টীকাকার ভণ্ড, ধূর্ত্ত এবং নিশাচর তুল্য হইয়াছিল। উহাদিগেরই ধূর্ত্ততা, বেদের নহে। পরন্তু অতি দুঃখের বিষয় যে চার্ব্বাক, বৌদ্ধ, আভানক এবং জৈনগণ মূল চারি বেদের সংহিতা সকল কখন শুনেও নাই দেখেও নাই এবং কোন বিদ্বানের নিকট পাঠও করে নাই। সেই কারণে নষ্ট ও ভ্রষ্টবুদ্ধি হইয়া অকারণে বৃথা বেদের নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল এবং দুষ্ট বামমার্গীদিগের প্রমাণশূন্য কপোলকল্পিত ভ্রষ্ট টীকা সকল দেখিয়া বেদের বিরোধী হইয়া অবিদ্যারূপ অগাধ সমুদ্রে পতিত হইয়াছিল॥ ৭॥ আচ্ছা ইহা বিচার করা কর্ত্তব্য যে স্ত্রীর দ্বারা অশ্বলিঙ্গ গ্রহণ এবং তাহার সহিত সমাগম করান, অথবা যজমানের কন্যার সহিত রহস্যাদি করা ইত্যাদি বামমার্গী লোক ব্যতিরেকে অন্যের কার্য্য নহে। এই সকল মহাপাপী বামমার্গী ব্যতিরেকে ভ্রষ্ট, বেদার্থের বিপরীত এবং অশুদ্ধ ব্যাখ্যা কে করিবে? এই সকল দেখিয়া চার্ব্বাকাদির জন্য অত্যন্ত দুঃখ হয় যে, ইহারা বিচার না করিয়াই বেদনিন্দায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। এবং অল্পপরিমাণেও নিজ বুদ্ধির প্রয়োগ করেন নাই। হতভাগ্যেরা কি করে উহাদিগের এরূপ বিদ্যাও ছিল না সত্যাসত্যের বিচার করিয়া অসত্যের খণ্ডন এবং সত্যের মণ্ডন করিবে॥ ৮॥ তদ্ব্যতীত যে মাংস খাইবার কথা আছে, তাহাও বামমার্গীয় টীকাকারদিগের লীলা। এই জন্য উহাদিগকে রাক্ষস বলাই উচিত। পরন্তু বেদে কুত্রাপি মাংস ভোজনের কথা লিখিত হয় নাই। সুতরাং টীকাকারদিগের উপর এবং যাহারা বেদ না জানিয়া ও শুনিয়া আপনার আপনার মনের মত নিন্দা করিয়াছে তাহাদিগের উপরই এই সকল মিথ্যা কথার জন্য পাপ নিঃসন্দেহই পতিত হইবে। এই পর্য্যন্ত সত্য যে যাহারা বেদের সহিত বিরোধ করে, করিয়াছে এবং করিবে তাহারা অবশ্যই অবিদ্যারূপ অন্ধকারে পতিত হইয়া যতই কেন দুঃখ পাউক না তাহা তাহাদিগের পক্ষে অতি অল্প মনে করিতে হইবে। এই জন্য মনুষ্যমাত্রেরই বেদানুসারে চলা উচিত॥৯॥ বামমার্গীয়গণ মিথ্যা কপোলকল্পনা দ্বারা বেদের নাম লইয়া আপনাদিগের প্রয়োজন সাধন, অর্থাৎ যথেষ্ট মদ্যপান মাংসভোজন এবং পরস্ত্রীগমনাদি দুষ্ট কার্য্যসমূহে প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য যে সকল বেদের কলঙ্ক করিয়াছে তাহাই দেখিয়া চার্ব্বাক, বৌদ্ধ এবং জৈনগণ বেদের নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল এবং তদ্ভিন্ন বেদবিরুদ্ধ এক অনীশ্বরবাদী অর্থাৎ নাস্তিক মত প্রচলিত করিয়াছে। যদি চার্ব্বাকাদিগণ বেদ সকলের মূলার্থ বিচার করিত, তাহা হইলে অশুদ্ধ টীকা সকল দেখিয়া, সত্য বেদোক্ত মত সকল

কেন হারাইবে? হতভাগ্যের কি করিতে পারে। "বিনাশকালে বিপরীতবুদ্ধিঃ" যখন নষ্ট ও ভ্রষ্ট হইবার সময় উপস্থিত হয় তখন মনুষ্যের বিপরীত বুদ্ধি ঘঠে।

এক্ষণে চার্ব্বাকাদির মধ্যে ভেদের কথা লিখিত হইতেছে। ইহারা অনেক বিষয়ে একমত। পরন্তু চার্ব্বাক দেহের উৎপত্তির সহিত জীবোৎপত্তি এবং উহার নাশের সহিত জীবেরও নাশ স্বীকার করে। পুনর্জ্জন্ম এবং পরলোক মানে না। এক প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতিরেকে অনুমানাদি প্রমাণও মানে না। চার্ব্বাক শব্দের অর্থ "যে বাক্যকথন বিষয়ে প্রগল্‌ভ এবং ইহার বিশেষ অর্থ বিতণ্ডাপ্রিয়। বৌদ্ধ এবং জৈনগণ প্রত্যক্ষাদি চারি প্রমাণ, আনাদি জীব, পুনর্জ্জন্ম, পরলোক, এবং মুক্তিও স্বীকার করে। বৌদ্ধ এবং জৈনদিগের চার্ব্বাকের সহিত এক‌ই মাত্র প্রভেদ। পরন্তু নাস্তিকতা, বেদ ও ঈশ্বর নিন্দা, পরমতদ্বেষ ( ছয় যত্ন, পূর্ব্বকথিত ছয় কর্ম্ম ) এবং জগতের কর্ত্তা কেহ নাই ইত্যাদি বিষয়ে সকলেই একমত। এস্থলে চার্ব্বাকের মত সংক্ষেপে দর্শিত হইল।

এক্ষণে বৌদ্ধমত বিষয়ে সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে :—

**কার্য্যকারণভাবাদ্বা স্বভাবাদ্বা নিয়ামকাৎ।**
**অবিনাভাবনিয়মো দর্শনান্তরদর্শনাৎ ॥ ১ ॥**

কার্য্যকারণভাব অর্থাৎ কার্য্যদর্শনে কারণের এবং কারণদর্শনে কার্য্যাদির সাক্ষাৎকার এবং প্রত্যক্ষ হইতে শেষবৎ অনুমান হইয়া থাকে। ইহা ব্যতিরেকে প্রাণীদিগের সকল ব্যবহার পূর্ণ হইতে পারে না। এই সকল লক্ষণ হইতে অনুমানকে শ্রেষ্ঠ মনে করাতে বৌদ্ধগণ চার্ব্বাক হইতে ভিন্ন শাখা হইয়াছে। বৌদ্ধ চারি প্রকার :—

প্রথম "মাধ্যমিক" দ্বিতীয় "যোগাচার" তৃতীয় "সৌত্রান্তি" এবং চতুর্থ "বৈভাষিক"। "বুদ্ধ্যা নির্ব্বর্ত্ততে স বৌদ্ধঃ" যে বুদ্ধি অনুসারে সিদ্ধ অর্থাৎ যে বিষয় আপনার বুদ্ধিপ্রাপ্য উহাই মানিবে এবং যাহা বুদ্ধিতে আসিবে না তাহা স্বীকার করিবে না। ইহাদিগের মধ্যে প্রথম "মাধ্যমিক" সর্ব্বশূন্য স্বীকার করে অর্থাৎ যাবতীয় পদার্থ আছে তৎসমুদয়ই শূন্য অর্থাৎ আদিতে ছিল না, অন্তে থাকে না, এবং মধ্যে যখন প্রতীত হয় সেই প্রতীতি সময়েই থাকে ও পশ্চাৎ শূন্য হইয়া যায়। যেরূপ ঘট উৎপত্তির পূর্ব্বে ছিল না, প্রধ্বংসের পশ্চাৎ থাকে না এবং ঘটজ্ঞানের সময় ভাসমান হইয়া জ্ঞান প্রদার্থান্তরে যাইলে আর ঘটজ্ঞান থাকে না। এইজন্য শূন্যই একতত্ত্ব। দ্বিতীয় "যোগাচার" ইহারা বাহ্যশূন্য স্বীকার করে অর্থাৎ পদার্থ আন্তরিক জ্ঞানে ভাসমান হয় কিন্তু বাহিরে নাই। যেরূপ ঘটজ্ঞান আত্মায় আছে বলিয়াই মনুষ্য বলে যে "এই ঘট" এবং আন্তরিক জ্ঞান না থাকিলে তাহা বলিতে পারে না ইত্যাদিরূপ স্বীকার করে। তৃতীয় "সৌত্রান্তিক"; ইহারা বাহ্য অর্থের অনুমান স্বীকার করে। কারণ ইহারা, বাহিরে

কোন পদার্থ সাঙ্গোপাঙ্গ প্রত্যক্ষ হয় না কিন্তু একদেশ প্রত্যক্ষ হওয়াতে অবশিষ্ট বিষয়ে অনুমান করা যায়, এইরূপ মত প্রকাশ করে। চতুর্থ "বৈভাষিক" ইহাদের মত যে বাহ্য পদার্থ প্রত্যক্ষ হয়, ভিতরে হয় না। যেরূপ "অয়ং নীলো ঘটঃ" এই প্রতীতি নীলযুক্ত ঘটাকৃতি বাহিরে প্রতীত হয় ইহারা এইরূপ স্বীকার করে। যদ্যপি বুদ্ধ ইহাদেগের এক আচার্য্য তথাপি শিষ্যদিগের বুদ্ধি ভেদ বশতঃ চারি শাখা হইয়া গিয়াছে। যেরূপ সূর্য্যাস্ত হইলে জার পুরুষ পরস্ত্রী গমন, এবং বিদ্বান্ সত্যভাষণাদি শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম করিয়া থাকে তদ্রূপ সময় এক হইলেও লোকে আপনার আপনার বুদ্ধির অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন চেষ্টা করে। এক্ষণে এই পূর্ব্বোক্ত চারি শাখার মধ্যে "মাধ্যমিক" সকলকে ক্ষণিক বিশ্বাস করে অর্থাৎ ক্ষণে বুদ্ধির পরিণাম হওয়াতে পূর্ব্বক্ষণে জ্ঞাত বস্তু যেরূপ ছিল উহা দ্বিতীয়ক্ষণে তদ্রূপ থাকে না। এইজন্য উহারা, সকলকে ক্ষণিক মানিতে হইবে, এইরূপ মত প্রকাশ করে। দ্বিতীয় "যোগাচার" এইরূপ মানে যে প্রবৃত্তিমাত্রেরই সমস্ত দুঃখরূপ প্রবৃত্তি; কারণ কেহই প্রাপ্তিতে সন্তুষ্ট থাকে না এবং একের প্রাপ্তিতে অপরের ইচ্ছা সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকে। তৃতীয় "সৌত্রান্তিক"; ইহারা বলে যে সমস্ত পদার্থ আপনার আপনার লক্ষণদ্বারা লক্ষিত হইয়া থাকে। যেমন গোচিহ্নের দ্বারা গো এবং অশ্বচিহ্ন দ্বারা অশ্ব জ্ঞাত হইয়া থাকে। এইরূপ লক্ষণ সর্ব্বদা লক্ষ্যে থাকে। চতুর্থ "বৈভাষিক" ইহারাও শূন্যই এক পদার্থ স্বীকার করে। প্রথম মাধ্যমিকও সকলকে শূন্য মানে এবং বৈভাষিকদিগের সেই পক্ষ। এইরূপ বৌদ্ধদিগের মধ্যে অনেক বিবাদ পক্ষ আছে। এই প্রকারে ইহারা চারি প্রকার ভাবনা স্বীকার করে। (উত্তর) যদি সমস্তই শূন্য হয় তাহা হইলে শূন্যের জ্ঞাতা শূন্য হইতে পারে না। সমস্ত শূন্য হইলে শূন্য শূন্যকে জানিতে পারে না। সুতরাং শূন্যের জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় এই দুই পদার্থ সিদ্ধ হইতেছে। যোগাচারদিগের বাহ্য শূন্যতা মানা যদি সঙ্গত হয় তবে পর্ব্বতও উহাদিগের ভিতর থাকিবে। এইরূপ হওয়া আবশ্যক। যদি বল যে পর্ব্বত ভিতরে আছে তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য যে উহাদের হৃদয়ে পর্ব্বতের উপযুক্ত অবকাশ কোথায়? সুতরাং পর্ব্বত বাহিরেই আছে এবং পর্ব্বতজ্ঞান আত্মায় থাকে। সৌত্রান্তিক কোন পদার্থের প্রত্যক্ষতা স্বীকার করে না। ইহা যদি সঙ্গত হয় তবে সৌত্রান্তিক নিজে এবং তাহার বচন ও অনুমেয় হইতে হয় এবং প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। যদি প্রত্যক্ষ না হইল তবে "অয়ং ঘটঃ" এরূপ প্রয়োগও হওয়া উচিত নহে, কিন্তু "অয়ং ঘটৈকদেশঃ" অর্থাৎ ইহা ঘটের একদেশ এইরূপ হইবে। তদ্ব্যতীত এক দেশের নাম ও ঘট নহে, পরন্তু সমুদয়ের নামই ঘট। "ইহা ঘট" ইহা প্রত্যক্ষ ব্যতীত অনুমান নহে, কারণ সমস্ত অবয়বে একই অবয়বী হইয়া থাকে এবং উহারা প্রত্যক্ষ হইলেই ঘটের সমস্ত অবয়বেরও প্রত্যক্ষ হয় অর্থাৎ সাবয়ব প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। চতুর্থ বৈভাষিকেরা যে বাহ্য পদার্থের প্রত্যক্ষ

স্বীকার করে তাহাও সঙ্গত নহে, কারণ যখন জ্ঞাতা এবং জ্ঞান হয় তখনই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। যদ্যপি প্রত্যক্ষের বিষয় বাহ্য হয়, আত্মার তদাকার জ্ঞান হইয়া থাকে। এই-রূপ যদি পদার্থ ক্ষণিক এবং উহার জ্ঞানও ক্ষণিক হইত তাহা হইলে "প্রত্যভিজ্ঞা" হইতে পারে না অর্থাৎ এইরূপ কথা উক্তি হইয়াছিল এরূপ স্মরণ হওয়া উচিত নহে; কিন্তু দেখা যায় যে পূর্ব্বদৃষ্ট এবং শ্রুতের স্মরণ হইয়া থাকে। সুতরাং ক্ষণিক বাদ সঙ্গত নহে। যদি সমস্তই দুঃখ হয় এবং সুখ কিছুমাত্র না হয়, তাহা হইলে সুখের অপেক্ষা ব্যতিরেকে দুঃখ সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ রাত্রির অপেক্ষা বশতঃ দিন এবং দিনের অপেক্ষা বশতঃ রাত্রি হইয়া থাকে। সুতরাং সমস্ত দুঃখ স্বীকার করা সঙ্গত নহে। যদি স্বলক্ষণই মানিতে হয় তবে নেত্র রূপের লক্ষণ এবং রূপ লক্ষ্য; যেমন ঘটরূপ ঘটরূপের লক্ষণ-স্বরূপ চক্ষু লক্ষ্য হইতে ভিন্ন। আবার গন্ধ পৃথিবী হইতে অভিন্ন। সুতরাং এইরূপে লক্ষ্য ও লক্ষণ ভিন্ন এবং অভিন্ন মানিতে হইবে। পূর্ব্বে শূন্যের যে উত্তর দিয়াছি তাহাই জানিতে হইবে অর্থাৎ শূন্যের জ্ঞাতা শূন্য হইতে ভিন্ন হইয়া থাকে।

## সর্ব্বস্য সংসারস্য দুঃখাত্মকত্বং সর্ব্বতীর্থঙ্করসম্মতম্ ॥

বৌদ্ধ এবং জৈন উভয়েই জিনকে তীর্থঙ্কর বলিয়া মানে এবং এইজন্য উহারা এবিষয়ে এক। ইহারা পূর্ব্বোক্ত ভাবনা চতুষ্টয় অর্থাৎ চারি ভাবনা হইতে সকল বাসনার নিবৃত্তিবশতঃ শূন্যরূপ নির্ব্বাণ অর্থাৎ মুক্তি মানিয়া থাকে এবং আপনাদিগের শিষ্য-দিগকে যোগাচারের উপদেশ দেয়। গুরুবচন প্রমাণে কার্য্য করা অনাদি বুদ্ধিগত বাসনা হওয়াতে বুদ্ধিই অনেকাকার হইয়া ভাসমান হয়। উহার মধ্যে প্রথমতঃ স্কন্ধ:—

## রূপ বিজ্ঞান বেদনা সংজ্ঞা সংস্কারসংজ্ঞকঃ ॥

(প্রথম) ইন্দ্রিয় সকল দ্বারা যে রূপাদি বিষয় গ্রহণ করা যায় উহা "রূপস্কন্ধ"। (দ্বিতীয়) আলয়বিজ্ঞান অর্থাৎ প্রবৃত্তি জানারূপ ব্যবহার; উহা "বিজ্ঞানস্কন্ধ"। (তৃতীয়) রূপস্কন্ধ এবং বিজ্ঞানস্কন্ধ হইতে উৎপন্ন, সুখ দুঃখাদির প্রতীতিরূপ ব্যবহার; উহা "বেদনাস্কন্ধ"। (চতুর্থ) নাম বিশিষ্টের সহিত গো আদি সংজ্ঞার সম্বন্ধ মানা; উহা "সংজ্ঞাস্কন্ধ"। (পঞ্চম) বেদনাস্কন্ধ হইতে রাগ দ্বেষাদি ক্লেশ এবং ক্ষুধা ও তৃষ্ণাদি উপক্লেশ, মদ, প্রমাদ, অভিমান, ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মরূপ ব্যবহার; উহাকে "সংস্কারস্কন্ধ" বলিয়া মানে। সমস্ত সংসারে দুঃখরূপ, দুঃখের গৃহ এবং দুঃখের সাধনরূপ ভাবনা করতঃ সংসার হইতে নির্মুক্ত হওয়া উত্যাদিরূপ চার্ব্বাকের অপেক্ষা অধিক মুক্তি ইহারা মানে। তদ্ভিন্ন অনুমান এবং জাব যাহা চার্ব্বাক মানে না তাহা বৌদ্ধ মানিয়া থাকে।

দেশনা লোকনাথানাং সত্ত্বাশয়বশানুগাঃ।
ভিদ্যন্তে বহুধা লোকে উপায়ৈর্ব্বহুভিঃ কিল॥ ১॥
গম্ভীরোত্তানভেদেন কচিচ্চোভয়লক্ষণঃ।
ভিন্না হি দেশনা ভিন্না শূন্যতাদ্বয়লক্ষণা॥ ২॥
স্বদেশায়তনপূজা শ্রেয়স্করীতি বৌদ্ধা মন্যন্তে।
অর্থানুপার্জ্য বহুশো দ্বাদশায়তনানি বৈ।
পরিতঃ পূজনীয়ানি কিমন্যৈরিহ পূজিতৈঃ॥ ৩॥
জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব তথা কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ।
মনো বুদ্ধিরিতি প্রোক্তং দ্বাদশায়তনং বুধৈঃ॥ ৪॥

অর্থাৎ জ্ঞানী, বিরক্ত, জীবন্মুক্ত এবং লোকনাথ বুদ্ধ আদি তীর্থঙ্করদিগের পদার্থ স্বরূপ জ্ঞাপক ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের উপদেশক, অনেক প্রকার ভেদ এবং বহুবিধ উপায় দ্বারা যদ্বিষয় কথিত হইয়াছে তাহা মানিতে হইবে॥ ১॥ গম্ভীর প্রসিদ্ধ ভেদানুসারে কোন কোন স্থলে গুপ্ত এবং কোন কোন স্থলে প্রকট এরূপ ভিন্ন ভিন্ন গুরুদিগের উপদেশ, যাহা পুর্ব্বে শূন্য লক্ষণযুক্ত কথিত হইয়াছে, তাহা মানিতে হইবে॥ ২॥ যে দ্বাদশায়তন পূজা আছে তাহাই মোক্ষপ্রদ। এই পূজারজন্য বহু পরিমাণে দ্রব্যাদি পদার্থ প্রাপ্ত হইয়া দ্বাদশায়তন অর্থাৎ দ্বাদশ প্রকারের স্থানবিশেষ রচনা করিয়া সর্ব্ব প্রকারে পূজা করিতে হইবে। অন্যের পূজা করিবার কি প্রয়োজন? ॥ ৩॥ ইহাদিগের দ্বাদশায়তন পূজা এইরূপ:—পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় অর্থাৎ শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা এবং নাসিকা; ও পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয় অর্থাৎ বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু এবং উপস্থ এই দশ ইন্দ্রিয় এবং মন ও বুদ্ধি ইহাদিগেরই সৎকার করিতে হইবে অর্থাৎ ইহাদিগকে আনন্দে প্রবৃত্ত রাখিতে হইবে—ইত্যাদি বৌদ্ধদিগের মত॥ ৪॥ (উত্তর) যদি সমস্ত সংসার দুঃখরূপই হয়, তবে কোন জীবের প্রবৃত্তি হওয়া উচিত নহে। কিন্তু সংসারে জীবদিগের প্রবৃত্তি প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়। সুতরাং সমস্ত সংসার দুঃখরূপ নহে, পরন্তু ইহাতে সুখ এবং দুঃখ দুইই আছে। বৌদ্ধগণ যখন এইরূপই সিদ্ধান্ত মানে তখন পান ও ভোজন করিয়া এবং পথ্য ও ঔষধাদি সেবন করিয়া শরীর রক্ষার্থ প্রবৃত্ত হইয়া কেন সুখ মনে করে? যদি বলে যে আমরা প্রবৃত্ত হই বটে কিন্তু উহাতে দুঃখই কেবল মনে করি, তাহা হইলে সে কথা সঙ্গত হয় না। কারণ জীব সুখ মনে করিয়া প্রবৃত্ত এবং দুঃখ মনে করিয়া নিবৃত্ত হয়। সংসারে ধর্ম্মক্রিয়া, বিদ্যা এবং সৎসঙ্গাদি শ্রেষ্ঠ ব্যবহার সমস্তই সুখকারক। বৌদ্ধ ব্যতিরেকে কোনও বিদ্বান্ ইহাকে দুঃখের লিঙ্গ মনে করিতে পারেন না। যে পাঁচ

স্কন্ধ আছে উহাও সম্যক অসম্পূর্ণ। কারণ যদি এই এইরূপ স্কন্ধ বিচার করিতে হয় তাহা হইলে, প্রত্যেকের অনেক ভেদ হইতে পারে। তীর্থঙ্করদিগকে উপদেশক এবং লোকনাথ বলিয়া বিশ্বাস করা হয় এবং অনাদি ও নাথদিগের নাথ সেই পরমাত্মাকে বিশ্বাস করা হয় না। তাহা হইলে উক্ত তীর্থঙ্করগণ কাহার নিকট উপদেশ পাইল? যদি কেহ বলে যে উহারা স্বয়ং প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা হইলে সে কথা অসম্ভব হয়। কারণ ব্যতিরেকে কার্য্য হইতে পারে না। অথবা উহাদিগের কথানুসারে যদি তদ্রূপই হয় তবে, পঠন ও পাঠন, শ্রবণ ও শ্রাবণ এবং জ্ঞানীদিগের সৎসঙ্গানুষ্ঠান ব্যতিরেকে এক্ষণেও কেন উহাদিগের মধ্যে জ্ঞানী উৎপন্ন হয় না? যখন সেরূপ হয় না তখন, এইরূপ কথন সর্ব্বথা নির্মূল, যুক্তিশূন্য এবং সন্নিপাত-রোগগ্রস্ত মনুষ্যের প্রলাপের তুল্য। বৌদ্ধদিগের যে শূন্যরূপ অদ্বৈত উপদেশ আছে তদ্বিষয়ে, বলা যাইতে পারে যে, বিদ্যমান বস্তু কখন শূন্যরূপ হইতে পারে না। অবশ্য সমস্তই সূক্ষ্ম কারণরূপ হইয়া যায় সুতরাং, একথাও ভ্রমরূপ। যদি দ্রব্যসমূহ উপার্জ্জন করতঃ পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশায়তন পূজাকে মোক্ষসাধন মনে করিতে যায় তবে, দশ প্রাণ এবং একাদ জীবাত্মার কেন পূজা করা হয় না? যদি ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণের পূজাই মোক্ষপ্রদ হইল তাহা হইলে, এই সকল বৌদ্ধ এবং বিষয়ী লোকদিগের মধ্যে আর কি প্রভেদ রহিল? যদি উহা হইতেই বৌদ্ধগণ রক্ষা না পাইল তাহা হইলে মুক্তিই বা কোথায় রহিল? এরূপ হইলে মুক্তির প্রয়োজন কি? ইহারা এতদূর নিজদিগের অবিদ্যার উন্নতি করিয়াছে যে, ইহাদিগের সাদৃশ্য অন্যের সহিত ঘটিতে পারে না। ইহাতে এইরূপ নিশ্চয় হয় যে ইহাদিগের বেদ এবং ঈশ্বরের সহিত বিরোধ করিবারই ফল প্রাপ্তি হইয়াছে। প্রথমে ইহারা সংসারকে কেবল দুঃখরূপ ভাবনা করিল, আবার তন্মধ্যে দ্বাদশায়তন পূজার সূচনা করিল। ইহাদিগের দ্বাদশায়তন পূজা কি সাংসারিক পদার্থের বহিঃস্থিত যে উহা মুক্তিপ্রদ হইতে পারিবে? ভাবিয়া দেখ যদি কেহ যে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রত্ন অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয় তবে, কি তাহার সে অন্বেষ্টব্যের প্রাপ্তি হইতে পারে? বেদ এবং ঈশ্বর না মানাতেই ইহাদিগের লীলা এইরূপ হইয়াছে। এক্ষণেও ইহারা যদি ইচ্ছা করে তবে, বেদ এবং ঈশ্বরের আশ্রয় লইয়া আপনাদিগের জন্ম সফল করুক। বিবেকবিলাস গ্রন্থে বৌদ্ধদিগের মত এইরূপ লিখিত আছে :—

বৌদ্ধানাং সুগতো দেবো বিশ্বং চ ক্ষণভঙ্গুরম্।
আর্য্যসত্ত্বাখ্যয়াদত্ত্বচতুষ্টয়মিদং ক্রমাৎ ॥ ১ ॥
দুঃখমায়তনং চৈব ততঃ সমুদয়ো মতঃ।
মার্গশ্চেত্যস্য চ ব্যাখ্যা ক্রমেণ শ্রূয়তামতঃ ॥ ২ ॥

দুঃখসংসারিণস্কন্ধাস্তে চ পঞ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
বিজ্ঞানং বেদনাসংজ্ঞা সংস্কারো রূপমেব চ ॥ ৩ ॥
পঞ্চেন্দ্রিয়াণি শব্দা বা বিষয়াঃ পঞ্চ মানসম্।
ধর্ম্মায়তনমেতানি দ্বাদশায়তনানি তু ॥ ৪ ॥
রাগাদীনাং গণো যঃ স্যাৎ সমুদেতি নৃণাং হৃদি।
আত্মাত্মীয়স্বভাবাখ্যঃ স স্যাৎ সমুদয়ঃ পুনঃ ॥ ৫ ॥
ক্ষণিকাঃ সর্ব্বসংস্কারা ইতি যা বাসনা স্থিরা।
স মার্গ ইতি বিজ্ঞেয়ঃ স চ মোক্ষোঽভিধীয়তে ॥ ৬ ॥
প্রত্যক্ষানুমানং চ প্রমাণং দ্বিতয়ং তথা।
চতুঃপ্রস্থানিকা বৌদ্ধাঃ খ্যাতা বৈভাষিকাদয়ঃ ॥ ৭ ॥
অর্থো জ্ঞানান্বিতো বৈভাষিকেণ বহু মন্যতে।
সৌত্রান্তিকেন প্রত্যক্ষগ্রাহ্যোঽর্থো ন বহির্মতঃ ॥ ৮ ॥
আকারসহিতা বুদ্ধির্যোগাচারস্য সম্মতা।
কেবলাং সংবিদাং স্বস্থাং মন্যন্তে মধ্যমাঃ পুনঃ ॥ ৯ ॥
রাগাদিজ্ঞান সন্তান বাসনাচ্ছেদ সম্ভবা।
চতুর্ণামপি বৌদ্ধানাং মুক্তিরেষা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ১০ ॥
কৃত্তিঃ কুমণ্ডলুর্মৌণ্ড্যং চীরং পূর্ব্বাহ্নভোজনম্।
সংঘো রক্তাম্বরত্বংচ শিশ্রিয়ে বৌদ্ধভিক্ষুভিঃ ॥ ১১ ॥

বৌদ্ধদিগের পূজনীয় ভগবান সুগতদেব বুদ্ধ, ক্ষণভঙ্গুর জগৎ, আর্য্য পুরুষ ও আর্য্যা স্ত্রী এবং তত্ত্ব সকলের আখ্যা ও সংজ্ঞাদি প্রসিদ্ধি এই চারি তত্ত্ব বৌদ্ধদিগের মন্তব্য পদার্থ ॥১॥ এই বিশ্বকে দুঃখের গৃহ জানিলে তদনন্তর সমুদয় অর্থাৎ উন্নতি হইয়া থাকে। ক্রমশঃ ইহার ব্যাখ্যা শ্রবণ কর ॥ ২ ॥ সংসারে দুঃখই আছে এবং যে পঞ্চ স্কন্ধ পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে তৎসমুদয় জানিবে ॥ ৩ ॥ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, উহাদিগের শব্দাদি পঞ্চ বিষয় এবং মন ও বুদ্ধি অর্থাৎ অন্তঃকরণ ও ধর্ম্মের স্থান এই দ্বাদশ আছে ॥ ৪ ॥ মনুষ্যদিগের হৃদয়ে যে রাগ দ্বেষাদি সমূহের উৎপত্তি হয় তৎসমুদয়, আত্মা, ও আত্মার সম্বন্ধীয় এবং স্বভাব, ইহাই আখ্যা এবং ইহা হইতে পুনরায় সমস্ত উৎপন্ন হয় ॥ ৫ ॥ সমস্ত সংস্কার

ক্ষণিক। বাসনা স্থির হওয়াই বৌদ্ধদিগের মার্গ এবং উক্ত শূন্য তত্ত্ব শূন্যরূপ হইয়া যাওয়াই মোক্ষ ॥ ৬ ॥ বৌদ্ধগণ প্রত্যক্ষ এবং অনুমান এই দুইমাত্র প্রমাণ স্বীকার করে; ইহাদিগের মধ্যে চারি প্রকার ভেদ আছে যথা :—বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক, যোগাচার এবং মাধ্যমিক ॥ ৭ ॥ ইহাদিগের মধ্যে বৈভাষিকেরা জ্ঞানবিষয়ীভূত অর্থকে বিদ্যমান বলিয়া স্বীকার করে, কারণ সিদ্ধপুরুষেরা যাহা জ্ঞানবিষয়ীভূত নহে তাহা, বিশ্বাস করিতে পারেন না। সৌত্রান্তিকেরা আন্তরিক পদার্থের প্রত্যক্ষতা মানে, বাহ্য পদার্থের নহে ॥ ৮ ॥ যোগাচারীগণ আকার সহিত ও বিজ্ঞানযুক্ত বুদ্ধি স্বীকার করে। মাধ্যমিকগণ আত্মায় পদার্থ সকলের জ্ঞান মাত্র স্বীকার করে এবং পদার্থ স্বীকার করে না ॥ ৯ ॥ এই চারি প্রকার বৌদ্ধই রাগাদি জ্ঞানপ্রবাহের বাসনা নাশ হইতে মুক্তি উৎপন্ন হয় এইরূপ মানিয়া থাকে ॥ ১০ ॥ মৃগাদি চর্ম্ম, কমণ্ডলু, মুণ্ডিত মুণ্ড, বল্কল বস্ত্র, এবং রক্ত বস্ত্র ইহা, বৌদ্ধ সাধুদিগের বেশ এবং উহারা পূর্ব্বাহ্নে অর্থাৎ ৯ ঘটিকার পূর্ব্বে ভোজন করে ও একক থাকে না ॥১১॥ ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, যদি বৌদ্ধদিগের সুগত বুদ্ধদেবই হন তবে, তাঁহার গুরু কে ছিল? যদি বিশ্ব ক্ষণভঙ্গুর হয় তবে, চিরদৃষ্ট পদার্থ সম্বন্ধে "তাহা এইরূপ" এবম্বিধ স্মরণ হওয়া উচিত নহে। ক্ষণভঙ্গ হইলে উহা পদার্থই থাকে না অতএব কাহার স্মরণ হইবে? ॥১॥ বৌদ্ধদিগের যদি ক্ষণভঙ্গবাদ মার্গ হইল তবে, ইহাদিগের মোক্ষ ও ক্ষণভঙ্গ হইল। যদি জ্ঞানযুক্তঅর্থ দ্রব্য হইল তবে, জড় দ্রব্যও জ্ঞানযুক্ত হইবে এবং তাহা হইলে উহারা কাহার উপর চালনাদি ক্রিয়া করে? দেখ, যাহা বাহিরে দৃষ্ট হয় তাহা, কিরূপে মিথ্যা হইতে পারে? যদি আকাশের সহিত থাকে তাহা হইলেও দৃশ্য হওয়া আবশ্যক। যদি কেবল জ্ঞানই হৃদয় মধ্যে আত্মস্থ হয় এবং বাহ্য পদার্থের কেবল জ্ঞানই মানা যায় তাহা হইলে, জ্ঞেয় পদার্থ ব্যতিরেকে জ্ঞান হইতেই পারে না। যদি বাসনাচ্ছেদই মুক্তি হয় তবে, সুষুপ্তির অবস্থাকেও মুক্তি মানিতে হয়। এরূপ মানা বিদ্যাবিরুদ্ধ হেতু সর্ব্বথা তিরস্করণীয়। এই সকল বিবরণ দ্বারা সংক্ষেপতঃ বৌদ্ধমতস্থ দিগের বিষয় প্রদর্শিত হইল। বুদ্ধিমান্ ও বিচারশীল পুরুষ সকল ইহা অবলোকন করিলেই জানিতে পারিবেন যে, ইহাদিগের বিদ্যা এবং মত কিরূপ? এই সকল মত জৈনগণও মানিয়া থাকে।

## অতঃপর জৈন মত বর্ণন হইবে।—

প্রকরণরত্নাকর ১ম ভাগ ও নয়চক্রসারে নিম্নলিখিত বিষয় লিখিত আছে :—

বৌদ্ধগণ সময়ে সময়ে নূতন নূতন ভাববিশিষ্ট (১) আকাশ, (২) কাল (৩) জীব এবং (৪) পুদ্গল এই চারি দ্রব্য মানিয়া থাকে এবং জৈনগণ ধর্ম্মাস্তিকায় অধর্ম্মাস্তিকায়, আকাশাস্তিকায়, পুদ্গলাস্তিকায়, জীবাস্তিকায় এবং কাল এই ছয় দ্রব্য মানিয়া থাকে। ইহার মধ্যে কালকে আস্তিকায় বলিয়া স্বীকার করে না পরন্তু, এইরূপ বলে

যে কাল উপচারতঃ দ্রব্য হয় বটে কিন্তু, বাস্তবিক তাহা নহে। উহাদিগের মধ্যে "ধর্ম্মাস্তিকায়"—গতিপরিণামী ভাব বশতঃ পরিণাম প্রাপ্ত জীব এবং পুদ্গল, ইহাদিগের গতি সমীপ হইতে স্তম্ভন করিবার হেতুকে ধর্ম্মাস্তিকায় কহে এবং উহা অসংখ্য প্রদেশ পরিমাণ এবং লোক মধ্যে ব্যাপক। দ্বিতীয় "অধর্ম্মাস্তিকায়" ইহা স্থিরতা বশতঃ পরিণামী জীব এবং পুদ্গলের স্থিতি নিমিত্ত আশ্রয়ের হেতু। তৃতীয় "আকাশাস্তিকায়" উহার সম্বন্ধে বলে যে উহা সকল দ্রব্যের আধার এবং উহাতে অবগাহন প্রবেশ ও নির্গমাদি ক্রিয়ানুষ্ঠায়ী জীব এবং উহা পুদ্গলদিগের অবগাহনের হেতুভূত ও সর্ব্বব্যাপী। চতুর্থ "পুদ্গলাস্তিকায়" অর্থাৎ যাহা কারণরূপ সূক্ষ্ম, নিত্য, একরস, বর্ণ গন্ধ, স্পর্শ, এবং কার্য্যের লিঙ্গপূরণের ও দ্রবীভূত হইবার স্বভাববিশিষ্ট হইয়া থাকে। পঞ্চম "জীবাস্তিকায়" অর্থাৎ যাহা চেতনালক্ষণ, জ্ঞান ও দর্শনের উপযুক্ত, অনন্ত পর্য্যায়ক্রমে পরিণামী হইবার যোগ্য এবং কর্ত্তা ও ভোক্তা হইয়া থাকে। ষষ্ঠ "কাল" যাহা, পূর্ব্বোক্ত পঞ্চাস্তিকায়ের পরত্ব ও অপরত্ব; এবং নবীনতা ও প্রাচীনতার চিহ্নরূপে প্রসিদ্ধ এবং বর্ত্তমানরূপ পর্য্যায়যুক্ত তাহাকেই, "কাল" কহা যায়। (সমীক্ষক) বৌদ্ধগণ যে চারি দ্রব্য সময়ে সময়ে নূতন নূতন বলিয়া মনে করে তাহা মিথ্যা। কারণ আকাশ, কাল, জীব এবং পরমাণু, নূতন অথবা পুরাতন কখন হইতে পারে না। কারণ ইহারা অনাদি এবং কারণরূপ বশতঃ অবিনাশী হওয়াতে উহাতে আর নূতনত্ব অথবা পুরাতনত্ব ঘটিতে পারে না। জৈনদিগের ও বিশ্বাস সঙ্গত নহে কারণ, ধর্ম্মাধর্ম্ম দ্রব্য নহে পরন্তু, উহারা গুণ। এই উভয় জীবাস্তিকায় মধ্যে আসিতে পারিত সুতরাং আকাশ, পরমাণু, জীব এবং কাল মানিলেই সঙ্গত হইত। বৈশেষিকগণ যে নব দ্রব্য স্বীকার করেন তাহাই সঙ্গত। কারণ পৃথিব্যাদি পঞ্চ তত্ত্ব, কাল, দিক্, আত্মা এবং মন এই নয় পদার্থই নিশ্চিত আছে। এক জীবকে চেতন মানিয়া, ঈশ্বরকে বিশ্বাস না করা জৈন এবং বৌদ্ধদিগের মিথ্যা পক্ষপাতের কথা।

বৌদ্ধ এবং জৈনগণ যে সপ্তভঙ্গী এবং স্যাদ্বাদ মানিয়া থাকে তাহা এইরূপ :—"সন্ ঘটঃ" ইহাকে প্রথম ভঙ্গ কহে, কারণ ঘট আপনার বিদ্যমানতা যুক্ত অর্থাৎ ঘট আছে ইহা দ্বারা, অভাবের বিরোধ করা হইল। দ্বিতীয় ভঙ্গ "অসন্ ঘটঃ" ঘট নাই। প্রথম ঘটের ভাবানুসারে এই ঘটের অসদ্ভাব দ্বিতীয় ভঙ্গ হইল। তৃতীয় ভঙ্গ যেরূপ "সন্নসন্ ঘটঃ" অর্থাৎ ঘট বটে কিন্তু পট নহে ইহা, পূর্ব্বোক্ত উভয় হইতে পৃথক্‌রূপ হইল। চতুর্থ ভঙ্গ "ঘটোঽঘটঃ" যেমন "অঘটঃ পটঃ", দ্বিতীয় ঘটের অভাব আপনার উপর থাকাতে ঘটকে অঘট বলা যায়। এক সময়ে উহার দুই সংজ্ঞা হয় অর্থাৎ ঘট এবং অঘটও হইয়া থাকে। পঞ্চম ভঙ্গ—যেমন ঘট, পট, কহিবার অযোগ্য, অর্থাৎ উহাতে ঘটত্ব বক্তব্য এবং পটত্ব অবক্তব্য। ষষ্ঠ ভঙ্গ যেমন যে ঘট নাই তাহা

বলিবার যোগ্যও নহে ; এবং যে ঘট আছে তাহাই আছে এবং তাহা বলিবার যোগ্যও হইয়া থাকে। সপ্তম ভঙ্গ এইরূপ, যেমন যাহা বলিবার ইষ্ট বটে পরন্তু, তাহা নাই এবং বলিবার যোগ্যও ঘটিতে পারে না। এইরূপ—

স্যাদস্তি জীবোঽয়ং প্রথমো ভঙ্গঃ ॥ ১ ॥
স্যান্নাস্তি জীবো দ্বিতীয়ো ভঙ্গঃ ॥ ২ ॥
স্যাদবক্তব্যো জীবস্তৃতীয়ো ভঙ্গঃ ॥ ৩ ॥
স্যাদস্তি নাস্তি নাস্তিরূপো জীবশ্চতুর্থো ভঙ্গঃ ॥ ৪ ॥
স্যাদস্তি অবক্তব্যো জীবঃ পঞ্চমো ভঙ্গঃ ॥ ৫ ॥
স্যান্নাস্তি অবক্তব্যো জীবঃ ষষ্ঠো ভঙ্গঃ ॥ ৬ ॥
স্যাদস্তি নাস্তি অবক্তব্যো জীব ইতি সপ্তমো ভঙ্গঃ ॥৭॥

অর্থাৎ জীব আছে এইরূপ কথন হইলে জীবে জীবের বিরোধী জড় পদার্থের অভাবরূপ প্রথম ভঙ্গ বলা যায়। দ্বিতীয় ভঙ্গ এইরূপ যে, জীব জড়ে নাই এইরূপ কথনও হইয়া থাকেন এবং ইহাকে দ্বিতীয় ভঙ্গ কহে। জীব আছে পরন্তু, বলিবার যোগ্য নহে, ইহাকে তৃতীয় ভঙ্গ কহে। জীব যখন শরীর ধারণ করে তখন, প্রসিদ্ধ এবং যখন শরীর হইতে পৃথক হয় তখন, অপ্রসিদ্ধ থাকে এইরূপ, কথন হইলে তাহাকে চতুর্থভঙ্গ কহিয়া থাকে। জীব আছে পরন্তু, কথনের যোগ্য নহে এইরূপ, কথন হইলে তাহাকে পঞ্চম ভঙ্গ কহে। জীব প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা কথনে আইসে না বলিয়া চক্ষুর প্রত্যক্ষ নহে, এই ব্যবহারকে ষষ্ঠ ভঙ্গ কহে। এককালে জীবের অনুমান দ্বারা হওয়া, অদৃশ্যমান বলিয়া না হওয়া এবং একরূপ না থাকা পরন্তু প্রতিক্ষণে পরিণামপ্রাপ্ত হওয়া অর্থাৎ "অস্তি" ও "নাস্তি" এরূপ হইবে না এবং "নাস্তি" ও "অস্তি" এরূপ ব্যবহারও না হওয়াকে, সপ্তম ভঙ্গ কহে।

এইরূপ নিত্যত্ব সপ্তভঙ্গী এবং অনিত্যত্ব সপ্তভঙ্গী হইয়া থাকে। সামান্য ধর্ম্ম, বশেষ ধর্ম্ম, গুণ এবং পর্য্যায়েরও প্রত্যেক বস্তুতে সপ্তভঙ্গী হইয়া থাকে। এইরূপে দ্রব্য, গুণ, স্বভাব এবং পর্য্যায় সকল অনন্ত হওয়াতে সপ্তভঙ্গী ও অনন্ত হইয়া থাকে। ইহাকে বৌদ্ধ ও জৈনদিগের স্যাদ্বাদ এবং সপ্তভঙ্গীর ন্যায় বলা যায়। (সমীক্ষক) এক অন্যোন্যাভাব সূচিত সাধর্ম্ম এবং বৈধর্ম্ম্য মধ্যেই এই সকল কথা চরিতার্থ হইতে পারে। এই সরল প্রকরণ ত্যাগ করিয়া দুরূহ বাক্যজাল রচনা করা কেবল অজ্ঞানীদিগকে ভ্রান্ত করিবার নিমিত্ত হইয়া থাকে। দেখ, জীবের অজীবে এবং অজীবের জীবে অভাব থাকে। যেমন জীব এবং জড় বর্ত্তমান বলিয়া সাধর্ম্ম্য আছে

এবং এক চেতন ও অপর জড় বলিয়া উভয়ের বৈধর্ম্ম্য আছে অর্থাৎ; চেতনত্ব ( অস্তি ) আছে এবং জড়ত্ব ( নাস্তি ) নাই। এইরূপ জড়ে জড়ত্ব আছে এবং চেতনত্ব নাই। এইরূপ গুণ, কর্ম্ম ও স্বভাবের সমান ধর্ম্ম এবং বিরুদ্ধ ধর্ম্মের বিচার করিলেই ইহাদিগের সমস্ত সপ্তভঙ্গী এবং স্যাদ্বাদ যখন সুগমভাবে বোধ হয় তখন, এতদূর প্রপঞ্চ বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন কি? এ বিষয়ে বৌদ্ধ এবং জৈনদিগের এক মত। অল্প পরিমাণে পৃথক্ পৃথক্ হওয়াতে ভিন্নভাবও হইয়া যায়।

ইহার পর কেবল জৈন মত বিষয় লিখিত হইতেছে:—

চিদচিদ্ দ্বে পরে তত্ত্বে বিবেকস্তদ্বিবেচনম্।
উপাদেয়মুপাদেয়ং হেয়ং হেয়ং চ কুর্ব্বতঃ ॥ ১ ॥
হেয়ং হি কর্ত্তৃরাগাদি তৎ কার্য্যমবিবেকিনঃ।
উপাদেয়ং পরং জ্যোতিরুপযোগৈকলক্ষণম্ ॥ ২ ॥

জৈনগণ "চিৎ" এবং "অচিৎ" অর্থাৎ চেতন এবং জড় এই দুই পরতত্ত্ব স্বীকার করে। এই উভয়ের বিবেচনার নাম বিবেক। যাহা যাহা গ্রহণের যোগ্য তত্তৎকে গ্রহণ এবং যাহা যাহা ত্যাগের যোগ্য তত্তৎ ত্যাগকর্ত্তাকে বিবেকী কথিত হয় ॥ ১ ॥ জগতের কর্ত্তা ও রাগাদি এবং ঈশ্বর জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছেন এই অবিবেকীর মত ত্যাগ করা এবং যোগ দ্বারা লক্ষিত পরমজ্যোতিঃস্বরূপ জীবের গ্রহণ করাই উত্তম ॥ ২ ॥ অর্থাৎ জীব ব্যতিরেকে দ্বিতীয় চেতনতত্ত্ব ঈশ্বরকে ইহারা মানে না। জৈন ও বৌদ্ধগণ বিশ্বাস করে যে, অনাদিসিদ্ধ ঈশ্বর নাই। এ বিষয়ে রাজা শিবপ্রসাদ মহোদয় ইতিহাস-তিমিরনাশক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, প্রথম জৈন ও দ্বিতীয় বৌদ্ধ এই দুই নামই পর্য্যায়বাচী শব্দ পরন্তু, বৌদ্ধদিগের মধ্যে বামমার্গী ও মদ্যমাংসাহারী বৌদ্ধ থাকায় এবং উহাদিগের সহিত জৈনদিগের বিরোধ আছে। পরন্তু যিনি মহাবীর এবং গৌতম-গণধর ছিলেন বৌদ্ধগণ, তাঁহার নাম বুদ্ধ রাখিয়াছিল এবং জৈনগণ গণধর ও জিনবর রাখিয়া ছিল। ইহার মধ্যে জিনের পরম্পরাই জৈতমত।" উক্ত রাজা শিবপ্রসাদ মহোদয় তাঁহার "ইতিহাস-তিমিরনাশক" গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে লিখিয়াছেন যে, স্বামী শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বে জিনের ভূতপূর্ব্ব কূল এক সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠার সহিত কালাতিপাত করিয়াছিল; এবং সমস্ত ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ও জৈনমত বিস্তৃত ছিল, ইহার উপর তাঁহার টিপ্পনী এইরূপ:—"বৌদ্ধ বলাতে আমার আস্থা এই মতে আছে। এই মত মহাবীর গণধর গৌতম স্বামীর সময় হইতে শঙ্করস্বামীর সময় পর্য্যন্ত বেদবিরুদ্ধ হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষে বিস্তৃত ছিল এবং এই মত (পূর্ব্বে) অশোক মানিতেন এবং সম্প্রতি মহারাজ মানিয়াছেন। জৈনগণ কোনরূপই ইহার বাহিরে যাইতে

পারে না। জিন যাহা হইতে জৈন শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে এবং বুদ্ধ যাহা হইতে বৌদ্ধ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে এই দুইই, পর্য্যায়বাচী শব্দ এবং কোষেএই দুই শব্দের এক অর্থ লিখিত আছে ও গৌতমকে ইহাঁরা উভয়ে মানিয়া থাকেন। বর্ণা, দীপবংশ ইত্যাদি পুরাতন বৌদ্ধগ্রন্থে শাক্যমুনি গৌতমবুদ্ধকে অকশর ও মহাবীর নামে লিখিত হইয়াছে। তাঁহার সময়ে তাঁহার একই মত ছিল। **আমি জৈন** না লিখিয়া গৌতমের মতাবলম্বীদিগকে যে বৌদ্ধ লিখিয়াছি তাহার কেবল এইমাত্র প্রয়োজন যে, ভিন্ন দেশবাসী গণও উহাদিগকে বৌদ্ধ নামেই লিখিয়াছেন"। অমরকোষেও এইরূপ লিখিত আছে:—

সর্ব্বজ্ঞঃ সুগতো বুদ্ধো ধর্ম্মরাজস্তথাগতঃ।
সমন্তভদ্রো ভগবান্মারজিল্লোকজিজ্জিনঃ ॥ ১ ॥
ষড়ভিজ্ঞো দশবলোঽদ্বয়বাদী বিনায়কঃ।
মুনীন্দ্রঃ শ্রীঘনঃ শাস্তা মুনিঃ শাক্যমুনিস্তু যঃ ॥ ২ ॥
স শাক্যসিংহঃ সর্বার্থঃসিদ্ধশৌদ্ধোদনিশ্চ সঃ।
গৌতমশ্চার্কবন্ধুশ্চ মায়াদেবীসুতশ্চ সঃ ॥ ৩ ॥
অমরকোষ কাঃ ১-বর্গ-১ শ্লোক ৮—১০

এক্ষণে দেখ যে বুদ্ধ ও জিন এবং বৌদ্ধ ও জৈন এক জনেরই নাম কি না? অমরসিংহও কি, বুদ্ধ ও জিন এইরূপ এক লিখিয়া ভ্রম করিয়াছেন? জৈন অবিদ্বান হইলে সে আপনাকেও বুঝে না এবং অপরকেও বুঝিতে পারে না কিন্তু, কেবল ভ্রমবশতঃ প্রলাপোক্তি করিয়া থাকে। পরন্তু জৈনদিগের মধ্যে যিনি বিদ্বান্ তিনি বুঝিবেন যে, "বুদ্ধ" ও "জিন" এবং "বৌদ্ধ ও "জৈন" ইহা পর্য্যায়বাচী শব্দ, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। জৈনগণ বলে যে জীবই পরমেশ্বর হইয়া যায়। ইহারা আপনাদিগের তীর্থঙ্করদিগকেই কেবলী মুক্তি প্রাপ্ত ও পরমেশ্বর মনে করে এবং অনাদি পরমেশ্বর কেহ নাই এইরূপ বিশ্বাস করে। সর্ব্বজ্ঞ, বীতরাগ, অর্হন্, কেবলী, তীর্থঙ্কৃত এবং জিন,নাস্তিকদিগের দেবতার এই ছয় নাম আছে। চন্দ্রসূরিকৃত "আপ্তনিশ্চয়ালঙ্কার" গ্রন্থে আদি দেবের স্বরূপ লিখিয়াছেন:—

সর্ব্বজ্ঞো বীতরাগাদিদোষ স্ত্রৈলোক্যপূজিতঃ
যথাস্থিতার্থবাদী চ দেবোঽর্হন্ পরমেশ্বর ১

"তৌতাতিতো" ও এইরূপ লিখিয়াছেন:—

সর্ব্বজ্ঞো দৃশ্যতে তাবন্নেদানীমস্মদাদিভিঃ
দৃষ্টো ন চৈকদেশোঽস্তি লিঙ্গং বা যোঽনুমাপয়েৎ ॥২॥
ন চাগমবিধিঃ কশ্চিন্নিত্যসর্ব্বজ্ঞবোধকঃ।
ন চ তত্রার্থবাদানাং তাৎপর্য্যমপি কল্পতে॥ ৩ ॥
ন চান্যার্থপ্রধানৈস্তৈস্তদস্তিত্বং বিধীয়তে।
ন চানুবাদিতুং শক্যঃ পূর্ব্বমন্যৈরবোধিতঃ॥ ৪ ॥

যিনি রাগাদি দোষরহিত, ত্রৈলক্য মধ্যে পূজনীয়, যথাবৎ পদার্থের বক্তা এবং সর্ব্বজ্ঞ অর্হন্ ও দেব, তিনিই পরমেশ্বর ॥ ১ ॥ আমরা কোন সময়ে পরমেশ্বরকে দেখিতে পাই না এজন্য, কোন সর্ব্বজ্ঞ ও অনাদি ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ প্রমাণ সম্ভব হয় না অতএব ইহার অনুমানও ঘটিতে পারে না কারণ, একদেশ প্রত্যক্ষ ব্যতিরেকে অনুমান হইতে পারে না ॥ ২ ॥ যখন প্রত্যক্ষ ও অনুমান সম্ভব হয় না তখন, আগম অর্থাৎ নিত্য, অনাদি ও সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মার বোধক শব্দ ও প্রমাণ হইতে পারে না। যখন এই তিন প্রমাণই ঘটিল না তখন, অর্থবাদ অর্থাৎ স্তুতি বা নিন্দা, পরকৃতি অর্থাৎ পরকৃত চরিত্র বর্ণন এবং পুরাকল্প অর্থাৎ ইতিহাসের তাৎপর্য্যও ঘটিতে পারে না ॥ ৩ ॥ অন্যার্থ প্রধান অর্থাৎ বহুব্রীহি সমাসের তুল্য পরোক্ষ পরমাত্মার সিদ্ধি বিহিত হইতে পারে না এবং ঈশ্বরের উপদেষ্টাদিগের নিকট শ্রবণ ব্যতিরেকে অনুবাদই বা কিরূপে হইতে পারে? ॥ ৪ ॥ ইহার প্রত্যাখ্যান অর্থাৎ খণ্ডন যথা:—যদি অনাদি ঈশ্বর না থাকেন তবে, "অর্হন্" দেবের মাতা ও পিতাদির শরীরের গঠন কে নির্ম্মাণ করিল? সংযোগকর্ত্তা ব্যতিরেকে যথাযোগ্য সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন এবং যথোচিত কার্য্য করিবার উপযুক্ত শরীর নির্ম্মিত হইতে পারে না। যে পদার্থে শরীর নির্ম্মিত হয় তাহা, জড় হওয়াতে স্বয়ং এইরূপ উত্তম রচনাযুক্ত শরীররূপ হইয়া নির্ম্মিত হইতে পারে না; কারণ উহাতে যথাযোগ্য নির্ম্মাণের জ্ঞান নাই। যাহা রাগাদি দোষযুক্ত হইয়া পশ্চাৎ দোষরহিত হয় তাহা কখন ঈশ্বর হইতে পারে না। যদি নিমিত্ত বশতঃ কেহ রাগাদি হইতে মুক্ত হয় তবে, সেই মুক্তি, নিমিত্তের কার্য্যরূপ হওয়াতে, নিমিত্ত অপসৃত হইলে, মুক্তিও অনিত্য হইবে। যাহা অল্প এবং অল্পজ্ঞ তাহা, কখন সর্ব্বব্যাপক এবং সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে না কারণ, জীবের স্বরূপ একদেশী এবং পরিমিত গুণ কর্ম্ম ও স্বভাব বিশিষ্ট হইয়া থাকে সুতরাং, উহা সকল বিদ্যা বিষয়ে সর্ব্ব প্রকারে যথার্থবক্তা হইতে পারে না। অতএব তোমাদিগের তীর্থঙ্কর কখন পরমেশ্বর হইতে পারেন না ॥ ১ ॥ তোমরা প্রত্যক্ষ পদার্থ স্বীকার কর এবং অপ্রত্যক্ষ স্বীকার কর না। যেরূপ কর্ণের দ্বারা রূপ এবং চক্ষু দ্বারা শব্দ

গ্রহণ হইতে পারে না তদ্রূপ অনাদি পরমাত্মাকে দেখিবার জন্য সাধন শুদ্ধান্তঃকরণ হওয়া আবশ্যক। বিদ্যা এবং যোগাভ্যাস দ্বারা পবিত্রাত্মা পরমাত্মাকে যোগী প্রত্যক্ষ দর্শন করে। যেরূপ পাঠ ব্যতিরেকে বিদ্যার প্রয়োজন প্রাপ্তি হয় না তদ্রূপ, যোগাভ্যাস এবং বিজ্ঞান ব্যতিরেকে পরমাত্মাও দৃষ্টিগোচর হন না। যেরূপ ভূমির রূপাদি গুণ দেখিয়া এবং জানিয়া গুণ সমূহের অব্যবহিত সম্বন্ধ দ্বারা পৃথিবী প্রত্যক্ষ হয় তদ্রূপ, সৃষ্টিতে পরমাত্মার রচনার বিশেষরূপ লিঙ্গ দেখিয়া পরমাত্মা প্রত্যক্ষ হন। পাপাচরণেচ্ছার সময় যে ভয়, শঙ্কা এবং লজ্জা উৎপন্ন হয় তাহা, পরমাত্মার দিক্ হইতে আইসে এবং ইহাতেও পরমাত্মা প্রত্যক্ষ হন। অনুমান ঘটা সম্বন্ধে কি সন্দেহ হইতে পারে? ॥ ২ ॥ প্রত্যক্ষ ও অনুমান ঘটাতে আগম প্রমাণও, নিত্য অনাদি ও সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের বোধক হইয়া থাকে। সুতরাং শব্দপ্রমাণও, ঈশ্বর সঙ্গত হইল। জীব যখন তিন প্রমাণের দ্বারা ঈশ্বরকে জানিতে পারে, তখন অর্থবাদ অর্থাৎ পরমেশ্বরের গুণ সমূহের প্রশংসা করাও যথার্থ ঘটিত হইতেছে। কারণ যে পদার্থ নিত্য, তাহার গুণ, কর্ম্ম ও স্বভাবও নিত্য হইয়া থাকে এবং তাহার প্রশংসা করিতে কিছুই প্রতিবন্ধক নাই ॥ ৩ ॥ মনুষ্যদিগের মধ্যে কর্ত্তা ব্যতিরেকে যেরূপ কোন কার্য্যই হয় না তদ্রূপ, কর্ত্তা ব্যতিরেকে এই মহৎ কার্য্য হওয়াও সর্ব্বথা অসম্ভব যখন এইরূপ হইল তখন, ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে মূঢ় ব্যক্তিরও সন্দেহ হইতে পারে না। পরমাত্মা বিষয়ে উপদেশক দিগের নিকট শ্রবণ করিয়া পশ্চাৎ অনুবাদ ক্রিয়াও সরল হইয়া থাকে। সুতরাং প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বরের খণ্ডন করা প্রভৃতি জৈনদিগের অনুচিত ব্যবহার বলিতে হইবে।

( প্রশ্ন )

অনাদে রাগমস্যার্থো ন চ সর্ব্বজ্ঞ আদিমান।
কৃত্রিমেণ ত্বসত্যেন স কথং প্রতিপাদ্যতে ॥ ১॥
অথ তদ্বচনেনৈব সর্ব্বজ্ঞোঽন্যৈঃ প্রদীয়তে।
প্রকল্পেত কথং সিদ্ধিরন্যোন্যাশ্রয়য়োস্তয়োঃ ॥ ২ ॥
সর্ব্বজ্ঞোক্ততয়া বাক্যং সত্যং তেন তদস্তিতা।
কথং তদুভয়ং সিদ্ধেৎ সিদ্ধমূলান্তরাদৃতে ॥ ৩ ॥

মধ্যকালে সর্ব্বজ্ঞান সম্পন্ন হইয়াছে এরূপ, শাস্ত্রের অর্থ অনাদি হইতে পারে না। কারণ কৃত্রিম অসত্য বচন দ্বারা কিরূপে তাহার প্রতিপাদন হইতে পারে? ॥ ১ ॥ যদি অনাদি পরমেশ্বরের বাক্য হইতে পরমেশ্বর সিদ্ধ হয়েন তাহা হইলে, অনাদি ঈশ্বর হইতে

অনাদি শাস্ত্রের সিদ্ধি এবং অনাদি শাস্ত্র হইতে অনাদি ঈশ্বরের সিদ্ধি এইরূপ, অন্যোন্যাশ্রয় দোষ আইসে ॥ ২ ॥ কারণ সর্ব্বজ্ঞের কথানুসারে বেদবাক্য সত্য এবং সেই বেদবাক্য হইতেই ঈশ্বরের সিদ্ধি করিতেছ ইহা, কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে? উক্ত শাস্ত্রের এবং পরমেশ্বরের সিদ্ধির জন্য তৃতীয় কোন প্রমাণ আবশ্যক। যদি এরূপ মনে কর তাহা হইলে, অনবস্থা দোষ আসিয়া পড়ে ॥ ৩ ॥ ( উত্তর ) আমরা পরমেশ্বর এবং তাঁহার গুণ, কর্ম্ম ও স্বভাবকে অনাদি বলিয়া মানিয়া থাকি। অনাদি ও নিত্য পদার্থে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ আসিতে পারে না। যেরূপ কার্য্য হইতে কারণ জ্ঞান এবং কারণ হইতে কার্য্য বোধ হয় এবং কার্য্যে কারণস্বভাব ও কারণে কার্য্যস্বভাব নিত্য তদ্রূপ, পরমেশ্বর এবং তাঁহার অনন্ত বিদ্যাদি গুণ, নিত্য বলিয়া ঈশ্বরপ্রণীত বেদে অনবস্থা দোষ আইসে না ॥ ১ ॥ ২ ॥ ৩ ॥ তোমরা যে তীর্থঙ্কর দিগকে পরমেশ্বর মানিয়া থাক তাহা, কখন সম্ভব হইতে পারে না কারণ, মাতা ও পিতা ব্যতিরেকে যখন উহা-দিগের শরীরই হইত না তখন, আবার উহারা তপশ্চর্য্যা, জ্ঞান এবং মুক্তি কিরূপে লাভ করিতে পারিত? এইরূপ সংযোগের অবশ্যই আদি থাকিতে হইবে কারণ, বিয়োগ ব্যতিরেকে সংযোগ হইতেই পারে না। অতএব অনাদি সৃষ্টিকর্ত্তা পরমাত্মাকে স্বীকার কর। দেখ যে যতই কেন সিদ্ধ হউক না কেন তথাপি, সে সম্পূর্ণভাবে শরীরাদির রচনা জানিতে পারে না। সিদ্ধজীব সুষুপ্ত দশা প্রাপ্ত হইলে উহার জ্ঞানও ন্যূন হইয়া যায়। এতাদৃশ পরিচ্ছিন্ন সামর্থ্যযুক্ত এবং একদেশাবস্থায়ীকে ভ্রান্তপূর্ণবুদ্ধিযুক্ত জৈন ব্যতিরেকে অন্য কেহই ঈশ্বর বলিয়া মনে করিতে পারে না। যদি বল যে উক্ত তীর্থঙ্কর আপনার মাতা ও পিতা হইতে হইয়াছিল তাহা হইলেও, উহারা কাহা হইতে এবং তাহাদিগের মাতা ও পিতা কাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল? পুনরায় উহাদিগের মাতা ও পিতা কাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল? অতএব ইহাতে অনবস্থা দোষ আসিয়া পড়িবে।

## ( আস্তিক এবং নাস্তিকের সংবাদ )।

এক্ষণে প্রকরণ রত্নাকরের দ্বিতীয় ভাগস্থ আস্তিক ও নাস্তিকের সংবাদ বিষয়ে প্রশ্নোত্তর রূপে লিখিত হইতেছে। প্রধান ২ জৈনগণ নিজদিগের সম্মতিক্রমে ইহাকে প্রমাণীয় স্বীকার করিয়া বোম্বাই নগরে মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ( নাস্তিক ) ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে কিছুই হয় না। যাহা কিছু হয় তৎসমস্তই কর্ম্ম হইতে হয়। (আস্তিক) যদি সমস্ত কর্ম্ম হইতে হয় তবে, কর্ম্ম কোথা হইতে হইল? যদি বল যে জীবাদি হইতে হয় তবে, জীব যে শ্রোত্রাদি সাধন দ্বারা কর্ম্ম করে তাহা, কোথা হইতে হইল? যদি বল অনাদি কাল এবং স্বভাব হইতে হয় তাহা হইলে, অনাদির মোচন হওয়া অসম্ভব বলিয়া তোমার মতানুসারে মুক্তির অভাব হইয়া পড়িবে। যদি বল যে

প্রাগভাবের ন্যায় অনাদিও অনন্তবিশিষ্ট, তাহা হইলে, যত্ন ব্যতিরেকে সমস্ত কর্ম্মের নিবৃত্তি হইয়া যাইবে। যদি ঈশ্বর ফলপ্রদাতা না হন তাহা হইলে, জীব নিজ ইচ্ছানুসারে পাপের দুঃখরূপ ফল কখন ভোগ করিতে পারে না। যেরূপ চোর চৌর্য্যাদির দণ্ডরূপ ফল আপনার ইচ্ছানুসারে ভোগ করে না কিন্তু, রাজ্যব্যবস্থানুসারে ভোগ করে, তদ্রূপ পরমেশ্বর ভোগ করান বলিয়া জীব পাপ ও পুণ্যের ফল ভোগ করে। অন্যথা কর্ম্মসঙ্কর হইয়া যাইবে এবং অন্যের কর্ম্ম অন্যকে ভোগ করিতে হইবে (নাস্তিক) ঈশ্বর অক্রিয়, কারণ কর্ম্ম করিলে কর্ম্মের ফলভোগও করিতে হইবে। অতএব, আমরা যেরূপ প্রাপ্ত কেবলী মুক্তিকে অক্রিয় বলিয়া মানি আপনিও, তদ্রূপ মানুন। (আস্তিক) ঈশ্বর অক্রিয় নহেন কিন্তু তিনি সক্রিয়। যখন তিনি, চেতন, তখন কর্ম্ম করিবেন না কেন? এবং যখন কর্ম্ম করেন তখন সেই কর্ম্ম হইতে তিনি পৃথক্ হইতে পারেন না। তোমাদিগের কৃত্রিম, কল্পিত এবং জীব হইতে পরিণত তীর্থঙ্কর স্বরূপ ঈশ্বর কোন বিদ্বান্ই মানিতে পারেন না। কারণ নিমিত্ত হইতে ঈশ্বর প্রস্তুত হইলে উহা অনিত্য এবং পরাধীন হইয়া পড়িবে। কারণ তাদৃশ ঈশ্বর প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে জীব ছিল এবং পশ্চাৎ কোন নিমিত্ত হইতে ঈশ্বর প্রস্তুত হইয়াছে? উহা পুনরায় জীব হইয়া যাইবে এবং আপনার জীবত্ব স্বভাব কখন ত্যাগ করিতে পারিবে না। কারণ জীব অনন্তকাল হইতে আছে এবং অনন্ত কাল পর্য্যন্ত থাকিবে। এইজন্য উক্ত অনাদি এবং স্বতঃসিদ্ধ ঈশ্বর মানা উচিত। দেখ বর্ত্তমান সময়ে জীব যেরূপ পাপ ও পুণ্যের অনুষ্ঠান করে এবং সুখ ও দুঃখ ভোগ করে, ঈশ্বর কখন তদ্রূপ হইতে পারেন না। ঈশ্বর ক্রিয়াবান্ না হইলে কিরূপে তিনি এই জগৎ নির্ম্মাণ করিতে পারিতেন? যদি কর্ম্মকে প্রাগভাবের ন্যায় অনাদি এবং সান্ত মনে কর তাহা হইলে কর্ম্ম সমবায়সম্বন্ধে থাকিতে পারে না। সমবায়সম্বন্ধে না থাকিলে উহা সংযোগজ হইয়া অনিত্য হইয়া থাকে। মুক্তির অবস্থায় যদি ক্রিয়া স্বীকার না কর, তবে জিজ্ঞাস্য যে মুক্ত জীব কি জ্ঞানবিশিষ্ট হয় অথবা হয় না? যদি বল যে জ্ঞানবিশিষ্ট হয় তবে, অন্তঃক্রিয়াবান্ হইল। মুক্তিতে কি জীব পাষাণের ন্যায় জড় হইয়া যায় ও এক স্থানে পতিত থাকে এবং কোন চেষ্টাই করে না? এরূপ হইলে মুক্তি কি হইল? উহা কেবল অন্ধকার এবং বন্ধনে পতিত হওয়া মাত্র হইল। (নাস্তিক) ঈশ্বর ব্যাপক নহেন। যদি ব্যাপক হইতেন তাহা হইলে সকল বস্তুই কেন চেতন হইল না? তদ্ব্যতীত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্রাদির উত্তম, মধ্যম এবং নিকৃষ্ট অবস্থা কেন হইল? কারণ সকলেই ঈশ্বর একরূপে ব্যাপ্ত হইলে উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট হওয়া উচিত নহে। (আস্তিক) ব্যাপ্য এবং ব্যাপক এক হয় না; কিন্তু ব্যাপ্য একদেশী এবং ব্যাপক সর্ব্বদেশী হইয়া থাকে। যেরূপ আকাশ সকল পদার্থে ব্যাপক এবং পৃথিবী ও ঘট পটাদি সমস্ত ব্যাপ্য ও

একদেশী। পৃথিবী এবং আকাশ যেরূপ এক নহে তদ্রূপ, ঈশ্বর এবং জগৎ এক নহে। সমস্ত ঘট পটাদিতে যেরূপ আকাশ ব্যাপক এবং ঘট ও পটাদি আকাশ নহে তদ্রূপ, সকল চেতনে পরমেশ্বর আছেন এবং সমস্ত চেতন তিনি নহেন। যেরূপ বিদ্বান্‌, ও অবিদ্বান্‌, এবং ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিক তুল্য হয় না তদ্রূপ, বিদ্যাদি সদ্‌গুণ, সত্যভাষণাদি কর্ম্ম ও সুশীলতাদি স্বভাবের ন্যূনাধিক্য বশতঃ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র এবং অন্ত্যজ প্রভৃতিকে প্রধান ও অপ্রধান গণনা করা হয়। "বর্ণ ব্যবস্থা" চতুর্থ সমুল্লাসে লিখিত হইয়াছে, সেই স্থলে দ্রষ্টব্য। (নাস্তিক) যদি ঈশ্বরের রচনা হইতে সৃষ্টি হয় তাহা হইলে, মাতা ও পিতাদির প্রয়োজন কি? (আস্তিক) ঈশ্বর ঐশ্বরী সৃষ্টির কর্ত্তা, জৈবী সৃষ্টির নহে। যে কর্ম্ম জীবের কর্ত্তব্য তাহা ঈশ্বর করেন না কিন্তু জীবই করে। ঈশ্বর বৃক্ষ, ফল, ঔষধি, ও অন্নাদি উৎপাদন করিয়াছেন। মনুষ্য যদি উহা হইতে গ্রহণ করিয়া পেষণ অথবা কর্ত্তন করিয়া "পিষ্টক" প্রভৃতি প্রস্তুত না করে তবে কি উহাদিগের পরিবর্ত্তে ঈশ্বর উক্ত সমস্ত কার্য্য করিবেন? জীব যদি তাহা না করে তাহা হইলে তাহাদিগের জীবনও থাকিতে পারে না। অতএব যদি সৃষ্টিতে জীবদিগের শরীর এবং গঠন নির্ম্মাণ করা ঈশ্বরাধীন এবং পশ্চাৎ তাহা হইতে পুত্রাদি উৎপাদন করা জীবের কর্ত্তব্য কার্য্য হইয়া থাকে। (নাস্তিক) যখন পরমাত্মা শাশ্বত, অনাদি এবং চিদানন্দ ও জ্ঞানস্বরূপ তখন, তিনি কেন জগৎ প্রপঞ্চে এবং দুঃখে পতিত থাকেন? যখন সাধারণ মনুষ্যও আনন্দ ত্যাগ করিয়া দুঃখ গ্রহণ রূপ কার্য্য করে না তখন, ঈশ্বর কেন তাহা করিবেন? (আস্তিক) পরমাত্মা কোন প্রপঞ্চে এবং দুঃখে পতিত হয়েন না এবং আপনার আনন্দকে ত্যাগ করেন না কারণ, প্রপঞ্চে এবং দুঃখে পতিত হওয়া একদেশীরই হইতে পারে এবং সর্ব্বদেশীর হইতে পারে না। যদি অনাদি, চিদানন্দ ও জ্ঞান স্বরূপ পরমাত্মা জগৎ নির্ম্মাণ না করিবেন তবে, অন্য কে করিতে পারে? জীবে জগৎ রচনার শক্তি নাই এবং জড়ে স্বয়ং রচনারও সামর্থ নাই। ইহা হইতে এইরূপ সিদ্ধ হইতেছে যে, পরমাত্মাই জগৎ নির্ম্মাণ করেন এবং সদানন্দে অবস্থান করেন। তিনি যেমন পরমাণু সকল হইতে সৃষ্টি করেন তদ্রূপ, মাতা ও পিতারূপ নিমিত্ত কারণ হইতে উৎপত্তিপ্রবন্ধের নিয়মও তিনিই করিয়াছেন। (নাস্তিক) ঈশ্বর মুক্তিরূপ সুখ ত্যাগ করিয়া জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় করিবার গোলযোগে কেন পড়িলেন? (আস্তিক) ঈশ্বর সদা মুক্ত বলিয়া সেই সনাতন পরমাত্মা তোমাদিগের সাধন দ্বারা সিদ্ধ তীর্থঙ্করদিগের তুল্য একদেশাবস্থায়ী এবং বন্ধপূর্ব্বক মুক্তিযুক্ত নহেন। পরমাত্মা অনন্ত গুণ, কর্ম্ম এবং স্বভাবযুক্ত। তিনি এই সামান্য মাত্র জগতের নির্ম্মাণ, পালন এবং প্রলয় করিয়াও বন্ধনে পতিত হয়েন না। কারণ বন্ধ এবং মোক্ষ সাপেক্ষতা হইতে হইয়া থাকে। মুক্তির অপেক্ষায় যেরূপ বন্ধ হয় তদ্রূপ, বন্ধের

অপেক্ষায় মুক্তি হইয়া থাকে। যিনি যখন কখন বদ্ধ ছিলেন না তখন, মুক্ত ইহা কিরূপে বলা যাইতে পারে? জীব একদেশী হওয়াতেই সর্ব্বদা বদ্ধ অথবা মুক্ত হইয়া থাকে। তোমাদিগের তীর্থঙ্করদিগের ন্যায় অনন্ত, সর্ব্বদেশী ও সর্ব্বব্যাপক ঈশ্বর কখন বন্ধন অথবা নৈমিত্তিক মুক্তির চক্রে পতিত হয়েন না। এইজন্য পরমাত্মাকে সদামুক্ত কহা যায়। (নাস্তিক) সিদ্ধি (মাদক দ্রব্য) সেবন করিলে জীব যেমন স্বয়ংই মত্ততা ভোগ করে তদ্রূপ, কর্ম্মেরও ফলভোগ করে, ইহাতে ঈশ্বরের প্রয়োজন নাই। (আস্তিক) যেরূপ রাজাজ্ঞা ব্যতিরেকে দস্যু, লম্পট এবং চোর প্রভৃতি দুষ্ট মনুষ্য স্বয়ং উদ্বদ্ধ হইতে ইচ্ছা করে না অথবা কারাগৃহে গমন করে না এবং গমন করিতে ইচ্ছা করে না, কিন্তু রাজা তাঁহার ন্যায়ব্যবস্থানুসারে জীবদিগকে স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে যথাযোগ্য দণ্ড দেন সেইরূপ, কোন জীবই আপনার দুষ্কার্য্যের ফলভোগ করিতে ইচ্ছা করে না। সুতরাং পরমাত্মা অবশ্যই ন্যায়াধীশ হইবেন। (নাস্তিক) জগতে এক ঈশ্বর নাই; কিন্তু যাবতীয় মুক্তজীব আছে, তাহারা সকলেই ঈশ্বর। (আস্তিক) এ কথা সর্ব্বথা ব্যর্থ। কারণ যদি কেহ প্রথমে বদ্ধ থাকিয়া পরে মুক্ত হয় তবে, তাহাকে পুনরায় অবশ্যই বন্ধে পতিত হইতে হইবে কারণ, সে স্বভাবতঃ সদামুক্ত নহে। তোমাদিগের ২৪ চতুর্বিংশতি তীর্থঙ্কর যেরূপ পূর্ব্বে বদ্ধ ছিল, পরে মুক্ত হইয়াছে এবং পুনরায় অবশ্যই বন্ধে পতিত হইবে। তদ্ভিন্ন যদি অনেক ঈশ্বর হয়েন তাহা হইলে, জীব সকল অনেক হওয়াতে যেরূপ বিবাদ ও কলহ করিয়া বেড়ায় তদ্রূপ ঈশ্বরসকলও বিবাদ এবং কলহ করিতে থাকিবেন! (নাস্তিক) হে মূর্খ! জগতের কর্ত্তা কেহ নাই, পরন্তু জগৎ স্বয়ংসিদ্ধ। (আস্তিক) ইহা জৈনদিগের কি ভয়ানক ভ্রম!! আচ্ছা, জগতে কর্ত্তা ব্যতিরেকে কোন ক্রিয়া এবং ক্রিয়া ব্যতিরেকে কোন কার্য্য হয় এইরূপ কি দৃষ্টিগোচর হয়? একথা এইরূপ যেমন গোধূমের ক্ষেত্র হইতে স্বয়ং সিদ্ধ পেষণ এবং পিষ্টক প্রস্তুত হইয়া জৈনদিগের উদরে প্রবিষ্ট হইতেছে!! কার্পাস স্বয়ং সূত্র, বস্ত্র, জামা, চাদর, ধূতি এবং পাকড়ী আদি প্রস্তুত হইয়া কখন আইসে না। যখন এরূপ হয় না তখন, ঈশ্বররূপ কর্ত্তা ব্যতিরেকে এই বিবিধ জগৎ এবং নানাপ্রার রচনা বিশেষ কিরূপে নির্ম্মিত হইতে পারে? যদি হঠবশতঃ জগৎকে স্বয়ংসিদ্ধ বলিয়া মনে কর তবে, কর্ত্তা ব্যতিরেকে উপর্য্যুক্ত স্বয়ংসিদ্ধ বস্ত্রাদি প্রত্যক্ষ প্রদর্শন কর? যদি তদ্রূপ সিদ্ধ করিতে না পার তবে, কোন্ বুদ্ধিমান্ তোমাদিগের প্রমাণশূন্য বাক্য স্বীকার করিবে? (নাস্তিক) ঈশ্বর বিরক্ত অথবা মোহিত? যদি বিরক্ত হয়েন তবে জগতের প্রপঞ্চে কেন পতিত হইয়াছেন? যদি মোহিত হয়েন তবে জগৎ নির্ম্মাণের সামর্থ্য তাঁহাতে হইতে পারে না। (আস্তিক) পরমেশ্বরে বৈরাগ্য অথবা মোহ কখন ঘটিতে পারে না। কারণ যিনি সর্ব্বব্যাপক

তিনি কাহাকে ত্যাগ এবং কাহাকে গ্রহণ করিবেন ? ঈশ্বর অপেক্ষা উত্তম এবং তাঁহার অপ্রাপ্ত কোন পদার্থ নাই সুতরাং, কোন বিষয়ে তাঁহার মোহও হয় নাই। বৈরাগ্য এবং মোহ জীবে ঘটিতে পারে, ঈশ্বরে ঘটে না। (নাস্তিক) যদি ঈশ্বরকে জগতের কর্ত্তা এবং জীবদিগের কর্ম্মফলদাতা বলিয়া মনে কর তাহা হইলে, ঈশ্বর প্রপঞ্চী হইয়া দুঃখী হইয়া যাইবেন। (আস্তিক) আচ্ছা, ধার্ম্মিক ও বিদ্বান্ ন্যায়াধীশ অনেকবিধ কর্ম্মের কর্ত্তা এবং প্রাণীদিগের ফলদাতা হইয়াও যখন কর্ম্মে আসক্ত হয়েন না এবং প্রপঞ্চীও হয়েন না তখন অনন্ত-সামর্থ্যবিশিষ্ট পরমেশ্বর কিরূপে প্রপঞ্চী এবং দুঃখী হইবেন ? অবশ্য তোমরা আপনাদিগের অজ্ঞানবশতঃ আপনাদিগের ও আপনাদিগের তীর্থঙ্করদিগের সদৃশ পরমেশ্বরকে মনে করিতেছ। ইহা কেবল তোমাদিগের অবিদ্যার লীলা। যদি অবিদ্যাদি দোষ হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা কর তাহা হইলে বেদাদি সত্যশাস্ত্রসমূহের আশ্রয় গ্রহণ কর। কেন ভ্রমে পতিত হইয়া ক্লেশ পাইতেছ ?

জৈনগণ জগৎকে যেরূপ মনে করে তদ্রূপ উহাদিগের সূত্রানুসারে এক্ষণে প্রদর্শিত হইতেছে এবং সংক্ষেপতঃ মূলার্থ করিয়া পশ্চাৎ সত্য ও মিথ্যার বিচার ও প্রদর্শিত হইতেছে :—

মূল :—সামিঅণাই অণন্তে চ নুগই সংসার ঘোরকান্তরে।
মোহাই কম্মগুরু ঠিই বিবাগ বসনুভমই জীবরো।

প্রকরণ রত্নাকরে—২য় ভাগ ষষ্ঠীশতকে রত্নাসারভাগনামক গ্রন্থের সম্যক্ত্ব প্রকাশ প্রকরণে গৌতম মহাবীরের সংবাদ। ৬ অঃ ॥ সূত্র ২ ॥

সংক্ষেপতঃ ইহার উপযোগী অর্থ এই যে, এই সংসার অনাদি এবং অনন্ত। ইহার কখন উৎপত্তি হয় নাই এবং কখন বিনাশও হয় না ; অর্থাৎ জগৎ কাহারও নির্ম্মিত নহে। আস্তিক ও নাস্তিক সংবাদেও এইরূপ আছে, যেমন হে মূঢ় ! জগতের কেহ কর্ত্তা নাই, ইহা কখন নির্ম্মিত হয় নাই এবং কখন ইহার নাশ হয় না। (সমীক্ষক) যাহা সংযোগ হইতে উৎপন্ন হয় তাহা, কখন অনাদি এবং অনন্ত হইতে পারে না। উৎপত্তি এবং বিনাশ হওয়া ব্যতীত কর্ম্ম থাকে না। জগতে যাবতীয় পদার্থ উৎপন্ন হয় তৎসমস্তই, সংযোগজ এবং উত্তপত্তি ও বিনাশশীল দৃষ্ট হয় অতএব জগৎ উৎপন্ন এবং বিনাশবিশিষ্ট কেন নহে ? এজন্য তোমাদিগের তীর্থঙ্করদিগের সম্যগ্‌বোধ ছিল না। যদি তাঁহাদিগের সম্যগ্‌বোধ থাকিত তাহা হইলে, এরূপ অসম্ভব কথা কেন লিখিবেন ? ॥২॥ তোমাদিগের গুরু যেরূপ তোমরা শিষ্যও তদ্রূপ। তোমাদিগের কথা শুনিলে কাহারও পদার্থজ্ঞানও হইতে পারে না। আচ্ছা, যে পদার্থ প্রত্যক্ষ সংযুক্ত দৃষ্ট হইতেছে তাহার উৎপত্তি এবং বিনাশ কিরূপে স্বীকার না করা যায় ? ইহাদিগের এবং ইহাদিগের আচার্য্যদিগের ভূগোল এবং খগোল

বিদ্যাও আসিত না এবং এক্ষণেও এই বিদ্যা ইহাদিগের নাই। অন্যথা নিম্নলিখিতরূপ অসম্ভব কথা কিরূপে উহারা মানে এবং কহে? এই সৃষ্টিতে পৃথিবীকায় অর্থাৎ পৃথিবী ও জীবের শরীর এবং জলকায়াদি জীব বলিয়াই মানে, ইহা কেহই মানিতে পারে না। আরও ইহাদিগের মিথ্যা কথা শ্রবণ কর। জৈনগণ যে তীর্থঙ্করদিগকে সম্যগ্‌জ্ঞানী এবং পরমেশ্বর বলিয়া মানে তাহাদিগের মিথ্যাকথা সমূহের নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তস্থল হইতে পারে। (রত্নসার ভাগের ১৪৫ পৃষ্ঠা উক্ত গ্রন্থ জৈনগণ মানিয়া থাকে এবং যতী নানকচন্দ্র কাশীর "জৈন প্রভাকর যন্ত্রে খৃঃ ১৮৭৯ এপ্রিল মাসের ২৮ তারিখে মুদ্রিত করিয়া উহা প্রকাশ করিয়াছেন)। ইহার পূর্ব্বোক্ত পৃষ্ঠায় কালের নিম্নলিখিত প্রকার ব্যখ্যা করা হইয়াছে। সময়ের নাম সূক্ষ্ম কাল এবং অসংখ্যাত সময়কে আবলি কহিয়া থাকে। এক কোটি, ছয়ষট্টী লক্ষ সপ্ততি সহস্র দুইশত ষোড়শ আবলিতে এক মুহূর্ত্ত হয়, তদ্রূপ ত্রিংশ মুহূর্ত্তে এক দিবস, তদ্রূপ পঞ্চদশদিবসে একপক্ষ, তদ্রূপ দুইপক্ষে একমাস এবং তদ্রূপ দ্বাদশ মাসে এক বৎসর হইয়া থাকে। এইরূপ সপ্ততি লক্ষ কোটি এবং ষট্ পঞ্চাশৎ সহস্র কোটি বর্ষে এক "পূর্ব্ব"হয় এবং তদ্রূপ অসংখ্যাত পুর্ব্বে এক "পল্যোপম" কাল কথিত হয়। অসংখ্যাত ইহাকে বলা যায়। একটি চারি ক্রোশ বর্গ এবং তৎপরিমিত গভীর কূপ খনন করতঃ আদিকালীন মনুষ্যের নিম্নলিখিত সংখ্যক কেশ খণ্ড খণ্ড করিয়া পূর্ণ করিবে। বর্ত্তমান মনুষ্যের কেশ অপেক্ষা আদিকালীন মনুষ্যের কেশ চারি সহস্র ষট্‌নবতি ভাগ সূক্ষ্ম হইয়া থাকে। আদি কালীন মনুষ্যের ৪৯৬ কেশ একত্র করিলে এই সময়ের মনুষ্যের এক কেশ হয়। এইরূপ আদিকালীন মনুষ্যের এক কেশের এক অঙ্গুলি পরিমাণকে সপ্তবার অষ্টখণ্ড করিলে ২০৯৭১৫২ অর্থাৎ বিংশ লক্ষ সপ্ত নবতি সহস্র এক শত দ্বিপঞ্চাশত খণ্ড হয়। এইরূপ খণ্ডে পূর্ব্বোক্ত কূপ পূর্ণ করিতে হইবে। শত বর্ষ পরে উহা হইতে এক এক খণ্ড বাহির করিবে। যখন সকল খণ্ড নির্গত হইবে এবং কূপ শূন্য হইবে তখন, সমস্ত সময়কে সংখ্যাত কাল কহে। যখন উহার মধ্যে এক এক খণ্ডকে অসংখ্যাত খণ্ড করিয়া তাদৃশ খণ্ড দ্বারা উক্ত কূপ এরূপ দৃঢ়ভাবে পূর্ণ করিতে হইবে যে, চক্রবর্ত্তী রাজার সেনা উহার উপর দিয়া চলিয়া যাইলেও উহা নত না হয়, পরে শতবর্ষ অন্তরে উহা হইতে এক এক খণ্ড বাহির করিয়া যখন কূপ রিক্ত হইবে তখন, সেই সমস্ত সময় "অসংখ্যাত পূর্ব্ব" হয় এবং এক এক "পল্যোপম" কাল হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত কূপের দৃষ্টান্ত হইতে "পল্যোপম কাল" জানিতে হইবে। যখন দশ কোটি পল্যোপম কাল অতীত হয় তখন, সাগরোপম কাল হয়। যখন দশ কোটি কোটি সাগরোপম কাল অতীত হয় তখন এক উৎসর্পণী কাল হইয়া থাকে। এক উৎসর্পণী এবং এক অবসর্পণীকাল অতীত হইলে এক কালচক্র হইয়া থাকে। অনন্ত কাল চক্র

অতীত হইয়া যাইলে এক পুদ্‌গল পুরাবৃত্ত হয়। এক্ষণে অনন্তকাল কাহাকে কহে? সিদ্ধান্ত পুস্তকে নূতন দৃষ্টান্ত দ্বারা কালের যেরূপ সংখ্যা করা হইয়াছে তাহার অধিক হইলে অনন্ত কাল কথিত হয়। এইরূপ অনন্ত পুদ্‌গল পুরাবৃত্তকাল পর্য্যন্ত জীব ভ্রমণ করতঃ অতিবাহিত করিয়াছে ইত্যাদি। গণিত বিদ্যাবিদ্ লোকগণ! শ্রবণ কর, জৈনদিগের গ্রন্থের কাল সংখ্যা করিতে পারিবে কি না? এবং তোমরা ইহা সত্য বলিয়া জানিতে পারিবে কি না? দেখ, এই সকল তীর্থঙ্কর এইরূপ গণিতবিদ্যা পাঠ করিয়াছিল এবং এই সকল মতে গুরু ও শিষ্য সকল রহিয়াছে। জিনদিগের অবিদ্যার কোন অবধি নাই। ইহাদিগের আরও ভ্রমান্ধকারের কথা শ্রবণ কর। (রত্নসারভাগ, পৃঃ ১৩৩) হইতে যে কিছু কপোলকল্পিত গল্পে অর্থাৎ জৈনদিগের সিদ্ধান্ত গ্রন্থে উহাদিগের ২৪ চতুর্ব্বিংশতি তীর্থঙ্কর অর্থাৎ ঋষভদেব হইতে মহাবীর পর্য্যন্ত যাঁহারা হইয়াছিলেন তাঁহাদিগের যে সকল বচনের সার লিখিত আছে, রত্নাসারভাগ ১৪৮ পৃঃ পর্য্যন্ত তাহাই লিখিত হইয়াছে। উহাতে এইরূপ লিখিত আছে যে, পৃথিবী কায়ের জীব, মৃত্তিকা এবং পাষাণাদি পৃথিবীর ভেদ জানিতে হইবে। উহার অধিবাসী জীব সকলের শরীর পরিমাণ এক অঙ্গুলির অসংখ্যাত পরিমিত বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ অতিশয় সূক্ষ্ম হইয়া থাকে। উহাদিগের আয়ুমান অত্যন্ত অধিক হইলে ২২ সহস্র বর্ষ হয় অর্থাৎ উহারা ২২ সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। (রত্নসারঃ পৃঃ ১৪৯)। বনস্পতির এক শরীরে অনন্ত জীব হইয়া থাকে। উহাকে সাধারণ বনস্পতি বলে। কন্দমূল প্রমুখ এবং অনন্তকায় প্রমুখ যাহা আছে, উহাদিগের সাধারণ বনস্পতিকে জীব বলা উচিত। উহাদিগের আয়ুমান অন্তর্মুহূর্ত্ত হইয়া থাকে। পরন্তু এস্থলে ইহাদিগের পূর্ব্বোক্ত মুহূর্ত্ত বুঝিতে হইবে। ইহাদিগের মধ্যে এক শরীরে এক ইন্দ্রিয় অর্থাৎ স্পর্শেন্দ্রিয় আছে এবং উহাতে এক জীব অবস্থান করে। উহাদিগের প্রত্যেককে বনস্পতি কহে। উহাদিগের দেহমান এক সহস্র যোজন। পৌরাণিকদিগের যোজন ৪ ক্রোশ, পরন্তু জৈনদিগের যোজন দশ সহস্র ক্রোশ হইয়া থাকে। এইরূপে চারি সহস্র ক্রোশ পরিমিত শরীর হয়। উহাদিগের আয়ুমান অত্যন্ত অধিক হইলে দশ সহস্র বর্ষ হইয়া থাকে। দুই ইন্দ্রিয়যুক্ত জীব অর্থাৎ যাহাদিগের এক শরীর এবং এক মুখ আছে যেমন শঙ্খ, কপর্দ্দিকা এবং উকুন আদি, তাহাদিগের দেহ মান অত্যন্ত অধিক হইলে অষ্টচত্বারিংশ ক্রোশ স্থূল শরীর হইয়া থাকে। উহাদিগের আয়ুমান অতিশয় অধিক হইলে দ্বাদশ বর্ষ হয়। এস্থলে অতিশয় ভ্রম হইয়াছে কারণ, এতাদৃশ বৃহৎ শরীরের আয়ু অধিক লিখিলে ভাল হইত! ৪৮ ক্রোশ স্থূল উকুন অবশ্যই জৈনদিগের শরীরে পতিত হইয়া থাকিবে। ইহারা উহা দেখিয়া থাকিবে এবং এতাদৃশ বৃহৎ উকুন দেখা অপরের সৌভাগ্য কোথা হইতে হইবে!!! রত্নসারভাগ ১৫০ পৃষ্ঠায় আরও দেখ।

এই অন্ধদিগের মতে বৃশ্চিক, আটুল কসারী ( কীট বিশেষ ) এবং মক্ষিকা এক যোজন শরীর বিশিষ্ট হইয়া থাকে। উহাদিগের আয়ুমান অধিকতঃ ছয় মাস হয়। সকলে জানে যে চারি চারি ক্রোশ বিস্তৃত বৃশ্চিক কেহ দেখে নাই এবং হইবেও না। আট মাইল বিস্তৃত বৃশ্চিক এবং মক্ষিকাও যদি জৈনদিগের মতানুসারে বস্তুতঃ ছিল এরূপ হয়, তাহা হইলে তাদৃশ বৃশ্চিক এবং মক্ষিকা উহাদিগেরই গৃহে ছিল এবং উহারাই দেখিয়া থাকিবে। অন্য কেহ সংসারে এরূপ বৃশ্চিক দেখে নাই এবং হয় নাই। যদি এইরূপ বৃশ্চিক কখন কোন জৈনকে দংশন করে তাহা হইলে কি হইতে পারে? জলচর মৎস্য আদির শরীরমান এক সহস্র যোজন অর্থাৎ ১০০০০ ক্রোশ পরিমিত। এক যোজন হইলে গণনানুসারে ১০০০০০০০ এক কোটি ক্রোশ শরীর হইয়া থাকে। ইহাদিগের আয়ু এক কোটি "পূর্ব্ব" বর্ষ। জৈন ব্যতিরেকে এরূপ স্থূল জলচর অন্য কেহ দেখে নাই। চতুষ্পাদ হস্তী প্রভৃতির দেহমান দুই ক্রোশ হইতে নয় ক্রোশ পর্য্যন্ত এবং উহাদিগের আয়ুমান ৮৪ সহস্রবর্ষ ইত্যাদি। এরূপ বৃহৎ বৃহৎ শরীর বিশিষ্ট জীবও জৈনগণ দেখিয়া থাকিবে এবং মানিয়া থাকে। অন্য কোন বুদ্ধিমান ইহা মানিতে পারে না। ( রত্নসারভাগ পৃঃ ১৫১ ) জলচরগর্ভজাত জীবদিগের দেহমান উৎকৃষ্ট এক সহস্র যোজন অর্থাৎ ১০০০০০০০ এক কোটি ক্রোশ এবং আয়ুমান এক কোটি "পূর্ব্ব" বর্ষ হইয়া থাকে। এতাদৃশ বৃহৎ শরীর এবং আয়ুবিশিষ্ট জীবদিগকে ইহাদিগের আচার্য্যগণ স্বপ্নে দেখিয়া থাকিবে। যাহা কখন সম্ভব হইতে পারে না তাহা কি মহামিথ্যা কথা নহে?

এক্ষণে ভূমিপরিমাণ শ্রবণ কর। এই বক্র জগতে অসংখ্যাত দ্বীপ এবং অসংখ্যাত সমুদ্র আছে। এই অসংখ্যাতের পরিমাণ এইরূপ। সার্দ্ধ দুই সাগরোপম কালে যত সময় হয়, তত সমুদ্র এবং দ্বীপ জানিতে হইবে। এই পৃথিবী মধ্যে প্রথম "জম্বু-দ্বীপ" আছে। উহা সকল দ্বীপের মধ্যে অবস্থিত। ইহার পরিমাণ এক লক্ষ যোজন অর্থাৎ চারিলক্ষ ক্রোশ। ইহার চারিদিকে লবণসমুদ্র। তাহার পরিমাণ দুই লক্ষ যোজন ক্রোশ অর্থাৎ আট লক্ষ ক্রোশ। এই জম্বুদ্বীপের চারিদিকে "ধাতকী খণ্ড" নামে দ্বীপ আছে। তাহার পরিমাণ চারি লক্ষ যোজন অর্থাৎ ষোড়শ লক্ষ ক্রোশ। উহার পশ্চাৎ "কালী দধি" সমুদ্র আছে তাহার পরিমাণ আট লক্ষ যোজন অর্থাৎ ৩২ লক্ষ ক্রোশ তাহার পশ্চাৎ "পুষ্করাবর্ত্ত" দ্বীপ আছে। তাহার পরিমাণ ষোড়শ ক্রোশ। উক্ত দ্বীপের অভ্যন্তর শূন্যময়। উহার অর্দ্ধভাগে মনুষ্য বাস করে। উহার পর অসংখ্যাত দ্বীপ ও সমুদ্র আছে। তাহাতে তির্য্যক্ যোনির জীব বাস করে। ( রত্নসারভাগ পৃঃ ১৫৩ ) জম্বুদ্বীপে এক হিমবন্ত, এক ঐরণ্যবন্ত, এক হরিবর্ষ, এক রম্যক, এক দেবকুরু এবং এক উত্তরকুরু এই ছয় ক্ষেত্র আছে। ( সমীক্ষক )

ভূবিদ্যাবিদ্ লোকগণ শ্রবণ কর। ভূগোলের পরিমাণ বিষয়ে তোমাদিগের ভ্রম হইবে কি জৈনদিগের হইবে? যদি জৈনগণ ভ্রান্ত হইয়া থাকে তবে তোমরা উহাদিগকে বুঝাইয়া দাও, আর যদি তোমরা ভ্রান্ত হইয়া থাক তাহা হইলে উহাদিগের নিকট হইতে বুঝিয়া লও। অল্প বিচার করিয়া দেখিলে এইরূপ নিশ্চয় হয় যে জৈনদিগের আচার্য্য এবং শিষ্যগণ ভূগোল, খগোল এবং গণিত বিদ্যা কিছুই পাঠ করে নাই। যদি পাঠ করিত তাহা হইলে মহা অসম্ভব অলীক গল্প কথা কেন বলিবে? আচ্ছা, এইরূপ অবিদ্বান্ লোক যদি জগৎকে অকর্ত্তৃজন্য বলে এবং ঈশ্বরকে না মানে, তাহা হইলে আশ্চর্য্যের বিষয় কি? এইজন্য জৈনগণ কোন অন্যমতাবলম্বী বিদ্বান্‌কে আপনাদিগের পুস্তক দেয় না। জৈনগণ যে সকল প্রামাণিক তীর্থঙ্করদিগের রচিত সিদ্ধান্ত গ্রন্থ বিশ্বাস করে তাহাতে এইরূপ অবিদ্যাযুক্ত বাক্যপূর্ণ আছে বলিয়া অন্য কাহাকেও দেখিতে দেয় না। কারণ দেখিতে দিলে, দোষ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। জৈনভিন্ন অন্য কোন সামান্য বুদ্ধি বিশিষ্ট মনুষ্যও কদাপি এই গল্পাধ্যায়কে সত্য বলিয়া মানিতে পারে না। জৈনগণ জগৎকে অনাদি বলিয়া মানিবার জন্য এই সকল প্রপঞ্চ রচনা করিয়াছে। পরন্তু উহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। অবশ্য জগতের কারণ অনাদি। কারণ পরমাণু প্রভৃতি তত্ত্বস্বরূপ হওয়াতে উহা অকর্ত্তৃজন্য। পরন্তু নিয়মপূর্ব্বক রচনা করিবার অথবা বিকৃত করিবার কোন সামর্থ উহাতে নাই। এক এক পরমাণু দ্রব্য প্রত্যেকের নাম এবং উহা স্বভাবতঃ পৃথক পৃথক ও জড় হওয়াতে স্বয়ং যথাযোগ্য রচিত হইতে পারে না। সুতরাং উহাদিগের রচয়িতা চেতন অবশ্য আছে এবং উক্ত রচয়িতা জ্ঞানস্বরূপ হইবেন। দেখ পৃথিবী ও সূর্য্যাদি সমস্ত লোককে নিয়মে রক্ষা করা অনন্ত, অনাদি এবং চেতন পরমাত্মার কার্য্য। যাহাতে সংযোগ এবং রচনা বিশেষ দৃষ্ট হয়, তাদৃশ স্থূল জগৎ কখন অনাদি হইতে পারে না। যদি কার্য্যরূপ জগতকে নিত্য বলিয়া মান, তাহা হইলে উহার কারণ কেহ থাকিবে না এবং উহাই কার্য্য ও কারণ হইয়া যাইবে। যদি এরূপ বল তবে আপনিই কার্য্য এবং কারণ হওয়াতে অন্যোহন্যাশ্রয় এবং আত্মাশ্রয় দোষ আসিয়া পড়িবে। যেমন আপনার স্কন্ধে আপনি আরোহণ করা, এবং আপনিই পিতা ও পুত্র একজন হইতে পারে না। সুতরাং জগতের কর্ত্তা অবশ্যই মানিতে হইবে। (প্রশ্ন) যদি ঈশ্বরকে জগতের কর্ত্তা বলিয়া মানেন তাহা হইলে ঈশ্বরের কর্ত্তা কে? (উত্তর) কর্ত্তার কর্ত্তা এবং কারণের কারণ কেহই হইতে পারে না। প্রথম কর্ত্তা এবং কারণ হইলেই কার্য্য উৎপন্ন হয়। যাহাতে সংযোগ ও বিয়োগ হয় না এবং যাহা প্রথম সংযোগ ও বিয়োগের কারণ তাহার কোন প্রকার কর্ত্তা বা কারণ হইতে পারে না। অষ্টম সমুল্লাসে সৃষ্টি ব্যাখ্যা বিষয়ে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত হইয়াছে; সেই স্থলে ইহা দ্রষ্টব্য। এই সকল জৈনদিগের স্থূলবিষয়েও যখন যথাবৎ

জ্ঞান নাই তখন কিরূপে পরম সূক্ষ্ম সৃষ্টি বিদ্যার বোধ হইতে পারে। এইহেতু জৈনগণ যে সৃষ্টিকে অনাদি ও অনন্ত মনে করে, দ্রব্যপর্য্যায়কেও অনাদি এবং অনন্ত বলিয়া মানে, এবং প্রতি গুণ ও প্রতি দেশ সম্বন্ধে পর্য্যায় এবং প্রতি বস্তু সম্বন্ধেও অনন্ত পর্য্যায় মানিয়া থাকে তাহাও প্রকরণ রত্নাকরের প্রথম ভাগে লিখিত আছে। উহাও কখন সম্ভব হইতে পারে না। কারণ যাহার অন্ত অর্থাৎ মর্য্যাদা হইয়া থাকে তাহা সমস্ত সম্বন্ধীয় ও অন্তবিশিষ্ট হইযা থাকে। যদি অনন্তকে অসংখ্য বলা যায় তথাপি ঘটিতে পারে না। পরন্তু জীবাপেক্ষায় ইহা ঘটিতে পারে, পরমেশ্বরাপেক্ষায় নহে। কারণ এক এক দ্রব্য মধ্যে আপনার আপনার এক এক কার্য্য কারণ সামর্থ্যের অবিভাগ পর্য্যায় হইতে অনন্ত সামর্থ্য মনে করা কেবল অবিদ্যার কথা। যদি এক পরমাণুদ্রব্য সসীম হয়, তবে উহাতে অনন্ত বিভাগরূপ পর্য্যায় কিরূপে থাকিতে পারে? এইরূপে এক এক দ্রব্যে অনন্ত গুণ এবং একগুণ প্রদেশে অবিভাগরূপ অনন্ত পর্য্যায়কেও অনন্ত স্বীকার করা কেবল বালকত্বের কথা। কারণ যাহার অধিকরণের অন্ত আছে তাহার আধেয়ের অন্ত নাই কেন? এইরূপ সুদীর্ঘ এবং সুবিস্তৃত মিথ্যা কথা সকল লিখিত আছে। জীব এবং অজীব এই দুই পদার্থের বিষয়ে জৈনদিগের এইরূপ নিশ্চয় আছে—

চেতনালক্ষণো জীবঃ স্যাদজীব স্তদন্যকঃ।
সৎকর্ম্মপুদ্গলাঃ পুণ্যং পাপং তস্য বিপর্য্যয়ঃ॥

ইহা জিনদত্তসূরির বচন। ইহা প্রকরণরত্নাকর ভাগের প্রথম নয় চক্রসারেও লিখিত আছে যে চেতনালক্ষণ জীব এবং চেতনারহিত অজীব অর্থাৎ জড়। সৎকর্ম্মরূপ পুদ্গলকে পুণ্য এবং পাপকর্ম্মরূপ পুদ্গলকে পাপ কহে। (সমীক্ষক) জীব এবং জড়ের লক্ষণ সত্য কিন্তু জড়রূপ পুদ্গল পাপ ও পুণ্যযুক্ত কখন হইতে পারে না। কারণ পাপ ও পুণ্য করিবার স্বভাব চেতনেই হইয়া থাকে, দেখ যাবতীয় জড়পদার্থ আছে তৎসমুদয়ই পাপ ও পুণ্য রহিত। জীবদিগকে যে অনাদি মানিতেছ উহা সঙ্গত পরন্তু উক্ত অল্প ও অল্পজ্ঞ জীবকে মুক্তির অবস্থায় সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া মনে করা মিথ্যা; কারণ যাহা অল্প এবং অল্পজ্ঞ তাহার সামর্থ্যও সর্ব্বদা সসীম থাকিবে। জৈনগণ জগৎ, জীব, এবং জীবদিগের কর্ম্ম ও বন্ধন অনাদি মানে। এ বিষয়েও জৈনদিগের তীর্থঙ্করগণ ভ্রান্ত হইয়াছেন; কারণ সংযুক্ত জগতের কার্য্য কারণ প্রবাহ অনুসারে কার্য্য এবং জীবের কর্ম্ম এবং বন্ধও অনাদি হইতে পারে না। যদি এইরূপ মানিতে চাহ তবে কর্ম্ম এবং বন্ধের উন্মোচন কেন স্বীকার কর? যেহেতু যে পদার্থ অনাদি তাহা কখন বিনষ্ট হইতে পারে না। যদি অনাদিও নাশ মানিয়া লও তাহা হইলে তোমাদিগের সমস্ত অনাদি পদার্থের নাশপ্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে এবং

যদি অনাদিকে নিত্য বলিয়া মান, তাহা হইলে কর্ম্ম এবং বন্ধও নিত্য হইয়া পড়িবে। এইরূপে সমস্ত কর্ম্মের নাশ প্রসঙ্গ হইবে এবং অনাদিকে নিত্য মানিলে কর্ম্ম ও বন্ধও নিত্য হইবে। যখন সমস্ত কর্ম্মের খণ্ডন হইতে মুক্তি স্বীকার কর তখন সমস্ত কর্ম্ম খণ্ডনই মুক্তির নিমিত্ত হইল এবং মুক্তি নৈমিত্তিকী হইল, সুতরাং উহা সর্ব্বদা থাকিতে পারিবে না। তদ্ভিন্ন কর্ম্ম এবং কর্ত্তার পরস্পর নিত্য সম্বন্ধ হওয়াতে খণ্ডনও কখন হইবে না। সুতরাং তোমরা যে আপনাদিগের এবং তীর্থঙ্করদিগের মুক্তি নিত্য বলিয়া মানিয়াছ তাহা ঘটিতে পারে না। (প্রশ্ন) ধান্যের ত্বক্ পৃথক্ করিলে অথবা উহা অগ্নিসংযুক্ত হইলে সে বীজ আর অঙ্কুরিত হয় না, তদ্রূপ মুক্তি প্রাপ্ত জীব জন্মমৃত্যুরূপ সংসারে আর আইসে না। (উত্তর) জীব এবং কর্ম্মের সম্বন্ধ, ত্বক্ এবং বীজের সমান নহে; পরন্তু ইহাদিগের মধ্যে সমবায় সম্বন্ধ আছে। এইরূপে অনাদি কাল হইতে জীব এবং উহাতে কর্ম্ম ও কর্তৃত্ব শক্তির সম্বন্ধ রহিয়াছে। উহাতে কর্ম্ম করিবার শক্তির যদি অভাব মান তাহা হইলে সমস্ত জীব পাষাণবৎ হইয়া যাইবে এবং মুক্তি ভোগেরও সামর্থ্য থাকিবে না। যেরূপ অনাদি কালের কর্ম্মবন্ধন খণ্ডন হওয়াতে জীব মুক্ত হয় তদ্রূপ তোমাদিগের নিত্য মুক্তি হইতে অপসৃত হইয়া বন্ধনে পতিত হইবে। কারণ যেরূপ কর্ম্মরূপ মুক্তি সাধন হইতে অবগত হইয়া জীব মুক্ত হয় এইরূপ মানিতেছ, তদ্রূপ নিত্য মুক্ত হইতেও অপসৃত হইয়া বন্ধনে পতিত হইবে। সাধন হইতে সিদ্ধ পদার্থ কখন নিত্য হইতে পারে না। যদি সাধন হইতে সিদ্ধ না হইয়াও মুক্তি স্বীকার কর, তবে কর্ম্ম ব্যতিরেকেও বন্ধ প্রাপ্তি হইতে পারিবে। যেরূপ বস্ত্রে মলাযোগ হইলে প্রক্ষালন দ্বারা দূরীভূত হয় এবং পুনরায় মলযোগ হয়, তদ্রূপ মিথ্যাত্ব প্রভৃতি হেতু বশতঃ রাগ দ্বেষাদির আশ্রয় হইতে জীবের কর্ম্মরূপ ফলযোগ হয় এবং সম্যক্ জ্ঞান, দর্শন ও চরিত্র বশতঃ নির্ম্মল হইয়া যায়। মলযোগের কারণ হইতে যদি মলযোগ স্বীকার কর তবে মুক্ত জীব সংসারী এবং সংসারী জীবের মুক্ত হওয়া অবশ্য মানিতে হইবে। কারণ যেরূপ নিমিত্ত বশতঃ মলিনতা খণ্ডিত হয় তদ্রূপ নিমিত্তবশতঃ মলিনতার সংযোগ হইয়া যাইবে। এইজন্য জীবের বন্ধ ও মুক্তি প্রবাহ রূপানুসারে অনাদি মানিতে পার; অনন্ততা রূপে অনাদি নহে। (প্রশ্ন) জীব কখন নির্ম্মল ছিল না, পরন্তু মল সহিত ছিল। (উত্তর) যদি কখন নির্ম্মল ছিল না। তবে কখন নির্ম্মল হইতেও পারিবে না। যেরূপ শুদ্ধ বস্ত্রে পশ্চাৎ সংলগ্ন মলিনতা প্রক্ষালন দ্বারা অপসৃত হয় এবং উহার স্বাভাবিক শ্বেতবর্ণ অপসৃত করা যায় না ও মলিনতা পুনরায় সংলগ্ন হইয়া যায়, তদ্রূপ মুক্তিতেও সংলগ্ন হইবে। (প্রশ্ন) জীব পূর্ব্বোপার্জ্জিত কর্ম্ম হইতেই শরীর ধারণ করে। সুতরাং ঈশ্বরকে মানা ব্যর্থ হইতেছে। (উত্তর) যদি কেবল কর্ম্মই শরীর ধারণের নিমিত্ত হয় এবং ঈশ্বর কারণ না হয়েন

তাহা হইলে জীব নিকৃষ্ট জন্ম অর্থাৎ যাহাতে অনেক দুঃখ আছে তদ্রূপ জন্ম গ্রহণ কখন করিত না; পরন্তু সর্ব্বদা উৎকৃষ্ট জন্ম গ্রহণ করিত। যদি বল যে কর্ম্ম তাহার প্রতিবন্ধক হয়, তাহা হইলেও যেরূপ চোর স্বয়ং আসিয়া বন্দীগৃহে যায় না এবং স্বয়ং ঐ বন্ধন দণ্ড গ্রহণ করে না, পরন্তু রাজা তাহা দেন, তদ্রূপ জীবের শরীর ধারণ করা হয়। তাহার কর্ম্মানুসারে ফলপ্রদাতা পরমেশ্বরকে তোমরাও স্বীকার কর। (প্রশ্ন) মত্ততার তুল্য কর্ম্ম স্বয়ং প্রাপ্ত হয়। ফলপ্রদানের জন্য দ্বিতীয় কাহারও আবশ্যকতা নাই। (উত্তর) যদি এরূপ হয় তাহা হইলে যেরূপ অভ্যস্ত মদ্যপায়ীর পক্ষে মত্ততা অল্প হয় এবং অনভ্যস্তের পক্ষে অধিক মত্ততা হয়, তদ্রূপ নিত্য বহু পাপ ও পুণ্য কর্ত্তার ন্যূন এবং কখন কোন সময়ে অল্প পাপ ও পুণ্য কর্ত্তার অধিক ফল হওয়া উচিত এবং অল্প কর্ম্মকারীর অধিক ফল হইবে। (প্রশ্ন) যাহার যেরূপ স্বভাব হয়, তাহার তদ্রূপ ফল হইয়া থাকে। (উত্তর) যদি স্বভাব হইতে হয়, তবে তাহার খণ্ডন বা প্রাপ্তি হইতে পারে না। তবে যেরূপ শুদ্ধ বস্ত্রে নিমিত্তবশতঃ মলযোগ হয় এবং তাহার খণ্ডনের নিমিত্ত হইতে খণ্ডতও হইয়া যায় তদ্রূপ মানাই সঙ্গত। (প্রশ্ন) সংযোগ ব্যতিরেকে কর্ম্ম পরিণাম প্রাপ্ত হয় না। যেরূপ দুগ্ধ এবং অম্লের যোগ ব্যতীত দধি উৎপন্ন হয় না, তদ্রূপ জীব এবং কর্ম্মের যোগ বশতঃই কর্ম্মের পরিণাম হইয়া থাকে। (উত্তর) যেরূপ দুগ্ধ এবং অম্লযোগ কর্ত্তা তৃতীয় হইয়া থাকে তদ্রূপ জীবদিগকে কর্ম্ম-ফলের সহিত সংযোগকর্ত্তা তৃতীয় ঈশ্বর হওয়া উচিত। কারণ জড়পদার্থ স্বয়ং নিয়মা-নুসারে সংযুক্ত হয় না এবং জীব অল্পজ্ঞ বলিয়া স্বয়ং আপনার কর্ম্মফল প্রাপ্ত হইতে পারে না। ইহা হইতে এইরূপ সিদ্ধ হইল যে ঈশ্বর স্থাপিত সৃষ্টিক্রম ব্যতিরেকে কর্ম্মফল ব্যবস্থা হইতে পারে না। (প্রশ্ন) যিনি কর্ম্ম হইতে মুক্তি হয়েন তাঁহাকে ঈশ্বর কহা যায়। (উত্তর) যখন অনাদি কাল হইতে জীবের সহিত কর্ম্মযুক্ত রহি-য়াছে তখন জীব উহা হইতে কখন মুক্ত হইতে পারিবে না। (প্রশ্ন) কর্ম্ম বন্ধ আদি-বিশিষ্ট হইয়া থাকে। (উত্তর) যদি সাদি হইল তবে কর্ম্মযোগ অনাদি নহে এবং সংযোগের আদিতে জীব নিষ্কর্ম্মা হইবে এবং যদি নিষ্কর্ম্মার কর্ম্ম যোগ হয় তাহা হইলে মুক্তেরও কর্ম্মযোগ হইবে। কর্ম্ম ও কর্ত্তার সমবায় অর্থাৎ নিত্যসম্বন্ধ হইয়া থাকে এবং উহা কখন সঙ্কলিত হয় না। এই হেতু নবম সমুল্লাসে যেরূপ লিখিত হইয়াছে তদ্রূপই মানা যুক্তিসঙ্গত। জীব যথেষ্ট আপনার জ্ঞান এবং সামর্থ্য বৃদ্ধি করিলেও উহাতে পরিমিত জ্ঞান এবং সসীম সামর্থ্য থাকিবে, ও কখন ঈশ্বরের তুল্য হইতে পারিবে না। অবশ্য যতদূর সামর্থ্য বৃদ্ধিকরা উচিত যোগ দ্বারা ততদূর বৃদ্ধি করিতে পারে। জৈনগণের মধ্যে আর্হত লোক দেহের পরিমাণ অনুসারে জীবেরও পরিমাণ মানিয়া থাকে। উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য যে তদ্রূপ হইলে হস্তীর জীব কপ-

র্দ্দিকায় এবং কপর্দ্দিকার জীব হস্তীতে কিরূপে প্রবেশ করিতে থাকিবে? ইহাও এক মুর্খতার কথা; কারণ জীব এক সূক্ষ্ম পদার্থ এবং উহা এক পরমাণুতেও বাস করিতে পারে। পরন্তু উহাদিগের শক্তি সকল শরীরস্থ প্রাণ, বিদ্যুৎ এবং নাড়ী আদির সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকে। উহা হইতে সমস্ত শরীরের অবস্থা জানা যায়। উহা সৎসঙ্গ বশতঃ উৎকৃষ্ট এবং অসৎ সঙ্গ বশতঃ নিকৃষ্ট হইয়া যায়। জৈনগণ নিম্নলিখিত প্রকার ধর্ম্ম মানে।

**মূল—রে জীব ভবদুহাঈঁ ইক্কং চিয় হরই জিনময় ধম্মং।**
**ইয়রাণং পরমং তো সুহকপ্যো মূঢ়মুসি ওসি॥**
**প্রকরণরত্নাকর ভাগ ২, ষষ্ঠীশতক ৬। সূত্রাঙ্ক ৩।**

সংক্ষেপতঃ অর্থ এই ঃ—অরে জীব! জিনমতস্বরূপ শ্রীবিতরাগ ভাষিত একই ধর্ম্ম সংসার সম্বন্ধীয় জরা মরণাদি দুঃখের হরণকর্ত্তা। সুদেব এবং সুগুরু প্রভৃতি জৈনমতাবলম্বীদিগেরও এইরূপ মত জানিতে হইবে। বীতরাগ ঋষভ দেব হইতে মহাবীর পর্য্যন্ত বীতরাগ দেব সকল হইতে ভিন্ন, অপর যে হরি, হর ও ব্রহ্মাদি কুদেব আছে উহাদিগকে যে সকল জীব আপনাদিগের কল্যাণার্থ পূজা করে সেই সকল মনুষ্য প্রতারিত হইয়াছে। ইহার ভাবার্থ এই যে, জৈনমতের সুদেব, সুগুরু এবং সুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অন্য কুদেব, কুগুরু এবং কুধর্ম্ম সেবন করিলে কিছুই কল্যাণ হয় না॥ ৩॥ (সমীক্ষক) এক্ষণে বিদ্বান্‌দিগের বিচার করা উচিত যে ইহাদিগের ধর্ম্মপুস্তক কিরূপ নিন্দাযুক্ত।

**মূল—অরিহং দেবো সুগুরু সুদ্ধং ধম্মং চ পঞ্চ**
**নবকারো।**
**ধন্নাণং কয়চ্ছাণং নিরন্তরং বসই হিয়য়ম্মি॥**
**প্রকঃ ভাঃ ২। ষষ্ঠীঃ ৬। সূঃ ১।**

অরিহন্ দেবেন্দ্রকৃত প্রশংসিত পূজাদির যোগ্য অপর কোন পদার্থ উত্তম নাই। এইরূপ দেবগণের দেব, শোভায়মান, অরিহন্ত দেব, জ্ঞান ও ক্রিয়াবান্ শাস্ত্র সমূহের উপদেষ্টা শ্রীজিনভাষিত শুদ্ধত্ব, কষায় নির্ম্মলত্ব, সম্যক্ত্ব বিনয় এবং দয়ামূলক যে ধর্ম্ম আছে তাহাই দুর্গতি পতিত প্রাণীদিগের উদ্ধার কর্ত্তা, এবং অন্য হরিহরাদির ধর্ম্ম সংসারের উদ্ধারকর্ত্তা নহে। পাঁচ অরিহন্তাদি, পরমেষ্ঠী, তৎসম্বন্ধায় এবং উহাঁদিগকে নমস্কার এই চারি পদার্থ ধন্যই অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ দয়া, ক্ষমা, সম্যক্ত্ব, জ্ঞান, দর্শন এবং চারিত্র ইহাই জৈনদিগের ধর্ম্ম॥ ১॥ (সমীক্ষক) যখন মনুষ্যমাত্রের উপর দয়া নাই তখন তাহা দয়া নহে ও ক্ষমা নহে। জ্ঞানের পরিবর্ত্তে অজ্ঞান, দর্শনের পরিবর্ত্তে

অন্ধকার এবং চরিত্রের পরিবর্ত্তে নিরাহারে কষ্ট পাওয়া ইহার মধ্যে কোনটি উত্তম কথা ?
জৈনমতের অনুযায়ি ধর্ম্মের প্রশংসা :—

মূল—জইন কুণসি তব চরণং ন পড়সি ন গুণেসি
দেসি নো দাণম্।
তা ইত্তিয়ং ন সক্কসিজং দেবো ইক্ক অরিহন্তো॥
প্রকরণঃ ভাঃ ২। ষষ্ঠী সূ ২।

হে মনুষ্য ! যদি তুমি তপস্যাচরণ এবং চরিত্রবর্দ্ধন করিতে না পার, সূত্রপাঠ করিতে না পার, প্রকরণাদির বিচার না করিতে পার এবং সুপাত্রকে দান দিতে না পার তথাপি তুমি এক দেবতা অরিহন্ত যিনি আমাদিগের আরাধনার যোগ্য সেই সুগুরুর উপর এবং সুধর্ম্ম জৈনমতে শ্রদ্ধা রাখিবে ; উহাই সর্ব্বোত্তম কথা এবং উদ্ধারের কারণ॥ ২॥
( সমীক্ষক ) যদ্যপি দয়া এবং ক্ষমা উত্তম গুণ বটে তথাপি পক্ষপাতে পতিত হইলে দয়া অদয়া এবং ক্ষমা অক্ষমা হইয়া উঠে। ইহার প্রয়োজন এই যে, কোন জীবকে দুঃখ না দেওয়ারূপ কার্য্য সর্ব্বথা সম্ভব হইতে পারে না, কারণ দুষ্টদিগকে দণ্ড দেওয়াও দয়া মধ্যে পরিগণনীয়। যদি একজন দুষ্টকে দণ্ড না দেওয়া যায় তাহা হইলে সহস্র মনুষ্য দুঃখগ্রস্ত হয়। এই হেতু তাদৃশ দয়া অদয়া এবং ক্ষমা অক্ষমা হইয়া উঠে। ইহা সঙ্গত বটে যে সকল প্রাণীর দুঃখ নাশ এবং সুখপ্রাপ্তির উপায় করাকে দয়া বলা যায়। কেবল জল ছাঁকিয়া পান করা এবং ক্ষুদ্র জন্তুদিগকে রক্ষা করাকে দয়া কহে না। পরন্তু এই প্রকার দয়া কেবল জৈনদিগের কথন মাত্র ; কারণ উহারা এরূপে চলে না। মনুষ্যাদি যে মতেই থাকুক না কেন উহার প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া উহাকে অন্ন পানাদি দ্বারা সৎকার করা এবং ভিন্নমতাবলম্বী বিদ্বান্‌দিগের সম্মান এবং সেবা করা কি দয়া নহে ? যদি ইহাদিগের দয়া প্রকৃত হয় তাহা হইলে "বিবেক সারের" ২২১ পৃষ্ঠায় দেখ কি লিখিত আছে। এক "পরমতের স্তুতি" অর্থাৎ উহারা গুণকীর্ত্তন কখন করিবে না। দ্বিতীয় উহার নমস্কার" অর্থাৎ বন্দনাও করিবে না। তৃতীয় "আলাপন" অর্থাৎ পরমতাবলম্বীর সহিত অল্প কথাও বলিবে না। চতুর্থ "সংলপন" অর্থাৎ উহার সহিত বারংবারও কথা কহিবে না। পঞ্চম "উহাকে অন্ন ও বস্ত্রাদি দান" অর্থাৎ উহাকে ভোজন ও পানীয় বস্তুও দিবে না। ষষ্ঠ "গন্ধপুষ্পাদি দান" অর্থাৎ অন্য মতানুগত প্রতিমা পূজনের জন্য গন্ধ ও পুষ্প আদিও দিবে না। এই ছয় প্রকার "যাতনা" অর্থাৎ এই ছয় প্রকার কর্ম্ম জৈনগণ কখন করিবে না। ( সমীক্ষক ) এক্ষণে বুদ্ধিমান্ লোকে বিচার করুন যে এই সকল জৈনদিগের অন্য মতাবলম্বী লোক-দিগের উপর কত দূর অদয়া, কুদৃষ্টি এবং দ্বেষ রহিয়াছে। যখন অন্য মতস্থ মনুষ্য-

দিগের উপর এতদূর অদয়া রহিয়াছে তখন জৈনদিগকে দয়াহীন কহা সম্ভব। কারণ আপনার গৃহবাসী স্ব নদিগেরই সেবা করা বিশেষ ধর্ম্ম কথিত হয় না। উহাদিগের মতস্থ মনুষ্য উহাদিগের স্বজনের তুল্য। সুতরাং যখন উহাদিগকেই সেবা করে এবং ভিন্ন মতস্থের করে না তখন কোন্ বুদ্ধিমান্ উহাদিগকে দয়াবান্ বলিতে পারে? বিবেক০ ১০৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে মথুরার রাজার নমুচি নামক দেওয়ানকে জৈনমতাবলম্বী লোকেরা আপনাদিগের বিরোধী বুঝিয়া বিনাশ করিয়াছিল এবং "আলোয়ণা" (প্রায়শ্চিত্ত) করিয়া শুদ্ধ হইয়াছিল। ইহা কি দয়া এবং ক্ষমা নাশক কর্ম্ম নহে? যখন অন্য মতস্থদিগের প্রাণ লওয়া পর্য্যন্ত বৈরবুদ্ধি পোষণ করে তখন ইহাদিগকে দয়ালুর পরিবর্ত্তে হিংসক কথনই সার্থক আর্হত প্রবচন সংগ্রহ পরমাগমন- সম্যক্ দর্শনাদির লক্ষণ কথিত আছে। সম্যক্ শ্রদ্ধা, সম্যক্ দর্শন, জ্ঞান এবং চরিত্র এই চারি মোক্ষমার্গের সাধন। যোগদেব ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জীবাদি দ্রব্য যেরূপ অবস্থিত তদনুযায়ী জিন প্রতিপাদিত গ্রন্থানুসৃত বিপরীত অভিনিবেশাদি রহিত শ্রদ্ধা অর্থাৎ জিন মতে প্রীতিকে সম্যক্ শ্রদ্ধা এবং সম্যক্ দর্শন বলা যায়।

**রুচিজিনোক্ত-তত্ত্বেষু সম্যক্ শ্রদ্ধানমুচ্যতে।**

জিনোক্ত তত্ত্বসমূহে সম্যক্ শ্রদ্ধা করা উচিত অর্থাৎ অন্যত্র কোথায় করিবে না।

**যথাবস্থিত তত্ত্বানাং সংক্ষেপাদ্বিস্তরেণ বা**
**যো বোধ স্তমত্রাহুঃ সম্যক্ জ্ঞানং মনীষিণঃ॥**

জীবাদিতত্ত্ব যে প্রকার আছে সংক্ষেপতঃ অথবা বিস্তার পূর্ব্বক তাহার বোধ হওয়াকেই বুদ্ধিমান্ লোক সম্যক্ জ্ঞান কহেন।

**সর্ব্বথাঽনবদ্যযোগানাং ত্যাগশ্চারিত্রমুচ্যতে।**
**কীর্ত্তিতং তদহিংসাদি ব্রতভেদেন পঞ্চধা॥**
**অহিংসা সূনৃতাস্তেয় ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহাঃ।**

সর্ব্বপ্রকারে নিন্দনীয় অন্যমতের সম্বন্ধ ত্যাগ করাকে চরিত্র কহে এবং অহিংসাদি ভেদানুসারে ব্রত পাঁচ প্রকার। প্রথম (অহিংসা) কোন প্রাণিমাত্রকে না মারা। দ্বিতীয় (সূনৃতা) প্রিয় বাক্য বলা। তৃতীয় (অস্তেয়) চৌর্য্য না করা। চতুর্থ (ব্রহ্মচর্য্য) উপস্থেন্দ্রিয়ের সংযম। পঞ্চম (অপরিগ্রহ) সকল বস্তুর ত্যাগ করা। ইহার মধ্যে অনেক বিষয় উত্তম; অর্থাৎ অহিংসা এবং চৌর্য্যাদি নিকৃষ্টকর্ম্ম ত্যাগ করা উত্তম কার্য্য। পরন্তু এই সমস্ত অন্যমতের নিন্দা করা প্রভৃতি দোষ বশতঃ উত্তম কথাও দোষযুক্ত হইয়াছে। যেরূপ নিন্দার কথা প্রথম সূত্রে লিখিত আছে যে অন্য হরি-

হরাদির ধর্ম্ম সংসারে উদ্ধার কর্ত্তা নহে। যাহাদিগের গ্রন্থ দর্শন করিলেই পূর্ণ বিদ্যা এবং ধার্ম্মিকতা লাভ হয় তাহাকে নিকৃষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করা কি সামান্য নিন্দা? পূর্ব্বে যেরূপ লিখিত হইয়াছে তদ্রূপ মহা অসম্ভব বাক্য প্রযোক্তা আপনাদিগের তীর্থঙ্করদিগের প্রশংসা করিতে হইবে ইহা কি বলা উচিত? ইহা কেবল ভ্রমের কথা। আচ্ছা যে জৈন কোনরূপ চারিত্র দেখাইতে পারে না, পাঠ করিতে পারে না, এবং দান দিতে সমর্থ হয় না, তথাপি "জৈনমত সত্য" ইহা বলিলেই কি সে উত্তম হইয়া যাইবে? আর অন্যমতস্থ শ্রেষ্ঠ হইলেও অশ্রেষ্ঠ হইবে? এইরূপ করিলে মনুষ্যকে ভ্রান্ত এবং বালবুদ্ধি কহিবে না, তবে কি কহিবে? ইহাতে বিদিত হওয়া যায় যে ইহাদিগের আচার্য্য স্বার্থপর ছিলেন এবং পূর্ণ বিদ্বান্ ছিলেন না। কারণ যদি তিনি সকলের নিন্দা করিতেন তাহা হইলে তাঁহার মিথ্যা কথায় কেহ ভুলিত না এবং তাঁহার প্রয়োজন সিদ্ধ হইত না। দেখ, ইহা সিদ্ধ হইতেছে যে জৈনদিগের মত সকলকে নিমগ্ন করিয়া দেয় ও বেদ মত সকলের উদ্ধার করে। হরিহরাদিদেব সুদেব ও ইহাদিগের ঋষভাদিদেব সমস্ত কুদেব, এরূপ অপরে যদি কেহ বলে তাহা হইলে কি ইহাদিগের তাহা মন্দ লাগিবে না? ইহাদিগের আচার্য্য এবং মাননীয় লোকদিগের আরও ভ্রম দেখ।

মূল— জিণবর আণা ভংগং উমগ্‌গ উস্‌সুত্তলে সদেসণউ।
আণা ভংগে পাবন্তা জিণময় দুক্করং ধম্মম্॥
প্রকরঃ ভাগঃ ২। ষষ্ঠীশঃ। সূঃ ১১॥

উন্মার্গ এবং উৎসূত্র ব্যবহারের লেশমাত্র প্রদর্শন করিলে জিনবর অর্থাৎ বীতরাগ তীর্থঙ্করদিগের আজ্ঞাভঙ্গ হয় এবং উহা দুঃখের হেতুভূত পাপ হইয়া থাকে! জিনেশ্বরের কথিত সম্যক্ত্বাদি ধর্ম্ম গ্রহণ করা অতি কঠিন। এই হেতু যেরূপে জিনের আজ্ঞাভঙ্গ না হয়, তদ্রূপ করা উচিত॥ ১১॥ (সমীক্ষক) আপনার মুখে আপনার প্রশংসা করা, আপনারই ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা কহা এবং অপর ধর্ম্মের নিন্দা করা কেবল মূর্খতার কথা। অন্য বিদ্বান্ যাহার প্রশংসা করে তাহারই প্রশংসা উচিত। চোরও আপনার মুখে আপনার প্রশংসা করিয়া থাকে বলিয়া কি সে প্রশংসনীয় হইতে পারে? এইরূপ ইহাদিগের কথা—

মূল—বহুগুণবিজ্‌ঝা নিলও উস্‌সুত্তভাসী তাহা বিমুত্তব্বো।
জহবরমণিজুত্তো বিহুবিদ্‌যকরো বিসহরো লোএ॥
প্রকরঃ ভাঃ ২। ষষ্ঠিঃ সূঃ ১৮॥

বিষধর সর্পের ফণস্থ মণি যেরূপ পরিহরণীয় তদ্রূপ যে জৈনমতস্থ নহে সে যত উৎকৃষ্ট ধার্ম্মিক ও পণ্ডিত হউক তাহাকে ত্যাগ করা জৈনদিগের উচিত॥ ১৮॥ (সমীক্ষক)

দেখ কত দূর ভ্রমের কথা! যদি ইহাদিগের আচার্য্য এবং শিষ্যগণ বিদ্বান হইত তাহা হইলে বিদ্বান্‌দিগের সহিত প্রীতি করিত। যখন ইহাদিগের তীর্থঙ্কর পর্য্যন্ত অবিদ্বান্ তখন কেন বিদ্বান্‌দিগের সম্মান করিবে? পঙ্কে অথবা ধূলিতে সুবর্ণ পড়িয়া থাকিলে তাহা কি ত্যাজ্য হয়? ইহা হইতে এইরূপ সিদ্ধ হইল যে, জৈন ব্যতিরেকে অন্য কে এরূপ পক্ষপাতী, ভ্রান্ত, দুরাগ্রহী এবং বিদ্যাহীন হইবে?

মূল—অই সযপা বিযপা বাধম্মি অপরে সুতো
বিপাবরয়া।
ন চলন্তি সুদ্ধধম্মা ধন্না কিবিপাবপব্‌বেসু॥
প্রকরঃ ভাঃ ২। ষষ্ঠীঃ সূঃ। ২৯॥

যে অন্যদর্শনী এবং কুলিঙ্গী অর্থাৎ জৈনমতবিরোধী হইবে জৈনগণ তাহার দর্শনও করিবে না॥ ২৯॥ (সমীক্ষক) বুদ্ধিমান্ লোকে বিচার করিবেন যে ইহা কত দূর পামরত্বের কথা। ইহা সর্ব্বথা সত্য যে যাহার মত সত্য সে কাহারও নিকট হইতে ভীত হয় না। ইহাদিগের আচার্য্য জানিতেন যে তাঁহার মত সম্পূর্ণ ভ্রান্তিপূর্ণ এবং অন্য কেহ শুনিলে উহার খণ্ডন হইয়া যাইবে। সেই হেতু (ইহাঁদের মতে) সকলের নিন্দা কর আর সকলকে প্রতারিত কর।

মূল—নাম পিতস্‌সত্ত সুহং জেননিদিঠাই মিচ্ছপব্বাই।
জেসিং অণুসং গা উধম্মীণবিহোঈ পাবমঈ॥
প্রকঃ ভাঃ ২। ষষ্ঠিঃ ৬। সূঃ ২৭॥

জৈন ধর্ম্মের বিরুদ্ধে যে সমস্ত ধর্ম্ম আছে উহা সমস্ত মনুষ্যকে পাপী করে এইহেতু অন্য ধর্ম্ম না মানিয়া জৈন ধর্ম্ম মানাই শ্রেষ্ঠ॥ ২৭॥ ইহা হইতে এইরূপ সিদ্ধ হইতেছে যে জৈন ধর্ম্মমার্গ সকলের সহিত বৈর, বিরোধ, নিন্দা এবং ঈর্ষ্যা আদি করাইয়া সকলকে দুষ্টকর্ম্মরূপ সাগরে নিমগ্ন করে। জৈনগণ যেরূপ সকলের নিন্দা করে অন্য মতাবলম্বী কেহই তদ্রূপ মহানিন্দুক এবং অধর্ম্মী হইতে পারিবে না। এক দিক্ হইতে একেবারে সকলেরই নিন্দা করা এবং আপনাদিগের অতি প্রশংসা করা কি শঠ মনুষ্যের কার্য্য নহে? বিবেকী লোক যে মতই হউক তাহার উৎকৃষ্টাংশকে উৎকৃষ্ট এবং অপকৃষ্টাংশকে অপকৃষ্ট বলিয়া থাকেন।

মূল—হাহা গুরুঅঅ কজঝং স্বামীনহু অচ্ছিকস

কহ জিন বয়ণ কহ সুগুরু সাবয়া কহইয় অকজ্ঝং ॥
প্রকঃ ভাঃ ২। ষষ্ঠীঃ সূঃ ৩৫ ॥

সর্ব্বজ্ঞভাসিত জিনবচন, জৈনসুগুরু এবং জৈন ধর্ম্ম কোথায় এবং তদ্বিরুদ্ধ ভিন্ন মার্গের উপদেশক কুগুরু সকল কোথায়! অর্থাৎ আমাদিগের সুগুরু, সুদেব, এবং সুধর্ম্ম এবং অপরের কুগুরু কুদেব, এবং কুধর্ম্ম ॥ ৩৫ ॥ (সমীক্ষক) কুলবিক্রয়কারিণী ডোমপত্নী যেমন আপনার অম্ল কুল মিষ্ট এবং অপরের মিষ্ট কুলও অম্ল এবং নিষ্প্রয়োজন বলিয়া থাকে, এ সকল কথাও তদ্রূপ। জৈনদিগের বাক্য এইরূপ যে ইহারা আপনাদিগের মত ভিন্ন অন্যমতাবলম্বীর সেবা করিলে মহা দুষ্কর্ম্ম অর্থাৎ পাপ গণনা করে।

মূল—সপ্পো ইক্কং মরণং কুগুরু অণন্তা ইদেই মরণাই।
তোবরিসপ্পং গহিয়ুং মা কুগুরুসেবণম্ ভদ্দম্ ॥
প্রকঃ ভাঃ ২। সূঃ ৩৭ ॥

পূর্ব্বে যেরূপ লিখিত হইয়াছে যে, যেমন সর্পের মণিও ত্যাগ করা উচিত, তদ্রূপ অন্য মার্গাবলম্বীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধার্ম্মিক পুরুষদিগকেও ত্যাগ করিতে হইবে। এক্ষণে অন্য মতস্থদিগের তদপেক্ষাও বিশেষ নিন্দা করিতেছে। জৈন মত ভিন্ন অন্য সকলেই কুগুরু অর্থাৎ উহারা সর্পাপেক্ষাও অপকারী; সুতরাং উহাদিগের দর্শন, সেবা, এবং সঙ্গ কখন করিবে না। কারণ সর্প সহবাসে একবার মরণ হয় কিন্তু অন্য মার্গস্থ কুগুরুদিগের সঙ্গ বশতঃ অনেকবার জন্ম ও মরণে পতিত হয়। এই হেতু হে ভদ্র লোক! তোমরা ভিন্নমার্গীয় গুরুদিগের পার্শ্বেও দণ্ডায়মান হইও না; কারণ ভিন্নমার্গীয়দিগের কিছুমাত্রও সেবা করিলে দুঃখে পতিত হইবে। (সমীক্ষক) দেখ জৈনদিগের তুল্য কঠোর, ভ্রান্ত, দ্বেষী, নিন্দাপর এবং প্রমত্ত অন্য কোন মতাবলম্বী হইবে না। ইহারা মনে মনে বিচার করিয়াছে যে আমরা অন্যের নিন্দা এবং আপনাদিগের প্রশংসা না করিলে আমাদিগের সেবা এবং প্রতিষ্ঠা হইবে না। এরূপ মনে করা উহাদিগের দুর্ভাগ্যের বিষয়, কারণ যতদিন উত্তম বিদ্বান্‌দিগের সঙ্গ ও সেবা না করিবে ততদিন ইহাদিগের যথার্থ জ্ঞান এবং সত্যধর্ম্মপ্রাপ্তি কখনই হইবে না। এই হেতু আপনাদিগের বিদ্যাবিরুদ্ধ মিথ্যা বিষয় সকল ত্যাগ করিয়া বেদোক্ত সত্যবাক্য গ্রহণ করা জৈনদিগের উচিত। তাহা হইলে উহাদিগের কল্যাণের বিষয় হয়।

মূল—কিং ভণিমো কিং করিমো তাণহয়াসাণ ধিঠ-
ঢুঠাণং।

জে দংসি ঊণ লিং গং খিবংতি নরয়াম্ম মুদ্ধজণং॥
প্রকঃ ভাঃ। ষষ্ঠিঃ সূঃ ৪০॥

যাহার কল্যাণের আশা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, যে বিচারশূন্য অসৎ কার্য্য করিতে অতি চতুর, সেই দুষ্ট দোষবিশিষ্ট লোকের সম্বন্ধে কি কহা যাইবে এবং কি করা যাইতে পারে? কারণ তাহার উপকার করিলে সে বিপরীত ভাবে উপকর্ত্তাকেই নাশ করে। যেমন কেহ দয়া করিয়া যদি অন্ধ সিংহের চক্ষুরুন্মোচন করিতে যায় তাহা হইলে সে তাহাকেই ভোজন করিয়া ফেলে; তদ্রূপ ভিন্নমার্গস্থদিগকে উপকার করা কেবল আপনার নাশ করা। অর্থাৎ সর্ব্বদা উহাদিগের নিকট হইতে পৃথক্ থাকিবে॥ ৪০॥ (সমীক্ষক) জৈনগণ যেরূপ বিচার করে তদ্রূপ ভিন্নমতাবলম্বী লোক যদি বিচার করে তাহা হইলে জৈনদিগের কতদূর দুর্দ্দশা হয়? যদি কেহ উহাদিগের কোনরূপ উপকার না করে তাহা হইলে উহাদিগের কত কার্য্য নষ্ট হয় এবং উহাদিগের কতদূর দুঃখ প্রাপ্তি হয়? জৈনগণ অন্যের পক্ষেও কেন তদ্রূপ বিচার করে না?

মূল—জহজহ ভুট্টই ধম্মো জহজহ দুঠাণহোয় অইউদউ।
সমদ্দিঠিজিয়াণং তহ তহ উল্লসইস মত্তং॥
প্রকঃ ভাঃ ২। ষষ্ঠীঃ সূঃ ৪২॥

যে যে রূপে দর্শন ভ্রষ্ট নিহ্নব, পাচ্ছত্তা, উসন্না ও কুশীলিযাদি এবং অন্য দর্শনী ত্রিদণ্ডী, পরিব্রাজক এবং বিপ্রাদি দুষ্ট লোকদিগের অতিশয় বল সৎকার এবং পূজাদি হইবে তত্তদ্রূপে সম্যগ্‌দৃষ্টি জীবদিগের সম্যক্ত্ব প্রকাশিত হইবে ইহা অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয়॥ (সমীক্ষক) দেখ, এই সকল জৈন্যদিগের অপেক্ষা অধিক ঈর্ষ্যা, দ্বেষ এবং বৈরবুদ্ধিযুক্ত দ্বিতীয় কেহ কি হইবে? অবশ্য অপর মতেও ঈর্ষ্যা ও দ্বেষ আছে। পরন্তু ইহাদিগের যত দূর আছে তত্দূর অন্য কিছুতেই নাই। দ্বেষ পাপের মূল। সুতরাং জৈনদিগের মধ্যে পাপাচার কেন না রহিয়াছে?

মূল—সংগো বিজাণ অহিউতে সিংধম্মাই জে পকুব্বন্তি।
মূতূণ চোরসংগং করন্তি তে চোরিয়ং পাবা॥
প্রকঃ ভাঃ ২। ষষ্ঠীঃ সূঃ ৭৫॥

ইহার মুখ্য প্রয়োজন এই যে মূর্খলোক যেরূপ চোরের সঙ্গবশতঃ নাসিকাচ্ছেদনাদি দণ্ড হইতে ভীত হয় না তদ্রূপ জৈন মত ভিন্ন অন্য চোরধর্ম্মে স্থিত লোক আপনার

অকল্যাণের ভয় করে না ॥ ৭৫ ॥ (সমীক্ষক) যে যেরূপ লোক হয় সে অন্যকেও আপনার সদৃশ মনে করে। ইহা কি সত্য হইতে পারে যে অন্য সমস্ত মত চোরমত এবং কেবল জৈনদিগেরই সাধুমত ? যখন মনুষ্যগণ অতি অজ্ঞান এবং কুসঙ্গ বশতঃ ভ্রষ্টবুদ্ধি হইয়া যায় তখন অপরের প্রতি অতিশয় ঈর্ষ্যা এবং দ্বেষাদি দুষ্ট ভাব ত্যাগ করে না। জৈনমত যেরূপ পরদ্বেষী এরূপ অন্যমত নহে।

মূল–জচ্ছ পসুমহিসলরকা পব্বংহী মন্তি পাবন বমীএ।
পূঅন্তি তংপি সট্ঢাহা হী লাবী পরায়স ॥

প্রকঃ ভাঃ ২। ষষ্টিঃ সূঃ ৭৬ ॥

পূর্ব্ব সূত্রে যে মিথ্যাত্বীর কথা আছে তদনুসারে জৈনমার্গ ভিন্ন সকলেই মিথ্যাত্বী এবং আপনারাই সম্যক্ত্বী। অর্থাৎ অন্য সকলে পাপী এবং জৈনলোক সকলেই পুণ্যাত্মা। এই হেতু যদি কেহ মিথ্যাত্বীর ধর্ম্ম স্থাপন করে সে পাপী হয় ॥ ৭৬॥ (সমীক্ষক) অন্যের স্থানে চামুণ্ডা, কালিকা ও জ্বালা প্রমুখের অগ্রে পাপনৌমী অর্থাৎ দুর্গানৌমী তিথি প্রভৃতি সমস্ত যেরূপ অপকৃস্ট হয় তদ্রূপ তোমাদিগের পজূসণ আদি ব্রত, যাহা হইতে মহাকষ্ট হয়, সে সকল কি অপকৃষ্ট নহে ? এস্থলে বামমার্গীয়দিগের লীলা খণ্ডন করা সঙ্গত বটে কিন্তু ইহারা যে শাসন দেবী এবং মরুত দেবী প্রভৃতি মানিয়া থাকে তাহারও খণ্ডন করিলে ভাল হইত। যদি বল যে আমাদিগের দেবী হিংসক নহে তাহা হইলে সে কথা মিথ্যা। কারণ শাসন দেবী এক পুরুষের এবং এক ছাগের চক্ষু উৎপাটন করিয়াছিলেন। সুতরাং রাক্ষসী. এবং দুর্গাও কালিকার সঙ্গিনী ভগিনী তিনি কেন না হইবেন ? তদ্ব্যতীত আপনাদিগের যচ্চখাণ আদি ব্রত সকলকে অতি শ্রেষ্ঠ এবং নবমী আদিকে দুষ্ট বলা মূঢ়তার কার্য্য। কারণ অপরের উপবাসের নিন্দা করা এবং আপনার উপবাসের স্তুতি করা সজ্জনের কার্য্য নহে। সত্য ভাষণাদি যে সকল ব্রত অনুষ্ঠিত হয় উহা সকলের পক্ষেই উত্তম। জৈনদিগের এবং অন্য কাহারও উপবাস সত্য নহে।

মূল–বেসাণবং দিয়াণয় মাহণডুং বাণজর কসির কাণম্।
ভত্তা ভর কঠাণং বিয়াণং জন্তি দূরেণং ॥

প্রকঃ ভাঃ ২। ষষ্টিঃ সূঃ ৮২।

ইহাই মুখ্য অর্থ এই যে বেশ্যা, চারণ এবং ভট্টাদি লোক ব্রাহ্মণ, যক্ষ, গণেশাদি এবং মিথ্যাদৃষ্টি দেবী প্রভৃতি দেবতাদিগের ভক্ত হয়। যাহারা উহাদিগকে মানে তাহারা নিজে নিমগ্ন হয় এবং অপরকেও নিমগ্ন করে ; কারণ উহাদিগেরই নিকট সমস্ত দ্রব্য মানিয়া থাকে এবং বীতরাগ পুরুষদিগের হইতে দূরে অবস্থান করে ॥ ৮ ॥ (সমীক্ষক)

ভিন্নমার্গীয় দেবতাদিগকে মিথ্যা বলা এবং আপনাদিগের দেবতাদিগকে সত্য বলা কেবল পক্ষপাতের কথা, তদ্‌ভিন্ন বামমার্গীয়দিগের দেবী প্রভৃতির নিষেধ করা হয়, পরন্তু শ্রাদ্ধ-দিনকৃত্যের ৪৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে শাসন দেবী রাত্রিকালে ভোজন করা হেতু এক পুরুষকে চপেটাঘাত করিয়াছিলেন এবং উহার চক্ষু উৎপাটন করিয়া তাহার স্থানে ছাগের চক্ষু উৎপাটন করিয়া সেই মনুষ্যের জন্য সংযোজিত করিয়াছিলেন। এই দেবীকে কেন হিংসক বলিয়া মানা হয় না? রত্নসার ১ ভাগ ৬৭ পৃষ্ঠায় কি লিখিত আছে দেখা যাউক। মরুৎদেবী প্রস্তরের মূর্ত্তি ধারণ করত পথিকদিগের সহায়তা করিতেন। ইহাঁকেও তদ্রূপ কেন না মানা হয়?

মূল—কিংসোপি জণণি জাও জাণো জণণী ইকিং অগোব্ধিং।
জইমিচ্ছরও জাও গুণে সুতমচ্ছরং বহই॥
প্রকঃ ভাঃ ২। ষষ্ঠিঃ সূঃ ৮১॥

জৈন মত বিরোধী যে সকল মিথ্যাত্বী অর্থাৎ মিথ্যাধর্ম্মাবলম্বী তাহারা জন্মগ্রহণ করে কেন? যদি জন্ম গ্রহণ করে তবে বর্দ্ধিত হয় কেন? অর্থাৎ উহারা শীঘ্র নষ্ট হইয়া যাইলেই ভাল হইত॥ ৮১॥ (সমীক্ষক) ইহাদিগের বিতরাগভাষিত দয়া ও ধর্ম্ম দেখ! ইহারা ভিন্নমতাবলম্বীদিগের জীবন পর্য্যন্তও ইচ্ছা করে না। ইহাদিগের দয়া ও ধর্ম্ম কেবল কথন মাত্র এবং যাহা কিছু আছে তাহা কেবল ক্ষুদ্র জীব এবং পশুদিগের জন্য, জৈন ভিন্ন মনুষ্যদিগের জন্য নহে।

মূল—সুদ্ধে মগে্গ জায়া সুহেণ মচ্ছন্তি সুদ্ধিমগ্গমি।
জে পুণঅ মগ্গজায়া মগ্গে গচ্ছংতি তং চুপ্পং॥
প্রকঃ ভাঃ ২। ষষ্ঠিঃ সূঃ ৮৩॥

সংক্ষিপ্ত অর্থ:—ইহার মুখ্য অর্থ এই যে জৈন কুলে জন্মগ্রহণ করিলে যে মুক্তি লাভ হয় ইহা কিছু আশ্চর্য্য নহে; পরন্তু জৈন ভিন্ন কুলে জাত ভিন্নমার্গীয় মিথ্যাত্বী যে মুক্তি প্রাপ্ত হয় ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। ইহার ফলিতার্থ এই যে জৈনমতাবলম্বীই মুক্তি পায় এবং অন্য কেহ তাহা পায় না। যে জৈন মত গ্রহণ না করে সে নরকগামী হয়॥ ৮৩॥ (সমীক্ষক) জৈনমতস্থ কেহ কি দুষ্ট অথবা নরকগামী হয় না? সকলেই কি মুক্তিলাভ করে? এবং অন্য কেহ কি মুক্তি পায় না? ইহা কি উন্মত্ততার কথা নহে? নির্বোধলোক ব্যতীত এরূপ কথায় কে বিশ্বাস করিতে পারে?

মূল—তিচ্ছয়াণং পূআ সংমত্ত গুণাণকারিণী ভণিয়া।
সাবিয় মিচ্ছত্তয়রী জিণ সময়ে দেসিয়া পূআ॥
প্রকঃ ভাঃ ২। ষষ্ঠিঃ সূঃ ৯০॥

সংক্ষিপ্ত অর্থ:—কেবল জিন মূর্ত্তির পূজাই সার, সুতরাং ভিন্নমার্গীয়দিগের মূর্ত্তিপূজা অসার। যে জিন মার্গের আজ্ঞা পালন করে সে তত্ত্বজ্ঞানী এবং যে তাহা না করে সে তত্ত্বজ্ঞানী নহে॥ ৯০॥ (সমীক্ষক) বাহবা বাহবা! কি কথা? বৈষ্ণবদিগের ন্যায় তোমাদিগেরও পাষাণাদি মূর্ত্তি কি জড় পদার্থ-নির্ম্মিত নহে? তোমাদিগের মূর্ত্তি পূজা যেরূপ মিথ্যা, বৈষ্ণবদিগেরও তদ্রূপ মিথ্যা। যে হেতু তুমি নিজে তত্ত্বজ্ঞানী হইতেছ এবং অন্যাকে অতত্ত্বজ্ঞানী করিতেছ এই হেতু ইহা বিদিত হওয়া যাইতেছে যে তোমা-দিগের মতে তত্ত্বজ্ঞান নাই।

মূল—জিণ আণা এ ধম্মো আণা রহি আণ ফুড়ং অহ-
মুত্তি।
ইয়মুণি উণ যতত্তং জিণ আণাএ কুণহু ধম্মং॥
প্রকঃ ভাঃ ২। ষষ্ঠীঃ সূঃ ৯২॥

সঃ অর্থ—দয়া ও ক্ষমাদিরূপ জিন দেবের আজ্ঞাই ধর্ম্ম এবং তদ্ভিন্ন সমস্ত আজ্ঞা অধর্ম্ম॥ ৯২॥ (সমীক্ষক) জৈন মত হইতে ভিন্ন কোন পুরুষই সত্যবাদী এবং ধর্ম্মাত্মা নহে এ কথা কতদূর অন্যায়? সেই সকল ধার্ম্মিককে সম্মাননা করা কি উচিত নহে? অবশ্য যদি জৈন মতস্থ মনুষ্যদিগের মুখ ও জিহ্বা চর্ম্মনির্ম্মিত না হইত, এবং অন্যের চর্ম্মনির্ম্মিত হইত তাহা হইলে এ কথা সঙ্গত হইতে পারিত। ইহারা আপনাদিগের মতস্থ পুস্তক, বচন এবং সাধু আদির বিষয়ে এতাদৃশ গৌরব করিয়াছে যে তাহা হইতে বোধ হয় যেন ইহরা ভাটের অপেক্ষাও অধিক হইয়া রহিয়াছে!

মূল—বন্নেমিনারয়া উবিজেসিন্দুকাই সম্ভরংতাণম্।
ভব্বাণ জণই হরিহররিদ্ধি সমিদ্ধী বিউদ্ধোসং॥
প্রকঃ ভাঃ ২ ষষ্ঠীঃ সূঃ ৯৫॥

সঃ অর্থঃ—ইহার মুখ্য তাৎপর্য্য এই যে হরিহরাদি দেবসমূহের বিভূতি সকল নরকের হেতু এবং উহা দেখিয়া জৈনদিগের শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া পড়ে। রাজাজ্ঞা ভঙ্গ করিলে মনুষ্য যেমন মরণ পর্য্যন্তও দুঃখ পায়, তদ্রূপ জিনাজ্ঞা ভঙ্গ করিলে জন্ম মরণ দুঃখ কেন না পাইবে? (সমীক্ষক) জৈনদিগের আচার্য্য প্রভৃতির মনোবৃত্তি দেখ। উপরে কপটতা

এবং প্রতারকের লীলা মাত্র। এক্ষণে উহাদিগের ভিতরও প্রকাশিত হইয়াছে। উহারা হরিহরাদির এবং তাহাদিগের উপাসকের ঐশ্বর্য্য এবং বৃদ্ধি দেখিতেও পারে না। উহাদিগের রোমাঞ্চ এই জন্য উত্থিত হয় যে কেন অন্যের উন্নতি হইল? উহাদিগের মধ্যে অনেকে ইচ্ছা করে যে ইহাদিগের ঐশ্বর্য্য আমাদিগের লাভ হউক এবং ইহারা দরিদ্র হইয়া যাউক। জৈনগণ অতিশয় রাজার তোষামোদ প্রিয় মিথ্যারত এবং কাপুরুষ, এই জন্য উহারা রাজাজ্ঞার দৃষ্টান্ত দিয়া থাকে। রাজার কি মিথ্যা কথাও মানিয়া লওয়া উচিত? ঈর্ষ্যা এবং দ্বেষপ্রিয় হইতে হইলে জৈন অপেক্ষা অধিক কেহ হইতে পারিবে না।

মূল—জো দেইশুদ্ধধম্মং সো পরমপ্যা জয়ম্মি নহু অন্নো।
কিং কপ্পদ্দুম্ম সরিসো ইয়রতরু হোইকইযাবি॥
প্রকঃ ভাঃ ২। যষ্ঠী সূঃ ১০১॥

সঃ অর্থ—যাহারা জৈনধর্ম্মবিরুদ্ধ, তাহারা মূর্খ এবং যাহারা জিনেন্দ্রভাষিত ধর্ম্মের উপদেষ্টা সাধু বা গৃহস্থ অথবা গ্রন্থকর্ত্তা তাহারা সকলেই তীর্থঙ্করদিগের তুল্য এবং তাহাদিগের তুল্য কেহই নাই। (সমীক্ষক) কেন থাকিবেনা? জৈন লোক বালকবুদ্ধি না হইলে এ সকল কথা কেন মানিয়া বসিবে? যেরূপ বেশ্যাগণ আপনাদিগকে ভিন্ন অন্য কাহারও স্তুতি করে না এ কথাও তদ্রূপ দৃষ্ট হইতেছে।

মূল—জে অমুণি অগুণ দোষাতে কহ অবুহাণহন্তিমঝচ্ছা।
অহতে বিহুম ঝচ্ছাতা বিসঅমি আণ তুল্লত্তং॥
প্রকঃ ভাঃ ২। ষষ্ঠিঃ সূঃ ১০২॥

সঃ অর্থঃ—জিনেন্দ্রদেব, তদুক্তসিদ্ধান্ত এবং জিনমতের উপদেষ্টাদিগকে ত্যাগ করা জৈনদিগের উচিত নহে॥ ১০২॥ (সমীক্ষক) ইহা জৈনদিগের ভ্রম, পক্ষপাত, এবং অবিদ্যার ফল ভিন্ন আর কি হইতে পারে? পরন্তু জৈনদিগের কোন কোন কথা ব্যতীত অন্য সমস্ত ত্যাগ করা উচিত। যাহার অল্প মাত্রও বুদ্ধি থাকিবে সে যখনই জৈনদিগের দেব, সিদ্ধান্তগ্রন্থ এবং উপদেষ্টাদিগকে দর্শন ও শ্রবণ করিয়া বিচার করিবে সেই সময়েই নিঃসন্দেহই তৎসমস্ত ত্যাগ করিবে।

মূল—বয়ণে বিস্মুগুরুজিণবল্লহস্সকে সিংন উল্লস ঈসমূমং।
অহকহদিণ মণিতেয়ং উলুআণং হরই অন্ধত্তং॥
প্রকঃ ভাঃ ২। যষ্ঠিঃ সূঃ ১০৮॥

সঃ অর্থঃ—যিনি জিন বচনের অনুকূল চলেন তিনি পূজনীয় এবং যে বিরুদ্ধ চলে সে অপূজনীয়। জৈন গুরুদিগকে মানিবে অর্থাৎ অন্য মার্গাবলম্বীদিগকে মানিবে না॥ ১০৮॥ (সমীক্ষক) আচ্ছা, যদি জৈনগণ অন্য অজ্ঞানীদিগকে পশুবৎ শিষ্য করিয়া না বদ্ধ করিত তাহা হইল উহারা উহাদিগের জাল হইতে নির্গত হইয়া আপনাদিগের মুক্তি সাধন করতঃ জন্ম সফল করিয়া লইত। যদি কেহ তোমাদিগকে কুমার্গী, কুগুরু মিথ্যাত্বী এবং অসদুপদেষ্টা বলিয়া নির্দ্দেশ করে তাহা হইলে তোমাদিগের কত দূর ক্লেশ বোধ হয়? তদ্রূপ তোমরা অপরের দুঃখদায়ক বলিয়া তোমাদিগের মতে অসার বাক্য পরিপূর্ণ রহিয়াছে বলিতে হইবে।

মূল—তিহুঅণ জণং মরংতং দঠ্ঠুণ ণিঅন্তিজেন অপ্পাণং॥
বিরমংতিন পাবা উধিদ্ধী ধিঠত্তণং তাণম॥
প্রকঃ ভাঃ ২। ষষ্ঠীঃ সূঃ ১০৯॥

সঃ অর্থ—যদি মৃত্যু পর্য্যন্তও দুঃখ হয় তথাপি জৈন লোক কৃষি বাণিজ্যাদি কর্ম্ম করিবেনা; কারণ এই সকল কার্য্য নরকে লইয়া যায়॥১০৯॥ (সমীক্ষক) এক্ষণে জৈনদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে যে কেন তোমরা ব্যবসায়াদি কর্ম্ম করিতেছ? কেন এই কর্ম্ম ত্যাগ কর না? যদি ত্যাগ কর তাহা হইলে তোমাদিগের শরীরের পালন এবং পোষণ হইতে পারে না। যদি তোমাদিগের কথানুসারে সকলেই উক্ত কর্ম্ম সকল ত্যাগ করে তাহা হইলে কি বস্তু আহার করিয়া জীবন ধারণ করিবে? এরূপ অত্যাচারের উপদেশ করা সম্পূর্ণ ব্যর্থ। কি করে, হতভাগ্যগণ বিদ্যা এবং সৎসঙ্গের অভাবে মনে মনে যাহা আসিয়াছে তাহাই বৃথা কহিয়াছে।

মূল—তইয়া হমাণ অহমা কারণ রহিয়া অনাণ গব্যেণ।
জেজংপন্তি উশুত্তং তেসিংদিদ্ধি চ্ছপম্মিচ্চং॥
প্রকঃ ভাঃ ২। ষষ্ঠীঃ সূঃ ১২১॥

সঃ অর্থ—জৈনাগমের বিরুদ্ধ শাস্ত্রবিশ্বাসী অধমের অপেক্ষাও অধম। যে কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হউক আর না হউক জৈনমতের বিরুদ্ধ কহিবে না এবং বিশ্বাস করিবে না। প্রয়োজন সিদ্ধ হইক বা না হউক অন্য মত ত্যাগ করিবে॥ ১২১ ॥ (সমীক্ষক) তোমাদিগের মূল পুরুষ হইতে আজ পর্য্যন্ত যত গুরু হইয়াছে এবং হইবে, তাহারা অন্যমতের নিন্দা করা ব্যতীত অন্য কোন কার্য্য করে নাই এবং করিবে না। আচ্ছা যেখানে কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় সে স্থানে জৈনগণ যখন শিষ্যেরও শিষ্য হইয়া থাকে তখন

এতাদৃশ দীর্ঘ ও বিস্তৃত মিথ্যা কথা সকল রচনা করিতে যে অল্প মাত্রও লজ্জা হয় না ইহা অতিশয় দুঃখের বিষয়॥

মূল—জম্বীর জিণস্স জিও মিরঙ্গী উস্সুত্তলে সদেসণও।
সাগর কোড়া কোড়িংহিং মই অই ভী ভবরণে।
প্রকঃ ভাঃ ২। ষষ্ঠীঃ সূঃ ১২২॥

সঃ অর্থঃ—যদি কেহ এরূপ বলে যে জৈন সাধুদিগের মধ্যে ধর্ম্ম আছে এবং আমাদিগের ও অন্যের মধ্যেও আছে, তাহা হইলে তাদৃশ মনুষ্য কোটি কোটি বর্ষ পর্য্যন্ত নরকে অবস্থান করিয়াও পুনর্ব্বার নীচ জন্ম লাভ করে॥ ১২২॥ (সমীক্ষক) বাহবা বাহবা! বিদ্যার শত্রুগণ! তোমরা এরূপ মনে বিচার করিয়া থাকিবে যে কেহ যেন তোমাদিগের মিথ্যা বাক্যের খণ্ডন না করে এবং সেইজন্য এই ভয়ঙ্কর বচন লিখিয়াছ। উহা অসম্ভব। আর তোমাদিগকে কত দূর বুঝান যাইবে। তোমরা মিথ্যা নিন্দা এবং অন্য মতের সহিত বৈর এবং বিরোধ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া আপনাদিগের প্রয়োজন সিদ্ধ করা (সুখাদ্য) মোহনভোগের ন্যায় (উত্তম) মনে করিয়াছ।

মূল—দূরে করণং দূরম্মি সাহুণং তহয়ভাবণা দূরে।
জিণধম্ম সদ্দহাণ পিতির কত্থুরকাইনিঠবই॥
প্রকঃ ভাঃ ২। ষষ্ঠীঃ সূঃ ১২৭॥

সঃ অর্থ—যে লোক জৈনধর্ম্মের কিছুমাত্রও অনুষ্ঠান করিতে পারে না, তথাপি "জৈনধর্ম্ম সত্য এবং অন্য ধর্ম্ম নহে" এইরূপ তাহার শ্রদ্ধা মাত্র হইতেই সে দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া যায়॥ ১২৭॥ (সমীক্ষক) আচ্ছা, মূর্খদিগকে আপনাদিগের জালে আসক্ত করিবার জন্য ইহা অপেক্ষা আর কি অধিক প্রলোভন হইতে পারে? কারণ কোন কর্ম্ম করিতে হইবে না অথচ মুক্তি হইয়া যাইবে এরূপ অসার মত আর কি হইতে পারে?

মূল—কইয়া হোহী দিবসো জইয়া সুগুরূণ পায়মূলম্মি।
উস্সুত্তলে সবিসলবর হিওনিস্সুণে সুজিনধম্মং॥
প্রকঃ ভাঃ ২। ষষ্ঠীঃ সূঃ ১২৮॥

সঃ অর্থঃ—যদি মনুষ্য হই:তবে জিনাগম অর্থাৎ জৈনদিগের শাস্ত্র শুনিয়া এবং উৎসূত্র অর্থাৎ অন্য মতের গ্রন্থ কখন শুনিব না এইরূপ যদি ইচ্ছা করে তাহা হইলে সেই ইচ্ছামাত্র হইতেই দুঃখ সাগর হইতে পার হইয়া যায়॥ ১২৮॥ (সমীক্ষক) একথা

নির্ব্বোধ মনুষ্যদিগকে কেবল প্রতারিত করিবার জন্য। কারণ উক্তরূপ ইচ্ছাদ্বারা ইহলোকের দুঃখ সাগর হইতেও পার হওয়া হয় না এবং পূর্ব্বজন্মের পাপেরও দুঃখরূপ ফলভোগ ব্যতীত কখন খণ্ডিত হয় না। এই সকল মিথ্যা অর্থাৎ বিদ্যাবিরুদ্ধ কথা না যদি লিখিত হইত, তাহা হইলে বেদাদি শাস্ত্র দেখিয়া এবং শুনিয়া উহাদিগের সকল গ্রন্থের সত্যাসত্য জানিতে পারিয়া উহাদিগের অসার গ্রন্থ সকল ত্যাগ করিত। পরন্তু এরূপ দৃঢ় ভাবে এই সকল অবিদ্বান্‌দিগকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে যে উহাদিগের জাল হইতে কেবল যদি কোন সৎসঙ্গী বুদ্ধিমান্ ইচ্ছা করে তবেই তাহার অপসৃত হওয়া সম্ভব কিন্তু জড়বুদ্ধিদিগের অপসৃত হওয়া অতি কঠিন।

মূল—জম্মাজেণং হিং ভণিয়ং সুযববহারং বিসোহিয়ং তস্‌স।
জায়ই বিসুদ্ধ বোহী জিণআণা রাহ গত্তাও॥
প্রকঃ ভাঃ ২। ষষ্ঠীঃ সূঃ ১৩৮॥

সঃ অর্থঃ—যে জিনাচার্য্যকথিত সূত্র নিরুক্তি, বৃত্তি এবং ভাষ্যচূর্ণী মানিয়া থাকে সে শুভ ব্যবহার এবং দুঃসহ ব্যবহার করিলেও চরিত্রযুক্ত হইয়া সুখ প্রাপ্ত হয় এবং অন্য মতস্থ গ্রন্থ দেখিলে হয় না॥ (সমীক্ষক) অত্যন্ত অনাহারে থাকা প্রভৃতি কষ্ট সহনকে কি চারিত্র কহে? ক্ষুধায় এবং পিপাসায় ক্লেশ পাওয়া আদি যদি চরিত্র হয় তাহা হইলে অনেক লোক দুর্ভিক্ষ সময়ে অন্নাদি না পাইলে অনাহারে ক্লেশ পাইয়া শুদ্ধ হইয়া শুভ ফল প্রাপ্ত হইতে পারে। তাহারাও শুদ্ধ হয় না এবং তোমরাও শুদ্ধ হও না। কিন্তু পিত্তাদি প্রকোপ বশতঃ রোগী হইয়া সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাক। ন্যায়াচরণ, সত্যভাষণ, এবং ব্রহ্মচর্য্যাদিই ধর্ম্ম এবং অসত্য ভাষণ ও অন্যায়াচরণাদিই পাপ হইয়া থাকে। সকলের সহিত প্রীতি রাখিয়া পরোপকারার্থ জীবন ধারণ করাকেই শুভ চরিত্র কহা যায়। জৈনমতস্থদিগের অনাহার এবং তৃষ্ণাতুর থাকা প্রভৃতি ধর্ম্ম নহে। এই সকল সূত্রাদি মানিলে অল্পমাত্র সত্য এবং অধিক অসত্য প্রাপ্ত হইয়া লোকে দুঃখসাগরে নিমগ্ন হয়।

মূল—জই জাণসি জিণনাহো লোয়ায়া রবিপরকত্রভুও।
তাতংতং মন্নং তো মহমন্নসি লোঅ আয়ারং॥
প্রকঃ ভাঃ ২। ষষ্ঠীঃ সূঃ ১৪৮॥

সঃ অর্থঃ—যে উত্তম প্রারব্ধ বিশিষ্ট মনুষ্য হয় সেই জিন ধর্ম্মের গ্রহণ করে অর্থাৎ যে জিন ধর্ম্মের গ্রহণ না করে তাহার প্রারব্ধ নষ্ট হইয়া যায়॥ ১৪৮॥ (সমীক্ষক)

একথা কি ভ্রান্ত এবং মিথ্যা নহে? অন্য মতে কি শ্রেষ্ঠ প্রারব্ধী এবং জৈন মতে নষ্টপ্রারব্ধী কেহই নাই? এরূপ যে কথিত আছে যে সধর্ম্মী অর্থাৎ জৈন ধর্ম্মাবলম্বিগণ পরস্পর ক্লেশ উৎপাদন করে না পরন্তু প্রীতিপূর্ব্বক ব্যবহার করে, তাহাতে এইরূপ সিদ্ধ হইতেছে যে জৈনগণ অপরের সহিত কলহ করা অসৎ মনে করে না। উহাও উহাদিগের অযুক্তির কথা। কারণ সজ্জন পুরুষ সকল সজ্জনদিগের সহিত প্রেম করে এবং দুষ্টদিগকে শিক্ষা প্রদান করতঃ সুশিক্ষিত করে। এস্থলে লিখিত হইয়াছে যে ব্রাহ্মণ, ত্রিদণ্ডী পরিব্রাজকাচার্য্য অর্থাৎ সন্ন্যাসী ও তাপসাদি অর্থাৎ বৈরাগী প্রভৃতি সকলেই জৈনমতের শত্রু। এক্ষণে দেখ যে যখন সকলকে ইহারা শত্রু ভাবে দেখে এবং নিন্দা করে তখন জৈনদিগের দয়া এবং ক্ষমারূপ ধর্ম্ম কোথায় রহিল? যে হেতু অপরের উপর দ্বেষ করাতে দয়া এবং ক্ষমার নাশ হয় এবং হিংসার ন্যায় দ্বিতীয় দোষ আর নাই। জৈন লোক যেরূপ দ্বেষের মূর্ত্তি অন্যে সেরূপ হইতে পারে না। যদি ঋষভদেব হইতে লইয়া মহাবীর পর্য্যন্ত ২৪ তীর্থঙ্করদিগকে রাগী, দ্বেষী এবং মিথ্যাত্বী কহা যায়, জৈনমতাবলম্বী লোক সকল সন্নিপাত জ্বরে পতিত রহিয়াছে মনে করা যায় এবং উহাদিগের ধর্ম্ম নরক ও বিষতুল্য বুঝিতে হইবে এরূপ বলা যায় তাহা হইলে জৈনদিগের কতদূর ক্লেশ বোধ হয়? এইহেতু জৈনলোক নিন্দা এবং পরমত দ্বেষরূপ নরকে নিমগ্ন হইয়া মহা ক্লেশ ভোগ করিতেছে। এই সকল কার্য্য যদি ত্যাগ করে তাহা হইলে অতি উত্তম হয়।

মূল—এগো অগূরূ এগো বিসাব গোচে ইআণি বিবহাণি।
তচ্ছয়জং জিনদব্বং পরুপ্পরন্তং নবিচ্চন্তি॥

প্রকঃ ভাঃ ২। ষষ্ঠীঃ সূঃ। ১৫০॥

সঃ অর্থঃ—সকল শ্রাবকদিগের এক দেবগুরু ধর্ম্ম আছে। চৈত্যবন্দন অর্থাৎ জিনপ্রতিবিম্ব মূর্ত্তিদেবলের বন্দন, জিনদ্রব্যের রক্ষা এবং মূর্ত্তির পূজা করাই ধর্ম্ম॥ ১৫০॥

(সমীক্ষক) এক্ষণে দেখ যে যাবতীয় মূর্ত্তিপূজার গোলযোগ চলিয়া আসিয়াছে সে সমস্তই জৈনদিগের গৃহ হইতে চলিয়াছে। জৈনমতই সমস্ত ধর্ম্মবিপ্লবের মূল। শ্রাদ্ধ দিন কৃত্য ১ পৃষ্ঠায় মূর্ত্তি পূজার প্রমাণ—

নবকারেণ বিবোহো ॥১॥ অনুসরণং সাবউ ॥ ২ ॥ বয়াইং ইমে ॥৩॥ জোগো ॥৪॥ চিয় বন্দনণগো ॥ ৫ ॥ যচ্চরখাণং তু বিহি পুচ্ছম্ ॥ ৬ ॥

ইত্যাদি শ্রাবকদিগের প্রথমে দ্বারদেশে নবকারে জপ করিয়া যাইবে॥ ১॥ দ্বিতীয়

নবকার জপের পশ্চাৎ "আমি শ্রাবক" এইরূপ স্মরণ করিবে ॥ ২ ॥ তৃতীয় আমার অনুব্রতাদি কথা আছে ॥ ৩ ॥ চতুর্থতঃ চারিবর্গের মুখ্য মোক্ষ এবং তাহার কারণ জ্ঞানাদি হইয়া থাকে। উহার সকল অতীচার নির্ম্মল করিবার ছয় কারণ আছে। তাহাকেও উপাচারতঃ যোগ কহে। উক্ত যোগ কথিত হইবে ॥ ৪ ॥ পঞ্চম চৈত্য-বন্দন অর্থাৎ মূর্ত্তির নমস্কার, দ্রব্যভাব, এবং পূজা কথিত হইবে ॥ ৫ ॥ ষষ্ঠ প্রত্যাখ্যান দ্বার নবকারসী প্রভৃতি বিধিপূর্ব্বক কথিত হইবে ॥ ৬ ॥ এই গ্রন্থের পরে পরে অনেক বিধি লিখিত আছে; অর্থাৎ সন্ধ্যাকালের ভোজন সময় জিনবিম্ব অর্থাৎ তীর্থঙ্করদিগের মূর্ত্তিপূজা ও দ্বারপূজাদি বিধি আছে। দ্বারপূজা মধ্যে অনেক অনেক আড়ম্বর আছে। মন্দির নির্ম্মাণের নিয়ম আছে। পুরাতন মন্দির নির্ম্মাণ ও সংস্কার হইতে মুক্তি লাভ হয়। মন্দিরে যাইয়া এইরূপে উপবেশন করিবে এবং অতিশয় ভক্তি এবং প্রীতির সহিত পূজা করিবে। "নমো জিনেন্দ্রেভ্যঃ" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা স্নানাদি করাইবে। "জল চন্দন পুষ্প ধূপ দীপনৈঃ" ইত্যাদি হইতে জানা যায় যে গন্ধাদি অর্পণ করিবে। রত্নসারভাগের ১২ পৃষ্ঠায় মূর্ত্তিপূজার ফল এইরূপ লিখিত আছে যে পূজককে রাজা অথবা প্রজা কেহই রোধ করিতে পারে না। (সমীক্ষক) এ সকল কথা সমস্তই কপোল কল্পিত; কারণ রাজাদি অনেক জৈন পূজকদিগকে রোধ করিয়া থাকেন। রত্নসারের ৩পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে মূর্ত্তিপূজা দ্বারা রোগ, পীড়া এবং মহা দোষ সকল দূরীভূত হয়। কোন একজন ৫ কপর্দ্দক মূল্যের পুষ্প অর্পণ করিয়াছিল বলিয়া ১৮ দেশের রাজ্য পাইয়াছিল এবং উহার নাম কুমারপাল্ হইয়াছিল। এ সকল কথা মিথ্যা এবং মূর্খদিগের প্রলোভন দেখাইবার জন্য রচিত। কারণ অনেক জৈনলোক পূজা করিতেছে অথচ রোগী রহিয়াছে এবং পাষাণাদি মূর্ত্তিপূজা হইতে এক বিঘা জমিরও রাজত্ব লাভ হয় না। যদি পাঁচ কপর্দ্দক মূল্যের পুষ্প অর্পণ করিলে রাজ্য লাভ হয় তবে তদ্রূপ পাঁচ পাঁচ কপর্দ্দক মূল্যের পুষ্প অর্পণ করিয়া ক্রমশঃ কেন সমস্ত ভূগোলের রাজত্ব সংগ্রহ করিয়া লয় না? উহারা রাজদণ্ড কেন ভোগ করে? যদি মূর্ত্তি পূজা করিয়া ভবসাগর উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে পারে তবে জ্ঞান, সম্যক্ দর্শন এবং চারিত্রের প্রয়োজন কি? রত্নসার ভাগ ১৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে গৌতমের অঙ্গুষ্ঠে অমৃত এবং তাঁহার স্মরণ করিলে মনোবাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত হয়। (সমীক্ষক) এরূপ হইলে সমস্ত জৈনলোকের অমর হইয়া যাওয়া উচিত, কিন্তু তাহা হয় না। সুতরাং এ সকল কেবল মূর্খ দিগের প্রতারণা করিবার জন্য রচিত কথা। দ্বিতীয়তঃ ইহাতে কোন তত্ত্বই নাই। রত্নসারভাগ ৫২ পৃষ্ঠায় ইহাদিগের পূজা করিবার শ্লোক আছে; তাহা এইরূপ :—

জল চন্দন ধূপনৈরথ দীপাক্ষতকৈ নৈর্বেদ্যবস্ত্রৈঃ।

উপচারবরৈর্জিনেন্দ্রান্ রুচিরৈরত্ত যজামহে ॥

আমরা জল, চন্দন, অক্ষত, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, বস্ত্র এবং অতি শ্রেষ্ঠ উপচার দ্বারা জিনেন্দ্র অর্থাৎ তীর্থঙ্করদিগের পূজা করি। ইহা হইতে আমরা বলিতেছি যে জৈনদিগের হইতেই মূর্ত্তিপূজা চলিয়া আসিয়াছে। বিবেকসার ২১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে জিন মন্দিরে মোহ আইসে না এবং উহা ভবসাগর উদ্ধার কর্ত্তা। উক্ত পুস্তকের ৫১ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত স্থলে লিখিত আছে যে মূর্ত্তিপূজা হইতে মুক্তিলাভ হয় এবং জিন মন্দিরে গমন করিলে সদ্‌গুণ লাভ হয়। যে জল ও চন্দনাদি দ্বারা তীর্থঙ্করদিগের পূজা করে তাহার নরক খণ্ডন হয় এবং স্বর্গে গমন করে। উহার ৫৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে জিন মন্দিরে ঋষভ দেবাদির মূর্ত্তি পূজা করিলে ধর্ম্ম, অর্থ কাম, এবং মোক্ষের সিদ্ধি হইয়া থাকে। উহার ৬১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে জিন মূর্ত্তি সকলের পূজা করিলে সমস্ত জগতের ক্লেশ খণ্ডিত হইয়া যায়। (সমীক্ষক) এক্ষণে ইহাদিগের অবিদ্যাযুক্ত ও অসম্ভব বাক্য সকল শ্রবণ কর। যদি এইরূপ করিলে পাপাদি অসৎ কর্ম্ম খণ্ডিত হয়, মোহ না আইসে, ভবসাগরের পারে উত্তীর্ণ হইযা যায়, সদ্‌গুণ আইসে, নরক খণ্ডন হইয়া স্বর্গ লাভ হয়, ধর্ম্ম, অর্থ কাম ও মোক্ষ প্রাপ্তি হয় এবং সমস্ত ক্লেশ দুরিভূত হইয়া যায়, তাহা হইলে সমস্ত জৈন লোক কেন সুখী হয় না এবং কেন সমস্ত পদার্থের সিদ্ধিলাভ হয় না? এই বিবেকসারের ৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে যাহারা নিজমূর্ত্তির স্থাপন করিয়াছে, তাহারা আপনাদিগের এবং আপনাদিগের কুটুম্বগণের জীবিকার সংস্থিতি করিয়াছে। উক্ত পুস্তকের ২২৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে শিব বিষ্ণু আদি মূর্ত্তিপূজন অতি অসৎ অর্থাৎ উহা নরক সাধন হইয়া থাকে। (সমীক্ষক) আচ্ছা যদি শিবাদি মূর্ত্তি নরকের সাধন, তাহা হইলে জৈনদিগের মূর্ত্তি তদ্রূপ কেন নহে? যদি ইহারা বলে যে আমাদিগের মূর্ত্তি সকল ত্যাগী, শান্ত এবং শুভমুদ্রাযুক্ত বলিয়া উৎকৃষ্ট এবং শিবাদি মূর্ত্তি তদ্রূপ নহে বলিয়া অসৎ" তাহা হইলে উহাদিগকে বলা উচিত যে "তোমাদিগের মূর্ত্তি সকল যখন লক্ষ লক্ষ মুদ্রাব্যয়ে নির্ম্মিত মন্দিরে থাকে এবং উহাদিগের উপর চন্দন ও কেশরাদি অর্পিত হয়, তখন উহারা ত্যাগী কিসে? শিবাদি মূর্ত্তি ছায়া ব্যতিরেকে থাকে, তখন উহারা ত্যাগী কেন নহে? যে শান্ত বলা হয় তদ্বিষয়ে এরূপ বলিতে হইবে যে জড় পদার্থ নিশ্চল বলিয়াই শান্ত। সমস্ত মূর্ত্তি পূজাই ব্যর্থ। (প্রশ্ন) আমাদিগের মূর্ত্তি সকল বস্ত্র ও ভূষণাদি ধারণ করে না বলিয়া উহারা উৎকৃষ্ট। (উত্তর) সকলের সমক্ষে বিবস্ত্র মূর্ত্তি থাকা এবং রাখা কেবল পশুবৎ লীলা। (প্রশ্ন) স্ত্রীর চিত্র অথবা মূর্ত্তি দেখিলে যেরূপ কামোৎপত্তি হয়, তদ্রূপ সাধু এবং যোগীদিগের মূর্ত্তি দর্শনে শুভগুণ প্রাপ্তি হয়। (উত্তর) যদি পাষাণাদি মূর্ত্তি দর্শনে শুভ পরিণাম স্বীকার কর

তবে উহার জড়ত্বাদি ধর্ম্ম তোমাদিগের উপর আসিয়া পড়িবে। জড়বুদ্ধি হইলে সর্ব্বথা নষ্ট হইবে এবং দ্বিতীয়তঃ উত্তম বিদ্বান্‌দিগের সঙ্গ এবং সেবা হইতে নিবৃত্ত হইলে মূঢ়তাও অধিক হইবে। একাদশ সমুল্লাসে যে সকল দোষের উল্লেখ করা হইয়াছে, পাষাণাদি মূর্ত্তিপূজক সমস্ত লোকের সেই সকল দোষ উপস্থিত হয়। জৈনগণ যেরূপ মূর্ত্তিপূজা সম্বন্ধে মহা মিথ্যা কোলাহল উত্থাপিত করিয়াছে মন্ত্র সম্বন্ধেও তদ্রূপ অনেক অসম্ভব কথা লিখিত হইয়াছে। ইহাদিগের মন্ত্র এইরূপ :—

রত্নসার ভাগ ১ পৃষ্ঠায়—

নমো হরিহন্তাণং নমো সিদ্ধাণং নমো আয়রিয়াণং নমো উবজঝায়াণং নমো লোএ সব্বসাহূণং এসো পঞ্চ নমুক্কারো সব্ব পাবপ্পণাসণো মঙ্গলাচরণং চ সবে সিপটভং হবই মঙ্গলম্ ॥ ১ ॥

এই মন্ত্রের মাহাত্ম্য লিখিত আছে এবং সকল জৈনদিগের ইহা গুরু মন্ত্র। ইহার মাহাত্ম্য এরূপ উল্লিখিত হইয়াছে যে তন্ত্র, পুরাণ এবং "ভাট" দিগের কথাও হারাইয়া দিয়াছে। শ্রাদ্ধদিনকৃত্য ৩ পৃষ্ঠাঃ।

নমুক্কার তউপঢ়ে ॥ ৯ ॥

জউকব্বং। মন্তাণমন্তো পরমো ইমুত্তি
ধেয়াণধেয়ং পরমং ইমুত্তি।
তত্তাণতত্তং পরমং পবিত্তং
সংসার সত্তাণ দুহাহয়াণং ॥ ১০ ॥
তাণং অন্নন্তু নো অত্থি। জীবাণং ভবসায়রে।
বুড্ডুং তাণং ইমং মুত্তুং। ন মুক্কারং সুপোয়যম্ ॥ ১১ ॥
কব্বং। অণেগজম্মং তরস চিআণং।
দুহাণং সারীরিমাণুসাণুসাণং।
কত্তোয় ভব্বাণ ভবিজ্জনাসো
ন জাবপত্তো নবকারমন্তো ॥ ১২ ॥

এই মন্ত্র পবিত্র এবং পরম মন্ত্র। বহ ধ্যানযোগের মধ্যে পরমধ্যেয়, এবং তত্ত্বদিগের মধ্যে পরমতত্ত্ব। দুঃখপীড়িত সংসারী জীবদিগের পক্ষে নবক্কার মন্ত্র, সমুদ্রপারে উত্তীর্ণ

হইবার নৌকাতুল্য ॥ ১০ ॥ এই নবকার মন্ত্র নৌকাতুল্য বলিয়া যে উহা ত্যাগ করে সে ভবসাগরে নিমগ্ন হয় এবং যে উহা গ্রহণ করে সে দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হয়। এই মন্ত্র ব্যতিরেকে দুঃখ খণ্ডনকারক সমস্তপাপনাশক এবং মুক্তিবিধায়ক অন্য কিছুই নাই ॥ ১১ ॥ অনেক ভাবান্তরে উৎপন্ন এবং শরীর সম্বন্ধীয় দুঃখ হইতে এবং ভব্যজীবদিগের ভবসাগর হইতে ইহা উদ্ধার করে। যে পর্য্যন্ত নবকার মন্ত্র না প্রাপ্ত হয় তাবৎ জীব ভবসাগর হইতে পার হইতে পারে না। ১২। এইরূপ সূত্রে অর্থ লিখিত আছে। এক নবকার মন্ত্র ব্যতীত অগ্নি প্রমুখ অষ্ট মহাভয় মধ্যে অন্য কিছুই সহায় নাই। যেরূপ মহারত্ন বৈদূর্য্য নামক মণি গ্রহণ করিতে আসিতে হয় অথবা শত্রুভয়ের সময় অমোঘ অস্ত্র গ্রহণ করিতে আসিতে হয়, তদ্রূপ শ্রুত কেবলীর গ্রহণ করিবে। সমস্ত দ্বাদশাঙ্গ নবকার মন্ত্র রহস্য জানিবে। এই মন্ত্রের অর্থ এইরূপঃ—( নমো অরিহন্তাণং ) সকল তীর্থঙ্করদিগকে নমস্কার। ( নমো সিদ্ধাণং ) জৈনমতস্থ সমস্ত সিদ্ধদিগকে নমস্কার। ( নমো অয়রিয়াণং ) জৈন মতস্থ সমস্ত আচার্য্যদিগকে নমস্কার। ( নমো উবজ্ঝায়াণং ) জৈন মতস্থ সমস্ত উপাধ্যায়দিগকে নমস্কার। ( নমো লোয়সব্বসাহূণং ) এই সংসারে যাবতীয় জৈনমতীয় সাধু আছেন, তাঁহাদিগকে নমস্কার। যদিও মন্ত্র মধ্যে জৈন পদ নাই, তথাপি জৈনদিগের অনেক গ্রন্থে জৈনমতীয় ভিন্ন অন্য কাহাকেও নমস্কার করিবে না এইরূপ লিখিত আছে, সুতরাং পূর্ব্বোক্তই প্রকৃত অর্থ। তত্ত্ববিবেকের ১৬৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, যে মনুষ্য কাষ্ঠ এবং প্রস্তরকে দেববুদ্ধি করিয়া পূজা করে সে উত্তম ফল প্রাপ্ত হয়। ( সমীক্ষক ) যদি তদ্রূপ হয় তবে সকলেই দর্শন করিয়া সুখরূপ ফল কেন প্রাপ্ত হয় না? (রত্নসার ভাগ ১০ পৃষ্ঠা ) পার্শ্বনাথের মূর্ত্তি দর্শনে পাপ নষ্ট হইয়া যায়। কল্প ভাষ্যের ৫১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে এক লক্ষ পঞ্চবিংশ সহস্র মন্দিরের জীর্ণোদ্ধার করা হইয়াছে; ইত্যাদি মূর্ত্তি পূজা সম্বন্ধে ইহাদিগের অনেক উল্লেখ আছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে জৈন মতই মূর্ত্তি পূজার মূল কারণ। এক্ষণে জৈন মতস্থ সাধুদিগের লীলা দেখ। (বিবেক-সার ২২৮ পৃষ্ঠা) জৈনমতস্থ এক সাধু কোশা নামক বেশ্যাকে ভোগ করতঃ পশ্চাৎ ত্যাগী হইয়া স্বর্গলোকে গমন করেন। ( বিবেকসার ১০ পৃষ্ঠায় ) অর্ণকমুনি চারিত্র হইতে স্খলিত হইয়া কয় বর্ষ পর্য্যন্ত দত্ত সেঠদিগের গৃহে বিষয় ভোগ করতঃ পশ্চাৎ দেবলোকে গমন করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের পুত্র ঢণ্ঢন মুনির থলিয়া অপহরণ করিয়া পশ্চাৎ দেবতা হইয়া-ছিলেন। ( বিবেকসার ১৫৬ পৃষ্ঠা ) জৈন মতস্থ সাধু লিঙ্গধারী অর্থাৎ বেশধারী মাত্র হইলেই শ্রাবকগণ তাহার সেবা করিবে। সাধু শুদ্ধ চরিত্রই হউক অথবা অশুদ্ধ চরিত্রই হউক তিনি সর্ব্বপ্রকারে পূজনীয়। ( বিবেকসার ১৬৮ পৃষ্ঠা ) জৈন মতস্থ সাধু-দিগের চরিত্ররহিত এবং ভ্রষ্টাচারী দেখিলেও শ্রাবকগণের তাঁহাদিগকে সেবা করা কর্ত্তব্য ( বিবেকসার ২১৬ পৃষ্ঠা ) এক চোর পাঁচ মুষ্টি কেশ মুণ্ডন করিয়া চারিত্র গ্রহণ করিয়া-

ছিল এবং অতিশয় কষ্ট এবং পশ্চাত্তাপ করিয়া ছয়মাসের মধ্যে কেবল জ্ঞান লাভ করতঃ সিদ্ধ হইয়াছিল। (সমীক্ষক) ইহাদিগের সাধু এবং গৃহস্থদিগের লীলা দেখ:—ইহাদিগের মতে অনেক কুকর্ম্মান্বিত সাধুও সদ্‌গতি লাভ করিয়াছে। (বিবেকসার) ১০৬ পৃষ্ঠায়) লিখিত আছে যে শ্রীকৃষ্ণ তৃতীয় নরকে গিয়াছেন। (বিবেকসার ৪৮ পৃষ্ঠা) যোগী, জঙ্গম, (সন্ন্যাসী) কাজী মুল্লা কত লোকেই অজ্ঞান বশতঃ তপস্যা ও কষ্ট করিয়াও কুগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (রত্নসার ১৭১ পৃষ্ঠায়) লিখিত আছে যে নব বাসুদেব অর্থাৎ ত্রিপৃষ্ট বাসুদেব, দ্বিপৃষ্ট বাসুদেব, স্বয়ম্ভু বাসুদেব, পুরুষোত্তম বাসুদেব, সিংহ পুরুষ বাসুদেব, পুরুষ পুণ্ডরীক বাসুদেব, দত্ত বাসুদেব, লক্ষ্মণ বাসুদেব ও নবম শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব ইহারা সকলে একাদশ, দ্বাদশ, চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ, অষ্টাদশ, বিংশতি এবং দ্বাবিংশ তীর্থঙ্করদিগের সময় নরকে গিয়াছেন। নবপ্রতিবাসুদেব অর্থাৎ অশ্বগ্রীবপ্রতিবাসুদেব, তারকপ্রতিবাসুদেব, মোদকপ্রতিবাসুদেব মধুপ্রতিবাসুদেব, নিশুম্ভপ্রতিবাসুদেব, বলীপ্রতিবাসুদেব, প্রহ্লাদপ্রতিবাসুদেব, রাবণপ্রতিবাসুদেব, এবং জরাসিন্ধুপ্রতিবাসুদেব, ইহারাও সকলে নরকে গিয়াছে। কল্পভাষ্যে লিখিত আছে যে ঋষভদেব হইতে মহাবীর পর্য্যন্ত ২৪ তীর্থঙ্কর সকলেই মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে। (সমীক্ষক) আচ্ছা, বুদ্ধিমান্ পুরুষ বিচার করিয়া দেখুন যে ইহাদিগের সাধু, গৃহস্থ, এবং তীর্থঙ্করদিগের মধ্যে অনেক বেশ্যাগামী, পরস্ত্রীগামী এবং চোর জৈন মতস্থ বলিয়া স্বর্গ এবং মুক্তিলাভ করিয়াছে আর শ্রীকৃষ্ণাদি মহাধার্ম্মিক মহাত্মা সকল নরকে গিয়াছেন ইহা কতদূর নিকৃষ্ট কথা? বিচার করিয়া দেখিলে ভদ্রলোকদিগের পক্ষে জৈনদিগের সহবাস করা অথবা উহাদিগের মুখদর্শন করা উচিত বোধ হয় না। কারণ উহাদিগের সহবাস করিলে সহবাসীরও হৃদয়ে এইরূপ মিথ্যা বিশ্বাস থাকিয়া যাইতে পারে। এই সকল মহাভ্রান্ত, এবং দুরাগ্রহ বিশিষ্ট লোক দিগের সঙ্গ হইতে অনিষ্ট ব্যতিরেকে কিছুমাত্র ইষ্টলাভ হইতে পারে না। অবশ্য জৈনদিগের মধ্যে যে উত্তম লোক * হইবে তাহার সহিত সৎসঙ্গাদি করিলে কোন দোষ হইতে পারে না। (বিবেকসার ৫৫ পৃষ্ঠায়) লিখিত আছে যে গঙ্গাদিতীর্থ এবং কাশী প্রভৃতি ক্ষেত্র সেবন হইতে কোনরূপ পরমার্থ সিদ্ধ হয় না; কিন্তু আপনাদিগের গিরনার, পালীটানা, এবং আবু প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্র মুক্তি পর্য্যন্ত দান করিয়া থাকে। (সমীক্ষক) এস্থলে বিচার করা আবশ্যক যে শৈব ও বৈষ্ণবাদির জল ও স্থলরূপ তীর্থ এবং ক্ষেত্র সকল যেরূপ জড়স্বরূপ জৈনদিগেরও তদ্রূপ। ইহাদিগের মধ্যে একের নিন্দা এবং অপরের স্তুতি করা মূর্খতার কার্য্য।

## জৈনদিগের মুক্তিবর্ণন।

* লোক উত্তম হইলে এই অসার জৈন মতে কখন থাকিবেন না

(রত্নসার ভাগ ২৩ পৃষ্ঠা) মহাবীর তীর্থঙ্কর গৌতমকে কহিতেছেন যে ঊর্দ্ধলোকে এক সিদ্ধশিলা নামক স্থান আছে। উহা স্বর্গপুরীর উপরিস্থিত, দীর্ঘে ও প্রস্থে ৪৫ লক্ষ যোজন এবং স্থূলতায় ৮ যোজন। মুক্তার শুভ্রহারের ন্যায়, অথবা গোদুগ্ধের ন্যায়-উজ্জ্বল, সুবর্ণের ন্যায় প্রকাশমান এবং স্ফটিক অপেক্ষাও নির্ম্মল। উক্ত সিদ্ধশিলা চতুর্দ্দশ লোকের চূড়ার উপর সংস্থিত। উহার উপর শিবপুর ধাম আছে; তাহাতে সিদ্ধ পুরুষ নিরাধার অবস্থান করে। সেস্থানে জন্ম মরণাদি কোন দোষ নাই এবং তত্রস্থ জীব সর্ব্বদা আনন্দে অবস্থান্ করে। উহারা পুনরায় জন্ম মরণ দুঃখে পতিত হয় না, এবং উহাদিগের সমস্ত কর্ম্ম খণ্ডিত হইয়া যায় ইহাই জৈনদিগের মুক্তি। (সমীক্ষক) এই সকল বিচার করিলে নির্দ্ধারিত হইবে যে যেরূপ অন্যমতানুসারে অর্থাৎ পৌরাণিকের বৈকুণ্ঠ, কৈলাস, গোলক এবং শ্রীপুর প্রভৃতি, খৃষ্টিয়ানেরা চতুর্থ স্বর্গ, এবং মুসলমানেরা সপ্তম স্বর্গকে মুক্তির স্থান মানিয়া থাকে তদ্রূপ জৈনগণও সিদ্ধশিলা এবং শিবপুরকে মনে করিয়া থাকে। কারণ জৈনগণ যাহাকে উচ্চ মনে করে, তাহা নিম্নস্থিত অর্থাৎ যাহারা আমাদিগের অপেক্ষায় পৃথিবীর নীচে থাকে তাহাদিগের পক্ষে নিম্ন হইবে। উচ্চ এবং নিম্ন ব্যবস্থিত পদার্থ নহে। আর্য্যাবর্ত্তবাসী জৈনগণ যাহাকে উচ্চ মনে করে তাহাকে আমেরিকাবাসিগণ নিম্ন মনে করে এবং আর্য্যাবর্ত্তবাসী যাহাকে নিম্ন মনে করে তাহাকে আমেরিকাবাসী উচ্চ মনে করে। উক্ত শিলা ৪৫ লক্ষের দ্বিগুণ অর্থাৎ ৯০ লক্ষ ক্রোশ হইলেও তত্রস্থ মুক্ত লোক বন্ধনেই রহিল। কারণ উক্ত শিলা অথবা শিব-পুরের বহির্গত হইলেই মুক্তি দূরীভূত হইবে। উক্তস্থানে অবস্থান হইতে প্রীতি এবং উহার বহির্গমনে অপ্রীতিও থাকিবে। যে স্থলে আবদ্ধ ভাবে প্রীতি এবং অপ্রীতি উভয়ই রহিয়াছে তাহাকে মুক্তিস্থান কিরূপে বলা যাইতে পারে? নবম সমুল্লাসে মুক্তির বিষয় যেরূপ বর্ণন করা হইয়াছে তদ্রূপ বিশ্বাস করাই সঙ্গত। জৈনদিগের মুক্তিও এক প্রকার বন্ধন। উহারাও মুক্তি বিষয়ে ভ্রমে পতিত হইয়াছে। ইহা সত্য যে বেদের যথার্থ অর্থবোধ ব্যতিরেকে কেহ কখন মুক্তির স্বরূপ জানিতে পারে না। আরও ইহাদিগের কয়েকটি অসম্ভব কথা শ্রবণ কর। (বিবেক সার ৭৮ পৃঃ) এক কোটি লক্ষ কলসের দ্বারা জন্ম সময়ে মহাবীরকে স্নান করান হইয়াছিল। (বিবেকঃ ১৩৬ পৃষ্ঠা) দশার্ণ রাজা মহাবীরের দর্শনার্থ গিয়াছিলেন। তাঁহার কিঞ্চিৎ অভিমান হওয়াতে তাহার নিবারণার্থ ১৬,৭৭,৭২১৬০০০ সংখ্যক ইন্দ্র এবং ১৩,৩৭০৫৭২৮০০০০০০০০ সংখ্যক ইন্দ্রাণী সেই স্থলে উপনীত হয়েন। উহা দেখিয়া রাজা বিস্ময়াপন্ন হইলেন। (সমীক্ষক) এক্ষণে বিচার করা উচিত যে উক্ত সংখ্যক ইন্দ্র এবং ইন্দ্রাণী স্থান পাইতে হইলে কিয়ৎ সংখ্যক এতাদৃশ ভূলোক আবশ্যক। শ্রাদ্ধদিনকৃত্য আত্মনিন্দাভাবনার ৩১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে বৃহৎ অথবা ক্ষুদ্র কূপ কিম্বা জলাশয় খনন করিবে না।

( সমীক্ষক ) আচ্ছা, যদি সকল লোক জৈন মতন হয় এবং কেহই যদি ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ কূপ বা জলাশয় না খনন: করে তাহা হইলে লোকে কোথা হইতে জলপান করিবে ? ( প্রশ্ন ) পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন করিলে উহাতে জীব সকল পতিত হয় এবং তাহাতে খনন কর্ত্তার পাপস্পর্শ হয় এই জন্য আমরা সমস্ত জৈন মতস্থ লোক এই কার্য্য করি না। ( উত্তর ) তোমাদিগের বুদ্ধি কেন নষ্ট হইল ? যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব পতিত হইয়া বিনষ্ট হওয়াতে পাপগণনা করা হয়, তদ্রূপ গো প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ পশু এবং মনুষ্যাদি প্রাণীর জলপান হইতে যে মহাপুণ্য হয় তাহা কেন গণনা কর না ? ( তত্ত্ববিবেক ১৯৬ পৃষ্ঠা ) কোন নগরীতে নন্দমণিকার নামে এক সেট এক বৃহৎ কূপ খনন করা হেতু ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া ষোড়শ মহা রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যু প্রাপ্ত হয় এবং পরে সেই কূপে মণ্ডূক হইয়া থাকে। মহাবীরের দর্শন প্রযুক্ত উহার জাতি স্মরণ হইয়াছিল। মহাবীর বলিতেছেন যে "আমার আগমন শুনিয়া এবং আমাকে পূর্ব্বজন্মের ধর্ম্মাচার্য্য জানিয়া বন্দনা করিতে আসিতেছিল। পথে শ্রেণিভাবে গমন কারী অশ্বারোহীদিগের অশ্বপদাঘাতে মৃত্যু প্রাপ্ত হইল এবং শুভধ্যানের যোগবশতঃ দর্দুরাঙ্ক নামে মহা সমৃদ্ধি সম্পন্ন দেবতা হইল। অবধিজ্ঞান হেতু আমি এখানে আসিয়াছি জানিয়া বন্দনাপূর্ব্বক সমৃদ্ধি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছে"। ( সমীক্ষক ) এই সকল বিদ্যাবিরুদ্ধ অসম্ভব ও মিথ্যা কথার প্রযোক্তা মহাবীরকে সর্ব্বোত্তম বলিয়া মনে করা মহা ভ্রান্তির কথা। শ্রাদ্ধদিন কৃত্য ৩৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে সাধু মৃতক বস্ত্র গ্রহণ করিবে। ( সমীক্ষক ) দেখ ইহাদিগের সাধুও মহাব্রাহ্মণের তুল্য হইয়া গেল। বস্ত্র যেন সাধু গ্রহণ করিবে পরন্তু মৃতকের আভূষণ কে গ্রহণ করিবে ? বহুমূল্য হওয়াতে বোধ হয় গৃহে রাখিয়া দেয় এবং তাহা হইলে আপনারা কি হইল ? ( রত্নসার ১০৫ পৃষ্ঠা ) ভর্জ্জন, কর্ত্তন এবং পেষণ ও অন্নপাকাদি করিলে পাপ হইয়া থাকে। ( সমীক্ষক ) এক্ষণে ইহাদিগের বিদ্যাহীনতা দেখ। আচ্ছা যদি এ সকল কর্ম্ম না করা যায় তাহা হইলে মনুষ্যাদি প্রাণী কিরূপে জীবন ধারণ করিতে পারে ? জৈন লোকও পীড়িত হইয়া মরিয়া যাইবে। ( রত্নসার ১০৪ পৃষ্ঠা ) উদ্যান করাতে মালীর ( উদ্যান পালকের ) এক লক্ষ পাপ হইয়া থাকে। ( সমীক্ষক ) মালার ( উদ্যান পালকের ) যদি লক্ষ পাপ হয়, তবে অনেক জীব পত্র, ফল, পুষ্প ও ছায়া হইতে আনন্দিত হওয়াতে কোটিগুণ পুণ্যও হইয়া থাকে, কিন্তু ইহার বিষয়ে কিছুই মনে করা হয় নাই ইহা কতদূর মূর্খতার কথা ? ( তত্ত্ববিবেক ২০২ পৃষ্ঠা ) এক দিন লব্ধি সাধু ভ্রমক্রমে বেশ্যাগৃহে গমন করেন এবং ধর্ম্মানুসারে ভিক্ষাপ্রার্থনা করেন। বেশ্যা বলিল এস্থলে ধর্ম্মের প্রয়োজন নাই ! কিন্তু অর্থের প্রয়োজন আছে, তাহাতে লব্ধি সাধু উহার গৃহে ১২ লক্ষ ৫০ সহস্র মোহর ( স্বর্ণ মুদ্রা ) বর্ষণ করিয়া

দেয়। ( সমীক্ষক ) নষ্টবুদ্ধি পুরুষ ব্যতিরেকে কে একথা সত্য বলিয়া মনে করিবে? ( রত্নসার ভাগে ৩৭ পৃষ্ঠায় ) লিখিত আছে যে এক পাষাণের মূর্ত্তি যে স্থানে তাঁহাকে স্মরণ করা হয় সেই স্থানে অশ্বারোহণে উপস্থিত হইয়া তিনি রক্ষা করেন। (সমীক্ষক) জৈন মহাত্মন্! বল যে এক্ষণে তোমাদিগের স্থানে যখন চৌর্য্য, ডাকাইতি এবং শত্রুভয়াদি হয় তখন তোমরা উহার স্মরণ করিয়া কেন আপনাদিগের রক্ষা করিয়া লও না? কেন পুলিষাদি রাজস্থানে বৃথা ভ্রমণ করিতেছ? ইহাদিগের সাধুদিগের লক্ষণ :—

সরজোহরণাভৈক্ষ্যভুজো লুঞ্চিতমূর্দ্ধজাঃ।
শ্বেতাম্বরাঃ ক্ষমাশীলা নিঃসঙ্গা জৈনসাধবঃ ॥১॥
লুঞ্চিতা পিচ্ছিকাহস্তা পাণিপাত্রা দিগম্বরাঃ।
উর্দ্ধাসিনো গৃহে দাতু র্দ্বিতীয়া স্যুর্জিনর্ষয়ঃ ॥২॥
ভুঙ্‌ক্তে ন কেবলং ন স্ত্রী মোক্ষমেতি দিগম্বরঃ।
প্রাহুরেষাময়ং ভেদো মহান্ শ্বেতাম্বরৈঃ সহ ॥ ৩

এই সকল শ্লোক দ্বারা জিনদত্ত সূরি জৈন সাধুদিগের এইরূপ লক্ষণার্থ কহিয়াছেন সরজোহরণ চামর রাখা, ভিক্ষাদ্বারা ভোজন করা, মস্তকের কেশ লুঞ্চিত করা, শ্বেতবস্ত্র পরিধান করা, ক্ষমাযুক্ত থাকা এবং কাহারও সঙ্গ না করা এই সকল লক্ষণযুক্ত হইলে জৈনদিগের শ্বেতাম্বর যতী কথিত হয়। দ্বিতীয় দিগম্বর যতী; ইহাদিগের লক্ষণ বস্ত্রধারণ না করা, শিরস্থ কেশ উৎপাটিত করা, পিচ্ছিকা অর্থাৎ রেশমী সূত্রের সম্মার্জ্জনীর উপাদান বাহুমূলে রাখা, ও কেহ ভিক্ষা দিলে হস্তে লইয়া ভোজন করা এই লক্ষণ যুক্ত দ্বিতীয়প্রকার সাধু হইয়া থাকে। ভিক্ষাদাতা গৃহস্থের ভোজনের পর যাহারা ভোজন করে তাহারা জিনর্ষি হয় অর্থাৎ তৃতীয় প্রকার সাধু হইয়া থাকে। দিগম্বর এবং শ্বেতাম্বর দিগের মধ্যে এই প্রভেদ যে দিগম্বরগণ স্ত্রীসংসর্গ করে না এবং শ্বেতাম্বরেরা করে। এই সকল অনুষ্ঠান দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়। ইহাদিগের এই সকল ভেদ আছে। এই হেতু জৈনদিগের মধ্যে কেশলুঞ্চন করা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। পাঁচ মুষ্টি লুঞ্চন করার কথাও লিখিত আছে। ( বিবেক সার ভাগ ২১৬পৃষ্ঠা ) লিখিত আছে যে পাঁচ মুষ্টি লুঞ্চন করিয়া চারিত্র গ্রহণ করিয়াছিল অর্থাৎ পাঁচ মুষ্টি মস্তকের কেশ উৎপাটন করিয়া সাধু হইয়াছিল। ( কল্প সূত্র ভাষ্য ১০৮ পৃষ্ঠা ) কেশ লুঞ্চন করিতে হইলে গোলোমের তুল্য কেশ রাখিবে। ( সমীক্ষক ) এক্ষণে জৈনগণ! বল দেখি তোমাদিগের দয়া ও ধর্ম্ম কোথায় রহিল? ইহা এক

প্রকার হিংসা বলিতে হইবে অর্থাৎ আপনার হস্তেই লুঞ্চন করুক, অথবা উহার গুরু করুক কিম্বা অপরে করুক পরন্তু উক্ত জীবের কতদূর ভয়ানক কষ্ট হইয়া থাকে? জীবকে কষ্ট দেওয়াকেই হিংসা কহে। (বিবেক সার) সংবৎ ১৬৩৩ সালে শ্বেতাম্বরগণ হইতে ঢুণ্ঢিয়া এবং ঢুণ্ঢিয়া হইতে ত্রয়োদশ পন্থী প্রভৃতি প্রতারকগণ নির্গত হইয়াছে। ঢুণ্ঢিয়াগণ পাষাণাদি মূর্ত্তি বিশ্বাস করে না এবং ভোজন ও স্নানের সময় ব্যতি-রেকে মুখের উপর সর্ব্বদা আবরণ বাঁধিয়া রাখে। যতী প্রভৃতিও পুস্তক পাঠের সময়ই মুখ আবৃত করিয়া রাখে অন্য সময়ে তাহা করে না। (প্রশ্ন) মুখ আবৃত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কারণ "বায়ুকায়" অর্থাৎ বায়ু মধ্যে যে সকল সূক্ষ্মশরীরধারী জীব থাকে উহারা মুখস্থ বাষ্পের উষ্ণতা বশতঃ মৃত্যু প্রাপ্ত হয় এবং যে মুখ আবরণ করে না তাহার সেই পাপ হইয়া থাকে। এই হেতু আমরা মুখের উপর আবরণ রাখা উচিত মনে করি। (উত্তর) একথা বিদ্যা এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণাদির রীতি অনুসারে অযুক্ত; কারণ জীব অজর এবং অমর। সুতরাং মুখবাষ্পের দ্বারা মৃত হইতে পারে না। তোমরাও ইহাদিগকে অজর এবং অমর বলিয়া মানিয়া থাক। (প্রশ্ন) জীব অবশ্য মরে না, কিন্তু মুখের উষ্ণ বায়ু বশতঃ উহাদিগের ক্লেশ হয় এবং তাহাতে ক্লেশদাতার পাপ হইয়া থাকে। এই হেতু মুখের উপর আবরণ রাখা উচিত। (উত্তর) তোমার এ কথাও সর্ব্বথা অসম্ভব? কারণ কোন জীবকে কোনরূপ ক্লেশ না দিয়া কোন কার্য্যই নির্ব্বাহ হইতে পারে না। যদি মুখের বায়ু বশতঃ জীবদিগের ক্লেশ হয় ইহা তোমার মত হয় তবে, চলিতে, ফিরিতে, উপবেশন করিতে, হস্তোত্থাপন করিতে এবং নেত্রাদি সঞ্চালন করিতেও অবশ্য উহাদিগের পীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে। সুতরাং তুমিও জীবদিগের পীড়া না দিয়া থাকিতে পার না। (প্রশ্ন) অবশ্য: যে পর্য্যন্ত সম্ভব হয় ততদূর জীবদিগের রক্ষা করা উচিত; যে স্থলে রক্ষা করা যায় না সে স্থলে আমরা অশক্ত। কারণ সমস্ত বায়ু আদি পদার্থে জীব পূর্ণ রহিয়াছে এবং আমরা যদি মুখে বস্ত্রাবরণ না রাখি তাহা হইলে অনেক জীব মরিবে ও বস্ত্রাবরণ রাখিলে অল্প সংখ্যক মৃত্যু প্রাপ্ত হইবে। (উত্তর) তোমার এ কথাও যুক্তিশূন্য। কারণ বস্ত্রাবরণ দ্বারা জীবদিগের অধিক ক্লেশ উপস্থিত হয়। কেহ মুখের উপর বস্ত্রাবরণ ধারণ করিলে, উহার মুখের বায়ু রুদ্ধ হইয়া নিম্ন দিকে অথবা পার্শ্বদিয়া এবং মৌন-সময়ে নাসিকা দ্বারা একত্র হইয়া নির্গত হয়। তাহাতে উষ্ণতা অধিক হইয়া তোমাদিগের মতানুসারে জীবদিগের বিশেষ পীড়া উপস্থিত হইতে পারে। দেখ যেরূপ গৃহের বা কুটীরের দ্বার বন্ধ করিলে অথবা "পর্দ্দা" (যবনিকা) প্রক্ষেপ করিলে উহাতে উষ্ণতা অধিক হয় এবং অনবরুদ্ধ রাখিলে ততদূর হয় না, তদ্রূপ মুখ বস্ত্রাবৃত করিলে বিশেষ উষ্ণতা হয় এবং অনাবৃত রাখিলে ন্যূন হয়। অতএব তোমরা

আপনাদিদের মতানুসারে জীবদিগের অধিক কষ্টদায়ক হইয়া থাক। মুখ আবৃত করিলে নাসিকার ছিদ্র হইতে বায়ু একত্র হইয়া নির্গত হইয়া জীবদিগকে অধিক আঘাত করে এবং অধিক পীড়া উৎপাদন করে। দেখ, যেরূপ কেহ অগ্নিতে মুখদ্বারা এবং কেহ নলী দ্বারা ফুৎকার দিলে মুখবায়ু বিস্তৃত হওয়াতে অল্পবেগে এবং নলীর বায়ু একত্র হওয়াতে অধিক বেগে অগ্নির উপর পতিত হয়, তদ্রূপ মুখের বস্ত্রাবরণ বশতঃ বায়ু রুদ্ধ হওয়াতে নাসিকাদ্বারা অতিবেগে নির্গত হইয়া জীবদিগকে অধিক দুঃখ প্রদান করে। এই হেতু মুখে বস্ত্রবরণকারী অপেক্ষা যে তাদৃশ বস্ত্রাবরণ রাখে না সে অধিক ধর্ম্মাত্মা। তদ্ব্যতীত মুখের উপর বস্ত্রাবরণ করাতে যথাযোগ্য স্থান ও প্রযত্নসহকারে অক্ষর উচ্চারিতই হয় না এবং নিরনুনাসিক অক্ষরকে সানুনাসিক উচ্চারণ করাতে তোমাদিগের দোষ হইয়া থাকে। শরীরের ভিতর দুর্গন্ধপূর্ণ বলিয়া মুখে বস্ত্রাবরণ করাতে দুর্গন্ধও অধিক বৃদ্ধি পায়? শরীর হইতে নির্গত যাবতীয় বায়ু দুর্গন্ধযুক্ত বলিয়া প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে এবং উহার রোধ করিলে দুর্গন্ধও অধিক বৃদ্ধি পায়। যেরূপ আবদ্ধ মল অধিক দুর্গন্ধযুক্ত হয় এবং অনাবৃত হইলে অল্প দুর্গন্ধযুক্ত হয়, তদ্রূপ মুখে বস্ত্রাবরণ করাতে, দন্তধাবন, মুখপ্রক্ষালন, স্নান এবং বস্ত্রপ্রক্ষালন না করাতে তোমাদিগের শরীর হইতে অধিক দুর্গন্ধ উৎপন্ন হইয়া সংসারে অধিক রোগ উৎপাদন করতঃ জীবদিগের যত পরিমাণে রোগ উৎপন্ন করে তোমাদিগের তত পরিমাণে অধিক পাপ হইয়া থাকে। মলাদিতে অধিক দুর্গন্ধ হইলে যেরূপ "বিসূচিকা" অর্থাৎ ওলাউঠা প্রভৃতি বহুপ্রকার রোগ উৎপন্ন হইয়া জীবদিগের অধিক দুঃখদায়ক হয় এবং ন্যূন দুর্গন্ধ হইলে রোগও ন্যূন হইয়া জীবদিগের অধিক দুঃখ হয় না, তদ্রূপ তোমরা দুর্গন্ধ বৃদ্ধি করাতে অধিক অপরাধী হইয়া থাক এবং যাহারা মুখ বস্ত্রাবৃত করে না, এবং দন্তধাবন, মুখপ্রক্ষালন ও স্নানাদি করতঃ স্থান এবং বস্ত্র বিশুদ্ধ রাখে তাহারা তোমাদিগের অপেক্ষা অনেক ভাল। যেরূপ যাহারা অন্ত্যজদিগের দুর্গন্ধযুক্ত সহবাস হইতে পৃথক্ থাকে, তাহারা শ্রেষ্ঠ এবং যাহারা অন্ত্যজদিগের দুর্গন্ধের সহবাস করে তাহাদিগের বুদ্ধি নির্ম্মল হয় না, তদ্রূপ তোমাদিগের এবং তোমাদিগের সঙ্গীদিগেরও বুদ্ধি মার্জ্জিত হয় না। রোগের অধিকতা এবং বুদ্ধির স্বল্পতা বশতঃ যেরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানের বাধা হয় তদ্রূপ দুর্গন্ধযোগবশতঃ তোমাদিগের এবং তোমাদিগের সঙ্গীদিগেরও অবস্থা হইতে হইবে।

(প্রশ্ন) যেরূপ আবৃত গৃহে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা বহির্নির্গত হইয়া বহিঃস্থ জীবদিগের ক্লেশ উৎপাদন করিতে পারে না তদ্রূপ আমরা মুখ বস্ত্রাবৃত করাতে বায়ুরোধ করিয়া বহিঃস্থ জীবদিগের ন্যূন দুঃখ উৎপাদন করিয়া থাকি। মুখ বস্ত্রাবৃত করাতে বাহিরের বায়ুস্থিত জীবদিগের পীড়া উপস্থিত হয় না, যেমন অগ্নি প্রজ্বলিত থাকিলে উহাতে হস্ত ব্যবধান করিলে উহার উত্তাপ কম অনুভূত হয়। তদ্ব্যতীত বায়ুস্থ জীব শরীরধারী

হওয়াতে অবশ্যই উহাদিগের ক্লেশ হইয়া থাকে। (উত্তর) তোমার এ কথা বালকত্ব মাত্র। প্রথমতঃ দেখ যে ছিদ্র না থাকিলে এবং ভিতরের বায়ুর সহিত বাহিরের বায়ুর যোগ না হইলে সেস্থলে অগ্নি প্রজ্জ্বলিতই হইতে পারে না। ইহা প্রত্যক্ষ যদি দেখিতে ইচ্ছা কর তবে কোন "ফানসের" মধ্যে দীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া এবং উহার সমস্ত ছিদ্র বন্ধ করিয়া দেখিতে পাইবে যে তৎক্ষণাৎই দীপ নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে। পৃথিবীর উপরিস্থিত মনুষ্যাদি প্রাণী বাহিরের বায়ুযোগ ব্যতিরেকে যেরূপ জীবিত থাকিতে পারে না তদ্রূপ অগ্নিও প্রজ্জ্বলিত হইতে পারে না। একদিকে যদি অগ্নিবেগ রুদ্ধ করা যায়, তাহা হইলে অপর দিক্ দিয়া অধিকবেগে নির্গত হইবে। হস্ত ব্যবধান করিলে মুখে উত্তাপ অল্প অনুভূত হয়, কিন্তু হস্তে অধিক উত্তাপ অনুভূত হইয়া থাকে। এই হেতু তোমার কথা সঙ্গত নহে। (প্রশ্ন) ইহা সকলেই জানে যে যখন কোন নিম্নপদস্থ লোক্ কোন উচ্চপদস্থ লোকের কর্ণে অথবা নিকট হইয়া কথা কহে তখন পাছে মুখের থুৎকার অথবা দুর্গন্ধ উহার কষ্টকর হয় এই জন্য মুখে আবরণ অথবা হস্ত ব্যবধান করিয়া থাকে। যখন পুস্তক পাঠ করা হয় তখন অবশ্যই উহার উপর থুৎকার পতিত হইয়া উহাকে উচ্ছিষ্ট করতঃ সমস্ত বিকৃত করে। এই হেতু মুখে বস্ত্রাবরণ রাখা উত্তম। (উত্তর) ইহা হইতে এইরূপ সিদ্ধ হইতেছে যে জীবরক্ষার্থ মুখ বস্ত্রাবৃত করা সম্পূর্ণ ব্যর্থ। উচ্চপদস্থ লোকের সহিত কথা কহিবার সময় লোকে যে মুখে আবরণ অথবা হস্ত ব্যবধান করে তাহার অভিপ্রায় এই যে যেন অপর কেহ সেই গুপ্ত কথা না শুনিয়া লয়। কারণ প্রকাশিত ও প্রসিদ্ধ কথা কহিবার সময় কেহই মুখের উপর আবরণ অথবা হস্ত ব্যবধান করে না। ইহা হইতে এরূপ বিদিত হওয়া যাইতেছে যে গুপ্ত কথার জন্যই তদ্রূপ করা হয়। দন্তধাবনাদি না করাতে তোমাদিগের মুখাদি অবয়ব হইতে অতিশয় দুর্গন্ধ নির্গত হয় এবং কেহ যখন তোমাদিগের পার্শ্বে অথবা তোমরা কাহারও পার্শ্বে উপবেশন কর তখন দুর্গন্ধ ব্যতীত আর কি অনুভূত হইয়া থাকে? মুখের ব্যবধান, হস্ত অথবা বস্ত্রাবরণ ইত্যাদি দিবার অন্য অনেক কারণ আছে। অনেক মনুষ্যের সমক্ষে গুপ্ত কথা বলিতে হইলে হস্ত অথবা বস্ত্র ব্যবধান না করিলে বায়ু অন্য লোকদিগের দিকে বিস্তৃত হওয়াতে কথা সকলও বিস্তৃত হইয়া পড়ে। দুই জনে নির্জন প্রদেশে কথা কহিবার সময় তৃতীয় কোন শ্রোতা না থাকাতে মুখের উপর হস্ত অথবা বস্ত্র ব্যবধান করা আবশ্যক হয় না। যদি বল যে উচ্চপদস্থের উপর থুৎকার পতিত হওয়া উচিত নহে বলিয়া তদ্রূপ করা হয়, তাহা হইলে নিম্ন পদস্থের উপর থুৎকার পতিত হওয়া কি উচিত? তদ্ব্যতীত উক্ত থুৎকার হইতে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব। কারণ যদি আমরা দূরস্থ হইয়া কথা কহি এবং বায়ু যদি আমাদিগের দিক হইতে শ্রোতার দিকে প্রবাহিত হয় তাহা হইলে উক্ত থুৎকার সূক্ষ্ম হইয়া বায়ুর সহিত ত্রসরেণু স্বরূপ হইয়া তাহার

শরীরের উপর পতিত হইবে। উহাকে দোষ গণনা করা অবিদ্যার কার্য্য। যদি সুখের উষ্ণতা বশতঃ জীব মৃত হইত অথবা উহাদিগের ক্লেশ হইত, তাহা হইলে বৈশাখ অথবা জ্যৈষ্ঠ মাসে সূর্য্যের মহা উত্তাপ বশতঃ বায়ুকায়স্থ সকলেই মরিয়া যাইত এবং একটিও জীবিত থাকিতে পারিত না। সুতরাং মুখের উষ্ণতা হইতেও জীব মরিতে পারে না। এই হেতু তোমাদিগের এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ মিথ্যা। তোমাদিগের তীর্থঙ্করগণও যদি পূর্ণ বিদ্বান্ হইতেন তাহা হইলে এরূপ ব্যর্থ কথা কেন লিখিবেন? দেখ যে সকল জীবের সমস্ত অবয়বের সহিত বৃত্তি বিদ্যমান থাকে তাহাদিগেরই পীড়া অনুভূত হয়। এ বিষয়ে প্রমাণ :—

## পঞ্চাবয়বাৎ সুখসংবিত্তিঃ ॥

ইহা সাংখ্য শাস্ত্রের সূত্র। যখন পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের পঞ্চ বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হয় তখনই জীবের সুখ ও দুঃখ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। যেরূপ বধিরের গালিপ্রদান অনুভব হয় না, অন্ধের রূপ অথবা সম্মুখে সর্প ও ব্যাঘ্রাদি ভয়ানক জীবের গতি বোধ হয় না, অস্পন্দ দেহের স্পর্শজ্ঞান হয় না, পিনস রোগাক্রান্তের গন্ধ ঘ্রাণ হয় না এবং জিহ্বাহীনের রস বোধ হইতে পারে না, উক্ত জীবদিগেরও সম্বন্ধে সেই ব্যবস্থা জানিতে হইবে। দেখ, মনুষ্যের জীব যখন সুষুপ্তিদশায় থাকে তখন তাহার কোন সুখ ও দুঃখ প্রাপ্তি হয় না, কারণ জীব তখন শরীরের ভিতর আছে বটে কিন্তু বাহ্য অবয়বের সহিত তখন সম্বন্ধ না থাকাতে সুখ অথবা দুঃখানুভব করিতে পারে না। বৈদ্য অথবা এক্ষণকার ডাক্তারগণ মাদক দ্রব্য পান বা ঘ্রাণ করাইয়া, রোগীর যখন শরীরস্থ অবয়ব ছেদন বা কর্ত্তন করেন সেই সময়ে উহার কিছুই দুঃখ অনুভব হয় না। যেরূপ মূর্চ্ছিত প্রাণী সুখ অথবা দুঃখ অনুভব করিতে পারে না, তদ্রূপ বায়ুকায়স্থ জীবও অত্যন্ত মূর্চ্ছিত বলিয়া সুখ অথবা দুঃখ অনুভব করিতে পারে না। সুতরাং ইহাদিগকে ক্লেশ হইতে রক্ষা করিবার কথা কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে? যখন উহাদিগের সুখ দুঃখ প্রাপ্তিই প্রত্যক্ষ হয় না তখন অনুমানাদি কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? (প্রশ্ন) যখন উহারা জীব, তখন কেন উহাদিগের সুখ এবং দুঃখ না হইবে? (উত্তর) নির্ব্বোধ লোক শ্রবণ কর। যখন তোমরা সুষুপ্তির অবস্থায় থাক তখন তোমাদিগের কেন সমস্ত সুখ ও দুঃখের অনুভব হয় না? প্রসিদ্ধ সম্বন্ধই সুখ এবং দুঃখানুভবের হেতু। এক্ষণেই উত্তর দিয়াছি যে মাদক বস্তু ঘ্রাণ করাইয়া ডাক্তারগণ ছেদন, বিদারণ এবং খণ্ডন করিলে যেরূপ রোগীর দুঃখানুভব হয় না, তদ্রূপ অতি মূর্চ্ছিত জীবদিগেরও সুখদুঃখ বোধ কিরূপে হইতে পারে? কারণ উহাদিগের অনুভব করিবার কোন সাধন নাই। (প্রশ্ন) দেখুন, যাবতীয় হরিদ্বর্ণ শাক, পত্র এবং কন্দ মূল আছে তাহা আমরা ভোজন করি না। কারণ শাকে অনেক এবং কন্দমূলে অনন্ত জীব আছে। উহা ভোজন করিলে উক্ত জীবদিগের

বিনাশ হওয়াতে এবং ক্লেশ দেওয়াতে আমরা পাপী হইয়া পড়িব। (উত্তর) ইহা তোমাদিগের অতিশয় অবিদ্যার কথা কারণ, হরিদ্বর্ণ শাক ভোজন করিলে জীবের বিনাশ এবং উহাদিগের ক্লেশানুভব হয় ইহা কিরূপে স্বীকার করিয়া থাক? উহাদিগের পীড়া হয় তাহা তোমরা কখন প্রত্যক্ষ দেখ নাই। যদি প্রত্যক্ষ দেখিয়া থাক তবে আমাদিগকেও দেখাও। তোমরা কখন প্রত্যক্ষ দেখ নাই এবং আমাদিগকেও দেখা-ইতে পারিবে না। যাহা প্রত্যক্ষ নহে তাহার অনুমান, উপমান এবং শব্দ প্রমাণও কখন ঘটিতে পারে না। সুতরাং পূর্ব্বে আমি যে উত্তর দিয়াছি ইহারও সেই উত্তর জানিতে হইবে। কারণ যে সকল জীব অত্যন্ত অন্ধকারে, মহাসুষুপ্তিতে অথবা মহা-মত্ততায় থাকে তাহাদিগের সুখ এবং দুঃখানুভব স্বীকার করা তোমাদিগের, এবং এবং তীর্থঙ্করগণ যাঁহারা তোমাদিগকে এইরূপ যুক্তি এবং বিদ্যাবিরুদ্ধ উপদেশ দিয়াছেন তাঁহাদিগেরও ভ্রমজ্ঞান মাত্র। আচ্ছা যখন গৃহের অন্ত রহিয়াছে তখন, গৃহাভ্যন্তরস্থ জীব কিরূপে অনন্ত হইতে পারে? যখন আমরা কন্দের অন্ত দেখিতে পাইতেছি তখন তত্রস্থ জীবদিগের অন্ত নাই কেন? সুতরাং তোমাদিগের কথা অতীব ভ্রান্ত! (প্রশ্ন) দেখুন, আপনারা জল উত্তপ্ত না করিয়া অপক্ব জল পান করেন বলিয়া, মহা পাপ করেন। আমরা যেরূপ জল উষ্ণ করিয়া পান করি, আপনারাও তদ্রূপ করিবেন। (উত্তর) ইহাও তোমাদিগের ভ্রমজালের কথা। কারণ যখন তোমরা জল উত্তপ্ত কর তখন জলস্থ সমস্ত জীব অবশ্য মরিয়া যায় এবং উহাদিগের শরীর উক্ত জলে সিদ্ধ হও-য়াতে ও মৌরির আরকের মত হওয়াতে তোমরা যেন সেই দেহের রস পান কর। সুতরাং তোমরা অত্যন্ত পাপী হইয়া থাক। যাহারা শীতল জল পান করে তাহারা পাপী হয় না। কারণ শীতল জল পান করিলে জীবগণ উদরে যাইয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়া শ্বাসের সহিত পুনরায় বহির্গত হইয়া যায়। জলকায়স্থ জীবদিগের পূর্ব্বোক্ত রীতি অনুসারে সুখ ও দুঃখ প্রাপ্তি হইতে পারে না। সুতরাং ইহাতে কাহারও পাপ হইবে না। (প্রশ্ন) জঠরাগ্নির উষ্ণতা বশতঃ জীব যেরূপ নির্গত হইয়া যায় তদ্রূপ উত্তপ্ত করিলে তাহারা জল হইতে কেন না নির্গত হইবে? (উত্তর) অবশ্য নির্গত হইবে; পরন্তু যখন মুখবায়ুর উষ্ণতা বশতঃ তোমরা জীবের মৃত্যু বিশ্বাস কর তখন, জল উত্তপ্ত করিলে তোমাদিগের মতানুসারেই জীব মরিয়া যাইবে অথবা অধিক পীড়িত হইয়া নির্গত হইবে কিম্বা উক্ত জলে উহাদিগের শরীর সিদ্ধ হইয়া যাইবে এবং তাহাতে তোমরা অধিক পাপী হইবে কি না? (প্রশ্ন) আমরা আপনার হস্তে জল উত্তপ্ত করি না অথবা কোন গৃহস্থকে জল উত্তপ্ত করিতে আজ্ঞা দিই না। সুতরাং আমাদিগের পাপ হয় না। (উত্তর) যদি তোমরা উষ্ণ জল না গ্রহণ কর অথবা পান না কর তবে, গৃহস্থগণ কেন উষ্ণজল করে? এই হেতু তোমরাই কেবল উক্ত পাপের ভাগী নহ,

পরন্তু অধিক লোককে পাপী করিয়া থাক। কারণ যদি কোন এক গৃহস্থকে উত্তপ্ত করিতে কহিতে তাহা হইলে, এক স্থানেই উত্তপ্ত হইত কিন্তু যখন গৃহস্থেরা নির্ণয় করিতে পারে না যে সাধু কাহার গৃহে উপস্থিত হইবেন তখন তাহারা প্রত্যেকেই আপনার আপনার গৃহে উষ্ণ জল করিয়া রাখে। এই হেতু এই পাপের তোমরাই মুখ্যভাগী। দ্বিতীয়তঃ, অধিক কাষ্ঠে এবং অগ্নির প্রজ্বলন ও প্রজ্বালন হেতু উপরি লিখিত প্রমাণানুসারে রন্ধন-শালায়, কৃষিস্থলে এবং ব্যবসার স্থলেও অধিক পাপী ও নরকগামী হইয়া থাকে। পুনরায় যখন তোমরা জল উষ্ণ করা বিষয়ে মুখ্য নিমিত্ত এবং যখন তোমরা উষ্ণ জল পান করিতে ও শীতল জল পান না করিতে উপদেশ প্রদান করিয়া থাক তখন, তোমরাই মুখ্য পাপের ভাগী হইয়া থাক এবং যাহারা তোমাদিগের উপদেশে শ্রদ্ধা করিয়া এরূপ কথা কহে তাহারাও পাপী। এক্ষণে দেখ, তোমরা অতিশয় অবিদ্যার রহিয়াছ কি না? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবদিগের উপর দয়া করা পুণ্য এবং অন্যমতাবলম্বীদিগের নিন্দা ও অপকার করা কি অল্প পাপ? যদি তোমাদিগের মত সত্য হয় তবে সৃষ্টির আদি সময়ে ঈশ্বর এতাদৃশ বর্ষা, নদীপ্রবাহ, এবং এত জল কেন উৎপন্ন করিয়াছেন? তদ্ব্যতীত সূর্য্যকেই বা কেন উৎপন্ন করিলেন? তোমাদিগের মতানুসারে সূর্য্য হইতে কোটি কোটি জীব মরিয়া থাকে। তোমরা যাঁহাকে ঈশ্বর মনে কর, যখন, তিনি সেই সময়ে বিদ্যমান ছিলেন তখন, তিনি দয়া করিয়া সূর্য্যের তাপ এবং মেঘকে কেন বন্ধ করেন নাই! পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বিদ্যমান প্রাণী ব্যতিরেকে কন্দমূলাদি পদার্থে অবস্থিত জীব-দিগের সুখ ও দুঃখ প্রাপ্তি হয় না। সর্ব্বদা সকল জীবের উপর দয়া করা ও দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। কারণ তোমাদিগের মতানুসারে যদি সকল মনুষ্যই চলে এবং চোর ও দস্যুদিগকেও দণ্ড না দেওয়া যায় তাহা হইলে, কত দূর পাপের প্রশ্রয় হইয়া যায়?

এই হেতু দুষ্টদিগকে যথাবৎ দণ্ড দেওয়া এবং শ্রেষ্ঠদিগকে পালন করাতেই দয়া প্রকাশ হয় এবং তাহার বিপরীত অনুষ্ঠান করিলে দয়ার এবং ক্ষমারূপ ধর্ম্মের নাশ হইয়া থাকে। বহু জৈন দোকান করে, ব্যবসায়াদিতে মিথ্যা কথা কয়, পরকীয় ধন হরণ করে, এবং দরিদ্র লোকদিগকে প্রতারণাদি করিয়া কুকর্ম্ম করিয়া থাকে। উহাদিগকে নিবারণ করিবার জন্য বিশেষ উপদেশ কেন কর না? মুখে বস্ত্রাবরণ বাঁধিতে হইবে ইত্যাদি প্রতারণায় কেন ফিরিতেছ? যখন তোমরা শিষ্য অথবা শিষ্যা কর তখন কেশলুঞ্চন করিয়া এবং অনেক দিন অনাহারে থাকিয়া পরের ও আপনার আত্মাকে পীড়া দিয়া ও স্বয়ং পীড়াগ্রস্ত হইয়া কেন অপরকে দুঃখ দাও এবং আত্মহত্যা কর অর্থাৎ আত্মার দুঃখদায়ক হইয়া থাক? তদ্ব্যতীত হস্তী, অশ্ব, বৃষভ এবং উষ্ট্র প্রভৃতির উপর আরোহণ করিতে এবং মনুষ্যদিগকে পরিশ্রম করাইতে, জৈনগণ!

কেন পাপ গণনা কর না? তোমাদিগের শিষ্যগণ যখন প্রমাণহীন বাক্যসকলকে সত্য বলিয়া প্রমাণ করিতে পারে না তখন, তোমাদিগের তীর্থঙ্করগণকে সত্য বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিবে না। যখন তোমরা কথা কহিয়া থাক, তখন মার্গস্থিত শ্রোতা-দিগের এবং তোমাদিগের মতানুসারে জীবসকল মরিয়া যায়। এরূপ স্থলে তোমরা এই পাপের কেন মুখ্য কারণ হইয়া থাক? এইরূপ সংক্ষিপ্ত কথন হইতে বহু বিষয় বুঝিয়া লইতে হইবে যে, উক্ত জল, স্থল এবং বায়ুর স্থাবর শরীর বিশিষ্ট অত্যন্ত মূর্চ্ছিত জীবদিগের কখন সুখ অথবা দুঃখ অনুভব হইতে পারে না।

এক্ষণে জৈনদিগের আরও কিছু অসম্ভব কথা লিখিত হইতেছে তাহাও, শ্রবণ কর। ইহাও মনে রাখিবে যে আপনার হস্তের পরিমাণে সার্দ্ধ তিনহস্ত হইলে এক ধনুঃ হইয়া থাকে। কালের সংখ্যা যেরূপ পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে তদ্রূপই বুঝিতে হইবে। রত্নসার ভাগ ১ম, ১৬৬-১৬৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে (১) ঋষভ দেবের শরীর ৫০০ শত ধনুঃ দীর্ঘ এবং (৮৪০০০০০) ৮৪ লক্ষ পূর্ব্ব বর্ষ তাঁহার আয়ু। (২) অজিত নাথের শরীর পরিমাণ ৪৫০ ধনুঃ এবং (৭২০০০০০) ৭২ লক্ষ পূর্ব্ব বর্ষ তাঁহার আয়ু। (৩) সংভবনাথের ৪০০ ধনুঃ পরিমিত দেহ এবং আয়ু (৬০০০০০০) ৬০ লক্ষ পূর্ব্ব বর্ষ। (৪) অভিনন্দনের দেহ পরিমাণ ৩৫০ ধনুঃ এবং আয়ু (৫০০০০০০) ৫০ লক্ষ পূর্ব্ব বর্ষ। (৫) সুমতি নাথের ৩০০ ধনুঃ পরিমিত দেহ এবং আয়ু (৪০০০০০০) ৪০ লক্ষ পূর্ব্ব বর্ষ। (৬) পদ্মপ্রভের শরীর ১৪০ ধনুঃ এবং আয়ু (৩০০০০০০) ৩০ লক্ষ পূর্ব্ব বর্ষ। (৭) পার্শ্বনাথের শরীর ২০০ ধনুঃ এবং আয়ু (২০০০০০০) ২০ লক্ষ পূর্ব্ব বর্ষ। (৮) চন্দ্রপ্রভের শরীর ১৫০ ধনুঃ পরিমিত এবং আয়ু (১০০০০০০) ১০ লক্ষ পূর্ব্ব বর্ষ। (৯) সুবিধিনাথের শরীর ১০০ ধনুঃ এবং আয়ু (২০০০০০) ২ লক্ষ পূর্ব্ববর্ষ। (১০) শীতলনাথের ৯০ ধনুঃ পরিমিত দেহ এবং আয়ু (১০০০০০) এক লক্ষ পূর্ব্ব বর্ষ। (১১) শ্রেয়াংসনাথের ৮০ ধনুঃ পরিমিত দেহ এবং আয়ু (৮৪০০০০০) ৮৪ লক্ষবর্ষ। (১২) বাসুপূজ্য স্বামীর শরীর ৭০ ধনুঃ এবং আয়ু (৭২০০০০০) ৭২ লক্ষ বর্ষ। (১৩) বিমলনাথের শরীর ৬০ ধনুঃ এবং আয়ু (৬০০০০০০) ৬০ লক্ষ বর্ষ। (১৪) অনন্তনাথের শরীর ৫০ ধনুঃ এবং আয়ু (৩০০০০০০) ৩০ লক্ষ বর্ষ। (১৫) ধর্ম্মনাথের ৪৫ ধনুঃ পরিমিত শরীর এবং আয়ু (১০০০০০০) দশ লক্ষ বর্ষ। (১৬) শান্তিনাথের শরীর ৪০ ধনুঃ ও আয়ু (১০০০০০) ১ লক্ষ বর্ষ। (১৭) কুন্থুনাথের শরীর ৩৫ ধনুঃ এবং আয়ু (৯৫০০০) ৯৫ সহস্র বর্ষ। (১৮) অমরনাথের শরীর ৩০ ধনুঃ এবং আয়ু (৮৪০০০) ৮৪ সহস্র বর্ষ। (১৯) মল্লীনাথের শরীর ২৫ ধনুঃ এবং আয়ু (৫৫০০০) ৫৫ সহস্র বৎসর। (২০) মুনিসুব্রতের শরীর ২০ ধনুঃ এবং আয়ু ৩০ সহস্র বৎসর।

(২১) নমিনাথের শরীর ১০ ধনুঃ এবং আয়ু দশ সহস্র বর্ষ। (২২) নেমিনাথের শরীর ১০ ধনুঃ এবং আয়ু এক সহস্র বৎসর। (২৩) পার্শ্বনাথের শরীর ৯ হাত এবং আয়ু শতবর্ষ। (২৪) মহাবীর স্বামীর শরীর ৭ হাত এবং আয়ু ৭২ বর্ষ। এই ২৪ তীর্থঙ্কর জৈনদিগের মতের প্রবর্ত্তয়িতা, আচার্য্য এবং গুরু। জৈনগণ উহাদিগকেই পরমেশ্বর বলিয়া মানে এবং উহারা সকলেই মোক্ষলাভ করিয়াছেন এইরূপ বিশ্বাস করে। এবিষয়ে বুদ্ধিমান লোকে বিচার করিবেন যে মনুষ্য দেহ এতাদৃশ দীর্ঘ আয়ু সম্পন্ন কখন হওয়া সম্ভব হইতে পারে কি না? এই পৃথিবীতে এতাদৃশ মনুষ্য অতি অল্পই বাস করিতে পারে। এই সকল জৈন কেবল অলীক গল্পকথা রচনা করিয়াছে। পৌরাণিকগণ যে এক লক্ষ, দশ সহস্র অথবা এক সহস্র বৎসর আয়ুর কথা লিখিয়াছে তাহাই যখন সম্ভব হইতে পারে না তখন, জৈনদিগের কথন কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? আরও শ্রবণ কর। কল্পভাষ্য ৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, নাগকেতু কয়েক গ্রামের তুল্য এক শিলা অঙ্গুলীর উপর রাখিয়াছিলেন!! কল্পভাষ্য ৩৫ পৃষ্ঠায় আছে যে মহাবীর অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পৃথিবীকে অবনত করিয়াছিলেন এবং উহাতে শেষ নাগের কম্প উপস্থিত হইয়াছিল!!! কল্পভাষ্য ৪৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, মহাবীরকে সর্পে দংশন করিলে রুধিরের পরিবর্ত্তে দুগ্ধ নির্গত হয় এবং ঐ সর্প অষ্টম স্বর্গে গমন করে!! কল্পভাষ্য ৪৭ পৃষ্ঠায় আছে যে মহাবীরের চরণের উপর পায়সান্ন পক্ক করিলেও চরণ দগ্ধ হয় নাই! কল্পভাষ্য ১৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে এক ক্ষুদ্র পাত্রে উষ্ট্র আনীত হইয়াছিল। রত্নসারভাগ ১ম ১৪ পৃষ্ঠায় আছে যে শরীরের মল পরিষ্কার করিবে না এবং ঘর্ষণ করিবে না। বিবেকসার ১ম ভাগ ১৫ পৃষ্ঠায় আছে যে জৈনদিগের মধ্যে দমসার নামে একজন সাধু ক্রোধিত হইয়া উদ্বেগ জনকসূত্র পাঠ করতঃ কোন এক নগরে অগ্নি লাগাইয়া দিয়াছিল এবং সে মহাবীর তীর্থঙ্করের অতি প্রিয় ছিল। বিবেকঃ ১ম ভাগ ১২৭ পৃষ্ঠায় আছে যে রাজার আজ্ঞা অবশ্য পালন করা কর্ত্তব্য। বিবেক ১ম ভাগ ২২৭ পৃষ্ঠায় আছে যে এক কোশা নামক বেশ্যা এক থালের উপর সর্ষপ রাশীকৃত করিয়া তাহাতে সূচি সকল উর্দ্ধমুখ করিয়া রাখিয়া এবং উপরে পুষ্পাচ্ছাদন করিয়া উত্তম প্রকার নৃত্য করিয়াছিল এবং তাহাতে তাহার চরণ সূচিবিদ্ধ হয় নাই অথবা সর্ষপের রাশিও বিকীর্ণ হইয়া পড়ে নাই!!! তত্ত্ববিবেক ২২৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে এক স্থূল নামে মুনি এই কোশা বেশ্যার সহিত একাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত ভোগ করিয়া পশ্চাৎ দীক্ষা গ্রহণ করতঃ সদ্গতি প্রাপ্ত হয় এবং উক্ত কোশা বেশ্যাও বর্জনধর্ম্ম পালন করতঃ সদ্গতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। বিবেকঃ ১ম ভাগ ১৮৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে এক সিদ্ধের কন্থা গলদেশে পরিধান করাতে উহা এক বৈশ্যকে নিত্য ৫০০ স্বর্ণমুদ্রা দান করিত। বিবেকঃ ১ম ভাগ ২২৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে বলবান্ পুরুষের আজ্ঞা ও দেবাজ্ঞা

প্রতিপালন করিলে এবং ঘোর বনে কষ্টে নির্ব্বাহ করিলে, গুরু, মাতা, পিতা, কুলাচার্য্য, জ্ঞাতিলোক, এবং ধর্ম্মোপদেষ্টা এই ছয় জনকে রোধ করিলে ( বিরুদ্ধাচরণ করিলে ) ধর্ম্ম বিষয়ে ন্যূনতা বশতঃ ধর্ম্মের হানি হয় না। ( সমীক্ষক ) এক্ষণে ইহাদিগের মিথ্যা কথা সকল শ্রবণ কর। এক মনুষ্য কি কখন গ্রামের তুল্য পাষাণখণ্ড অঙ্গুলীর উপর ধারণ করিতে পারে এবং পৃথিবীর উপর অঙ্গুলির চাপ দিলে পৃথিবী কি কখন অবনত হইতে পারে? তদ্ভিন্ন যখন শেষনাগই নাই তখন কম্প কাহার হইবে? ॥ ৩ ॥ আচ্ছা শরীর দংশন করিলে দুধ নির্গত হওয়া কেহ দেখে নাই সুতরাং, উহা ইন্দ্রজাল ব্যতীত অন্য কিছু নহে। উহার দংশনকর্ত্তা সর্প স্বর্গে গমন করিল এবং মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি তৃতীয় নরকে গমন করিয়াছে ইহা কত দূর মিথ্যা কথা? ॥ ৪ ॥ মহাবীরের চরণের উপর পায়স পক্ক হইলে তাহার চরণ কেন দগ্ধ হইল না? ॥ ৫ ॥ আচ্ছা ক্ষুদ্র পাত্রে কি উষ্ট্র কখন আসিতে পারে? যদি শরীরের মল পরিষ্কৃত না হয় এবং শরীর না ঘষিত হয় তাহা হইলে লোকের দুর্গন্ধরূপ মহানরক ভোগ করিতে হইবে ॥ ৬ ॥ যে সাধু যে নগর দগ্ধ করিল, উহার দয়া এবং ক্ষমা কোথায় গেল? ॥৭॥ যখন মহাবীরেরা সঙ্গ বশতঃ ও উহার আত্মা পবিত্র হইল না তখন মহাবীরের মৃত্যুর পর জৈনগণ তাঁহার আশ্রয় লইয়া কখনই পবিত্র হইবে না ॥ ৮ ॥ রাজার আজ্ঞা অবশ্য মাননীয়, কিন্তু জৈনগণ ব্যবসায়ী বলিয়া রাজা হইতে ভীত হইয়া এই সকল কথা লিখিয়া দিয়া থাকিবে ॥ ৯ ॥ কোশাবেশ্যার যতই কেন লঘু শরীর হউক না তথাপি সর্ষপের রাশির উপর ঊর্দ্ধমুখ সূচি রাখিয়া তাহার উপর নৃত্য করা, সূচিবিদ্ধ না হওয়া এবং সর্ষপ রাশি বিকীর্ণ না হওয়া, সম্পূর্ণ মিথ্যা ব্যতীত আর কি হইতে পারে? যাহাই কেন পরিণাম হউক না, কাহার ও কোন অবস্থায়ও ধর্ম্মত্যাগ করা উচিত নহে ॥ ১১ ॥ আচ্ছা, কন্থা বস্ত্র নির্ম্মিত হইয়া থাকে, উহা প্রতিদিন কিরূপে ৫০০ স্বর্ণ মুদ্রা দিতে পারে? ॥ ১ ॥ এক্ষণে এইরূপ অসম্ভব কথা সকল লিখিলে জৈনদিগের অসার পুস্তকের মত অনেক বাড়িয়া যায়। এই হেতু অধিক লিখিত হইল না। অর্থাৎ জৈনদিগের অল্প কথা ত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট সমস্তই মিথ্যা জালে পরিপূর্ণ। দেখ :—

দোসসি দোরবি পঢ়মে,<br>
দুগুণা লবণং মিধায় ঈসং মে।<br>
বারসসসি বারসরবি,<br>
তপ্যাভি ইনি দিঠ সসি রবিণো ॥<br>
প্রকরণ০ ভা০ ৪ সংগ্রহণী সূত্রম্ ॥ ৭৭ ॥

যে জম্বুদ্বীপ লক্ষযোজন অর্থাৎ ৪ লক্ষ ক্রোশ বিস্তৃত লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ইহাকে প্রথম দ্বীপ কথিত হয়। ইহাতে দুই চন্দ্র এবং দুই সূর্য্য আছে। তদ্রূপ লবণ সমুদ্রে ইহার দ্বিগুণ অর্থাৎ ৪ চন্দ্র এবং ৪ সূর্য্য আছে। ধাতকী খণ্ডে ১২ চন্দ্র এবং ১২ সূর্য্য আছে॥ ৭৭॥ ইহার ত্রিগুণ করিলে ৩৬ হয় এবং উহার সহিত জম্বুদ্বীপের দুই এবং লবণ সমুদ্রের ৪ একত্র করিয়া ৪২ চন্দ্র এবং ৪২ সূর্য্য কালোদধি সমুদ্রে আছে। তদ্রূপ অগ্রবর্ত্তী দ্বীপ সমূহে এবং সমুদ্র সকলে চন্দ্র ও সূর্য্য আছে। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ৪২ কে ত্রিগুণ করিলে ১২৬ হয় এবং উহার মধ্যে ধাতকী খণ্ডের ১২, লবণ সমুদ্রের ৪, এবং জম্বুদ্বীপের ২ এইরূপে একত্র করিয়া পুষ্কর দ্বীপে ১৪৪ চন্দ্র এবং ১৪৪ সূর্য্য আছে। উহাও অর্দ্ধ মনুষ্য ক্ষেত্র বলিয়া গণনা করা হয়। পরন্তু যে স্থানে মনুষ্য নাই সে স্থানে অনেক চন্দ্র এবং অনেক সূর্য্য আছে। পূর্ব্বোক্ত অর্দ্ধ পুষ্কর দ্বীপে যে অনেক চন্দ্র ও সূর্য্য আছে তাহা স্থির আছে। পূর্ব্বোক্ত ১৪৪ কে ত্রিগুণ করিলে ৪৩২ হয় এবং উহাতে জম্বুদ্বীপের ২ চন্দ্র ও ২ সূর্য্য, লবণ সমুদ্রের চারি চারি, ধাতকী খণ্ডের দ্বাদশ দ্বাদশ এবং কালোদধির ৪২ একত্র করিয়া পুষ্কর সমুদ্রে ৪৯২ চন্দ্র এবং ৪৯২ সূর্য্য আছে। শ্রীজিন ভদ্রগণীক্ষমা শ্রমণের বৃহৎ "সঙ্ঘয়নী" তে এই সকল কথা আছে। "যোতীস করণ্ডক পয়ন্নই মধ্যে, "চন্দ্রপন্নতি" এবং "সূরপন্নতি" প্রভৃতি সিদ্ধান্ত গ্রন্থেও এইরূপ কথা সকল লিখিত আছে। (সমীক্ষক) এক্ষণে ভূগোল এবং খগোলবিদ্ লোকেরা শ্রবণ করুন। এই এক পৃথিবীতে এক প্রকারে ৪৯২ এবং অন্য প্রকারে অসংখ্য চন্দ্র ও সূর্য্য জৈনগণ বিশ্বাস করে। আপনাদিগের অতি সৌভাগ্য যে বেদমতানুযায়ী সূর্য্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতি জ্যোতিষ গ্রন্থ অধ্যয়ন করতঃ ভূগোল এবং খগোলের যথার্থতত্ত্ব অবগত হইয়াছেন। অন্যথা যদি কখন জৈনদিগের মহান্ধকারে পতিত হইতেন তাহা হইলে, চিরজন্মই অন্ধকারেই থাকিতে হইত এবং তদ্রূপই জৈনগণ এক্ষণে রহিয়াছে। এই সকল অবিদ্বান্‌দিগের এইরূপ শঙ্কা হইয়াছিল যে জম্বুদ্বীপে একচন্দ্র এবং এক সূর্য্য দ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না। কারণ চন্দ্র ও সূর্য্য এতাদৃশ বৃহৎ পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া ত্রিংশ ঘটিকায় কিরূপে আসিতে পারে। পৃথিবীকে ইহারা সূর্য্যাদি অপেক্ষাও বৃহৎ বলিয়া বিশ্বাস করে। ইহা ইহাদিগের কতদূর ভ্রম।

দো সসি দো রবি যং তী এগং তরিয়াছ সঠিসংখায়া।
মেরুং পয়াহিণং তা। মানুসখিত্তে পরিঅ ডংতি॥
প্রকরণঃ ভাঃ ৪। সংগ্রহ সূঃ॥ ৭৯॥

মনুষ্যলোকে চন্দ্র ও সূর্য্যের পঙ্‌ক্তির সংখ্যা কথিত হইতেছে। দুই চন্দ্র এবং দুই

সূর্য্যে পঙ্‌ক্তি ( শ্রেণী ) হয় এবং উহারা এক এক লক্ষ যোজন অর্থাৎ লক্ষ ক্রোশ অন্তরে বিচরণ করে। যেরূপ সূর্য্যের পঙ্‌ক্তির মধ্যে চন্দ্রের এক পঙ্‌ক্তি আছে তদ্রূপ চন্দ্রের পঙ্‌ক্তির মধ্যে সূর্য্যের এক পঙ্‌ক্তি আছে। এইরূপে চারি পঙ্‌ক্তি আছে। সেই এক এক চন্দ্র পঙ্‌ক্তিতে ৩৬ চন্দ্রমা ও এক এক সূর্য্য পঙ্‌ক্তিতে ৩৬ সূর্য্য আছে। এই চারি পঙক্তি জম্বুদ্বীপের মেরু পর্ব্বতকে প্রদক্ষিণ করতঃ মনুষ্য ক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করিতেছে। অর্থাৎ যে সময়ে জম্বূদ্বীপের মেরু হইতে এক সূর্য্য দক্ষিণ দিকে বিচরণ করে সেই সময়ে অপর সূর্য্য উত্তর দিকে বিচরণ করিতে থাকে। এইরূপে লবণ সমুদ্রের ২, ঘাতকীখণ্ডের ৬, কালোদরের ২১ এবং পুষ্করার্দ্ধের ৩৬ সূর্য্য এক এক দিকে বিচরণ করে। এইরূপে সমষ্টি করতঃ দক্ষিণ দিকে ৬৬ সূর্য্য এবং উত্তর দিকে ৬৬ সূর্য্য নিজ নিজ ক্রমানুসারে বিচরণ করে। উভয় দিকের সমস্ত সূর্য্য একত্র করিলে ১৩২ সূর্য্য এবং এইরূপে উভয় দিকের ৬২।৬২ চন্দ্র পঙ্‌ক্তি মিলিত করিলে ১৩২ চন্দ্র মনুষ্য লোকে বিচরণ করে। এইরূপে চন্দ্রের সহিত নক্ষত্রাদির ও অনেকানেক পঙ্‌ক্তি জানিতে হইবে। ( সমীক্ষক ) এক্ষণে ভ্রাতৃগণ দেখ! এই পৃথিবীতে ১৩২ সূর্য্য এবং ১৩২ চন্দ্র জৈনদিগের গৃহে উত্তাপ দিয়া থাকে। যদি সত্যই উহারা উত্তাপ দেয় তবে ইহারা কিরূপে জীবিত থাকে? রাত্রিতে শীতের প্রভাবে জৈনগণ বোধ হয় জমিয়া যায়। যাহারা ভূগোল এবং খগোল বৃত্তান্ত জানে না তাহারাই এই সকল অসম্ভব কথায় মোহিত হয়, অন্যে হয় না। যখন এক সূর্য্য এই পৃথিবীর সদৃশ অন্য অনেক ভূমণ্ডল প্রকাশিত করিতেছে তখন এই সামান্য পৃথিবীর কথা কি বলিতে হইবে? যদি পৃথিবী না পরিভ্রমণ করিত এবং সূর্য্য পৃথিবীর চারিদিকে ভ্রমণ করিতে তাহা হইলে, একবর্ষ পরিমিত দিন এবং রাত্রি হইত। হিমালয় ব্যতীত সুমেরু বলিয়া দ্বিতীয় পর্ব্বত নাই। যেরূপ কলসের সম্মুখে এক সর্ষপ কিছুই নহে সূর্য্যের সম্মুখে উহা সেইরূপ। যতদিন জৈনগণ উহাদিগের মতে থাকিবে ততদিন এসকল কথা জানিতে না পারিয়া সর্ব্বদা অন্ধকারে পতিত থাকিবে :—

সমত্তচরণ সহিয়াসব্বং লোগং ফুসে নিরবসেসং
সত্তয়চউদসভাএ পংচয়স্সুপদে সবিরঈএ ॥

প্রকরণঃ ভাঃ ৪। সংগ্রহ সূঃ ১৩৫ ॥

যে সম্যক্ চারিত্র সহিত হইয়া কেবলী হয় সেই, কেবল সমুদ্যাত অবস্থা হইতে চতুর্দ্দশ রাজ্যলোক আপনার প্রদেশ করিয়া বিচরণ করিবে। ( সমীক্ষক ) জৈনগণ চতুর্দ্দশ রাজ্য বিশ্বাস করে। উহাদিগের মধ্যে চতুর্দ্দশের চূড়ার উপরিস্থিত সর্ব্বার্থসিদ্ধি বিমানের ধ্বজার উপর কিঞ্চিৎ দূরে সিদ্ধশিলা আছে এবং তত্রস্থ দিব্য আকাশকে

শিবপুর কহে। কেবলী অর্থাৎ যাঁহারা কেবল জ্ঞান, সর্ব্বজ্ঞতা এবং পূর্ণ পবিত্রতা প্রাপ্ত হয়েন তাঁহারা সেই লোকে গমন করেন এবং আপানাদিগের আত্মা প্রদেশে সর্ব্বজ্ঞভাবে অবস্থান করেন। যাহার প্রবেশ হয় সে বিভূ নহে এবং যে বিভূ নহে সে কখন সর্ব্বজ্ঞ এবং কেবলজ্ঞানী হইতে পারে না। কারণ যাহার আত্মা একদেশী সে, গমনাগমন করে এবং বদ্ধ ও মুক্ত এবং জ্ঞানী ও অজ্ঞানী হইয়া থাকে। সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বজ্ঞ কখন তদ্রূপ হইতে পারে না। জৈনদিগের তীর্থঙ্কর সকল জীবরূপ হওয়াতে অল্প ও অল্পজ্ঞ হইয়া অবস্থিত ছিল। উহারা কখন সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বব্যাপক হইতে পারে না পরন্তু, যাঁহাতে সর্ব্বজ্ঞাদি গুণ যথাযথ ঘটিতে পারে সেই অনাত্মানন্ত, সর্ব্বব্যাপক সর্ব্বজ্ঞ, পবিত্র এবং জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মাকে জৈনগণ বিশ্বাস করে না।

গব্ভনরতি পলিয়াঊ। তিগাউ উক্কোসতে জহন্নেণং।
মুচ্ছিম দুহাবি অন্তমুহু। অঙ্গুল অসংখ ভাগতণূ ॥২৪১॥

অর্থ—এই সংসারে মনুষ্য দুই প্রকারের আছে। এক গর্ভজ এবং অপর গর্ভজাত নহে। উহাদিগের মধ্যে গর্ভজ মনুষ্যের উৎকৃষ্ট আয়ু তিন পল্যোপম এবং শরীর তিন ক্রোশ বিস্তৃত। ( সমীক্ষক ) আচ্ছা, তিন পল্যোপম আয়ু বিশিষ্ট এবং তিন ক্রোশ-বিস্তৃত দেহযুক্ত মনুষ্য এই পৃথিবীতে অতি অল্পই ধরিতে পারে। পল্যোপম যেরূপে পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে তদ্রূপ, তিন পল্যোপম আয়ু হইলে অর্থাৎ ততকাল পর্য্যন্ত মনুষ্য জীবিত থাকিলে উহাদিগের সন্তানও তদ্রূপ তিন ক্রোশ বিস্তৃত শরীর বিশিষ্ট হইবে। বোম্বাই নগরে দুই এবং কলিকাতায় তিন বা চারি জন তদ্রূপ মনুষ্য নিবাস করিতে পারে ? যদি তদ্রূপই হয় তবে, জৈনগণ যে এক এক নগরে লক্ষ লক্ষ মনুষ্যের কথা লিখিয়া থাকে তাহার জন্য, লক্ষ লক্ষ ক্রোশ বিস্তৃত নগর ও হওয়া উচিত। সমস্ত পৃথিবীতে তদ্রূপ একটি নগরও থাকিতে পারে না।

পণয়া ললরকযোযণ। বিরকং ভা সিদ্ধিসিল ফলিহবিমলা।
তদুবরি গজোয়ণংতে লোগন্তো তচ্ছ সিদ্ধঠিঈ ॥২৫৮

সর্ব্বার্থসিদ্ধি বিমানের ধ্বজা হইতে ১২ যোজন উর্দ্ধ যে সিদ্ধশিলা আছে উহা দীর্ঘে, প্রস্থে এবং স্থূলতায় ৪৫ লক্ষ যোজন পরিমিত। সিদ্ধশিলার সিদ্ধভূমি সকল ধবল, অর্জ্জুন, সুবর্ণময় এবং স্ফটিকের ন্যায় নির্ম্মল। কেহ কেহ ইহাকে "ঈষৎ" ও "প্রাগ্ভরা" এই নামে কহিয়া থাকে। উক্ত সর্ব্বার্থসিদ্ধশিলার বিমান হইতে ১২ যোজন যাবৎ আলোকও আছে। উক্ত পরমার্থ কেবলীশ্রুত বিদিত আছে। উক্ত সর্ব্বার্থসিদ্ধশিলা মধ্য ভাগ ৮ যোজন স্থূল এবং তথা হইতে চারিদিকে ও চারি উপদিগন্তে ক্রমশ হ্রাসবিশিষ্ট হইয়া মক্ষিকার পক্ষ সদৃশ লঘু এবং উত্তান ছত্রাকারে

সিদ্ধশিলার স্থাপনা আছে। উক্ত শিলার উপরে একযোজন অন্তরে লোকান্তর আছে এবং সেই স্থলে সিদ্ধদিগের স্থিতি হইয়া থাকে। ২৫৮॥ (সমীক্ষক) এক্ষণে বিচার করা উচিত যে জৈনদিগের মুক্তিস্থান সর্ব্বার্থসিদ্ধি বিমানের ধ্বজার উপর ৪৫ লক্ষ যোজন পরিমিত শিলা হইলেও অর্থাৎ যতই উৎকষ্ট এবং নির্ম্মল হউক তথাপি সে স্থানে অবস্থিত মুক্ত জীব এক প্রকারে বদ্ধ থাকে। কারণ উক্ত শিলার বহির্গত হইলেই মুক্তি সুখ খণ্ডিত হইবে এবং উহার বায়ু স্পর্শও হইবে না। অবিদ্বান্‌দিগকে ভ্রমজালে পতিত করিবার জন্য এই সকল কেবল কল্পনা মাত্র।

বিতিচউরিং দিসসরীরং। বার সজোয়ণতি কোসচ উকোসং জোয়ণসহস পণিংদিয়। উহে বুচ্ছন্তি বিসেসং তু॥ প্রকরণঃ ভাঃ ৪। সংগ্রহঃ সূঃ ২৬৭॥

সামান্যতঃ একেন্দ্রিয় জীবের শরীরে মধ্যে এক সহস্র যোজন শরীর যুক্তই উৎকৃষ্ট জানিতে হইবে, দুই ইন্দ্রিয়যুক্ত শঙ্খাদির শরীর ১২ যোজন জানিবে, চতুরিন্দ্রিয় ভ্রমরাদির শরীর ৪ ক্রোশ এবং পঞ্চেন্দ্রিয়দিগের শরীর ১ সহস্র যোজন অর্থাৎ চারি সহস্র ক্রোশ জানিতে হইবে। ২৬৭॥ (সমীক্ষক) চারি চারি সহস্র ক্রোশ পরিমিত শরীর ধারী হইলে পৃথিবীতে অতি অল্প মনুষ্য থাকিলেই অর্থাৎ কয়েক শত মনুষ্য থাকিলেই পৃথিবী ঘনভাবে পূর্ণ হইয়া যায় এবং কাহারও চলিবার জন্য স্থানও থাকে না। অতএব অবস্থানের জন্য আবাস এবং পথ বিষয়ে জৈনদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে এবং যখন উহারা এরূপ লিখিয়াছে তখন উহারা আপনাদিগের গৃহে স্থান দিবে। পরন্তু চারি সহস্র ক্রোশ শরীরবিশিষ্টদিগের নিবাসার্থ এক এক জনের জন্য ৩২ সহস্র ক্রোশ বিস্তৃত গৃহের আবশ্যক। তদ্রূপ গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইলে জৈনদিগের সমস্ত ধন ব্যয়িত হইলেও গৃহ নির্ম্মিত হইতে পারে না। এতাদৃশ ৮ সহস্র ক্রোশ বিস্তৃত ছাদ নির্ম্মাণ করিবার জন্য "কড়ি" কোথা হইতে আনীত হইবে? উহাতে যদি স্তম্ভ সংলগ্ন করিতে হয়, তাহা ভিতরে প্রবেশও করিতে পারে না। সুতরাং এ সকল কথা মিথ্যা যল্পনা মাত্র।

তে থূলা পল্লে বিহুসং খিজ্জাচে বহুতি সব্বেবি।
তে ইক্কিক্ক অসংখে। সুহুমে খম্মে পকপ্পেহ॥
প্রকরণঃ ভাঃ ৪ লঘুক্ষেত্র। সমাস প্রকরণ সূঃ ৪॥

পূর্ব্বোক্ত এক অঙ্গুল লোমের খণ্ড দ্বারা ৪ ক্রোশ বর্গ এবং তাদৃশ গভীর কূপ পূর্ণ হইবে। অঙ্গুল প্রমাণ লোম খণ্ড সকল মিলিত হইয়া ২০৫৭১৫২ হইয়া থাকে এবং

অত্যন্ত অধিক হইলে ( ৩৩০৭৬২১০৪, ২৪৬৫৬২৫, ৪২১৯৯৬০, ৯৭৫৩৬০......... ) বিস্তার ঘন যোজন পল্যোপমে সর্ব্বস্থূল রোমের এতৎ সংখ্যক খণ্ড হইবে। ইহাও সংখ্যাত কাল হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত এক লোম খণ্ডের মনে মনে অসংখ্যাত খণ্ড কল্পনা করিলে অসংখ্যাত সূক্ষ্ম রোমাণু হইবে! ( সমীক্ষক ) এক্ষণে ইহাদিগের গণনার রীতি দেখ। এক অঙ্গুল প্রমাণ লোমকে কত খণ্ড করিয়াছে। উহা কি কাহারও গণনায় আসিতে পারে? আর উহার উপরান্ত মনে অসংখ্য খণ্ড কল্পনা করিতে চাহে। ইহা হইতে এইরূপ সিদ্ধ হইতেছে যে উহারা যেন পূর্ব্বোক্ত খণ্ড সকল আপনাদিগের হস্তদ্বারা করিয়াছে। যদি হস্ত দিয়া না পারিয়া থাকে, তবে মনের দ্বারা করিয়াছে। এক অঙ্গুল লোমকে অসংখ্য খণ্ড করা কখন কি সম্ভব হইতে পারে?

জংবূদীপপমাণং গুলজোয়াণলরক বট্টবিরকংভী।
লবণাঈয়াসেসা। বলয়া ভাদুগুণদুগুণায় ॥
প্রকরণঃ ভাঃ ৪। লঘুক্ষেত্র সমাঃ সুঃ ॥ ১২ ॥

প্রথমতঃ জম্বুদ্বীপ লক্ষ যোজন পরিমিত এবং শূন্যগর্ভযুক্ত। অবশিষ্ট লবণাদি সপ্তসমুদ্র ও সপ্তদ্বীপ জম্বুদ্বীপের পরিমাণের ক্রমশঃ দ্বিগুণ হইয়া থাকে। যেরূপ পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে তদ্রূপ এই এক পৃথিবীতে জম্বুদ্বীপাদি সপ্তদ্বীপ এবং সপ্তসমুদ্র আছে ॥ ১২ ॥ ( সমীক্ষক ) অতএব জম্বুদ্বীপের দ্বিতীয় দ্বীপ দুই লক্ষ যোজন, তৃতীয় চারি লক্ষ যোজন, চতুর্থ অষ্ট লক্ষ যোজন, পঞ্চম ষোড়শ লক্ষ যোজন, ষষ্ঠ দ্বাত্রিংশ লক্ষ যোজন এবং সপ্তম চতুঃষষ্ঠি লক্ষ যোজন হইবে। সমুদ্রেরও তাদৃশ অথবা তদপেক্ষা অধিক পরিমাণ হইবে। তাহা হইলে এই ১৫ সহস্র ক্রোশ পরিধি বিশিষ্ট পৃথিবীতে উক্ত সমস্ত কিরূপে ধরিতে পারে? সুতরাং এ সকল কথা কেবল মিথ্যা।

কুরুনইচুলসী সহসা। ছচ্চেবন্তরনঈ উপই বিজয়ং।
দোদ মহানঈউ। চনুদস সহসা উপত্তেয়ং ॥
প্রকরণ রত্নাঃ ভাঃ। ৪। লঘুক্ষেত্র সমা সূঃ ॥ ৬৩ ॥

কুরুক্ষেত্রে ৮৪ সহস্র নদী আছে ॥ ৬৩ ॥ ( সমীক্ষক ) আচ্ছা, কুরুক্ষেত্র অতি ক্ষুদ্র দেশ। উহা না দেখিয়া এক মিথ্যা কথা লিখিতে ইহাদিগের লজ্জা হইল না?

যামুত্তরা উতাউ। ইগেগ সিংহাসণাউ অইপুব্বং
চউস্সবিতাস নিয়াসণ, দিদিভবজিন মজ্জণং হোঈ ॥
প্রকরণ রত্নাকরঃ ভাঃ ৪। লঘুক্ষেত্র সমাঃ সূঃ ॥ ১১৯

দক্ষিণদিকে এবং উত্তরদিকে উক্ত শিলা বিশেষের উপর এক এক সিংহাসন আছে জানিতে হইবে। উক্ত শিলাদির নাম দক্ষিণ দিকে অতিপাণ্ডুকম্বলা এবং উত্তর দিকে অতিরিক্তকম্বলা। উক্ত সিংহাসনের উপর তীর্থঙ্কর উপবেশন করেন॥ ১১৯ ॥

( সমীক্ষক ) দেখ ! ইহাই তীর্থঙ্করদিগের জন্মোৎসবাদি করিবার শিলা। মুক্তির সিদ্ধশিলাও এইরূপ। এইরূপ ইহাদিগের অনেক বিষয়ে গোলযোগ আছে; উহা আর কত লিখিত হইবে পরন্তু জল ছাঁকিয়া পান করা, সূক্ষ্ম জীবদিগের উপর নাম মাত্র দয়া করা এবং রাত্রিকালে ভোজন না করা এই তিন বিষয় উত্তম। তদ্ব্যতীত ইহাদিগের অন্য যাবতীয় কথা আছে তৎসমস্তই অসম্ভব। যাহা লিখিত হইয়াছে উহা হই-তেই বুদ্ধিমান্ লোক অনেক বিষয় জানিয়া লইবেন। যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা অল্প দৃষ্টান্ত মাত্র। ইহাদিগের অসম্ভব বিষয় সমস্ত লিখিলে এতাদৃশ বৃহৎ পুস্তক হইয়া পড়ে যে একজন পুরুষ চিরজীবনেও পড়িয়া উঠিতে পারে না। এই হেতু এক মৃৎ-পাত্রস্থিত "পচ্যমান" তণ্ডুলের মধ্যে একটি পরীক্ষা করিলে যেরূপ তণ্ডুল সিদ্ধ হইয়াছে কিনা বুঝিতে পারা যায়. তদ্রূপ এই অল্প লেখা হইতেই সজ্জনগণ অনেক বিষয় বুঝিয়া লইবেন, বুদ্ধিমান্‌দিগের জন্য অধিক লেখা আবশ্যক নহে। কারণ তাঁহারা দিগ্দর্শনের ন্যায় অল্প দেখিয়া সম্পূর্ণ আশয় বুঝিয়া লয়েন। অতঃপর খ্রীষ্টিয়ানদিগের মত বিষয় লিখিত হইবে।

## ইতি শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামি নির্ম্মিতে, সত্যার্থ প্রকাশে সুভাষাবিভূষিতে নাস্তিকমতান্তর্গত চার্ব্বাক বৌদ্ধ জৈন মত খণ্ডনমণ্ডন বিষয়ে দ্বাদশঃ সমুল্লাসঃ সম্পূর্ণঃ ॥ ১২ ॥

# অনুভূমিকা। (৩)

এই "বাইবেল" মত কেবল যে খ্রীষ্টিয়ানদিগের তাহা নহে পরন্তু ইহাতে য়িহুদী প্রভৃতিও গৃহীত হইয়া থাকে। এই ত্রয়োদশ সমুল্লাসে খ্রীষ্টিয়ান মতবিষয় লিখিত হইয়াছে। ইহার অভিপ্রায় এইরূপ। আজকাল বাইবেল মত মধ্যে খ্রীষ্টিয়ানগণই মুখ্য এবং য়িহুদী প্রভৃতি গৌণ; মুখ্যের গ্রহণ করাতে গৌণেরও গ্রহণ হইয়া থাকে, সুতরাং ইহাতে য়িহুদীদিগকেও গৃহীত হইয়াছে বুঝিয়া লইতে হইবে। এস্থলে যে সকল কথা কেবল বাইবেলে আছে তাহাই লিখিত হইয়াছে। খ্রীষ্টিয়ান এবং য়িহুদী প্রভৃতি সকলেই উহা বিশ্বাস করেন এবং এই পুস্তকই আপনাদিগের ধর্ম্মের মূল কারণ বলিয়া মনে করেন। এই মতাবলম্বী মহৎ মহৎ ধর্ম্মযাজকগণ কর্তৃক রচিত এই পুস্তকের অনেক ভাষান্তর আছে। উহাদিগের মধ্যে দেবনাগরী অথবা সংস্কৃত ভাষান্তর দেখিয়া আমার বাইবেল সম্বন্ধে অনেক সন্দেহ হইয়াছে। তাহার মধ্যে অতি অল্পমাত্র এই ত্রয়োদশ সমুল্লাসে সাধারণের বিচারার্থ লিখিত হইল। উহা কেবল সত্যবৃদ্ধি এবং অসত্যের হ্রাস করিবার জন্য লেখা হইয়াছে, কাহাকেও দুঃখ দিবার জন্য বা হানি করিবার জন্য অথবা মিথ্যা দোষারোপ করিবার জন্য নহে। এইরূপ অভিপ্রায় রাখা হইয়াছে যে লিখিত উত্তর দেখিয়া এ পুস্তক কিরূপ এবং ইহাদিগের মত বা কিরূপ তাহা সকলেই বুঝিয়া লইবেন। এরূপ লিখিবার প্রয়োজন এই যে মনুষ্য মাত্রের পক্ষে দর্শন, শ্রবণ লেখনাদি করা সহজ হইবে এবং বাদী ও প্রতিবাদী হইয়া বিচার করতঃ সকলেই খ্রীষ্টিয় মতের আন্দোলন করিতে পারিবে। ইহা হইতে এই প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে যে মনুষ্যদিগের ধর্ম্মবিষয়ক জ্ঞানবৃদ্ধি পাওয়াতে যথাযোগ্য সত্যাসত্য মত ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিষয় সকল বিদিত হইয়া সত্য ও কর্ত্তব্যকর্ম্মের স্বীকার এবং অসত্য ও অকর্ত্তব্য কর্ম্মের পরিহার করা সহজেই হইতে পারিবে। সকল মনুষ্যের উচিত যে সকলের মত বিষয়ক পুস্তক সকল দেখিয়া এবং বুঝিয়া কোনরূপ সম্মতি বা অসম্মতি দিবে অথবা লিখিবে এবং তাহা না পারিলে শ্রবণ করিবে। যেরূপ অধ্যয়ন দ্বারা পণ্ডিত হয় তদ্রূপ শ্রবণ দ্বারা বহুশ্রুত হইয়া থাকে। শ্রোতা যদি অপরকে বুঝাইতে না পারে তথাপি আপনি অবশ্যই বুঝিতে পারে। কেহ যদি পক্ষপাতরূপ যানারূঢ় হইয়া দর্শন করে, সে আপনার অথবা পরের গুণ অথবা দোষ বিদিত হইতে পারে না। মনুষ্যের আত্মা যথাযোগ্য সত্যাসত্য নির্ণয় করিবার সামর্থ্য ধারণ করে

এবং যতদূর আপনার পঠিত অথবা শ্রুত থাকে ততদূর নিশ্চয় করিতে পারে। যদি একমতাবলম্বী অপরমতাবলম্বীর বিষয় জ্ঞাত থাকে এবং অন্যে জ্ঞাত না থাকে তাহা হইলে যথাবৎ সংবাদ হইতে পারে না, কিন্তু অজ্ঞানী হইয়া কোন ভ্রমরূপ পরিচ্ছিন্ন ও বেষ্টিত স্থানে বদ্ধ হইয়া পড়ে। যাহাতে তদ্রূপ না হয় এই আশয়ে এই গ্রন্থে সমস্ত প্রচলিত মতের বিষয় অল্প অল্প লিখিত হইয়াছে। ইহা হইতেই অবশিষ্ট বিষয় সকল অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারিবে এবং অবধারণ করা যাইবে যে ইহা সত্য কি মিথ্যা। যাহা সর্ব্বমান্য সত্যবিষয় তাহাতে সকলেরই একমত এবং কেবল মিথ্যা বিষয়েই মতান্তর ও বিবাদ হইয়া থাকে। অথবা এক সত্য এবং অপর মিথ্যা হইলেও অল্প পরিমাণে বিবাদ চলিতে পারে। যদি বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েই সত্যাসত্য নিশ্চয়ের জন্য বাদ ও প্রতিবাদ করে, তাহা হইলে অবশ্যই সত্য নিশ্চয় হইয়া যায়। এক্ষণে আমি এই ত্রয়োদশ সমুল্লাসে খ্রীষ্টিয়ান মত বিষয়ে কিছু লিখিয়া সকলের সম্মুখে স্থাপন করিতেছি। সকলে বিচার করুন যে ইহা কিরূপ।

# অথ ত্রয়োদশ সমুল্লাসারম্ভঃ।

## অথ খৃষ্টিয়ানমতবিষয়ং সমীক্ষিষ্যামঃ।

অতঃপর খ্রীষ্টিয়ানদিগের মত বিষয় লিখিত হইতেছে। ইহাতে সকলে বিদিত হইয়া যাইবে যে ইহাদিগের মত নির্দ্দোষ কি না এবং ইহাদিগের বাইবেল পুস্তক ঈশ্বরকৃত বা নহে। প্রথম বাইবেলের পূর্ব্বভাগের বিষয় লিখিত হইতেছে।

১। আরম্ভ সময়ে ঈশ্বর আকাশ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন। পৃথিবী গঠন রহিত এবং শূন্য ছিল। গভীর স্থানে অন্ধকার ছিল এবং ঈশ্বরের আত্মা জলের উপর বিচরণ করিতেছিল। পূর্ব্ব ১ আঃ ১। ২॥

(সমীক্ষক) আরম্ভ কাহাকে বল? (খ্রীষ্টিয়ান) সৃষ্টির প্রথম উৎপত্তিকে। (সমীক্ষক) তবে কি এই সৃষ্টি প্রথম হইয়াছিল এবং ইহার পূর্ব্বে কখন হয় নাই? (খ্রীষ্টিয়ান) আমরা জানি না হইয়াছিল কি না, ঈশ্বর তাহা জানেন। (সমীক্ষক) যদি জান না তবে এই পুস্তকের উপর কেন বিশ্বাস করিলে? কারণ যখন উহা হইতে সন্দেহ নিরাকরণ হইতে পারে না তখন উহার ভরসায় লোকদিগকে উপদেশ প্রদান করিয়া এই সন্দেহ পূর্ণ মতে কেন আকৃষ্ট করিতেছ? নিঃসন্দেহ সর্ব্ব সংশয় নিবারক বেদমত কেন স্বীকার করিতেছ না? যদি তোমরা ঈশ্বরের সৃষ্টির প্রকরণ না জান, তবে ঈশ্বরকে কিরূপে জানিবে? আকাশ কাহাকে মনে কর? (খ্রীষ্টিয়ান) শূন্য এবং উপরকে। (সমীক্ষক) শূন্যের উৎপত্তি কিরূপে হইল; কারণ উহা বিভু পদার্থ অতি সূক্ষ্ম এবং উপরে ও নীচে একরূপ। যদি আকাশের সৃষ্টি না করিয়া থাকেন, তবে শূন্য এবং আকাশ ছিল কিংম্বা ছিল না? অবকাশ ব্যতীত কোন পদার্থ ই অবস্থিত থাকিতে পারে না। সুতরাং তোমাদিগের বাইবেলের মত কখন যুক্তি সঙ্গত নহে। ঈশ্বর গঠনহীন বলিয়া তাঁহার জ্ঞান ও কর্ম্ম কি বিসদৃশ (গঠন হীন) হয় অথবা সদৃশ (সুগঠন) হয়? (খৃষ্টিয়ান) গঠন বিশিষ্ট হইয়া থাকে। (সমীক্ষক) তবে এস্থলে ঈশ্বরকৃত পৃথিবী গঠনহীন ছিল এরূপ কেন লিখিত হইল? (খ্রীষ্টিয়ান) গঠনহীনের অর্থ এই যে উচ্চ নীচ ছিল এবং সমান ছিল না। (সমীক্ষক) পরে কে সমান করিল? এক্ষণেও কি উচ্চ নীচ বর্ত্তমান নহে? সুতরাং ঈশ্বরের কার্য্য বিরূপ (গঠন হীন) হইতে পারে না। কারণ তিনি সর্ব্বজ্ঞ। তাঁহার কার্য্যে কখন ভ্রম বা প্রমাদ হইতে পারে না। বাইবেলে ঈশ্বর কৃত সৃষ্টি বিরূপ ও গঠনহীন বলিয়া লিখিত হইয়াছে, এই হেতু উক্ত পুস্তক ঈশ্বরকৃত হইতে পারে না। প্রথমতঃ ঈশ্বরের আত্মা

কি পদার্থ? (খৃষ্টিয়ান) চেতন। (সমীক্ষক) উহা সাকার অথবা নিরাকার এবং ব্যাপক অথবা একদেশী। খৃষ্টিয়ান (নিরাকার, চেতন, এবং ব্যাপক) পরন্তু কোন এক "সেনাই" পর্ব্বতে এবং চতুর্থ স্বর্গ প্রভৃতি স্থানে বিশেষরূপে অবস্থান করেন। (সমীক্ষক) যদি নিরাকার হয়েন তবে কে তাঁহাকে দেখিল? ব্যাপকের জলের উপর বিচরণ করা সম্ভব হয় না। আচ্ছা, যখন ঈশ্বরের আত্মা জলের উপর বিচরণ করিতেছিল তখন ঈশ্বর কোথায় ছিলেন? ইহা হইতে এইরূপ সিদ্ধ হইতেছে যে ঈশ্বরের শরীর অন্য কোন স্থানে ছিল অথবা আপনার আত্মার কোন এক খণ্ড জলের উপর বিচরণ করিতেছিল। এরূপ হইলে তিনি বিভু এবং সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারেন না। বিভু না হইলে জগতের রচনা, ধারন ও পালন, জীবদিগের কর্ম্মের ব্যবস্থা অথবা প্রলয় কখন করিতে পারেন না। কারণ যে পদার্থের স্বরূপ একদেশী, তাহার গুণ কর্ম্ম ও স্বভাবও একদেশী হইয়া থাকে? যদি এরূপ হয় তাহা হইলে তিনি ঈশ্বর হইতে পারেন না। কারণ ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপক, অনন্ত গুণ কর্ম্ম ও স্বভাব যুক্ত সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত স্বভাব, অনাদি ও অনন্তাদি লক্ষণযুক্ত বেদে কথিত আছে। উহা তোমরা বিশ্বাস কর, তাহা হইলেই কল্যাণ হইবে নচেৎ নহে॥ ১॥

২। ঈশ্বর বলিলেন যে আলোক হউক এবং তৎক্ষণাৎ আলোক হইল। ঈশ্বর আলোক দেখিলেন যে উহা উত্তম। পর্ব্ব ২। আঃ ৩।৪॥ (সমীক্ষক) জড়রূপ আলোক কি ঈশ্বরের কথা শ্রবণ করিল? যদি শ্রবণ করিয়া থাকে, তবে এক্ষণে সূর্য্য, দীপ এবং অগ্নি প্রকাশ আমাদিগের এবং তোমাদিগের কথা কেন শ্রবণ করে না? প্রকাশ জড় হইয়া থাকে এবং উহা কাহারও কথা কখন শুনিতে পারে না। ঈশ্বর যখন আলোক দেখিলেন তখনই কি জানিলেন যে আলোক উত্তম? পূর্ব্বে জানিতেন না? যদি জানিতেন তবে দেখিবার পর কেন উত্তম বলিলেন? যদি না জানিতেন তবে তিনি ঈশ্বরই নহেন। সুতরাং তোমাদিগের বাইবেল ঈশ্বরোক্ত নহে এবং উক্তরূপ যিনি বলিয়াছিলেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর নহেন॥ ২॥

৩। ঈশ্বর কহিলেন যে জলের মধ্যে আকাশ হইবে এবং জল হইতে জলের বিভাগ করিব। তখন ঈশ্বর আকাশ নির্ম্মাণ করিলেন এবং আকাশের নিম্নস্থ জল হইতে আকাশের উপরস্থিত জলের বিভাগ করিলেন ও তদ্রূপ হইল। ঈশ্বর আকাশকে স্বর্গ কহিলেন এবং সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল দ্বিতীয় দিন হইল। পর্ব্ব ২। আঃ ৬।৭।৮।

(সমীক্ষক) আকাশ এবং জলও কি ঈশ্বরের বাক্য শুনিল? জলের মধ্যে যদি আকাশ না হইত তাহা হইলে জল কোথায় থাকিত? প্রথম সূত্রে আকাশের সৃষ্টির কথা আছে, তখন পুনরায় আকাশ নির্ম্মাণ ব্যর্থ হইল। ঈশ্বর যখন আকাশকে স্বর্গ কহিলেন তখন উহা সর্ব্বব্যাপক বলিয়া সর্ব্বত্রই স্বর্গ হইল এবং পুনরায় উপরকে স্বর্গ

কহা ব্যর্থ। যখন সূর্য্যই উৎপন্ন হয় নাই তখন আবার দিন ও রাত্রি কোথা হইতে হইল? পরবর্ত্তী সূত্র সকল এইরূপই অসম্ভব কথায় পূর্ণ আছে ॥ ৩ ॥

৪। তখন ঈশ্বর বলিলেন যে আমি আপনার স্বরূপানুসারে আদমকে আপনার সমান করিয়া নির্ম্মাণ করিব। তখন আপনার স্বরূপানুসারে আদমকে উৎপন্ন করিলেন। উক্ত ঈশ্বর তাঁহার স্বরূপানুসারে তাহাকে উৎপন্ন করিলেন। তিনি পরে উহাদিগকে নর ও নারী নির্ম্মাণ করিলেন ঈশ্বর উহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। পর্ব্ব ১। আঃ ২৬।২৭।২৮॥

(সমীক্ষক) ঈশ্বরের স্বরূপ পবিত্র, জ্ঞানস্বরূপ, এবং আনন্দময়াদি লক্ষণযুক্ত। তিনি যদি আদমকে আপনার স্বরূপানুসারে নির্ম্মাণ করিলেন তবে আদম উক্ত লক্ষণযুক্ত স্বরূপের সদৃশ কেন না হইল? যদি না হইয়া থাকে তাহা হইলে তাঁহার স্বরূপানুসারে নির্ম্মিত হয় নাই। আদমকে উৎপত্তি করাতে ঈশ্বর আপনার স্বরূপকেই উৎপত্তিবিশিষ্ট করিলেন। তখন উহা অনিত্য নহে কেন? আদমকে কোথা হইতে উৎপন্ন করিলেন? (খৃষ্টিয়ান) মৃত্তিকা হইতে। (সমীক্ষক) মৃত্তিকা কোথা হইতে সৃষ্ট হইল? (খৃষ্টীয়ান) আপনার সামর্থ্য হইতে। (সমীক্ষক) ঈশ্বরের সামর্থ্য অনাদি অথবা নূতন? (খৃষ্টিয়ান) অনাদি। (সমীক্ষক) যদি অনাদি হয় তবে জগতের কারণ সনাতন হইল। তখন অভাব হইতে ভাবোৎপত্তি কেন মানিতেছ? (খৃষ্টীয়ান) সৃষ্টির পূর্ব্বে ঈশ্বর ব্যতিরেকে কোন বস্তুই ছিল না। (সমীক্ষক) যদি কোন বস্তু ছিল না, তবে এই জগৎ কোথা হইতে রচিত হইল? ঈশ্বরের সামর্থ্য কি দ্রব্য অথবা গুণ? যদি দ্রব্য হয় তবে ঈশ্বর ভিন্ন দ্বিতীয় পদার্থ ছিল এবং যদি গুণ হয় তবে গুণ হইতে দ্রব্য নির্ম্মিত হইতে পারে না। যেরূপ রূপ হইতে অগ্নি এবং রস হইতে জল নির্ম্মিত হইতে পারে না। যদি ঈশ্বর হইতেই জগৎ নির্ম্মিত হইত, তাহা হইলে উহা ঈশ্বরের গুণ, কর্ম্ম ও স্বভাব বিশিষ্ট হইত। জগতের গুণ, কর্ম্ম এবং স্বভাব ঈশ্বরের সদৃশ না হওয়াতে এইরূপ নিশ্চয় হইতেছে যে উহা ঈশ্বর হইতে নির্ম্মিত হয় নাই; পরন্তু জগতের কারণ অর্থাৎ পরমাণু প্রভৃতি নামবিশিষ্ট জড় হইতে নির্ম্মিত হইয়াছে। জগতের উৎপত্তিকারণ সম্বন্ধে বেদাদি শাস্ত্রে যেরূপ লিখিত আছে তাহাই বিশ্বাস কর; তাহা হইতেই ঈশ্বর জগৎ নির্ম্মাণ করেন। যদি আদমের আন্তরিক স্বরূপ জীব এবং বাহ্যিক মনুষ্যের সদৃশ হয়, তবে ঈশ্বরের স্বরূপও তাদৃশ নহে কেন? কারণ যখন আদম ঈশ্বরের সদৃশ নির্ম্মিত, তখন ঈশ্বরকেও আদমের সদৃশ অবশ্য হইতে হইবে ॥ ৪ ॥

৫। তখন পরমেশ্বর ঈশ্বর ভূমির ধূলি হইতে আদমকে নির্ম্মাণ করিলেন এবং তাহার নাসিকায় জীবনশ্বাস প্রবাহিত করিলেন এবং আদম জীবিত প্রাণী হইল। পরমেশ্বর ঈশ্বর ইডেনের পূর্ব্বদিকে এক উদ্যান রচনা করিলেন এবং যে আদমকে তিনি

নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহাকে সেই উদ্যানে রাখিলেন। উক্ত উদ্যানের মধ্যস্থলে জীবনবৃক্ষ এবং সদসৎ জ্ঞানের বৃক্ষ, ভূমি হইতে উৎপন্ন করিলেন। পর্ব্ব ২। আঃ ৭।৮।৯॥

(সমীক্ষক) যখন ঈশ্বর ইডেনের উদ্যান নির্ম্মাণ করিয়া উহাতে আদমকে রাখিয়াছিলেন তখন কি তিনি জানিতেন না যে উহাকে সেই স্থল হইতে দূরীকৃত করিতে হইবে? যখন ঈশ্বর আদমকে ধূলি হইতে নির্ম্মাণ করিলেন তখনই আদম ঈশ্বরের স্বরূপ হইল না এবং যদি হইয়া থাকে তবে ঈশ্বরও ধূলি হইতে নির্ম্মিত? ঈশ্বর উহার নাসারন্ধ্রে যদি শ্বাস প্রবাহিত করিয়া থাকেন তাহা হইলে, উক্ত শ্বাস ঈশ্বরের স্বরূপ অথবা ভিন্ন ছিল? যদি বল যে ভিন্ন ছিল তবে, ঈশ্বরের স্বরূপ হইতে নির্ম্মিত হইল না এবং যদি বল যে এক ছিল তাহা হইলে আদম ও ঈশ্বর একই হইল। যদি এক হইল তাহা হইলে আদমের ন্যায় জন্ম, মরণ, বৃদ্ধি, ক্ষয়, ক্ষুধা, ও তৃষ্ণা আদি দোষ ঈশ্বরে উপস্থিত হইল এবং তজ্জন্য তিনি কিরূপে ঈশ্বর হইতে পারেন? এই হেতু বাইবেলের এই পুরাতন অংশ সঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে না এবং এই পুস্তকও ঈশ্বরকৃত নহে। ৫॥

৬—পরমপ্রভু ঈশ্বর আদমকে অত্যন্ত নিদ্রায় অভিভূত করিলেন এবং সে নিদ্রিত হইল। তখন তিনি উহার পার্শ্বাস্থি হইতে এক অস্থি বাহির করিয়া তৎ স্থানে মাংস পূর্ণ করিয়া দিলেন। পরমেশ্বর আদমের উক্ত পার্শ্বাস্থি হইতে এক নারীর সৃষ্টি করিলেন এবং তাহাকে আদমের নিকট লইয়া আসিলেন। পর্ব্ব ২। আঃ ২১। ২২।

(সমীক্ষক) যদি ঈশ্বর আদমকে ধূলি হইতে নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন তবে, তাহার স্ত্রীকে কেন ধূলি হইতে নির্ম্মাণ করিলেন না? যদি নারীকে অস্থি হইতে নির্ম্মাণ করিলেন তবে আদমকেও অস্থি হইতে কেন নির্ম্মাণ করিলেন না? যেরূপ নর হইতে নির্গত হওয়াতে নারী নাম হইল তদ্রূপ নারী হইতে নর নাম হওয়া উচিত। তাহাতে পরস্পরের প্রেমও থাকিতে পারে এবং স্ত্রীর সহিত পুরুষ যেরূপ প্রেম করিবে তদ্রূপ পুরুষের সহিত স্ত্রীও প্রেম করিতে পারে। বিদ্বান্‌গণ দেখুন, ঈশ্বরের কিরূপ পদার্থবিদ্যা অর্থাৎ "ফিলজফি" প্রকাশিত হইতেছে। যদি আদমের এক পার্শ্বাস্থি বাহির করিয়া নারীর সৃষ্টি হইল, তাহা হইলে সকল মনুষ্যের এক এক পার্শ্বাস্থি ন্যূন হয় না কেন? তদ্ব্যতীত স্ত্রীর শরীরে এক পার্শ্বাস্থি হওয়া উচিত, কারণ স্ত্রী এক পার্শ্বাস্থি হইতে নির্ম্মিত হইয়াছে। যে সকল সামগ্রী হইতে জগৎ রচিত হইয়াছে উহা হইতে কি স্ত্রীর শরীর নির্ম্মিত হইতে পারিত না? এই হেতু উক্ত বাইবেলের সৃষ্টিক্রম সৃষ্টিবিদ্যার বিরুদ্ধ॥ ৬॥

৭—পরমপ্রভু ঈশ্বর পৃথিবীতে যাবতীয় পশু সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে সর্প অতিশয় ধূর্ত্ত ছিল। সে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল যে ঈশ্বর কি নিশ্চই বলিয়াছেন যে তোমরা এই উদ্যানের কোন বৃক্ষ হইতে ফল ভোজন করিবে না? স্ত্রী সর্পকে বলিল যে আমরা এই উদ্যানের বৃক্ষের ফল ভোজন করিয়া থাকি। পরন্তু উদ্যানের মধ্যস্থিত

বৃক্ষের ফল বিষয়ে ঈশ্বর বলিয়াছেন যে উহা তোমরা ভোজন অথবা স্পর্শ করিও না— করিলে মৃত্যুগ্রস্ত হইবে। তখন সর্প স্ত্রীকে বলিল যে কখনই তোমরা মরিবে না। কারণ ঈশ্বর জানেন যে, যে দিন তোমরা উহা ভোজন করিবে সেই দিন, তোমাদিগের চক্ষু উন্মীলিত হইবে এবং তোমরা সদসৎ বুঝিবার বিষয়ে ঈশ্বরের তুল্য হইয়া যাইবে। যখন স্ত্রী দেখিল যে উক্ত বৃক্ষফল ভোজন করিতে সুস্বাদ, দেখিতে সুন্দর এবং বুদ্ধি-দানের যোগ্য তখন, সে উক্ত ফল গ্রহণ করিল এবং ভোজন করিল ও পতিকে প্রদান করাতে সেও ভোজন করিল। তখন উহাদিগের উভয়ের চক্ষু উন্মীলিত হইল এবং উহারা বুঝিতে পারিল যে আমরা বিবস্ত্রা রহিয়াছি। তখন উহারা উদুম্বরের পত্র সকল লইয়া বয়ন করিয়া আপনাদিগের জন্য বস্ত্র প্রস্তুত করিল। তখন পরমপ্রভু ঈশ্বর সর্পকে বলিলেন যে তুমি এইরূপ করিয়াছ বলিয়া সমস্ত পালিত পশু এবং বন্য পশু অপেক্ষা অধিক অভিশপ্ত হইবে; তুমি আপনার উদরের দ্বারা বিচরণ করিবে এবং চিরজীবন ধূলি ভক্ষণ করিবে। আমি তোমাদিগের এবং স্ত্রীগণের ও তোমার এবং উহাদিগের বংশ মধ্যে শত্রুতা রোপণ করিব। উহারা তোমার মস্তক ভগ্ন করিবে এবং তুমি উহাদের গুল্ফ ক্ষত করিবে। তিনি স্ত্রীকে বলিলেন যে আমি তোমার পীড়া এবং গর্ভধারণ অধিক বৃদ্ধি করিব, তুমি ক্লেশের সহিত সন্তান প্রসব করিবে, তোমার ইচ্ছা তোমার পতির অধীন থাকিবে, পতি তোমার উপর প্রভুত্ব করিবে। তিনি আদমকে বলিলেন যে তুমি আপনার পত্নীর কথা শুনিয়াছ এবং যে বৃক্ষফল ভোজন করিতে নিবারণ করিয়াছিলাম সে তাহা ভক্ষণ করিয়াছে এই জন্য তোমার ভূমি অভিশপ্ত হইল এবং তুমি চিরজীবন ক্লেশের সহিত উহা হইতে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। ভূমি তোমার জন্য কণ্টকলতা ও কণ্টকীবৃক্ষ উৎপাদন করিবে এবং তুমি ক্ষেত্রের শাক ও পত্র ভোজন করিবে ॥ পর্ব্বঃ ৩। আঃ।১।২।৩।৪।৫।৬।৭।১৪।১৫।১৬।১৭।১৮॥

সমীক্ষক—যদি খৃষ্টিয়ানদিগের ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ হইতেন তাহা হইলে, এই ধূর্ত্ত সর্পকে অর্থাৎ শয়তানকে কেন সৃষ্টি করিবেন? যখন সৃষ্টি করিয়াছেন তখন উক্ত ঈশ্বরই অপরাধের ভাগী হইয়াছেন। কারণ যদি তিনি উহাকে দুষ্ট করিয়া না সৃষ্টি করিতেন তাহা হইলে সে কিরূপে দুষ্টতা করিত? ইহাঁরা যখন পূর্ব্বজন্ম মানেন না তখন, ঈশ্বর বিনা অপরাধে কেন উহাকে পাপী করিয়া সৃষ্টি করিলেন? সত্য জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে হয় যে সে সর্প ছিল না পরন্তু মনুষ্য ছিল, কারণ মনুষ্য না হইলে কিরূপে মনুষ্যের ভাষা বলিতে পারিল? যে স্বয়ং মিথ্যাসক্ত হয় এবং অপরকে মিথ্যায় প্রবর্ত্তিত করে তাহাকে শয়তান বলা উচিত। কিন্তু এস্থলে শয়তান সত্যবাদী এবং সত্যবাদী বলিয়া উক্ত স্ত্রীকে প্রতারিত করে নাই বরং, সত্য কথাই বলিয়াছিল। ঈশ্বর আদম ও হবাকে মিথ্যা কহিয়াছিলেন যে উহা ভক্ষণ করিলে তোমরা মরিয়া যাইবে। যদি উক্ত

বৃক্ষফল জ্ঞানদায়ক এবং অমরত্বকারক ছিল তাহা হইলে, উহা ভক্ষণ করিতে নিষেধ করা কেন হইল? যদি নিষেধ করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাদৃশ ঈশ্বর মিথ্যাবাদী এবং প্রতারক স্থির হইল। কারণ, উক্ত বৃক্ষের ফল মনুষ্যের জ্ঞানদায়ক এবং সুখকারক ছিল, অজ্ঞান অথবা মৃত্যুকারক ছিল না। যদি ঈশ্বর উহার ফল ভক্ষণ নিষেধ করিলেন তবে, কি জন্য উক্ত বৃক্ষ উৎপন্ন করিয়াছিলেন? যদি আপনার জন্য করিয়াছিলেন এরূপ হয় তবে, তিনি স্বয়ং অজ্ঞানী এবং মৃত্যুধর্ম্মাক্রান্ত ছিলেন। যদি অপরের জন্য উৎপাদন করিয়া থাকেন তাহা হইলে, ফল ভক্ষণে কিছুই অপরাধ হয় নাই। আজকাল জ্ঞানকারক এবং মৃত্যুনিবারক কোন বৃক্ষই দৃষ্টিগোচর হয় না। ঈশ্বর কি তবে উহার বীজও নষ্ট করিয়া দিয়াছেন? এইরূপ করিলে মনুষ্য যখন ছলনাপর ও কপটী হইয়া থাকে তখন, ঈশ্বরও কেন ছলনাপর এবং কপটী হইলেন না? কারণ কেহ অপরের প্রতি ছলনা এবং কপটতা করিলে সে কেন ছলনাপর এবং কপটী হইবে না? বিনা অপরাধেই যখন এই তিনজনকে শাপ দেওয়া হইল তখন, ঈশ্বর অন্যায়কারীও হইলেন। উক্ত শাপ ঈশ্বরের উপর পতিত হওয়া উচিত, কারণ তিনিই মিথ্যা কথা কহিয়াছেন এবং প্রতারণা করিয়াছেন। "ফিলজফি" (তত্ত্ববিদ্যা) দেখ, যে ক্লেশ ব্যতিরেকেও যেন গর্ভধারণ এবং সন্তান প্রসব হইতে পারিত!! শ্রম ব্যতিরেকে কি কেহ আপনার জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে? কণ্টকাদি বৃক্ষ কি প্রথমে ছিল না? যদি ঈশ্বরের কথানুসারে সকল মনুষ্যের পক্ষে শাক ও পত্র ভোজন উচিত হইল তাহা হইলে বাইবেলের উত্তরাংশে যে মাংস ভোজনের বিধান আছে তাহা কেন মিথ্যা নহে? যদি উহা সত্য হয় তবে, ইহা মিথ্যা। যখন আদমের কিছুই অপরাধ সিদ্ধ হইল না তখন, খৃষ্টিয়ানগণ আদমের অপরাধ বশতঃ সকল মনুষ্যের সন্তান হওয়া বিষয়ে কেন অপরাধী কহেন? এরূপ পুস্তক এবং এরূপ ঈশ্বর কখন বুদ্ধিমানদিগের সম্মুখে কি যোগ্য হইতে পারেন? ॥ ৭ ॥

৮—পরমপ্রভু ঈশ্বর কহিলেন যে দেখ আদম সদসৎ জ্ঞান বিষয়ে আমাদিগের অন্যতমের মত হইয়াছে। এক্ষণে যেন এরূপ না হয় যে সে হস্তে জীবন বৃক্ষেরও ফল গ্রহণ করিয়া অমরও হইয়া যাইতে পারে। এই হেতু তিনি আদমকে দূরীভূত করিলেন এবং ইডেনের উদ্যানের পূর্ব্বদিকে স্বর্গীয় দূত এবং দীপ্যমান ও চতুর্দ্দিক্‌প্রসারী খড়গ রাখিয়া দিলেন। তাহাতে জীবন বৃক্ষের মার্গ রক্ষিত হইল। পর্ব্বঃ। অঃ। ২২। ২৪।

(সমীক্ষক) আচ্ছা, ঈশ্বরের এইরূপ ঈর্ষ্যা এবং ভ্রম কেন হইল যে জ্ঞান বিষয়ে আমাদিগের তুল্য হইয়াছেন? উহা কি মন্দ কথা হইয়াছিল? এরূপ সন্দেহেই বা কেন তিনি পতিত হইলেন? কারণ কেহ কখন ঈশ্বরের তুল্য হইতে পারে না। পরন্তু এইরূপ লেখা হইতে ইহাও প্রতিপন্ন হইতে পারে যে তিনি ঈশ্বর ছিলেন না পরন্তু, মনুষ্য বিশেষ ছিলেন। বাইবেলে যে স্থলেই ঈশ্বরের বিষয় বর্ণিত আছে সেই স্থলেই মনুষ্যের

মত তাঁহাতে লিখিত আছে। দেখ আদমের জ্ঞান বৃদ্ধিহেতু ঈশ্বরের কত দুঃখ হইল, এবং পরে অমর বৃক্ষের ফল ভোজন বিষয়ে তিনি কতদূর ঈর্ষা প্রকাশ করিলেন ? প্রথম যখন তাহাকে উদ্যানে রাখিয়াছিলেন তখন তাঁহার ভবিষ্যতের জ্ঞান ছিল না যে উহাকে পুনরায় দূরীকৃত করিতে হইবে। সুতরাং, খৃষ্টিয়ানদিগের ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন না। দীপ্যমান খড়গকে প্রহরী রাখা মনুষ্যের কার্য্য, ঈশ্বরের নহে ॥ ৮ ॥

৯—কয়েকদিন পরে এইরূপ হইল যে কাইন পরমেশ্বরের জন্য ভূমির ফল উপঢৌকন আনিল এবং হাবীল আপনার পশুর ( ছাগ এবং মেষের ) পাল হইতে প্রথমজাত শাবকও স্থূলমেষ লইয়া আসিল। পরমেশ্বর হাবীলকে এবং তাহার উপঢৌকনের সমাদর করিলেন পরন্তু, কাইনকে এবং তাহার উপঢৌকনের সমাদর করিলেন না। এই হেতু কাইন অত্যন্ত কুপিত হইল এবং তাহার মুখ স্ফীত হইল। তখন পরমেশ্বর কাইনকে কহিলেন যে তুমি কেন ক্রুদ্ধ হইয়াছ এবং তোমার মুখ কেন স্ফীত হইয়াছে ? তৌরেঃ পর্ব্ব ৪। আঃ ৩ ॥ ৪। ৫। ৬ ॥

( সমীক্ষক )—যদি ঈশ্বর মাংসাহারী না হইতেন তাহা হইলে মেষোপঢৌকনের ও হাবীলের সৎকার এবং কাইনের ও তাহার উপঢৌকনের তিরস্কার কেন করিবেন ? ঈশ্বরই এইরূপ বিবাদের এবং হাবীলের মৃত্যুর কারণ হইলেন। মনুষ্যেরা যেরূপ পরস্পর কথোপকথন করে খ্রীষ্টিয়ানদিগের ঈশ্বরের বাক্যও তদ্রূপ। উদ্যানে আসা, যাওয়া এবং উহার বন্দোবস্ত করাও মনুষ্যের কার্য্য। ইহা হইতে বিদিত হওয়া যায় যে বাইবেল মনুষ্যের কৃত, ঈশ্বরের নহে ॥৯॥

১০—তখন পরমেশ্বর কাইনকে কহিলেন যে তোমার ভ্রাতা হাবীল কোথায় ? সে বলিল আমি জানি না ; আমি কি আপনার ভ্রাতার রক্ষক ? তখন তিনি বলিলেন যে তুমি কি করিয়াছ ? তোমার ভ্রাতার রক্তপাতের শব্দ ভূমি হইতে আমাকে আহ্বান করিতেছে। এক্ষণে তুমি পৃথিবী হইতে অভিশপ্ত হইলে।

তৌঃ পর্ব্ব ৪। আঃ ৯। ১০। ১১ ॥

সমীক্ষক—ঈশ্বর কি কাইনকে জিজ্ঞাসা না করিয়া হাবীলের অবস্থা জানিতেন না এবং রক্তের শব্দ কখন কি ভূমি হইতে কাহাকে আহ্বান করিতে পারে ? এ সকল কথা অবিদ্বান্‌দিগের কৃত। সুতরাং এ পুস্তক ঈশ্বর অথবা বিদ্বানের রচিত হইতে পারেনা ॥১০॥

১১ মতুসিলহের উৎপত্তির পর হনুক ঈশ্বরের সহিত তিন শত বর্ষ চলিয়াছিল। তৌঃ পর্ব্ব ৫। আঃ ২২ ॥

( সমীক্ষক )—আচ্ছা খ্রীষ্টিয়ানদিগের ঈশ্বর যদি মনুষ্য না হইবেন তাহা হইলে, হনুক তাহার সহিত চলিবে কেন ? এই হেতু খ্রীস্টিয়ানগণ যদি বেদোক্ত নিরাকার ঈশ্বর বিশ্বাস করেন তাহা হইলে উহাদিগের কল্যাণ হয় ॥ ১১ ॥

১২—উহাদিগের কন্যা উৎপন্ন হইল। তখন ঈশ্বরের পুত্রগণ আদমের ( মনুষ্যের ) পুত্রীদিগকে দেখিল যে উহারা সুন্দরী এবং তাহাদিগের মধ্যে যে যাহাকে ইচ্ছা করিল সে তাহাকে বিবাহ করিল। সেই সময়ে এবং পরেও পৃথিবীতে দানব ছিল। ঈশ্বরের পুত্রসকল আদমের (মনুষ্যের) পুত্রীদিগের সহিত মিলিত হওয়াতে উহাদিগের সঙ্গ হইতে বালক সকল উৎপন্ন হইল। উহারা বলবান্ হইল এবং পরে বিখ্যাত হইয়াছিল। ঈশ্বর দেখিলেন যে পৃথিবীতে আদমের ( মনুষ্যের ) দুষ্টতা অধিক হইয়াছে এবং উহাদিগের মনের চিন্তা ও ভাবনা প্রতিদিন মন্দ হইতেছে। তখন আদমকে পৃথিবীতে উৎপন্ন করাতে ঈশ্বরের পশ্চাত্তাপ ও অতিশয় শোক হইল। পরমেশ্বর কহিলেন, যে মনুষ্যকে আমি উৎপন্ন করিয়াছি তাহাদিগকে, পশুদিগকে, সরীসৃপদিগকে এবং আকাশস্থ পক্ষীদিগকেও পৃথিবী হইতে নষ্ট করিব। কারণ উহাদিগকে সৃষ্টি করাতে আমার পশ্চাত্তাপ হইয়াছে। তৌঃ পর্ব্বঃ ৬। আঃ ১।২।৪।৫।৬।৭ ॥

( সমীক্ষক )—খ্রীষ্টিয়ানদিগকে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে ঈশ্বরের পুত্র কে? ঈশ্বরের স্ত্রী, শ্বশুর, শ্বশ্রূ, শ্যালক এবং আত্মীয়ই বা কে? কারণ এক্ষণে মনুষ্যর পুত্রীদিগের সহিত বিবাহ হওয়াতে ঈশ্বর ইহাদিগের কুটুম্ব হইলেন এবং উহাদিগের দ্বারা যাহারা উৎপন্ন হইল তাহারা পুত্র এবং প্রপৌত্র হইল। এ সকল কথা কি ঈশ্বরের এবং তাঁহার পুস্তকের কথা হইতে পারে? অতএব ইহা সিদ্ধ হইতেছে যে বন্যলোকেরা এই পুস্তক রচনা করিয়াছে। যিনি সর্ব্বজ্ঞ নহেন এবং ভবিষ্যতের বিষয় জানেন না তিনি ঈশ্বরই নহেন। যখন সৃষ্টি করিয়াছিলেন তখন কি তিনি জানিতেন না যে মনুষ্য পরে দুষ্ট হইবে? পশ্চাত্তাপ ও শোকাদি হওয়া এবং ভ্রমবশতঃ কার্য্য করিয়া পরে অনুতাপ করা আদি খ্রীষ্টিয়ানদিগের ঈশ্বরে ঘটিতে পারে কারণ উহাদিগের ঈশ্বর পূর্ণ বিদ্বান্‌ও এবং যোগীও ছিলেন না। অন্যথা শান্তি এবং বিজ্ঞান বলে অতিশোকাদি হইতে পৃথক্ থাকিতে পারিতেন। আচ্ছা, পশু এবং পক্ষীও কি দুষ্ট হইয়া গেল? যদি উক্ত ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ হইতেন তাহা হইলে, এরূপ বিষন্ন কেন হইবেন? সুতরাং তিনি ঈশ্বরও নহেন এবং উক্ত পুস্তকও ঈশ্বরকৃত নহে। বেদোক্ত পরমেশ্বর যেরূপ সমস্ত পাপ ক্লেশ ও দুঃখ শোকাদি রহিত এবং "সচ্চিদানন্দ স্বরূপ" তদ্রূপ যদি খ্রীষ্টিয়ানগণ মানিতেন এবং এক্ষণেও মানেন তাহা হইলে, আপনাদিগের মনুষ্যজন্ম সফল করিতেপারেন ॥ ১২ ॥

১৩—একখানি নৌকা দীর্ঘে তিনশত হস্ত, প্রস্থে ৫০ হস্ত এবং উর্দ্ধে ৩০ হস্ত হইবে। তুমি তোমার পুত্র, পত্নী এবং পুত্রবধূদিগের সহিত নৌকায় যাইবে। সমস্ত শরীরী জীবিত জন্তুদিগের মধ্যে প্রত্যেকের স্ত্রী ও পুরুষ এই দুই দুই করিয়া তোমার সহিত জীবিত রাখিবার জন্য সঙ্গে লইবে। পক্ষিমধ্যে প্রত্যেক শ্রেণী, পালিত পশুর ( চতুষ্পদ ) মধ্যে প্রত্যেক শ্রেণী, এবং সরীসৃপদিগের মধ্যেও প্রত্যেক শ্রেণীর দুই দুই

করিয়া জীবিত রাখিবার জন্য তোমার নিকটে রাখিবে। তুমি আপনার জন্য ভোজন সামগ্রী একত্র কর—উহাই তোমাদিগের ভোজন হইবে। নূহ ঈশ্বরের সমস্ত আজ্ঞানুসারে কার্য্য করিল। তৌঃ পর্ব্বঃ ৬। আঃ ১৫। ১৮। ১৯। ২০। ২১। ২২॥

(সমীক্ষক) আচ্ছা এরূপ বিদ্যাবিরুদ্ধ ও অসম্ভব কথার প্রয়োগকর্ত্তা ঈশ্বরকে কোন বিদ্বান্ কি মানিতে পারেন? কারণ এতাদৃশ দীর্ঘ, প্রস্থ ও উচ্চতাবিশিষ্ট নৌকায় কি কখন হস্তী হস্তিনী, উষ্ট্র উষ্ট্রী, প্রভৃতি কোটি কোটি জন্তু এবং উহাদিগের ভোজন ও পানীয় এবং উক্ত সমস্ত দায়াদ থাকিতে পারে? সুতরাং উক্ত পুস্তক মনুষ্য কৃত এবং যিনি উহা লিখিয়াছেন তিনি বিদ্বান্ও ছিলেন না॥১৩॥১৪—নূহ পরমেশ্বরের জন্য বেদি নির্ম্মাণ করিল এবং উহার উপর সমস্ত পবিত্র পশু এবং পবিত্র পক্ষীর হোমার্থ বলি স্থাপন করিল। পরমেশ্বর সুগন্ধ অঘ্রাণ করিলেন এবং মনে মনে কহিলেন যে আমি আর মনুষ্যদিগের জন্য কখন পৃথিবীকে শাপ দিব না। কারণ মনুষ্যের মনের চিন্তা বাল্যকালেই দুষ্য থাকে। যেরূপ আমি সমস্ত জীবদিগকে বিনাশ করিয়াছি পুনরায় কখন সেই রীতি অনুসারে বিনাশ করিব না। তৌঃ পর্ব্বঃ ৮। আঃ ২০।২১॥ সমীক্ষক—বেদি নির্ব্বাণ এবং হোম করণাদির উল্লেখ হইতে বিদিত হওয়া যায় যে, এ সকল বিষয় বেদ হইতে বাইবেলে গিয়াছে। পরমেশ্বরের কি নাসিকাও আছে যাহা-দ্বারা তিনি গন্ধ আঘ্রাণ করিতে পারেন? খ্রীষ্টিয়দিগের ঈশ্বর কি মনুষ্যবৎ অল্পজ্ঞ নহেন? তিনি কি কখন শাপ দেন এবং কখন অনুতাপ করেন? কখন বলেন যে, শাপ দিব না, প্রথমে দিয়াছি এবং পুনরায় দিব? প্রথমে সকলকে বিনাশ করিয়াছেন এবং এক্ষণে বলিতেছেন যে আর কখন বিনাশ করিব না!!! এ সকল কথা বালকের সদৃশ, ঈশ্বরের নহে এবং কোন বিদ্বানের নহে কারণ বিদ্বানের কথা এবং প্রতিজ্ঞা স্থির হইয়া থাকে।

১৫—ঈশ্বর নূহকে এবং তাহার পুত্রদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং বলিলেন যে সমস্ত জীবিত ও গতিহীন জন্তু তোমাদিগের ভোজনের জন্য হইবে। হরিত উদ্ভিদের সদৃশ সমস্ত বস্তু তোমাদিগকে দিলাম। কেবল স্রাব অর্থাৎ শোণিতের সহ মাংস ভোজন করিও না। তৌঃ পর্ব্বঃ ৯। আঃ ১।৩৪॥ সমীক্ষক—একের প্রাণ নষ্ট করিয়া অপরের আনন্দোৎপাদন করাতে খ্রীষ্টিয়দিগের ঈশ্বর কি দয়াহীন হইলেন না? মাতা এবং পিতা এক সন্তানকে বিনাশ করিয়া অপরকে ভোজন করাইলে কি মহাপাপী হয়েন না? একথাও তদ্রূপ। কারণ ঈশ্বরের পক্ষে সকল প্রাণী পুত্রবৎ। ইহাদিগের ঈশ্বর তদ্রূপ না হইয়া (শৌনিক) "কসাই" দিগের মত কার্য্য করেন এবং তিনিই সকল মনুষ্যকে হিংসক করিয়া তুলিয়াছেন। অতএব খ্রীষ্টিয়দিগের ঈশ্বর নির্দ্দয় বলিয়া কেন পাপী নহেন?

১৬—সমস্ত পৃথিবীতে এক ভাষা এবং একরূপ কথা ছিল। তখন উহারা কহিল যে আইস আমরা এক নগর এবং এক প্রসাদ নির্ম্মাণ করি। উক্ত প্রাসাদের চূড়া গগনস্পর্শী হইবে। পাছে সমস্ত পৃথিবীতে আমরা ছিন্ন ও ভিন্ন হইয়া যাই এইজন্য, আইস আপনাদিগের নাম রাখি। তখন ঈশ্বর উক্ত নগর এবং মনুষ্যসন্তাননির্ম্মিত প্রাসাদ দেখিতে অবতীর্ণ হইলেন। পরমেশ্বর বলিলেন যে দেখ ইহারা এক হইয়াছে, উহাদিগের ভাষাও এক এবং এক্ষণে এইরূপ সমস্ত কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে অতএব, উহারা যাহা করিতে মন করিবে তাহা হইতে নিবারণ করা যাইবে না। আইস, আমরা অবতীর্ণ হই এবং উহাদিগের ভাষার গোলমাল করিয়া ভিন্ন ভিন্ন করিয়া দিই ও তাহা হইলে এক অপরের কথা বুঝিতে পারিবে না। তখন পরমেশ্বর উহাদিগকে সমস্ত পৃথিবীর উপর ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছিলেন এবং উহারা উক্ত নগর নির্ম্মাণ হইতে নিবৃত্ত হইল। তৌঃ পর্ব্বঃ ১১। আঃ ১৷৪৷৫৷৬ ৭৷৮॥

সমীক্ষক—যে সময়ে সমস্ত পৃথিবীতে একরূপ কথা ও ভাষা ছিল তখন, সমস্ত মনুষ্যদিগের পরস্পর অত্যন্ত আনন্দ অনুভব হইয়া থাকিবে। কিন্তু কি করা যায় খ্রীষ্টয়দিগের ঈশ্বর সকলের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়া সকলের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। তিনি অত্যন্ত অপরাধ করিয়াছেন। এরূপ করা কি শয়তানের অপেক্ষাও অসৎকার্য্য নহে? ইহা হইতে আরও বিদিত হওয়া যায় যে খ্রীষ্টয়দিগের ঈশ্বর সেনাই পর্ব্বতাদির উপর থাকিতেন এবং তিনি জীবদিগের উন্নতির ইচ্ছা কখন করিতেন না। এসকল অবিদ্বানের কথা ব্যতীত ঈশ্বরের কথা এবং উক্ত পুস্তক ঈশ্বরকৃত কখন কি হইতে পারে?

১৭—তখন তিনি আপনার পত্নী সরীকে কহিলেন যে দেখ! আমি জানি যে তুমি দেখিতে অতি সুন্দর স্ত্রী। এই হেতু এইরূপ ঘটিবে যে যখন মিসরবাসী লোক তোমাকে দেখিবে তখন উহারা বলিবে যে এই স্ত্রী উহার পত্নী এবং আমাকে বিনাশ করিবে; পরন্তু তোমাকে জীবিত রাখিবে। তুমি বলিও যে "আমি উহার ভগ্নী"। তাহা হইলে তোমার জন্য আমার শুভ হইবে, এবং তোমার জন্য আমার প্রাণ রক্ষিত হইবে। তৌঃ পর্ব্বঃ ১২। আঃ ১১।১২।১৩॥

সমীক্ষক—এক্ষণে দেখ যে খৃষ্টীয় এবং মুসলমানদিগের মধ্যে এব্রাহাম অতি মহৎ ভবিষ্যদ্বক্তা (ধর্ম্মোপদেশক) বলিয়া প্রসিদ্ধ। উহাঁর কার্য্য মিথ্যাভাষণাদি অসৎ কার্য্য। আচ্ছা যাহাদিগের ভবিষ্যদ্বক্তা ধর্ম্মোপদেশক এইরূপ, তাহাদিগের বিদ্যা এবং কল্যাণের মার্গ কিরূপ লাভ হইতে পারে?

১৮—ঈশ্বর এব্রাহামকে কহিলেন যে তুমি, তোমার পশ্চাৎ তোমার বংশ এবং উহাদিগের বংশপম্পরা আমার নিয়ম প্রতিপালন করিবে। যে নিয়ম তুমি এবং

তোমার পশ্চাৎ তোমার বংশাবলী প্রতিপালন করিবে এবং যে নিয়ম তোমাদিগের এবং আমার মধ্যে থাকিবে তাহা এইরূপ যে তোমাদিগের মধ্যে পুরুষের ত্বক্‌ছেদ করা হইবে। তোমরা আপনাদিগের শরীরের চর্ম্মাগ্রভাগ ছেদন করিবে এবং উহাই তোমাদিগের ও আমার মধ্যে নিয়মের চিহ্ন স্বরূপ থাকিবে। তোমার বংশাবলীর মধ্যেও এই নিয়ম থাকিবে। গৃহেই উৎপন্ন হউক অথবা তোমাদিগের বংশবহির্ভূত কোন বিদেশী হইতে উৎপন্ন হউক আট দিন বয়সের সকল পুরুষেরই ত্বক্‌চ্ছেদ হইবে। ধন দ্বারা ক্রীতই হউক, তোমাদিগের গৃহে উৎপন্নই হউক অথবা তোমাদিগের ধন দ্বারা পূর্ব্ব ক্রীতই হউক, এরূপ পুরুষের অবশ্যই ত্বক্‌চ্ছেদ করিতে হইবে। আমার নিয়ম সর্ব্বদাই তোমাদিগের মাংসের উপর থাকিবে। যে বালকের ত্বক্‌চ্ছেদ হয় নাই অর্থাৎ যাহার চর্ম্মাগ্রভাগ ছিন্ন হয় নাই সেই জীব আমার নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে বলিয়া আপনার লোকদিগের হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে। তৌঃ পর্ব্বঃ ১৭॥ আঃ ৯।১০।১১।১২।১৩ ১৪ ॥

সমীক্ষক—এক্ষণে ঈশ্বরের অন্যরূপ অবজ্ঞা দেখ। যদি ত্বক্‌চ্ছেদ ঈশ্বরের অভীষ্ট হইত তাহা হইলে, আদি সৃষ্টির সময় উক্ত চর্ম্মের সৃষ্টি করিতেন না। যখন উহা সৃষ্ট হইয়াছে তখন চক্ষুর উপরিস্থিত মাংসের ন্যায় উহাও রক্ষণীয়। কারণ উক্ত গুপ্তস্থান অতি কোমল। উহার উপর চর্ম্ম না থাকিলে এক পিপীলিকারও দংশনে অথবা অতি সামান্য আঘাত লাগিলে অতিশয় ক্লেশ হইতে পারে। এইরূপ সামান্য ভয় ব্যতিরেকে অল্প মূত্রাংশও বস্ত্রাদিতে লাগিতে পারে, ইত্যাদি হেতু বশতঃও, উহার কর্ত্তন করা অনুচিত। তদ্ভিন্ন এক্ষণে খ্রীষ্টিয়ানগণ কেন এই আজ্ঞা প্রতিপালন করেন না? এই আজ্ঞা নিত্য। উহা যখন উহাঁর প্রতিপালন করেন না তখন, খ্রীষ্টিয়ানগণ যে সাক্ষ্য দেন যে "ব্যবস্থাপুস্তকের একবিন্দুও মিথ্যা নহে" তাহা মিথ্যা হইয়া গিয়াছে। খ্রীষ্টিয়ানগণ এ বিষয়ে চিন্তা করিয়া কিছুই মীমাংসা করিতে পারেন না ॥১৮॥

১৯—ঈশ্বরের এব্রাহমের সহিত কথোপকথন শেষ হইলে তিনি ঊর্দ্ধে চলিয়া গেলেন। তৌঃ পর্ব্বঃ ১৭। আঃ ২২ ॥

সমীক্ষক—ইহা হইতে সিদ্ধ হইতেছে যে, ঈশ্বর মনুষ্য অথবা পক্ষিবৎ ছিলেন। তিনি উপর হইতে নিম্নে এবং নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধে গমনাগমন করিতেন। তিনি কোন ইন্দ্রজালী পুরুষবৎ প্রতিপন্ন হইতেছেন ॥১৯॥

২০—পুনরায় ঈশ্বর মম্রের ক্ষেত্রে দর্শন দিলেন এবং সেই দিন উত্তপ্ত সময়ে এব্রাহাম শিবিরের দ্বারে উপবেশন করিয়া রহিলেন। তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিলেন এবং দেখিলেন যে তাঁহার নিকট তিন জন মনুষ্য দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তাহাদিগকে দেখিয়া সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য তিনি শিবিরের দ্বারদেশে ধাবমান হইলেন এবং ভূমি স্পর্শ করিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। পরে বলিলেন স্বামিন্! আমি আপনার

দর্শনানুগ্রহ পাইয়াছি বলিয়া অনুনয় করিতেছি যে আপনি দাসের নিকট হইতে চলিয়া যাইবেন না। যদি ইচ্ছা হয় তবে আমি অল্প পরিমাণে জল লইয়া আসি এবং আপনার চরণ প্রক্ষালন করি। আপনি বৃক্ষতলে বিশ্রাম করুন। আমি একখণ্ড পিষ্টক লইয়া আসি এবং তৎসেবনে আপনি তৃপ্তি অনুভব করিয়া, পরে গমন করিবেন। বস্তুতঃ এই জন্যই অপনি আপনার দাসের নিকট আসিয়াছেন। তখন তাঁহারা বলিলেন যে তুমি যেরূপ কহিলে তদ্রূপ কর। তখন এব্রাহাম শিবির মধ্যে সরা (তাঁহার পত্নীর) নিকট সত্বর গমন করিলেন এবং বলিলেন যে, শীঘ্র উত্তম গোধূমচূর্ণ হইতে তিন পাত্র পরিমাণ লইয়া ও উত্তমরূপে মাখিয়া উহা হইতে পিষ্টক প্রস্তুত কর। এব্রাহাম পশুপালের দিকে ধাবমান হইলেন এবং অতি কোমল উত্তম বৎস লইয়া দাসকে প্রদান করিলেন। দাসও সত্বর উহা প্রস্তুত করিল। পরে তিনি মাখন, দুগ্ধ এবং উক্ত সুপক্ক বৎস লইয়া তাঁহাদিগের সম্মুখে সমর্পণ করতঃ এবং তাঁহাদিগের পার্শ্বে বৃক্ষতলে দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহারা ভোজন করিলেন॥ তৌঃ পর্ব্বঃ ১৮। আঃ ১।২।৩ ৪।৫।৬।৭।৮॥

**সমীক্ষক**—এক্ষণে সজ্জনগণ! দেখুন। যাহাদিগের ঈশ্বর গোবৎসের মাংস ভোজন করেন সেই সম্প্রদায়ের উক্ত ঈশ্বরের উপাসকগণ গো, গোবৎস, এবং অন্যান্য পশুদিগকে কেন ছাড়িবে? যাহার কিছুমাত্র দয়া নাই এবং যে মাংস ভোজনের জন্য লালায়িত হয় সে, হিংসক মনুষ্য ব্যতিরেকে কখন ঈশ্বর হইতে পারে না। তদ্ভিন্ন ঈশ্বরের সহিত যে তিন জন মনুষ্য ছিল উহারা কে তাহা জানা যায় না। ইহা দ্বারা বিদিত হওয়া যায় যে, বন্য মনুষ্যদিগের মধ্যে এক মণ্ডলী ছিল এবং উহাদিগের মধ্যে যে প্রধান ছিল, বাইবেলে তাহারই নাম ঈশ্বর রক্ষিত হইয়াছে। এই সকল কারণবশতঃ বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই পুস্তককে ঈশ্বরকৃত বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন না এবং ঈদৃশ ব্যক্তিকে ঈশ্বর মনে করিতে পারেন না॥২০॥

২১—পরমেশ্বর এব্রাহামকে কহিলেন যে "আমি বৃদ্ধা হইয়াছি সত্যসত্যই কি আমার পুত্র জন্মিবে" এইরূপ কহিয়া সরা কেন হাস্য করিয়াছে? পরমেশ্বরের পক্ষে কি কিছু অসাধ্য আছে? তৌঃ পর্ব্বঃ ১৮। আঃ ১৩.১৪॥

**সমীক্ষক**—দেখ! খ্রীষ্টিয়ানদিগের ঈশ্বরের কি লীলা! তিনি বালক অথবা স্ত্রীলোকের ন্যায় উত্যক্ত হয়েন এবং রহস্য করেন॥১॥২১॥

২২—তখন পরমেশ্বর তথা হইতে সোদম এবং গমোরার উপর অগ্নি এবং গন্ধক বর্ষণ করিলেন। তিনি উক্ত সমস্ত নগরকে, উহার নিকটস্থ ক্ষেত্র সকলকে এবং উক্ত নগরস্থ সমস্ত নিবাসীদিগকে ও ভূমি হইতে যাহা কিছু উৎপন্ন হইয়াছিল, তৎসমস্তই, বিপর্য্যস্ত করিয়া নষ্ট করিলেন। তৌঃ পর্ব্বঃ ১৯। আঃ ২৪।২৫॥

**সমীক্ষক**—বাইবেলের ঈশ্বরের এ লীলাও দর্শন কর। ইহাঁর বালকদিগের উপরও

কিছুমাত্র দয়া হইল না। সকলেই কি অপরাধী হইয়াছিল যে তিনি ভূমি পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত করিয়া সকলকেই চাপিয়া মারিলেন? এরূপ কার্য্য ন্যায়, দয়া এবং বিবেকের বিরুদ্ধ। যে সম্প্রদায়ের ঈশ্বর এইরূপ কার্য্য করেন তাহাদিগের, উপাসকেরা কেন তদ্রূপ করিবে না? ॥২২॥

২৩—আইস আমরা আপনাদিগের পিতাকে দ্রাক্ষারস পান করাই এবং রাত্রিতে গিয়া তাঁহার সহিত শয়ন করতঃ আপনার পিতা হইতে বংশ রক্ষা করি। তখন উহারা তাহাদিগের পিতাকে দ্রাক্ষারস পান করাইল। অগ্রে জ্যেষ্ঠা গমন করিল এবং সে আপনার পিতার সহিত শয়ন করিল। পরে জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠাকে বলিল যে আমরা অদ্য রাত্রিতেও পিতাকে দ্রাক্ষারস পান করাইব এবং তুমি যাইয়া শয়ন করিবে। এইরূপে লুতের দুই কন্যা আপনাদিগের পিতা হইতে গর্ভিণী হইল। তৌঃ উৎপঃ পর্ব্ব ১৯। আঃ ৩২।৩৩।৩৪।৩৬॥

সমীক্ষক—দেখ, পিতা এবং পুত্রীও যে মদ্য পানের মত্ততাবশতঃ কুকর্ম্ম করিতে নিবারিত হইতে পারে না, খ্রীষ্টিয়ানগণ সেই দুষ্ট মদ্য পান করিয়া থাকে। উহার অপকারের কি সীমা আছে? এই হেতু সজ্জনগণ মদ্য পানের নাম পর্য্যন্তও গ্রহণ করিবেন না ॥২৩॥

২৪—আপনার কথানুসারে পরমেশ্বর সরাকেই দর্শন দিলেন এবং তিনি সরাবিষয়ে আপনার পূর্ব্বোক্ত বচনানুসারে কার্য্য করিলেন ও সরা গর্ভিণী হইল। তৌঃ উৎপঃ পর্ব্বঃ ২১। আঃ ১।২॥

সমীক্ষক—এক্ষণে বিচার কর যে সরাকে দর্শন দিয়া উহাকে গর্ভিণী করা কিরূপ কার্য্য হইল? পরমেশ্বর এবং সরা ব্যতিরেকে গর্ভ স্থাপনের কি তৃতীয় কারণ দৃষ্টিগোচর হয়? ইহা হইতে বিদিত হওয়া যায় যে, সরা পরমেশ্বরের কৃপায় গর্ভিণী হইয়াছিল ॥২৪॥

২৫—তখন এব্রাহাম অতি প্রত্যূষে উঠিয়া পিষ্টক ও এক বোতল জল হাজিরার স্কন্ধে অর্পণ করিলেন এবং তাহার উপর শিশুর ভার দিয়া উহাকে বিদায় দিলেন। সে উক্ত শিশুকে বন্যবৃক্ষের তলে প্রক্ষেপ করিল। সে উহার সম্মুখে উপবেশন করিয়া উচ্চস্বরে রোদন করিতে লাগিল। তখন ঈশ্বর উক্ত বালকের শব্দ শ্রবণ করিলেন। তৌঃ উৎপঃ পর্ব্বঃ ২১। আঃ ১৪।১৫।১৬ ১৭॥

সমীক্ষক—এক্ষণে খ্রীষ্টিয়ানদিগের ঈশ্বরের লীলা দেখ। প্রথমতঃ সরার পক্ষপাতী হইয়া উক্ত স্থান হইতে হাজিরাকে অপসৃত করিলেন। পরে উচ্চৈঃস্বরে হাজিরা রোদন করিতে লাগিল কিন্তু শব্দ বালকেরই শ্রুত হইল ইহা কিরূপ অদ্ভুত কথা হইল? বোধ হয় উহা এইরূপ হইয়া থাকিবে যে ঈশ্বরের ভ্রম হইয়াছিল এবং বালকই রোদন করিতে

ছিল। এ সকল কি কখন ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের পুস্তকের কথা হইতে পারে? সাধারণ মনুষ্যের কথা ব্যতীত এই পুস্তকে অল্প কথাই সত্য আছে এবং অবশিষ্ট সমস্তই অসার কথায় পূর্ণ ॥২৫॥

২৬—ইহার পর এইরূপ হইল যে ঈশ্বর এব্রাহামকে পরীক্ষা করিলেন এবং তাহাকে বলিলেন হে এব্রাহাম! তোমার একমাত্র অতি প্রিয় সন্তান ইজহাককে গ্রহণ করিয়া হোমার্থ বলি প্রদান কর। এব্রাহাম আপনার পুত্র ইজ্‌হাককে বন্ধন কবিয়া বেদীর উপরিস্থিত কাষ্ঠের উপর রাখিলেন এবং তিনি কর্ত্তরিকা লইয়া আপনার পুত্রকে বিনাশ করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিলেন। তখন পরমেশ্বরের দূত স্বর্গের উপর হইতে উহাকে উচ্চনাদে বলিল যে এব্রাহাম! আপনার পুত্রের উপর হস্ত প্রসারণ করিও না এবং উহার কোন অনিষ্টও করিও না। এক্ষণে আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, তুমি ঈশ্বর হইতে ভীত হইয়া থাক। তৌঃ উৎপঃ পর্ব্বঃ ২২। আঃ ১।২।৯।১০।১১।১২॥

সমীক্ষক—এক্ষণে স্পষ্ট বুঝা গেল যে বাইবেলের ঈশ্বর অল্পজ্ঞ, সর্ব্বজ্ঞ নহেন। এব্রাহামও এক নির্ব্বোধ লোক ছিল নচেৎ, এরূপ চেষ্টা কেন করিবে? বাইবেলের ঈশ্বর যদি সর্ব্বজ্ঞ হইতেন তাহা হইলে, উহার ভবিষ্যৎ শ্রদ্ধাও সর্ব্বজ্ঞতাবশতঃ জানিতে পারিতেন। ইহা হইতে এইরূপ নিশ্চিত হইতেছে যে, খ্রীষ্টিয়ানদিগের ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ নহেন ॥২৬॥

২৭—আমাদিগের সমাধি স্থানের মধ্যে আপনি কোন একটি মনোনীত করিয়া আপনার মৃতকে সমাহিত করুন এবং সেই স্থানেই আপনার মৃতক সমাহিত থাকিবে। তৌঃ উৎপঃ পর্ব্বঃ ২৩। আঃ ৬॥

সমীক্ষক—শব সমাহিত করিলে সংসারের অত্যন্ত হানি হয়, কারণ উহা পচিয়া বায়ু দুর্গন্ধময় করাতে রোগ বিস্তার করে। (প্রশ্ন) দেখুন, যাহা হইতে প্রীত হয় সে বস্তুকে দগ্ধ করা উত্তম কথা নহে। সমাহিত করা এক প্রকার শয়ান করা। (উত্তর) মৃতক হইতে যদি প্রীতি হয় তবে, উহাকে গৃহে রাখে না কেন? উহাকে সমাহিতই বা কেন করে? যে জীবাত্মার উপর প্রীতি ছিল উহা নির্গত হইয়া গিয়াছে এবং অবশিষ্ট দুর্গন্ধময় মৃত্তিকা হইতে কি প্রীতি হইবে? যদি প্রীতিই করা হয় তবে, উহাকে মৃত্তিকার মধ্যে নিহিত করা কেন? কারণ কেহ যদি কাহাকে বলে যে তোমাকে ভূমি মধ্যে নিহিত করিব তাহা হইলে, সে উহা শুনিয়া কখনই প্রীত হয় না। উহার শরীরের, মুখ এবং চক্ষুর উপর মৃত্তিকা, প্রস্তর, ইষ্টক, এবং চূর্ণক নিক্ষেপ করা এবং বক্ষঃস্থলের উপর প্রস্তর স্থাপন করা কিরূপ প্রীতির কার্য্য? শবকে বাক্সের ভিতর রাখিয়া ভূমি মধ্যে নিহিত করাতে পৃথিবী হইতে অতিশয় দুর্গন্ধ বাহির হইয়া বায়ুকে বিকৃত করতঃ ভয়ানক রোগোৎপত্তি করিয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ এক শবের জন্য ন্যূনপক্ষে ৬ হস্ত দীর্ঘ এবং ৪ হস্ত বিস্তৃত ভূমির প্রয়োজন হয়। এই হিসাবে শত, সহস্র লক্ষ অথবা কোটি

মনুষ্যের জন্য বহু পরিমাণে ভূমি বৃথা আবদ্ধ হইয়া যায়। তদ্ধেতু স্থান ক্ষেত্র, উদ্যান অথবা বসবাসের উপযোগী হয় না। এই হেতু সমাহিত করা সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। জলে নিক্ষেপ করা উহা অপেক্ষা অল্প অনিষ্টকর। কারণ উহাকে জলজন্তুগণ সেই সময়েই ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ভোজন করে। পরন্তু যে কিছু অস্থি এবং মল জলে থাকে উহা পচিয়া জগতের দুঃখদায়ক হয়। বনে শবকে পরিত্যাগ করা উহা অপেক্ষা অল্প অনিষ্টকর। কারণ মাংসাহারী পশুপক্ষিগণ উহাকে আগ্রহ সহকারে ভোজন করে। পরন্তু উহার অস্থি মজ্জা ও মল পচিয়া যত পরিমাণে দুর্গন্ধ উৎপাদন করিবে তত পরিমানেই জগতের অনুপকার হইবে। দাহ করাই কেবল সর্ব্বোত্তম, কারণ তাহা হইলে উহার সমস্ত পদার্থ অণুতে পরিণত হইয়া বায়ু মধ্যে উড্ডীন হইয়া যায়। (প্রশ্ন) দাহ করাতেই দুর্গন্ধ হইয়া থাকে। (উত্তর) অবিধি পূর্ব্বক দাহ করিলে অল্প পরিমাণে হয় বটে পরন্তু, সমাধি হইতে যেরূপ হয় তাহা অপেক্ষা অনেক ন্যূন হয়। বিধিপূর্ব্বক দাহ করিবার কথা বেদে এইরূপ লিখিত আছে যে শবের তিন হস্ত পরিমিত গভীর, সার্দ্ধ তিন হস্ত বিস্তৃত এবং পাঁচ হস্ত দীর্ঘ গর্ত্ত খনন করিয়া উহার মধ্যে অবতরণ করতঃ অষ্টাদশ অঙ্গুলি উচ্চবেদী রচনা করতঃ উহাতে শরীরের সমান পরিমাণে ঘৃত, উহার সেরকরা ১ রতি কস্তূরী এবং এক মাসা কেশর প্রক্ষেপ করিবে। ন্যূনকল্পে অর্দ্ধমণ চন্দনকাষ্ঠ আবশ্যক, অধিক যতই হউক লওয়া যাইতে পারে। উহার সহিত অগুরু তগর ও কর্পূরাদি এবং পলাশাদির কাষ্ঠ সকল বেদীর উপর রাখিয়া, উহার উপরে শবকে স্থাপন করিবে। পরে বেদীর উপর চারিদিকে এক (বিঘত) পর্য্যন্ত উক্ত ঘৃতের আহুতি প্রদান করতঃ দাহ করিবে। এইরূপে দাহ করিলে কোন দুর্গন্ধই হয় না। ইহার নাম অন্ত্যেষ্টি, নরমেধ অথবা পুরুষমেধ যজ্ঞ। দরিদ্র পক্ষে অর্দ্ধ মণের ন্যূন ঘৃত চিতায় প্রক্ষেপ করিবে না। সে ভিক্ষা দ্বারাই সংগ্রহ করুক, অথবা তাহার জ্ঞাতীয়গণই প্রদান করুক, কিম্বা রাজসাক্ষাৎকার দ্বারাই প্রাপ্ত হউক এই প্রকারে দাহ করিতে হইবে। যদি ঘৃতাদি কোন প্রকারে সংগ্রহ না হয় তথাপি, সমাহিত করা অপেক্ষা কেবল কাষ্ঠ দ্বারা শব দাহ করা উৎকৃষ্ট। কারণ সমস্ত ভূমির মধ্যে (বিশ্বা) ২০ বিঘা স্থানে অথবা এক বেদীতে লক্ষ বা কোটি মৃতকের দাহ হইতে পারে। দাহকার্য্য ভূমি মধ্যে সমাহিত করার ন্যায় অধিক বিকৃত করে না। তদ্ভিন্ন কবর দর্শনে ভীতির উদ্রেক হয়। অতএব সমাহিত করা কার্য্য সর্ব্বথা নিষিদ্ধ ॥২৭॥

২৮—যে পরমেশ্বর আমার স্বামী এব্রাহামের ঈশ্বর তিনিই ধন্য। তিনি আমার স্বামীকে তাঁহার দয়া ও সত্য হইতে বঞ্চিত রাখেন নাই। পথে পরমেশ্বর আমার স্বামীর স্বজনদিগের গৃহাভিমুখে আমার পথপ্রদর্শক হইয়া অগ্রসর হইয়াছেন ॥ তৌঃ উৎপঃ ২৪॥ আঃ ২৭ ॥

**সমীক্ষক**—তিনি কি কেবল এব্রাহামেরই ঈশ্বর ছিলেন? আজকাল যেরূপ ভৃত্য অথবা পদপ্রদর্শকগণ অগ্রসর হয় অর্থাৎ অগ্রে অগ্রে গমন করতঃ পথ প্রদর্শন করে, ঈশ্বর যদি তাহাই করিয়া থাকেন তবে, এক্ষণে কেন মার্গ প্রদর্শন করেন না এবং মনুষ্যদিগের সহিত কথোপকথন করেন না? এই হেতু ঈশ্বরের অথবা ঈশ্বরকৃত পুস্তকের এরূপ কথা কখন সত্য হইতে পারে না। উহা বন্যমনুষ্যের কথা। ২৮॥

২৯—ইস্‌মেলের পুত্রদিগের নাম এই। ইস্‌মেলের প্রথমজাত পুত্র নবীত, কীদার, অদবিএল, মিবসাম, মিস্‌মা, দূমা, মস্‌সা, হদর, তৈমা, ইতূর, নফীস্ এবং কিদিমা। তৌঃ উৎপঃ পর্ব্বঃ ২৫। আঃ ১৩।১৪।১৫॥

**সমীক্ষক**—এই ইস্‌মেল এব্রাহাম হইতে তাহার দাসী হাজিরার গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছিল ॥২৯॥

৩০—আমি তোমার পিতার রুচি অনুসারে সুস্বাদু ভোজন প্রস্তুত করিব এবং তুমি আপনার পিতার নিকট লইয়া যাইও। তাহা হইলে তিনি ভোজন করিবেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। রেবেকা আপনার গৃহ হইতে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র এসৌএর উত্তম পরিচ্ছদ গ্রহণ করিল এবং ছাগ শাবকের চর্ম্ম উহার হস্তদ্বয়ে এবং গলদেশের মসৃণ স্থানে সংসক্ত করিয়া দিল। তখন ইয়াকুব আপনার পিতাকে কহিল যে "আমি আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র এসৌ। আপনার কথানুসারে কার্য্য করিয়াছি আপনি উত্থান করিয়া উপবেশন করুন এবং আমার মৃগয়ালব্ধ মাংস ভোজন করুন। তাহা হইলে আপনার প্রাণ আমাকে আশীর্ব্বাদ প্রদান করিবে। তৌঃ উৎপঃ ২৭। আঃ ৯।১০।১৫।১৬।১৯॥

**সমীক্ষক**—দেখ, এইরূপ মিথ্যা ও কপটতা প্রয়োগ করিয়া আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া পরে সিদ্ধ এবং ভবিষ্যদ্বক্তা (ধর্ম্ম প্রচারক) হইয়া থাকে। ইহা কি আশ্চর্য্যের কথা নহে? এইরূপ লোক যখন খ্রিষ্টিয়ানদিগের অগ্রবর্ত্তী হইয়াছেন তখন ইহাঁদিগের মত-বিষয়ে গোলযোগ কি অল্প হইবে? ৩০॥

৩১—ইয়াকুব পরদিন অতি প্রত্যুষে উঠিলেন এবং যে প্রস্তর উপাধান স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছিল তাহাকে স্তম্ভাকারে স্থাপন করিলেন ও উহার উপর তৈল প্রক্ষেপ করিলেন। উক্ত স্থানের নাম বৈতএল রাখিলেন। তিনি বলিলেন, যে প্রস্তর আমি স্তম্ভাকারে স্থাপন করিয়াছি উহা ঈশ্বরের গৃহ হইবে॥ তৌঃ উৎপঃ পর্ব্বঃ ২৮ আঃ ১৮।১৯।২২॥

**সমীক্ষক** এক্ষণে বন্য মনুষ্যদিগের কার্য্য দেখ। ইহারা প্রস্তর পূজা করে এবং অপরকে উহাতে প্রবর্ত্তিত করে। মুসলমানগণ ইহাকে "বয়তলমুকদ্দস্" (জেরুসালেম) পবিত্র স্থান কহে। এই প্রস্তরটি কি ঈশ্বরের ঘর এবং উক্ত প্রস্তর মাত্রেই কি ঈশ্বর থাকেন? কি আশ্চর্য্য। খৃষ্টিয়ানগণ! কি বলা যাইবে, তোমরাই ত মহামূর্ত্তিপূজক।৩১॥

৩২—ঈশ্বর রাখিলকে স্মরণ করিলেন এবং তাহার কথা শ্রবণ করিলেন ও তাহার গর্ভাশয় উন্মোচন করিলেন। সে গর্ভিণী হইল ও পুত্র প্রসব করিয়া বলিল যে ঈশ্বর আমার নিন্দা দূর করিয়াছেন। তৌঃ উৎপঃ পর্ব্বঃ। ৩০। আঃ ২২।২৩॥

সমীক্ষক—ধন্য খৃষ্টিয়ানদিগের ঈশ্বর। ইনি কি মহা ডাক্তার। স্ত্রীলোকদিগের গর্ভাশয় উন্মোচন বিষয়ে কিরূপ শস্ত্র এবং ঔষধ আছে? এ সকল কথা কেবল অন্ধ-প্রলপ ॥৩২॥

৩৩—পরন্তু ঈশ্বর রাত্রিকালে তন্দ্রারত লাবনের স্বপ্নাবস্থায় আসিয়া কহিলেন যে সাবধান থাক এবং ইয়াকুবকে সদসৎ কিছু কহিও না। কারণ তুমি তোমার পিতৃগৃহের জন্য অত্যন্ত অভিলাষী হইয়াছ। তুমি কিজন্য আমার দেবতাদিগকে অপহরণ করিয়াছ? তৌঃ উৎপঃ পর্ব্বঃ ৩১। আঃ ২৪।৩০ ॥

সমীক্ষক—ইহা আমরা দৃষ্টান্ত স্বরূপ লিখিতেছি। বাইবেলে (ঈশ্বর) সহস্র লোকের স্বপ্নাবস্থায় আসিয়াছিলেন ও কথোপকথন করিয়াছিলেন এবং জাগ্রত অবস্থায়ও সাক্ষাৎ দর্শন দিয়াছেন, ভোজন ও পান করিয়াছেন এবং গমনাগমন করিয়াছেন ইত্যাদি লিখিত আছে। পরন্তু এক্ষণেও তদ্রূপ হয় কি না তাহা জানা যায় না। কারণ এক্ষণে আর কাহারও স্বপ্নাবস্থায় অথবা জাগ্রৎ অবস্থায় ঈশ্বর লাভ হয় না। ইহা বিদিত হইল যে এই সকল বন্যজাতি পাষাণাদি মূর্ত্তি সকলকে দেব মনে করিয়া পূজা করিত। পরন্তু খৃষ্টিয়ানদিগের ঈশ্বরও প্রস্তরকে দেব মনে করিতেন। অন্যথা দেব অপহরণ করা কিরূপে ঘটিতে পারে? ॥৩৩॥

৩৪—ইয়াকুব আপনার পথে চলিয়া গেল এবং ঈশ্বরের দূতের সহিত তাহার সাক্ষাৎকার হইল। ইয়াকুব উহাকে দেখিয়া কহিল যে এই ঈশ্বরের সেন। তৌঃ উপেঃ পর্ব্বঃ ৩২। আঃ ১। ২।

সমীক্ষক—এক্ষণে খ্রীষ্টিয়ানদিগের ঈশ্বরের মনুষ্য হওয়া সম্বন্ধে কিছুই সন্দেহ রহিল না। কারণ তিনি সেনাও রাখেন। যখন সেনা ছিল তখন শস্ত্রও বোধ হয় ছিল এবং যে সে স্থান আক্রমণ করতঃ যুদ্ধও বোধ হয় করিতেন? অন্যথা সৈন্য রাখিবার প্রয়োজন কি? ॥৩৪॥

৩৫—ইয়াকুব একক রহিয়া গেল এবং প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত একজন উহার সহিত মল্লযুদ্ধ করিতে লাগিল। যখন সে দেখিল যে সে উহার উপর প্রবল হইতে পারিল না তখন সে উহার উরুমধ্য স্পর্শ করিল। তখন উহার সহিত মল্ল যুদ্ধ করাতে ইয়াকুবের উরুদেশের মাংসপেশী উঠিয়া গেল। তখন সে বলিল যে তুমি আমাকে যাইতে দাও, কারণ প্রভাত হইয়াছে। সে বলিল যে যতক্ষণ তুমি আমাকে আশীর্ব্বাদ না দিবে ততক্ষণ আমি তোমাকে যাইতে দিব না। তখন সে তাহাকে কহিল যে তোমার

নাম কি ? সে বলিল ইয়াকুব। তখন সে তাহাকে কহিল যে পরে তোমার নাম ইয়াকুব থাকিবে না পরন্তু ইজ্রেল হইবে। কারণ তুমি ঈশ্বরের এবং মনুষ্যের সমক্ষে রাজার ন্যায় মল্লযুদ্ধ করিয়া জয়প্রাপ্ত হইয়াছ। তখন ইয়াকুব এইরূপ কহিল এবং উহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে তোমার নাম বল। সে বলিল যে তুমি কেন আমার নাম জিজ্ঞাসা করিতেছ এবং সেইস্থানে সে উহাকে আশীর্ব্বাদ প্রদান করিল। ইয়াকুব উক্ত স্থানের নাম ফনুএল রাখিল, কারণ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছে এবং তাহার প্রাণ রক্ষা হইয়াছে। যখন সে ফনুএলের অপর পারে গমন করিল তখন সূর্য্যের জ্যোতিঃ উহার উপর পতিত হইল এবং সে উরুদেশাবচ্ছেদে খঞ্জ ভাবে চলিতে লাগিল। এই হেতু ইজ্রেলের বংশাবলী উহার উরুদেশের মাংসপেশী উঠিয়া গিয়াছিল বলিয়া অদ্যাপিও উহা ভোজন করে না। কারণ তাহারা ইয়াকুবের উরুদেশের যে মাংসপেশী উঠিয়া গিয়াছিল তাহা স্পর্শ করিয়াছিল।

তৌঃ উৎপঃ পর্ব্বঃ ৩২। আং ২৪।২৫।২৬।২৭।২৮।২৯।৩০।৩১।৩২॥

সমীক্ষক—খ্রীষ্টিয়ানদিগের ঈশ্বর মল্লক্ষেত্রের মল্লযোদ্ধা বলিয়াই সারা এবং রাখলের উপর পুত্র হইবার জন্য কৃপা করিয়াছিলেন। আচ্ছা ঈশ্বর কি কখন এরূপ হইতে পারেন ? আরও লীলা দেখ। একজন নাম জিজ্ঞাসা করিলে অপরে আপনার নামও বলিবে না। ঈশ্বর উহার নাড়ী উঠাইয়া দিলেন এবং সে জয়লাভ করিল। পরন্তু ডাক্তার হইলে উরুদেশের নাড়ীকে আরোগ্যও করিতেন। এইরূপ ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিবশতঃ যেরূপ ইয়াকুব খঞ্জ হইয়াছিল, তদ্রূপ অন্য ভক্তকেও খঞ্জ হইতে হইবে। ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দর্শন করা এবং মল্ল যুদ্ধ করা ইত্যাদি কথা শরীর বিশিষ্ট না হইলে কিরূপ ঘটিতে পরে ? ইহা কেবল বালকত্বের ব্যাপার মাত্র ॥৩৫॥

৩৬—ইয়ুদাহের জ্যেষ্ঠপুত্র পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে দুষ্ট ছিল বলিয়া পরমেশ্বর তাহাকে বিনাশ করিলেন। তখন ইয়ুদাহ ওনানকে কহিল যে তুমি আপনার ভ্রাতার পত্নীর নিকট গমন কর এবং উহাকে বিবাহ করিয়া আপনার ভ্রাতার বংশরক্ষা কর। ওনান বুঝিল যে সে বংশ তাহার হইবে না এবং এইরূপ ঘটিল যে যখন সে আপনার ভ্রাতার পত্নীর নিকট গমন করিল তখন বীর্য্য ভূমিতে পাতিত করিল। উক্ত কার্য্য পরমেশ্বরের দৃষ্টি অনুসারে মন্দ হওয়াতে তিনি উহাকেও বিনাশ করিলেন। তৌঃ উৎপঃ পর্ব্ব ।৩৮। আঃ ৭।৮।৯।১০ ॥

সমীক্ষক—এক্ষণে দেখ যে ইহা মনুষ্যের কার্য্য অথবা পরমেশ্বরের কার্য্য ? যখন উহার সহিত নিয়োগ হইল তখন উহাকে কেন বিনাশ করিলেন ? কেন উহার বুদ্ধিকে শুদ্ধ করিয়া দিলেন না ? বেদোক্ত নিয়োগ প্রথাও যে সর্ব্বত্র প্রথমে চলিত ছিল ইহাও নিশ্চয় হইল। নিয়োগ কার্য্য সকল দেশেই প্রচলিত ছিল ॥৩৬॥

# পুরাতন বাইবেলান্তর্গত যাত্রা পুস্তক।

৩৭—যখন মূসা, প্রাপ্তবয়স্ক হইল এবং দেখিল যে একজন মিসরবাসী একজন হিব্রুকে মারিতেছে, তখন ইতস্ততঃ দৃষ্টিক্ষেপ করতঃ কেহ নাই দেখিয়া উক্ত মিসরবাসীকে বিনাশ করিল এবং উহাকে বালুকার মধ্যে লুক্কায়িত করিয়া রাখিল। দ্বিতীয় দিন নির্গত হইয়া দেখিল যে দুইজন হিব্রু পরস্পর বিবাদ করিতেছে। তখন সে উক্ত অন্যায়কারী নির্ব্বোধকে বলিল যে তুমি কেন আপনার প্রতিবাসীকে বিনাশ করিতেছ? তখন সে উহাকে কহিল যে কে তোমাকে আমাদিগের উপর অধ্যক্ষ এবং ন্যায়কারী নিযুক্ত করিয়াছে? তুমি কি অভিলাষ কর যে, যে রীতি অনুসারে তুমি মিসরবাসীকে বিনাশ করিয়াছ তদ্রূপ আমাকেও বিনাশ করিবে? তখন মূসা ভীত হইলেন এবং মনে করিলেন যে রহস্য (সর্প) নির্গত হইয়াছে॥ তৌঃ যঃ পর্ব্বঃ ২। আঃ ১১। ১২। ১৩। ১৪। ১৫।

সমীক্ষক—এক্ষণে দেখ যে মূসা যিনি বাইবেলের মুখ্য সিদ্ধ কর্ত্তা এবং মতোপদেশক আচার্য্য, তাঁহার চরিত্র ক্রোধাদি দুষ্টগুণ যুক্ত, এবং তিনি মনুষ্য হত্যাকারী ও চোরের ন্যায় রাজদণ্ড হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ব্যগ্র। অর্থাৎ যখন কার্য্য গোপন করিয়াছেন তখন অবশ্যই তাঁহাকে মিথ্যাবাদী হইতে হইবে। এইরূপ লোকেরও ঈশ্বর প্রত্যক্ষ হওয়াতে তিনি ভবিষ্যদ্বক্তা (ধর্ম্মোপদেশক) হইয়াছেন এবং তিনি ইহুদী প্রভৃতি মতপ্রবর্ত্তক হওয়াতে, উহারাও মূসারই সদৃশ হইয়াছে। এইহেতু মূসা হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীষ্টিয়ানদিগের যত মূল পুরুষ হইয়াছে তাহারা সকলেই বন্য অবস্থায় ছিলেন, কেহই বিদ্বান্ ছিলেন না॥ ৩৭॥

৩৮—এবং একটি মেষশাবক ধরিয়া বিনাশ কর। একমুষ্টি জূফা (বৃক্ষবিশেষ) গ্রহণ করিয়া পাত্রস্থিত রুধিরে উহাকে নিমগ্ন করিয়া দ্বারের উপরিভাগে এবং উভয় পার্শ্বে উহার ছাপ দাও এবং প্রভাত পর্য্যন্ত তোমাদিগের মধ্যে কেহ গৃহ দ্বারের বহির্গত হইবে না। কারণ পরমেশ্বর মিসরবাসীদিগকে বিনাশ করিবার জন্য সর্ব্বত্র যাইবেন এবং উক্ত দ্বারের উপরিভাগে এবং উভয়পার্শ্বে রুধির দর্শন করিলে সেই দ্বার হইতে চলিয়া যাইবেন এবং তোমাদিগের গৃহে বিনাশকদিগকে বিনাশার্থ যাইতে দিবেন না। তৌঃ যাঃ পঃ ১২। আঃ ২১। ২২। ২৩॥

সমীক্ষক—ইহা ত ইন্দ্রজাল-প্রকাশকারীর সদৃশ। এই ঈশ্বর কখন কি সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারেন? রুধিরের ছাপ দেখিলেই ইজরেল কুলের গৃহ জানিতে পারিবেন অন্যথা নহে। এ কার্য্য ক্ষুদ্রবুদ্ধি মনুষ্যের সদৃশ। ইহা হইতে এইরূপ বিদিত হওয়া যায় যে এ সকল কথা কোন বন্য মনুষ্যের লিখিত॥ ৩৮॥

৩৯—এইরূপ হইল যে পরমেশ্বর অর্দ্ধরাত্রে নিজ সিংহাসনোপবিষ্ট ফারোর জ্যেষ্ঠ সন্তান হইতে বন্দীগৃহস্থিত বন্দীর জ্যেষ্ঠ সন্তান পর্য্যন্ত এবং সমস্ত পশু ও প্রথমজাত শাবক দিগকেও বিনাশ করিলেন। রাত্রিতে ফারো, তাহার সেবকগণ এবং সমস্ত মিসর-বাসী লোক উঠিল এবং সমস্ত মিসরে অতিশয় বিলাপ হইতে লাগিল। কারণ এমন গৃহ ছিল না যাহাতে একজনও অন্ততঃ বিনষ্ট হয় নাই। তৌঃ যাঃ পঃ ১২। আঃ ২৯।৩০॥

সমীক্ষক—বাহবা! অর্দ্ধরাত্রে সম্পূর্ণরূপে ডাকাইতের ন্যায় খ্রীষ্টিয়ানদিগের ঈশ্বর নির্দ্দয় হইয়া শিশু, বালক, বৃদ্ধ এবং পশু পর্য্যন্তকেও বিনা অপরাধে বিনাশ করিলেন, কিঞ্চিন্মাত্র দয়া হইল না। মিশরে অতিশয় বিলাপ হওয়া সত্বেও কি খ্রীষ্টিয়ানদিগের ঈশ্বরের চিত্ত হইতে নিষ্ঠুরতা দূরীভূত হইল না? ঈশ্বর তো দূরে থাকুন এরূপ কার্য্য কোন সাধারণ মনুষ্যেরও করণীয় নহে। ইহা আশ্চর্য্য নহে কারণ, লিখিত আছে যে "মাংসাহারিণঃ কুতো দয়া"। যখন খ্রীষ্টিয়ানদিগের ঈশ্বর মাংসাহারী, তখন তাঁহার দয়া কিরূপে সম্ভব? ।৩৯॥

৪০—পরমেশ্বর তোমাদিগের জন্য যুদ্ধ করিবেন। ইজ্রেলদিগের সন্তানদিগকে কহ যে উহারা অগ্রসর হউক। পরন্তু তোমরা যষ্টি উত্তোলন কর এবং সমুদ্রের উপর হস্ত প্রসারণ করিয়া উহাকে দুই ভাগ কর। ইজ্রেলের সন্তান সকল সমুদ্রের মধ্যদেশ দিয়া সুখে ভূমির উপর দিয়া চলিয়া যাইবে। তৌঃ যাঃ পঃ ১৪। আঃ ১৪।১৫।১৬॥

সমীক্ষক—কেন মহাশয়? প্রথমে তো ঈশ্বর মেষদিগের পশ্চাৎ মেষ পালকের ন্যায় ইজ্রেল বংশদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বিচরণ করিতেন এবং এক্ষণে জানা যায় না যে কোথায় তিনি অন্তর্হিত হইলেন? অন্যথা সমুদ্রের মধ্য দিয়া চারিদিকে বাষ্পীয়যানের জন্য পথ প্রস্তুত করিয়া দিতেন এবং তাহাতে সমগ্র সংসারের উপকার হইত এবং নৌকা প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিবার শ্রম দূরীভূত হইত। পরন্তু কি করা যায়, খ্রীষ্টিয়ানদিগের ঈশ্বর কোথায় লুক্কায়িত রহিলেন তাহা কিরূপে জানা যাইবে? বাইবেলের ঈশ্বর মুসার সহিত এইরূপ অনেক অসম্ভব লীলা করিয়াছেন। পরন্তু ইহা বিদিত হওয়া গেল যে খ্রীষ্টিয়ানদিগের ঈশ্বর যেরূপ, তাঁহার সেবক এবং তাঁহার রচিত পুস্তকও তদ্রূপ। এইরূপ পুস্তক এবং এইরূপ ঈশ্বর আমাদিগের নিকট হইতে দূরে থাকিলেই মঙ্গলের বিষয় ॥৪০॥

৪১—কারণ আমি (পরমেশ্বর)। তোমাদিগের প্রজ্জ্বলিত ও সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর। যাহারা আমার উপর বৈরবুদ্ধি করে তাহাদিগের অপরাধের দণ্ড তাহাদিগের পুত্র সকলের উপর তৃতীয় এবং চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া থাকি। তৌঃ যাঃ পঃ ২০। আঃ ৫॥

সমীক্ষক—আচ্ছা পিতার অপরাধবশতঃ চারি পুরুষ পর্য্যন্ত দণ্ডদান করাকে উত্তম

মনে করা কিপ্রকার ন্যায়? উত্তম পিতার কি দুষ্ট সন্তান এবং দুষ্ট পিতার কি উত্তম সন্তান হয় না? যদি তাহা হয় তবে, চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত কিরূপে দণ্ড দেওয়া যাইতে পারে? অপরন্তু, যদি পঞ্চম পুরুষের পর কেহ দুষ্ট হয় তাহাকেই বা কেন দণ্ড দেওয়া যাইতে পারিবে না? বিনাপরাধে কাহাকেও দণ্ড দেওয়া অন্যায়কারীর কার্য্য ॥৪১॥

৪২—বিশ্রাম দিনকে পবিত্র রাখিবার জন্য স্মরণ কর। ছয় দিন যাবৎ তুমি পরিশ্রম কর। সপ্তম দিন পরমেশ্বরের, এবং ঐ দিনে তোমাদিগের ঈশ্বরের বিশ্রাম হইয়াছে। পরমেশ্বর বিশ্রামের দিনকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। তৌঃ যাঃ পঃ ২০। আঃ ৮।৯।১০ ১১ ॥

সমীক্ষক—রবিবার কি কেবল পবিত্র এবং অবশিষ্ট ছয় দিন কি অপবিত্র? পরমেশ্বর কি ছয় দিন অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন এবং তাহাতে ক্লান্ত হইয়া কি সপ্তম দিনে নিদ্রা যাইয়াছিলেন? যদি রবিবারকে আশীর্ব্বাদ দিয়া থাকেন তবে, সোমবার প্রভৃতি ছয় দিনকে কি দিয়াছিলেন? অর্থাৎ শাপ দিয়া থাকিবেন। এরূপ কার্য্য যখন বিদ্বানেরই হইতে পারে না তখন, ঈশ্বরের কিরূপে হইতে পারে? আচ্ছা রবিবারে কি গুণ আছে এবং সোম বারাদি কি দোষ করিয়াছে যে এককে পবিত্র করিলেন এবং বর দিলেন এবং অন্যকে বৃথা অপবিত্র করিয়া দিলেন ॥৪২॥

৪৩—আপনার প্রতিবেশীর বিপক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে না। আপনার প্রতিবেশীর স্ত্রী, ক্রীতদাস, ক্রীতদাসী, গো, গর্দ্দভ এবং প্রতিবেশীর অন্য যে কোন বস্তু আছে তাহার উপর লোভ করিবে না। তৌঃ যাঃ পঃ ২০। আঃ ১৬।১৭ ॥

সমীক্ষক—বাহবা! এইজন্যই তৃষ্ণাতুর যেরূপ জলের জন্য এবং বুভুক্ষু যেরূপ অন্নের প্রতি তদ্রূপ খ্রীষ্টিয়ানগণ পরদেশীয়দিগের সম্পত্তির উপর, লালসান্বিত হয়। ইহা কেবল লোলুপ এবং পক্ষপাতির কথা মাত্র। খ্রীষ্টিয়ানদিগের ঈশ্বরও অবশ্য তদ্রূপ হইবেন। যদি কেহ বলেন যে, আমরা মনুষ্যমাত্রকেই প্রতিবেশী মনে করি তাহা হইলে, মনুষ্য ব্যতিরেকে অন্য কাহাকে স্ত্রী এবং দাসীরূপে মনে করা যাইবে ও যাহাকে প্রতিবেশীভিন্নমধ্যে গণনা করা যাইতে পারে? এই হেতু এ সকল কথা স্বার্থপর মনুষ্যদিগের উপযুক্ত; ঈশ্বরের নহে ॥৪৩॥

৪৪—এক্ষণে সন্তানদিগের মধ্যে সমস্ত বালকদিগের, এবং পুরুষের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে এরূপ, সমস্ত স্ত্রীলোকদিগের প্রাণ বিনাশ কর। পরন্তু যে সকল কন্যা পুরুষের সহিত সংযুক্ত হয় নাই তাহাদিগকে, আপনাদিগের জন্য জীবিত রাখ। তৌঃ গিনতীঃ পঃ ৩১। আঃ ১৭।১৮ ॥

সমীক্ষক—বাহবা! ভবিষ্যদ্বক্তা (ধর্ম্মোপদেশক) মূসা এবং তোমাদিগের ঈশ্বর ধন্য! তাঁহারা স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ এবং পশুদিগকেও হত্যা করিতে পরাঙ্মুখ হয়েন না। ইহা

দ্বারা নিশ্চয় হইতেছে যে মূসা বিষয়ী ছিলেন কারণ, তিনি বিষয়ী না হইলে অক্ষত-যোনি অর্থাৎ পুরুষ-সমাগম-রহিত কন্যাদিগকে আপনার জন্য কেন প্রার্থনা করিবেন এবং উহাদিগকে এরূপ বিষরীভাবের নির্দ্দয় আজ্ঞা কেন দিবেন ? ৪৪ ॥

৪৫—যদি কেহ কোন মনুষ্যকে প্রহার করে এবং সে মরিয়া যায় তাহা হইলে, নিশ্চয়ই তাহাকে বিনাশ করা হইবে। যে মনুষ্য হত্যাসক্ত না থাকে এবং ঈশ্বর তাহার হস্তে কাহাকেও সমর্পণ করেন তাহা হইলে, আমি তোমাকে তাহার পলায়নের স্থান কহিয়া দিব ॥ তৌঃ যাঃ পঃ ২১। আঃ ১২।১৩ ॥

অমীক্ষক—যদি ঈশ্বরের এই ন্যায় সত্য হয় তবে মূসা যখন এক জন লোককে হত্যা করিয়া সমাহিত করতঃ পলায়ন করিল তখন, তাহার এই দণ্ড কেন হইল না ? যদি বল মূসাকে ঈশ্বর উহার বিনাশার্থ সমর্পণ করিয়াছিলেন তাহা হইলে, ঈশ্বর পক্ষপাতী হইলেন। কারণ তিনি কেন মূসার প্রতি রাজার ন্যায় দণ্ডবিধান করিতে দিলেন না ? ৪৫ ॥

৪৬—এবং পরমেশ্বরের জন্য মঙ্গলসূচক বৃষবলি অর্পিত হইল। মূসা অৰ্দ্ধেক রুধির গ্রহণ করিয়া পাত্রে স্থাপন করিলেন এবং অৰ্দ্ধেক বেদীর উপর প্রসিঞ্চন করিলেন। মূসা উক্ত রুধির লইয়া লোকদিগের উপর প্রসিঞ্চন করতঃ কহিলেন যে, পরমেশ্বরের এই সকল কার্য্যের জন্য তোমাদিগের সহিত যে নিয়ম করিয়াছেন সেই নিয়মের সূচক এই রুধির জানিবে। পরমেশ্বর মূসাকে বলিলেন যে, পর্ব্বতের উপর আমার নিকট আইস এবং সেই স্থানে অবস্থান কর। আমি তোমাকে এক প্রস্তর পট্টিকা ব্যবস্থা, এবং তোমাদিগের জন্য যে সকল আজ্ঞা লিখিয়া রাখিয়াছি তাহা, দিব। তৌঃ যাঃ পঃ ২৪। আঃ ৫।৬।৮।১২ ॥

সমীক্ষক—এক্ষণে দেখ যে ইহা বন্য মনুষ্যের কথা কি না ? পরমেশ্বর বৃষ বলি গ্রহণ করেন বেদীর উপর রুধির প্রসেক করা, ইহা কিরূপ বন্যতা ও অসভ্যতার কথা ? যখন খ্রীষ্টীয়ানদিগের ঈশ্বরও বৃষবলি গ্রহণ করেন তখন তাঁহার ভক্তগণ বৃষ এবং ধেনু বলির প্রসাদ গ্রহণ করিয়া কেন না উদর পূর্ত্তি করিবে, এবং এইরূপে কেন না জগতের হানি করিবে ? এবম্বিধ অসৎ কথায় বাইবেল পূর্ণ আছে। এইরূপ কুসংস্কার বশতঃ উহারা বেদেও এই সকল বৃথা দোষারোপ করিতে ইচ্ছা করে। পরন্তু, বেদে এ সকল কথার নামমাত্রও নাই। ইহাও নিশ্চয় হইল যে, খ্রীষ্টীয়ানদিগের ঈশ্বর কোন এক পার্ব্বতীয় লোক ছিলেন এবং পর্ব্বতে বাস করিতেন। উক্ত ঈশ্বর মসী, লেখনী এবং কাগজ প্রস্তুত করিতে জানিতেন না এবং তাঁহার কাছে উক্ত সামগ্রী সকল ছিল না বলিয়া, প্রস্তর পট্টিকার উপর লিখিয়া দিতেন এবং এই সকল বন্য লোকের সম্মুখে ঈশ্বর হইয়াও বসিয়াছিলেন ॥৪৬॥

৪৭—তিনি বলিলেন, তুমি আমার রূপ দেখিতে পারিবে না। কারণ আমাকে দেখিয়া কোন মনুষ্য জীবিত থাকে না। পরমেশ্বর বলিলেন যে, আমার নিকট একস্থান আছে এবং তুমি উক্ত ক্ষুদ্র পর্ব্বতের উপর দণ্ডায়মান থাকিবে। তখন এইরূপ হইবে যে আমার বিভব প্রজ্জ্বলিত ভাবে যখন নির্গত হইবে তখন, আমি তোমাকে পর্ব্বতের গর্ত্তে রক্ষা করিব এবং যখন নির্গত হইব তখন স্বহস্তে তোমাকে আচ্ছাদন করিব। পরে আমার হস্ত অপসৃত করিলে তুমি আমার পশ্চাদ্‌ভাগ দর্শন করিবে পরন্তু, রূপ দেখিতে পাইবে না। তৌঃ যাঃ পঃ ৩৩। আঃ ২০।২১।২২।২৩॥

সমীক্ষক—এক্ষণে দেখ যে খ্রীষ্টীয়ানদিগের ঈশ্বর কেবল মনুষ্যের ন্যায় শরীরধারী এবং মূসার সহিত কিরূপ প্রপঞ্চ রচনা করিয়া স্বয়ং ঈশ্বর হইয়া বসিয়াছেন। যদি পশ্চাৎভাগ দেখিতে পায় এবং রূপ দেখিতে না পায় তাহা হইলে, হস্ত দ্বারা উহাকে আচ্ছাদন করাও হইতে পারে না। যখন ঈশ্বর আপনার হস্ত দ্বারা মূসাকে আচ্ছাদন করিলেন তখন কি তিনি তাঁহার হস্তের রূপ দেখিতে পান নাই? ॥ ৪৭ ॥

## লয় ব্যবস্থার পুস্তক।

৪৮—পরমেশ্বর মূসাকে আহ্বান করিলেন এবং মণ্ডলীর শিবিরের মধ্য হইতে তাঁহাকে বলিলেন যে, ইজ্‌রেলের সন্তানদিগকে আহ্বান করিয়া উহাদিগকে কহ যে যদি কেহ তোমাদিগের মধ্যে পরমেশ্বরের জন্য বলি সামগ্রী লইয়া যাইতে ইচ্ছা কর তবে, তোমরা পালিত পশুর অর্থাৎ গো, বৃষ, মেষ এবং ছাগাদির মধ্য হইতে আপনাদিগের বলি আনয়ন কর। তৌঃ লৈঃ ব্যবস্থাপুস্তক পঃ ১। আঃ ১।২ ॥

সমীক্ষক—এক্ষণে বিচার কর যে খ্রীষ্টীয়ানদিগের ঈশ্বর গো বৃষাদির বলি গ্রহণ কর্ত্তা এবং তিনি আপনার জন্য বলিদান করিতে উপদেশ করিতেছেন। তিনি গো বৃষাদি পশুর রুধির পিপাসী এবং মাংসবুভুক্ষু কি না? এইহেতু তাঁহাকে অহিংসক এবং ঈশ্বর মর্য্যাদায় কখন গণনা করা যাইতে পারে না। পরন্তু তিনি মাংসাহারী ও প্রপঞ্চ মনুষ্যের সদৃশ ॥৪৮॥

৪৯—সে পরমেশ্বরের সমক্ষে উক্ত বৃষ বলিদান করিবে এবং হারুণের পুত্র সকল যাজক হইয়া উক্ত রুধির নিকটে আনয়ন করিবে এবং মণ্ডলীর শিবিরের দ্বারদেশস্থিত যজ্ঞবেদীর চারিদিকে উক্ত রুধির প্রসিক্ত করিবে। পরে, উহারা উক্ত বলি সামগ্রীর চর্ম্ম নির্গত করিবে ও উহাকে খণ্ড খণ্ড করিবে। হারুণের পুত্র যাজক সকল যজ্ঞবেদীর উপর অগ্নি স্থাপন করিবে ও উহার উপর ক্রমশঃ কাষ্ঠ সজ্জিত করিবে। হারুণের পুত্র যাজক সকল উক্ত খণ্ড সকল, মস্তক এবং মেদ যজ্ঞবেদীর অগ্নির উপরিস্থিত কাষ্ঠের উপর বিধিপূর্ব্বক ধারণ করিবে। এইরূপে অগ্নিদ্বারা সুগন্ধার্থ পরমেশ্বরের জন্য বলি

প্রদত্ত হইলে, বলি সামগ্রী প্রস্তুত হইবে। তৌঃ লয় ব্যবস্থা পুস্তক, পঃ ১। আঃ ৫।৬।৭।৮।৯ ॥

সমীক্ষক—সামান্য বিচার করিয়া দেখ যে, পরমেশ্বরের সম্মুখে তাঁহার ভক্ত বৃষ বিনাশ করিবে এবং তিনি বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত করিতেছেন। চারিদিকে রুধির প্রসেক করিবে, অগ্নিতে হোম করিবে ও ঈশ্বর সুগন্ধ আঘ্রাণ করিবেন, এই সকল ব্যাপার কি হত্যাজীবিদিগের গৃহে যাহা হইয়া থাকে তদপেক্ষা কোনরূপে ন্যূন? এইহেতু বাইবেল ঈশ্বরকৃত নহে এবং বন্য মনুষ্যের ন্যায় লীলাধারী। এই ঈশ্বর কখন ঈশ্বর হইতে পারেন না ॥৪৯॥

৫০—পুনরায় পরমেশ্বর মূসাকে আহ্বান করিয়া কহিলেন যে, কৃতাভিষেক যাজক যদি সাধারণ লোকের তুল্য পাপ করেন তবে তিনি আপনার অনুষ্ঠিত পাপের নিমিত্ত ও আপনার পাপের বলি স্বরূপ নির্দ্দোষ এক বৃষ পরমেশ্বরের জন্য লইয়া যাইবেন এবং বৃষের মস্তকের উপর আপনার হস্ত স্থাপন করিবেন ও পরমেশ্বরের সম্মুখে উক্ত বৃষকে বলি দিবেন। লৈব্যঃ তৌঃ পঃ ৪। আঃ ১।৩।৪ ॥

সমীক্ষক—এক্ষণে দেখ যে, পাপ খণ্ডনার্থ প্রায়শ্চিত্ত করিতেও স্বয়ং পাপ করিবে এবং গো প্রভৃতি উত্তম পশুদিগকে হত্যা করিবে; পরমেশ্বরও উহাতে প্রবৃত্ত করেন। খ্রীষ্টীয়ানগণ! তোমরাই ধন্য! এইরূপ কার্য্য সকলের অনুষ্ঠাতা এবং প্রবর্ত্তককেও ঈশ্বর মনে করিয়া আপনাগিগের মুক্তি প্রভৃতির আশা করিতেছ ॥ ৫০ ॥

৫১—যখন কোন অধ্যক্ষ পাপ করিবেন তখন তিনি কোন ছাগের নির্দ্দোষ পুংশাবক আপনার বলি সামগ্রী স্বরূপ লইবেন এবং পরমেশ্বরের সম্মুখে উহা বলি দিবেন। ইহা পাপের বলি হইয়া থাকে। তৌঃ লৈঃ পঃ ৪। আঃ ২২।২৩।২৪ ॥

সমীক্ষক—বাহবা! যদি এরূপ হইল তবে ইহাদিগের অধ্যক্ষ অর্থাৎ ন্যায়াধীশ এবং সেনাপতি প্রভৃতি পাপ করিতে কেন ভীত হইবেন? স্বয়ং তো যথেষ্ট পাপ করিবে এবং প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ গো, বৃষ এব ছাগাদির প্রাণ বিনাশ করিবে! এইজন্যই খ্রীষ্টীয়ানগণ কোন পশু অথবা পক্ষীর প্রাণ গ্রহণ করিতে শঙ্কিত হয়েন না। খ্রীষ্টীয়ানগণ! শ্রবণ কর, এক্ষণে এব বন্য মত পরিত্যাগ করিয়া সুসভ্য ও ধর্ম্মময় বেদমত স্বীকার কর। তাহা হইলে তোমাদিগের কল্যাণ হইবে ॥ ৫১ ॥

৫২—যদি উহার মেষ আনিবার উপযুক্ত সম্পত্তি না থাকে তাহা হইলে আপনার কৃত অপরাধের জন্য ২টী ঘুঘু পক্ষী এবং ২টী কপোত শাবক পরমেশ্বরে জন্য আনয়ন করিবে। উহাদিগের গলদেশের পার্শ্ব দিয়া মুচ্ড়াইবে পরন্তু শিরশ্ছেদ করিবে না। উহারা কৃতাপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিবে এবং উহার জন্য ক্ষমা প্রদর্শিত হইবে। পরন্তু যদি ২টী ঘুঘু পক্ষী এবং কপোতের ২টী শাবক আনয়নের উপযুক্ত সম্পত্তিও না থাকে

তাহা হইলে, এক সের ময়দার দশম ভাগ বলি সামগ্রীরূপে আনয়ন করিবে। * উহাতে তৈল প্রক্ষেপ করিবে না। তবে উহাকে ক্ষমা করা যাইবে। তৌঃ লৈঃ পঃ ৫। আঃ ৭।৮।১০।১১।১৩ ॥

সমীক্ষক—এক্ষণে শ্রবণ কর যে, খৃষ্টীয়ানদিগের মধ্যে কোন দরিদ্র অথবা ধনাঢ্য কিম্বা নিতান্ত নিঃস্বও পাপ করিতে ভীত হয় না। কারণ ইহাদিগের ঈশ্বর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা সহজ করিয়া রাখিয়াছেন। খৃষ্টীয়ানদিগের বাইবেলে এই এক অতি অদ্ভুত কথা আছে যে, কষ্ট ভোগ ব্যতিরেকেও পাপানুষ্ঠান দ্বারা পাপ খণ্ডিত হইয়া যায়। কারণ, প্রথমতঃ পাপ করে এবং দ্বিতীয়তঃ জীবহিংসা দ্বারা অতিশয় আনন্দপূর্ব্বক মাংস ভোজন করে এবং মনে করে যে তৎসহ পাপেরও খণ্ডন হইল। কপোত শাবকের গলদেশ মুচ্ড়াইলে অধিকক্ষণ ধড়ফড় করে তথাপি খ্রীষ্টীয়ানদিগের দয়া হয় না। যখন ইহাদিগের ঈশ্বরই হিংসা করিবার উপদেশ দেন তখন ইহাদিগের কিরূপে দয়া উপস্থিত হইবে? যখন সমস্ত পাপের এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত নিয়ম আছে যে কেবল ঈশার উপর বিশ্বাস মাত্রেই পাপের খণ্ডন হয় তখন, এতাদৃশ মহৎ আড়ম্বর কেন? ॥ ৫২ ॥

৫৩—যে যাজক বলি সমর্পণ করিবেন সেই বলির চর্ম্ম তাঁহারই হইবে। চুল্লীতে, কটাহে অথবা লৌহপাত্রে যাহা পক্ক হইবে তৎসমস্ত, ভোজনার্থ বলি সামগ্রী উক্ত যাজকের হইবে। তৌঃ লৈঃ পঃ ৭। আঃ ৮।৯ ॥

সমীক্ষক—আমরা জানিতাম যে দেবীপূজক সন্ন্যাসী এবং মন্দিরস্থ পূজকদিগের মধ্যেই বিচিত্র "পোপ লীলা" আছে। পরন্তু খ্রীষ্টীয়ানদিগের ঈশ্বর এবং তাঁহার পূজকদিগের মধ্যে উহার সহস্রগুণ অধিক "পোপলীলা" আছে। কারণ চর্ম্মের মূল্য এবং ভোজনার্থ পদার্থ সকল উপস্থিত হইলে খ্রীষ্টীয়ানগণ অতিশয় আনন্দোৎসব করিতেন এবং এক্ষণেও বোধ হয় করিয়া থাকেন। আচ্ছা কোন মনুষ্য কি এক পুত্রকে বিনাশ

* এই ঈশ্বর ধন্য! যিনি গোবৎস, মেষ ও ছাগশাবক, কপোত এবং ময়দা পর্য্যন্ত গ্রহণ করিবার নিয়ম করিয়াছেন। অদ্ভুত কথা এই যে কপোতশাবকের "গলদেশ মুচড়াইয়া" গ্রহণ করিতেন অর্থাৎ গল কর্ত্তন করিবার পরিশ্রম করিতে হইবে না। এই সকল বিষয় দেখিলে এইরূপে বিদিত হওয়া যায় যে, বন্যদিগের মধ্যে কোন চতুর পুরুষ ছিলেন তিনি, পর্ব্বতের উপর গিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন এবং আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া প্রসিদ্ধ করিয়াছিলেন। বন্যলোক অজ্ঞানী হওয়াতে উহারা তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল। আপনার যুক্তিবলে উক্ত পর্ব্বতের উপর ভোজনার্থ পশু, পক্ষী এবং এবং অন্নাদি প্রার্থনা করিতেন এবং আনন্দ করিতেন। তাঁহার দূত "ফরিস্তা" কার্য্য করিত। গোবৎস মেষ ও ছাগশাবক, কপোত এবং উত্তম ময়দা ভোজনকর্ত্তা বাইবেলের ঈশ্বর কোথায় এবং সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বজ্ঞ, অজন্মা, নিরাকার, সর্ব্বশক্তিমান্ এবং ন্যায়কারী ইত্যাদি উত্তমগুণযুক্ত বেদোক্ত ঈশ্বর কোথায়? ইহাদিগের কতদূর প্রভেদ তাহা সজ্জনগণ বিচার করুন।

করিয়া উহার মাংস অপর পুত্রকে ভোজন করায়? এরূপ কখন কি হইতে পারে? এইরূপই ঈশ্বরের নিকট মনুষ্য পশু পক্ষী আদি সমস্ত জীব পুত্রবৎ হইয়া থাকে। সুতরাং, পরমেশ্বর এরূপ কার্য্য কখনই করিতে পারেন না। এইহেতু বাইবেল ঈশ্বরকৃত নহে এবং উহার লিখিত ঈশ্বর ও তাঁহার উপর বিশ্বাসী লোক সকল কখন ধর্ম্মজ্ঞ হইতে পারেন না। লয় ব্যবস্থাদি পুস্তক এইরূপ সমস্ত বিষয়ে পূর্ণ আছে। উহা আর কত উল্লেখ করা যাইবে? ॥৫৩॥

## গণনা পুস্তক।

৫৪—উক্ত গর্দ্দভী পথে দেখিতে পাইল, পরমেশ্বরের দূত হস্তে তরবারি আকর্ষণ করতঃ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। গর্দ্দভী মার্গ হইতে ভিন্ন ক্ষেত্রে ফিরিয়া গেল। উহাকে উক্তমার্গে ফিরিয়া আসিবার জন্য বলামন যষ্টী প্রহার করিল। তখন পরমেশ্বর গর্দ্দভীর মুখ খুলিয়া দিলেন এবং সে বলামনকে কহিল "আমি তোমার কি করিয়াছি যে তুমি আমাকে এক্ষণে আমাকে তিন বার প্রহার করিলে।" তৌঃ গিঃ পঃ ২২। আঃ ২৩.২৮

সমীক্ষক—প্রথমে গর্দ্দভ পর্য্যন্ত ঈশ্বরের দূতদিগকে দেখিতে পাইত এবং এক্ষণে বিশপ (প্রধান ধর্ম্মযাজক) ও পাদরী (সাধারণ ধর্ম্মযাজক) প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ অথবা নিকৃষ্ট মনুষ্যগণও ঈশ্বর অথবা তাঁহার দূতকে দেখিতে পান না। তবে আজ কাল কি পরমেশ্বর এবং তাঁহার দূত সকল নাই? যদি থাকেন তবে, কি ভয়ানক নিদ্রায় প্রসুপ্ত আছেন? অথবা তাঁহারা পীড়িত হইয়াছেন কিংবা অন্য ভূগোলে প্রস্থান করিয়া থাকি-বেন। বোধ হয় অন্য কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; কিংবা তাঁহারা খ্রীষ্টীয়ানদিগের উপর রুষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন অথবা মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছেন? তাঁহাদের কি হইয়াছে তাহা জানা যায় না। তবে এইরূপ অনুমান হয় যে যখন এক্ষণে তাঁহারা নাই এবং দৃষ্টিগোচর হয়েন না তখন, পূর্ব্বেও ছিলেন না এবং দৃষ্টিগোচর হইতেন না সুতরাং, এ সকল কেবল মনঃকল্পিত উপন্যাস কথা মাত্র ॥৫৪॥

### সমুএলের দ্বিতীয় পুস্তক।

৫৫—উক্ত রাত্রিতে এইরূপ হইল যে বক্ষ্যমাণরূপ প্রকাশ করতঃ পরমেশ্বরের বাক্য নাতনের কর্ণগোচর হইল। পরমেশ্বর কহিলেন যে তুমি যাও এবং আমার সেবক দাউদকে কহ যে, পরমেশ্বর কহিতেছেন যে তুমি আমার নিবাসের জন্য একটী গৃহ নির্ম্মাণ কর। কারণ যখন ইস্রেলের সন্তানদিগকে মিসর হইতে নির্গত করিয়া আনয়ন করিয়াছি সেই অবধি অদ্য পর্য্যন্ত আমি গৃহে বাস করি নাই পরন্তু, কেবল শিবিরে এবং বাসা বাটীতে অবস্থান করিয়া আসিতেছি। তৌঃ সমুএলের ২য় পুস্তকঃ পঃ ৭। আঃ ৪।৫।৬॥

সমীক্ষক—খ্রীষ্টীয়ানদিগের ঈশ্বর মনুষ্যবৎ দেহধারী নহেন বলিয়া এক্ষণে আর সন্দেহ রহিল না। তিনি তিরস্কারসূচক আবেদন করিতেছেন যে আমি অনেক পরিশ্রম করিয়াছি এবং ইতঃস্ততঃ বিচরণ করিয়া বেড়াইয়াছি। এক্ষণে যদি দাউদ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দেয় তবে তাহাতে বিশ্রাম করি। এইরূপ ঈশ্বর এবং এইরূপ পুস্তকের উপর শ্রদ্ধা করিতে খ্রীষ্টীয়ানদিগের কি লজ্জা হয় না? পরন্তু কি করা যাইতে পারে, যখন হতভাগ্যগণ একবার বদ্ধ ও আসক্ত হইয়া পড়িয়াছে তখন নিষ্ক্রমণের জন্য এক্ষণে বিশেষ প্রযত্ন ভিন্ন উপায় নাই॥৫৫॥

রাজাদিগের পুস্তক।

৫৬—ব্যাবিলনের রাজা নবুখদ নজরের রাজ্যের উনবিংশ বৎসরের পঞ্চম মাসের সপ্তম তিথিতে উক্ত রাজার কোন সেবক এবং নিজ সেনার প্রধান অধ্যক্ষ নবুসর অদ্দান যরুসালমে আগমন করিলেন। তিনি পরমেশ্বরের মন্দির, রাজভবন, যরুসালমস্থিত সমস্ত সাধারণ গৃহ এবং সমস্ত প্রধান প্রধান গৃহ ভস্মসাৎ করিলেন। উক্ত সেনাধ্যক্ষের সহিত যে সমস্ত কসাদীদিগের সেনা ছিল, তাহারা যরুসালমের চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীর ভগ্ন করিয়া দিল। তৌঃ রাঃ পঃ ২৫। আঃ ৮।৯ ১০॥

সমীক্ষক—ইহার উপায় কি হইতে পারে? ঈশ্বর আপনার বিশ্রামার্থ দাউদ দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং উহাতে বোধ হয় স্বচ্ছন্দ অনুভব করিতেন। পরন্তু নবুসর অদ্দান উক্ত ঈশ্বরের গৃহ নস্ট ভ্রষ্ট করিয়া দিল এবং ঈশ্বর অথবা তাঁহার দূতসেনা কিছুই করিতে পারিল না। প্রথমে অবশ্য ঈশ্বর অত্যন্ত যোদ্ধা ছিলেন এবং জয়লাভ করিতেন। পরন্তু এক্ষণে আপনার গৃহ দগ্ধ, ভগ্ন এবং চূর্ণিত হইল তথাপি তিনি নিশ্চেষ্ট হইয়া কেন যে বসিয়া রহিলেন, তাহা বলা যায় না। তাঁহার দূত কোথায় পলায়ন করিল তাহাও জানা যায় না। এই সময়ে কেহই কার্য্যে আসিল না। ঈশ্বরের পরাক্রমও যে কোথায় উড্ডীন হইয়া গেল তাহাও বলা যায় না। একথা যদি সত্য হয় তবে প্রথমে যে যে বিষয়ের কথা লিখিত হইয়াছে তৎসমুদয়ই ব্যর্থ হইয়া গেল? মিশরের বালক ও বালিকাদিগকে হত্যা করিয়াই কি তিনি শূরবীর হইয়া পড়িয়াছিলেন? এক্ষণে শূরবীরদিগের সমক্ষে নিস্তব্ধ ও নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলেন। খৃষ্টীয়ানদিগের ঈশ্বর ইহাতে আপনার নিন্দা এবং অপ্রতিষ্ঠা উপস্থাপিত করিলেন। এই পুস্তক এইরূপ সহস্র সহস্র নিরর্থক কথায় পূর্ণ আছে॥৫৬॥

# ধর্ম্মগীত দ্বিতীয় ভাগ।

## সাময়িক ঘটনার প্রথম পুস্তক।

৫৭—আমার পরমপ্রভু ঈশ্বর ইস্রেলদিগের উপর মারীভয় প্রেরণ করিলেন এবং

ইজ্‌রেলদিগের মধ্যে সপ্ততিসহস্র পুরুষ বিনষ্ট হইল। কালঃ ( ১ভা ) দ্বিঃ ২। পঃ ২১। আঃ ১৪॥

সমীক্ষক—এক্ষণে ইজ্‌রেল এবং খৃষ্টিয়ানদিগের ঈশ্বরের লীলা দেখ। যিনি ইজ্‌রেলকুলে অনেক বর প্রদান করিয়াছেন এবং দিবারাত্র যাহাদিগের পালনার্থ বিচরণ করিতেন তিনিই, এক্ষণে সহসা ক্রুদ্ধ হইয়া মারীভয় প্রেরণ করিয়া সপ্ততি সহস্র মনুষ্যকে বিনষ্ট করিলেন। এ বিষয়ে কোন কবি যাহা লিখিয়াছেন তাহা সত্য। যথা—

**ক্ষণে রুষ্টঃ ক্ষণে তুষ্টো রুষ্টতুষ্টঃ ক্ষণে ক্ষণে।**
**অব্যবস্থিতচিত্তস্য প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্করঃ ॥ ১ ॥**

যেরূপ কোন লোক কখন সহসা প্রসন্ন এবং কখন সহসা অপ্রসন্ন হয় অর্থাৎ যে সহসা প্রসন্ন ও অপ্রসন্ন হয় তাহার, প্রসন্নতা ভয়দায়ক হইয়া থাকে। খ্রীষ্টিয়ানদিগের ঈশ্বরের লীলাও তদ্রূপ ॥ ৫৭ ॥

এয়ুবের পুস্তক।

৫৮—একদিন এরূপ হইল যে পরমেশ্বরের সমক্ষে ঈশ্বরের পুত্র সকল আসিয়া দণ্ডায়মান হইল এবং তাহাদিগের মধ্যে তাহার সমক্ষে শয়তানও আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। পরমেশ্বর শয়তানকে জিজ্ঞাসিলেন তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ; তখন শয়তান উত্তর করিল আমি পৃথিবীতে বিচরণ করতঃ ও ইতস্ততঃ ভ্রমণ করতঃ চলিয়া আসিতেছি। তখন পরমেশ্বর শয়তানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি আমার দাস এয়ুবকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া থাকিবে যে তাহার সদৃশ পৃথিবীতে আর কেহই নাই। উক্ত সিদ্ধ এবং পবিত্র মনুষ্য ঈশ্বর হইতে ভীত হয় এবং পাপ হইতে পৃথক্ থাকে। সে এ পর্য্যন্ত আপনার সততা রক্ষা করিয়াছে এবং তুমি অকারণ উহাকে নাশ করিবার জন্য আমাকে উত্তেজনা করিয়াছ। তখন শয়তান পরমেশ্বরকে উত্তরে কহিল যে চর্ম্মের পরিবর্ত্তে চর্ম্ম হইয়া থাকে। বস্তুতঃ মনুষ্যের যাহা কিছু আছে সে আপনার প্রাণের নিমিত্ত প্রদান করিবে। পরন্তু এক্ষণে আপনার হস্ত প্রসারণ করুন এবং উহার অস্থি ও মাংস স্পর্শ করুন। তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই ( আপনার সমক্ষে ) আপনাকে অভিসম্পাদ (নিন্দা) করিবে। তখন পরমেশ্বর শয়তানকে কহিলেন যে সে তোমার হস্তগত রহিয়াছে। তুমি কেবল তাহার প্রাণনাশ করিও না। তখন শয়তান পরমেশ্বরের সম্মুখ হইতে প্রস্থান করিল এবং এয়ুবের চরণ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত স্ফোটক দ্বারা ক্লেশ দিতে লাগিল। এয়ুব পুঃ পঃ ২। আঃ ১ ২ ৩।৪।৫ ৬ ৭।

সমীক্ষক—এক্ষণে খৃষ্টিয়ানদিগের ঈশ্বরের সামর্থ্য দেখ যে শয়তান তাঁহার সমক্ষে

তাঁহার ভক্তকে ক্লেশ দিতেছে এবং তিনি শয়তানকে দণ্ড ও আপনার ভক্তকে রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। তাঁহার দূতের মধ্যেও কেহ উহার সমকক্ষতা করিতে পারে না। এক শয়তানেই সকলকে ভয়াক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে। তদ্ব্যতীত খ্রীষ্টিয়ানদিগের ঈশ্বরও সর্ব্বজ্ঞ নহেন। যদি তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইতেন তাহা হইলে, শয়তান দ্বারা এয়ুবের কেন পরীক্ষা করিবেন? ॥ ৫৮ ॥

## উপদেশ পুস্তক।

৫৯—আমার অন্তঃকরণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং জ্ঞানের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছে। আমি বুদ্ধি, মত্ততা এবং মূঢ়তা জানিবার জন্য মনোনিবেশ করিয়াছি। আমি বুঝিয়াছি যে ইহা কেবল মনঃক্লেশের কারণ মাত্র। যেহেতু অধিক বুদ্ধি হইতে অতিশয় শোক এবং জ্ঞানবৃদ্ধির সহিত দুঃখের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। উঃ উঃ পঃ ১। আঃ ১৬।১৭।১৮॥

সমীক্ষক—দেখ জ্ঞান এবং বুদ্ধি পর্য্যায়বাচক শব্দ হইলেও উহাদিগকে দ্বিবিধ মনে করা হইতেছে। বুদ্ধি-বৃদ্ধি হইতে শোক এবং দুঃখ মনে করা ইত্যাদি অবিদ্বান্ ব্যতিরেকে কে লিখিতে পারে? এই হেতু বাইবেল ঈশ্বরের রচিত হওয়া দূরে থাকুক কোন বিদ্বান্ লোকেরও রচিত নহে ॥ ৫৯ ॥

উপরে প্রাচীন বাইবেলের ধর্ম্মগীত সম্বন্ধে লিখিত হইল। এক্ষণে মথি প্রভৃতি রচিত নব্য বাইবেলের বিষয় কিছু লিখিত হইতেছে। খ্রীষ্টিয়ানেরা ইহার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। ইহার নাম (ইঞ্জীল) নব্য বাইবেল রাখা হইয়াছে। সামান্যতঃ উহার পরীক্ষা বিষয় অর্থাৎ উহা কিরূপ তাহা লিখিত হইতেছে॥

## মথি রচিত নব্য বাইবেল।

৬০—যীশুখ্রীষ্টের জন্ম এই প্রকারে হইয়াছিল। তাঁহার মাতা মেরি ইউসফের সহিত বাগ্‌দত্তা হইয়াছিলেন। কিন্তু উহারা পরস্পর একত্র হইবার পূর্ব্বে দৃষ্ট হইল যে, তিনি পবিত্রাত্মা দ্বারা গর্ভবতী হইয়াছেন। পরমেশ্বরের কোন দূত স্বপ্নাবস্থায় তাহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন, হে দাউদপুত্র ইয়ুসপ! তুমি স্বীয় স্ত্রী মেরিকে এস্থানে আনয়ন করিতে সঙ্কুচিত হইওনা কারণ, তাহার যে গর্ভ রহিয়াছে উহা, পবিত্রাত্মা দ্বারা হইয়াছে॥ ইঃ পঃ ১। আঃ ১৮।২০॥

সমীক্ষক—এ সকল কথা কোন বিদ্বান্ লোক বিশ্বাস করিতে পারেন না। যে সকল বিষয় প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ এবং সৃষ্টিক্রম বিরুদ্ধ তাহা, বিশ্বাস করা মূর্খ ও বন্য মনুষ্যদিগের কার্য্য, সভ্য ও বিদ্বান্‌দিগের নহে। ভাল! পরমেশ্বরের যে সকল নিয়ম আছে তাহা, কি কেহ ভগ্ন করিতে পারে? যদি পরমেশ্বরই নিয়মের পরিবর্ত্তন করেন তাহা হইলে, কেহই তাঁহার আজ্ঞা পালন করিবে না। তিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং নির্ভ্রম। পূর্ব্বোল্লিখিতরূপে যে যে কুমারীর গর্ভ হইয়া পড়িবে তাহাদিগের সম্বন্ধে সকলেই

বলিতে পারে যে, উক্ত গর্ভ ঈশ্বরের অনুগ্রহে হইয়াছে এবং পরমেশ্বরের দূত আমাকে স্বপ্নে বলিয়া দিয়াছেন যে, পরমাত্মা হইতেই এই গর্ভ হইয়াছে ইত্যাদি, মিথ্যা কথা প্রচার করিয়া দিতে পারে। এই সকল অসম্ভব প্রপঞ্চ যেরূপ রচিত হইয়াছে, তদ্রূপ পুরাণ সমূহেও সূর্য্য হইতে কুন্তীর গর্ভ হইয়াছে ইত্যাদি লিখিত হইয়াছে। নির্ব্বোধ ও মূর্খ ধনী লোকেরা এই সকল কথা বিশ্বাস করিয়া ভ্রমজালে পতিত হয়। এস্থলে এইরূপ হইয়া থাকিবে যে, মেরী কোন পুরুষের সমাগম বশতঃ গর্ভবতী হইয়াছিলেন। সেই পুরুষ অথবা অন্য কেহ এইরূপ অসম্ভব কথা প্রচার করিয়া দিয়াছিল যে, তাঁহার গর্ভ ঈশ্বরের অনুগ্রহে হইয়াছে ॥ ৬০ ॥

৬১—তখন আত্মা যীশুকে শয়তান দ্বারা পরীক্ষা করাইবার জন্য বনে লইয়া গেলেন। তিনি ৪০ দিন এবং ৪০ রাত্রি উপবাস করতঃ পশ্চাৎ ক্ষুধার্ত্ত হইলেন। তখন পরীক্ষক কহিল যে যদি তুমি ঈশ্বরের পুত্র হও তবে, আজ্ঞা কর যে এই সকল প্রস্তর পিষ্টক হইয়া যাউক। ইঃ পঃ ৪। আঃ ১।২।৩॥

সমীক্ষক—ইহা হইতে স্পষ্ট সিদ্ধ হইতেছে যে, খ্রীষ্টিয়ানদিগের ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ নহেন। কারণ তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইলে শয়তান দ্বারা তাহার পরীক্ষা না করাইয়াই, স্বয়ং জানিয়া লইতেন। আচ্ছা কোন খ্রীষ্টয়ান এক্ষণে ৪০ দিন এবং ৪০ রাত্রি অনাহার থাকিলে, জীবিত থাকিতে পারে? ইহা দ্বারা ইহাও সিদ্ধ হইতেছে যে, তিনি ঈশ্বরের পুত্র নহেন এবং তাঁহাতে কোনরূপ সিদ্ধি ছিল না; অন্যথা, সয়তানের সমক্ষে প্রস্তরকে কেন তিনি পিষ্টকে পরিবর্ত্তিত করিলেন না এবং স্বয়ংই বা কেন অনাহারে রহিলেন? ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে পরমেশ্বর যাহাকে প্রস্তর রচনা করিয়াছেন কেহ তাহাকে পিষ্টকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে না এবং পরমেশ্বরও পূর্ব্বকৃত নিয়ম পরিবর্ত্তিত করিতে পারেন না, কারণ তিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং তাঁহার সমস্ত কার্য্যই ভ্রম ও প্রমাদরহিত ॥৬১॥

৬২। তিনি উহাদিগকে বলিলেন যে, আমার পশ্চাৎ আগমন কর, আমি তোমাদিগকে মনুষ্যরূপ মৎস্যগ্রাহী করিব। তাহারা সত্বর জাল ত্যাগ করিয়া তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। ইঃ পঃ ৪। আঃ ১৯।২০।২১ ॥

সমীক্ষক—ইহা দ্বারা বিদিত হওয়া যায় যে, প্রাচীন বাইবেলের দশম আজ্ঞা মধ্যে যে পাপের কথা লিখিত আছে (অর্থাৎ সন্তানগণ আপনার মাতা ও পিতাকে সেবা ও সম্মান না করিলে উহাদিগের আয়ুক্ষয় হইবে) সেই পাপ বশতঃ (অর্থাৎ আপনার মাতা ও পিতার সেবা ত্যাগ করিয়া এবং অন্যকে মাতা ও পিতার সেবা হইতে নিবৃত্ত করার অপরাধ বশতঃ) যীশু দীর্ঘায়ু হন নাই। ইহাও বিদিত হওয়া গেল যে যীশু মনুষ্যদিগকে আসক্ত করিবার জন্য এক মত প্রচার করিয়াছিলেন এবং মনে করিয়াছিলেন যে জাল দ্বারা যেরূপ মৎস্য ধৃত হইয়া থাকে তদ্রূপ, স্বমত দ্বারা মনুষ্যদিগকে আবদ্ধ করিয়া

আপনার প্রয়োজন সাধন করিবেন। যীশু যখন এইরূপ ছিলেন তখন, আজকালের সাধারণ (পাদরী) ধর্ম্মযাজকগণ যে আপনাদিগের জালে মনুষ্যদিগকে বদ্ধ করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বহুসংখ্যক বৃহৎ বৃহৎ মৎস্য আবদ্ধ করিয়া জালবদ্ধকারীর যেরূপ প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে এবং উত্তম জীবিকা লাভ হয় তদ্রূপ, যে ব্যক্তি অনেক মনুষ্যকে আপনার মতে আনয়ন করিতে পারে তাহারই, অধিক প্রতিষ্ঠা ও উত্তম জীবিকা লাভ হইয়া থাকে। এই হেতু যাহারা বেদ এবং অন্য শাস্ত্র পাঠ করে নাই সেই সকল হতভাগ্য ও নির্ব্বোধ লোকদিগকে ইহারা আপনাদিগের জালে আবদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে আপনার মাতা, পিতা ও কুটুম্বদিগের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। অতএব সমস্ত আর্য্য বিদ্বান্‌দিগের উচিত যে, তাঁহারা ইহাদিগের ভ্রমজাল হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিয়া অন্য নির্ব্বোধ স্বদেশবাসীদিগকেও রক্ষা করিতে যেন তৎপর থ কেন ॥৬২॥

৬৩—তখন যীশু সমস্ত গালীল দেশের সভায় উপদেশ প্রদান করতঃ রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করিয়া এবং নানা লোকের নানাবিধ রোগ এবং পীড়া আরোগ্য করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিকট পক্ষাঘাত প্রভৃতি নানা প্রকার রোগে আক্রান্ত ও ভূতগ্রস্ত যত লোক আনীত হইল, তিনি তাহাদিগের সকলকে আরোগ্য করিলেন। ইঃ মথিঃ পঃ ৪। আঃ ২৩।২৪।২৫॥

সমীক্ষক—ইদানীন্তন "পোপলীলা" প্রকাশ করতঃ মন্ত্র পুরশ্চরণ আশীর্ব্বাদ, বীজ এবং ভস্মের টীপ প্রদান দ্বারা ভূত নিষ্ক্রামণ, এবং রোগোপশম যদি সত্য হয় তাহা হইলে, এই নব্য বাইবেলের কথাও সত্য হইবে। নির্ব্বোধ লোকদিগকে ভ্রমে পতিত করিবার জন্য এই সকল কথার প্রচার হইয়াছে। খ্রীষ্টিয়ানগণ যদি এই সকল কথা বিশ্বাস করিতে পারেন তবে, এস্থানের দেবীপূজক "পোপ"দিগের কথা কেন না বিশ্বাস করিবেন? কারণ উহাদিগের কথাও এই সকল কথার তুল্য ॥৬৩॥

৬৪—যে ব্যক্তি দীনমনাঃ সেই ধন্য, কারণ স্বর্গ তাহারই হইয়া থাকে। কারণ আমি সত্য করিতেছি যে, যৎকাল পর্য্যন্ত আকাশ এবং পৃথিবী বিচলিত না হইবে ততদিন পর্য্যন্ত, ব্যবস্থার এক মাত্রা অথবা এক বিন্দুও পূর্ণ না হইয়া যাইবে না। এই জন্য যদি কেহ এই সকল আজ্ঞার মধ্যে অতি সামান্য আজ্ঞারও লোপ করে এবং লোকদিগকে তদনুযায়ী শিক্ষা প্রদান করে তাহা হইলে, স্বর্গরাজ্য মধ্যে সে অতি নিকৃষ্ট কথিত হইবে। ইঃ মথিঃ পঃ ৫। আঃ ৩।৪।১৮।১৯॥

সমীক্ষক—যদি স্বর্গ এক হয় তবে, রাজাও এক হওয়া উচিত। এই হেতু যত দীনমনাঃ আছে তাহারা সকলেই যদি স্বর্গরাজ্যে গমন করে তাহা হইলে, স্বর্গরাজ্যের অধিকার কাহার হইবে? সকলে পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহ করিবে এবং রাজ্য ব্যবস্থা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে। দীন শব্দে যদি দরিদ্র গৃহীত হয় তাহা হইলেও সঙ্গত হয় না।

উক্ত শব্দে যদি নিরভিমান গ্রহণ করা যায় তাহা হইলেও সঙ্গত হইতে পারে না কারণ, দীন এবং ( নিরভিমান ) শব্দ একার্থ নহে। পরন্তু যে মনোমধ্যে দীন হয় তাহার, কখন সন্তোষ হয় না ; সুতরাং এ কথা সঙ্গত নহে। যখন আকাশ এবং পৃথিবী বিচলিত হইবে তখন, ব্যবস্থাও বিচলিত হইবে এরূপ অনিত্য ব্যবস্থা মনুষ্যেরই হইয়া থাকে, সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের হইতে পারে না। অধিকন্তু যে এই আজ্ঞা পালন করিবে না সে স্বর্গে অতি নিকৃষ্টরূপে পরিগণিত হইবে ইত্যাদি কহিয়া কেবল প্রলোভন ও ভয় উৎপাদন করা হইয়াছে মাত্র ॥৬৪॥

৬৫—আমাদিগের দিবসের উপযোগী অন্ন অদ্য আমাদিগকে প্রদান কর। পৃথিবীতে নিজের জন্য ধন সঞ্চয় করিও না ॥ ইঃ মঃ পঃ ৬। আঃ ১১। ১৯ ॥

সমীক্ষক—ইহা দ্বারা বিদিত হওয়া যায় যে, যখন যীশুর জন্ম হয় তৎকালের লোক সকল আরণ্য ও দরিদ্র ছিল এবং ঈশাও তদ্রূপ দরিদ্র ছিলেন। সেই জন্য দিবসের উপযোগী অন্ন প্রাপ্তির জন্য ঈশ্বরকে প্রার্থনা করাও শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। যদি ইহা সঙ্গত হয় তবে, খ্রীষ্টিয়ানগণ কেন ধন সঞ্চয় করেন? তাঁহাদিগের উচিত যে ঈশ্বরের বচনের বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া এবং দান ও পুণ্য করতঃ সকলেরই দীন হইয়া যাওয়া উচিত ॥ ৬৫ ॥

৬৬—যাহারা আমাকে প্রভু বলিয়া সম্বোধন করে তাহারা কেহই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিবে না। ইঃ মঃ পঃ ৭। আঃ ২১ ॥

সমীক্ষক—এক্ষণে বিচার করা উচিত যে, মহা মহা পাদরী ( প্রধান ধর্ম্মযাজক বিসপ ) খ্রীষ্টিয়ানগণের পক্ষে ঈশার বাক্য সত্য বলিয়া অবধারিত হইলে তাঁহারা কখনও তাঁহাকে ( যীশুকে ) "প্রভু" অর্থাৎ ঈশ্বর কহিবেন না। যদি এ কথা বিশ্বাস না করেন তাহা হইলে, কখন পাপ হইতে রক্ষা পাইবেন না ॥৬৬॥

৬৭—উক্ত দিবসে অনেকে আমাকে সম্বোধন করিবে। তখন তাহাদিগকে আমি প্রকাশ করিয়া কহিব যে, আমি তোমাদিগকে কখনও জানিতাম না। কুকর্ম্মকারী সকল আমার নিকট হইতে দূরীভূত হও। ইঃ মঃ পঃ ৭। আঃ ২২।২৩॥

সমীক্ষক—দেখ আরণ্য মনুষ্যদিগের বিশ্বাস উৎপাদন করিবার জন্য আপনাকে স্বর্গরাজ্যের ন্যায়াধীশ হইতে ইচ্ছা করিতেছেন। ইহা কেবল নির্ব্বোধ লোকদিগের জন্য প্রলোভন বাক্য মাত্র ॥৬৭॥

৬৮—দেখ, এক কুষ্ঠরোগী আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিল হে প্রভো! যদি আপনি ইচ্ছা করেন তাহা হইলে, আমাকে শুদ্ধ করিতে পারেন। যীশু হস্ত প্রসারণ করিয়া উহাকে স্পর্শ করতঃ কহিলেন যে, আমি ইচ্ছা করি যে, তুমি শুদ্ধ হইয়া যাও। তখন শীঘ্রই তাহার কুষ্ঠ আরোগ্য হইয়া গেল। ইঃ মঃ পঃ ৮। আঃ ২।৩।

সমীক্ষক—এ সকল কথা কেবল নির্ব্বোধ লোকদিগকে মুগ্ধ করিবার জন্য। কারণ খ্রীষ্টিয়ানগণ যদি এই সকল বিদ্যা এবং সৃষ্টিক্রমবিরুদ্ধ বাক্য সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন তবে, শুক্রাচার্য্য, ধন্বন্তরি এবং কশ্যপাদি সম্বন্ধে পুরাণোক্ত কথা সকল কেন মিথ্যা বলেন? পুরাণে এবং ভারতে লিখিত আছে যে, অনেক দৈত্যদিগের মৃত সৈন্য পুনর্জীবিত করা হইয়াছিল। বৃহস্পতির পুত্র কচকে খণ্ড খণ্ড করতঃ পশু ও মক্ষিকা দ্বারা ভোজন করান হইলেও, শুক্রচার্য্য পুনরায় তাহাকে জীবিত করেন। পরে কচকে বিনষ্ট করিয়া শুক্রাচার্য্যকে ভোজন করান হয় এবং পুনরায় তিনি উহাকে উদর মধ্যে জীবিত করিয়া নির্গত করেন ও স্বয়ং বিনাশ প্রাপ্ত হয়েন, পরে কচ তাঁহাকে পুনর্জীবিত করে। তক্ষক কর্তৃক মনুষ্য সহিত ভস্মীকৃত বৃক্ষকে কশ্যপ ঋষি পশ্চাৎ পুনর্জীবিত করেন এবং ধন্বন্তরি লক্ষ লক্ষ মৃতককে জীবিত করেন, লক্ষ লক্ষ কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য করেন, এবং লক্ষ লক্ষ অন্ধ ও বধিরকে চক্ষু ও কর্ণ প্রদান করিয়াছিলেন ইত্যাদি কথাকে কেন মিথ্যা বলা হয়? যদি উক্ত কথা সকল মিথ্যা হয় তবে, ঈশার কথাও কেন মিথ্যা হইবে না? যদি অপরের কথা মিথ্যা এবং আপনার মিথ্যা কথাকে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করা হয় তবে, ইঁহারা ভ্রান্ত নহেন কেন? সুতরাং খ্রীষ্টিয়ানদিগের কথা সকল বালকের তুল্য এবং সম্পূর্ণ ভ্রান্ত॥ ৬৮॥

৬৯—তখন ভূতগ্রস্ত (মৃত) মনুষ্য কবরস্থান হইতে নির্গত হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। উহারা উক্ত কাল পর্য্যন্ত এতাদৃশ প্রচণ্ড ছিল যে উক্তমার্গ দিয়া কেহ গমনাগমন করিতে পারিত না। দেখ, উহারা চীৎকার করিয়া কহিল যে, হে ঈশ্বরের পুত্র যীশু! আমাদিগকে লইয়া আপনার কি প্রয়োজন আছে? নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্ব্বে আমাদিগকে কেন পীড়া দিবার জন্য এস্থলে আনিয়াছেন? উক্ত ভূতগণ তাঁহাকে বিনয়পূর্ব্বক কহিল যে, যদি আপনি আমাদিগকে নিক্রামণ করেন তবে, শূকরদিগের পাল মধ্যে প্রবেশ করিতে দিউন। তিনি উহাদিগকে কহিলেন "যাও" এবং উহারা নির্গত হইয়া শূকরসমূহে প্রবেশ করিল। তখন দৃষ্ট হইল যে উক্ত শূকরেরা সকলেই তীর হইতে সমুদ্রে ধাবমান হইল ও জলে নিমগ্ন হইয়া বিনষ্ট হইল। ইঃ মঃ পঃ ৮। আঃ ২৮।২৯।৩০।৩১।৩২।৩৩॥

সমীক্ষক—এস্থলে একটু বিচার করিলেই এই সকল কথা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। কারণ, মৃতমনুষ্য কখন কবরস্থান হইতে নির্গত হইতে পারেনা। উহারা কাহারও নিকটে যায় না এবং কথোপকথন করে না। অজ্ঞানী এবং আরণ্য লোকদিগের পক্ষেই এই সকল কথা শোভা পায়, এবং উহারাই এরূপ বিশ্বাস করে। উক্ত শূকরদিগের হত্যা করাতে শূকরপালকদিগের হানি করাতে ঈশার পাপ হইয়া থাকিবে। খ্রীষ্টয়ানেরা ঈশাকে পাপের ক্ষমাকর্ত্তা এবং পবিত্রকর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস করেন। তিনি উক্ত

ভূতদিগকে কেন পবিত্র করিতে পারিলেন না? তিনি শূকর পালকদিগের কেন ক্ষতি-পূরণ করিলেন না? ইদানীন্তন সুশিক্ষিত খ্রীষ্টিয়ান ইংরেজগণও কি এই সকল অলীক গল্প কথা বিশ্বাস করেন? যদি বিশ্বাস করেন তবে, তাঁহারা ভ্রমজালে পতিত আছেন ॥ ৬৯ ॥

৭০—লোকসকল দেখ, এক শয্যাগত পক্ষাঘাতগ্রস্ত তাঁহার নিকট আনীত হইল; যীশু তাহার বিশ্বাস দেখিয়া উক্ত পক্ষাঘাতীকে কহিলেন, হে পুত্র! আশ্বস্ত হও, তোমার পাপের ক্ষমা করা হইয়াছে। আমি ধার্ম্মিকদিগের জন্য আসি নাই পরন্তু পাপীদিগকে পশ্চাত্তাপ করাইবার জন্য আহ্বান করিতে উপস্থিত হইয়াছি। মঃ ইঃ পঃ ৯। আঃ ২।১৩

সমীক্ষক—ইহা ও পূর্ব্বলিখিতের ন্যায় অসম্ভব কথা। পাপ ক্ষমা করিবার কথা কেবল নির্ব্বোধ লোকদিগকে প্রলোভিত করিয়া মুগ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে উক্ত হই-য়াছে। কেহ মদ্য অথবা সিদ্ধি (মাদক) পান করিলে কিম্বা অহিফেন সেবন করিলে তাহার মত্ততা যেরূপ অপরের নিকট উপস্থিত হইতে পারে না তদ্রূপ, কাহারও অনুষ্ঠিত পাপ অপরের নিকট উপস্থিত হয় না। পরন্তু, যে পাপ করে সেই ভোগ করে এবং উহাই ঈশ্বরের ন্যায়কারিতা। যদি একের কৃত পাপ অথবা পুণ্য অন্যে প্রাপ্ত হয় অথবা ন্যায়াধীশ স্বয়ং গ্রহণ করেন, কিম্বা ঈশ্বর পাপকর্ত্তাকে যথাযোগ্য ফল না দেন তাহা হইলে, তিনি অন্যায়কারী হইয়া পড়েন। দেখ, ধর্ম্মই কল্যাণকারক হইয়া থাকে, ঈশা অথবা অন্য কেহ নহেন। ধর্ম্মাত্মাদিগের অথবা পাপীদিগের জন্য ঈশা আদির কোন আবশ্যকতাও নাই কারণ, কাহারও পাপ খণ্ডন হইতে পারে না ॥ ৭০ ॥

৭১—যীশু আপনার দ্বাদশ শিষ্যকে আপনার নিকট আহ্বান করিয়া ভূত নিষ্ক্রামণ করিবার জন্য উহাদিগকে অশুদ্ধ ভূতদিগের উপর অধিকার দিলেন এবং নানাবিধ রোগ ও বিবিধ ব্যাধি উপশম করিবার ক্ষমতা দিলেন। তাহাদিগকে বলিলেন যে, বক্তা তোমরা নহ পরন্তু, তোমাদিগের পিতার আত্মা তোমাদিগের ভিতর হইতে কহিয়া থাকেন। এরূপ মনে করিও না যে পৃথিবীবিতে ঐক্য বিস্তারের জন্য আসিয়াছি। পরন্তু আমি খড়গ প্রয়োগের জন্য আসিয়াছি। আমি মনুষ্যদিগকে তাহাদিগের পিতা হইতে, কন্যাদিগকে তাহাদিগের মাতা হইতে এবং বধূদিগকে তাহাদিগের শ্বশ্রূগণ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে আসিয়াছি। মনুষ্যদিগের গৃহস্থিত লোকই তাহাদিগের পুত্র হইবে। ইঃ মঃ পঃ ১০। আঃ ১৩।৩৪।৩৫।৩৬ ॥

সমীক্ষক—ইহারাই এরূপ শিষ্য ছিল যাহাদিগের মধ্যে একজন ৩০ ত্রিংশত্ টাকার জন্য ঈশাকে ধরাইয়া দেয় এবং অন্যেরা পরিবর্ত্তিত হইয়া বিচ্ছিন্নভাবে পলায়ন করে। ভূতদিগের আগমন ও নিষ্ক্রামণ, এবং ঔষধ ও পথ্য ব্যতিরেকে ব্যাধি-শান্তি প্রভৃতি বিষয় সকল বিদ্যাবিরুদ্ধ এবং সৃষ্টিক্রমানুসারে অসম্ভব। সুতরাং এ সকল কথা বিশ্বাস করা

অজ্ঞানীদিগের কার্য্য। যদি জীব বক্তা না হয় এবং ঈশ্বর প্রকৃত বক্তা হয়েন তবে, জীব কি কার্য্য করিয়া থাকে? তাহা হইলে সত্যভাষণ ও মিথ্যাভাষণের ফল স্বরূপ সুখ ও দুঃখ ঈশ্বরকেই ভোগ করিতে হয় অতএব, ইহা একটি মিথ্যা কথা। ঈশা অনৈক্য বিস্তার ও বিবাদ করাইবার জন্য আসিয়াছিলেন বলিয়া এক্ষণেও লোক-দিগের মধ্যে সেই কলহ চলিত রহিয়াছে ইহা, কতদূর অমঙ্গলের কথা। অনৈক্য-বশতঃ মনুষ্যদিগের সর্ব্বপ্রকারে দুঃখ হয়। খ্রীষ্টিয়ানগণ ইহাকেই গুরুমন্ত্র বুঝিয়া লইয়াছেন, কারণ ঈশাই যখন একের সহিত অপরকে বিচ্ছিন্ন করা উত্তম মনে করিতেন তখন, ইঁহারা কেন তাহা মনে করিবেন না? গৃহস্থিত লোককে নিজ গৃহস্থিত লোকের শত্রু করিয়া দেওয়া ঈশারই কার্য্য হইতে পারে কিন্তু কোন শ্রেষ্ঠপুরুষের কার্য্য নহে ॥৭১॥

৭২—তখন যীশু তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তোমাদিগের নিকট কত পিষ্টক আছে? তাহারা কহিল যে (সপ্ত) সাত পিষ্টক এবং কয়েকটি ক্ষুদ্র মৎস্য আছে। তখন তিনি লোকদিগকে ভূমির উপর উপবেশন করিতে আজ্ঞা দিলেন। পরে তিনি উক্ত ৭ পিষ্টক এবং মৎস্য কয়েকটিকে ধন্য মনে করিয়া খণ্ড করতঃ আপনার শিষ্যদিগকে দিলেন এবং শিষ্যগণ লোকদিগকে বিতরণ করিল; উহারাও উহা ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইল এবং যে সকল খণ্ড অবশিষ্ট রহিল তাহাতে সাত পাত্র পূর্ণ করিয়া লইল। যাহারা ভোজন করিয়াছিল তাহাদিগের সংখ্যা স্ত্রী ও বালক ব্যতিরেকে সমুদয়ে চারি সহস্র ছিল ॥ ইঃ মঃ পঃ ১৫ ॥ আঃ ৩৪।৩৫।৩৬।৩৭।৩৮।৩৯ ॥

সমীক্ষক—দেখ, এক্ষণকার কপটসিদ্ধ এবং ঐন্দ্রজালিকদিগের ন্যায় ইহাও ছলনা-বাক্য কি না? উক্ত পিষ্টকদিগের মধ্য হইতে অন্য পিষ্টক কোথা হইতে আসিল? যদি ঈশার এইরূপ সিদ্ধি থাকিত, তবে তিনি স্বয়ং অনাহারে থাকিয়া উদুম্বরফল ভোজন করতঃ কেন বিচরণ করিবেন? মৃত্তিকা এবং জল ও প্রস্তরাদি হইতে আপনার জন্য পিষ্টক এবং মোহনভোগ কেন প্রস্তুত করিয়া লইলেন না? এ সকল কথা বালকদিগের ক্রীড়ার সদৃশ। যেরূপ অনেক সাধু এবং বৈরাগী ছলনা বাক্যদ্বারা নির্ব্বোধ লোকদিগকে প্রতারিত করে, ইহাও তদ্রূপ ॥ ৭২ ॥

৭৩—তখন সকল মনুষ্যকে তাহাদিগের কার্য্যানুসারে ফল প্রদত্ত হইবে। ইঃ মঃ পঃ ১৬। আঃ ২৭ ॥

সমীক্ষক—যদি কর্ম্মানুসারে ফল প্রদত্ত হয়, তবে খ্রীষ্টিয়ানদিগের পাপ ক্ষমা হইবার উপদেশ করা ব্যর্থ। অধিকন্তু ইহা যদি সত্য হয়, তবে পূর্ব্বোক্ত মিথ্যা হইবে। যদি কেহ বলেন যে ক্ষমা করিবার যোগ্য হইলে ক্ষমা করা হয় এবং ক্ষমা করিবার যোগ্য না হইলে ক্ষমা করা যায় না, তাহা হইলেও সঙ্গত হয় না। কারণ সকল কর্ম্মেরই যথাযোগ্য ফল দেওয়াতেই ন্যায় এবং শীলতা এবং পূর্ণ দয়া হইয়া থাকে ॥ ৭৩ ॥

৭৪—হে অবিশ্বাসী এবং ভ্রান্ত লোক সকল! আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি যে যদি তোমাদিগের এক সর্ষপের তুল্য পরিমিত বিশ্বাস থাকে তাহা হইলে তোমরা পর্ব্বতকে এস্থান হইতে চলিয়া যাও এরূপ আদেশ করিলেই উহারা চলিয়া যাইবে এবং কোন কার্য্য তোমাদিগের অসাধ্য হইবে না॥ ইঃ মঃ পঃ ১৭। আঃ ১৭। ২০।

সমীক্ষক—এক্ষণে যে খ্রীষ্টীয়ানগণ উপদেশ দিয়া বেড়ান যে আমাদিগের মতে আইস, পাপের ক্ষমা করিয়া লও এবং মুক্তিলাভ কর ইত্যাদি তাহা সমস্তই মিথ্যা। কারণ ঈশার যদি পাপ খণ্ডন করিবার, বিশ্বাস দৃঢ় করিবার এবং পবিত্র করিবার সামর্থ্য থাকিত তাহা হইলে আপনার শিষ্যদিগের আত্মাকে কেন নিষ্পাপ, বিশ্বাসী এবং পবিত্র করিয়া দিলেন না? ঈশ্বরের সহিত বিচরণ করিবার সময়ই যখন তিনিই উহাদিগকে শুদ্ধ বিশ্বাসী এবং কল্যাণযুক্ত করিতে পারেন নাই, তখন তাঁহার মৃত্যুর পর তিনি কাহাকেও পবিত্র করিতে পারিবেন না। কে জানে যে তিনি এক্ষণে কোথায় আছেন? ঈশ্বরশিষ্যসকলের যখন সর্ষপকণা পরিমিতও বিশ্বাস ছিল না এবং যখন নব্য বাইবেল তাঁহাদিগেরই রচিত তখন ইহার প্রমাণ হইতে পারে না। কারণ অবিশ্বাসী, অপবিত্রাত্মা এবং অধার্ম্মিক মনুষ্যের লিখিত গ্রন্থের উপর বিশ্বাস করা কল্যাণেচ্ছু মনুষ্যের কার্য্য নহে। ইহা হইতে এরূপও সিদ্ধ হইতে পারে যে ঈশার কথা যদি সত্য হয় তবে কোন খ্রীষ্টীয়ানের মধ্যে এক সর্ষপকণার তুল্য বিশ্বাস অর্থাৎ ধর্ম্মজ্ঞান নাই। যদি কেহ কহেন যে আমাতে পূর্ণ অথবা অল্প বিশ্বাস আছে" তবে তাঁহাকে কহিবে যে আপনি এই পর্ব্বতকে মার্গ হইতে বিচলিত করুন"। যদি তাঁহার কথায় পর্ব্বত বিচলিত হয় তাহা হইলেও জানিতে হইবে যে তাঁহার পূর্ণ বিশ্বাস নাই, পরন্তু এক সর্ষপ পরিমিত বিশ্বাস মাত্র আছে। যদি পর্ব্বত না বিচলিত হয় তবে বুঝিতে হইবে যে খ্রীষ্টীয়ানদিগের মধ্যে এক বিন্দুও বিশ্বাস অর্থাৎ ধর্ম্মবিষয়ে শ্রদ্ধা নাই। যদি কেহ কহেন যে এস্থলে অভিমান আদি দোষের নাম পর্ব্বত, তাহা হইলেও সঙ্গত হয় না। ঈশা মৃত, অন্ধ, কুষ্ঠ ও ভূতগ্রস্তকে আরোগ্য করেন, এবং আলস্যপর, অজ্ঞানী, বিষয়ী ও ভ্রান্তকে জ্ঞানোপদেশ দিয়া জ্ঞানী এবং শান্তিযুক্ত করিয়াছিলেন এইরূপ কথিত আছে। তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ যদি তাহাই হইত, তবে তিনি স্বশিষ্যদিগকে কেন তদ্রূপ করিতে পারেন নাই। সুতরাং অসম্ভব বাক্য কথন দ্বারা ঈশার অজ্ঞানতা প্রকাশিত হইতেছে। আচ্ছা ঈশার যদি সামান্যমাত্রও বিদ্যা থাকিত, তবে এতাদৃশ সম্পূর্ণ আরণ্যোপযুক্ত বাক্য কেন কহিবেন? তথাপি (নিরস্তপাদপে দেশে এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে) যেরূপ যে দেশে কোনরূপ বৃক্ষ নাই সেই দেশে এরণ্ডবৃক্ষও প্রধান এবং উত্তম বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ মহারণ্য ও অবিদ্বান্‌দিগের দেশে ঈশারও হওয়া সম্ভব। পরন্তু এক্ষণে ঈশার কিরূপ গণনা হইতে পারে? ॥৭৪॥

৭৫—আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি যে যদি তোমরা মনকে পরাবৃত্ত না কর এবং বালকদিগের সমান না হইয়া যাও তবে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পাইবে না। ইঃ মঃ পঃ ১৮। আঃ ৩॥

সমীক্ষক—যদি আপনার ইচ্ছাবশতঃ মনকে পরাবৃত্ত করা স্বর্গের কারণ এবং না পরাবৃত্ত করা নরকের কারণ হয়, তবে কেহ কাহারও পাপ এবং পুণ্য কখনও গ্রহণ করিতে পারে না এইরূপ সিদ্ধ হইয়া থাকে। অধিকন্তু বালকের সমান হইবার কথা লেখাতে স্পষ্টজ্ঞান হইতেছে যে ঈশার কথা, বিদ্যা এবং সৃষ্টিক্রমের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ছিল। তাঁহার মনে এরূপও হইয়াছিল যে লোকে বালকের ন্যায় আমার কথা বিশ্বাস করিবে, কিছুই জিজ্ঞাসা করিবে না এবং চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মানিয়া লইবে। অনেক খৃষ্টিয়ানের বালবুদ্ধির ন্যায় চেষ্টা আছে, নচেৎ এরূপ যুক্তি ও বিদ্যাবিরুদ্ধ কথায় কেন শ্রদ্ধা করেন? অধিকন্তু ইহাও সিদ্ধ হইল যে ঈশা স্বয়ং যদি বিদ্যাহীন ও বালবুদ্ধি না হইতেন, তাহা হইলে অন্যকে বালক সদৃশ হইবার কেন উপদেশ করিবেন? কারণ যে যেরূপ হয়, সে অন্যকে আপনার সদৃশ করিতে ইচ্ছা করে॥৭৫॥

৭৬—আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি যে ধনবান্‌দিগের স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করা কঠিন হইবে। পুনরায় তোমাদিগকে আমি বলিতেছি যে ধনবান্‌দিগের স্বর্গে প্রবেশ করা অপেক্ষা উষ্ট্রের সূচির ছিদ্রে প্রবেশ করা সহজ। ইঃ মঃ পঃ ১৯॥ আঃ ২৩।২৪॥

সমীক্ষক—ইহা হইতে এরূপ সিদ্ধ হয় যে ঈশা দরিদ্র ছিলেন এবং ধনবান্ লোকেরা তাঁহার প্রতিষ্ঠা না করিয়া থাকিবেন। সেইজন্য এরূপ লিখিত হইয়াছে। পরন্তু এ কথা সত্য নহে। কারণ ধনাঢ্য এবং দরিদ্রদিগের মধ্যে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট হইয়া থাকে। যে সৎকার্য্য করে সেই উত্তম ফল এবং যে অসৎ কার্য্য করে সে নিকৃষ্ট ফল পাইয়া থাকে। ইহাতেই এরূপও সিদ্ধান্ত হইতেছে যে ঈশা ঈশ্বরের রাজ্য কোন এক নির্দ্দিষ্ট দেশে অবস্থিত বলিয়া মনে করিতেন এবং সর্ব্বত্র অবস্থিত বলিয়া মনে করিতেন না। যদি এরূপ হয় তবে তিনি ঈশ্বর নহেন। যিনি ঈশ্বর, তাঁহার রাজ্যে সর্ব্বত্রই বিদ্যমান আছে। অধিকন্তু উহাতে প্রবেশ করিবে অথবা প্রবেশ করিবে না ইহা বলা কেবল অবিদ্যার কার্য্য মাত্র। ইহা হইতে এরূপও জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে যত ধনাঢ্য খ্রীষ্টীয়ান আছেন তাঁহারা কি সকলেই নরকে যাইবেন? এবং সকল দরিদ্র খ্রীষ্টীয়ান কি স্বর্গে যাইবেন? ঈশার অনুযায়িগণ অল্পমাত্রও বিচার করিয়া দেখিতে পারেন যে ধনাঢ্যদিগের নিকট যাবৎ পরিমাণ সামগ্রী আছে দরিদ্রদিগের নিকট তাবৎ পরিমাণ নাই। যদি ধনাঢ্য লোক বিবেকানুসারে ধর্ম্মমার্গে ব্যয় করেন তাহা হইলে দরিদ্রগণ নীচ গতিতে পড়িয়া থাকেন এবং ধনাঢ্যগণ উত্তম গতি প্রাপ্ত হইতে পারেন॥ ৭৬॥

৭৭—যীশু তাহাদিগকে কহিলেন যে আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি যে নূতন সৃষ্টির সময় মনুষ্যের পুত্র আপনার ঐশ্বর্য্যের সিংহাসনে যখন উপবেশন করিবেন, তখন তোমরাও অর্থাৎ আমার অনুসারিগণ দ্বাদশ সিংহাসন উপবেশন করতঃ ইস্রেল দিগের দ্বাদশ বংশের উপর ন্যায় বিচার করিবে। যে কোন ব্যক্তি আমার নামের জন্য গৃহ, ভ্রাতৃগণ, ভগ্নীগণ, পিতা, মাতা, স্ত্রী, বালক অথবা ভূমি ত্যাগ করিবে, সে তাহার শতগুণ প্রাপ্ত হইবে এবং অনন্ত জীবনের অধিকারী হইবে॥ ইঃ মঃ পঃ ১৯॥ আঃ ২৮।২৯॥

সমীক্ষক—ঈশার আন্তরিক লীলা দর্শন কর। তাঁহার অভিপ্রায় এই তাঁহারা মৃত্যুর পরও যেন লোক তাঁহার জাল হইতে নির্গত না হয়। যে ব্যক্তি ৩০৲ টাকার লোভ বশতঃ আপনার গুরুকে ধৃত করিয়া বিনষ্ট করিয়াছিল তাদৃশ পাপীও তাঁহার পার্শ্বে সিংহাসনের উপর উপবেশন করিবে এবং ইজ্‌রেল বংশীয়দিগের প্রতি পক্ষপাত পূর্ব্বক ন্যায়শীলতা প্রদর্শন করা যাইবে না। পরন্তু উহাদিগের সর্ব্ব দোষ মার্জ্জনা করা হইবে এবং অন্য কুলোৎপন্নদিগের উপর ন্যায় প্রদর্শিত হইবে। এরূপ অনুমান হইতেছে যে এই কারণ বশতঃই খৃষ্টিয়ানদিগের উপর অত্যন্ত পক্ষপাত করা হইয়া থাকে। কোন ইংরাজ সৈন্য কোন কৃষ্ণাঙ্গ দেশীয়কে হত্যা করিলে নানা প্রকারে পক্ষপাত করতঃ তাহাকে নিরপরাধী প্রমাণ করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ঈশার স্বর্গের বিচার এইরূপ হইবে ইহাতে এই দোষ আসিয়া পড়ে যে কেহ যদি সৃষ্টির আদিকালে মৃত হয় এবং অপর ব্যক্তি বিচারের রাত্রির অব্যহিত পূর্ব্বে মৃত হয়, তবে প্রথমোক্ত কবে বিচার হইবে বলিয়া আশাতে আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত পড়িয়া রহিল এবং দ্বিতীয়ের সেই সময়েই বিচার হইয়া গেল। ইহা কি ভয়ানক অন্যায়। যে নরকে যাইবে সে অনন্ত কাল পর্য্যন্ত নরক ভোগ করিবে এবং যে স্বর্গে যাইবে সে সর্ব্বদাই স্বর্গভোগ করিবে। ইহা অতিশয় অন্যায়। কারণ অন্তবিশিষ্ট সাধনের এবং কর্ম্মের ফলও অন্তবিশিষ্ট হওয়া উচিত। অধিকন্তু দুই জীবের পাপ ও পুণ্য তুল্য হইতে পারে না। এইজন্য তারতম্যানুসারে অধিক এবং ন্যূন সুখ ও দুঃখ বিশিষ্ট অনেক স্বর্গ এবং অনেক নরক হইলেও সুখ ও দুঃখ ভোগ করিতে পারে, কিন্তু খ্রীষ্টিয়ান-দিগের পুস্তকে কুত্রাপি তাদৃশ ব্যবস্থা নাই। এই হেতু এই পুস্তক ঈশ্বরকৃত নহে এবং ঈশা ঈশ্বরের পুত্র কখন হইতে পারে না। ইহা অতিশয় অনর্থের কথা। কখন কাহারও মাতা ও পিতা শত শত হইতে পারে না, পরন্তু একই একই মাতা এবং একই পিতা হইয়া থাকে। অনুমান হইতেছে যে মুসলমানেরা বহিস্তে ( স্বর্গে ) যে এক লোকের ৭২ স্ত্রীলাভ হয় ইত্যাদি লিখিয়াছে তাহা এই স্থল হইতে গৃহীত হইয়াছে॥ ৭৭॥

৯৮—প্রভাতে যখন তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন তখন তাঁহার ক্ষুধানুভব হইল তিনি পথে এক উডুম্বর বৃক্ষ দর্শন করিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। পরন্তু উহাতে পত্র ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তখন তাহাকে বলিলেন যে আর কখন তোমার ফল হইবে না। তৎক্ষণাৎ উডুম্বর বৃক্ষ শুষ্ক হইয়া গেল। ইঃ মঃ পঃ ২১। আঃ ১৮।১৯॥

সমীক্ষক—সমস্ত খ্রীষ্টিয়ান পাদরীগণ বলেন যে ঈশা অতিশয় শান্ত শমান্বিত এবং ক্রোধাদিদোষরহিত ছিলেন। পরন্ত এই ব্যাপার দেখিলে জ্ঞাত হওয়া যায় যে ঈশা ক্রোধী এবং ঋতুজ্ঞানরহিত ছিলেন ও আরণ্য মনুষ্যের স্বভাবযুক্ত ছিলেন। আচ্ছা, উক্ত জড়পদার্থের কি অপরাধ হইয়াছিল যে তাহাকে তিনি অভিশাপ দিলেন এবং উহা তৎক্ষণাৎ শুষ্ক হইয়া গেল? তাঁহার শাপ হইতে কখনই শুষ্ক হয় নাই, কিন্তু যদি কেহ কোন ঔষধ নিক্ষেপ করাতে শুষ্ক হইয়া গিয়া থাকে, তবে আশ্চর্য্যের কথা নহে॥ ৭৮॥

৭৯—উক্ত দিন সকলের ক্লেশের পর সূর্য্য সহসা অন্ধকারাবৃত হইয়া যাইবে, চন্দ্র আপনার জ্যোতিঃ প্রকাশ করিবে না, তারাসকল আকাশ হইতে স্খলিত হইবে এবং আকাশের সেনা কম্পিত হইবে। ইঃ মঃ পঃ ২৪। আঃ ২৯॥

সমীক্ষক—কি আশ্চর্য্য! কোন্ বিদ্যানুসারে ঈশা তারাদিগের পতিত হওয়া জানিলেন এবং আকাশের সেনাই বা কি যে উহারা কম্পিত হইবে? ঈশা যদি সামান্যমাত্র বিদ্যা পাঠ করিতেন, তাহা হইলে অবশ্য জানিতে পারিতেন যে তারা সকল ভূমিমন্ডল এবং উহারা পতিত হইতে পারে না। ইহা হইতে বিদিত হওয়া যায় যে ঈশা কোন সূত্রধারের বংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদা কাষ্ঠ ভেদন ছেদন ও কর্ত্তন করিতেন। তাঁহার মনে হইল যে এই আরণ্য প্রদেশে আমিও একজন ভবিষ্যদ্বক্তা হইতে পারিব। তদনুসারে উপদেশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখ হইতে কতিপয় উত্তম কথা এবং অধিক নিকৃষ্ট কথাও নির্গত হইল। তত্রস্থ লোক সকল বন্য হওয়াতে সকলেই উহা মানিয়া লইল। ইউরোপ দেশ আজকাল যেরূপ উন্নতিযুক্ত পূর্ব্বে তদ্রূপ হইলে তাঁহার সিদ্ধপনা কিছুই চলিত না। এক্ষণে কিঞ্চিৎ বিদ্যোন্নতি হইলেও ব্যবহারচক্রানুসারে এবং দুরাগ্রহ বশতঃ এই অসার মত পরিত্যক্ত হইতেছে না এবং সর্ব্বথা সত্য বেদমার্গের দিকে লোক আকৃষ্ট হইতেছেন না। ইহাই ইহাদিগের ক্রটী রহিয়াছে॥ ৭৯॥

৮০—আকাশ এবং পৃথিবী বিচলিত হইবে। পরন্ত আমার বাক্য কখন বিচলিত হইবে না। ইঃ মঃ পঃ ২৪॥ আঃ ৩৫॥

সমীক্ষক—একথা ও অবিদ্যা এবং মূর্খতা সূচক। আচ্ছা, আকাশ বিচলিত হইয়া

কোথায় যাইবে? আকাশ অতি সূক্ষ্ম বলিয়া যখন চক্ষুগ্রাহ্য নহে তখন ইহার বিচলিত হওয়া কে দেখিতে পারে? অপরন্তু আপনার মুখে আপনার শ্লাঘা করা উত্তম মনুষ্যের কার্য্য নহে ॥ ৮০ ॥

৮১—তখন তিনি তাঁহার বামপার্শ্বস্থ লোকদিগকে কহিলেন যে হে অভিশপ্ত লোক সকল! তোমরা আমার পার্শ্ব হইতে শয়তান এবং তাহার দূতদিগের জন্য যে অগ্নি প্রস্তুত রহিয়াছে তাহাতে প্রবেশ কর ॥ ইঃ মঃ পঃ ২৫। আঃ ৪১।

সমীক্ষক—আচ্ছা, আপনার শিষ্যদিগকে স্বর্গে প্রেরণ করা এবং অপরকে অনন্ত অগ্নিতে প্রক্ষেপ কতদূর ভয়ানক পক্ষপাতের কথা। পরন্তু যখন লিখিত আছে যে আকাশই থাকিবে না, তখন অনন্ত অগ্নি, নরক এবং বহিস্ত (স্বর্গ) কোথায় থাকিবে? যদি ঈশ্বর শয়তান এবং উহার দূতদিগকে না সৃষ্টি করিতেন তাহা হইলে এতাবৎ নরক কেন প্রস্তুত করিতে হইবে? অপরন্তু একক শয়তানই যখন ঈশ্বরের ভয় করিল না, তখন উক্ত ঈশ্বরই বা কিরূপ? কারণ তাঁহার দূত হইয়া পরে বিদ্রোহী হইল অথচ ঈশ্বর যখন তাহাকেই প্রথমেই ধরিয়া বন্দীগৃহে নিক্ষেপ করিতে অথবা বিনাশ করিতে পারিলেন না, তখন তাঁহার ঈশ্বরত্বই বা কিরূপ? এই শয়তান ঈশাকে ও চত্বারিংশৎ দিন যাবৎ দুঃখ দিয়াছিল অথচ ঈশাও যখন তাহার কিছু করিতে পারেন নাই তখন তাঁহার ঈশ্বরের পুত্র হওয়া ব্যর্থ হইল। সুতরাং ঈশা ঈশ্বরের পুত্র নহে এবং বাইবেলের ঈশ্বর ঈশ্বর হইতে পারেন না ॥ ৮১ ॥

৮২—তখন দ্বাদশ শিষ্যদিগের মধ্যে ইযুদাহ ইস করি করিযোতী নামক এক শিষ্য প্রধান যাজকদিগের নিকট গমন করিল এবং কহিল যে যদি আমি যীশুকে আপনাদিগের হস্তে ধৃত করিয়া দিই, তাহা হইলে আপনারা আমাকে কি দিবেন? উহারা ত্রিংশ টাকা দিবেন স্বীকার করিলেন। ইঃ মঃ পঃ ২৬। আঃ ১৪।১৫ ॥

সমীক্ষক—এক্ষণে দেখ ঈশার যত অলৌকিকতা এবং ঈশ্বরতা এস্থলে সমস্ত প্রকাশিত হইল। কারণ যে তাঁহার প্রধান শিষ্য ছিল সেও তখন তাঁহার সাক্ষাৎসঙ্গ হইতে পবিত্রাত্মা হইল না তখন তাঁহার মৃত্যুর পর কিরূপে তিনি অন্যকে পবিত্রাত্মা করিতে পারিবেন? তাঁহার উপর বিশ্বাসকারী লোকেরা তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া কতই প্রতারিত হইয়া থাকে। কারণ সাক্ষাৎসম্বন্ধে যিনি শিষ্যের কোন মঙ্গল করিতে পারিলেন না, তিনি তাঁহার মৃত্যুর পর কিরূপে অন্যের কল্যাণ করিতে পারিবেন? ৮২ ॥

৮৩—যখন তাহারা ভোজন করিতেছিল তখন যীশু পিষ্টক লইয়া ধন্যবাদ করিলেন এবং উহা খণ্ডিত করিয়া শিষ্যদিগকে প্রদান করিলেন এবং কহিলেন যে গ্রহণ কর ও ভোজন কর, ইহা আমার দেহ। পরে তিনি পানপাত্র লইয়া ধন্যবাদ করিলেন এবং

উহাদিগকে দিয়া কহিলেন যে তোমরা সকলে ইহা পান কর; ইহা আমার রুধির অর্থাৎ নূতন নিয়মসম্বন্ধীয় রুধির ॥ ইঃ মঃ পঃ ২৬। আঃ ২৬।২৭।২৮ ॥

সমীক্ষক—অবিদ্বান্ আরণ্য মনুষ্য ব্যতিরেকে অন্য কোন সভ্যলোক এরূপ কথা কি কহিতে পারেন? শিষ্যদিগের ভোজ্যবস্তু আপনার মাংস, এবং পানীয় আপনার রুধির হইতে পারে না। আজকাল খ্রীষ্টিয়ানেরা এই ব্যাপারকে প্রভুভোজন কহিয়া থাকেন অর্থাৎ ভোজন ও পানীয় দ্রব্যকে ঈশার মাংস ও রুধির ভাবনা করিয়া ভোজন পান করেন। ইহা কতদূর নিকৃষ্ট ব্যাপার! যাঁহারা আপনাদিগের গুরুর মাংস এবং রুধির পর্য্যন্তও পান ও ভোজন করিবার ভাবনা হইতে বিরত হয়েন না, তাঁহারা অন্যকে কিরূপে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন? ৮৩ ॥

৮৪—তিনি পিটর এবং জেবিতীর দুই পুত্রকে আপনার সমভিব্যাহারে লইয়া যাইলেন এবং শোকার্ত্ত ও অতিশয় উদাসীন ভাব অনুভব করিয়া তিনি উহাদিগকে কহিলেন যে আমার মন এতদূর পর্য্যন্ত উদাসীনভাব বিশিষ্ট হইয়াছে যেন আমি মৃত্যু-গ্রস্ত হইতেছি। পরে একটু অগ্রবর হইয়া নতমুখে পতিত হইলেন এবং প্রার্থনা করিলেন হে পিতঃ! যদি সম্ভব হয়, তবে এই পাত্র আমার নিকট হইতে বিচলিত হইয়া যাউক। ইঃ মঃ পঃ ২৬। আঃ ৩৭।৩৮।৩৯॥

সমীক্ষক—দেখ যদি তিনি কেবল মনুষ্যমাত্র না হইতেন এবং ঈশ্বরের পুত্র ত্রিকাল-দর্শী ও বিদ্বান্ হইতেন তাহা হইলে এরূপ অযোগ্য চেষ্টা করিতেন না। ইহা হইতে স্পষ্ট বিদিত হইতেছে যে ঈশা অথবা তাঁহার কোন শিষ্য এই সকল মিথ্যা প্রপঞ্চ রচনা করিয়াছেন যে তিনি ঈশ্বরের পুত্র, ভূত ভবিষ্যৎবেত্তা এবং পাপের ক্ষমাকর্ত্তা। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে তিনি কেবল একজন সাধারণ সরল অবিদ্বান ছিলেন; বিদ্বান্ যোগী অথবা সিদ্ধপুরুষ ছিলেন না ॥ ৮৪ ॥

৮৫—যখন তিনি এইরূপ বলিতেছিলেন, তখন দেখ দ্বাদশ শিষ্যের মধ্যে ইয়ুদাই নামে অন্যতম শিষ্য আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং প্রধান যাজকদিগের ও প্রাচীনদিগের নিকট হইতে অনেক লোক খড়্গ এবং যষ্টী লইয়া আসিল। যীশুকে ধরিবার জন্য সে এই সঙ্কেত বলিয়া দিয়াছিল যে, আমি যাহাকে চুম্বন করিব তোমরা তাহাকেই ধৃত করিবে। পরে সে অতি শীঘ্রই যীশুর নিকট আসিয়া কহিল যে হে গুরো! প্রণাম করি এবং তাহাকে চুম্বন করিল। তখন উহারা যীশুর উপর হস্তক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে ধরিল এবং সেই সময় সমস্ত শিষ্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। অবশেষে দুই জন মিথ্যা সাক্ষী আসিয়া কহিল যে ইনি বলিয়াছিলেন যে আমি ঈশ্বরের মন্দির ভূমিসাৎ করিতে পারি এবং উহা তিন দিনে পুনর্নির্ম্মাণ করিতে পারি। তখন মহা-যাজক দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে কহিলেন যে আমি তোমাকে জীবিত ঈশ্বরের শপথ

দিতেছি তুমি আমাকে কহ যে তুমি ঈশ্বরের পুত্র খ্রীষ্ট কি না? যীশু তাঁহাকে বলিলেন যে তুমি নিজেই বলিয়াছ। তখন মহাযাজক আপনার বস্ত্র ছিন্ন করিয়া কহিলেন যে ইনি ঈশ্বরের নিন্দা করিয়াছেন এবং এক্ষণে আর সাক্ষীদিগের প্রয়োজন কি? দেখ তোমরা এক্ষণেই উহার মুখ হইতে ঈশ্বরের নিন্দা শুনিলে। এক্ষণে কি বিচার হইতে পারে। তখন উহারা উত্তর করিল যে ইনি বধযোগ্য হইয়াছেন। পরে উহারা তাহার মুখে ফুৎকার করিল, মুষ্ট্যাঘাত ও চপেটাঘাত করিল এবং কহিল যে তুমি ভবিষ্যৎবাণী কহ যে কে তোমাকে প্রহার করিয়াছে। পিটর বাহ্য অঙ্গনে উপবিষ্ট ছিলেন। এক দাসী তাঁহার নিকট আসিয়া কহিল যে তুমিও গালীলির যীশুর সঙ্গে ছিলে। তিনি সকলের সমক্ষে অস্বীকার করতঃ কহিলেন যে তুমি কি কহিতেছ তাহা আমি জানি না যখন তিনি বহির্দ্বারে গমন করিলেন তখন দ্বিতীয় দাসী তাঁহাকে দেখিয়া তত্রস্থ লোকদিগকে কহিল যে ইনি নাসরীর যীশুর সঙ্গে ছিলেন। তিনি শপথ করিয়া পুনরায় অস্বীকার করতঃ কহিলেন যে আমি উক্ত মনুষ্যকে জানি না। তখন তিনি ধিক্কার দিয়া এবং শপথ করিয়া বলিতে লাগিলেন যে আমি উক্ত মনুষ্যকে জানি না। ইঃ মঃ পঃ ২৬ আঃ ৪৭।৪৮ ৪৯।৫০।৬১।৬২।৬৩।৬৪।৬৫।৬৬।৬৭।৬৮।৬৯।৭০।৭১।৭২ ৭৪॥

সমীক্ষক—দেখিয়া লও যে যীশুর এতাবৎ পরিমাণেও সামর্থ্য অথবা প্রতাপ ছিল না যে তিনি আপনার শিষ্যদিগের দৃঢ় বিশ্বাস উৎপাদন করাইতে পারেন। শিষ্যদিগের না হয় প্রাণ বিনাশই হইত তথাপি তাঁহাকে ধরাইয়া দেওয়া অস্বীকার করা এবং এবং মিথ্যা শপথ করা কোন ক্রমেই উচিত হয় নাই। বাইবেলে যেরূপ কথিত আছে যীশুও তদ্রূপ কোন প্রকার অলৌকিকতাসম্পন্ন ছিলেন না। কারণ লুতেং গৃহে অতিথিদিগকে মারিবার জন্য অনেকে আক্রমণ করিয়া আসিয়াছিল। সে স্থলে ঈশ্বরের দুই দূত ছিল। উহারাই উহাদিগকে অন্ধ করিয়া দিয়াছিল। যদ্যপি এ কথাও অসম্ভব হয়, তবে যীশুর তাদৃশ সামর্থ্যও ছিল না। কিন্তু এক্ষণে খ্রীষ্টিয়ানগণ তাঁহার নামের উপর কতদূর গৌরবের আরোপ করিয়া রাখিয়াছেন। এরূপ দুর্দ্দশার সহিত মৃত্যু অপেক্ষা স্বয়ং যুদ্ধ করিয়া অথবা সমাধি করিয়া কিম্বা অন্য কোন প্রকারে প্রাণ ত্যাগ করিলে উৎকৃষ্ট হইত। পরন্তু বিদ্যা ব্যতিরেকে তদ্রূপ বুদ্ধি কোথা হইতে উপস্থিত হইবে। এই ঈশা বক্ষ্যমাণরূপও কহিয়াছেন ॥ ৮৫ ॥

৮৬—আমি এক্ষণেই আপনার পিতার নিকট বিনয় প্রকাশ করিতেছি না এবং তিনি আমার নিকট স্বর্গীয় দূতের দ্বাদশ সেনারও অধিক প্রেরণ করিবেন না। ইঃ মঃ পঃ ২৬ আঃ ৫৩ ॥

সমীক্ষক—তর্জ্জনা করা হইল এবং আপনার ও আপনার পিতার দর্প করা হইল, পরন্তু কার্য্য কিছুই করিতে পারিলেন না। আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখ। মহাযাজক যখন

জিজ্ঞাসা করিল যে এই সকল লোক তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছে, তুমি ইহার প্রত্যুত্তর দাও, ঈশা নিস্তব্ধ রহিলেন। ইহাও ঈশা উত্তম কার্য্য করেন নাই; কারণ যাহা সত্য ছিল তাহাই যদি কহিতেন, তাহা হইলেই ভাল হইত। এইরূপ নানা প্রকারে আপনার দর্প করা উচিত হয় নাই। যাহারা ঈশার উপর মিথ্যা দোষারোপ করিয়া তাঁহাকে বিনাশ করিয়াছিল, তাঁহারাও উচিত কার্য্য করে নাই। তাহারা তাঁহার বিষয়ে যেরূপ মনে করিয়াছিল তাঁহার তদ্রূপ কোন অপরাধ ছিল না। পরন্তু উহারাও আরণ্য মনুষ্য ছিল; সুতরাং ন্যায়ের কথা তাহারা কিরূপে বুঝিবে? ঈশা যদি অলীক ঈশ্বরের পুত্র হইয়া না বসিতেন এবং তিনি উহাদিগের সহিত অসদ্ভাব না করিতেন, তাহা হইলে উভয়ের পক্ষেই সৎকার্য্য ছিল। পরন্তু তাদৃশ বিদ্যা, ধর্ম্মাত্মা, এবং ন্যায়শীলতা তাহারা কোথা হইতে পাইবে? ৮৬॥

৮৭—যীশু অধ্যক্ষের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন এবং অধ্যক্ষ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি ইহুদীদিগের রাজা? যীশু তাঁহাকে বলিলেন যে আপনি স্বয়ংই বলিতেছেন। যখন প্রধান যাজক এবং প্রাচীন লোক সকল তাঁহার উপর দোষারোপ করিতেছিল, তখন তিনি উহাদিগকে কোনরূপ উত্তর দিলেন না। তখন পাইলেত তাঁহাকে কহিলেন যে এই সকল লোক তোমার বিরুদ্ধে কত সাক্ষ্য দিতেছে তাহা কি তুমি শুনিতে পাইতেছ না? পরন্তু এপর্য্যন্ত তিনি এক কথারও উত্তর দিলেন না এবং তাহাতে অধ্যক্ষ অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। পাইলেত উহাদিগকে কহিলেন যে যীশুকে অর্থাৎ যাঁহাকে খ্রীষ্ট কথিত হইতেছে তাঁহার বিষয়ে আমি কি করিব? সকলে তাঁহাকে বলিল যে উহাকে ক্রূশের উপর স্থাপিত করা হইবে এবং তিনি যীশুকে শূলবিদ্ধ করিয়া ক্রূশে স্থাপন করিবার জন্য আদেশ করিলেন। তখন অধ্যক্ষের যোদ্ধা সকল যীশুকে অধ্যক্ষের আলয়ে লইয়া যাইবার নিমিত্ত তাঁহার পার্শ্বে সমস্ত সৈন্য একত্র করিল। উহারা তাঁহার পরিচ্ছদ লইয়া রক্তবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করাইল। কণ্টকের মুকুট প্রস্তুত করিয়া তাঁহার মস্তকে স্থাপন করিল এবং তাঁহার দক্ষিণ হস্তে শরযষ্টি রাখিল। পরে তাঁহার সমক্ষে জানুদ্বয় নত করিয়া "তুমি ইহুদীদিগের রাজা, তোমাকে প্রণাম" এইরূপ সম্বোধন করিয়া তাঁহাকে উপহাস করিল, তাঁহার উপর থুৎকার প্রক্ষেপ করিল এবং উক্ত শরযষ্টি লইয়া প্রহার করিল। উপহাস করা শেষ হইলে উহারা তাঁহার উক্ত বস্ত্র লইয়া কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র পরিধান করাইল এবং তাঁহাকে ক্রূশের উপর স্থাপন করিবার জন্য লইয়া যাইল। যখন উহারা "গল্‌গাথা" অর্থাৎ নরকপাল প্রদেশ বলিয়া এক স্থানে উপস্থিত হইল, তখন উহারা বিকৃত ইক্ষুরসের (সির্কা) সহিত পিত্ত মিশ্রিত করিয়া তাঁহাকে পান করিতে দিল পরন্তু তিনি উহাতে জিহ্বা স্পর্শ করিয়া পান করিতে ইচ্ছা করিলেন না। উহারা তাঁহার দোষপত্র

তাঁহার মস্তকে সংসক্ত করিয়া দিল। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে এক জন এবং বামভাগে এক জন এইরূপ দুই জন দস্যুও তাঁহার সহিত ক্রুশে স্থাপিত হইয়াছিল। যে সকল লোক ইতস্ততঃ যাইতেছিল, তাহারা মস্তকাচালনা করিয়া তাঁহার নিন্দা করিতে লাগিল এবং কহিতে লাগিল যে, হে মন্দিরভঞ্জন প্রয়াসিন্! তুমি আপনাকে রক্ষা কর এবং যদি তুমি ঈশ্বরের পুত্র হও তবে ক্রুশের উপর হইতে অবতরণ কর। এইরূপ প্রধান যাজকগণ, অধ্যাপক সকল ও প্রাচীনদিগের সঙ্গী সকলও উপহাস করতঃ কহিতে লাগিল যে এই ব্যক্তি অন্যকে রক্ষা করিয়াছে পরন্তু আপনাকে রক্ষা করিতে পারিল না। এই লোক যদি ইজ্রেলদিগের রাজা হয় তবে ক্রুশের উপর হইতে অবতরণ করিয়া আসিবে এবং তাহা হইলেই আমরা বিশ্বাস করিব। ইনি ঈশ্বরের উপর নির্ভর ও তাঁহার ভরসা করেন; যদি ঈশ্বর ইঁহার মঙ্গলেচ্ছা করেন তবে এক্ষণে উঁহাকে রক্ষা করিবেন, কারণ ইনি বলিয়াছেন যে "আমি ঈশ্বরের পুত্র"। তাঁহার সঙ্গে ক্রুশে স্থাপিত দস্যুদ্বয়ও এইরূপে তাঁহার নিন্দা করিয়াছিল। দ্বিতীয় প্রহর হইতে তৃতীয় প্রহর নিকটবর্ত্তী হইলে যীশু উচ্চৈঃস্বরে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "এলী এলী লামা সবক্তানী" অর্থাৎ "হে মদীয় ঈশ্বর হে মদীয় ঈশ্বর তুমি কি আমাকে পরিত্যাগ করিলে"? যে সকল লোক সেই স্থলে উপস্থিত ছিল, তাহারা উহা শুনিয়া বলিল যে ইনি এলিয়াকে আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। উহাদিগের মধ্যে এক জন শীঘ্র ধাবিত হইয়া "সির্কাতে" "স্পঞ্জ" সিক্ত করতঃ শরযষ্টির উপর রাখিয়া তাঁহাকে পানার্থ দিল। তখন যীশু পুনরায় উচ্চ শব্দ করিয়া সম্বোধন করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। ইঃ মঃ পঃ ২৭। অঃ ১১।১২।১৩ ১৪।২২।২৩।২৪।২৬।২৭।২৮।২৯।৩০।৩১।৩২।৩৪ ৩৭।৩৮।৩৯।৪০।৪১ ৪২।৪৩। ৪৪ ৪৫।৪৬।৪৭।৪৮।৪৯।৫০॥

সমীক্ষক—উক্ত দুষ্ট লোকেরা যীশুর বিষয়ে সর্ব্বপ্রকারে দুষ্কার্য্য করিয়াছিল। পরন্তু যীশুরও দোষ ছিল। কারণ ঈশ্বরের কোন পুত্র নাই। এবং তিনি কাহারও পিতা নহেন। তিনি যদি কাহারও পিতা হয়েন তাহা হইলে কাহারও শ্বশুর, শ্যালক, এবং সম্বন্ধী আদি হইতে পারেন। যখন অধ্যক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন তখন যাহা সত্য ঘটনা তাহাই উত্তর দেওয়া উচিত ছিল। তিনি প্রথমে যে সকল আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিয়াছিলেন তাহা যদি সত্য হইত, তাহা হইলে এক্ষণেও ক্রুশের উপর হইতে অবতরণ করিয়া সকলকে শিষ্য করিয়া লইতেন এবং তিনি যদি ঈশ্বরের পুত্র হইতেন তাহা হইলে ঈশ্বরও তাঁহাকে রক্ষা করিতেন। তিনি ত্রিকালদর্শী হইলে পিত্ত মিশ্রিত "সির্কা" আস্বাদন করিয়া কেন প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন? পূর্ব্বেই উহা জানিতে পারিবেন। যদি তিনি অলৌকিক হইতেন তাহা হইলে উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করতঃ কেন প্রাণত্যাগ করিবেন? ইহা হইতে জানা উচিত যে যতই কেন চতুরতা প্রকাশ করুন না,

শেষে কিন্তু সত্যই সত্য এবং মিথ্যাই মিথ্যা হইয়া থাকে। ইহা হইতে এইরূপ সিদ্ধ হইল যে যীশু এক সময়ে আরণ্য মনুষ্যদিগের মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে উত্তম ছিলেন। তিনি অলৌকিকতাসম্পন্ন বা ঈশ্বরের পুত্র অথবা বিদ্বান্ ছিলেন না। কারণ তাহা হইলে এতাদৃশ দুঃখ কেন ভোগ করিবেন? ৮৭॥

৮৮—তখন ভয়ানক ভূমিকম্প হইল এবং পরমেশ্বরের এক দূত অবতরণ করিল ও সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া কবরের দ্বারস্থ প্রস্তর বিপর্য্যস্ত করিয়া তাহার উপর উপবেশন করিল। তিনি সে স্থান হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব কথিতানুসারে তিনি জীবিত হইয়া উত্থিত হইয়াছেন। যখন শিষ্যদিগের নিকট এই সংবাদ উপস্থিত হইল, তখন যীশু আসিয়া তাহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন এবং স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলেন। উহারা তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহার চরণ স্পর্শ করতঃ প্রণাম করিল। যীশু উহাদিগকে কহিলেন যে, "ভীত হইও না, তোমরা আমার ভ্রাতৃগণকে বল যে উহারা গালীলে গমন করিলে সেই স্থানে আমার দর্শন পাইবে। যীশু যে পর্ব্বতের কথা বলিয়াছিলেন তাঁহার ১১ একাদশ শিষ্য সেই পর্ব্বতে উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া প্রণাম করিল। পরন্তু কাহারও সন্দেহ হইল। যীশু তাহাদিগের নিকট আসিয়া তাহাদিগকে বলিলেন যে, স্বর্গের এবং পৃথিবীর সমস্ত অধিকার আমার উপর প্রদত্ত হইয়াছে, জগতের অন্ত পর্য্যন্ত প্রতিদিন আমি তোমাদিগের সহিত থাকিব। ঈঃ মঃ পঃ ২৮। আঃ ২।৬।৯।১০।১৬।১৭।১৮।২০ ॥

সমীক্ষক।—এ কথাও বিশ্বাসের যোগ্য নহে। কারণ উহা সৃষ্টিক্রম এবং বিদ্যার বিরুদ্ধ। প্রথমতঃ ঈশ্বরের নিকট দূত থাকা, উহাকে যে সে স্থানে প্রেরণ করা এবং উপর হইতে উহার অবতরণ করা ইত্যাদি দ্বারা ঈশ্বরকে কি তহসীলদার অথবা কলেক্টর করিয়া দেওয়া হইতেছে না? যীশু কি সশরীরেই স্বর্গে গেলেন এবং তিনি জীবিত হইয়া উঠিলেন? কারণ উক্ত স্ত্রীলোকেরা তাঁহার পদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিয়াছিল। তবে কি তাঁহার সেই শরীর ছিল? উক্ত তিন দিনে কেন উক্ত শরীর বিকৃত হইল না? অধিকন্তু আপনার মুখে সকলের অধিকারী হইয়াছি বলা কেবল দম্ভের কথা মাত্র। শিষ্যদিগের সহিত একত্র হওয়া এবং উহাদিগের সহিত সমস্ত কথোপকথন করা অসম্ভব; কারণ এ কথা সত্য হইলে আজ কালও কেন কেহই জীবিত হইয়া উঠে না? এবং সশরীরে কেন স্বর্গে গমন করে না? এক্ষণে মথি লিখিত সুসমাচারের বিষয় সমাপ্ত হইল। পরে মার্ক লিখিত সুসমাচার লিখিত হইতেছে ॥ ৮৮ ॥

## মার্ক লিখিত সুসমাচার।

৮৯।—ইনি কি সূত্রধার নহেন? ঈঃ মার্ক পঃ ৬। আঃ ৩।

সমীক্ষক। বস্তুতঃ ইউসফ সূত্রধার ছিল। সুতরাং ঈশাও সূত্রধার ছিলেন। কয়েক

বর্ষ পর্য্যন্ত সূত্রধারের কার্য্য করত: পরে ভবিষ্যদ্‌বক্তা হইতে হইতে ঈশ্বরের পুত্রই হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং আরণ্য মনুষ্যেরা তাহাই স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। তথাপি তাঁহার চতুরতা বিশেষ প্রচলিত হইয়াছে। ছেদন, ভেদন ও কর্ত্তনাদি করাই তাঁহার কার্য্য।

## লূক লিখিত সুসমাচার।

৯০—যীশু উহাকে কহিলেন যে তুমি আমাকে কেন উত্তম কহিতেছ? এক ঈশ্বর ব্যতীত দ্বিতীয় উত্তম কেহ নাই॥ লু: প: ১৮। আ: ১৯॥

সমীক্ষক—ঈশাই যখন এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর কহিতেছেন তখন খ্রীষ্টিয়ানগণ কোথা হইতে পবিত্রাত্মা, পিতা এবং পুত্র এই তিন কল্পনা করিলেন? ॥ ৯০।

৯১।—তখন তাঁহাকে হিরদের নিকট প্রেরণ করা হইল। হিরদ যীশুকে দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। কারণ তিনি বহুদিন হইতে তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছিলেন। তিনি তাঁহার বিষয়ে অনেক আশ্চর্য্য কথা শুনিয়াছিলেন এবং এক্ষণে তাঁহার কোনরূপ আশ্চর্য্য কর্ম্ম দেখিতে ইচ্ছা হইয়াছিল। তিনি তাঁহাকে অনেক বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, পরন্তু তিনি কোন উত্তর দিলেন না। লুক: প: ২৩। আ: ৮।৯॥

সমীক্ষক—এ কথা মথি রচিত সুসমাচারে নাই, সুতরাং এ সাক্ষী বিকৃত হইল। কারণ, সাক্ষী একরূপ হওয়া উচিত। যদি তিনি তাদৃশ চতুরতা এবং অলৌকিকতা সম্পন্ন হইতেন তাহা হইলে হিরদকে উত্তর দিতেন এবং অলৌকিকতাও প্রদর্শন করিতেন। ইহা হইতে বিদিত হওয়া যায় যে ঈশার বিদ্যা এবং অলৌকিকতা কিছুমাত্র ছিল না॥ ৯১॥

## যোহন রচিত সুসমাচার।

৯২—আদিকালে বচন ছিল এবং বচন ঈশ্বরের সঙ্গে ছিল ও বচনই ঈশ্বর ছিল। উহাই আদিতে ঈশ্বরের সঙ্গে ছিল। উহারই দ্বারা সকল বস্তু সৃষ্ট হইয়াছে এবং যাহা সৃষ্ট হইয়াছে তাহা কিছুমাত্রই বচন ব্যতিরেকে সৃষ্ট হয় নাই। উহাতে জীবন ছিল এবং সেই জীবন মনুষ্যদিগের আলোক ছিল। প: ১। আ: ১।২।৩।৪॥

সমীক্ষক—বক্তা ব্যতিরেকে বচন হইতে পারে না। বচন যে ঈশ্বরের সঙ্গে ছিল ইহা বলা ব্যর্থ হইল। বচন কখন ঈশ্বর হইতে পারে না। কারণ যখন আদিতে উহা ঈশ্বরের সঙ্গে ছিল তখন তাহার পূর্ব্বে বচন অথবা ঈশ্বর ছিলেন ইহা ঘটিতে পারে না। বচনের কারণ না হইলে উহা দ্বারা কখন সৃষ্টি হইতে পারে না। বচন ব্যতিরেকেও কর্ত্তা মৌনভাবে সৃষ্টি করিতে পারেন। জীবন কাহাতে এবং কিরূপ ছিল? এই বচন হইতে যদি জীবকে অনাদি মানিতে ইচ্ছা কর তবে আদমের নাসারন্ধ্রে শ্বাস প্রবাহিত

করার কথা মিথ্যা হইল। জীবন কি কেবল মনুষ্যদিগের পক্ষেই আলোক হইল? পশ্বাদির পক্ষে নহে? ৯২ ॥

৯৩। সায়ংকালের ভোজনের সময় শয়তান শিমোনের পুত্র বিহুদা ইস্করিযোতীর মনে তাঁহাকে ধরিয়া দিবার অভিপ্রায় অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছিল। যোঃ পঃ ১৩। আঃ ২ ॥

সমীঃ—এ কথা সত্য নহে। কারণ খ্রীষ্টিয়ানদিগকে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, শয়তান যদি সকলকেই প্রতারণা করিতে পারে তবে শয়তানকে কে প্রলোভন করিবে? যদি বল যে শয়তান স্বয়ংই আপনাকে প্রলোভিত করে তাহা হইলে বলা যাইতে পারে যে মনুষ্যও স্বয়ং আপনাকে প্রলোভিত করিতে পারে। তবে শয়তানের প্রয়োজন কি? যদি শয়তানের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং প্রলোভন কর্ত্তা পরমেশ্বর হয়েন, তাহা হইলে খ্রীষ্টিয়ানদিগের ঈশ্বর শয়তানের শয়তান স্থিরীকৃত হইলেন। পরমেশ্বরই উহার দ্বারা সকলকে প্রলোভিত করেন। আচ্ছা এরূপ কার্য্য কখন কি পরমেশ্বরের হইতে পারে? ইহাই সত্য হইতে পারে যে যিনি এই খ্রীষ্টিয়ানদিগের পুস্তক রচনা করিয়াছেন এবং ঈশাকে ঈশ্বরের পুত্র কলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন তিনিই বোধ হয় শয়তান হইতে পারেন। পরন্তু ইহা ঈশ্বর কৃত পুস্তক নহে, ইহাতে বর্ণিত ঈশ্বর ঈশ্বর নহেন এবং ঈশা ঈশ্বরের পুত্র হইতে পারেন না ॥ ৯৩ ॥

৯৪—তোমাদিগের মন ব্যাকুল হইবে না। ঈশ্বরের উপর এবং আমার উপর বিশ্বাস কর। আমার পিতার গৃহে অবস্থানের উপযুক্ত অনেক স্থান আছে। অন্যথা হইলে আমি তোমাদিগকে কহিতাম। আমি তোমাদিগের জন্য স্থান প্রস্তুত করিবার জন্য যাইতেছি! আমি যখন গমন করিয়া তোমাদিগের জন্য স্থান প্রস্তুত করিব, তখন পুনরায় আগমন করতঃ তোমাদিগকে লইয়া যাইব এবং আমি যে স্থানে থাকিব তোমরাও সেই স্থানে থাকিবে। যীশু উহাদিগকে কহিলেন যে "আমিই মার্গ, আমিই সত্য এবং আমিই জীবন।" আমার দ্বারা না হইলে অন্য কোন উপায়ে পিতার নিকট কেহ উপস্থিত হইতে পারে না। যদি তোমরা আমাকে বুঝিতে পার, তাহা হইলে আমার পিতাকেও জানিতে পার ॥ যোঃ পঃ ১৪। আঃ ১।২।৩।৪।৫।৬।৭॥

সমীঃ—এক্ষণে দেখ যে ঈশার বাক্য কি "পোপ" লীলা হইতে কোন রূপে ন্যূন? তিনি যদি এরূপ প্রবঞ্চনা না করিতেন তাহা হইলে তাঁহার মতের কে অনুসরণ করিত? ঈশা কি আপনার পিতাকে "ঠেকা" অর্থাৎ পাট্টা লইয়াছেন? যদি ঈশ্বর তাঁহার বশ্য হয়েন তবে তিনি পরাধীন হওয়াতে ঈশ্বর হইতে পারেন না। কারণ ঈশ্বর কাহারও "সুপারিশ" (অনুরোধ বাক্য) শ্রবণ করেন না। ঈশার পূর্ব্বে কি কেহ কখন ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হয়েন নাই? এরূপে স্থানাদির প্রলোভন দেওয়া এবং আপনার মুখে আপনাকে

মার্গ, সত্য এবং জীবন বলা ইত্যাদি সমস্ত সর্ব্বপ্রকারে দম্ভোর ন্যায় কথিত হইয়াছে। সুতরাং এ সকল কথা কখন সত্য হইতে পারে না ॥ ৯৪ ॥

৯৫—আমি তোমাদিগকে সত্য সত্য বলিতেছি যে, যে ব্যক্তি আমার উপর বিশ্বাস করে সে, আমি যে সকল্ কার্য্য করিয়াছি সেই সকল কার্য্য করিবে এবং তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কার্য্য করিবে ॥ যোঃ পঃ ১৪। আঃ ১২ ॥

সমীক্ষক—এক্ষণে দেখ যে, যে সকল খ্রীষ্টিয়ান ঈশার উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁহারা তাঁহার ন্যায় মৃতক জীবিত করা ইত্যাদি কার্য্য কেন করিতে পারে না? যদি বিশ্বাস দ্বারা আশ্চর্য্য কার্য্য করিতে না পারা যায়, তবে ঈশাও আশ্চর্য্য কার্য্য করেন নাই ইহা নিশ্চিত জানা উচিত। কারণ ঈশা স্বয়ংই কহিতেছেন যে তোমরাও আশ্চর্য্য কার্য্য করিবে। এরূপ স্থলে এ সময়ে যখন কোন একজনও খৃষ্টীয়ান তাহা করিতে পারেন না, তখন এমন কাহার বিচার চক্ষু নষ্ট হইয়াছে যে, সে 'ঈশা মৃতকের জীবন-দানকর্ত্তা' ইহা বিশ্বাস করিয়া লইবে? ৯৫ ॥

ঈশ্বরই অদ্বৈত সত্য। যোঃ পঃ ১৭। আঃ ৩ ॥

সমীক্ষক—ঈশ্বর যদি এক এবং অদ্বৈত হয়েন, তবে খ্রীষ্টীয়ানদিগের "তিন" বলা সর্ব্বথা মিথ্যা হইল ॥ ৯৬ ॥

এইরূপ নব্য বাইবেলের (সুসমাচার সকলের) অনেক স্থান বিরুদ্ধ কথায় পূর্ণ আছে।

## যোহনের প্রকাশিত বাক্য।

এক্ষণে যোহনের অদ্ভুত কথা শ্রবণ কর :—

৯৭—আপন আপন মস্তকে সুবর্ণের মুকুট স্থাপিত ছিল। সিংহাসনের অগ্রে সাত অগ্নির প্রদীপ জ্বলিতেছিল। উহারা ঈশ্বরের সাত আত্মা। সিংহাসনের সম্মুখে কাচের সমুদ্র ছিল এবং সিংহাসনের পার্শ্বে, সম্মুখে ও পশ্চাতে নেত্রপূর্ণ চারি প্রাণী ছিল। যোঃ প্রঃ পঃ ৪। আঃ ৪।৫।৬ ॥

সমীক্ষক—এক্ষণে দেখ যে খ্রীষ্টিয়ানদিগের স্বর্গ একটি নগর তুল্য। ইহাদিগের ঈশ্বর ও দীপকের ন্যায় অগ্নি। সুবর্ণের মুকুটাদি অলঙ্কার ধারণ করা এবং অগ্রে ও পশ্চাতে নেত্র হওয়া অসম্ভব কথা। এ সকল কথা কে বিশ্বাস করিতে পারে? উক্ত স্থলে সিংহাদি চারি পশু আছে এরূপ লিখিত হইয়াছে ॥৯৭॥

৯৮—আমি সিংহাসনের উপর উপবেষ্টার দক্ষিণ হস্তে এক পুস্তক দেখিলাম। উহার ভিতর এবং পৃষ্ঠভাগ লিখিত ছিল এবং উহার উপরিভাগ সাত মুদ্রায় অঙ্কিত ছিল। এই পুস্তক খুলিবার এবং উহার মুদ্রা ছেদন করিবার যোগ্য কে আছে? স্বর্গে, পৃথিবীতে, অথবা পৃথিবীর নিম্নাংশে এমন কেহ নাই যে এই পুস্তক খুলিতে এবং দেখিতে সমর্থ

হয়। এই পুস্তক খুলিবার জন্য, উহা পড়িবার জন্য অথবা উহা দেখিবার জন্য উপযুক্ত কোন ব্যক্তি না পাওয়াতে আমি অনেক বিলাপ করিতে লাগিলাম। যোঃ প্রঃ পঃ ৫। আঃ ১।২।৩।৪ ॥

সমীক্ষক—দেখ, খ্রীষ্টিয়ানদিগের স্বর্গে সিংহাসন সকল এবং মনুষ্যদিগের জাঁকজমক ও মুদ্রাবদ্ধ পুস্তকও আছে। এই পুস্তক উদ্ঘটন প্রভৃতি কার্য্যের উপযুক্ত কোন ব্যক্তি স্বর্গে এবং পৃথিবীতে পাওয়া গেল না। যোহনের বিলাপ করিবার পশ্চাৎ কোন প্রাচীন কহিয়া দিল যে ঈশাই উহা খুলিতে পারে—ইত্যাদির প্রয়োজন এই যে "যাহার বিবাহ তাহারই গীত।" দেখ ঈশার উপরই কেবল মাহাত্ম্য আরোপিত করা হইতেছে। পরন্তু এ সকল কথা কেবল কথনমাত্র জানিতে হইবে ॥ ৯৮ ॥

৯৯—আমি দৃষ্টিপাত করিলাম এবং দেখিতে পাইলাম যে সিংহাসন এবং চারি প্রাণীদিগের মধ্যেও প্রাচীনদিগের মধ্যে নিহতপ্রায় এক মেষশাবক দণ্ডায়মান ছিল। তাহার সাত শৃঙ্গ এবং সাত নেত্র ছিল। উহারা সমস্ত পৃথিবীতে প্রেরিত ঈশ্বরের সাত আত্মা ॥ যোঃ প্রঃ পঃ ৫। আঃ ৬ ॥

সমীক্ষক—যোহনের এই স্বপ্নের মনোব্যাপার দেখ। উক্ত স্বর্গ মধ্যে সমস্ত খৃষ্টীয়ান, চারি পশু এবং ঈশাও রহিয়াছেন এবং আর কেহই নাই। ইহা অতিশয় আশ্চর্য্য কথা যে এ স্থানে ঈশার দুই নেত্র ছিল এবং শৃঙ্গের নামমাত্রও ছিল না কিন্তু স্বর্গে যাইবামাত্র তিনি সাত শৃঙ্গ ও সাত নেত্র বিশিষ্ট হইয়া গেলেন !! হায় ! খ্রীষ্টীয়ান-গণ এ কথা কেন বিশ্বাস করিলেন ? তাঁহাদিগের অবশ্য কিঞ্চিন্মাত্রও বুদ্ধি আছে ॥৯৯॥

১০০—যখন তিনি পুস্তক গ্রহণ করিলেন তখন চারি প্রাণী এবং চতুর্বিংশতি প্রাচীন, মেষের সম্মুখে পতিত হইল। পবিত্রলোকদিগের প্রার্থনাসূচক তাহাদিগের প্রত্যেকের হস্তে বীণা এবং সুগন্ধপূর্ণ সুবর্ণপাত্র ছিল। যোঃ প্রঃ পঃ ৫। আঃ ৮ ॥

সমীক্ষক—আচ্ছা যখন ঈশা স্বর্গে থাকিবেন না তখন এই সকল শোচনীয় ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য এবং আরতিআদি পূজা কাহার করা হইবে ? এই সকল প্রোটেষ্টাণ্ড খ্রীষ্টীয়ানগণ মূর্ত্তিপূজার খণ্ডন করিয়া থাকেন, অথচ ইহাদিগের স্বর্গ মূর্ত্তিপূজার গৃহ স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে ॥ ১০০ ॥

১০১—যখন মেষ একটি মুদ্রা খুলিলেন তখন আমি দেখিলাম যে উক্ত চারি প্রাণীর মধ্যে একটি মেঘগর্জ্জনের ন্যায় শব্দ করিয়া কহিল যে আইস দেখ। উহা আমি শ্রবণ করিলাম। পরে আমি দর্শন করিলাম। পরে আমি দর্শন করিলাম যে এক শ্বেত অশ্ব রহিয়াছে ও তাহার উপর যে উপবিষ্ট আছে তাহার হস্তে ধনুক রহিয়াছে। তাহাকে মুকুট প্রদত্ত হইল এবং সে জয়ধ্বনি করতঃ জয় করিবার জন্য নিষ্ক্রান্ত হইল। তিনি যখন দ্বিতীয় মুদ্রা খুলিলেন তখন রক্তবর্ণ দ্বিতীয় অশ্ব নির্গত হইল। তাহাকে পৃথিবী

হইতে ঐক্য অপসারিত করিবার অধিকার দেওয়া হইল। তিনি যখন তৃতীয় মুদ্রা খুলিলেন তখন এক কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব দৃষ্ট হইল। যখন তিনি চতুর্থ মুদ্রা খুলিলেন তখন এক ধূসর বর্ণ অশ্ব দৃষ্ট হইল। যে তাহার উপর উপবিষ্ট ছিল, তাহার নাম মৃত্যু ইত্যাদি। যোঃ প্রঃ পঃ ৬। আঃ ১।২।৩।৪।৫।৭ ॥

সমীক্ষক—দেখ এ সমস্ত, পুরাণ সকলের অপেক্ষাও অধিক মিথ্যা লীলা প্রকাশ করিতেছে কি না? আচ্ছা, পুস্তক বন্ধনের মুদ্রার ভিতরে অশ্ব এবং অশ্বারোহী কিরূপে অবস্থিত থাকিতে পারে? এ সকল স্বপ্নের প্রলাপ মাত্র। যিনি এই সকলকেও সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, তিনি যতই অবিদ্যার কথা কহিবেন ততই অত্যল্প মনে করিতে হইবে ॥ ১০১ ॥

১০২—উহারা উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল হে সত্য এবং পবিত্র স্বামিন্! কত কাল পর্য্যন্ত তুমি ন্যায় (বিচার) করিবে না এবং আমাদিগের শোণিতের জন্য পৃথিবীস্থ লোকদিগকে নির্য্যাতন করিবে না? তাহাদিগের প্রত্যেককে শ্বেত পরিচ্ছদ প্রদত্ত হইল এবং উহাদিগকে কথিত হইল এবং উহাদিগকে কথিত হইল যে তোমাদিগের ন্যায় বধ-যোগ্য তোমাদিগের যে অনুচর দাস সকল ও তোমাদিগের স্বজন সকল আছেন যতদিন তাহাদিগের সময় পূর্ণ না হয় ততদিন যাবৎ অল্পকালের জন্য অপেক্ষা কর। যোঃ প্রঃ পঃ ৬। আঃ ১০।১১।

সমীক্ষক—যাঁহারা খৃষ্টীয়ান হইবেন তাঁহারাই শীঘ্র অপেক্ষা স্থানে আবদ্ধ হইয়া বিচার করাইবার জন্য বিলাপ করিবেন। যাঁহারা বেদমার্গ স্বীকার করিবেন, তাঁহাদিগের বিচার হইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইবে না। খ্রীষ্টীয়ানদিগকে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে এক্ষণে কি ঈশ্বরের আদালত বন্ধ আছে? বিচারের কার্য্য যদি না হইতে থাকে তবে অবশ্য ন্যায়াধীশ নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া আছেন? এরূপ জিজ্ঞাসা করিলে কিছুই সঙ্গত উত্তর দিতে পারিবে না। ঈশ্বরকেও প্রলোভিত করা হয় এবং উহাদিগের ঈশ্বরও প্রলোভিত হইয়া যান। কারণ ইহাদিগের কথন মাত্রেই ইহাদিগের শত্রুর উপর নির্য্যাতন করেন। তিনি নৃশংসস্বভাববিশিষ্ট; কারণ মৃত্যুর পরও স্বৈরনির্য্যাতন করেন। তাঁহার শক্তি কিছুমাত্র নাই এবং যে স্থানে শক্তি নাই সে স্থলের দুঃখের কি পারাবার হইতে পারে? ১০২ ॥

১০৩—প্রবল ব্যাত্যায় প্রকম্পিত উডুম্বর বৃক্ষ হইতে যেমন অপক্ব উডুম্বর ফল পতিত হয় তদ্রূপ আকাশের তারা সকল পৃথিবীর উপর পতিত হইল। গোলভাবে বদ্ধ পত্র-গুচ্ছের ন্যায় আকাশও পৃথক্ হইয়া যাইল। যোঃ প্রঃ পঃ ৬। আঃ ১৩।১৪ ॥

সমীক্ষক—এক্ষণে দেখ যে ভবিষ্যদ্‌বক্তা যোহনের বিদ্যা ছিল না বলিয়া নিরর্থক কথা সকল প্রয়োগ করিয়াছে। তারা সকল প্রত্যেক এক একটি ভূমণ্ডল। এক

উপর কিরূপে পতিত হইতে পারে? সূর্য্যাদির আকর্ষণ উহাদিগকে ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতে কেন দিবে? আকাশকে কি মাদুরের মত মনে করা হইতেছে। আকাশ সাকার পদার্থ নহে, যে ইহাকে জড়াইয়া একত্র করা যাইতে পারিবে। সুতরাং যোহন আদি সকলে আরণ্য মনুষ্য ছিলেন। তাঁহারা এ সকল বিষয় কিরূপে জানিবেন? ১০৩॥

১০৪—আমি উহাদের সংখ্যা শুনিয়াছিলাম। ইজ্রেলের সন্তানদিগের সমস্ত বংশের মধ্যে একলক্ষ চতুশ্চত্বারিংশৎ সহস্রের উপর মুদ্রাঙ্ক দেওয়া হইয়াছিল এবং য়িহুদার বংশ মধ্যে দ্বাদশ সহস্রের উপর মুদ্রাঙ্ক প্রদত্ত হইয়াছিল। যোঃ প্রঃ পঃ ৭॥ আঃ ৪।৫॥

সমীক্ষক—বাইবেলে যে ঈশ্বরের কথা লিখিত আছে, তিনি কি কেবল ইজরেল আদি কুলের স্বামী অথবা সমস্ত সংসারের স্বামী। প্রথমোক্ত না হইলে উক্ত আরণ্য-দিগেরই সমভিব্যাহারে কেন থাকিবেন ও কেবল উহাদিগেরই বা কেন সহায়তা করিবেন এবং অন্যের নাম চিহ্নও কেন গ্রহণ করিবেন না? সুতরাং তিনি ঈশ্বর নহেন। ইজরেল বংশীয় মনুষ্যদিগের উপর মুদ্রাঙ্কন করা কেবল অল্পজ্ঞতার কার্য্য অথবা যোহনের মিথ্যা কল্পনা মাত্র॥ ১০৪॥

১০৫—এই হেতু উহারা ঈশ্বরের সিংহাসনের সম্মুখে অবস্থিত রহিয়াছে এবং তাঁহার মন্দিরে দিবারাত্র তাঁহার সেবা করিতেছে। যোঃ প্রঃ পঃ ৭। আঃ ১৫॥

সমীক্ষক—ইহারা কি মহামূর্ত্তিপূজক নহে? অথবা ইহাদিগের ঈশ্বর দেহধারী মনুষ্যের ন্যায় একদেশস্থ নহেন? তদ্ব্যতীত খ্রীষ্টিয়ানদিগের ঈশ্বর রাত্রিকালে নিদ্রাও প্রাপ্ত হয়েন না। যদি নিদ্রা যাইতেন তাহা হইলে রাত্রিকালে কিরূপে পূজা করা যাইতে পারে? তদ্ভিন্ন তাঁহার নিদ্রা বোধ হয় লুপ্ত হইয়া যায় এবং যে দিবারাত্র জাগরিত থাকে সে বিক্ষিপ্তচিত্ত এবং অতি রোগা হইয়া পড়ে॥ ১০৫॥

১০৬—দ্বিতীয় দূত আসিয়া বেদীর নিকট দণ্ডায়মান হইলে। উহার নিকট সুবর্ণের ধূপ পাত্র ছিল এবং তাহাতে অনেক পরিমাণে ধূপ প্রদত্ত হইয়াছিল। পবিত্র লোক-দিগের প্রার্থনার সহিত দূতের হস্তস্থিত ধূপ পাত্রের ধূম ঈশ্বরের সম্মুখে উত্থিত হইল। দূত উক্ত ধূপ পাত্র গ্রহণ করিয়া উহ তে বেদীর অগ্নি পূর্ণ করিয়া পৃথিবীর উপর প্রক্ষেপ করিল। তাহাতে মহাশব্দ, গর্জ্জন, বিদ্যুৎ এবং ভূমিকম্প হইল। যোঃ প্রঃ পঃ ৮॥ আঃ ৩।৪।৫॥

সমীক্ষক—এক্ষণে দেখ যে স্বর্গপর্য্যন্ত বেদী, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য এবং তূরীশব্দ হইয়া থাকে। বৈরাগীদিগের মন্দির অপেক্ষা খ্রীষ্টিয়ানদিগের স্বর্গ কি কোন অংশে ন্যূন? তবে কিছু ধূমধাম অধিক হইয়া থাকে এইমাত্র॥ ১০৬॥

১০৬—প্রথম দূত তূরীশব্দ করিল এবং রুধির মিশ্রিত শিলা ও অগ্নি বৃষ্টি হইল,

এবং উহা পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হইল ও পৃথিবীর তৃতীয়াংশ দগ্ধ হইয়া যাইল। যোঃ প্রঃ পঃ ৮। আঃ ৭ ॥

সমীক্ষক—খ্রীষ্টিয়ানদিগের ভবিষ্যদ্বক্তা তোমাকে ধন্য! ঈশ্বর, ঈশ্বরের দূত, তুরী শব্দ, এবং প্রলয় ব্যাপার এ সকল কেবল বালকের ক্রীড়ামাত্র দৃষ্ট হইয়েছে ॥ ১০৭ ॥

১০৮—পঞ্চম দূত তুরীশব্দ করিল এবং আমি স্বর্গ হইতে পৃথিবীর উপর এক তারা পতিত হইতে দেখিলাম। তাহাকে অতলস্পর্শ কুণ্ডরূপ কূপের চাবি দেওয়া হইল। সেই অতলস্পর্শ কুণ্ডরূপ কূপ সে উদ্ঘাটন করিল এবং কূপ হইতে বৃহৎ চুল্লীর ধূমের ন্যায় ধূম উত্থিত হইল। উক্ত ধূম হইতে পৃথিবীর উপর শলভ সকল নির্গত হইল। পৃথিবীর বৃশ্চিকের উপর যে অধিকার আছে, উহাদিগকেও সেই অধিকার দেওয়া হইল এবং তাহাদিগকে বলা হইল যে, যে সকল মনুষ্যের মস্তকে ঈশ্বরের মুদ্রাঙ্ক নাই তাহাদিগকে পাঁচমাস কালপীড়া দিবে। যোঃ প্রঃ পঃ ৯। আঃ ১।২।৩।৪।৫ ॥

সমীক্ষক—তুরীর শব্দ শুনিবামাত্র তারা সকল উক্ত দূতের উপর এবং উক্ত স্বর্গে পতিত হইয়া থাকিবে। এস্থলে কখন পতিত হয় নাই। আচ্ছা এই কূপ ও এই সকল শলভ বোধ হয় ঈশ্বর প্রলয়ের জন্য রাখিয়া থাকিবেন। মুদ্রাঙ্ক দেখিলে হয় ত রক্ষা পাইত; কারণ মুদ্রাঙ্কযুক্তকে দংশন করা হইবে না। এ সকল নির্ব্বোধ লোকদিগকে ভয় প্রদর্শন করিয়া খ্রীষ্টিয়ান করিবার জন্য তাড়না মাত্র, যে তুমি যদি খ্রীষ্টীয়ান না হও, তবে তোমাকে শলভে দংশন করিবে। এ সকল কথা বিদ্যাহীন দেশে চলিতে পারে, আর্য্যাবর্ত্তে পারে না। ইহা কি প্রলয়ের উপযুক্ত কথা হইতে পারে? ১০৮ ॥

১০৯—অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যা বিংশতি কোটী ছিল ॥ যোঃ প্রঃ পঃ ৯। আঃ ১৬ ॥

সমীক্ষক—আচ্ছা স্বর্গে এত অশ্ব কোথায় থাকিত, কোথায় বিচরণ করিত, কোথায় স্থান পাইত এবং কত পুরীষ ত্যাগ করিত? স্বর্গে তৎকারণ বশতঃ কতই দুর্গন্ধ হইত! আর নহে। আর্য্যগণ অর্থাৎ আমরা এতাদৃশ স্বর্গের এবম্ভূত ঈশ্বরের এবং এতাদৃশ মতে জলাঞ্জলি দিতেছি। সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের কৃপাবশতঃ এইরূপ মহা গোলযোগ যদি খ্রীষ্টীয়ানদিগের মস্তক হইতে দূরে গমন করে, তাহা হইলেই উত্তম হয় ॥ ১০৯ ॥

১১০—আমি দ্বিতীয় পরাক্রান্ত দূতকে স্বর্গ হইতে অবতরণ করিতে দেখিলাম তিনি মেঘাবৃত ছিলেন এবং তাঁহার মস্তকে ইন্দ্রধনু ছিল। সুতরাং মুখ সূর্য্যের ন্যায় এবং তাঁহার চরণদ্বয় অগ্নিস্তম্ভের সদৃশ ছিল। তিনি তাঁহার দক্ষিণ চরণ সমুদ্রের উপর এবং বাম চরণ পৃথিবীতে রাখিয়াছিলেন ॥ যোঃ প্রঃ পঃ ১০। আঃ ১।২।৩ ॥

সমীক্ষক—দেখ, এই দূতের কথা পুরাণ সকলের অথবা "ভাট" সকলের কথা অপেক্ষাও অধিক ॥ ১১০ ॥

১১১—বংশের তুল্য এক শরযষ্টী আমাকে প্রদত্ত হইল এবং বলা হইল যে উঠ, ঈশ্বরের মন্দির, বেদী, এবং তাহার উপাসকদিগের পরিমাণ গ্রহণ কর। যোঃ প্রঃ পঃ ১১। আঃ ১ ॥

সমীক্ষক—পৃথিবীর কথা দূরে থাকুক, খ্রীষ্টীয়ানগণ স্বর্গে মন্দির প্রস্তুত করিয়া লইয়াছেন এবং তাহার পরিমাণ-লওয়া হইতেছে। আচ্ছা, উহাঁদিগের স্বর্গে যেরূপ উহাঁদিগের কথাও তদ্রূপ এই কারণে প্রভু ভোজনের সময় এস্থলে ঈশার শরীরাবয়ব, মাংস এবং রুধির কল্পনা করিয়া পান ও ভোজন করুন। গীর্জ্জাতেও ক্রুশ আদির আকার প্রস্তুত করা আদিও এক প্রকার মূর্ত্তি পূজা ॥ ১১১ ॥

১১২—স্বর্গ মধ্যে ঈশ্বরের মন্দির উদঘাটিত হইল এবং তাহার ভিতর তাঁহার নিয়ম সমূহের "সিন্দুক" ( পেটিকা ) দৃষ্ট হইল। যোঃ প্রঃ পঃ ১১। আঃ ১৯ ॥

সমীক্ষক—স্বর্গে যে মন্দির আছে উহা সকল সময়ে বোধঃহয় বন্ধ থাকে এবং কখন কখন উদঘাটিত হইয়া থাকে। পরমেশ্বরের কি কখন কোন মন্দির হইতে পারে? বেদোক্ত যে পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপক আছেন, তাঁহার কোনরূপ মন্দির হইতে পারে না। খ্রীষ্টীয়ানদিগের ঈশ্বর স্বর্গেই থাকুন অথবা পৃথিবীতেই থাকুন তিনি আকার বিশিষ্ট সুতরাং এস্থলে যেরূপ ঘণ্টা শব্দ ও শঙ্খ শব্দাদি দ্বারা লীলা হইয়া থাকে খ্রীষ্টীয়ানদিগের স্বর্গেও তাদৃশ হইয়া থাকে। খ্রীষ্টীয়ানগণ নিয়মের "সিন্দুক" ( পেটিকা ) কখন কখন দেখিয়া থাকিবেন। উহাতে যে কি প্রয়োজন সিদ্ধ হয় তাহা বলিতে পারা যায় না। ইহাই সত্য জানিতে হইবে যে এই সকল কথা কেবল মনুষ্যদিগকে প্রলোভিত করিবার জন্য হইয়াছে।

১১৩—এক অতি আশ্চর্য্য ঘটনা স্বর্গে দৃষ্ট হইল—অর্থাৎ এক স্ত্রী সূর্য্য পরিধান করিয়া রহিয়াছে, চন্দ্র তাহার পদতলে সংস্থিত ছিল এবং তাহার মস্তকে দ্বাদশ তারা নির্ম্মিত মুকুট স্থাপিত ছিল। সেই স্ত্রী গর্ভবতী হইয়া চীৎকার করিতেছিল। কারণ সে জননক্লেশে পীড়িত হইয়াছিল এবং তাহার প্রসবের পীড়া উপস্থিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় আশ্চর্য্যও স্বর্গে দৃষ্ট হইল যে এক বৃহৎ রক্তবর্ণ অজগরের সাত মস্তক ও দশ শৃঙ্গ রহিয়াছে এবং তাহার মস্তক সমূহের উপর সাত রাজমুকুট সংস্থাপিত আছে। সেই অজগর তাহার পুচ্ছের দ্বারা আকাশস্থ সমস্ত তারা সমূহের তৃতীয়াংশ আকর্ষণ করতঃ পৃথিবীর উপর নিক্ষেপ করিল। যোঃ প্রঃ পঃ ১২। আঃ ১।২।৩।৪ ॥

সমীক্ষক—সুদীর্ঘ ও সুবিস্তৃত গল্প কথা শ্রবণ কর। স্বর্গেও হতভাগিনী স্ত্রী চীৎকার করিতেছে, কেহই উহার বিলাপ শ্রবণ করিতেছে না এবং কেহ তাহার প্রতিবিধান

করিতে পারিতেছে না। যে অজগর পুচ্ছ দ্বারা সমস্ত তারাগণের তৃতীয়াংশ পৃথিবীর উপর নিক্ষেপ করিল, তাহার পুচ্ছ কত বড় ছিল? আচ্ছা, পৃথিবী ক্ষুদ্রতম এবং তারা সকল বৃহৎ বৃহৎ লোক। পৃথিবীর উপর একটিরও স্থান পাইতে পারে না। তবে এস্থলে এইরূপ অনুমান করা আবশ্যক যে এই কথা যিনি লিখিয়াছেন, এই তৃতীয়াংশ তারা, তাঁহারই গৃহে পতিত হইয়া থাকিবে এবং যে অজগরের পুচ্ছ এত বড় ছিল যে তাহা দ্বারা সমস্ত তারা সকলের তৃতীয়াংশ জড়াইয়া পৃথিবীর উপর নিক্ষেপ করিয়াছিল সেই অজগর ও তাঁহারই গৃহে অবস্থান করিত এইরূপ হইবে॥১১৩॥

১১৪—স্বর্গে যুদ্ধ হইয়াছিল। মাইকেল এবং তাঁহার দূত, অজগর এবং তাহার দূতের সহিত যুদ্ধ করিল। যোঃ প্রঃ পঃ ১২। আঃ ৭॥

সমীক্ষক—যে কেহ খ্রীষ্টীয়ানদিগের স্বর্গে যাইবেন তিনিও যুদ্ধ বশতঃ দুঃখ পাইবেন এই স্থান হইতে তাদৃশ স্বর্গের আশা ত্যাগ করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া উদাসীন হইয়া বসিয়া থাক। যে স্থানে শান্তিভঙ্গ এবং উপদ্রব রহিয়াছে, সে স্থান খ্রীষ্টিয়ানদিগের যোগ্য ॥১১৪॥

১১৫—এই মহা অজগরকে নিপতিত করা হইল। এই সেই প্রাচীন (সর্প) যাহাকে ডেভিল এবং শয়তান বলা হয় এই সমস্ত সংসারের প্রতারক। যোঃ প্রঃ পঃ ১২। আঃ ৯॥

সমীক্ষকঃ—যখন শয়তান স্বর্গে ছিল, তখন কি লোকদিগকে প্রতারণা করিত না? উহাকে আজন্ম কেন বন্দীগৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখা অথবা বিনাশ করা হইল না? উহাকে পৃথিবীর উপর কেন নিক্ষেপ করা হইল? শয়তান যদি সমস্ত সংসারের প্রতারক হয়, তবে শয়তানকে কে প্রতারণা করে? যদি শয়তান স্বয়ংই প্রতারক হয় তবে প্রতারক ব্যতিরেকেও প্রতারণা করিবে। যদি পরমেশ্বর তাহার প্রতারক হয়েন তবে তিনি ঈশ্বরই স্বিরাকৃত নহেন। ইহা বিদিত হওয়া যায় যে খৃষ্টীয়ানদিগের ঈশ্বরও শয়তান হইতে ভীত হইয়া থাকিবেন; কারণ ঈশ্বর যদি প্রবল হইতেন, তাহা হইলে উহার অপরাধ করিবার সময়ই উহার কেন দণ্ডবিধান করিলেন না? জগতে শয়তানের যাবতীয় রাজ্য আছে, খ্রীষ্টিয়ানদিগের ঈশ্বরের রাজ্য তাহার সহস্রাংশও নহে। এই হেতু খৃষ্টীয়ানদিগের ঈশ্বর উহাকে নিরস্ত করিতে পারেন নাই বলিয়া বোধ হয়। ইহা হইতে এইরূপ সিদ্ধ হইল যে, এই সময়ে খ্রীষ্টীয়ান রাজ্যাধিকারিগণ যেরূপ দস্যু এবং তস্করদিগকে অতি শীঘ্র দণ্ড বিধান করেন, খৃষ্টীয়ানদিগের ঈশ্বর তদ্রূপও নহেন। এরূপ অবস্থায় এতাদৃশ কোন্ নির্বুদ্ধি মনুষ্য আছে যে বৈদিক মত ত্যাগ করিয়া কপোল কল্পিত খৃষ্টীয়ান মত স্বীকার করিবে? ॥১১৫॥

১১৬—পৃথিবী এবং সমুদ্রের অধিবাসিগণ! তোমরা কি হতভাগ্য! কারণ শয়তান তোমাদিগের নিকট অবতরণ করিল। যোঃ প্রঃ পঃ ১২। আঃ ১২ ॥

সমীক্ষক—ঈশ্বর কি এস্থলের রক্ষক এবং স্বামী নহেন? তিনি কি পৃথিবী এবং মনুষ্যাদি প্রাণীর রক্ষক এবং স্বামী নহেন। যদি তিনি ভূমির ও রাজা হইতেন তবে শয়তানকে কেন বিনাশ করিতে পারিলেন না? ঈশ্বর দেখিতেছেন এবং শয়তান প্রতারণা করিয়া বেড়াইতেছে তথাপি তিনি উহাকে নিবারণ করিতেছেন না। ইহাতে এইরূপ বিদিত হওয়া যায় যে, একজন উত্তম ঈশ্বর এবং আর একজন সমর্থ দুর্বৃত্ত ঈশ্বর হইয়া রহিয়াছে ॥১১৬॥

১১৭—দ্বিচত্বারিংশৎ মাসকাল পর্য্যন্ত উহাকে যুদ্ধ করিবার অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে। ঈশ্বরের বিরুদ্ধভাবে তাঁহাকে নিন্দা করিবার জন্য, তাঁহার নামের, তাঁহার শিবিরের এবং স্বর্গবাসীদিগের নিন্দা করিবার জন্য সে নিজের মুখ উদ্‌ঘাটন করিল। পবিত্র লোকদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার এবং উহাদিগকে পরাজিত করিবার অধিকারও তাহাকে প্রদত্ত হইল। সমগ্র বংশ, সমগ্র ভাষা এবং সমস্ত দেশের উপর তাহাকে অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে ॥ যোঃ প্রঃ পঃ ১৩। আঃ ৫।৬।৭ ॥

সমীক্ষক—আচ্ছা, পৃথিবীর লোকদিগকে প্রতারণা করিবার জন্য শয়তানকে এবং পশু প্রভৃতিকে প্রেরণ করা এবং উহাদিগের সহিত পবিত্র লোকদিগকে যুদ্ধ করান দস্যুদিগের অধিপতির ন্যায় কার্য্য কি না? ঈশ্বরের অথবা ঈশ্বরের ভক্তদিগের তদ্রূপ কার্য্য হইতে পারে না ॥১১৭॥

১১৮—আমি দেখিলাম যে সিয়োন পর্ব্বতের উপর মেষ দণ্ডায়মান রহিয়াছে এবং তাঁহার সঙ্গে এক লক্ষ চতুশ্চত্বারিংশৎ সহস্র মনুষ্য রহিয়াছে। উহাদিগের মস্তকে তাঁহার নাম এবং তাহার পিতার নাম লিখিত ছিল। যোঃ প্রঃ পঃ ১৪। আঃ ১।

সমীক্ষক—এক্ষণে দেখ ঈশার পিতা যে স্থানে থাকিতেন তাহার পুত্রও সেই সিয়োন পর্ব্বতে থাকিতেন। পরন্তু এক লক্ষ চতুশ্চত্বারিংশৎ সহস্র মনুষ্যের কিরূপে গণনা করা হইল? এক লক্ষ চতুশ্চত্বারিংশৎ সহস্র মনুষ্য স্বর্গবাসী হইল এবং অবশিষ্ট কোটি কোটি খৃষ্টীয়ানদিগের মস্তকে মুদ্রাঙ্ক চিহ্নিত ছিল না। উহারা কি তবে সকলেই নরকে গিয়াছে? খৃষ্টীয়ানদিগের উচিত যে সিয়োন পর্ব্বতে যাইয়া সে স্থানে ঈশার পিতা এবং তাহার সেনা আছে কি না দেখেন। যদি থাকেন তবে ঐ সকল লিখিত বিষয় সত্য, অন্যথা মিথ্যা। অন্য কোন স্থান হইতে যদি আসিয়া থাকেন তবে কোথা হইতে আসিলেন? যদি বল যে স্বর্গ হইতে আসিয়াছেন, তাহা হইলে ইহারা কি পক্ষী যে স্বয়ং এবং এতাদৃশ বহুসংখ্যক সেনা উপরে এবং নিম্নে উড়িয়া গমনাগমন করে? যদি তিনি গমনাগমন করেন তাহা হইলে কোন এক জিলার ন্যায়াধীশের সমান হইলেন। তাহা এক, দুই অথবা তিন হইলে হইতে পারে না। পরন্তু ন্যূনপক্ষে এক এক ভূগোলে এক এক ঈশ্বর থাকা আবশ্যক। কারণ এক, দুই অথবা তিন ঈশ্বর অনেক ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায়

( বিচার ) করিতে এবং সর্ব্বত্র এক সময়ে বিচরণ করিতে কখন সমর্থ হইতে পারেন না। ১১৮।

১১৯—আত্মা কহিতেছেন যে উহারা পরিশ্রম হইতে বিশ্রাম করিবে, কিন্তু উহাদিগের কার্য্য উহাদিগের সঙ্গে থাকিবে। যোঃ প্রঃ পঃ ১৪। আঃ ১৩।

সমীক্ষক—দেখ, খ্রীষ্টিয়ানদিগের ঈশ্বর কহিতেছেন যে উহাদিগের কর্ম্ম উহাদিগের সঙ্গে থাকিবে অর্থাৎ সকলকে কর্ম্মানুসারে ফল প্রদত্ত হইবে, কিন্তু ইহারা কহেন যে ঈশা পাপ গ্রহণ করিবেন এবং ক্ষমাও করা হইবে। এস্থলে বুদ্ধিমান্ লোকেরা বিচার করুন যে ঈশ্বরের কথা সত্য অথবা খ্রীষ্টিয়ানদিগের কথা সত্য? এক বিষয়ে উভয় কথাই সত্য হইতে পারে না। উহার মধ্যে একটি অবশ্য মিথ্যা হইবে। খ্রীষ্টিয়ানদিগের ঈশ্বর মিথ্যাবাদী হউন অথবা খ্রীষ্টিয়ানগণ মিথ্যাবাদী হউন আমাদিগের ক্ষতি কি? ১১৯ ॥

১২০—ঈশ্বরের কোপের মহারসকুণ্ডে উহা নিক্ষিপ্ত হইল। নগরের বহির্ভাগে রসকুণ্ডের দলন করা হইল এবং রসকুণ্ড হইতে রুধির অশ্বরশ্মি পর্য্যন্ত উঠিয়া শতক্রোশ যাবৎ নির্গত হইল ॥ যোঃ প্রঃ পঃ ১৪ ॥ আঃ ১৯।২০ ॥

সমীক্ষক—এই সকল গল্প পুরাণের গল্প অতিক্রম করিয়াছে কি না? খৃষ্টিয়ানদিগের ঈশ্বর কোপ করিবার সময় অতিশয় দুঃখিত হইয়া থাকিবেন। তাঁহার কোপকুণ্ড পূর্ণ ছিল, তবে কি তাঁহার কোপকুণ্ড পূর্ণ করিবার উপযুক্ত সামগ্রী জল অথবা অন্য কোন দ্রব পদার্থ? তদ্ব্যতীত শত ক্রোশ পর্য্যন্ত রুধির প্রবাহিত হওয়া অসম্ভাবিত, কারণ রুধির বায়ুসংযোগে তৎক্ষণাৎ ঘনীভূত হইয়া যায় এবং তাহা হইলে কিরূপে প্রবাহিত হইতে পারে? সুতরাং এসকল কথা মিথ্যা হইতেছে ॥ ১২০ ॥

১২১—দেখ, স্বর্গমধ্যে সাক্ষীদিগের শিবিরের মন্দির উদ্‌ঘাটিত হইল। যোঃ প্রঃ পঃ ১৫। আঃ ৫॥

সমীক্ষক—খ্রীষ্টীয়ানদিগের ঈশ্বর যদি সর্ব্বজ্ঞ হইতেন তাহা হইলে সাক্ষীদিগের প্রয়োজন কি? কারণ তিনি স্বয়ংই সমস্ত জানিতে পারিতেন। এই হেতু সর্ব্বথা এইরূপ নিশ্চয় হইতেছে যে, ইহাঁদিগের ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ নহেন। কারণ তিনি মনুষ্যের ন্যায় অল্পজ্ঞ। তিনি ঈশ্বরত্বের উপযুক্ত কোন্ কার্য্য করিতে পারেন? কোন কার্য্যই নহে। এই প্রকরণে দূতদিগের বিষয়ে অনেক অসম্ভব কথা লিখিত আছে। কেহই উহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে না। আর কতদূর লেখা যাইতে পারে? এই প্রকরণে এই সকল কথা পূর্ণ মাত্রায় রহিয়াছে ॥১২১॥

১২২—তাহার কুকর্ম্ম সকল ঈশ্বর স্মরণ করিলেন। সে তোমাকে যেরূপ প্রদান করিয়াছে উহাকে তদ্রূপ পূর্ণ করিয়া দাও এবং উহার কর্ম্মানুসারে উহাকে দ্বিগুণ প্রদান কর ॥ যোঃ প্রঃ পঃ ১৮। আঃ ৫।৬ ॥

সমীক্ষক—দেখ, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে খ্রীষ্টীয়ানদিগের ঈশ্বর অন্যায়কারী হইতেছেন। যে যেরূপ এবং পরিমাণে কর্ম্ম করিয়াছে তাহাকে তদ্রূপ এবং সেই পরিমাণে ফল দেওয়াকেই ন্যায় কহা যায়। তাহার অধিক অথবা ন্যূন দেওয়া অন্যায়। যাঁহারা অন্যায়কারীর উপাসনা করেন তাঁহারা কেন অন্যায়কারী হইবেন না? ১২২॥

১২৩—মেষের বিবাহ উপস্থিত হইয়াছে এবং তাঁহার স্ত্রী স্বয়ং বিবাহের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। যোঃ প্রঃ পঃ ১৯। আঃ ৭॥

সমীক্ষক—শ্রবণ কর খ্রীষ্টীয়ানদিগের স্বর্গে বিবাহও হইয়া থাকে! কারণ ঈশ্বর সেইস্থানেই ঈশার বিবাহ দিয়াছিলেন। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য যে তাঁহার শ্বশুর, শ্বশ্রূ এবং শ্যালক কে ছিল? তাঁহার কতগুলি সন্তান হইয়াছিল? তদ্ব্যতীত বীর্য্যনাশ বশতঃ বল, বুদ্ধি ও পরাক্রমেরও ন্যূনতা হওয়াতে এতকালে ঈশা সেইস্থানে শরীর ত্যাগ করিয়া থাকিবেন। কারণ সংযোগ জন্য পদার্থের অবশ্যই বিয়োগ হইয়া থাকে। খ্রীষ্টিয়ানগণ তাঁহার উপর বিশ্বাস করিয়া এ পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইয়া আছেন এবং আরও কত-কাল যাবৎ এরূপ মুগ্ধ থাকিবেন বলা যায় না॥ ১২৩॥

১২৪—তিনি অজগরকে অর্থাৎ যাহাকে ডেভিল বা শয়তান বলা হয় সেই প্রাচীন সর্পকে ধৃত করিয়া সহস্রবর্ষ পর্য্যন্ত বাঁধিয়া রাখিলেন এবং তাহাকে অতলস্পর্শ কুণ্ড মধ্যে নিক্ষিপ্ত করতঃ বদ্ধ করিয়া উহা মুদ্রাঙ্কিত করিলেন। তাহাতে যতদিন সহস্রবর্ষ পূর্ণ না হইবে ততদিন পর্য্যন্ত সে আর বিবিধ দেশবাসী লোকদিগকে প্রতারিত করিতে পারিবে না। যোঃ প্রঃ পঃ ২০। আঃ ২।৩॥

সমীক্ষক—দেখ, অতিকষ্টে শয়তানকে ধৃত করা হইল এবং সহস্রবর্ষ পর্য্যন্ত বদ্ধ করা হইল। পুনরায় যখন মুক্ত হইবে তখন কি আবার প্রতারিত করিবে না? এরূপ দুর্বৃত্তকে বন্দীগৃহেই রাখা অথবা বিনাশ করা ব্যতিরেকে কখন মুক্ত রাখা উচিত নহে। পরন্তু এইরূপ শয়তান হওয়া কেবল খ্রীষ্টীয়ানদিগের ভ্রম মাত্র। বস্তুতঃ কিছুই নাই. কেবল লোকদিগকে ভয়প্রদর্শন করিয়া আপনাদিগের জালে আবদ্ধ করিবার জন্য এই উপায় রচিত হইয়াছে। যেরূপ কোন ধূর্ত্ত কোন এক নির্ব্বোধ মনুষ্যকে কহে যে চল তোমাকে দেবতা দর্শন করাইব। পরে তাহাকে কোন নির্জ্জন প্রদেশে লইয়া গিয়া এক মনুষ্যকে চতুর্ভুজ প্রস্তুত করিয়া বনের মধ্যে উহাকে দণ্ডায়মান করাইয়া যেরূপ কহে যে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিবে এবং যখন আমি বলিব তখন চক্ষু উদ্‌ঘাটন করিবে ও পুনরায় যখন মুদ্রিত করিতে কহিব তখন মুদ্রিত করিবে, নচেৎ অন্ধ হইয়া যাইবে, ইত্যাদি, এই মতাবলম্বীদিগের কথাও তদ্রূপ। ইহাঁরা বলেন যে, যে ব্যক্তি আমাদিগের ধর্ম্ম বিশ্বাস করিবে না সে শয়তান কর্ত্তৃক প্রতারিত হইবে। যখন সে সম্মুখে আইসে তখন বলে যে দর্শন কর এবং পরেই শীঘ্র কহে যে চক্ষু মুদ্রিত কর। পুনরায় যখন

বন মধ্যে আবৃত হয় তখন কহে যে চক্ষু উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখ। সে দেখিল যে সকলের নারায়ণ দর্শন হইল। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মমতাবলম্বীদিগের এইরূপ লীলা আছে। এই হেতু কাহারও ইহাদিগের মায়াতে মুগ্ধ হওয়া উচিত নহে।

১২৫—তাঁহার সম্মুখ হইতে পৃথিবী এবং আকাশ পলায়ন করিল এবং উহাদিগের স্থান মিলিল না। আমি ক্ষুদ্র এবং মহৎ সমস্ত মৃতককে ঈশ্বরের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইতে দেখিলাম। পরে অন্য এক পুস্তক অর্থাৎ দ্বিতীয় জীবনের পুস্তক উদ্‌ঘাটিত করা হইল এবং পুস্তকের লিখিতানুসারেও মৃতকদিগের কর্ম্মানুসারে উহাদিগের বিচার করা হইল। যো: প: ২০ : আ: ১১।১২ ॥

সমীক্ষক—এই কথা বালকোচিত। আচ্ছা, আকাশ এবং পৃথিবী কিরূপে পলায়ন করিতে পারিবে? কোন্ স্থানে তাঁহার সিংহাসন অবস্থিত ছিল, যে তাহার সম্মুখ হইতে উহারা পলায়ন করিল? তাঁহার সিংহাসন এবং তিনি কোন্ আধারে অবস্থিত ছিলেন? মৃতকগণ যদি পরমেশ্বরের সমক্ষে দণ্ডায়মান ছিল, তবে পরমেশ্বরও উপবিষ্ট অথবা দণ্ডায়মান অবশ্য ছিলেন! ঈশ্বরের ব্যবহার কি দোকান অথবা আদালতের ন্যায় যে, পুস্তক লিখিতানুসারে কার্য্য হইয়া থাকে? তদ্ভিন্ন সমস্ত জীবগণের অবস্থার বিষয় ঈশ্বর স্বয়ং লিখিয়াছিলেন অথবা তাঁহার গোমস্তা লিখিয়াছিল? এই এই কথা দ্বারা খৃষ্টীয়ান আদি মতাবলম্বী লোকেরা অনীশ্বরকে ঈশ্বর এবং ঈশ্বরকে অনীশ্বর করিয়া দিয়াছেন ॥১২৫॥

১২৬—উহাদিগের মধ্যে একজন আমার নিকট আসিলেন এবং আমাকে কহিলেন যে আইস আমি তোমাকে তুল্‌হিনকে অর্থাৎ মেষের স্ত্রীকে দেখাইব। যো: প্র: প: ২১। আ: ৯ ॥

সমীক্ষক—আচ্ছা, ঈশা স্বর্গে তুল্‌হিনকে প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ উত্তম স্ত্রী লাভ করিয়া হয়ত আনন্দ ভোগ করিতেন। যে যে খৃষ্টীয়ান সে স্থানে গমন করেন তাঁহাদিগেরও হয়ত স্ত্রীলাভ হয় এবং সন্তান সন্ততি হয়। পরে অতিশয় জনতা বশতঃ রোগোৎপত্তি হইয়া তাহারা মৃত্যু প্রাপ্ত হয়েন এইরূপ হইবে। দূর হইতে এইরূপ স্বর্গকে কৃতাঞ্জলি হইয়া নমস্কার করা শ্রেয়ঃকল্প। ১২৬।

১২৭—তিনি উক্ত নল দ্বারা নগরের পরিমাণ লইলেন। উহা সার্দ্ধ শত ক্রোশ ছিল। উহার দীর্ঘ প্রস্থ এবং উচ্চতা একরূপ। তাহার প্রাচীরের মনুষ্যের অর্থাৎ দূতের হস্তানুসারে পরিমাণ লইলেন। উহা একশত চতুশ্চত্বারিংশৎ হস্ত পরিমিত ছিল। উক্ত প্রাচীরের সন্ধি সূর্য্যকান্ত নির্ম্মিত এবং উক্ত নগর নির্ম্মল কাচের তুল্য নির্ম্মল সুবর্ণ-রচিত ছিল। নগরের প্রাচীরের ভিত্তি নানাবিধ বহুমূল্য প্রস্তরে সজ্জিত ছিল। প্রথম ভিত্তি সূর্য্যকান্তের, দ্বিতীয় নীলমণির, তৃতীয় প্রবালের এবং চতুর্থ মরকতের দ্বারা

নির্ম্মিত, পঞ্চম গোমেদক, ষষ্ঠ মাণিক্য, সপ্তম পীতমণি, অষ্টম পোরাজ (মণি বিশেষ) নবম পুখরাজ, দশম লহসনিয়ে (কৃষ্ণবর্ণ মণি) একাদশ ধূমকান্ত এবং দ্বাদশ মর্টিষ (মণি বিশেষ) রচিত ছিল। দ্বাদশবিধ মুক্তারচিত দ্বাদশ তোরণ ছিল। এক এক প্রকার মুক্তা নির্ম্মিত স্বচ্ছ কাচের ন্যায় নির্ম্মল সুবর্ণ নির্ম্মিত নগরের মার্গ ছিল। যোঃ প্রঃ পঃ ২১। আঃ ১৬।১৭।১৮।১৯।২০।২১।

সমীক্ষক—খৃষ্টীয়ানদিগের স্বর্গ বর্ণন শ্রবণ কর! যদি খ্রীষ্টিয়ানগণ মরিতে থাকে এবং (সেই স্থানে) জন্মগ্রহণ করিতে থাকে তবে তাদৃশ বৃহৎ পরিমাণ বিশিষ্ট নগরে কিরূপে সকলের স্থান হইবে? কারণ সেই নগরে মনুষ্যের আগম থাকে কিন্তু তাহা হইতে নির্গত হয় না। উক্ত নগর বহুমূল্য রত্ননির্ম্মিত এবং সমস্তই সুবর্ণ রচিত ইত্যাদি লেখা কেবল নির্ব্বোধ লোকদিগকে প্রলোভিত করিয়া আবদ্ধ ও মুগ্ধ করিবার জন্য লীলা মাত্র। আচ্ছা, উক্ত নগরের দীর্ঘ ও প্রস্থ যেরূপ লিখিত হইয়াছে তাহা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু সার্দ্ধ সপ্তশত ক্রোশ উচ্চতা কিরূপ হইতে পারে? এ সমস্ত সর্ব্বথা অলীক কপোলকল্পনার বাক্য মাত্র। এতাদৃশ বৃহৎ মুক্তা কোথা হইতে আসিল? বোধ হয় এইরূপ লেখকের গৃহস্থিত কলসের মধ্য হইতে আসিয়াছে! এই সকল গল্প পুরাণের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে। ১২৭।

১২৮—কোনরূপ অপবিত্র বস্তু, ঘৃণিতকার্য্যকারী এবং মিথ্যাচারী কোন মতে উহাতে প্রবেশ করিবে না যোঃ প্রঃ পঃ ২১! আঃ ২৭।

সমীক্ষক—যদি এইরূপ হয় তবে খৃষ্টিয়ানগণ কেন বলেন যে পাপী লোক খৃষ্টিয়ান হইলেই উহাতে যাইতে পারে? এ কথা সত্য নহে। যদি তাহা হয় তবে স্বপ্নের মিথ্যা কথা কথয়িতা যোহন কখন স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারেন নাই এইরূপ হইবে। ঈশাও স্বর্গে যান নাই এইরূপ হইবে, কারণ যখন পাপী এককই স্বগে যাইতে পারে না তখন অনেক পাপীর পাপভার যুক্ত হইয়া কিরূপে তিনি স্বর্গবাসী হইতে পারেন? ॥ ১২৮ ॥

১২৯—আর কোনরূপ অভিশাপ হইবে না। সেই স্থানে ঈশা এবং মেষের সিংহাসন হইবে এবং তাঁহাদিগের দাস ও দাসী সেবা করিবে। উহারা তাঁহার মুখ দর্শন করিবে এবং তাঁহার নাম উহাদিগের মস্তকের উপর থাকিবে। সেস্থানে রাত্রি হইবে না এবং তাহাদিগের দীপের অথবা সূর্য্যের জ্যোতির প্রয়োজন হইবে না। কারণ পরমেশ্বর উহাদিগকে জ্যোতিঃ দিবেন এবং উহারা সর্ব্বদা রাজত্ব করিবে। যোঃ পঃ ২২। আঃ ৩।৪।৫॥

সমীক্ষক—খৃষ্টিয়ানদিগের স্বর্গবাস দর্শন কর! ঈশ্বর এবং ঈশা কি সর্ব্বদাই সিংহাসনের উপর উপবিষ্ট থাকিবেন? তাঁহার দাস কি তাঁহার সমক্ষে সর্ব্বদা মুখ দর্শন করিবে? এক্ষণে জিজ্ঞাসা করা যাইতেছে বল দেখি, তোমাদিগের ঈশ্বরের মুখ কি

ইয়ুরোপবাসীদিগের মত গৌরবর্ণ, অথবা আফ্রিকাবাসীদিগের মত কৃষ্ণবর্ণ কিম্বা অন্য দেশবাসীদিগের মুখের সদৃশ ? তোমাদিগের এ স্বর্গও এক প্রকার বন্ধন। কারণ সে স্থলে উচ্চ এবং নীচ আছে এবং যখন সেই এক নগরে অবশ্যই থাকিতে হইবে তখন কেনই বা দুঃখ হইবে না ? মুখবিশিষ্ট ঈশ্বর কখন সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বেশ্বর হইতে পারেন না।

১৩০—আমি দর্শন করিয়া শীঘ্র আসিতেছি এবং পুরস্কার আমার সহিত রহিয়াছে। যাহার যেরূপ কার্য্য স্থিরীকৃত হইবে তাহাকে তদনুসারে ফল প্রদত্ত হইবে। যোঃ প্রঃ পঃ ২২। আঃ ১২ ॥

সমীক্ষক—যদি কর্ম্মানুসারে ফলপ্রাপ্ত হওয়া সত্য হয়, তবে পাপের কখন ক্ষমা হয় না এবং যদি ক্ষমা হয় তবে "সুসমাচারের" কথা মিথ্যা হইল। যদি কেহ কহেন যে ক্ষমা করিবার কথাও "সুসমাচার" লিখিত আছে, তাহার পূর্ব্বাপর বিরুদ্ধ অর্থাৎ "হলফ্-দরোগী" (প্রতিজ্ঞা স্খলন করা হইল এবং মিথ্যা হইল।) এরূপ বিশ্বাস পরিত্যাগ কর। আর কতদূর লিখিত হইবে ? ইঁহাদিগের বাইবেলে লক্ষ লক্ষ কথা খণ্ডনীয় আছে এস্থলে খ্রীষ্টীয়ানদিগের বাইবেল পুস্তকের অল্পমাত্রা প্রদর্শিত হইল। ইহা হইতেই অনেক লোক অনেক বুঝিয়া লইবেন। অল্প কথা ভিন্ন অবশিষ্ট সমস্ত কথার সহিত সত্য ও শুদ্ধ থাকেনা। বাইবেল পুস্তকও তদ্রূপ শুদ্ধ ও সত্য হইতে পারে না। পরন্তু তাদৃশ সত্য কেবল বেদে সংগৃহীত হইয়া থাকে ॥ ১৩০ ॥

## ইতি শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামি নির্ম্মিতে সত্যার্থ প্রকাশে স্বভাষা বিভূষিতে খৃষ্টিয়ান মত বিষয়ে ত্রয়োদশ সমুল্লাসঃ সম্পূর্ণঃ ॥ ১৩ ॥

# অনুভূমিকা।

এই চতুর্দ্দশ সমুল্লাসে যে মুসলমানদিগের মত বিষয় লিখিত হইয়াছে তাহা কেবল কোরান লক্ষ্য করিয়া লিখিত হইয়াছে, অন্য গ্রন্থের মতানুসারে লিখিত হয় নাই। কারণ মুসলমানগণ কোরাণের উপরই পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করেন। যদ্যপি সম্প্রদায় বিশেষ ভুক্ত হওয়া বশতঃ কোন শব্দ ও অর্থ আদি বিষয়ে বিরুদ্ধ বচন আছে তথাপি কোরাণের উপর সকলেরই ঐকমত্য আছে। এই কোরাণ আরবী ভাষায় লিখিত। মৌলবীগণ উহার উপর উর্দ্দুতে অর্থ লিখিয়াছেন। সেই অর্থ দেবনাগরী অক্ষরে এবং আর্য্যভাষান্তরে লিখিয়া পশ্চাৎ আরবী ভাষায় শ্রেষ্ঠ বিদ্বান্‌দিগের কর্ত্তৃক শুদ্ধ করাইয়া লিখিত হইয়াছে। যদি কেহ কহেন যে উক্ত অর্থ প্রকৃত নহে তাহা হইলে মৌলবী মহাশয়দিগের অনুবাদ প্রথম খণ্ডন করিয়া পশ্চাৎ তাঁহার এ বিষয়ে লেখা উচিত। কারণ কেবল মনুষ্যদিগের উন্নতি এবং সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্যই এইরূপ লেখা হইয়াছে এবং ইহা হইতে সমস্ত মত বিষয়ে অল্প অল্প জ্ঞান হইবে, তাহা হইতে মনুষ্যদিগের পরস্পর বিচার করিবার সময় লাভ হইবে ও একে অপরের দোষাংশ খণ্ডন করতঃ গুণাংশ গ্রহণ করিবেন। অন্য কোন মতের উপর অথবা এই মতের উপর মিথ্যা দোষারোপ অথবা গুণারোপ করিবার প্রয়োজন নাই। যাহা উৎকৃষ্ট, তাহাই উৎকৃষ্ট, এবং যাহা নিকৃষ্ট তাহাই নিকৃষ্ট বলিয়া বিদিত আছে। কাহারও উপর মিথ্যা আরোপ করিবে না অথবা সত্য গোপন করিবে না এবং সত্যাসত্য প্রকাশিত করিবার পরও যাহার যেরূপ ইচ্ছা হইবে অর্থাৎ তিনি বিশ্বাস করুন বা না করুন তাঁহার ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিলেও কোনরূপ বলপ্রকাশ করা হইবে না। সজ্জনদিগের রীতি এইরূপ যে তাঁহারা আপনার অথবা পরের দোষকে দোষ এবং গুণকে গুণ বলিয়া গুণগ্রহণ ও দোষ ত্যাগ করেন এবং ভ্রমান্ধদিগের দুরাগ্রহ বিশিষ্ট ভ্রমের হ্রাস করেন। কারণ পক্ষপাত হইতে জগতের কতদূর অনর্থ হইয়াছে এবং হইতেছে? ইহাই সত্য যে এই অনিশ্চিত এবং ক্ষণভঙ্গুর জীবনে পরের অনিষ্ট করতঃ স্বয়ং লাভ রহিত হওয়া এবং অপরকে লাভ রহিত রাখা মনুষ্যত্বের বহির্ভূত। ইহাতে যদি কিছু বিরুদ্ধ কথা লিখিত হইয়া থাকে তাহা সজ্জনগণ কর্ত্তৃক বিদিত করিয়া দিবার পশ্চাৎ যেরূপ উচিত বোধ হইবে তদ্রূপ বিশ্বাস করা যাইবে। ভ্রম, দুরাগ্রহ, ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, বাদ প্রতিবাদ বিরোধ ঘটাইবার অভিপ্রায়ে অথবা ইহা বাড়াইবার জন্য লিখিত হয় নাই। কারণ একজন অপরের অনিষ্ট চেষ্টা হইতে বিরত থাকিয়া পরস্পরে লাভান্বিত হয়েন ইহাই আমাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য এই চতুর্দ্দশ সমুল্লাসে মুসলমানদিগের মত বিষয় সকল সজ্জন সমক্ষে নিবেদন করা যাইতেছে। আপনারা ইষ্ট গ্রহণ ও যাহা ইষ্ট নহে তাহা পরিত্যাগ করিবেন।

অলমতিবিস্তরেণ বুদ্ধিমদ্বর্য্যেষু

ইত্যনুভূমিকা।

—:*:—

# অথ চতুর্দ্দশ সমুল্লাসারম্ভঃ।

## অথ যবনমতবিষয়ং সমীক্ষিষ্যামহে।

ইহার অগ্রে মুসলমানদিগের মতবিষয় লিখিত হইবে॥

১—আরম্ভের সহিত আল্লার নাম গ্রহণীয়। তিনি ক্ষমাকর্ত্তা এবং দয়াল। মঞ্জিল ১। সিপারা ১। সূরত ১॥

সমীক্ষক—মুসলমানেরা কহেন যে কোরাণ ঈশ্বরকথিত। পরন্তু এই বচন হইতে বিদিত হইতেছে যে ইহার অন্য কোন রচয়িতা আছে। কারণ পরমেশ্বরের রচিত হইলে "আরম্ভের সহিত ঈশ্বরের নাম" এরূপ কথিত হইত না; পরন্তু "মনুষ্যদিগের উপদেশ আরম্ভের নিমিত্ত," এরূপ কথিত হইত। তোমরা এরূপ কহিবে যে যদি মনুষ্য-দিগকে ইহা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে এরূপ হয়, তাহা হইলেও সঙ্গত হয় না। কারণ তাহা হইলে ঈশ্বরের নামে পাপের আরম্ভ হইয়া তাঁহার নামও দূষিত হইয়া যাইবে। যদি তিনি ক্ষমাকর্ত্তা এবং দয়ালু হয়েন তাহা হইলে তিনি আপনার সৃষ্টিমধ্যে মনুষ্যদিগের সুখার্থ অন্য প্রাণীদিগকে বিনাশ করতঃ দারুণ পীড়া দিয়া ব্যাপাদন করাইয়া মাংসভোজ-নের আজ্ঞা কেন দিলেন? এই সকল প্রাণী কি নিরপরাধী এবং পরমেশ্বরের সৃষ্ট নহে? "পরমেশ্বরের নামে উত্তম কার্য্যের আরম্ভ হয়, অসৎ কার্য্যের নহে" এইরূপ কথনও আবশ্যক ছিল। পরন্তু ইহাতে গোলমাল রহিয়াছে। চৌর্য্য, লাম্পট্য এবং মিথ্যা-ভাষণাদি অধর্ম্মেরও আরম্ভ কি পরমেশ্বরের নাম লইয়া করিতে হইবে? ইহার দর্শনাবধি কষাই আদি মুসলমানগণ গো প্রভৃতির গলচ্ছেদ করিবার সময়েও "বিসমিল্লাহ" এই বচন পাঠ করে। ইহাই পূর্ব্বোক্ত বচনের অর্থ মনে করিয়া মুসলমানেরা অসৎ কার্য্যেরও আরম্ভ পরমেশ্বরের নামে করিয়া থাকে। উক্ত পশুদিগের উপর দয়া রহিল না বলিয়া মুসলমানদিগের ঈশ্বর দয়ালুও হইতে পারেন না। মুসলমান লোক যদি এবচনের অর্থ জানেন না এরূপ হয়, তবে এ বচন প্রকটিত হওয়া ব্যর্থ। যদি তাঁহারা ইহার অন্যরূপ অর্থ করেন এরূপ হয়, তবে উহার শুদ্ধ অর্থ কি? ॥ ১ ॥

২—পরমেশ্বরের জন্য সকল প্রকার স্তুতি হইয়া থাকে। তিনি "পরবরদিগার" অর্থাৎ সমগ্র সংসারের পালন কর্ত্তা ক্ষমাকর্ত্তা এবং দয়ালু। মঃ ১। সিঃ ১। সূরতুল্ ফতেহা। আয়ত ১।২॥

সমীঃ—যদি কোরাণের ঈশ্বর সংসারের শাসনকর্ত্তা এবং সর্ব্বোপরি ক্ষমাকর্ত্তা ও দয়ালু হইতেন, তাহা হইলে অন্য মতাবলম্বী মনুষ্যদিগকে এবং পশুদিগকে মুসলমান-

দিগের হস্তে বিনাশ করিবার আজ্ঞা দিতেন না। যদি তিনি ক্ষমাকর্ত্তা হয়েন, তবে কি তিনি পাপীদিগকেও ক্ষমা করিবেন? যদি তাহা হয় তবে "কাফিরদিগকে (অর্থাৎ যাঁহারা কোরাণ এবং ভবিষ্যদ্বক্তাকে বিশ্বাস করেন না) তাঁহাদিগকে বিনাশ কর", এরূপ কেন কথিত হইবে? এই হেতু কোরাণ ঈশ্বরকৃত বলিয়া বোধ হয় না॥

৩—বিচারদিবসের অধিপতি! তোমাকেই আমরা ভক্তি করি, এবং তোমারই সহায়তা প্রার্থনা করি। আমাদিগকে সরল মার্গ প্রদর্শন কর। মঃ ১। সিঃ ১। সূঃ ১। আঃ। ৩॥

সমীঃ—ঈশ্বর কি নিত্য ন্যায় অনুষ্ঠান করেন না? তিনি কি কেবল একদিন মাত্র ন্যায়াচরণ করেন? ইহাতে তিনি অন্ধ বলিয়া বিদিত হইবেন। তাঁহাকে ভক্তি করা এবং তাঁহার সহায়তা প্রার্থনা করা অবশ্য উচিত, কিন্তু তাহা বলিয়া কি অসৎ কার্য্যেও সহায়তা প্রার্থনা করিতে হইবে? শুদ্ধমার্গ কি কেবল মুসলমানদিগেরই অথবা অন্যেরও আছে? মুসলমানগণ কেন শুদ্ধমার্গ গ্রহণ করেন না? ইঁহারা অবশ্য অসৎ কার্য্যের জন্য সরল মার্গ চাহেন না। যদি সত্য (সৎকার্য্য) সকলের পক্ষেই একরূপ হয়, তবে মুসলমানদিগের কিছু বিশেষ রহিল না এবং যদি অপরের সত্য (সৎকার্য্য) বিশ্বাস না করা হয় তবে পক্ষপাতী হইতে হইবে॥৩॥

৪—যাহাদিগের উপর তুমি কৃপা করিয়াছ তাহাদিগের মার্গ আমাদিগকে প্রদর্শন কর। যাহাদিগের উপর তুমি "গজব" অর্থাৎ অত্যন্ত ক্রোধদৃষ্টি কর এবং যাহারা সৎপথ ভ্রষ্ট তাহাদিগের মার্গ আমাদিগকে প্রদর্শন করিও না। মঃ ১। সিঃ ১। সূঃ ১। আঃ ৬।৭॥

সমীঃ—মুসলমানগণ যখন পূর্ব্ব জন্ম এবং পূর্ব্বকৃত পাপ পুণ্য বিশ্বাস করেন না। তখন ঈশ্বর কাহারও উপর নিয়ামত অর্থাৎ ফজল বা দয়া করিলে এবং কাহারও উপর দয়া না করিলে তিনি পক্ষপাতী হইয়া পড়িবেন। কারণ পাপ ও পুণ্য ব্যতিরেকে সুখ অথবা দুঃখ হওয়া কেবল অন্যায়ের কার্য, এবং বিনা কারণে কাহারও উপর দয়া এবং কাহারও উপর ক্রোধদৃষ্টি করাও স্বভাবের বহির্ভূত। তিনি দয়া অথবা ক্রোধ করিতে পারেন না এবং যখন লোকের পূর্ব্বসঞ্চিত পাপ অথবা পুণ্য নাই তখন কাহারও উপর দয়া এবং কাহারও উপর ক্রোধ করা হইতে পারে না। এই "সূরতের" (সূত্রের) টিপ্পনীতে লিখিত আছে যে "মহানুভব পরমেশ্বর, সর্ব্বদা এইরূপ কহিবে বলিয়া মনুষ্যের মুখ দ্বারা এই সূত্র উচ্চারিত করাইয়াছিলেন"। যদি তাহা হয়, তবে ঈশ্বরই "অলিফ, বে," আদি অক্ষর ও অধ্যাপন করিয়া থাকিবেন? যদি বল যে অক্ষর জ্ঞান ব্যতিরেকে কিরূপে এই সূত্র পড়িতে পারিবে, তবে কি কণ্ঠ হইতেই কেবল উচ্চারিত ও কথিত হইয়াছে? যদি তদ্রূপ হয় তবে এরূপ হইতে পারে যে সমস্ত কোরাণই ক

দ্বারাই পঠিত হইয়াছে। ইহা হইতে এইরূপ বুঝিতে হইবে যে যে পুস্তকে পক্ষপাতের কথা প্রাপ্ত হওয়া যাইবে তাহা ঈশ্বরকৃত পুস্তক হইতে পারে না। কোরাণ আরবি ভাষায় লিখিত হওয়াতে আরবদেশীয়দিগের পক্ষে উহা পাঠ করা যেরূপ সুগম অন্যভাষা প্রযোক্তাদিগের পক্ষে উহা পাঠ করা তদ্রূপ কঠিন হইয়া থাকে। সুতরাং তাহা হইতে ঈশ্বরের পক্ষপাত আসিতেছে। যেরূপ পরমেশ্বরের সৃষ্টিস্থ সমগ্র দেশবাসী মনুষ্যদিগের উপর ন্যায়দৃষ্টি করতঃ সমস্ত দেশীয় ভাষা হইতে বিভিন্ন এবং সমস্ত দেশবাসীদিগের একরূপ পরিশ্রমের সহিত অধ্যয়নীয় সংস্কৃত ভাষায় বেদ সকলের প্রকাশ করিয়াছেন এবং করিতেছেন তদ্রূপ হইলে আর এই দোষ আইসে না ॥ ৪ ॥

৫—এই পুস্তকে কোনরূপ সন্দেহ নাই। ইহা ধার্ম্মিক লোকদিগকে মার্গ প্রদর্শন করে। তাঁহারা বিশ্বাস করেন, পরোক্ষে নমাজ ( প্রার্থনাস্তোত্র ) পাঠ করেন এবং যে বস্তু আমি তাঁহাদিগকে দান করিয়াছি তাহা হইতে ব্যয় করেন। তাঁহারা উক্ত পুস্তকের উপর বিশ্বাসকরেন ও রাখেন। তোমার নিকট তোমার পূর্ব্বে যে ধর্ম্মবিশ্বাস প্রচারিত করা হইয়াছে তাঁহারা তাঁহার উপর বিশ্বাস রাখেন এবং শেষ দিনের বিচারের উপর শ্রদ্ধা করেন। তাঁহারাই আপনাদিগের অধিপতির শিক্ষার উপর নির্ভর করেন এবং তাঁহারাই মুক্তি পাইবেন। যাহারা অবিশ্বাসী তাহাদিগের প্রতি তোমার তিরস্কার করা অথবা না করা নিশ্চয়ই তুল্য। তাহারা বিশ্বাস করিবে না। পরমেশ্বর তাহাদিগের হৃদয় এবং কর্ণ মুদ্রাবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন এবং তাহাদিগের চক্ষুর উপর আবরণ আছে। তাহাদিগের ভয়ানক দণ্ড হইবে। মঃ ১। সিঃ ১। সুরঃ ২। আঃ ১।২।৩। ৪।৫।৩ ॥

সমীঃ—আপনার মুখে আপনার সন্তানের প্রশংসা করা কি ঈশ্বরের দম্ভের কার্য্য নহে? লোকে যদি ( পরহেজগার ) অর্থাৎ ধার্ম্মিক হয়েন, তবে তাঁহারা স্বভাবতই সত্যমার্গে থাকেন এবং যাহারা অসত্যমার্গে আছে তাহাদিগকে যদি কোরণের মার্গ প্রদর্শন করিতে পারে, না, তবে উহার প্রয়োজন কি রহিল? পাপ, পুণ্য অথবা পুরুষার্থ ব্যতিরেকেও কি ঈশ্বর আপনারই ধনাগার হইতে ব্যয় করিতে দেন? যদি দেন, তবে সকলকে কেন দেন না? এবং মুসলমানগণ কেন পরিশ্রম করেন। যদি বাইবেলের "সুসমাচার" আদির উপর বিশ্বাস করা উচিত হয় তবে মুসলমানেরা কোরাণের উপর যেরূপ শ্রদ্ধা করেন তদ্রূপ 'সুসমাচার' আদির উপর কেন বিশ্বাস করেন না? যদি উহা ও বিশ্বাসের যোগ্য হয় তবে কোরাণ * হইবার প্রয়োজন কি? যদি বল যে কোরাণে অধিক কথা আছে, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে পরমেশ্বর প্রথম পুস্তক লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। যদি না ভুলিয়া থাকেন, তবে কোরাণ রচনা ব্যর্থ হইল। আমরা দেখিতে পাই যে বাইবেলের

---

* বস্তুতঃ এই পদে কুরআন। পরন্তু ভাষায় লোকে কোরাণই বলিয়া থাকে। সেই হেতু এইরূপ লিখিত হইয়াছে।

এবং কোরাণের কোন কোন বিষয়ের কোন কোন স্থলে ঐক্য নাই, অন্যথা সকল স্থলেই ঐক্য আছে। বেদের ন্যায় একই পুস্তক কেন রচিত হইল না? কেবল শেষ দিনের বিচারের উপরই কি কি বিশ্বাস রাখিতে হইবে, অন্যের উপরে নহে? ॥ ৩ ॥ খ্রীষ্টিয়ান এবং মুসলমানই কি কেবল ঈশ্বরের শিক্ষার উপর নির্ভর করেন এবং ইহাদিগের মধ্যে কি কেহই পাপী নাই? খ্রীষ্টিয়ান এবং মুসলমান ধার্ম্মিক হইলেও কি মুক্তি পাইবেন এবং অন্যে ধার্ম্মিক হইলেও পাইবেন না? ইহা কি অতিশয় অন্যায় এবং অন্ধের ন্যায় কথা নহে? ৪ ॥ যে সকল মুসলমানী মত মানে না, তাহাদিগকে "কাফির" অবিশ্বাসী কহা কি এক পক্ষের কথা শুনিয়া বিচার করা ( এক তরফা ডিক্রী ) নহে? ॥৫॥ যখন পরমেশ্বরই উহাদিগের অন্তঃকরণে এবং কর্ণে মুদ্রাঙ্ক দিয়াছেন এবং সেই জন্য তাহারা পাপ করিতেছে এরূপ হয় তখন উহাদিগের কিছুমাত্র দোষ নাই, পরন্তু উহা পরমেশ্বরেরই দোষ। এরূপ হইলে উহাদিগের পাপ ও পুণ্য অথবা সুখ ও দুঃখ হইতে পারে না। তবে কেন উহাদিগের দণ্ড অথবা পুরস্কার করা হয়? কারণ উহারা স্বতন্ত্রভাবে পাপ অথবা পুণ্য করে নাই ॥৬। ৫॥

৬—উহাদিগের হৃদয়ে রোগ আছে। পরমেশ্বর উহাদিগের রোগ বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। মঃ ১। সিঃ ১। সূঃ ২। আঃ ৯।

সমী:—আচ্ছা, বিনা অপরাধে কি পরমেশ্বর উহাদিগের রোগ বৃদ্ধি করিলেন? তাঁহার দয়া হইল না? উক্ত হতভাগ্যদিগের অতিশয় দুঃখ হইয়া থাকিবে। ইহা কি শয়তানের অপেক্ষাও অধিক শয়তানত্বের কার্য্য নহে? কাহারও মনে মুদ্রাঙ্ক দেওয়া অথবা কাহারও রোগ বৃদ্ধি করা পরমেশ্বরের কার্য্য হইতে পারে না। কারণ রোগ বৃদ্ধি আপনার পাপ হইতেই হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

৭—যিনি তোমাদিগের জন্য পৃথিবীরূপ শয্যা এবং আকাশরূপ ছাদ (আবরণ) রচনা করিয়াছেন। মঃ ১। সিঃ ১। সূঃ ২। আঃ ২১।

সমী:—আচ্ছা, আকাশ কি কাহারও আবরণ হইতে পারে? ইহা অবিদ্যার কথা। আকাশকে ছাদের ( আবরণের ) তুল্য মনে করা হাস্যজনক কথা। যদি কোন প্রকার পৃথিবীকে আকাশ মনে করা হয়, তবে সে স্বকপোলকল্পনা মাত্র ॥ ৭ ॥

৮—আমি আপনার ভবিষ্যদ্বক্তাকে যে বিষয় অবতারিত করিয়া দিয়াছি, তাহাতে যদি তুমি সন্দেহ কর তাহা হইলে কোন এক অধ্যায় ( প্রবন্ধ ) আনয়ন কর এবং যদি তুমি সত্যবাদী হও তবে পরমেশ্বর ব্যতীত আপনার সাক্ষীদিগকে আহ্বান কর। যদি তুমি আর কখন তদ্রূপ না কর, তবে যে অগ্নির ইন্ধন মনুষ্য সেই অগ্নি হইতে ভীত হইও না এবং অবিশ্বাসীদিগের জন্য প্রস্তর প্রস্তুত আছে। মঃ ১। সিঃ ১। সূঃ ২। আঃ ২২। ২৩।

সমী :—আচ্ছা, উহার সদৃশ প্রবন্ধ (অধ্যায়) আর রচিত হইতে পারে না ইহা কি কোন কোথার মধ্যে কথা? আকবর বাদশাহের সময়ে মৌলবী ফৈজী লুক্তা (বিন্দু) ব্যতিরেকেও কি কোরাণ প্রস্তুত করেন নাই? উহা কিরূপ নায়কীয় অগ্নি? এই অগ্নি হইতে কি ভয় পাইতে হইবে না? যাহা কিছু উহাতে পতিত হয় তৎ সমস্তই উহার (ইন্ধন) যেরূপ কোরাণে লিখিত আছে যে অবিশ্বাসীদিগের জন্য প্রস্তর প্রস্তুত করা হইয়াছে, তদ্রূপ পুরাণ সকলে লিখিত আছে যে ম্লেচ্ছদিগের জন্য ঘোরতর নরক প্রস্তুত আছে। এক্ষণে বল, কাহার কথা সত্য মনে করা যাইবে? আপনার ২ বচনানুসারে উভয়েই স্বর্গগামী এবং অপরের মতানুসারে উভয়েই নরকগামী হইতেছে। সুতরাং এই সমস্ত গণ্ডগোল মিথ্যা জানিতে হইবে। সকল মতানুসারে যিনি ধার্ম্মিক তিনি সুখ, এবং যিনি পাপী তিনি দুঃখ পাইবেন॥ ৮॥

৯—আনন্দের বার্ত্তা দেওয়া যাইতেছে যে যাঁহারা বিশ্বাস করিবেন এবং সৎকার্য্য করিবেন তাহাদিগের জন্য স্বর্গ রহিয়াছে। উহার নিম্ন দিয়া জলস্রোত চলিতেছে। যখন তাঁহাদিগকে নানা ফল ভোজন স্বরূপ দেওয়া যাইবে তখন তাঁহারা কহিলেন যে যে বস্তু আমরা প্রথমে দিয়াছিলাম ইহাই সেই বস্তু। তাঁহাদিগের জন্য সেই স্থানে সর্ব্বদা পবিত্র স্ত্রী বিদ্যমান থাকিবে। মঃ ১। সিঃ ১। সূঃ ২। আঃ ২৪।

সমী :—আচ্ছা, কোরাণের এই স্বর্গ সংসার অপেক্ষা কোন্ অংশে শ্রেষ্ঠ? কারণ সংসারে যে সকল পদার্থ আছে, মুসলমানদিগের স্বর্গেও তাহাই আছে! এই মাত্র প্রভেদ যে এস্থানে পুরুষ জন্মগ্রহণ করে এবং মৃত্যু প্রাপ্ত হয় ও গমনাগমন করে, স্বর্গে তদ্রূপ নহে। এস্থানে স্ত্রী সর্ব্বদা থাকে না, কিন্তু স্বর্গে উত্তম স্ত্রীসকল সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকে। যত কাল শেষ বিচার দিবসের রাত্রি না আসিবে, ততকাল উক্ত হতভাগ্যদিগের কিরূপে দিনযাপন হইয়া থাকে! অবশ্য যদি উহাদিগের উপর পরমেশ্বরের কৃপা হয় এবং তাঁহার আশ্রয়ে উহাদিগের দিন যাপন হয়, তাহা হইলে সঙ্গত হয়। কারণ মুসলমানদিগের এই স্বর্গ গোকুলস্থ গোঁসাইদিগের গোলক এবং মন্দিরের সদৃশ প্রতীয়মান হইতেছে। কারণ উক্ত স্থলে স্ত্রীলোকের সম্মান অধিক এবং পুরুষের সম্মান নাই। পরমেশ্বরের গৃহেও তদ্রূপ স্ত্রীলোকের মান অধিক এবং উহাদিগের উপরই পরমেশ্বরের প্রেম অধিক, পুরুষদিগের উপর তদ্রূপ নাই। কারণ পরমেশ্বর স্বর্গে স্ত্রীদিগকে সর্ব্বদা রাখিয়াছেন এবং পুরুষদিগকে তদ্রূপ রাখেন নাই। সেই স্ত্রীলোক সকল পরমেশ্বরের ইচ্ছা ব্যতিরেকে কিরূপে স্বর্গে অবস্থান করিতে পারে? যদি এইরূপ ব্যাপার হয়, তবে পরমেশ্বর হয় ত স্ত্রীলোকদিগের উপর আসক্ত হইয়া পড়িতে পারেন!! ॥ ৯॥

১০—আদমকে সমস্ত নাম শিক্ষা দিবার পর (ঈশ্বর) স্বর্গীয় দূতদিগের সমক্ষে কাহলেন যে যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে আমাকে উহাদিগের নাম কহ। আদমকে

কহিলেন যে তুমি উহাদিগকে উহাদিগের (সমস্ত বস্তুর) নমে বলিয়া দাও। তিনি তখন বলিয়া দিলেন। (তখন পরমেশ্বর স্বর্গীয় দূতদিগকে) কহিলেন যে আমি কি তোমাদিগকে কহি নাই যে আমি পৃথিবীর এবং আকাশের গুপ্ত বস্তু সকলএবং প্রকাশিত ও লুক্কায়িত কর্ম্ম সকলও নিশ্চয় জানি। মঃ ১ সিঃ ১। সূঃ ২। আঃ ২৯। ৩১।

সমী :—আচ্ছা, এইরূপ স্বর্গীয় দূতদিগকে প্রতারিত করিয়া আপনার শ্লাঘা করা কি পরমেশ্বরের কার্য্য হইতে পারে? ইহা কেবল দর্পের কথা। ইহা কোন বিদ্বান্ বিশ্বাস করিতে পারেন না এবং এরূপ অভিমান স্বয়ংও করিতে পারেন না। এইরূপ কথা দ্বারা কি পরমেশ্বর আপনার সিদ্ধত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন? অবশ্য অরণ্য লোকদিগের মধ্যে যে যেরূপ মনে করে সে তদ্রূপ ভ্রান্ত মত প্রচলিত করিতে পারে, কিন্তু সভ্য লোকদিগের মধ্যে তাহা হইতে পারে না॥ ১০॥

১১—যখন আমি স্বর্গীয় দূতদিগকে কহিলাম যে প্রিয় আদমকে দণ্ডবৎ প্রণাম কর, তখন দেখিলাম যে সকলেই দণ্ডবৎ প্রণাম করিল। কেবল শয়তান কথা শুনিল না এবং অভিমান প্রকাশ করিল। কারণ শয়তান একজন অবিশ্বাসী ছিল। মঃ ১। সিঃ ১। সূঃ ২। আঃ ৩২।

সমী :—ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে (মুসলমান দিগের) ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ নহেন অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান কালের সম্পূর্ণ বিষয় জানিতেন না। যদি জানিতেন এরূপ হইত তাহা হইলে শয়তানকে কেন উৎপাদন করিলেন? উক্ত ঈশ্বরের কিছু মাত্র তেজঃ (প্রভাব) ও ছিল না; কারণ শয়তান ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিল না, তথাপি ঈশ্বর তাহার কিছুই করিতে পারিলেন না। আরও দেখা যায় যে যখন এক অবিশ্বাসী শয়তান ঈশ্বরকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় করিয়া দিয়াছে তখন মুসলমানদিগের কথানুসারে যে স্থলে কোটি কোটি অবিশ্বাসী রহিয়াছে সে স্থানে মুসলমানদিগের ঈশ্বরের এবং মুসলমানদিগের কি চলিতে পারে? উক্ত ঈশ্বর কখন কখন কাহারও রোগ বৃদ্ধি করেন এবং কাহাকেও সৎপথচ্যুত করেন উক্ত ঈশ্বর এই কার্য্য শয়তানের নিকট এবং শয়তান ঈশ্বরের নিকট শিক্ষা করিয়া থাকিবেন। কারণ উক্ত ঈশ্বর ব্যতিরেকে আর কেহ শয়তানের আচার্য্য হইতে পারেন না॥ ১১॥

১২—আমি বলিলাম যে, আদম! তুমি এবং তোমার পত্নী স্বর্গে অবস্থান করতঃ আনন্দে যাহা ইচ্ছা হয় ভোজন কর, পরন্তু উক্ত বৃক্ষের নিকট যাইও না, কারণ তাহা হইলে পাপী হইয়া যাইবে। শয়তান উহাকে চালিত করিল এবং স্বর্গের আনন্দ হইতে উহাকে বঞ্চিত করিল। তখন আমি বলিলাম যে তোমরা অবতরণ কর; তোমাদিগের মধ্যে পরস্পরের শত্রু আছে, তোমাদিগের বাসস্থান পৃথিবী এবং ঋতু বিশেষে সামগ্রীবিশেষ লাভ হইবে আদম আপনার অধিপতির নিকট কোন কোন বিষয়

শিক্ষা করিয়া পৃথিবীতে আগমন করিল। মঃ ১। সিঃ ১। সূঃ ২। আঃ ৩৩। ৩৪। ৩৫।

**সমী :**—এক্ষণে এই ঈশ্বরের অল্পজ্ঞতা দর্শন কর। কিছু পূর্ব্বেই স্বর্গাবস্থানের আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং অল্পক্ষণ পরেই আবার কহিলেন যে নিষ্ক্রান্ত হও। যদি ভবিষ্যৎ বিষয় জানিতেন, তাহা হইলে বরই দিবেন কেন? তদ্ব্যতীত প্রতারক শয়তানকে দণ্ড প্রদান করিতে তিনি অসমর্থ প্রতীয়মান হইতেছেন। উক্ত বৃক্ষ তিনি কি অভিপ্রায়ে উৎপন্ন করিয়াছিলেন। উহা কি তিনি আপনার জন্য অথবা অপরের জন্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন? যদি অপরের জন্য হয়, তবে নিবারণ করা কেন? সুতরাং ঈশ্বরের অথবা তাঁহার রচিত পুস্তকের মধ্যে এরূপ কথা হইতে পারে না। আদম মহোদয় ঈশ্বরের নিকট কত বিষয় শিক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন? এবং তিনি যখন পৃথিবীতে আসিলেন, তখন কিরূপে আসিলেন? উক্ত স্বর্গ কি পর্ব্বতের উপর অথবা আকাশের উপর অবস্থিত? এই স্থান হইতে তিনি কিরূপে অবতরণ করিলেন? তিনি কি পক্ষীর ন্যায় অথবা উপর হইতে প্রস্তর যেরূপে পতিত হয়, তদ্রূপ আসিলেন? ইহাতে এইরূপ, বিদিত হওয়া যায় যে যখন আদম সাহেব মৃত্তিকা হইতে নির্ম্মিত হইয়াছিলেন, তখন উহাদিগের স্বর্গেও মৃত্তিকা আছে এইরূপ হইবে। সেই স্থানে আর যাহা কিছু আছে স্বর্গীয় দূত আদি সমস্তই তদ্রূপ হইবে। কারণ পার্থিব শরীর ব্যতিরেকে ইন্দ্রিয়ভোগ হইতে পারে না। শরীর যদি পার্থিব হইল, তবে অবশ্যই মৃত্যু হইবে এবং যদি মৃত্যু হয় তবে সেই স্থান হইতে অন্য কোন স্থানে গমন করে? যদি মৃত্যু না হয়, তাহা হইলে উহাদের জন্মও হয় নাই। যদি এরূপ হয় তবে কোরাণে যে লিখিত আছে যে স্বর্গে স্ত্রীগণ সর্ব্বদা অবস্থান করে, উহা মিথ্যা হইয়া যাইবে। কারণ উহাদিগেরও অবশ্যই মৃত্যু হইবে। এরূপ যদি হয় তাহা হইলে যাঁহারা স্বর্গে যাইবেন তাঁহাদিগেরও অবশ্যই মৃত্যু হইবে॥ ১২॥

১৩—যে দিন কোন জীব অন্য কোন জীবের সাহায্য আশা করিবে না, যে দিন অন্যের অনুরোধ স্বীকার করা হইবে না এবং যে দিন কোনরূপ ক্ষতি পূরণ গ্রহণ করা হইবে না, কেহ সাহায্য পাইবে না, সেইদিন হইতে ভীত হও॥ মঃ ১ সিঃ ১। সূঃ ২। পা ৪৬॥

**সমী :**—বর্ত্তমান দিন হইতে কি ভীত হইবে না? অর্থাৎ কার্য্য করিতে সকল দিনেই ভীত হওয়া উচিত। যখন অনুরোধ স্বীকার করা হইবে না, তখন পুনরায় ভবিষ্যদ্বক্তার সাক্ষ্য অথবা অনুরোধ অনুসারে ঈশ্বর স্বর্গ দিবেন একথা কিরূপে সত্য হইতে পারিবে? ঈশ্বর কি কেবল স্বর্গবাসীদিগেরই সহায়ক এবং নরকবাসীদিগের নহেন? যদি তাহা হয়, তবে ঈশ্বর পক্ষপাতী হয়েন॥ ১৩॥

১৪—আমি মুসাকে পুস্তক এবং দৈবী শক্তি দিলাম। আমি তাহাকে কহিলাম যে তোমরা নিন্দিত কপি হইয়া যাও। উহাদিগের সমকালবর্ত্তী এবং পশ্চাদ্বর্ত্তী বিশ্বাসীদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য উহাদিগের ভয় প্রদর্শনার্থ এইরূপ কহিলাম। মঃ ১। সঃ ১। সূঃ ২। আঃ ৫০। ৬১॥

সমী ঃ—যদি মুসাকে পুস্তক দেওয়া হইয়া থাকে, তবে কোরাণ হওয়া নিরর্থক হইল। তাঁহাকে আশ্চর্য্য শক্তি দেওয়া হইয়াছিল ইহা বাইবেলে এবং কোরাণে লিখিত আছে। পরন্তু উক্ত কথা বিশ্বাস যোগ্য নহে। কারণ যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে এক্ষণেও হইত এবং এক্ষণে যদি না হয় তবে সে সময়েও ছিল না। আজকালও স্বার্থপর লোক যেরূপ অবিদ্বান্‌দিগের সমক্ষে বিদ্বান্ হইয়া বসে, সেই সময়েও তদ্রূপ কপটতার অনুষ্ঠান হইয়া থাকিবে। কারণ এক্ষণেও ঈশ্বরের সেবক এবং ঈশ্বর বিদ্যমান আছেন। তবে এ সময়েও কেন ঈশ্বর আশ্চর্য্য শক্তি দেন না এবং লোকে প্রকাশ করিতে পারে না? যদি মুসাকে পুস্তক প্রদত্ত হইয়া থাকে, তবে কোরাণ প্রদান করিবার আবশ্যকতা কি? কারণ সৎ এবং অসৎ কার্য্য করা এবং না করার উপদেশ যদি সর্ব্বত্র একরূপ হয় তবে ভিন্ন ভিন্ন পুস্তক রচনা করাতে পুনরুক্তি দোষ আসিয়া পড়ে। মুসা আদি মহোদয়দিগকে প্রদত্ত পুস্তকে ঈশ্বর কি ভ্রম করিয়াছিলেন? ঈশ্বর যদি কেবল ভয় প্রদর্শনার্থ নিন্দিত কপি হইতে কহিয়া থাকেন, তবে তাঁহার কথা মিথ্যা অথবা কপটতাপূর্ণ হইল। যিনি এরূপ কথা কহেন এবং যাহাতে এরূপ কথা আছে, তিনি ঈশ্বর নহেন এবং সেই পুস্তক ঈশ্বর প্রণীত হইতে পারে না॥ ১৪॥

১৫—এইরূপে ঈশ্বর মৃতকদিগকে পুনর্জ্জীবিত করেন এবং তোমরা বুঝিতে পারিবে বলিয়া তাঁহার চিহ্ন প্রদর্শন করেন॥ মঃ ১। সিঃ ১। সূঃ ২॥

সমী ঃ—ঈশ্বর যদি মৃতকদিগকে পুনর্জ্জীবিত করিতেন, তবে এক্ষণে কেন পুনর্জ্জীবিত করেন না? শেষ বিচার দিনের রাত্রি পর্য্যন্ত কি কবরে পতিত থাকিবে? এক্ষণে কি কেবল ভাবি বিচারাধীন সেসন সুপরর্দ্দ হইবে? এই মাত্রই কি ঈশ্বরের চিহ্ন? পৃথিবী, সূর্য্য এবং চন্দ্রাদি কি চিহ্ন নহে? সংসারে যে বিবিধ রচনা বিশেষ প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয় তাহা কি সামান্য চিহ্ন?॥ ১৫॥

১৬—তিনি সর্ব্বদাই "বহিস্তে" অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে বাস করেন॥ মঃ ১। সিঃ। সূঃ ২। আঃ ৭৫॥

সমী ঃ—কোন জীবেরই অনন্ত পাপ বা পুণ্য করিবার সামর্থ্য নাই। সুতরাং জীব সদৈব স্বর্গে বা নরকে থাকিতে পারে না। যদি ঈশ্বর তাহা করেন, তাহা হইলে তিনি অন্যায়কারী ও অবিদ্বান্ হইয়া পড়েন। শেষ দিনের রাত্রিতে বিচার হইবে

ইহা যদি হয় তবে মনুষ্যদিগের পাপ ও পুণ্য সমান হওয়া উচিত। যদি কর্ম্ম অনন্ত না হয়, তবে উহার ফল কিরূপে অনন্ত হইবে। ৭।৮ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সৃষ্টি হইয়াছে, যদি এইরূপ কথিত হয়, তাহা হইলে তাহার পূর্ব্বে ঈশ্বর কি নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া ছিলেন? এবং শেষ দিনের পশ্চাৎ ও কি নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকিবেন? এ সকল বালকদিগের তুল্য। কারণ পরমেশ্বরের কার্য্য সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকে এবং যাহার যে পরিমাণে পাপ ও পুণ্য আছে, তাহাকে সেই পরিমাণে তিনি ফল দিয়া থাকেন। সুতরাং কোরাণের এই কথা সত্য নহে॥ ১৬॥

১৭—আমি তোমাদিগের দ্বারা প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়াছি যে তোমরা স্বজনদিগের রক্তপাত করিবে না এবং কোন সন্তানকে গৃহ হইতে নিষ্কাসিত করিবে না। তোমরা ইহার সাক্ষী আছ। পুনরায় তোমরা স্বজনদিগকে বিনাশ করিয়া থাক এবং আপনাপনি এক স্বধর্ম্মীকে তাহার গৃহ হইতে নিষ্কাসিত করিয়া থাক॥ মঃ ১। সিঃ ১ঃ২ আঃ ৭৭। ৭৮॥

সমী:—আচ্ছা, প্রতিজ্ঞা করা অথবা করান কি পরমাত্মার কার্য্য অথবা অল্পজ্ঞের কার্য্য? পরমেশ্বর যখন সর্ব্বজ্ঞ তখন সংসারী মনুষ্যের ন্যায় এরূপ দৃঢ় বন্ধন কেন করিবেন? স্বজনদিগের রক্তপাত না করা এবং স্বধর্ম্মীদিগকে গৃহ হইতে নিষ্কাসিত না করা অর্থাৎ অপর মতাবলম্বীদিগকে গৃহ হইতে নিষ্কাসিত করা এবং তাহাদিগের রক্তপাত করা কি প্রকার উচিত কথা? ইহা কেবল মূর্খতা এবং পক্ষপাতের কথা মাত্র। পরমেশ্বর কি পূর্ব্বে জানিতেন না যে উহারা প্রতিজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ করিবে? ইহা হইতেই বিদিত হওয়া যায় যে মুসলমানদিগের ঈশ্বর খ্রীষ্টিয়ানদিগের ঈশ্বরের অনেকাংশে তুল্য এবং এই কোরাণ স্বতন্ত্র রচিত হইয়াছিল ইহা হইতে পারে না। কারণ অত্যল্প মাত্র ব্যতীত ইহার অবশিষ্ট সকল কথাই বাইবেলে আছে॥ ১৭॥

১৮—যে সকল লোক পারত্রিক জীবনের বিনিময়ে ঐহিক জীবন ক্রয় করিয়াছে তাহাদিগের পাপ লঘু করা যাইবে না এবং তাহাদিগকে সহায়তা প্রদান করা হইবে না॥ মঃ ১। সিঃ ১। সূঃ ২। কাঃ ৭৯॥

সমী:—আচ্ছা ঈশ্বরের নিকট হইতে কখন এরূপ দ্বেষ এব ঈর্ষ্যার কথা আসিতে পারে? যাহাদিগের পাপ লঘু করা যাইবে এবং যাহাদিগের সহায়তা করা যাইবে, তাহারা কে? তাহারা যদি পাপী হয়, তবে দণ্ডবিধান ব্যতিরেকে পাপ লঘু করিলে অন্যায় করা হইবে। যদি দণ্ড দিয়া লঘু করা হয়, তাহা হইলে এই সূত্রে যাঁহার ব্যাখ্যা আছে তিনিও দণ্ড পাইয়া লঘুপাপ হইতে পারেন। দণ্ড দিয়াও যদি লঘু না করা হয়, তাহা হইলেও অন্যায় হইবে। যদি পাপ লঘু করা বিষয়ে ধর্ম্মাত্মাদিগেরই প্রয়োজন হয়, তবে, যখন তাঁহাদিগের পাপ আপনাপনিই লঘু হইয়া থাকে, তখন পরমেশ্বর

আর কি করিবেন ? সুতরাং ইহা বিদ্বানের লেখা নহে। বস্তুতঃ ধর্ম্মাত্মাদিগের সুখ এবং অধার্ম্মিকদিগের দুঃখ সর্ব্বদাই তাঁহাদিগের কর্ম্মানুসারে দেওয়া উচিত ॥ ১৮ ॥

১৯—নিশ্চয় আমি মূসাকে পুস্তক দিয়াছি, তাহার পর ভবিষ্যদ্বক্তার নিকট আনিয়াছি এবং মেরির পুত্র ঈশাকে স্পষ্ট দৈবী শক্তি ও সামর্থ্য দিয়াছি এবং তাঁহার সহিত রুহুলকুদমকেও * দিয়াছি। যখন ভবিষ্যদ্বক্তা উক্ত বস্তু লইয়া তোমাদিগের নিকট আসিলেন তখন উহা তোমাদিগের হৃদয়ের রুচিকর হইল না বলিয়া তোমরা অভিমান করিলে। এক মতের উপর মিথ্যারোপ এবং একের বিনাশ করিয়া থাক ॥ মঃ ১। সিঃ ১। সূঃ ২। আঃ ১৯ ॥

সমী ঃ—কোরাণে যখন প্রমাণ রহিয়াছে যে মনুষ্যকে পুস্তক প্রদত্ত হইয়াছে তখন মুসলমানদিগের উহা বিশ্বাস করা উচিত হইয়াছে এবং উক্ত পুস্তকে যে সকল দোষ অছে তাহাও মুসলমানদিগের মতে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। তদ্ভিন্ন দৈবী শক্তির কথা সমস্তই অন্যথা ( মিথ্যা ) জানিতে হইবে। নির্ব্বোধ ও সরল লোকদিগকে মুগ্ধ করিবার জন্য মিথ্যা প্রবঞ্চনা প্রচলিত করা হইতেছে। কারণ সৃষ্টিক্রম এবং বিদ্যা-বিরুদ্ধ সমস্ত কথাই মিথ্যা হইয়া থাকে। যদি সে সময়ে দৈবী শক্তি ছিল এরূপ হয়, তবে এ সময়ে নাই কেন ? যদি এ সময়ে না থাকে, তবে সে সময়েও ছিল না, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই ॥১৯॥

২০—ইহার পূর্ব্বে অবিশ্বাসীদিগের উপর উহারা বিজয়ের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিতেছিল। যখন তাহা ( সাহায্য ) উপস্থিত হইল তখন তাহারা বুঝিতে পারিলেও তৎক্ষণাৎ অবিশ্বাসী হইয়া পড়িল। সত্যবাদীদিগের উপর ঈশ্বরের অভিশাপ আছে ॥ মঃ ১। সিঃ ১। সূঃ ২। আঃ ৮২ ॥

সমী ঃ—তোমরা অন্য মতাবলম্বীদিগকে যেরূপ অবিশ্বাসী কহ, তদ্রূপ তাহারাও কি তোমাদিগকে অবিশ্বাসী কহে না ? এবং তাহাদিগের ধর্ম্মের ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া তোমাদিগের ধিক্কার দেয় না ? এরূপ স্থলে কোন্‌টি সত্য এবং কোন্‌টী মিথ্যা হইবে ? যদি বিচার করিয়া দেখা যায়, তবে সকল মতই মিথ্যা পাওয়া যায় এবং যাহা সত্য তাহা সকল মতেই একরূপ। এ সকল বিবাদ কেবল মূর্খতা মাত্র ॥ ২০ ॥

২১—বিশ্বাসীদিগের আনন্দবার্ত্তা—যে যে ব্যক্তি ঈশ্বরের, স্বর্গীয় দূতদিগের, ভবিষ্যদ্বক্তার, গ্যাব্রিয়েলের এবং মাইকেলের শত্রু হয়, ঈশ্বরও তাদৃশ অবিশ্বাসীর শত্রু। মঃ ১। সিঃ ১। সূঃ ২। আঃ ৯০ ॥

সমীঃ—মুসলমানেরা কহেন যে ঈশ্বরের "অংশীদার" ( সহযোগী ) নাই। তবে

* রুহুলকুদম গ্যাব্রিয়েলকে কহা যায়। তিনি সর্ব্বদাই সমীপের সহিত থাকিতেন।

সে কি ঈশ্বরেরও শত্রু? যদি এরূপ হয় তবে তাহা সঙ্গত নহে। ঈশ্বর কাহারও শত্রু হইতে পারেন না ॥২১॥

২২—তোমরা কহ যে "আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি", তাহা হইলে আমি এক্ষণে তাঁহাকে নানা ব্যক্তির "অংশীদার" কোথা হইতে করা হইল? যে অন্তের শত্রু, তোমাদিগের পাপের ক্ষমা করিব এবং অধিক কল্যাণ বৃদ্ধি করিব ॥ মঃ ১। সিঃ ১। সূঃ ২। আঃ ৫৪।

সমীঃ—আচ্ছা, ঈশ্বরের এই উপদেশ সকলকে পাপী করিবার জন্য হইতেছে কি না? মনুষ্যদিগের পাপের ক্ষমা করিবার আশ্রয় লাভ হইতেছে বলিয়াই উহারা কেহই পাপ হইতে ভীত হয় না। সুতরাং এরূপ কথয়িতা ঈশ্বর হইতে পারে না এবং উক্ত পুস্তক ঈশ্বরের রচিত হইতে পারে না; কারণ ঈশ্বর ন্যায়কারী। তিনি কখন অন্যায় করেন না। পাপের ক্ষমা করিলে তিনি অন্যায়কারী হইয়া পড়েন, কিন্তু যথাপরাধ দণ্ডবিধান করিলেই ন্যায়কারী হইতে পারেন ॥২২॥

২৩—মূষা যখন আপনার জাতীয়দিগের জন্য পানার্থ জল প্রার্থনা করিল, আমি কহিলাম যে প্রস্তরের উপর আপনার দণ্ডাঘাত কর। তাহা করিবামাত্র দ্বাদশ প্রস্রবণ সেই স্থলে নির্গত হইল। মঃ ১। সিঃ ১। সূঃ ২ আঃ ৫৬ ॥

সমীঃ—এক্ষণে দেখ এরূপ অসম্ভব কথা অন্য কেহ কি কহিবে? এক প্রস্তরের উপরিভাগে দণ্ডাঘাত করাতে দ্বাদশ প্রস্রবণ নির্গত হওয়া সর্ব্বথা অসম্ভব। অবশ্য উক্ত প্রস্তরের ভিতর শূন্য (ফাঁপা) করিয়া জল পূর্ণ করতঃ দ্বাদশ ছিদ্র করিলে এরূপ সম্ভব হইতে পারে, নচেৎ নহে ॥ ২৩ ॥

২৪—ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকে দয়া করিয়া আপনার প্রধান করিয়া থাকেন। মঃ ১। সিঃ ১। সূঃ ২। আঃ ৯৭ ॥

সমীঃ—যে মূর্খ এবং দয়া করিবার যোগ্য নহে তাহাকেও কি তিনি প্রধান করেন এবং তাহার উপর দয়া করেন? যদি এরূপ হয় তবে উক্ত ঈশ্বর অতিশয় অর্ব্বাচীন। কারণ তাহা হইলে কে আর সৎকর্ম্ম করিবে? এবং অসৎ কার্য্যই বা কে পরিত্যাগ করিবে? কারণ সমস্তই ঈশ্বরের প্রসন্নতার উপর নির্ভর করে এবং কর্ম্মফলের উপর কিছুই নির্ভর করে না। এই হেতু সকলের অনাস্থা হওয়াতে কর্ম্মোচ্ছেদের প্রসঙ্গ হইয়া উঠে ॥ ২৪ ॥

২৫—অবিশ্বাসী লোকেরা যেন তোমাদিগকে বিশ্বাস হইতে বিচলিত না করে। কারণ উহাদিগের মধ্যে অবিশ্বাসীদিগের অনেক বন্ধু আছে। মঃ ১। সিঃ ১। সূঃ ২। আঃ ১০১ ॥

সমীঃ—দেখ, পরমেশ্বরই উহাদিগকে সাবধান করিতেছেন যে যেন অবিশ্বাসী লোক

তোমাদিগকে বিচলিত না করে। তিনি কি সর্ব্বজ্ঞ নহেন? এরূপ কথা পরমেশ্বরের হইতে পারে না ॥ ২৫ ॥

২৬—যে দিকেই তুমি মুখ ফিরাইবে সেই দিকেই পরমেশ্বরের মুখ আছে ॥ মঃ ১। সিঃ ১। সূঃ ২। ১০৭ ॥

সমীঃ—এই কথা যদি সত্য হয় তবে মুসলমানগণ কেন মক্কার দিকে মুখ করিয়া থাকেন? যদি বলেন যে মক্কার দিকে মুখ করিবার আমাদিগের আজ্ঞা আছে, তবে ইহাও আজ্ঞা যে যেদিকে ইচ্ছা মুখ ফিরাইতে পারিবে। এক কথা সত্য এবং অপর কথা কি মিথ্যা হইবে? যদি পরমেশ্বরের মুখ থাকে তবে তাহা সকল দিকে এককালে থাকিতে পারে না। কারণ এক মুখ একদিকেই থাকিবে, সকল দিকে কিরূপে রহিতে পারিবে? সুতরাং ইহা সঙ্গত নহে ॥২৬॥

২৭—যিনি আকাশ এবং পৃথিবীর উৎপাদক, তিনি যখন কিছু করিতে ইচ্ছা করেন, তখন তাঁহার তাহা করিতে হয় না, পরন্তু তিনি বলেন যে "হউক" এবং তাহা হইয়া যায় ॥ মঃ ১। সিঃ ১। সূঃ ২। আঃ ১০৯ ॥

সমীঃ—আচ্ছা, পরমেশ্বর আজ্ঞা করিলেন যে "হউক" তখন উক্ত আজ্ঞা কে শ্রবণ করিল? কাহাকে শ্রবণ করান হইল? কে নির্ম্মিত হইল? কোন্ কারণ হইতে নির্ম্মিত হইল? যখন লিখিত হয় যে সৃষ্টির পূর্ব্বে পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য দ্বিতীয় বস্তু ছিল না তখন এই সংসার কোথা হইতে আসিল? যখন কারণ ব্যতিরেকে কোন কার্য্যই হইতে পারে না, তখন এতাদৃশ বৃহৎ জগৎ কারণ ব্যতিরেকে কোথা হইতে হইয়াছে? এ সকল কথা কেবল বালকত্ব মাত্র। (পূর্ব্বপক্ষী) না, না, ঈশ্বরের ইচ্ছা হইতে হইয়াছে। (উত্তর পক্ষী) তোমাদিগের ইচ্ছায় কি মক্ষিকার একটি চরণও রচিত হইতে পারে, যে তুমি কহিতেছ ঈশ্বরের ইচ্ছায় এই সমস্ত জগৎ রচিত হইয়াছে? (পূর্ব্বঃ) ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্, এইহেতু তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই রচনা করেন। (উত্তরঃ) সর্ব্বশক্তিমান্ শব্দের অর্থ কি? (পূর্ব্বঃ) যিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করিতে পারেন। (উত্তরঃ) পরমেশ্বর কি দ্বিতীয় পরমেশ্বরও সৃষ্টি করিতে পারেন? তিনি স্বয়ং কি বিনাশ প্রাপ্ত হইতে পারেন? তিনি কি মূর্খ, রোগী এবং অজ্ঞানীও হইতে পারেন? (পূর্ব্বঃ) এরূপ কখন হইতে পারেন না। (উত্তরঃ) এইরূপে পরমেশ্বর আপনার এবং অপরের গুণ, কর্ম্ম ও স্বভাবের বিরুদ্ধ কিছুই করিতে পারেন না। সংসারের কোন বস্তু রচিত হইতে এবং রচনা করিতে যেরূপ তিন পদার্থ প্রথম অবশ্য হইয়া থাকে (প্রথম নির্ম্মাতা যেমন কুম্ভকার; দ্বিতীয় ঘট নির্ম্মাণের উপাদান মৃত্তিকা; এবং তৃতীয় উহার সাধন; যাহা দ্বারা ঘট নির্ম্মিত হইয়া থাকে; অর্থাৎ যেরূপ কুম্ভকার, মৃত্তিকা এবং সাধন হইতে ঘট নির্ম্মিত হয় এবং নির্ম্মাণের কারণ স্বরূপ

কুম্ভকার মৃত্তিকা এবং সাধন ঘটের পূর্ব্বে বিদ্যমান থাকে, ) তদ্রূপ জগৎ রচনার পূর্ব্বে জগতের কারণ প্রকৃতি এবং তাহার গুণ, কর্ম্ম ও স্বভাব অনাদি বিদ্যমান আছে। এই হেতু কোরাণের কথা সর্ব্বথা অসম্ভব ॥২৭॥

২৮—যখন আমি লোকদিগের জন্য সুখদায়ক মক্কার পবিত্র স্থান নির্ম্মাণ করিয়াছি, তখন নামাজের ( প্রার্থনার ) জন্য ইব্রাহীমের স্থান অবলম্বন কর ॥ মঃ ১। সিঃ ১। সূঃ। আঃ ১১৭ ॥

সমী :—মক্কার পূর্ব্বে কি পরমেশ্বর কোন পবিত্র স্থানই নির্ম্মাণ করেন নাই ? যদি নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন তবে মক্কার নির্ম্মাণ আবশ্যক ছিল না এবং যদি না নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন তবে পবিত্র স্থান ব্যতিরেকেও পূর্ব্বোৎপন্নদিগের রক্ষা হইয়াছিল। প্রথমে ঈশ্বরের পবিত্র স্থাননির্ম্মাণ স্মরণ না থাকিতে পারে ! ২৮ ॥

২৯—যে মনকে অতিশয় অজ্ঞ করিয়া রাখিয়াছে তদ্ব্যতিরেকে কোন্ মনুষ্য ইব্রাহীমের ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইবে ? আমি সংসারের মধ্যে উহাকে প্রীতি করি এবং ভবিষ্যতে সেই নিশ্চয় ধার্ম্মিক হইবে ॥মঃ ১। সিঃ ১। শূঃ ২। আঃ ১২২ ॥

সমী :—ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে যে যাঁহারা ইব্রাহীমের ধর্ম্ম মানেন না তাঁহারা সকলেই মূর্খ ? ঈশ্বর ইব্রাহামকেই প্রীতি করেন, তাহার কারণ কি ? যদি ধর্ম্মাত্মা হইবার কারণে এরূপ করেন, তাহা হইলে ধর্ম্মাত্মা অন্যেও অনেকে হইতে পারেন। যদি ধর্ম্মাত্মা না হইলেও এরূপ করিয়া থাকেন তবে অন্যায় হইয়াছে। অবশ্য ইহা সঙ্গত যে যিনি ধর্ম্মাত্মা হয়েন তিনিই ঈশ্বরের প্রিয় হয়েন, অধর্ম্মী হয়েন না ॥ ২৯ ॥

৩০—আমরা নিশ্চয়ই তোমাকে আকাশের অভিমুখে মুখ পরিবর্ত্তন করিতে দেখিয়াছি। আমরা অবশ্য তোমাকে মক্কার অভিমুখান করিব। তাহাতে তোমার প্রীতি হইবে। অবশ্য তাঁহার আপনার মুখ ( মসজিদুল্‌হরামের ) মক্কার পবিত্রমন্দিরের দিকে পরবর্ত্তিত হইবে। তোমরা যে স্থানেই থাক আপনাদিগের মুখ সেইদিকে পরিবর্ত্তিত করিবে ॥ মঃ ১। সিঃ ২। শূঃ ২। আঃ ১৩৫ ॥

সমীক্ষক। ইহা কি অল্প মূর্ত্তিপূজকের কার্য্য অথবা মহৎ ? ( পূর্ব্বপক্ষী ) আমরা মুসলমান, মূর্ত্তিপূজক নহি, পরন্তু আমরা মূর্ত্তিভঞ্জক ; কারণ আমরা মক্কাকে ঈশ্বর মনে করি না। ( উত্তর পক্ষী ) যাহাদিগকে তোমরা মূর্ত্তিপূজক মনে কর, তাহারাও সেই সেই মূর্ত্তিদিগকে ঈশ্বর মনে করে না, পরন্তু তাহাদিগের সমক্ষে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি প্রকাশ করে। যদি তোমরা মূর্ত্তিভঞ্জক হও, তবে উক্ত মক্কার মন্দিররূপ প্রধান মূর্ত্তিকে কেন ভগ্ন কর না ? ( পূর্ব্বঃ ) কি আশ্চর্য্য ! মক্কার দিকে মুখ ফিরাইতে কোরাণে আমাদিগের আজ্ঞা আছে এবং ইহাদিগের বেদে তাহা নাই। তবে ইহারা

মূর্ত্তি পূজক নহে কেন ? আমরাই বা কেন তাহা হইব ? কারণ আমাদিগের ঈশ্বরের আজ্ঞা অবশ্য পালনীয়। (উত্তরঃ) তোমাদিগের জন্য যেরূপ কোরাণে আজ্ঞা আছে তদ্রূপ ইহাদিগের জন্য পুরাণে আজ্ঞা আছে। তোমরা যেরূপ কোরাণকে ঈশ্বরের কথা মনে কর, তদ্রূপ পৌরাণিকেরা পুরাণ সকলকে ঈশ্বরের অবতার ব্যাসের বাক্য মনে করে। তোমাদিগের এবং ইহাদিগের মধ্যে মূর্ত্তিপূজার কিছুমাত্র ভিন্ন ভাব নাই। প্রত্যুত তোমরা বৃহৎ মূর্ত্তিপূজক এবং ইহারা ক্ষুদ্র মূর্ত্তিপূজক। কারণ যেরূপ কোন মনুষ্য স্বগৃহে প্রবিষ্ট হইয়া বিড়ালকে নিস্ক্রান্ত করিতে যায় এবং সেই সময়ে গৃহে উষ্ট্র প্রবিষ্ট হইয়া পড়ে, তদ্রূপ মহম্মদ সাহেব মুসলমানদিগের মত হইতে ক্ষুদ্র মূর্ত্তি নিস্ক্রান্ত করিতে গিয়াছেন, পরন্তু পর্ব্বত সদৃশ মক্কার মন্দিররূপ মহামূর্ত্তি উক্ত মতে প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। ইহা কি অল্প মূর্ত্তিপূজা ? অবশ্য আমরা যেরূপ বৈদিক, তোমরাও যদি তদ্রূপ বৈদিক হইয়া যাও, তবে মূর্ত্তিপূজাদি অসৎ কার্য্য হইতে রক্ষা পাইতে পার, অন্যথা নহে। যত দিন তোমরা আপনাদিগের মহামূর্ত্তিপূজাকে অপসারিত না করিবে, ততদিন অপরের ক্ষুদ্র মূর্ত্তি পূজার খণ্ডন করিতে লজ্জিত হইয়া উহা হইতে নিবৃত্ত থাকা উচিত এবং আপনাদিগকে মূর্ত্তিপূজা হইতে পৃথক্ রাখিয়া পবিত্র করা উচিত॥ ৩০ ॥

৩১। ঈশ্বরের মার্গে স্থিত হইয়া সকল লোক মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগকে মৃত বলিও না, পরন্তু উহারা জীবিত থাকে ॥ মঃ ১। সিঃ ২। শূঃ। ২ : আঃ ১৫৪ ॥

সমীক্ষক—আচ্ছা, ঈশ্বরের মার্গে স্থিত হইয়া বিনষ্ট হইবার অথবা বিনাশ করিবার আবশ্যকতা কি ? এরূপ কেন না কহিতেছ যে এ কথা কেবল আপনাদিগের প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার জন্য হইয়াছে। ইহারা লোভ প্রদর্শন করিবে এবং লোকে অতিশয় যুদ্ধ করিবে, আপনাদিগের বিজয় হইবে, বিনাশ করিতে ভীত হইবে না এবং লুণ্ঠন ও হত্যা করিয়া ঐশ্বর্য্য লাভ হইবে এবং পশ্চাৎ বিষয়ানন্দ ভোগ করা হইবে ইত্যাদি স্বপ্রয়োজনের জন্যই এইরূপ বিপরীত ব্যবহার করা হইয়াছে ॥ ৩১ ॥

৩২—ঈশ্বর কঠোর দুঃখ দাতা। শয়তানের পশ্চাৎ চলিও না। সে তোমাদিগের প্রত্যক্ষ শত্রু। তদ্ব্যতিরেকে অসৎ এবং নির্লজ্জ কার্য্যের আদেশ করে এরূপ কিছুই নাই। যাহা তোমরা জান না, তাহা ঈশ্বরের বিষয়ে কহ ॥ মঃ ১। সিঃ ২। সূঃ ২। আঃ ১৫১। ১৫৪। ১৫৫ ॥

সমীক্ষক—দয়ালু ঈশ্বর পাপীদিগের এবং পুণ্যাত্মাদিগের কঠোর দুঃখদাতা ? অথবা তিনি কি মুসলমানদিগের উপর দয়ালু এবং অন্যের উপর দয়াহীন ? যদি এইরূপ হয় তবে তিনি ঈশ্বরই হইতে পারেন না ? যদি তিনি পক্ষপাতী না হয়েন তাহা হইলে মনুষ্য যে কোন স্থানে ধর্ম্ম করিবে ঈশ্বর তাহার উপর দয়ালু, এবং যে

অধর্ম্ম করিবে তাহার দণ্ডদাতা হইবেন। এরূপ হইলে মধ্য হইতে মহম্মদ সাহেব এবং কোরাণ বিশ্বাস করার আর প্রয়োজন রহিল না। তদ্ব্যতীত মনুষ্যমাত্রের শত্রু এবং সকলের অনিষ্টকারী শয়তানকে ঈশ্বর কেন উৎপন্ন করিলেন? তিনি কি ভবিষ্যতের কথা জানিতেন না? যদি বল জানিতেন কিন্তু পরীক্ষার জন্য তাহাকে উৎপন্ন করিয়াছেন, তাহা হইলেও (শয়তান সৃষ্টি) সঙ্গত হইতে পারে না। কারণ পরীক্ষা করা অল্পজ্ঞের কার্য্য। যিনি সর্ব্বজ্ঞ তিনি সকল জীবের সদসৎ কার্য্য সর্ব্বদাই যথার্থরূপে জানিয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন শয়তান সকলকে প্রতারণা করে, তাহাহইলে অন্যেও স্বয়ং আপনাকে প্রতারিত করিতে পারে; মধ্য হইতে শয়তানের প্রয়োজন কি? যদি ঈশ্বরই শয়তানকে প্রতারিত করিয়া থাকেন, তবে ঈশ্বর শয়তানেরও শয়তান স্থিরীকৃত হইবেন। একথা ঈশ্বরের পক্ষে হইতে পারে না। যখন কেহ প্রতারিত হয় তখন সে কুসঙ্গ এবং অবিদ্যা বশতঃই ভ্রান্ত হইয়া থাকে॥ ৩২॥

৩৩—স্বয়ং মৃত (প্রাণী), রুধির এবং শূকরের মাংস তোমদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ এবং ঈশ্বরের নাম ভিন্ন অন্য নাম বা শব্দ যে বস্তুর উপর করা হইবে তাহাও নিষিদ্ধ। মঃ ১। সিঃ ১২। সূঃ ২। আঃ ১৫৯॥

সমীঃ—এ স্থলে বিচার করা উচিত যে, প্রাণী আপনা হইতেই মৃত হউক অথবা কাহারও কর্ত্তৃক নিহত হউক উক্ত উভয় বিধ শবই তুল্য। অবশ্য উহাতে কিঞ্চিন্মাত্র ভেদ আছে বটে কিন্তু মৃতত্ব বিষয়ে কোনরূপ ভেদ নাই। যখন কেবল এক শূকরের মাংস নিষেধ করা হইয়াছে তখন কি মনুষ্যের মাংস ভোজন করা করা কর্ত্তব্য। পরমেশ্বরের নাম লইয়া শত্রু আদির উপর অত্যন্ত দুঃখ দিয়া প্রাণ হত্যা করা কি উত্তম কার্য্য হইতে পারে? তাহাতে ঈশ্বরের নাম কলঙ্কিত হইয়া যায়। পূর্ব্ব জন্মের অপরাধ ব্যতিরেকে পরমেশ্বর উহাদিগকে মুসলমানদিগের হস্তের দ্বারা কেন দারুণ দুঃখ দেওয়াইলেন? উহাদিগের উপর তিনি কি দয়ালু নহেন? তিনি কি উহাদিগকে পুত্রবৎ জ্ঞান করেন না? যে সকল বস্তু হইতে অধিক উপকার হয়, তাদৃশ গো আদিকে হত্যা করিতে নিষেধ না করাতে জানিতে হইবে যে উক্ত ঈশ্বর হত্যায় প্রবৃত্ত করিয়া জগতের হানিকারক হয়েন এবং হিংসারূপ পাপে কলঙ্কিতও হয়েন। এরূপ কথা ঈশ্বরের এবং ঈশ্বরের পুস্তকে কখন হইতে পারে না॥ ৩৩॥

৩৪—উপবাসের (রোজার রাত্রিতে তোমাদিগের স্ত্রীর সহিত মদনোৎসব করা বিধি করা হইয়াছে উহারা তোমাদিগের আবরণ। এবং তোমরা উহাদিগের আবরণ। ঈশ্বর জানেন যে তোমরা চুরি অর্থাৎ ব্যভিচার করিয়া থাক। সেই জন্য ঈশ্বর পুনরায় তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন। অতএব তোমরা উহাদিগের সহিত মিলিত হও এবং ঈশ্বর তোমাদিগের জন্য যাহা লিখিয়া দিয়াছেন তাহার অন্বেষণ কর অর্থাৎ সন্তানগণ!

যে পর্য্যন্ত কৃষ্ণ বর্ণ সূত্র হইতে শ্বেতবর্ণ সূত্র তোমরা স্পষ্ট দেখিতে না পাইবে অথবা রাত্রি হইতে দিন প্রকাশিত হইবে, সেই পর্য্যন্ত পান ও ভোজন কর। মঃ ১। সিঃ ২। শূঃ ২। আঃ ১৭২॥

সমীঃ—এ স্থলে ইহা নিশ্চিত হইতেছে যে যখন মুসলমানদিগের মত প্রচলিত হইল তখন, অথবা তাহার পূর্ব্বে, কোন পৌরাণিককে এক মাস যাবৎ অনুষ্ঠেয় চান্দ্রায়ণ ব্রতের বিধি বিষয়ে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়া থাকিবে। এ বিষয়ে শাস্ত্র বিধি আছে যে মধ্যাহ্ন কালে চন্দ্রকলার হ্রাস ও বৃদ্ধি অনুসারে গ্রাসের হ্রাস ও বৃদ্ধি করিতে হয় এবং মধ্যাহ্ন কালে দিবসে ভোজন করিতে হয়। উক্ত ব্যক্তি তাহা না জানিয়া বলিয়া থাকিবে যে চন্দ্রমা দর্শন করিয়া ভোজন করিতে হয়। মুসলমানগণ তাহার কথানুসারে এইরূপ করিয়া লইয়াছেন। পরন্তু ব্রত কালে স্ত্রীসমাগম ত্যাগ করিতে হয়। এ বিষয়ে উক্ত ঈশ্বর এক কথা অধিক করিয়া কহিয়া দিয়াছেন যে তোমরা উত্তমরূপে স্ত্রী সমাগমও করিবে এবং রাত্রিতে ইচ্ছা হয় অনেকবার ভোজন করিবে। আচ্ছা, এ কিরূপ ব্রত হইল যে দিবসে ভোজন করিবে না এবং রাত্রি কালে ভোজন করিতে থাকিবে? দিবসে ভোজন না করা এবং রাত্রিতে ভোজন করা সৃষ্টি ক্রমের বিপরীত ॥৩৪॥

৩৫—যাহারা তোমাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবে ঈশ্বরের মার্গে স্থিত হইয়া তোমরা তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ কর। তাহাদিগকে যেখানে পাইবে বিনাশ কর। অবিশ্বাস (মূর্ত্তি পূজা) হইতে হত্যা শ্রেষ্ঠ। যে পর্য্যন্ত অবিশ্বাস তিরোহিত না হয় এবং ঈশ্বরের ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত না হয় সে পর্য্যন্ত যুদ্ধ কর। উহারা তোমাদিগের উপর যতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তোমরাও উহাদিগের উপর ততদূর অগ্রসর হইবে। মঃ ১। সিঃ ২। শূঃ ২। আঃ ১৭৫। ১৭৪। ১৭৬॥ ১৭৮। ১৭৯॥

সমীক্ষক—কোরাণে যদি এই কথা না থাকিত, তাহা হইলে মুসলমানেরা অন্য মতাবলম্বীদিগের উপর যে ভয়ানক অপরাধ করিয়াছেন তাহা করিতেন না। অপরাধ ব্যতিরেকে অন্যকে বিনাশ করা উহাদিগের মহাপাপ। মুসলমান মত গ্রহণ না করাকে উঁহারা "কুফ্র" (অবিশ্বাস) কহেন। মুসলমানগণ অবিশ্বাস অপেক্ষা হত্যা উত্তম মনে করেন। অর্থাৎ "আমাদিগের ধর্ম্মে যাহারা বিশ্বাস করিবে না আমরা তাহাদিগকে হত্যা করিব" এবং সেইরূপই উঁহারা করিয়া আসিয়াছেন। ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ করিতে করিতে আপনারাই রাজ্য আদি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছেন। অন্য মতাবলম্বীদিগের উপর উঁহাদিগের মন অতিশয় নৃশংস থাকে। চৌর্য্যের পরিবর্ত্তে কি চৌর্য্য করিতে হইবে? চোরে আমাদিগের উপর চৌর্য্যাদি করিয়া অপরাধ করিলে আমরাও কি চৌর্য্য অনুষ্ঠান করিব? ইহা সর্ব্বথা অন্যায় কথা। কোন অজ্ঞানী আমাকে গালি দিলে আমিও কি উঁহাকে গালি দিব? এ সকল কথা ঈশ্বরের, ঈশ্বর ভক্ত বিদ্বানের, অথবা ঈশ্বরোক্ত

পুস্তকের হইতে পারে না। স্বার্থপর ও জ্ঞানহীন মনুষ্যের এইরূপ কথা হইয়া থাকে॥ ৩৫ ॥

৩৬—ঈশ্বর বিবাদ কারীর সহিত মিত্রতা রাখেন না। লোক সকল। যদি তোমাদিগের বিশ্বাস থাকে তবে মুসলমান মতে প্রবেশ কর॥ মঃ ১। সিঃ ২। সূঃ ২। আঃ ১৯০। ১৯৩॥

সমীক্ষক—যদি ঈশ্বর বিবাদকারীকে মিত্র মনে না করেন তবে, স্বয়ংই মুসলমানদিগকে কেন বিবাদ করিতে প্রেরণা করেন এবং কলহস্বভাব বিশিষ্ট মুসলমানদিগের সহিত কেন মিত্রতা রাখেন? মুসলমানদিগের মতে বিশ্বাস করিলেই যদি ঈশ্বর প্রীত হয়েন, তবে তিনি মুসলমানদিগেরই পক্ষপাতী, সুতরাং সমস্ত সংসারের ঈশ্বর নহেন। ইহা হইতে এইরূপ বিদিত হওয়া যাওয়া যায় যে কোরাণ ঈশ্বর কৃত নহে এবং উহাতে কথিত ঈশ্বর যথার্থ ঈশ্বর হইতে পারেন না। ৩৬॥

৩৭—যাহাকে ইচ্ছা ঈশ্বর অনন্ত ঐশ্বর্য্য দিবেন। মঃ ১। সিঃ ২। সূঃ ২। আঃ ১৯৭॥

সমী:—পাপ ও পুণ্য ব্যতিরেকে ঈশ্বর কি এইরূপেই ঐশ্বর্য্য দেন? তাহা হইলে সৎকার্য্য এবং অসৎ কার্য্য করা একরূপই হইল। কারণ সুখ এবং দুঃখ প্রাপ্ত হওয়া তাঁহার ইচ্ছার উপর রহিল। এই হেতু মুসলমানেরা ধর্ম্ম হইতে বিমুখ হইয়া যথেচ্ছাচার করেন এবং কেহ কেহ এই কোরাণোক্ত কথা বিশ্বাস না করিয়া ধর্ম্মাত্মাও হয়েন॥ ৩৭॥

৩৮—কেহ তোমাকে প্রশ্ন করিলে কহিবে যে রজস্বলা স্ত্রী অপবিত্র। ঋতু সময়ে উহাদিগের হইতে পৃথক্ থাকিবে এবং যে পর্য্যন্ত উহারা পবিত্র না হইবে সে পর্য্যন্ত উহাদিগের নিকটে যাইবে না। উহারা স্নান করিলে উহাদিগের নিকট উক্ত স্থানে যাইবে ঈশ্বর এইরূপ আজ্ঞা দিয়াছেন। তোমাদিগের স্ত্রী সকল তোমাদিগের ক্ষেত্র। যেরূপে ইচ্ছা কর আপনাদিগের ক্ষেত্রে যাইবে। ঈশ্বর ব্যর্থ শপথ বিষয়ে অপরাধ লয়েন না॥ মঃ ১ সিঃ ২॥ সূঃ ২। আঃ ২০৫। ২০৬। ২০৮॥

সমী:—রজস্বলার স্পর্শ এবং সঙ্গ না করিবার কথা যে লিখিত হইয়াছে ইহা উত্তম কথা পরন্তু স্ত্রীলোকদিগকে যে ক্ষেত্রের তুল্য লিখিত হইয়াছে এবং 'যেরূপ ইচ্ছা কর গমন করিবে' ইহা যে উক্ত হইয়াছে তাহা কেবল মনুষ্যদিগকে বিষয়ী করিবার কারণ হইয়াছে মাত্র। ঈশ্বর যদি ব্যর্থ শপথে অপরাধ না লয়েন তাহা হইলে সকলেই মিথ্যা কহিবে এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবে। তাহাতে ঈশ্বর মিথ্যার প্রবর্ত্তক হইবেন॥ ৩৮॥

৩৯—কে এরূপ মনুষ্য আছে যে ঈশ্বরকে ঋণ দিবে? আচ্ছা, ঈশ্বর তাহার জন্য তাহাকে দ্বিগুণ দিবেন। মঃ ১। সিঃ ২। সূঃ ২. ২২৭॥

সমীঃ—আচ্ছা, ঈশ্বরের ঋণ * লইবার প্রয়োজন কি ? যিনি সমস্ত সংসার রচনা করিয়াছেন তিনি কি মনুষ্যের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করেন ? কখন নহে। কেবল না বুঝিয়া এরূপ কহা যাইতে পারে। তাঁহার কি ধনাগার শূন্য হইয়া গিয়াছে ? তিনি কি হুণ্ডী, ঔষধবিক্রয় এবং বাণিজ্যাদিতে ব্যাপৃত থাকাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন যে, ঋণ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন ? এককে দ্বিগুণ দিতে যে স্বীকার করিতেছেন ইহা কি ধনী বণিকের কার্য্য ? এরূপ কার্য্য তো নিঃস্ব ( দেউলিয়া ) ব্যক্তির অথবা ন্যূন আয় বিশিষ্ট অথচ অধিক ব্যয়কারীর করিতে হয়। ঈশ্বরের তদ্রূপ করিতে হয় না ॥ ৩৯ ॥

৪০—উহাদিগের মধ্যে কেহ দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল না। এবং কেহ অবিশ্বাসী (নাস্তিক) হইল। যদি ঈশ্বরই করিতেন তাহা হইলে তাহারা বিবাদ করিত না। ঈশ্বর যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই করেন ॥ মঃ ১। সিঃ ২। সূঃ ২। আঃ ২৩৫ ॥

সমীঃ। যাবতীয় বিবাদ হয় তাহা কি ঈশ্বরেরই ইচ্ছায় হয় ? তিনি কি অধর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করিলেও তাহা করিতে পারেন ? এরূপ যদি হয়, তবে তিনি ঈশ্বর নহেন। শান্তি ভঙ্গ করিয়া বিবাদে প্রবৃত্ত করা ভদ্র মনুষ্যের কর্ত্তব্য নহে। ইহা হইতে বিদিত হওয়া যায় যে এই কোরাণ ঈশ্বরের রচিত নহে এবং কোন ধার্ম্মিক বিদ্বানেও রচিত নহে ॥৪০॥

৪১—আকাশে এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা তাঁহারই জন্য আছে। আকাশ এবং পৃথিবী উভয়েরই উপর তাঁহার সিংহাসন ব্যাপ্ত বিস্তীর্ণ রহিয়াছে ॥ মঃ ১। সিঃ ৩। সূঃ ২। ২৩৭ ॥

সমীঃ—আকাশ এবং ভূমিতে যাবতীয় পদার্থ আছে, পরমাত্মা তৎসমুদয়ই জীবদিগের জন্য উৎপন্ন করিয়াছেন, আপনার জন্য নহে। কারণ তিনি পূর্ণকাম এবং তাঁহার কোন পদার্থের অপেক্ষা নাই। তাঁহার যদি সিংহাসন থাকে তবে তিনি একদেশী হইলেন এবং যিনি একদেশী তাঁহাকে ঈশ্বর কহা যায় না, কারণ ঈশ্বর ব্যাপক ॥ ৪১ ॥

৪২—ঈশ্বর সূর্য্যকে পূর্ব্বদিক্ হইতে উত্থাপিত ( আনয়ন ) করেন। আচ্ছা তুমি উহাকে পশ্চিম দিক্ হইতে আনয়ন ( উত্থাপন ) কর। তাহাতে অবিশ্বাসী স্তব্ধ হইয়া গেল। ঈশ্বর নিশ্চয়ই পাপীদিগকে মার্গ প্রদর্শন করেন না। মঃ ১ সিঃ ৩। সূঃ ২। আঃ ২৪০ ॥

---

* এই সূত্রের ভাষ্যে তফসির হুসৈনী টীপ্পনীতে লিখিত আছে যে একজন লোক মহম্মদ সাহেবের নিকট আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে ঈশ্বরের দূত ( মহম্মদ )! ঈশ্বর কেন ঋণ প্রার্থনা করেন ? তিনি উত্তর দিলেন যে তোমাকে স্বর্গে লইয়া যাইবার জন্য। সে কহিল যদি আপনি জামিন হয়েন তবে আমি দিতে পারি। মহম্মদ সাহেব তাহার জামিন হইলেন। ঈশ্বরের উপর ভরসা ( বিশ্বাস ) হইল না, পরন্তু তাঁহার দূতের উপর হইল।

**সমীঃ—**দেখ অবিদ্যার কথা! সূর্য্য কখন পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে অথবা পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে গমনাগমন করে না। উহা আপনার পরিধিতে ঘুরিয়া থাকে। ইহা হইতে নিশ্চিত জানা যাইতেছে যে কোরাণের কর্ত্তার খগোল বিদ্যা অথবা ভূগোল বিদ্যা আসিত না। যদি পাপীদিগকে মার্গ প্রদর্শিত করা না হয়, তবে পুণ্যাত্মাদিগের জন্য মুসলমান-দিগের ঈশ্বরের আবশ্যকতা নাই। কারণ ধর্ম্মাত্মাগণ আপনা হইতেই ধর্ম্মমার্গে স্থিত হইয়া থাকেন। ধর্ম্মভ্রান্ত মনুষ্যদিগকেই মার্গ বলিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। সেই কার্য্য না করাতে কোরাণের কর্ত্তার অতিশয় ভ্রম হইয়াছে ॥ ৪২ ॥

৪৩—কহিলেন চারি প্রাণী হইতে লইয়া উহাদিগের আকার দেখিয়া রাখ। পরে নানা পর্ব্বতে উহাদিগের এক এক খণ্ড রাখিয়া দাও। পরে উহাদিগকে শীঘ্র আসিবার জন্য আহ্বান কর। উহারা তোমার নিকট চলিয়া আসিবে ॥ মঃ ১। সিঃ ৩। সূঃ ২। আঃ ২৪২॥

**সমীঃ—**বাহবা! দেখ মুসলমানদিগের ঈশ্বর ভানুমতীর ক্রীড়ার ( ঐন্দ্রজালিক ) সদৃশ ক্রীড়া করিতেছেন। এইরূপ কার্য্য হইতে কি ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব হয়? বুদ্ধিমান লোকে এরূপ ঈশ্বরকে তিলাঞ্জলি দিয়া দূরে অবস্থান করেন। মূর্খলোক ইহাতে মুগ্ধ হয়। ইহাতে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠতার পরিবর্ত্তে তাঁহার ভাগ্যে ( উপর ) নিকৃষ্টতা আসিয়া পড়ে ॥ ৪৩ ॥

৪৪—যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকে নীতি প্রদান করেন ॥ মঃ ১। সিঃ ৩। সূঃ ২। আঃ২৫১

**সমীঃ—**যাহাকে ইচ্ছা করেন যদি তাঁহাকেই নীতি দেন এরূপ হয়, তবে যাহাকে ইচ্ছা করেন না তাহাকে অনীতি প্রদান করেন এরূপ হইবে। ইহা ঈশ্বরের কার্য্য নহে। পরন্তু যিনি পক্ষপাত ত্যাগ করিয়া সকলকে নীতির উপদেশ প্রদান করেন তিনিই ঈশ্বর এবং আপ্ত হইতে পারেন, অন্যে নহে ॥ ৪৪ ॥

৪৫—তিনি যাহাকে ইচ্ছা করিবেন ক্ষমা করিবেন এবং যাহাকে ইচ্ছা করিবেন দণ্ডবিধান করিবেন। কারণ তিনি সকল বস্তুর উপর বলবান্ হয়েন। মঃ ১। সিঃ ৩। সূঃ ২। আঃ ২৬৩।

**সমীঃ—**ক্ষমাযোগ্যকে ক্ষমা না করা এবং অযোগ্যকে ক্ষমা করা কি অর্ব্বাচীন রাজার তুল্য কার্য্য নহে? যদি ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা করেন পাপী অথবা পুণ্যাত্মা করেন তাহা হইলে জীবের পাপ অথবা পুণ্য ঘটিতে পারে না। যদি ঈশ্বর উহাদিগকে তদ্রূপই করিয়া থাকেন তবে জীবের দুঃখ অথবা সুখও হওয়া উচিত নহে। সেনাপতির আজ্ঞানুসারে কোন ভৃত্য কাহাকে হত্যা করিলে যেরূপ সে তাহার ফলভোগী হয় না, তদ্রূপ জীবও হয় না ॥ ৪৫ ॥

৪৬—জিতেন্দ্রিয়দিগকে ইহা অপেক্ষা আর কি উত্তম সংবাদ দিব। ঈশ্বরের অভি-মুখে স্বর্গ আছে। উহাতে নদী প্রবাহিত হইতেছে। সেই স্থানে শুদ্ধ স্ত্রী সকল সর্ব্বদাই অবস্থান করে। ভৃত্য যুবকদিগের সহিত ঈশ্বর উহাদিগকে দর্শন করেন। মং ১। ১ সিঃ ৩ সূঃ ৩। আঃ ১২॥

সমীঃ—আচ্ছা উহা কি স্বর্গ অথবা বেশ্যাবন? তাঁহাকে কি ঈশ্বর অথবা স্ত্রৈণ কহা যাইবে? এরূপ কথা যাহাতে আছে তাহাকে কোনও বিদ্বান্ কি পরমেশ্বরকৃত পুস্তক মনে করিতে পারেন? তিনি কেন পক্ষপাত করেন? যে সকল স্ত্রী সর্ব্বদা স্বর্গে থাকে উহারা কি ইহলোকে জন্ম লাভ করিয়া সেই স্থানে গিয়াছে অথবা সেই স্থানেই উৎপন্ন হইয়াছে? যদি ইহলোকে জন্ম পাইয়া সেই স্থানে গিয়া থাকে এবং শেষ বিচার দিনের রাত্রির পূর্ব্বেই উক্ত স্ত্রীদিগকে আহ্বান করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহাদিগের পতিদিগকেও কেন আহ্বান করা হয় নাই? এবং বিচার দিনের রাত্রিতে সকলেরই বিচার হইবে এই নিয়ম কেন ভঙ্গ করা হইল? যদি সেই স্থানেই উহাদিগের জন্ম হয় তাহা হইলে বিচার দিন পর্য্যন্ত উহারা কিরূপে নির্ব্বাহ করে? যদি উহাদিগের জন্য পুরুষও থাকে, তবে ইহলোক হইতে স্বর্গগামী মুসলমানদিগকে কোথা হইতে ঈশ্বর স্ত্রী দিয়া দিবেন? যেরূপ স্বর্গে সর্ব্বদা অবস্থানকারিণী স্ত্রী সৃষ্টি করা হইয়াছে, তদ্রূপ সর্ব্বদা অবস্থানকারী পুরুষেরও কেন সৃষ্টি করা হইল না? এই হেতু মুসলমানদিগের ঈশ্বর অন্যায়কারী এইরূপ বুঝা যায়॥ ৪৬॥

৪৭—নিশ্চয়ই ঈশ্বরের পক্ষে মুসলমান ধর্ম্মই ধর্ম্ম। মং ১। সিঃ ৩। সূঃ ৩। আঃ ১৬।

সমী :—ঈশ্বর কি মুসলমানদিগেরই এবং অন্যের নহে? ত্রয়োদশ শত বর্ষ পূর্ব্বে কি ঈশ্বরীয় মত ছিলই না? ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে কোরাণ ঈশ্বর কৃত নহে পরন্তু কোন পক্ষপাতী রচনা করিয়াছে॥ ৪৭॥

৪৮—প্রত্যেক জীব যাহা কিছু উপার্জ্জন করিবে তাহাকে তাহা সম্পূর্ণ দেওয়া যাইবে এবং উহাদিগের উপর অন্যায় করা হইবে না। বল হে ঈশ্বর! তুমিই রাজ্যের অধীশ্বর, যাহাকে ইচ্ছা কর (রাজ্য) দান কর এবং যাহাকে ইচ্ছা কর রাজচ্যুত কর, যাহাকে ইচ্ছা কর প্রতিষ্ঠা দাও এবং যাহাকে ইচ্ছা কর অপ্রতিষ্ঠ দাও। এ সমস্ত যাহা কিছু আছে সকলই তোমার হস্তে আছে এবং প্রত্যেক বস্তুর উপরই তুমি বলবান্। রাত্রির পর দিন এবং দিনের পর রাত্রি তুমি আনয়ন কর, মৃতকে জীবিত হইতে এবং জীবিতকে মৃত হইতে নিষ্ক্রামিত কর এবং যাহাকে ইচ্ছা কর অনন্ত অন্ন দান কর। মুসলমান ব্যতিরেকে অবিশ্বাসীদিগের মিত্র হওয়া মুসলমানদিগের উচিত নহে। যে কেহ এইরূপ করিবে সে ঈশ্বরের প্রিয় নহে। যদি তুমি ঈশ্বরকে লাভ করিতে

ইচ্ছা কর তবে আমাকে ( পক্ষ ) অনুসরণ কর ; তাহা হইলে ঈশ্বর তোমাকে প্রীতি করিবেন এবং তোমার পাপ ক্ষমা করিবেন। কারণ তিনি নিশ্চয়ই করুণাময়॥ মঃ ১। সিঃ ৩। সূঃ ৩। আঃ ২১। ২২। ২৩। ২৪। ২৭॥

সমী :—যদি প্রত্যেক জীবের কর্ম্মের সম্পূর্ণ ফল দেওয়া হয়, তাহাহইলে ক্ষমা করা হইবে না এবং যদি ক্ষমা করা হয়, তাহা হইলে পূর্ণ ফল দেওয়া হইবে না ও অন্যায় হইবে ! যদি উত্তম কর্ম্ম ব্যতিরেকেও রাজ্য প্রদান করা হয় তাহা হইলেও অন্যায়কারী হইবেন। আচ্ছা, জীবিত হইতে মৃতক এবং মৃতক হইতে জীবিত কখন কি হইতে পারে ? কারণ ঈশ্বরের ব্যবস্থা অচ্ছেদ্য ও অভেদ্য এবং উহা কখন পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। এক্ষণে পক্ষপাতের কথা দেখ। যাহারা মুসলমান দিগের ধর্ম্মে নাই, উহাদিগের অবিশ্বাসী নিশ্চয় করা, উহাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ লোকের সহিত মিত্রতা রাখিবে না এবং মুসলমানদিগের মধ্যে দুষ্ট দিগের সহিত মিত্রতা করিবে এইরূপ উপদেশ প্রদান ঈশ্বরকে ঈশ্বরতা হইতে বহির্ভূত করিয়া দিতেছে। এই হেতু এই কোরাণ, কোরাণোক্ত ঈশ্বর এবং মুসলমান লোক কেবল অবিদ্যা এবং পক্ষপাত পূর্ণ হইয়া আছে। এই হেতুই মুসলমানগণ অন্ধকারে রহিয়াছেন। আরও মহম্মদ সাহেবের লীলা দর্শন কর। তোমরা যদি আমাকে পক্ষ ( অনুসরণ ) কর, তাহা হইলে ঈশ্বর তোমাদিগের উপর প্রীতি করিবেন এবং যদি তোমরা পক্ষপাতরূপ পাপ কর তাহাহইলে তাহার ক্ষমাও করিবেন। ইহা হইতে সিদ্ধ হইতেছে যে মহম্মদ সাহেবের অন্তঃকরণ শুদ্ধ ছিল না। এই হেতু এইরূপ বিদিত হওয়া যাইতেছে যে আপনার অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্য মহম্মদ সাহেব কোরাণ রচনা করিয়াছেন অথবা করাইয়াছেন॥ ৪৮॥

৪৯—যে সময়ে স্বর্গীয় দূত সকল কহিল মেরি ! ( ঈশ্বর ) তোমার উপর প্রীত হইয়াছেন এবং জগতের সমস্ত স্ত্রীলোক অপেক্ষা পবিত্র করিয়াছেন॥ মঃ ১। সিঃ ৩। সঃ ৩। আঃ ২৫॥

সমীক্ষক—আচ্ছা, আজকাল যখন ঈশ্বরের দূত এবং ঈশ্বর কোনরূপ কথাবার্ত্তা কহিতে আসেন না, তখন প্রথমে কিরূপে আসিয়া থাকিবেন ? যদি বল যে প্রথমে মনুষ্যগণ পুণ্যাত্মা ছিল এক্ষণে তদ্রূপ নাই তাহাহইলে মিথ্যা কথা হইবে। পরন্তু যে সময়ে খৃষ্টিয়ান এবং মুসলমান মত চলিয়াছিল, সেই সময়ে উক্ত দেশে বিদ্যাহীন এবং আরণ্য মনুষ্য অধিক ছিল। সেই হেতু এইরূপ বিদ্যাবিরুদ্ধ মত চলিয়া গিয়াছে। এক্ষণে বিদ্বান্ অধিক হইয়াছেন এবং সেই জন্য চলিতে পারে না। পরন্তু যে সকল এইরূপ অসার ধর্ম্ম আছে তৎসমুদায়ের বৃদ্ধি হওয়ার কথা দূরে থাকুক ক্রমশঃই অস্ত হইয়া যাইতেছে॥ ৪৯॥

৫০—তিনি কহেন, "উহা হউক" এবং তাহা হইয়া যায়। অবিশ্বাসীরা তাঁহার প্রতি ছল প্রকাশ করিল এবং ঈশ্বরও ছল প্রকাশ করিলেন। ঈশ্বর অতিশয় ছল ও কৌশলের প্রকাশ কর্ত্তা॥ মঃ ১। সিঃ ৩। সূঃ ৩। আঃ ৩৯। ৪৬॥

সমীক্ষক—যখন মুসলমানগণ ঈশ্বর ব্যতীত দ্বিতীয় পদার্থ স্বীকার করেন না, তখন ঈশ্বর কাহাকে কহিলেন? এবং তাঁহার কথন মাত্রে কি হইয়া গেল? মুসলমানগণ সাত জন্মেও ইহার উত্তর দিতে পারিলেন না। কারণ উপাদান কারণ ব্যতিরেকে কার্য্য কখন হইতে পারে না। কারণ ব্যতিরেকে কার্য্য হয় ইহা বলা আপনার মাতা ও পিতা ব্যতিরেকে আমার শরীর হইয়াছে এইরূপ কথা হয়। যিনি ছল এবং দম্ভ প্রকাশ করেন তিনি কখন ঈশ্বর হইতে পারেন না। বস্তুতঃ উত্তম মনুষ্যও এরূপ কার্য্য করেন না॥ ৫০ ॥

৫১—তোমাদিগের ইহা কি অনেক হইবে না যে ঈশ্বর তোমাদিগকে তিন সহস্র স্বর্গীয় দূত দিয়া সাহায্য করিবেন? মঃ ১। সিঃ ৩। সূঃ ৩ আঃ ১১০ ॥

সমীক্ষক—যদি তিনি মুসলমানদিগকে তিন সহস্র স্বর্গীয় দূত দিয়া সাহায্য করিতেন, তবে এক্ষণে যখন মুসলমান দিগের সাম্রাজ্য অনেক পরিমাণে নষ্ট হইয়া গেল এবং যাই-তেছে, তখন তিনি কেন সাহায্য দেন না? এই হেতু কেবল লোভ প্রদর্শন করিয়া মূর্খদিগকে মুগ্ধ করিবার জন্য এই অন্যায় কথা হইয়াছে ॥ ৫১ ॥

৫২—অবিশ্বাসীদিগের বিরুদ্ধে আমাদিগের সহায়তা কর। ঈশ্বর তোমাদিগের উত্তম সহায় এবং কার্য্যসকলের কর্ত্তা। ঈশ্বরের ধর্ম্ম মার্গে (স্থিত থাকিয়া) তুমি অন্যকে বিনাশ কর অথবা স্বয়ং মৃত হও, তাঁহার দয়া শ্রেষ্ঠ জানিবে॥ মঃ ১। সিঃ ৩। সূঃ ১৩। আঃ ১৩০। ১৩১। ১৪১॥

সমীক্ষক—এক্ষণে মুসলমানদিগের ভ্রম দেখ। যাহারা উহাদিগের মত হইতে ভিন্ন তাহাদিগকে বিনাশ করিবার জন্য উঁহারা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। পরমেশ্বর কি ভ্রান্ত যে উহাদিগের কথা শুনিবেন? ঈশ্বর যদি মুসলমানদিগের কার্য্য সকলের কর্ত্তা হয়েন, তবে পুনরায় উহাদিগের কার্য্য কেন নষ্ট হইয়া থাকে? তদ্ব্যতীত উক্ত ঈশ্বরও মুসলমান দিগের সহিত মোহ মুগ্ধ হইয়াছেন এইরূপ প্রতীয়মান হইতেছে। ঈশ্বর যদি তাদৃশ পক্ষপাতী হয়েন তবে তিনি কখন ধর্ম্মাত্মাদিগের উপাসনীয় হইতে পারেন না॥ ৫২ ॥

৫৩—ঈশ্বর তোমাদিগকে পরোক্ষজ্ঞ করেন না পরন্তু যাহাকে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে ভবিষ্যদ্বক্তা করিয়া তাঁহার দ্বারা জ্ঞাত করেন অতএব ঈশ্বরের উপর এবং তাঁহার দূতদিগের নিকট হইতে ধর্ম্ম বিশ্বাস গ্রহণ কর। মঃ ১। সিঃ ৩। সূঃ ৩। আঃ ১৫৯॥

সমীক্ষক—মুসলমানগণ যখন ঈশ্বর ব্যতীত কাহারও নিকট হইতে ধর্ম্ম বিশ্বাস গ্রহণ

গ্রহণ করেন না এবং কাহাকেও ঈশ্বরের অংশীদার (সহযোগী) বলিয়া মানেন না, তখন ভবিষ্যদ্বক্তা সাহেবকে ধর্ম্ম বিশ্বাস বিষয়ে ঈশ্বরের "অংশীদার" করিলেন? ঈশ্বর ভবিষ্যদ্বক্তার নিকটে ধর্ম্ম-বিশ্বাস গ্রহণ করিতে লিখিয়াছেন বলিয়া যদি ভবিষ্যদ্বক্তাও অংশীদার হইয়া গেলেন তবে আবার (ঈশ্বরকে) "অংশীদার" রহিত এরূপ কহা সঙ্গত হয় নাই। ইহার অর্থ যদি এরূপ বুঝিতে হয় যে মহম্মদ সাহেবকে ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে, তাহা হইলে এইরূপ প্রশ্ন হইবে যে মহম্মদ সাহেবের হওয়ার আবশ্যকতা কি ছিল? যদি ঈশ্বর তাঁহাকে ভবিষ্যদ্বক্তা না করিলে তিনি স্বয়ং আপনার অভীষ্ট কার্য্য সাধন করিতে পারিতেন না এরূপ হয়, তবে তিনি অবশ্যই অসমর্থ হইলেন! ৫৩॥

৫৪—বিশ্বাসিগণ! আনন্দ কর, পরস্পর আশ্রয় দিয়া রক্ষা কর এবং যুদ্ধে সর্ব্বদা প্রবৃত্ত থাক ও ঈশ্বর হইতে ভীত হও, তাহা হইলে তোমরা মুক্তি পাইবে॥ মঃ ১। সিঃ ৩। সূঃ ৩। ১৮৮॥

সমীক্ষক—এই কোরাণেতে ঈশ্বর এবং ভবিষ্যদ্বক্তা উভয়েই যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন এবং সেই জন্য যুদ্ধের আজ্ঞা দিতেছেন। উহারা শান্তি ভঙ্গ কর্ত্তা হইলেন। নাম মাত্রে ঈশ্বর হইতে ভীত হইলেই কি মুক্তি পাওয়া যায়? অথবা অধর্ম্ম-যুক্ত আদি হইতে ভীত হইলে কি মুক্তি পাওয়া যায়? যদি প্রথম পক্ষ অভীষ্ট হয়, তবে ভীত হওয়া আর না হওয়া উভয়ই তুল্য এবং যদি দ্বিতীয় পক্ষ হয় তাহা হইলেই সঙ্গত হয়॥ ৫৪॥

৫৫—ঈশ্বরের নিয়ম এই যে যাঁহারা ঈশ্বরের এবং তাঁহার দূতের কথা বিশ্বাস করিবেন, তাঁহারা স্বর্গে উপস্থিত হইবেন। সে স্থানে নদী প্রবাহ চলিতেছে এবং উহা অতিশয় প্রয়োজনীভূত। যাহারা ঈশ্বরের এবং তাঁহার দূতের আজ্ঞা ভঙ্গ করিবে তাহারা তাঁহার নিয়মের বহির্ভূত হইবে এবং চিরস্থায়ী অগ্নিতে দগ্ধ হইবে। তাহাদিগের জন্য লজ্জাকর দুঃখ রহিয়াছে। মঃ ১। ১ সিঃ। সূঃ ৪। আঃ ১৩। ১৪॥

সমীক্ষক—ঈশ্বরই ভবিষ্যদ্বক্তা মহম্মদ সাহেবকে আপনার সহযোগী (অংশীদার) করিয়া লইয়াছেন এবং ঈশ্বরই কোরাণ লিখিয়াছেন। দেখ, ঈশ্বর ভবিষ্যদ্বক্তা সাহেবের সহিত এরূপ প্রেমবদ্ধ হইয়াছেন যে তাঁহাকে স্বর্গীয় দূতের সহযোগী করিয়া দিয়াছেন; মুসলমানদিগের ঈশ্বর কোন এক বিষয়েও স্বতন্ত্র নহেন। এরূপ স্থলে তাহাকে "লাশরীক" অংশীদার রহিত "সহযোগিশূন্য" কহা ব্যর্থ। ঈশ্বরোক্ত পুস্তকে এরূপ এরূপ কথা হইতে পারে না॥ ৫৫॥

৫৬—ঈশ্বর এক ত্রসরেণু (তুল্য) পরিমিতও অন্যায় করেন না। সৎকর্ম্ম হইলে তাহার উহা দ্বিগুণ করিয়া দিবেন। মঃ ১। সিঃ ৪। আঃ ৩৭॥

সমী—যদি ঈশ্বর ত্রসরেণু তুল্যও অন্যায় করেন না, তবে পুণ্যের কেন দ্বিগুণ করিয়া

দেন! এবং মুসলমানদিগের উপর কেন পক্ষপাত করেন? বস্তুতঃ কর্ম্মফল দ্বিগুণ অথবা ন্যূন হইলে ঈশ্বর অন্যায়ী হইয়া যাইবেন। ৫৬॥

৫৭—যখন তোমাদিগের নিকট হইতে বহির্গত হয় তখন উহারা তোমাদিগের কথিত ভিন্ন অন্য বিষয় চিন্তা করে। ঈশ্বর উহাদিগের মনন (পরামর্শ ও যুক্তি) লিখিয়া থাকেন। ঈশ্বর উহাদিগকে অর্জ্জিত বস্তুর কারণ হইতে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়াছেন। তোমরা কি ইচ্ছা কর যে ঈশ্বর যাহাদিগকে কুমার্গস্থ করিয়াছেন তাহাদিগকে সৎপথে আনিবে? কখন না। ঈশ্বর যাহাকে মার্গভ্রষ্ট করেন সে কখন সৎপথ পাইবে না॥ মঃ। সিঃ ৫। সূঃ ৪। আঃ ৮০। ৮৭॥

সমীঃ—যদি ঈশ্বর বিষয়সকল লিখিয়া পুস্তক এবং "খাতা" প্রস্তুত করিতে থাকেন, তবে তিনি সর্ব্বজ্ঞ নহেন! যিনি সর্ব্বজ্ঞ, তাঁহার লিখিবার প্রয়োজন কি? মুসলমানের কহেন যে সয়তানই সকলকে প্রতারণা করাতে দুষ্টাচারী হইয়াছে। যখন ঈশ্বরও জীবদিগকে মার্গচ্যুত করেন, তখন শয়তান এবং ঈশ্বরের মধ্যে কি প্রভেদ রহিল? অবশ্য এই ভেদ হইতে পারে যে ঈশ্বর শ্রেষ্ঠ শয়তান এবং শয়তান ক্ষুদ্র শয়তান। কারণ মুসলমানদিগেরই প্রবাদ আছে যে যে প্রতারণা করে সেই শয়তান। এই প্রতিজ্ঞানুসারে ঈশ্বরকেও শয়তান করা হইয়াছে॥ ৫৭॥

৫৮—যদি হস্তরোধ না করে তাহা হইলে তাহাকে ধরিবে এবং যেখানে পাইবে বিনাশ করিবে। মুসলমানের মুসলমানকে বিনাশ করা যোগ্য নহে। কেহ অজ্ঞাত-রূপে মুসলমানকে হত্যা করিলে, এক মুসলমানকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিতে হইবে। যে পরিবার তোমার শত্রু সেই পরিবারের কাহাকেও হত্যা করিলে তোমার (প্রায়শ্চিত্তের) জন্য দান করিতে হইবে। যদি কেহ মুসলমান জানিয়া কাহাকেও হত্যা করে, তাহা হইলে সে অনন্তকাল নরকে থাকিবে। তাহার উপর ঈশ্বরের ক্রোধ ও অভিশাপ হইয়া থাকে। মঃ। সিঃ ৫। সূঃ ৪। আঃ ৯০। ৯১। ৯২॥

সমীক্ষক—এক্ষণে এই মহাপক্ষপাতের কথা শুন। যদি মুসলমান না হয়, তবে তাহাকে যেখানে পাইবে বিনাশ করিবে কিন্তু মুসলমানকে হত্যা করিবে না। ভ্রমক্রমে মুসলমানকে বিনাশ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, আর অন্যকে বিনাশ করিলে স্বর্গ লাভ হইবে। এরূপ উপদেশ কূপে নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। ঈদৃশ পুস্তক, ঈদৃশ ভবিষ্যদ্বক্তা, ঈদৃশ ঈশ্বর এবং ঈদৃশ মত হইতে হানি ভিন্ন কিছুমাত্র লাভ নাই এরূপ বিষয় সকল না হওয়াই উত্তম। বুদ্ধিমান লোকের এইরূপ প্রামাদিক মত সকল হইতে পৃথক্ থাকিয়া বেদোক্ত সমস্ত বিষয় বিশ্বাস করা উচিত। কারণ উহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও অসত্য নাই। মুসলমান হত্যা করিলে নরক প্রাপ্তি হয় এবং অন্য মতাবলম্বীদিগের মতে মুসলমান হত্যা করিলে স্বর্গ লাভ হয়। এই উভয় মতের মধ্যে কোন্‌টি বিশ্বাস

করা যাইবে এবং কোন্‌টি ত্যাগ করা যাইবে ? পরন্তু এইরূপ দূঢ় প্রকল্পিত মত সকল ত্যাগ করিয়া বেদোক্ত মত স্বীকার করা কর্ত্তব্য। সকল মনুষ্যের জানা উচিত যে যাহাতে আর্য্যমার্গে অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ পুরুষদিগের মার্গে চলা এবং দস্যু অর্থাৎ দুষ্টদিগের মার্গ হইতে পৃথক্ থাকা লিখিত আছে তাহাই সর্ব্বোত্তম ॥ ৫৮ ॥

৫৯—শিক্ষা প্রকটিত হইবার পশ্চাৎ যাহারা দূতের সহিত বিরোধ করিয়াছে এবং মুসলমানদিগের বিরুদ্ধ পক্ষ হইয়াছে, আমি তাহাদিগকে অবশ্য নরকে প্রেরণ করিব ॥ মঃ ১। সিঃ ৫। সূঃ ৪। আঃ ১১৩ ॥

সমীক্ষক—ঈশ্বরের এবং দূতের পক্ষপাতের কথা শ্রবণ কর। মহম্মদসাহেব প্রভৃতি মনে করিয়াছিলেন যদি আমরা ঈশ্বরের নামে এইরূপ না লিখি তাহা হইলে আপনাদিগের ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠা (বৃদ্ধি) পাইবে না, পদার্থ লাভ হইবে না এবং আনন্দ ভোগ হইবে না। ইহা হইতে বিদিত হওয়া যায় যে তিনি আপনার প্রয়োজন সাধন করিতে এবং অন্যের প্রয়োজন বিকৃত করিতে পূর্ণ তৎপর ছিলেন। সুতরাং তিনি অনাপ্ত ছিলেন। আপ্ত ও বিদ্বান্‌দিগের সমক্ষে তাঁহার বাক্য কখন প্রমাণ হইতে পারে না ॥ ৫৯ ॥

৬০—ঈশ্বরের উপর, স্বর্গীয় দূতদিগের উপর, ধর্ম্মপ্রচারকের উপর এবং বিচার দিনের উপর অবিশ্বাস করে সে নিশ্চয়ই মার্গচ্যুত ও প্রতারিত হইয়াছে। যাহারা বিশ্বাস করিয়া পুনরায় অবিশ্বাসী হয় এবং পুনরায় বিশ্বাসী হইয়া আবার পরাঙ্মুখ হয় ও যাহাদিগের অবিশ্বাস বৃদ্ধি পায় ঈশ্বর তাহাদিগকে কখনও ক্ষমা করিবেন না এবং ধর্ম্মমার্গ প্রদর্শন করিবেন না ॥ মঃ ১। সিঃ ৫। সূঃ ৪। আঃ ১৬৪। ১৩৫ ॥

সমীক্ষক—এক্ষণেও কি ঈশ্বর "লাশরীক" অর্থাৎ সহযোগী রহিত থাকিতে পারেন ? সহযোগিরহিত বলা যাইবে এবং তাঁহার সহিত অনেক সহযোগী "অংশীদার" বিশ্বাস করা যাইবে, ইহা কি পরস্পর বিরুদ্ধ কথা নহে ? তিন বার ক্ষমার পর কি ঈশ্বর আর ক্ষমা করিবেন না ? এবং তিন বার অবিশ্বাস করিবার পর কি মার্গ প্রদর্শন করেন অথবা চতুর্থ বারের পর আর মার্গ প্রদর্শিত হইবে না ? যদি সকল লোক চারি চারি বার করিয়া অবিশ্বাস করে তাহা হইলে অবিশ্বাস অত্যন্ত অধিক হইয়া যায় ॥ ৬০ ॥

৬১ ঈশ্বর নিশ্চয়ই অসৎ লোকদিগকে এবং অবিশ্বাসীদিগকে নরকে একত্র করিবেন। অসৎ লোক নিশ্চয়ই ঈশ্বরের প্রতি ছল প্রকাশ করে এবং তিনি উহাদিগের প্রতি ছল প্রকাশ করেন। বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে ত্যাগ করিয়া অবিশ্বাসীদিগের সহিত মিত্রতা করিও না ॥ মঃ ১। সিঃ ৫। সূঃ ৪। আঃ ১৩৮। ১৪১। ১৪৩ ॥

সমীক্ষক—মুসলমানদিগের স্বর্গে যাওয়া বিষয়ে এবং অন্যের নরকে যাওয়া বিষয়ে প্রমাণ কি ? বাহবা ? যিনি অসৎ লোকের ছলে পতিত হয়েন এবং অন্যকে ছল প্রদর্শন

করেন তদ্রূপ ঈশ্বর হইতে আমরা পৃথক্ থাকি। পরন্তু যাহারা ছলী তাহারাই যাইয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা করেন এবং তিনি উহাদিগের সহিত মিত্রতা করুন। কারণ—

(যাদৃশী শীতলা দেবী তাদৃশঃ খরবাহনঃ)

"শীতলা দেবতা যেমন্। গর্দ্দভ বাহন তেমন॥

যে যেরূপ তাহার সহিত তাহাদের যোগ হইলেই কার্য্যনির্ব্বাহ হয়। উক্ত ঈশ্বর যেরূপ ছলী তাঁহার উপাসকও তদ্রূপ ছলী কেন না হইবে? দুষ্ট মুসলমানদিগের সহিত মিত্রতা করা এবং মুসলমান ভিন্ন অন্য শ্রেষ্ঠ লোকের সহিত শত্রুতা করা কি কাহারও উচিত হইতে পারে? ৬১॥

৬২—হে মনুষ্যগণ! এই ভবিষ্যদ্বক্তা (ধর্ম্মপ্রচারক) সত্যের সহিত ঈশ্বরের নিকট হইতে তোমাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। অতএব তোমরা তাঁহার উপর বিশ্বাস কর॥ ঈশ্বর অদ্বিতীয় ও পূজিত। মঃ ১। সিঃ ৫। সূঃ ৪। আঃ ১৬৭।১৬৭॥

সমী:—যখন ভবিষ্যদ্বক্তার উপর বিশ্বাস রাখার কথা লিখিত হইয়াছে তখন বিশ্বাস সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বক্তা (প্রচারক) ঈশ্বরের "শরীক" অর্থাৎ সহযোগী হইলেন কি না? ঈশ্বর যদি একদেশী হয়েন ও ব্যাপক না হয়েন, তাহা হইলেই ভবিষ্যদ্বক্তা তাঁহার নিকট হইতে আসিতে এবং যাইতে পারেন এবং তাহা হইলে তিনি ঈশ্বরই হইতে পারেন না। ঈশ্বর কখন একদেশী এবং কখন সর্ব্বদেশী লিখিত হইয়াছেন। ইহা হইতে বিদিত হওয়া যাইতেছে যে কোরাণ এক জনের রচিত নহে, পরন্তু বহুজনের রচিত॥ ৬২॥

৬৩—তোমাদিগের উপর এই সকল বস্তু নিষিদ্ধ:—স্বয়ং মৃত জীব, রুধির, শূকরের মাংস, যাহার উপর ঈশ্বর ভিন্ন অন্যের নাম লওয়া হইয়াছে, গলবন্ধনে নিহত, যষ্টি প্রহারে ব্যাপাদিত, উপর হইতে পতিত হইয়া মৃত অথবা কোন হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক নিহত॥ মঃ ২ সিঃ ৬। সূঃ ১৫। আঃ ৩॥

সমীক্ষক:—এইমাত্র পদার্থই কি কেবল নিষিদ্ধ? অন্য অনেক পশু, পক্ষী জীব এবং কীটাদি কি মুসলমানদিগের বিধিযুক্ত ভোজন হইবে? এই হেতু ইহা মনুষ্যদিগের কল্পনা এবং ঈশ্বরের নহে। অতএব উহা প্রমাণও নহে। ৬৩॥

৬৪—ঈশ্বরকে উত্তম ঋণ প্রদান কর। তাহা হইলে অবশ্য আমি তোমাদিগের পাপ নষ্ট করিব এবং তোমাদিগকে স্বর্গে প্রেরণ করিব॥ মঃ ২। সিঃ ৬। সূঃ ৫। আঃ ১০॥

সমীক্ষক:—বাহবা! মুসলমানদিগের ঈশ্বরের গৃহে বিশেষ কিছুই ধন নাই এইরূপ হইবে! যদি বিশেষ ধন থাকিত তাহা হইলে কেন ঋণ গ্রহণ করিবেন? এবং উহাদিগকে কেন প্রতারিত করিয়া কহিবেন যে তোমাদিগের পাপ নষ্ট করিব এবং তোমাদিগকে স্বর্গে প্রেরণ করিব? এস্থলে এইরূপ বিদিত হওয়া যাইতেছে যে মহম্মদ সাহেব ঈশ্বরের নাম লইয়া আপনার অভিপ্রায় সিদ্ধ করিয়াছেন॥ ৬৪॥

৬৫—তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন ক্ষমা করেন এবং ইচ্ছা করেন দুঃখ দেন। যাহা কখন কাহাকেও প্রদত্ত হয় নাই তাহা তোমাদিগকে প্রদত্ত হইয়াছে। মঃ ২। সিঃ ৬ সূঃ ৪। আঃ ১৬।১৮॥

সমীক্ষক ঃ—সয়তান যেরূপ যাহাকে ইচ্ছা করে পাপী করে, তদ্রূপ মুসলমানদিগের ঈশ্বরও সয়তানের কার্য্য করেন। যদি এইরূপ হয় তবে ঈশ্বরও স্বর্গে অথবা নরকে যাইবেন। কারণ তিনিও পাপ এবং পুণ্যকর্ত্তা হইলেন, এবং জীব পরাধীন হইল। সেনাপতির অধীন সৈনিক কাহাকে রক্ষা করিলে অথবা কাহাকেও বিনাশ করিলে তাহার তাহার নিকৃষ্ট অথবা উৎকৃষ্ট ফল সেনাপতিরই হয়, সৈনিকের হয় না॥ ৬৫॥

৬৬—ঈশ্বরের আজ্ঞা এবং তাঁহার দূতে (প্রচারকের) আজ্ঞা পালন কর। মঃ ২ সিঃ ৭। সূঃ ৫। আঃ ৮৯॥

সমীক্ষক ঃ—দেখ ইহা ঈশ্বরের শরীক (সহযোগী) থাকিবার কথা! পুনরায় ঈশ্বরকে "সহযোগী রহিত", মনে করা ব্যর্থ। ৬৬॥

৬৭—ঈশ্বর পূর্ব্বকৃত (পাপের) ক্ষমা করিয়াছেন এবং কেহ যদি পুনরায় তদ্রূপ করে তাহা হইলে তিনি তাহার নির্য্যাতন করিবেন। মঃ ২। সিঃ ৭। সূঃ ৫। আঃ ৯২॥

সমীক্ষকঃ—কৃত পাপের ক্ষমা করা একপ্রকার পাপ করিবার আজ্ঞা দিয়া উহা বৃদ্ধি করা জানিতে হইবে। যে পুস্তকে পাপ ক্ষমা করিবার কথা আছে তাহা ঈশ্বরের রচিত নহে এবং কোন বিদ্বানেরও রচিত নহে। পরন্তু উহা পাপবর্দ্ধক। অবশ্য ভবিষ্যৎ পাপ খণ্ডনের নিমিত্ত কাহারও নিকট প্রার্থনা এবং স্বয়ং ত্যাগ করিবার জন্য পুরুষার্থ এবং পশ্চাত্তাপ করা উচিত। পরন্তু কেবল পশ্চাত্তাপ করিতে থাকিবে এবং পাপ ত্যাগ করিবে না এরূপ হইলে কিছুই হইতে পারে না॥ ৬৭॥

৬৮—সেই মনুষ্য অপেক্ষা কে অধিক পাপী যে ঈশ্বরের উপর মিথ্যার আরোপ করে এবং কহে যে আমার উপরও ঈশ্বরের আদেশ হইয়াছে। পরন্তু তাহার উপর বস্তুতঃ কিছুই (প্রচারের আদেশ) করা হয় নাই এবং যে কহে যে ঈশ্বর যেরূপ ধর্ম্ম বিশ্বাস অবতারণ করেন তদ্রূপ আমিও ধর্ম্মবিশ্বাস অবতারণ করিব। মঃ ২। সিঃ ৭। সূঃ ৬। আঃ ৯৪ য

সমীক্ষকঃ—এই কথা হইতে সিদ্ধ হইতেছে যে যখন মহম্মদ সাহেব বলিয়াছিলেন যে ঈশ্বরের নিকট হইতে আমার নিকট সূত্র (আদেশ) আসিতেছে, তখন অন্য কোন দ্বিতীয় ব্যক্তিও মহম্মদ সাহেবের ন্যায় লীলা রচনা করিয়াছিল এইরূপ হইয়া থাকিবে। সেও বলিয়া থাকিবে যে আমার নিকটও সূত্র (আদেশ) অবতরণ করিতেছে এবং আমাকেও প্রচারক বলিয়া বিশ্বাস কর। উহাকে নিরস্ত করিবার জন্য এবং আপনার প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি করিবার জন্য মহম্মদ সাহেব এই উপায় করিয়া থাকিবেন। ৬৮॥

৬৯—নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে উৎপন্ন করিয়াছি এবং পরে তোমাদিগের আকৃতি নির্ম্মাণ করিয়াছি। পরে স্বর্গের দূতদিগকে বলিয়াছি যে তোমরা আদমকে দণ্ডবৎ প্রণাম কর এবং তাহারা তদ্রূপ নমস্কার করিয়াছিল। পরন্তু শয়তান উক্ত নমস্কারকারীদিগের মধ্যে হইল না। ঈশ্বর কহিলেন যে আমি যখন তোমাকে আজ্ঞা দিলাম তখন কে তোমাকে নিবারণ করিল এবং তুমি কেন নমস্কার করিলে না? সে উত্তর করিল যে আমি উৎকৃষ্ট, কারণ তুমি আমাকে অগ্নি হইতে এবং উহাকে মৃত্তিকা হইতে নির্ম্মাণ করিয়াছ। ঈশ্বর কহিলেন, এই হেতু তুমি এস্থান হইতে অবতরণ কর। ইহা তোমার যোগ্য নহে, কারণ তুমি এই স্থানে থাকিয়া অভিমান করিতেছ। সে কহিল যে, যে পর্য্যন্ত কবর হইতে উত্থাপিত করা হইবে সে পর্য্যন্ত আমাকে অনবরুদ্ধ করিয়া রাখ। তিনি কহিলেন যে তুমি নিশ্চয়ই অনবরুদ্ধদিগের মধ্যে একজন হইবে। সে কহিল যে ইহার দিব্য তুমি; যেহেতু আমাকে সুমার্গচ্যুত করিলে সেইজন্য আমি অবশ্য উহার জন্য তোমার সুমার্গে অবস্থান করিব এবং তুমি উহাদিগের মধ্যে অনেককে তোমার প্রতি ধন্যবাদ যুক্ত (কৃতজ্ঞ) পাইবে না। তিনি তাহাকে কহিলেন যে উহাদিগের মধ্যে যে কেহ তোমার পক্ষ অবলম্বন করিবে তাহাকে দুর্দ্দশাপন্ন করিয়া দূরীভূত করিব এবং তোমাদিগের সকলের দ্বারা নরক পূর্ণ করিব॥ মঃ ২। সিঃ ৮ সূঃ ৭ আঃ ১০। ১১। ১২। ১৩। ১৪। ১৫। ১৬। ১৭॥

সমীক্ষকঃ—এক্ষণে ঈশ্বরের এবং শয়তানের বিবাদ মন দিয়া শ্রবণ কর। যেরূপ "চাপ্‌রাসী" থাকে তদ্রূপ এক স্বর্গীয় দূত ছিল। সে ঈশ্বরের আয়ত্ত হইল না এবং ঈশ্বরও তাহার আত্মাকে পবিত্র করিতে পারিলেন না। পরে এই বিদ্রোহীকে, অপরকে পাপী করিয়া বিদ্রোহ করা যাহার কাজ, তাহাকে ঈশ্বর ছাড়িয়া দিলেন। ইহাতে ঈশ্বরেরই অত্যন্ত ভ্রম হইল। শয়তান সকলের প্রতারক এবং ঈশ্বর শয়তানের প্রতারক হওয়াতে এইরূপ সিদ্ধ হইতেছে যে ঈশ্বর শয়তানেরও শয়তান। কারণ শয়তান প্রত্যক্ষই কহিতেছে যে তুমি আমাকে সুমার্গচ্যুত করিয়াছ। ইহা হইতে উক্ত ঈশ্বরের পবিত্রতাও প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না এবং ঈশ্বর সমস্ত অসৎকার্য্যে প্রবৃত্তির মূল কারণ হইতেছেন। এরূপ ঈশ্বর মুসলমানদিগেরই হইতে পারে, অন্য শ্রেষ্ঠ বিদ্বান্‌দিগের হইতে পারে না। মুসলমানদিগের ঈশ্বর স্বর্গের দূতদিগের সহিত মনুষ্যের ন্যায় কথাবার্ত্তা কহাতে তিনি দেহধারী, অল্পজ্ঞ এবং ন্যায়রহিত হইতেছেন। এই হেতু বিদ্বান লোকেরা মহম্মদোক্ত ধর্ম্মে প্রসন্ন হইতে পারেন না॥ ৬৯॥

৭০—ঈশ্বর নিশ্চয়ই তোমাদিগের অধিপতি। তিনি আকাশ এবং পৃথিবীকে ছয় দিনে উৎপন্ন করিয়া, পরে আকাশের উপর বিশ্রামাসনে আসীন হইয়াছিলেন। দীন ভাবে আপনার অধিপতিকে আহ্বান কর। মঃ ২। সিঃ ৮। সূঃ ৭। আঃ ৫৩। ৫৪॥

সমীক্ষকঃ—আচ্ছা, যিনি ছয় দিনে জগৎ রচনা করেন এবং ( অর্শ ) অর্থাৎ উপরিস্থ আকাশের উপর সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া বিশ্রাম করেন সেই ঈশ্বর কখন কি সর্ব্ব-শক্তিমান্ এবং ব্যাপক হইতে পারেন ? তাহা যদি না হয় তবে তাঁহাকে ঈশ্বরও বলা যাইতে পারা যায় না। তোমাদিগের ঈশ্বর কি বধির যে আহ্বান করিলে পর তিনি শুনিতে পান না ? এসকল কথা অনীশ্বর কৃত। এই হেতু কোরাণ ঈশ্বর কৃত হইতে পারে না। যদি ছয় দিনে জগৎ রচনা করিয়া থাকেন এবং সপ্তম দিনে আকাশের উপর বিশ্রাম করিয়া থাকেন, তবে তিনি ক্লান্ত হইয়াও থাকিবেন। এক্ষণে তিনি কি নিদ্রিত আছেন অথবা প্রবুদ্ধ আছেন ? যদি জাগ্রত থাকেন তবে তিনি কি এক্ষণে কিছু কর্ম্ম করিতেছেন অথবা নিষ্কর্ম্মা হইয়া বায়ু সেবন ও উল্লম্ফনাদি করতঃ বিশ্রাম করিতে-ছেন ? ৭০ ॥

৭১—বিবাদ করতঃ পৃথিবীর উপর বিচরণ করিও না। মঃ ২। সিঃ ৮। সূঃ ৭। আঃ ৭৩ ॥

সমীক্ষকঃ—একথা উত্তম ; পরন্তু ইহার বিপরীত ভাবে অন্যত্র ধর্ম্মার্থ যুদ্ধ করা এবং অবিশ্বাসীদিগকে বিনাশ করার কথাও লিখিত আছে। এক্ষণে বল ইহা পূর্ব্বাপর বিরুদ্ধ কি না ? ইহা হইতে বিদিত হওয়া যায় যে, মহম্মদ সাহেব যখন নির্ব্বল হইয়া-ছিলেন তখন এই উপায় রচনা করিয়া থাকিবেন এবং যখন সবল হইয়াছিলেন তখন কলহ উত্তেজনা করিয়া থাকিবেন। এই হেতু পরস্পর বিরুদ্ধ হওয়াতে এই দুই কথাই মিথ্যা ॥ ৭১ ॥

৭২—তৎক্ষণাৎ একবারই যষ্টি প্রক্ষেপ করিল এবং প্রত্যক্ষ অজগর দৃষ্ট হইল। মঃ ২। সিঃ ৯। সূঃ ৭। আঃ ১০৫ ॥

সমীক্ষকঃ—এইরূপ লেখা হইতে বিদিত হওয়া যাইতেছে যে, উক্ত ঈশ্বর এবং মহম্মদ সাহেবও এইরূপ মিথ্যা বিষয়ও বিশ্বাস করিতেন। যদি এইরূপ হয় তবে উভ-য়েই বিদ্বান্ নহে ; কারণ চক্ষু দ্বারা দর্শন এবং কর্ণ দ্বারা শ্রবণ কেহই অন্যথা করিতে পারে না। সুতরাং একথাও সেইরূপ ইন্দ্র জালের কথা ॥ ৭২ ॥

৭৩—এই হেতু আমি উহাদিগের প্রতি বন্যা, শলভ, মৎকুন, ভেক এবং রুধির বর্ষণ প্রেরণ করিলাম। আমি উহাদিগের উপর নিষ্যাতন করিলাম এবং সমুদ্রস্রোতে নিমগ্ন করিলাম। উহারা যে ধর্ম্মে আছে নিশ্চয়ই উক্ত ধর্ম্ম মিথ্যা এবং উহাদিগের কার্য্যও মিথ্যা ॥ মঃ ২। সি ৯। সূঃ ৭। আঃ ১৩০। ১৩৩। ১৩৭। ১৩৮ ॥

সমীক্ষকঃ—এক্ষণে যে, যেরূপ কোন ভণ্ড কাহাকেও ভয় প্রদর্শন করিয়া কহে যে তোমাকে বিনাশ করিবার জন্য তোমার প্রতি সর্প প্রেরণ করিব, একথাও তদ্রূপ। আচ্ছা, যে ঈশ্বর এরূপ পক্ষপাতী হয়েন যিনি এক জাতিকে নিমগ্ন করেন এবং অন্যকে

অপর পারে আনয়ন করেন তিনি অধর্ম্মী নহেন কেন? যে মতে সহস্র সহস্র এবং কোটী কোটী লোক আছে সেই মতকে যদি মিথ্যা কহা হয় এবং আপনার মতকে সত্য কহা হয়, তবে তদ্ব্যতীত অন্য দ্বিতীয় কোত মত কিরূপে মিথ্যা হইতে পারে? কারণ কোন মতে সকল মনুষ্য মন্দ অথবা সকল মনুষ্য উত্তম হইতে পারে না। ইহা এক পক্ষ শ্রবণে বিচার করা (এক তরফ্ ডিক্রী) এবং মহা মূর্খের মত কার্য্য। প্রাচীন বাইবেলের এবং ধর্ম্মগীতের ধর্ম্ম উহাদিগের পূর্ব্বে ছিল, এক্ষণে তাহা কি মিথ্যা হইয়া গেল? অথবা উহাদিগের অন্য কোন ধর্ম্ম ছিল তাহাকেই মিথ্যা কহা হইল? কোরাণে যাহার উল্লেখ নাই এমন উহাদিগের কোন্ অন্য ধর্ম্ম ছিল তাহা উল্লেখ কর? ॥ ৭৩ ॥

৭৪—অতএব তুমি অবশ্যই (তাঁহাকে) দেখিতে পাইবে। তাঁহার অধীশ্বর তখন পর্ব্বতের উপর প্রকাশ করিলেন এবং উহাকে পরমাণুতে পরিণত করিলেন। মুসা মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইল। মঃ ২। সিঃ ৯। সূঃ ৭। আঃ ১৪২ ॥

সমী:—যিনি দৃষ্টিগোচর হয়েন তিনি ব্যাপক হইতে পারেন না। তিনি যদি এই রূপ অদ্ভুত কার্য্য করিয়া বেড়াইতেন তবে এক্ষণেও কেন তদ্রূপ কোন চমৎকার জনক কার্য্য প্রদর্শন করেন না? সর্ব্বথা বিরুদ্ধ হওয়াতে এ কথা বিশ্বাস যোগ্য নহে। ৭৪ ॥

৭৫—প্রাতঃকালে এবং সায়ংকালে ভীতি এবং নম্রতার সহিত মনে মনে আপনার অধিপতিকে অনুচ্চশব্দে ধ্যান কর। মঃ ২। সিঃ ৯ সূঃ ৮। আঃ ২০৪ ॥

সমীক্ষক:—কোরাণের কোন কোন স্থলে লিখিত আছে যে উচ্চৈঃস্বরে আপনার অধিপতিকে আহ্বান কর এবং কোন কোন স্থলে লিখিত আছে যে অনুচ্চশব্দে ঈশ্বরকে স্মরণ কর। এক্ষণে বল কোন্ কথা সত্য হইবে? এবং কোন কথা মিথ্যা হইবে? যে কোন কথা অন্য কথার সহিত বিরুদ্ধ হয় তাহা প্রমত্ত গীতের তুল্য হইয়া থাকে। যদি ভ্রমবশতঃ কোন কথা নির্গত হইয়া পড়ে এবং তাহাও যদি বিশ্বাস করিতে চাহ, তবে কিছুই বলিবার নাই ॥ ৭৫ ॥

৭৬—তোমাদিগের লুণ্ঠিত দ্রব্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে কহিবে 'এই লুণ্ঠীত দ্রব্য ঈশ্বর এবং ধর্ম্মপ্রচারকের জন্য' ঈশ্বর হইতে ভীত হও। মঃ ২ সিঃ ৯। সূঃ ৮। আঃ ১।

সমীক্ষক:—লুণ্ঠন করিতে এবং দস্যুর কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত করিবে এবং ঈশ্বর, ভবিষ্যদ্বক্তা ও ধর্ম্মবিশ্বাসী ও বলিয়া পরিচয় দিবে ইহা অতিশয় আশ্চর্য্য কথা। ঈশ্বর হইতে ভীত হইতে বলা হইতেছে এবং দস্যু কর্ম্মাদি অসৎকার্য্যেও করিতে থাকিবে ইহা বলা হইতেছে। তথাপি "আমাদিগের মত উত্তম" ইহা বলিতে লজ্জাও হয় না। এ ত্যাগ করিয়া সত্য বেদমত গ্রহণ না করা অপেক্ষা আর কি অন্য অপকর্ম্ম হইতে পারে? ॥ ৭৬ ॥

৭৭—জড় অবিশ্বাসীদিগকে কর্ত্তন কর। আমি পশ্চাৎযায়ী সহস্র স্বর্গীয় দূত

তোমাদিগের সহায় করিয়া দিব। আমি নিশ্চয়ই অবিশ্বাসীদিগের হৃদয়ে ভয় সঞ্চার করিয়া দিব। সকলের গলদেশের উপর প্রহার কর উহাদিগের প্রত্যেক সন্ধির উপর প্রহার কর ॥ মঃ ২। সিঃ ৯। সূঃ ৮। আঃ ৭।৯।১২ ॥

সমীক্ষক :—বাহবা বাহবা ! উক্ত ঈশ্বর এবং ভবিষ্যদ্বক্তা (প্রচারক) এরূপ দয়াহীন যে তাঁহারা মুসলমান মত ভিন্ন অন্য অবিশ্বাসীকে জড় কহেন এবং ঈশ্বর উহাদিগের গলদেশ ছেদন করিতে আজ্ঞা দেন ও উহাদিগের হস্ত এবং পদের সন্ধিচ্ছেদ করিতে সম্মতি দেন এবং সহায়তা করেন। এরূপ ঈশ্বর লঙ্কাধিপতি অপেক্ষা কি ন্যূন ? কোরাণ কর্ত্তারই এই সকল প্রপঞ্চ, ঈশ্বরের নহে। যদি উহা ঈশ্বরের হয় তবে উক্ত ঈশ্বর আমাদিগের হইতে এবং আমরা তাঁহা হইতে যেন দূরে থাকি ॥ ৭৭ ॥

৭৮—ঈশ্বর মুসলমানদিগের সহিত আছেন। হে ধর্ম্মবিশ্বাসী লোক সকল ! ঈশ্বর এবং ধর্ম্মপ্রচারককে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে স্বীকৃত হও। হে ধর্ম্মবিশ্বাসী লোক সকল ! ঈশ্বরের এবং প্রচারকের বস্তু অপহরণ করিও না এবং আপনার ন্যস্তবস্তু অপহরণ করিও না। ঈশ্বর ষড়যন্ত্র করিয়াছেন এবং তিনি ষড়্‌যন্ত্রকারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। মঃ ২। সিঃ ৯। সূঃ ৮। আঃ ১৯ ১৪।২৭।৩০।

সমীক্ষক :—ঈশ্বর কি মুসলমানদিগের পক্ষপাতী ? এরূপ যদি হয় তবে তিনি অধর্ম্ম করেন। তাহা নহে, তিনি সমস্ত সৃষ্টিরই ঈশ্বর। আহ্বান না করিলে তিনি কি শুনিতে পান না ? তিনি কি বধির ? তাঁহার সহিত ধর্ম্ম প্রচারককে ( সহযোগী ) করা কি অত্যন্ত অসৎ কার্য্য নহে ? ঈশ্বরের কোন্ ধনাগার পূর্ণ আছে যে লোকে অপহরণ করিবে ? ধর্ম্মপ্রচারকের এবং আপনার ন্যস্তবস্তুর অপহরণ ব্যতীত অন্য সকলেরই কি অপহরণ করিবে ? অবিদ্বান এবং অধার্ম্মিকেরই এইরূপ উপদেশ হইয়া থাকে। আচ্ছা, যিনি ষড়্‌যন্ত্র করেন এবং যিনি ষড়্‌যন্ত্রকারীদিগের সঙ্গী, সেই ঈশ্বর কেন ছলী, কপটী এবং অধর্ম্মী নহেন ? এই হেতু এই কোরাণ ঈশ্বর রচিত নহে, পরন্তু কোন কপটী এবং ছলীর রচিত। অন্যথা এরূপ অসদৃশ কথা কেন লিখিত হইবে ॥ ৭৮ ॥

৭৯—যে কাল পর্য্যন্ত অবিশ্বাসীদিগের বলনাশ না হইবে এবং সমস্ত ধর্ম্ম বিশ্বাস ঈশ্বরের না হইবে সেই পর্য্যন্ত উহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবে। যে কিছু দ্রব্য তোমরা লুণ্ঠন করিবে তাহার পঞ্চমাংশ নিশ্চয়ই ঈশ্বরের এবং তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারকের হইবে। মঃ ২। সূঃ ৮। সিঃ ৯। আঃ ৩৯ ৪১ ॥

সমীক্ষক—এইরূপে অন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়া শান্তিভঙ্গকর্ত্তা মুসলমানদিগের ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কে হইবে ? চমৎকার ধর্ম্ম দেখ, যে ঈশ্বর এবং ধর্ম্ম প্রচারকের জন্য সমস্ত লুণ্ঠন করিতে হইবে এবং অপরকে তাহাতে প্রবৃত্ত করিতে হইবে। ইহা কি দস্যুর কার্য্য নহে ? লুণ্ঠিত পদার্থের ভাগী ঈশ্বরকে করাতে তাঁহাকে দস্যু করা হইতেছে জানিতে

হইবে। এইরূপে দস্যুদিগের পক্ষপাতী হইয়া ঈশ্বর আপনার ঈশ্বরত্বের খর্ব্বতা করিতেছেন। ইহা অতিশয় আশ্চর্য্যের কথা যে এইরূপ পুস্তক, এইরূপ ঈশ্বর এবং এইরূপ ধর্ম্মপ্রচারক সংসারে এইরূপ উপাধি সকল লইয়া শান্তিভঙ্গ করতঃ মনুষ্যদিগের দুঃখ দিবার জন্য কোথা হইতে আসিয়াছে! যদি ঈদৃশ ঈদৃশ মত সকল জগতে প্রচলিত না হইত তাহা হইলে সমস্ত জগৎ আনন্দে অবস্থান করিত ॥ ৭৯ ॥

৮০—যদি দেখিতে, যখন স্বর্গীয় দূতগণ অবিশ্বাসীদিগকে উৎপীড়ন করে ও তাহাদিগের মুখে ও পৃষ্ঠদেশে প্রহার করে এবং কহে যে দহনের জ্বালা আস্বাদন কর। আমি উহাদিগের পাপ হেতু উহাদিগকে বিনাশ করিয়াছি এবং আমি "ফ্যারো"র লোকদিগকে নিমগ্ন করিয়াছি। তোমাদিগের যেরূপ শক্তি হয় তদ্রূপ উহাদিগের জন্য প্রস্তুত কর। মঃ ২। সিঃ ৯। সূঃ ৮ আঃ ৫০।৫৪।৫৯ ॥

সমীক্ষক—আজকাল যখন রুশীয়েরা রুমাদির এবং ইংলণ্ড মিসরের দুর্দ্দশা করিল তখন স্বর্গীয় দূত সকল কোথায় নিদ্রিত ছিল? ঈশ্বর পূর্ব্বে আপনার সেবকদিগের শত্রুদিগকে বিনাশ করিতেন ও নিমগ্ন করিতেন একথা যদি সত্য হইত তাহা হইলে এক্ষণেও তদ্রূপ করিতেন। যখন তাদৃশ হয় না তখন একথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। যত দূর তোমরা করিতে পার ভিন্নমতাবলম্বীদিগের দুঃখদায়ক কর্ম্ম কর, ইহা কত দূর অন্যায় আজ্ঞা! বিদ্বান্ এবং দয়ালুর এরূপ আজ্ঞা হইতে পারে না। এরূপ হইলেও লিখিত হয় যে ঈশ্বর দয়ালু এবং ন্যায়কারী। এই সকল কথা হইতে প্রমাণ হয় যে মুসলমানদিগের ঈশ্বর ন্যায় এবং দয়াদি সদ্‌গুণ হইতে দূরে অবস্থান করেন ॥ ৮০ ॥

৮১—হে স্বর্গীয় প্রচারক! ঈশ্বর তোমার এবং মুসলমানদিগের মধ্যে যাহারা তোমাকে পক্ষ করিবে তাহাদিগের সহায় (লাভ স্বরূপ হয়েন)। হে প্রচারক! যদি ইচ্ছাকর যুদ্ধের জন্য মুসলমানদিগকে উত্তেজিত কর। যদি তোমাদিগের মধ্যে ২০ জন লোক সন্তোষবিশিষ্ট (স্থির) থাকে তবে উহারা দুই শত লোককে পরাজিত করিবে। অতএব লুণ্ঠিত পদার্থ ভোগ কর এবং তোমাদিগের বিধি অনুসারে পবিত্র বস্তু ভোজন কর ও ঈশ্বর হইতে ভীত হও। তিনি ক্ষমা কর্ত্তা এবং দয়ালু। মঃ ২। সিঃ ১০। সূঃ ৮। আঃ ৬৩ ৬৪।৬৮ ॥

সমীক্ষক:—আপনার পক্ষভুক্ত করা, এবং সেই পক্ষ ইচ্ছা করিলে অন্যায় ও করিবে এবং লাভ করিবে এরূপ বলা কাদৃশ ন্যায়, বিদ্বত্তা এবং ধর্ম্মের কথা। যিনি প্রজাদিগের মধ্যে শান্তিভঙ্গ করতঃ যুদ্ধে প্রবৃত্ত করেন এবং লুণ্ঠন ও হত্যা করিয়া আনীত পদার্থকে বিধি যুক্ত ও পবিত্র করেন তাঁহার নাম আবার ক্ষমাবান্ ও দয়ালু কিরূপে লিখিত হয়? ঈশ্বরের কথা দূরে থাকুক কোন ভদ্রলোকেরও এইরূপ কথা হইতে পারে না। এই সকল কথা হইতে কোরাণ কখন ঈশ্বরের বাক্য হইতে পারে না ॥ ৮১ ॥

৮২—উহার মধ্যে তাহারা সর্ব্বদা থাকিবে এবং ঈশ্বর সমীপে থাকাতে তাহাদিগের পুণ্য বৃদ্ধি হইবে। হে বিশ্বাসী লোকগণ! তোমাদিগের আপনাদিগের পিতাকে অথবা আপনাদিগের ভ্রাতাকে যদি তাঁহারা ধর্ম্মবিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অবিশ্বাসীদিগের সহিত মিত্রতা করেন তবে তাঁহাদিগকে মিত্র বলিয়া মনে করিও না। ঈশ্বর পুনরায় ধর্ম্ম-প্রচারকের প্রতি এবং মুসলমানদিগের প্রতি আপনার আশ্বাস অবতারণ (দান) করিয়াছেন এবং সেনাও অবতারণ করিয়াছেন। উহা তোমরা দেখিতে পাও নাই। উক্ত লোক দগকে তিনি দণ্ড দিয়াছেন; অবিশ্বাসীদিগের এইরূপ দণ্ডই হইয়া থাকে। পরে ঈশ্বর বারংবার উহাদিগের নিকট আগমন করিবেন। যাহারা বিশ্বাস করে না, তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ কর। মঃ ২। সিঃ ১০। সূঃ ৯। আঃ ২১। ২২। ২৫। ২৬। ২৮॥

সমীক্ষক—আচ্ছা, ঈশ্বর যদি স্বর্গবাসাদিগের নিকটে থাকেন তবে তিনি কিরূপে সর্ব্বব্যাপী হইতে পারেন? যিনি সর্ব্বব্যাপক নহেন তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা এবং ন্যায়াধীশ হইতে পারেন না। আপনাদিগের মাতা পিতা এবং ভ্রাতা ও মিত্রদিগকে বিচ্ছিন্ন করা কেবল অন্যায় কথা। অবশ্য, তাঁহারা যদি অসৎ উপদেশ দেন, তবে তাহা বিশ্বাস করা উচিত নহে, কিন্তু সর্ব্বদাই তাঁহাদিগকে সেবা করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে যদি ঈশ্বর মুসলমানদিগের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন এবং উহাদিগের সাহায্যার্থ সেনা অবতারণ করিতেন, তবে এক্ষণেও কেন তদ্রূপ করেন না? যদি পূর্ব্বে তিনি অবিশ্বাসীদিগকে দণ্ড দিতেন এবং পুনরায় উহাদিগের বিরুদ্ধে আগমন করিতেন, তাহা হইলে এক্ষণে কোথায় গিয়াছেন? ঈশ্বর কি যুদ্ধ ব্যতিরেকে ধর্ম্ম-বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেন না? এইরূপ ঈশ্বরকে আমাদিগের তিলাঞ্জলি দিতে হইবে। তিনি ঈশ্বর, না একজন ক্রীড়াকারী? ॥ ৮২ ॥

৮৩—আমরা, তোমাদিগের জন্য, ঈশ্বর স্বয়ং দণ্ড দিবেন অথবা আমাদিগের হস্ত দ্বারা দণ্ড দিবেন, সেই পরিণাম (ভাগ) দেখিব! মঃ ২। সিঃ ১০ সূঃ ৯। আঃ ৫২॥

সমীক্ষক—মুসলমানই কি ঈশ্বরের "পুলিশ" হইয়াছে যে তিনি নিজ হস্তে অথবা মুসলমানদিগের হস্তে অন্য কোন মতাবলম্বীদিগকে ধৃত করেন? অপর কোটী কোটী মনুষ্য কি ঈশ্বরের অপ্রিয়? মুসলমানদিগের মধ্যে পাপী লোকও কি তাঁহার প্রিয়? যদি এইরূপ হয় তবে অন্ধকারাবৃত নগরে অর্ব্বাচীন রাজার ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। আশ্চর্য্যের কথা এই যে বুদ্ধিমান্ মুসলমানও এই নির্ম্মূল ও অযুক্ত মত বিশ্বাস করেন ॥ ৮৩ ॥

৮৪—ঈশ্বর বিশ্বাসযুক্ত পুরুষ এবং স্ত্রীলোকদিগের প্রতি স্বর্গলাভ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। সেই স্বর্গের নীচে সর্ব্বদা জলস্রোত চলিতেছে। তাহাহরা সর্ব্বদা সেই স্থানে অবস্থান করিবে। স্বর্গস্থ "ইডেনের" ও মধ্যে তাহাদিগের পবিত্র গৃহ (বাস-

স্থান ) আছে। পরন্তু ঈশ্বরের প্রসন্নতা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং তাঁহার শুভ ইচ্ছা পাওয়া সর্ব্বোত্তম। অতএব উহাদিগকে উপহাস কর। ঈশ্বর উহাদিগকে উপহাস করিয়াছেন। মঃ ২। সিঃ ১০। সূঃ ৯। আঃ ৭২। ৮০॥

সমীক্ষকঃ—আপনার অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্য ইহা কেবল ঈশ্বরের নাম লইয়া স্ত্রী ও পুরুষদিগকে লোভ প্রদান করা মাত্র। এরূপ লোভ প্রদান না করিলে মহম্মদ সাহেবের জালে কেহ আবদ্ধ হইত না। অন্য মতাবলম্বী লোকেরাও এইরূপ করিয়া থাকেন। মনুষ্যেরা পরস্পর উপহাসাদি করিয়া থাকে, পরন্তু ঈশ্বরকে কাহারও উপহাস করা উচিত নহে। এই কোরাণ কেবল এক মহৎ ক্রীড়া মাত্র॥ ৮৪॥

৮৫—পরন্তু ধর্ম্মপ্রচারক এবং যে সকল তাঁহার তুল্য বিশ্বাসী ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ করিয়াছে এবং সেই সঙ্গে আপনাদিগের ধন এবং জীবন দিয়াছে সেই সকল লোকেরই মঙ্গল হইবে। ঈশ্বর উহাদিগের হৃদয় মুদ্রাঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন এবং সেইজন্য তাহারা বুঝিতে পারে না। মঃ ২। সিঃ ১০। সূঃ ৯। আঃ ৮৯। ৯২॥

সমীক্ষকঃ—স্বার্থপরতার কথা শ্রবণ কর। যাহারা মহম্মদ সাহেবের সহিত তুল্য বিশ্বাসী তাহারাই শ্রেষ্ঠ এবং যাহারা তাহা নহে তাহারাই নিকৃষ্ট! এ কথা কি পক্ষপাত এবং অবিদ্যা পূর্ণ নহে? যখন ঈশ্বর ( উহাদিগের হৃদয় ) মুদ্রাঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন, তখন পাপ করিতে উহাদিগের কিছুমাত্র অপরাধ হয় না, পরন্তু ঈশ্বরেরই অপরাধ হইয়া থাকে। কারণ উক্ত হতভাগ্যদিগের হৃদয় কল্যাণ হইতে অবরুদ্ধ করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে; ইহা কীদৃশ মহা অন্যায়॥৮৫॥

৮৬—উহাদিগকে পবিত্র করিবার জন্য অর্থাৎ বহিঃশুদ্ধি করিবার জন্য তুমি গোপনে উহাদিগের দানার্থ দ্রব্য গ্রহণ কর॥ ঈশ্বরের মার্গে স্থিত হইয়া, প্রাণ যাউক অথবা অপরের প্রাণ বিনষ্ট হউক, এইরূপ ভাবে যুদ্ধ করিবে বলিয়া ঈশ্বর মুসলমান দিগকে স্বর্গে প্রেরণার্থ উহাদিগের জীবন এবং উহাদিগের সম্পত্তি ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। মঃ ২। সিঃ ১১। সূঃ ৯। আঃ ১০২। ১১০॥

সমীক্ষকঃ—বাহবা! বাহবা! মহম্মদ সাহেব? তুমিতো গোকুলস্থ গোঁসাইদিগের তুল্য করিয়া বসিলে! কারণ লোকদিগের সম্পত্তি গ্রহণ করা এবং উহাদিগকে পবিত্র করা, ইহা তো গোঁসাই দিগেরই কার্য্য! তাদৃশ ঈশ্বরকেও ধন্য! তিনি উত্তম ব্যবস্থা খুলিয়াছেন! তিনি মুসলমান দিগের হস্তে অন্য নিরপরাধীদিগের প্রাণগ্রহণও সাক্ত মনে করেন উক্ত অনাথদিগকে নিহত করিয়া তাদৃশ নির্দ্দয় মনুষ্যদিগকে স্বর্গ দান করিয়া মুসলমানদিগের ঈশ্বর দয়া এবং ন্যায় সম্বন্ধে হস্ত প্রক্ষালন করিয়া বসিয়াছেন। এইরূপে তিনি আপনার ঈশ্বরত্বের অমর্য্যাদা করতঃ বুদ্ধিমান এবং ধার্ম্মিক লোকদিগের নিকট ঘৃণিত হইয়াছেন॥ ৮৬॥

৮৭—হে বিশ্বাসী লোকগণ! তোমাদিগের নিকটস্থ অবিশ্বাসী লোকদিগের সহিত যুদ্ধ কর। তোমাদিগের দৃঢ়তা লাভ করা উচিত। তাহারা কি দর্শন করে না যে প্রতি বৎসর একবার অথবা দুইবার তাহারা দুঃখে নিক্ষিপ্ত হয়? তথাপি তাহারা অনুতাপ করে না অথবা শিক্ষালাভ করে না॥ মঃ ২ সিঃ ১১। সূঃ ৯। আঃ ১১২। ২২৫॥

সমীক্ষক—দেখ, ইহাও এক বিশ্বাসঘাতকতার কথা। ঈশ্বর মুসলমানদিগকে শিক্ষা দিতেছেন যে প্রতিবেশী হউক অথবা কাহারও ভৃত্য হউক, যখনই অবসর পাইবে তখনই যুদ্ধ করিবে অথবা হত্যা করিবে। মুসলমানদিগের হইতে এইরূপ কার্য্য অনেক হইয়াছে। মুসলমানের এইরূপ কোরাণের উক্তি সকল বুঝিয়া যদি কোরাণের অসংযুক্তি সকল ত্যাগ করেন তবে অতি উত্তম হয়॥ ৮৭॥

৮৮—ঈশ্বর নিশ্চয়ই তোমাদিগের অধীশ্বর। তিনি ছয় দিনের মধ্যে আকাশ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন। পরে তিনি উপরাকাশে (আসনোপরি) বিশ্রাম করতঃ কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ করিতেছেন। মঃ ৩। সিঃ ১১। সূঃ ১০। আঃ ৩॥

সমীক্ষকঃ—উপরাকাশ এবং আকাশ একই পদার্থ। উহা নির্ম্মিত নহে; উহা অনাদি। উহার নির্ম্মাণ লেখাতে নিশ্চয় হইতেছে যে এই কোরাণকর্ত্তা পদার্থবিদ্যা জানিতেন না। পরমেশ্বরের পক্ষে কি ছয় দিন পর্য্যন্ত নির্ম্মাণ করিতে হয়? তবে যখন কোরাণে লিখিত আছে যে 'আমার আজ্ঞাতে "হউক"; এবং উহা হইয়া যায়', তখন পুনরায় আবার ছয় দিন কখন সঙ্গত হইতে পারে না। সুতরাং ছয় দিনের কথা মিথ্যা হইল। উক্ত ঈশ্বর যদি ব্যাপক হইতেন, তবে উপরাকাশে কেন অবস্থান করিবেন? যখন তিনি কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ করেন তখন তোমাদিগের ঈশ্বর প্রকৃত মনুষ্যের তুল্য হইলেন। কারণ যিনি সর্ব্বজ্ঞ তিনি আবার বসিয়া কি "তদ্‌বীর" (তত্ত্বাবধান) করিবেন? ইহা হইতে বিদিত হওয়া যায় যে, বন্য এবং (ঈশ্বর বিষয়ে) অজ্ঞ লোকই এই পুস্তক রচনা করিয়া থাকিবেন। ৮৮॥

৮৯—মুসলমানদিগের জন্যই দয়া এবং উপদেশ। মঃ ৩। সিঃ ১১। সূঃ ১০। আঃ ৫৫॥

সমীক্ষক—উক্ত ঈশ্বর কি কেবল মুসলমানদিগেরই, অন্যের নহে? এবং তিনি কি পক্ষপাতী যে তিনি মুসলমানদিগের উপরই দয়া করিবেন এবং অন্য মনুষ্যের উপর করিবেন না? যদি বিশ্বাসী মুসলমান দিগকেই (উপদেশ) কথিত হয়, তাহাহইলে উহাদিগের জন্য শিক্ষার আবশ্যকতা নাই এবং যদি মুসলমান ভিন্ন অন্যকে উপদেশ না করা হয় তবে ঈশ্বরের বিদ্যা ই ব্যর্থ হইল।

৯০—তোমাদিগের মধ্যে কে উত্তম কর্ম্ম বিষয়ে শ্রেষ্ঠ তাহার পরীক্ষা গৃহীত হইবে। যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে মৃত্যুর পশ্চাৎ অবশ্যই তোমাদিগকে উত্থাপিত করা হইবে। মঃ ৩। সিঃ ১১। সূঃ ১১। আঃ ৭॥

সমীক্ষক—যদি তিনি কর্ম্মের পরীক্ষা করেন তবে তিনি সর্ব্বজ্ঞ নহেন। যদি তিনি মৃত্যুর পর উত্থাপিত করেন তবে তিনি এক্ষণে ভাবিবিচারাধীন করিয়া রাখেন এবং মৃত্যুর পর আর জীবিত হইবে না তাঁহার এই নিয়মকে ভঙ্গ করেন। ইহাতে তাঁহার ঈশ্বরত্বের খর্ব্বতা করা হয় ॥ ৯০ ॥

৯১—বলা হইল যে, হে পৃথিবি! তোমার জল উদরস্থ কর এবং হে আকাশ! জল বর্ষণ স্থগিত কর। তৎক্ষণাৎ শুষ্ক হইল! হে লোকগণ তোমাদিগের জন্য এই উষ্ট্রীই ঈশ্বরের চিহ্ন। অতএব উহাকে ঈশ্বরের পৃথিবীর মধ্যে ছাড়িয়া দাও এবং সে ভোজন করিয়া বিচরণ করুক ॥ মঃ ৩। সিঃ ১১। সূঃ ১১। আঃ ৪৩। ৬৩ ॥

সমীক্ষকঃ—কি বালকত্বের কথা! পৃথিবী এবং আকাশ কি কখন বাক্য শুনিতে পারে? বাহবা! বাহবা! ঈশ্বরের উষ্ট্রীও আছে! তবে তাঁহার উষ্ট্রও আছে! তাহা-হইলে হস্তী, গর্দ্দভ এবং অশ্ব আদিও থাকিতে পারে? ঈশ্বরের উষ্ট্রীকে ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে দেওয়া কিরূপ উত্তম কথা? তিনি কি উষ্ট্রীর উপরও আরোহণ করেন? যদি এরূপ হয় তবে ঈশ্বরের গৃহেও নবাবের ন্যায় জাঁকজমক হইয়া থাকে।

৯২—যতদিন আকাশ এবং পৃথিবী থাকিবে ততদিন উহারা উহার মধ্যে সর্ব্বদা থাকিবে। যে সকল লোক সৌভাগ্যবান্ তাহারা, যত দিন আকাশ এবং পৃথিবী থাকিবে ততদিন স্বর্গে সর্ব্বদা অবস্থান করিবে। মঃ ৩। সিঃ ১২। সূঃ ১১। আঃ ১০৫। ১০৬ ॥

সমীক্ষক—যদি বিচার দিনের পূর্ব্বে সকল লোকে নরকে এবং স্বর্গে গমন করিবে, তাহা হইলে আকাশ এবং পৃথিবী কাহার জন্য থাকিবে? যখন নরকে অথবা স্বর্গে অবস্থান করার অবধি আকাশ এবং পৃথিবীর বিদ্যমানতা হয়, তখন স্বর্গে অথবা নরকে সর্ব্বদা (নিত্য) থাকিবে একথা মিথ্যা হইল। এরূপ কথা অবিদ্বানেরই হইয়া থাকে, ঈশ্বরের বা বিদ্বানের হইতে পারেনা ॥ ৯২ ॥

৯৩—তখন ইয়ুসুফ স্বীয় পিতাকে কহিল, হে মৎপিতঃ! আমি এক স্বপ্ন দেখিয়াছি ॥ মঃ ৩। সিঃ ১২। সূঃ ১২। আঃ ৪ হইতে ৫৯ পর্য্যন্ত ॥

সমীক্ষক—এই প্রকরণ পিতা পুত্রের সংবাদ রূপ উপাখ্যানে পূর্ণ আছে সুতরাং কোরান ঈশ্বরের রচিত হইতে পারে না। কোন মনুষ্য মনুষ্যদিগের ইতিহাস লিখিয়া দিয়াছেন ॥ ৯৩ ॥

৯৪—তিনিই ঈশ্বর যিনি স্তম্ভ ব্যতিরেকে আকাশকে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন। উপরাকাশে তাঁহাকে অবস্থান করিতে দেখা যায় ॥ তিনি সূর্য্যকে এবং চন্দ্রকে আজ্ঞাবহ করিয়াছেন। তিনি পৃথিবীকে বিস্তীর্ণ করিয়াছেন। আকাশ হইতে তিনি জল অবতারণ করিয়াছেন এবং আপনাদিগের পরিমাণানুসারে স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। যাহাকে

ইচ্ছা হয় তিনি প্রচুর ভোজন দ্রব্য দেন এবং যাহা ইচ্ছা হয় দান করিতে নিবৃত্ত হয়েন। মঃ ৩। সিঃ ১৩। সূঃ ১৩। আঃ ২। ৩। ১৭। ২১॥

সমীক্ষক—মুসলমানদিগের ঈশ্বর কিছুমাত্রই পদার্থ-বিদ্যা জানিতেন না। যদি জানিতেন তবে গুরুত্বহীন আকাশকে স্তম্ভের উপর স্থাপন করিবার কথা রূপ উপাখ্যান কিছুই লিখিতেন না। ঈশ্বর যদি উপরাকাশ রূপ একস্থানেই থাকেন তবে তিনি সর্ব্ব-শক্তিমান এবং সর্ব্বব্যাপক হইতে পারেন না। ঈশ্বর যদি মেঘবিদ্যা জানিতেন তবে আকাশ হইতে জল অবতারণ করিয়াছেন লিখিয়া, পৃথিবী হইতে জল উপরে উত্থাপিত করিয়াছেন, ইহা পুনরায় কেন লিখিলেন না? ইহা হইতে নিশ্চয় হইল যে কোরান-রচয়িতা মেঘবিদ্যাও জানিতেন না। যদি তিনি সদসৎ কার্য্য ব্যতিরেকেও সুখ ও দুঃখ দেন, তবে তিনি পক্ষপাতী, অন্যায়কারী এবং নিরক্ষর পণ্ডিত হইলেন॥ ৯১॥

৯৫—বল যে, ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা করেন, সুমার্গচ্যুত করেন এবং সুমার্গ প্রদর্শন করেন। তিনি সেই মনুষ্যকে (বিশ্বাসীকে) আপনার অভিমুখীন করেন॥ মঃ ৩। সিঃ ১৩। সূঃ ১৩। আঃ ২৭॥

সমী:—যদি ঈশ্বর মার্গচ্যুত (প্রতারিত) করেন, তবে ঈশ্বরে এবং সয়তানে কি প্রভেদ রহিল? যখন সয়তান অন্যকে প্রতারিত করাতে অধম হইল, তখন ঈশ্বরও তদ্রূপ কার্য্য করাতে তিনি অধম সয়তান কেন না হইবেন? এবং প্রতারিত করা বশতঃ পাপ হওয়াতে তাঁহাকে কেন নরকে যাইতে হইবে না?॥ ৯৫॥

৯৬—এইরূপে আমি আরবী ভাষা-লিখিত কোরাণ অবতারণ করিয়াছি। যদি তোমার ইচ্ছানুসারে ইহার অনুসরণ কর, তবে তোমার নিকট এই বিদ্যা আবির্ভূত হইবে। অতএব ইহা ব্যতিরেকে তোমার নিকট অন্য কিছুই ঈশ্বরাদেশ (বার্ত্তা) আনয়ন করে না এবং আমার উপর হিসাব গ্রহণের ভার রহিয়াছে। মঃ ৩। সিঃ ১৩। সূঃ ১৩। আঃ ৩৭। ৪০॥

সমীক্ষক—কোরান কোন্ দিক্ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে? ঈশ্বর কি উপরে থাকেন? একথা সত্য হইলে, তিনি একদেশী হওয়াতে ঈশ্বরই হইতে পারেন না। কারণ ঈশ্বর সকল স্থানেই একরূপ এবং ব্যাপক। বার্ত্তা আনয়ন করা "হরকরার" (বার্ত্তাবহের) কার্য্য। যিনি মনুষ্যবৎ একদেশী, তাঁহারই বার্ত্তাবহের প্রয়োজন হয়। "হিসাব" লওয়া অথবা দেওয়া মনুষ্যেরই কার্য্য, ঈশ্বরের নহে। কারণ তিনি সর্ব্বজ্ঞ। ইহাই নিশ্চয় হইতেছে যে, কোরান কোন অল্পজ্ঞ মনুষ্যের রচিত॥ ৯৬॥

৯৭—তিনি সূর্য্য এবং চন্দ্রকে নিত্য ভ্রমণকারী করিয়াছেন। মনুষ্য নিশ্চয়ই অন্যায় এবং পাপের কর্ত্তা॥ মঃ ৩। সিঃ ১৩। সূঃ ১৪। আঃ ৩৩। ৩৪॥

সমীক্ষক—চন্দ্র এবং সূর্য্যই কি কেবল ভ্রমণ করে এবং পৃথিবী ভ্রমণ করে না?

পৃথিবী যদি ভ্রমণ না করে, তবে কয়েক বৎসর যাবৎ রাত্রি এবং দিন হইয়া যাইবে। যদি মনুষ্য নিশ্চয়ই অন্যায় পাপকর্ত্তা হইল, তবে কোরান শিক্ষা করা ব্যর্থ। কারণ পাপের অনুষ্ঠান করাই যাহার স্বভাব, তাহারা কখনই পুণ্যাত্মা হইবে না। পরন্তু সংসারে সর্ব্বদাই পুণ্যাত্মা এবং পাপাত্মা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। সুতরাং এই পুস্তক ঈশ্বর কৃত হইতে পারে না ॥ ৯৭ ॥

৯৮—পরে আমি উহাকে (মনুষ্যকে) সম্পূর্ণ গঠিত করিব এবং উহার মধ্যে আপনার আত্মা শ্বাস দ্বারা প্রবাহিত করিব এবং তোমরা উহাকে নমস্কার (পূজা) করতঃ ভূমিতে পতিত হইবে। সে (সয়তান) কহিল হে মদীয় ঈশ্বর! তুমি আমাকে মার্গচ্যুত করিলে বলিয়া আমি নিশ্চয়ই পৃথিবীর মধ্যে উহাদিগের জন্য প্রলোভন দিব এবং প্রতারণা করিব। মঃ ৩। সিঃ ১৪। সূঃ ১৫। আঃ ২৯। ৩৯ হইতে ৪৬ পর্য্যন্ত ॥

সমীঃ—যদি ঈশ্বর আপনার আত্মা আদম সাহেবের ভিতর নিক্ষিপ্ত করিয়া থাকেন, তবে তিনিও ঈশ্বর হইলেন। যদি তিনি ইশ্বর হয়েন নাই এরূপ হয়, তবে নমস্কারাদি ভক্তি প্রদর্শন বিষয়ে তাঁহাকে আপনার "শরীক" (সহযোগী) কেন করিলেন? যদি ঈশ্বরই সয়তান প্রতারক হইলেন, তবে তিনি সয়তানের সয়তান ও তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং গুরু কেন না হইলেন? কারণ তোমরা প্রচারককেই শয়তান মনে কর এবং ঈশ্বরও শয়তানকে প্রতারণা করিয়াছেন। শয়তান প্রত্যক্ষ কহিয়াছে যে, আমি প্রতারণা করিব। এরূপ স্থলে তাহাকে আবার দণ্ড দিয়া কেন কারারুদ্ধ করা হইল? তাহার প্রাণবিনাশ কেন করা হইল না? ৯৮ ॥

৯৯—আমি নিশ্চয়ই সমস্ত জাতির মধ্যে প্রচারক প্রেরণ করিয়াছি। আমার যখন ইচ্ছা হয়, তখন উহার প্রতি আমি বলি যে, উহা হউক এবং তৎক্ষণাৎ হইয়া যায় ॥ মঃ ৩। সিঃ ১৪। সূঃ ৩৬ ॥ আঃ ৩৫। ৩৯ ॥

সমীঃ—যখন সকল জাতির মধ্যে ভবিষ্যদ্বক্তা (প্রচারক) প্রেরিত হইয়াছে তখন সেই প্রচারকদিগের মতানুযায়ী লোকসকল "অবিশ্বাসী" কেন হইল? তোমাদিগের প্রচারক ভিন্ন অন্য প্রচারক কি মাননীয় নহে? ইহা সর্ব্বথা পক্ষপাতের কথা। যদি সকল দেশে প্রচারক প্রেরিত হইয়া থাকে, তবে আর্য্যাবর্ত্তে কোন্ প্রচারক প্রেরিত হইয়াছিল? সুতরাং একথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। ঈশ্বর যখন ইচ্ছা করেন এবং কহেন যে পৃথিবী হইয়া যাও, তখন উহা জড় হওয়াতে ঈশ্বরের আজ্ঞা শুনিতে পারে না; সুতরাং কিরূপে নির্ম্মিত হইতে পারে? এ সমস্ত অবিদ্যার কথা। একথা অজ্ঞান লোকেই বিশ্বাস করে ॥ ৯৯ ॥

১০০—ঈশ্বরের জন্য কন্যা অর্পণ করে। যে যেরূপ প্রার্থনা করে, তাহার জন্য

তাহার পবিত্রতা হয়। ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে, আমি নিশ্চয়ই প্রচারক ( ভবিষ্যদ্বক্তা ) প্রেরণ করিয়াছি ॥ মঃ ৩। সিঃ ১৫। সূঃ ১৬। আঃ ৫৬। ৬২ ॥

সমীঃ—ঈশ্বর কন্যা লইয়া কি করিবেন? কোন মনুষ্য বিশেষের কন্যার প্রয়োজন আছে। পুত্র কি অর্পণ করা যায় না? কন্যাই কেবল অর্পণ করিতে হইবে ইহার কারণ কি বল? শপথ করা মিথ্যাবাদীর কার্য্য; ঈশ্বরের কথা হইতে পারে না। কারণ সংসারে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, মিথ্যাবাদী লোকেই শপথ করিয়া থাকে। সত্যবাদী শপথ করিবে কেন? ॥ ১০০ ॥

১০১—ঈশ্বর এই সকল লোকের হৃদয়ে কর্ণে, এবং চক্ষুর উপর মুদ্রাঙ্ক দিয়া অবরুদ্ধ করিয়াছেন এবং এই সকল লোক অসাবধান। সকল জীবকে তাহাদিগের কৃতকর্ম্মের সম্পূর্ণ ফল প্রদত্ত হইবে; উহাদিগেব প্রতি অন্যায় প্রদর্শন করা হইবে না ॥ মঃ ৩। সিঃ ১৪। সূঃ ১৬। ১১৫। ১১৮ ॥

সমীক্ষকঃ—ঈশ্বরই যদি মুদ্রাঙ্ক দিয়া অবরুদ্ধ করিলেন, তাহা হইলে এই হতভাগ্যগণ বিনা অপরাধে বিনষ্ট হইল! কারণ উহাদিগকে পরাধীন করিয়া দেওয়া হইল। উহা কতদূর অন্যায় ( অপরাধ )। আবার বলা হইতেছে, যে যাবৎ পরিমাণে কার্য্য করিবে, তাহাকে সেই পরিমাণে প্রদত্ত হইবে, ন্যূনাধিক হইবে না। আচ্ছা, উহারা স্বতন্ত্রভাবে পাপ করে নাই; পরন্তু ঈশ্বর প্রবৃত্ত করাতেই করিয়াছে। তখন উহাদিগের অপরাধই হয় নাই। সুতরাং তাহার ফল উহাদিগের পাওয়া উচিত নহে, বরং ঈশ্বরেরই সেই ফল প্রাপ্তি হওয়া উচিত। যদি পূর্ণ ফল প্রদত্ত হয়, তবে ক্ষমা কোন বিষয়ে প্রদর্শিত হইয়া থাকে? যদি ক্ষমা প্রদর্শিত হয়, তবে ন্যায় উড়িয়া যায়। এরূপ অসার প্রবন্ধ কখন ঈশ্বরের রচিত হইতে পারে না, কিন্তু নির্ব্বোধ বালকেরই হইয়া থাকে ॥ ১০১ ॥

১০২—অবিশ্বাসীদিগের জন্য কারাগার-স্বরূপ নরক আমি নির্ম্মাণ করিয়াছি। সকল মনুষ্যের গলদেশের মধ্যে আমি তাহার কর্ম্ম-পুস্তক সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছি এবং বিচারদিনে উহার জন্য এক পুস্তক বাহির করিব এবং সে উহা খোলা রহিয়াছে দেখিতে পাইবে। নূহের পশ্চাৎ আমি অনেক বংশাবলীকে বিনাশ করিয়াছি। মঃ ৪। সিঃ ১৫। সূঃ ১৭। আঃ ৭। ১২। ১৬ ॥

সমীক্ষকঃ—যাহারা কোরান, প্রচারক ( ভবিষ্যদ্বক্তা ) এবং কোরানোক্ত ঈশ্বর, সপ্তম সর্গ এবং প্রার্থনা আদি বিশ্বাস করে না, তাহারাই যদি অবিশ্বাসী হয় এবং নরক যদি তাহাদিগের জন্যই হয়, তবে উহা কেবল পক্ষপাতেরই কথা হইল। কারণ যাঁহারা কোরান বিশ্বাস করেন তাঁহারাই সকলে শ্রেষ্ঠ, এবং যাঁহারা অন্য বিশ্বাস করেন তাঁহারা নিকৃষ্ট ইহা কি কখন হইতে পারে? ইহা অতিশয় বালকত্বের কথা যে, সকলের গলদেশ

মধ্যে কর্ম্মপুস্তক আছে। আমরা তো কাহারও গলদেশে একটিও দেখিতে পাই না। যদি কর্ম্মের ফল দেওয়া উহার প্রয়োজন হয়, তবে পুনরায় মনুষ্যদিগের হৃদয় এবং নেত্রাদিতে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া অবরুদ্ধ করা এবং পাপ সকলের ক্ষমা করা প্রভৃতি কিরূপ ক্রীড়া করা হইয়াছে? ঈশ্বর যদি বিচারদিনের রাত্রিতে পুস্তক বাহির করিবেন এরূপ হয়, তবে এক্ষণে উক্ত পুস্তক কোথায়? বণিকদিগের পুস্তকের ন্যায় এক্ষণে কি লিখিতেছেন? এস্থলে এরূপ বিচার করিতে হইবে যে পূর্ব্বজন্ম না হইলে জীবদিগের কর্ম্মও হইতে পারে না। তাহাহইলে আবার কর্ম্মের রেখা কেন লিখিত হইল? যদি কর্ম্ম ব্যতিরেকেও লিখিত হইয়া থাকে, তবে উহাদিগের উপর অন্যায় করা হইয়াছে। কারণ সৎ এবং অসৎ কর্ম্ম ব্যতিরেকে কেন উহাদিগকে সুখ এবং দুঃখ দিয়াছেন? যদি বল যে, "উহা ঈশ্বরের ইচ্ছা", তাহাহইলে তিনি অন্যায় করিয়াছেন। কারণ সৎ এবং অসৎ কর্ম্ম ব্যতিরেকে সুখ দুঃখ রূপ ফল ন্যূনাধিক ভাবে দেওয়াকেই অন্যায় কহা যায়। ঈশ্বর কি উক্ত সময়ে পুস্তক স্বয়ং পাঠ করিবেন, অথবা তাঁহার "সেরিস্তাদার" (সহকারী) শুনাইবে? ঈশ্বরই যদি দীর্ঘকাল সম্বন্ধীয় জীবদিগকে বিনাপরাধে বিনাশ করিয়া থাকেন, তবে তিনি অন্যায়কারী হইয়াছেন। যিনি অন্যায়কারী হয়েন তিনি কখন ঈশ্বর হইতে পারেন না॥ ১০২ ॥

১০৩—আমি সমূদদিগকে প্রমাণ স্বরূপ উষ্ট্রী দিয়াছি। যাহাকে প্রলোভিত করিতে পার, তাহাকে প্রলোভিত কর। সেই দিন সকল লোকদিগকে তাহাদিগের নায়ক (দলপতি) দিগের সহিত আমি আহ্বান করিব। উহাদিগের মধ্যে যাহার দক্ষিণ হস্তের মধ্যে কর্ম্মপুস্তক প্রদত্ত আছে। মঃ ৪। সিঃ ১৫। সূঃ ১৭। আঃ ৫৭। ৬২। ৬৯॥

সমীক্ষকঃ—বাঃ বাঃ! ঈশ্বরের যাবতীয় বিস্ময়কর চিহ্ন আছে, তন্মধ্যে এক উষ্ট্রীও ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ এবং তাঁহার পরীক্ষার সাধক! ঈশ্বর যদি শয়তানকে প্রতারণা করিতে আদেশ দিলেন, তাহাহইলে ঈশ্বরই শয়তানের অধিপতি হইলেন, এবং সমস্ত পাপের প্রবর্ত্তক স্থিরীকৃত হইলেন। ইঁহাকে ঈশ্বর বলা কেবল অল্পজ্ঞানের কার্য্য। যদি এরূপ হয় যে, বিচারদিনে অর্থাৎ প্রলয়কালেই বিচারার্থ প্রচারককে (ভবিষ্যদ্বক্তাকে) এবং তাঁহার উপদেশ গ্রাহকদিগকে ঈশ্বর আহ্বান করিবেন, তাহাহইলে যতদিন প্রলয় না হইবে, ততদিন ভাবিবিচারাধীনে থাকিতে হইবে এবং যতদিন বিচার না হয়, ততদিন তদ্রূপ থাকা সকলেরই পক্ষে দুঃখ দায়ক। এই হেতু শীঘ্র বিচার করা ন্যায়াধীনের উত্তম কার্য্য। উক্তবিধ ন্যায় এক প্রকার "পোপা বাইয়ের" ন্যায় (উপহাসজনক ন্যায়) হইয়া থাকে। যেরূপ কোন ন্যায়াধীশ যদি কহেন যে, যতদিন পঞ্চাশ বৎসরের চোর এবং সাধু একত্রিত না হয়, ততদিন দণ্ড অথবা পুরস্কার করা উচিত নহে; ইহাও তদ্রূপ হইল। কারণ এক ব্যক্তি পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ ভাবিবিচা-

স্বাধীনে রহিল এবং অন্য একজন অন্তই ধৃত হইয়া তাহার ন্যায় হইয়া গেল! ন্যায়ের কার্য্য এরূপ হইতে পারে না। বেদ এবং মনুস্মৃতিতে ন্যায়ের কথা দেখ। তদনুসারে ক্ষণমাত্রও বিলম্ব হয় না, এবং লোকে আপনার কর্ম্মানুসারে সর্ব্বদা দণ্ড এবং প্রতিষ্ঠা পাইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ প্রচারককে সাক্ষীর তুল্য করিয়া রাখাতে ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতার হানি হইয়াছে। আচ্ছা, এরূপ পুস্তক কি কখন ঈশ্বরকৃত হইতে পারে এবং এরূপ পুস্তকের উপদেশ-কর্ত্তা কি কখন ঈশ্বর হইতে পারেন? কখন না॥ ১০৩॥

১০৪—এই সকল লোকের জন্য নিত্যস্থায়ী উদ্যান আছে। তাহার নিম্নদেশে জলস্রোত প্রবাহিত আছে। তাঁহার মধ্যে তাহাদিগকে সুবর্ণের কঙ্কণ পরিধান করান যাইবে। তাহারা হরিত রেশমী বস্ত্রের পরিচ্ছদ পরিধান করিবে। উহারা উহার মধ্যে উপধানযুক্ত সিংহাসনের উপর সুখাসীন হইবে। পুণ্যই শ্রেষ্ঠ এবং পরলোকের (উত্থানের পর) স্বর্গলাভই শ্রেষ্ঠ। মঃ ৪। সিঃ ১৫। সূঃ ১৮। আঃ ৩০॥

সমীক্ষকঃ—বাহবা! বাহবা! কোরাণোক্ত স্বর্গে উদ্যান, অলঙ্কার, বস্ত্র, "গদী" এবং উপধান (বালিশ) প্রভৃতি আনন্দ ভোগের সামগ্রী আছে। আচ্ছা, কোন বুদ্ধিমান্ লোক যদি এস্থলে বিচার করিয়া দেখেন তবে দেখিতে পাইবেন যে, ইহলোক অপেক্ষা উক্ত মুসলমানদিগের স্বর্গে অন্যায় ব্যতিরেকে কিছুই অধিক নাই। অন্যায় এই যে, উহাদিগের কর্ম্ম অন্তবিশিষ্ট, কিন্তু তাহার ফল অনন্ত। যে নিত্য মিষ্ট ভোজন করে তাহার পক্ষে অল্প দিন মধ্যেই উহা বিষতুল্য প্রতীয়মান হয়। যদি সর্ব্বদাই সুখভোগ করে, তবে সুখই উহাদিগের দুঃখরূপ হইয়া যাইবে। এইহেতু মহাকল্প পর্য্যন্ত মুক্তি সুখভোগ করতঃ পুনর্জ্জন্ম লাভ করাই সত্য সিদ্ধান্ত॥ ১০৪॥

১০৫—উক্ত জনপদ সকল যখন অন্যায়াচরণ করিয়াছিল তখন আমি উহাকে ধ্বংস করিয়াছি এবং আমি উহাদিগকে বিনষ্ট করিবার প্রতিজ্ঞা স্থাপন করিয়াছি। মঃ ৪। সিঃ ১৫। সূঃ ১৮। আঃ ৫৭॥

সমীক্ষকঃ—আচ্ছা, সমস্ত জনপদের লোকই কি পাপী হইতে পারে? পশ্চাৎ প্রতিজ্ঞা করাতে ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ রহিলেন না। কারণ যখন উহাদিগের অন্যায় দেখিলেন তখন প্রতিজ্ঞা করিলেন; সুতরাং পূর্ব্বে জানিতেন না। ইহা হইতে তিনি দয়াহীনও স্থিরীকৃত হইতেছেন॥১০৫॥

১০৬—উক্ত বালকের পিতা এবং মাতা উভয়েই বিশ্বাসী ছিল। এইজন্য আশঙ্কা করিয়াছিলাম পাছে উহারা অবিশ্বাস এবং ধর্ম্মবিদ্রোহেও আক্রান্ত হয়। যে স্থানে সূর্য্য নিমগ্ন (অস্তমিত) হইতেছিল সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং কর্দ্দমময় জলস্রোতের মধ্যে উহাকে নিমগ্ন হইতে দেখিলেন। উহারা কহিল যে পৃথিবীর মধ্যে

জুলকরনৈন, যাজূজ, এবং মাজুজই নিশ্চয় উৎপাড়নকারী ॥ মঃ ৪। সিঃ ১৬। সূঃ ১৮। আঃ ৭৮। ৮৪। ৯২ ॥

সমীক্ষক :—আচ্ছা, এই ঈশ্বর কতদূর অজ্ঞান? তিনি আশঙ্কা করিয়া ভীত হইলেন যে বালকের মাতা ও পিতা আমার মার্গভ্রষ্ট হইয়া পরিবর্ত্তিত হইবে। ইহা কখন ঈশ্বরের কার্য্য হইতে পারে না। অগ্রে আরও অবিদ্যার কথা দেখ। এই পুস্তকরচয়িতা জানিতেন যে সূর্য্য রাত্রিতে এক জলস্রোতে নিমগ্ন হয় এবং পুনরায় প্রাতঃকালে নির্গত হয়। আচ্ছা, সূর্য্য যখন পৃথিবী অপেক্ষাও অনেক বৃহৎ, তখন উহা নদী, জলস্রোত অথবা সমুদ্রে কিরূপে নিমগ্ন হইতে পারে? ইহা হইতে বিদিত হওয়া যায় যে, এই পুস্তকের বিশ্বাসীদিগের ভূগোল ও খগোল বিদ্যা নাই। যদি থাকিত, তবে এইরূপ মিথ্যাবাক্যপূর্ণ পুস্তক কেন বিশ্বাস করিবেন? এক্ষণে ঈশ্বরের অন্যায় দেখ। আপনিই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ত্তা, রাজা এবং ন্যায়াধীশ হইয়াও যাজূজ মাজূজকে পৃথিবীতে উৎপীড়ন করিতে অনুমতি করেন। ইহা ঈশ্বরতার বিরুদ্ধ। এইহেতু অজ্ঞলোকই এই পুস্তক বিশ্বাস করে, বিদ্বান লোক করেন না ॥ ১০৬ ॥

১০৭—এই পুস্তকের মধ্যে "মেরি"র বৃত্তান্ত স্মরণ কর। তিনি আপনার বাসস্থানের পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী লোকদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহার উপরে একদিকে আবরণ বস্ত্র ছিল। আমি আপনার আত্মাকে অর্থাৎ স্বর্গীয় দূতকে প্রেরণ করিলাম। তিনি তাঁহার জন্য সম্পূর্ণ মনুষ্যের আকৃতি অবলম্বন করিয়া আবির্ভূত হইলেন। তিনি কহিতে লাগিলেন যে, আমি দয়াময়ের শরণ গ্রহণ করিতেছি যেন তাঁহার কৃপায় তুমি সংযতেন্দ্রিয় হও। তিনি উত্তর দিলেন যে তোমার অধীশ্বরের প্রেরিত ভিন্ন আমি অন্য কেহ নহি এবং তোমাকে পবিত্র সন্তান দিবার নিমিত্ত আমি প্রেরিত হইয়াছি। তিনি বলিলেন যে, যখন কোন পুরুষ আমাকে স্পর্শ করে নাই এবং আমি যখন অসৎকর্ম্মকারিণী নহি, তখন আমার কিরূপে সন্তান হইবে? সেই হেতু তিনি তাঁহাকে গর্ভে ধারণ করিলেন এবং তাঁহার আবাসস্থানে দূরে অর্থাৎ বনে তাঁহাকে লইয়া গমন করিলেন ॥ মঃ ৪। সিঃ ১৬। সূঃ ১৯। আঃ ১৫। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯। ২১ ॥

সমীক্ষক :—এক্ষণে বুদ্ধিমান লোক বিচার করুন যে, স্বর্গীয় দূত সকল যখন ঈশ্বরের আত্মা তখন ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ হইতে পারে না। দ্বিতীয় অন্যায় এই যে উক্ত কুমারী মেরী সন্তান পাওয়া অথবা কাহারও সমাগম করা ইচ্ছা করেন নাই; পরন্তু ঈশ্বরের আজ্ঞাবশতঃ স্বর্গীয় দূত তাহাকে গর্ভবতী করিল—ইহা ন্যায়বিরুদ্ধ কার্য্য। এস্থলে অন্য অনেক অসভ্যতার কথা লিখিত আছে এবং তাহা উল্লেখ করা উচিত বোধ হইল না ॥ ১০৭ ॥

১০৮—তোমরা কি দেখ নাই যে, অবিশ্বাসীদিগকে প্রতারণা করিতে সয়তান

সকলকে প্রতারক করিয়া আমি প্রেরণ করিয়াছি? মঃ ৪। সিঃ ১৬। সূঃ ১৯। আঃ ৮১॥

**সমীক্ষক :**—ঈশ্বরই যখন প্রতারণা করিবার জন্য প্রেরণ করিতেছেন তখন প্রতারিতের কোনরূপ দোষ হইতে পারে না এবং তাহাদিগকে কিম্বা শয়তানদিগকে দণ্ড দেওয়া হইতে পারে না। কারণ সকলই ঈশ্বরের আজ্ঞাযুক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং উহার ফল ঈশ্বরেরই হওয়া উচিত। যদি তিনি সত্যপর এবং ন্যায়কারী হয়েন, তবে স্বয়ং উহার ফল স্বরূপ নরকভোগ করিবেন। যদি ন্যায় ত্যাগ করিয়া অন্যায় করেন তবে তিনি অন্যায়কারী হইবেন এবং অন্যায়কারীকেই পাপী কহা যায়॥ ১০৮॥

১০৯—যে সকল মনুষ্য অনুতাপ করে, বিশ্বাস করে, সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠান করে এবং পুনরায় সৎপথ লাভ করে আমি তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া থাকি॥ মঃ ৪। সিঃ ১৬। সূঃ ২০। আঃ ৭৮॥

**সমীক্ষক :**—অনুতাপ বশতঃ পাপ ক্ষমা করিবার যে সকল কথা কোরাণে আছে তাহা সকলকে পাপে প্রবৃত্ত করে মাত্র। কারণ ইহাতে পাপীদিগের পাপানুষ্ঠান করিতে অনেক সাহস বৃদ্ধি হইয়া যায়। এইহেতু এই পুস্তক এবং ইহার রচয়িতা পাপীদিগের পাপ করিতে ইচ্ছা বৃদ্ধি করে। সুতরাং এই পুস্তক পরমেশ্বর কৃত হইতে পারে না এবং উহাতে কথিত পরমেশ্বরও পরমেশ্বর হইতে পারেন না॥ ১০৯॥

১১০—পৃথিবী পাছে বিচলিত (কম্পিত) হয়, এই জন্য আমি উহার মধ্যে পর্ব্বত নির্ম্মাণ করিয়াছি। মঃ ৪। সিঃ ১৭। সূঃ ২১। আঃ ৩০

**সমীক্ষক :**—যদি কোরাণের রচয়িতা পৃথিবীর ভ্রমণাদি জানিতেন তাহা হইলে এরূপ কথা কখন কহিতেন না যে পর্ব্বতের ধারণ হেতু পৃথিবী বিচলিত হয় না। তাঁহার আশঙ্কা হইয়াছিল যে, পর্ব্বত যদি না ধারণ করিত তাহা হইলে বিচলিত হইত। এতদূর কহিবার পরও ভূমিকম্পের সময় পৃথিবী কেন কম্পিত হয়?॥ ১১০॥

১১১—আমি উক্ত স্ত্রীকে শিক্ষা দিলাম। তাঁহার গুহ্য অঙ্গ সে রক্ষা করিল এবং আমি উহার মধ্যে আপনার আত্মা শ্বাসরূপে প্রবাহিত করিলাম॥ মঃ ৪। সিঃ ১৭। সূঃ ২১। আঃ ৮৮॥

**সমীক্ষক :**—ঈশ্বরের পুস্তক এইরূপ অশ্লীল কথা রহিয়াছে। ঈশ্বরের কথা দূরে থাকুক কোন সভ্য মনুষ্যেরও এরূপ কথা হয় না। যখন মনুষ্যদিগের পক্ষে এরূপ কথা লেখা বিধেয় নহে তখন পরমেশ্বরের পক্ষে কিরূপে শোভা পাইতে পারে? এই সকল কথাবশতঃ কোরাণ দূষিত হইয়া থাকে। যদি বেদসকলের ন্যায় উৎকৃষ্ট কথা থাকিত, তবে অতি প্রসংসার হইত॥ ১১১॥

১১২—তোমরা কি দেখনা যে আকাশ এবং পৃথিবীর মধ্যে যাহা কিছু আছে (যেমন, সূর্য্য, চন্দ্র, তারা, পর্ব্বত, বৃক্ষ এবং পশু) সে সকল ঈশ্বরকে পূজা করে। উহাদিগের মধ্যে উহাদিগকে সুবর্ণের কঙ্কণ, মুক্তার অলঙ্কার, রেশমী বস্ত্র পরিধান করিতে দেওয়া হইবে। চতুর্দ্দিকে বেষ্টনকারীদিগের জন্য এবং দণ্ডায়মান লোকদিগের জন্য আমার গৃহ পবিত্র রাখিবে। পরে আপনার শরীরের মলিনতা দূর করা, আপনার বলি সামগ্রী পূর্ণ করা এবং পুরাতন গৃহের চারি দিকে বেষ্টন করা আবশ্যক। অতএব ঈশ্বরের নাম ধ্যান কর ॥ মঃ ৪। সিঃ ১৭। সূঃ ২২। আঃ ১৯। ২৩। ২৫। ২৮। ৩৩ ॥

সমীক্ষকঃ—আচ্ছা, যে সকল বস্তু জড় এবং পরমেশ্বরকে না জানিতে পারিয়াই বিচরণ করিতেছে তাহারা তাঁহাকে কিরূপে ভক্তি করিতে পারে? এইহেতু এই পুস্তক ঈশ্বরকৃত কখনই হইতে পারে না; পরন্তু ইহা কোন ভ্রান্তের রচিত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। বাহবা! এ স্বর্গ অতি উত্তম! যে স্থানে সুবর্ণের ও মুক্তার অলঙ্কার এবং পরিধানের জন্য রেশমি বস্ত্র পাওয়া যায়! উক্তবিধ স্বর্গ এস্থানের রাজাদিগের গৃহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয় না। যখন পরমেশ্বরের গৃহ হইল, তখন তিনি উক্ত গৃহে অবস্থান করেন এইরূপ হইবে। তবে মূর্ত্তিপূজা হইল না কেন? তবে কেন অন্য মূর্ত্তি পূজার খণ্ডন করা হয়? ঈশ্বর যখন ভেট (বলি) গ্রহণ করেন, আপনার গৃহের চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিতে আজ্ঞা দেন এবং পশুদিগকে হত্যা করাইয়া ভোজন করান তখন উক্ত ঈশ্বর মন্দির বাসী, ভৈরব এবং দুর্গার সদৃশ হইলেন এবং মহামূর্ত্তি পূজার প্রচারক হইলেন। কারণ মূর্ত্তি সকল অপেক্ষা মস্‌জিদ্ বৃহৎ মূর্ত্তি। এইহেতু মুসলমানও তাঁহাদিগের ঈশ্বর প্রধান মূর্ত্তিপূজক; এবং পৌরাণিক জৈনগণ ক্ষুদ্র মূর্ত্তিপূজক মাত্র ॥ ১২২ ॥

১১৩—শেষ বিচারের দিন পুনরায় তোমরা নিশ্চয় উত্থাপিত হইবে। মঃ ৪। সিঃ ১৮। সূঃ ২৩ ॥ পাঃ ১৬ ॥

সমীক্ষকঃ—বিচার দিন যাবৎ মৃতক কি কবরে থাকিবে অথবা অন্য স্থানে থাকিবে? যদি উহাতেই থাকে তবে বিকৃত ও দুর্গন্ধরূপ শরীরে অবস্থান করতঃ পুণ্যাত্মাও দুঃখ ভোগ করিবে। এ বিচার অন্যায়। দুর্গন্ধ অধিক হইয়া রোগোৎপত্তি করতে মুসলমান ও তাঁহাদিগের ঈশ্বর পাপভাগী হইবেন ॥ ১১৩ ॥

১১৪—সেই দিন উহাদিগের বিরুদ্ধে উহাদিগের জিহ্বা, হস্ত এবং চরণ উহাদিগের কার্য্য সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবে। ঈশ্বর আকাশ এবং পৃথিবীর আলোক-স্বরূপ। প্রাচীরস্থ দীপস্থানে সন্নিবেশিত দীপের ন্যায় তাঁহার আলোক। উক্ত দীপ কাচের লণ্ঠনে আবৃত। উক্ত লণ্ঠন দীপ্যমান তারার ন্যায় উজ্জ্বল। উক্ত দীপক পবিত্র "জৈতুন" (olive) বৃক্ষের (তৈলের) দ্বারা জ্বলিত হয়। উক্ত বৃক্ষ পূর্ব্বদিকের অথবা পশ্চিম-

দিকের নিকটস্থ নহে ( অর্থাৎ পৃথিবীর মধ্যস্থিত ) উহার তৈল অগ্নিসংসক্ত না হইলেও দীপ্তি ( আলোক ) প্রদান করে। ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা করেন আপনার আলোকের মার্গ প্রদর্শন করে ॥ মং ৪। সিং ১৮। সূঃ ২৪। আঃ ২৩। ৩৪ ॥

সমীক্ষক—হস্তপদাদি জড় হওয়াতে কখন সাক্ষ্য দিতে পারে না। এই কথা সৃষ্টিক্রমানুসারে বিরুদ্ধ হওয়াতে মিথ্যা হইতেছে। ঈশ্বর কি অগ্নিময় বিদ্যুৎ ? যেরূপ দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে, তাদৃশ দৃষ্টান্ত ঈশ্বরের প্রতি ঘটিতে পারে না। তবে অবশ্য কোন সাকার বস্তুতে ঘটিতে পারে ॥ ১১৪ ॥

১১৫—ঈশ্বর জল হইতে সকল প্রাণীকে উৎপন্ন করিয়াছেন। উহাদের মধ্যে কেহ উদরের উপর ভর করিয়া চলিয়া থাকে। যে কেহ ঈশ্বরের এবং তাঁহার ধর্ম্ম-প্রচারকের আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া থাকে তাহাকে বল যে ঈশ্বরের এবং তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারকের আজ্ঞা পালন করুক। যদি ধর্ম্মপ্রচারকের আজ্ঞা পালন করে, দয়া লাভ করিবে ॥ মং ৪। সিং ১৮। সূঃ ২৪। আঃ ৪৪। ৫১। ৫৩। ৫৫ ॥

সমীক্ষক—যে সকল প্রাণীর শরীরে সকল তত্ত্বই দৃষ্ট হয়, তাহাদিগকে কেবল জল হইতে উৎপন্ন করা হইয়াছে এরূপ বলা কিরূপ তত্ত্ববিদ্যা ( ফিলছপি ) ? ইহা কেবল অবিদ্যার কথা। যখন ঈশ্বরের সহিত ধর্ম্মপ্রচারকের আজ্ঞাপালন করিতে হয়, তখন তিনি ঈশ্বরের "শরীক" সহযোগী হইলেন কি না ? যদি এরূপ হয় তবে কোরাণে ঈশ্বরকে "সহযোগী রহিত" এরূপ কহা হয় কেন ? ॥ ১১৫ ॥

১১৬—উক্ত দিন আকাশ মেঘের দ্বারা বিদীর্ণ হইয়া যাইবে এবং স্বর্গীয় দূত সকল অবতীর্ণ হইবে। অবিশ্বাসীদিগের কথা বিশ্বাস করিও না। উহাদিগের সহিত বিবাদ বৃদ্ধি করতঃ বিরোধ করিবে। ঈশ্বর উহাদিগের অকল্যাণ কল্যাণে পরিবর্ত্তিত করেন। যে অনুতাপ করে এবং উত্তম কর্ম্ম করে সে নিশ্চয়ই ঈশ্বরেরদিকে আগমন করে ॥ মং ৭। সিং ২৯। সূঃ ২৫। আঃ ২৪। ৪৯। ৬৭ ৬৮ ॥

সমীক্ষকঃ—আকাশ মেঘ দ্বারা বিদীর্ণ হইবে একথা সত্য হইতে পারে না। যদি আকাশ কোনরূপ মূর্ত্তিবিশিষ্ট পদার্থ হইত, তবে বিদীর্ণ হইতে পারিত। মুসলমানদিগের উক্ত কোরাণ শান্তিভঙ্গকরতঃ কেবল বিদ্রোহ এবং বিবাদ উত্তেজনা করে এবং সেই জন্য বিদ্বান্ এবং ধার্ম্মিক লোক উহার উপর শ্রদ্ধা করেন না। পাপ এবং পুণ্যের যে পরস্পর পরিবর্ত্তন হয় ইহাও একপ্রকার উত্তম ন্যায়! তিল এবং মাষকলায় কি কখন কোনরূপে পরস্পর পরিবর্ত্তিত হইতে পারে ? যদি অনুতাপ করিলে ( পাপ ) খণ্ডন হয় এবং ঈশ্বর লাভ হয়, তবে কেহই পাপ করিতে ভীত হইবে না। এই হেতু এ সকল কথা বিদ্যাবিরুদ্ধ ॥ ১১৬ ॥

১১৭—আমি মূসার প্রতি বিশ্বাস পুস্তক প্রেরণ করিলাম, উহাকে কহিলাম যে

রাত্রিতে আমার ভৃত্যগণ লইয়া প্রস্থান কর, কারণ তোমরা নিশ্চই পশ্চাৎ অনুসৃত হইবে। নগরের মধ্যে একত্রিত করিবার জন্য "ফ্যারো" লোক প্রেরণ করিল। সেই পুরুষ যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি ও মার্গ প্রদর্শন করেন। সেই পুরুষই আমাকে ভোজন করান এবং আমাকে পানীয় প্রদান করেন। শেষ বিচারের দিন সেই পুরুষই আবার অপরাধ ক্ষমা করিবেন এইরূপ আশা করিয়া থাকি ॥ মঃ ৫। সিঃ ১৯। সূঃ ২৬। আঃ ৫০ ৫১। ৭৬। ৭৭। ৮০ ॥

সমীক্ষক :—ঈশ্বর যদি মূসার প্রতি পুস্তক প্রেরণ করিয়া থাকেন, তবে তিনি কেন পুনরায় দাউদ, ঈশা এবং মহম্মদ সাহেবের নিকট পুস্তক প্রেরণ করিলেন? কারণ পরমেশ্বরের বাক্য সর্ব্বদা একরূপ হইয়া থাকে, কিন্তু এরূপ কথাতে ভ্রম হয়। উহার পশ্চাৎ কোরাণ পর্য্যন্ত পুস্তক প্রেরণ করাতে পূর্ব্ব দত্ত পুস্তককে অসম্পূর্ণ ও ভ্রমযুক্ত মনে করিতে হইবে। যদি উক্ত তিন পুস্তক সত্য হয়, তবে এই কোরাণ মিথ্যা হইবে। এই চারি পুস্তক প্রায়ই পরস্পর বিরুদ্ধ এবং সেইহেতু উহারা সর্ব্বদা সত্য হইতে পারে না। ঈশ্বর যদি জীব উৎপন্ন করিয়া থাকেন তাহাহইলে উহারা বিনাশ প্রাপ্ত ও হইবে অর্থাৎ উহাদিগের কখন নাশ এবং কখন অভাবও হইবে। যদি পরমেশ্বরই সকল প্রাণীকে পান ও ভোজন করান এরূপ হয় তবে কাহারও পীড়া হওয়া সঙ্গত নহে এবং সকলকে তুল্য ভোজন দেওয়া আবশ্যক। পক্ষপাত করতঃ কাহাকে উত্তম এবং অন্যকে নিকৃষ্ট ভোজন দেওয়া অর্থাৎ যেরূপ রাজার শ্রেষ্ঠ ভোজন এবং দরিদ্রের নিকৃষ্ট ভোজন প্রাপ্তি হয় তদ্রূপ হওয়া উচিত নহে। যদি পরমেশ্বরই পান ভোজন এবং পথ্য দাতা হয়েন তবে কাহারও পীড়া হওয়া সঙ্গত নহে; পরন্তু মুসলমান আদিরও পীড়া হইয়া থাকে। যদি ঈশ্বরই রোগ মোচন করতঃ স্বচ্ছন্দ দাতা হয়েন, তবে মুসলমান দিগের শরীর সমূহেও রোগ থাকা সঙ্গত নহে। যদি থাকে তবে উক্ত পরমেশ্বর পূর্ণ বৈদ্য নহেন। যদি তিনি পূর্ণ বৈদ্য হইতেন, তবে মুসলমানদিগের শরীর সকলে কেন রোগ থাকিবে? যদি তিনিই বিনষ্ট এবং জীবিত করেন এরূপ হয়, তাহা হইলে উক্ত ঈশ্বরের পাপ ও পুণ্য স্পর্শ হইয়া থাকে। যদি জন্ম জন্মান্তরের কর্ম্মানুসারে ব্যবস্থা করা হয়, তবে তাঁহার কিছুই অপরাধ হয় না। যদি বিচার দিনের রাত্রিতে তিনি পাপক্ষমা ও বিচার করেন, তাহা হইলে তিনি পাপ বৃদ্ধি কারক হইয়া পাপযুক্ত হইবেন। যদি তিনি ক্ষমা না করেন, তবে কোরাণের কথা মিথ্যা না হইয়া রক্ষা পাইতে পারে না। ১১৭ ॥

১১৮—তুমি আমাদিগের মনুষ্য নহ; অন্যথা যদি তুমি সত্য বল, তবে কোনরূপ চিহ্ন আনয়ন কর। তিনি কহিলেন এই উষ্ট্রীই (চিহ্ন স্বরূপ)। উহার জন্য একবার জল পান আবশ্যক ॥ মঃ ৫। সিঃ ১৯। সূঃ ২৬। আঃ ১৫০। ১৫১ ॥

সমীঃ—আচ্ছা, প্রস্তর হইতে উষ্ট্রী নির্গত হওয়ার কথা কি কেহ বিশ্বাস করিতে

পারে? যাহারা এই সকল কথা বিশ্বাস করিয়াছিল, তাহারা বন্য ছিল। উষ্ট্রীকে চিহ্ন স্বরূপ প্রদান করা কেবল আরণ্য ব্যবহার ঈশ্বরকৃত নহে। যদি এ সমস্ত ঈশ্বর কৃত হইত, তবে ইহাতে এরূপ ব্যর্থ কথা থাকিত না॥ ১১৮॥

১১৯—হে মূসা, আমি নিশ্চয়ই (সর্ব্বজয়ী) সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর। তোমার যষ্টি নিক্ষেপ কর। তখন দেখিল যে উহা সর্প এবং চলিত হইতেছে। হে মূসা, ভীত হইও না কারণ ধর্ম্মপ্রচারকগণ আমার সমীপে ভীত হয়েন না। ঈশ্বরের অন্য কেহ ঈশ্বর নাই—তিনি উপরাকাশের অধীশ্বর। মুসলমান হইয়া আত্মার প্রতি অবাধ্যতা (বিদ্রোহ) করিও না এবং আমার নিকট আগমন কর॥ মঃ ৫। সিঃ ১৯। সূঃ ২৭। আঃ ১৯। ১০। ২৬। ৩১॥

সমীক্ষক:—আরও দেখ যে, ঈশ্বর আপনার মুখেই অতিশয় আধিপত্য প্রকাশ করিতেছেন। আপনার মুখে আপনার প্রশংসা করা যখন শ্রেষ্ঠ পুরুষেরও কার্য্য নহে, তখন ঈশ্বরের কিরূপ হইতে পারে? তখনই তিনি ইন্দ্রজালের যষ্টি প্রদর্শন করিয়া বন্যলোকদিগকে বশীভূত করতঃ স্বয়ং আরণ্য ঈশ্বর হইয়া বসিলেন। এরূপ কথা ঈশ্বরের পুস্তকে কখন হইতে পারে না। যদি তিনি উপরাকাশের অর্থাৎ সপ্তম স্বর্গের অধিপতি হয়েন, তাহা হইলে তিনি একদেশী হওয়াতে ঈশ্বর হইতে পারেন না। যদি অবাধ্যতা করা মন্দ হয়, তবে ঈশ্বর এবং মহম্মদ সাহেব কেন আপনাদিগের স্তুতিতে পুস্তক পূর্ণ করিলেন? মহম্মদ সাহেব অনেককে বিনাশ করিয়াছেন—ইহাতে অবাধ্যতা (বিদ্রোহ) করা হইল না কি? এই কোরাণ পুনরুক্ত এবং পূর্ব্বাপর বিরুদ্ধ কথায় পূর্ণ আছে।

১২০—তোমরা অনুমান কর যে পর্ব্বতসকল দৃঢ় স্থিত, কিন্তু বিচলিত মেঘের ন্যায় উহাদিগকে চলিতে দেখিবে। তিনি সকল বস্তুকে দৃঢ় সংস্থিত করিয়াছেন এবং উহা তাঁহার কৌশল। তোমরা যাহা অনুষ্ঠান কর, তিনি তাহা সমস্ত সতর্ক ভাবে জানেন। মঃ ৫। সিঃ ২০। সূঃ ২৭। আঃ ৮৮॥

সমীক্ষক:—মেঘের ন্যায় পর্ব্বত বিচলিত হওয়া কোরাণ-রচয়িতার দেশেই থাকিবে—অন্যত্র হয় না। শয়তানকে না ধরাতে এবং দণ্ড না দেওয়াতে ঈশ্বরের সতর্কতার (অপ্রমত্ততার) বিষয় এরূপ জানা যায় যে, যিনি একজন বিদ্রোহীকেও আজ পর্য্যন্ত ধৃত করিতে অথবা দণ্ড দিতে পারিলেন না। তাঁহার অপেক্ষা অধিক অসাবধানী আর কে হইবে॥ ১২০॥

১২১—মূসা তাহাকে মুষ্টাঘাত করিলেন এবং তাহার আয়ুপূর্ণ করিলেন (বিনাশ করিলেন)। তিনি কহিলেন হে আমার অধীশ্বর! নিশ্চয়ই আমি আপনার আত্মার প্রতি অন্যায় করিয়াছি। অতএব আমাকে ক্ষমা করুন তিনি তৎক্ষণাৎ ক্ষমা

করিলেন, কারণ নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমা-কর্ত্তা এবং দয়ালু। তোমার অধিপতি যাহা কিছু ইচ্ছা করেন এবং যাহা নির্ব্বাচন করেন তাহাই উৎপন্ন করেন। মঃ ৫। সিঃ ২০। সূঃ ২৮। আঃ ১৪। ১৫। ৬৬॥

সমীক্ষক :—আরও দেখ যে, মুসলমানদিগের এবং খ্রীষ্টিয়ানদিগের ধর্ম্মপ্রচারক ও ঈশ্বরের ধর্ম্মপ্রচারক মূসা মনুষ্য হত্যা করেন এবং উক্ত ঈশ্বর ক্ষমা করিয়া থাকেন। এই উভয়ই অন্যায়কারী কি না? তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই কি আপনার ইচ্ছাতে উৎপন্ন করেন? তিনি কি আপনার ইচ্ছাতেই একজনকে রাজা এবং অপরকে দরিদ্র অথবা একজনকে বিদ্বান্ এবং অপরকে মূর্খাদি করেন? যদি এরূপ হয় তবে কোরাণও সত্য নহে এবং উক্ত ঈশ্বর অন্যায়কারী হওয়াতে ঈশ্বরই হইতে পারেন না॥ ১২১॥

১২২—আমি মনুষ্যদিগকে তাহাদিগের পিতামাতার উপকার করিতে আজ্ঞা দিয়াছি। পরন্তু যে সকল বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই সে বিষয়ে যদি তাহারা উভয়ে আমার সহযোগী হইতে ইচ্ছা করিয়া তাহাতে তোমাকে লওয়াইতে চেষ্টা করে, তবে উহাদিগের কথা পালন করিও না। তোমরা আমার অভিমুখে আসিবে। আমি নিশ্চয়ই উহাকে তাঁহার জাতিস্থলোক দিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছি। সেই হেতু তিনি উহাদিগের মধ্যে পঞ্চাশত ন্যূন সহস্র বৎসর অবস্থান করিয়াছিলেন। মঃ ৫। সিঃ ২০। ২১। সঃ ২৯। আঃ ৭। ১৩॥

সমীক্ষক :—মাতা পিতার সেবা করা অবশ্য উত্তম এবং তাঁহারা যদি ঈশ্বরের সহযোগী হইতে ইচ্ছা করিয়া তদ্রূপ কহেন তাহা হইলে তাহা শ্রবণ না করাও সঙ্গত; পরন্তু যদি মাতা ও পিতা মিথ্যাভাষণাদি করিতে আজ্ঞা দেন, তাহা হইলে তাহা কি পালন করিতে হইবে? সুতরাং উক্ত কথা অর্দ্ধেক উত্তম এবং অর্দ্ধেক অধম। নূহআদি প্রচারককেই যদি ঈশ্বর সংসারে প্রেরণ করেন, তবে অন্য জীব সকলকে কে প্রেরণ করে? যদি বল যে তিনিই প্রেরণ করেন, তবে সকলেই প্রচারক নহে কেন? প্রথমে যদি মনুষ্যদিগের সহস্র বৎসর পরমায়ু হইত, তবে এক্ষণে কেন হয় না? এই হেতু একথা সঙ্গত নহে॥ ১২২॥

১২৩—ঈশ্বর প্রথমবার উৎপত্তি করেন এবং দ্বিতীয়বারও তাহাকে উৎপত্তি করিবেন। তখন তোমরা তাঁহারই নিকটে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। যে দিন শেষ বিচার উপস্থিত হইবে, সেদিন পাপী নিরাশ হইবে। যে সকল লোক বিশ্বাসী এবং সৎকর্ম্মকারী, তাহাদিগকে উদ্যানের মধ্যে ভূষিত ও সজ্জিত করা হইবে। যদি আমি এক বাত্যা প্রেরণ করি, তখন উহারা তৎক্ষণাৎ দেখিবে যে, তাহাদিগের ক্ষেত্র (শস্য) হরিদ্রাবর্ণ (শুষ্ক) হইয়া গিয়াছে। ঈশ্বর উক্তলোকদিগের হৃদয় মুদ্রাঙ্কিত করিয়া

করিয়া এরূপ অবরুদ্ধ করেন, যে উহারা বুঝিতে পারে না! মঃ ৫। সিং ২১। সূঃ ৩০॥ আঃ ১০। ১১। ১৪। ৫০। ৫৮॥

সমীক্ষক :—ঈশ্বর যদি দুইবারই উৎপত্তি করেন এবং তৃতীয়বার করেন না, তাহা হইলে উৎপত্তির আদিতে এবং দ্বিতীয় বার উৎপত্তির অন্তে নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকেন এইরূপ হইবে; এবং এক অথবা দুইবার উৎপত্তির পশ্চাৎ তাঁহার সামর্থ্য কর্ম্মহীন এবং ব্যর্থ হইয়া যাইবে। যদি ন্যায়ের দিন পাপীলোক নিরাশ হইয়া যায়, তবে উত্তম কথা; পরন্তু উহার প্রয়োজন কুত্রাপি এরূপ নাই যে মুসলমান ব্যতীত সমস্ত পাপীকে বুঝাইয়া নিরাশ করা যাইবে। কারণ কোরাণের কয়েক স্থানেই পাপী সম্বন্ধে অন্যেরই প্রয়োজন আছে। যদি উদ্যান রাখা এবং সজ্জা ( পরিচ্ছদ ) পরিধান করাই মুসলমান দিগের স্বর্গ হয়, তাহা হইলে উহা এই সংসারের তুল্য হইল। তদ্ব্যতীত সেই স্থানে উদ্যান-পালক ( মালী ) এবং স্বর্ণকারও আছে এইরূপ হইবে, অথবা ঈশ্বরই উদ্যান-পালকের এবং স্বর্ণকারের কার্য্য করেন এইরূপ হইবে। যদি কাহারও ন্যূন অলঙ্কার প্রাপ্তি হয়, তবে সেই স্থানে চৌর্য্যও হইয়া থাকে এবং চোরকে স্বর্গ হইতে নরকেও প্রক্ষেপ করা হয়, এইরূপ হইবে। যদি এরূপ হয়, তবে নিত্য স্বর্গে অবস্থান করিবে এই কথা মিথ্যা হইয়া পড়িবে। যদি কৃষকদিগের ক্ষেত্রের উপরও ঈশ্বরের দৃষ্টি হয়, তাহা হইলে উহা কৃষিবিদ্যার অনুভব হইতেই হইয়া থাকে। যদি এরূপ মনে করা যায় যে ঈশ্বর আপনার জ্ঞান হইতেই সকল বিষয় জানেন, তাহা হইলে এরূপ ভয় প্রদর্শন করা কেবল আপনার শ্লাঘা প্রকাশ করা মাত্র। ঈশ্বর যদি জীবদিগের হৃদয় মুদ্রাঙ্ক-সংসক্ত করিয়া অবরুদ্ধ করিয়া পাপ করাইয়া থাকেন, তবে তিনিই উক্ত পাপের ভাগী হইবেন; জীব তাহা হইতে পারে না। যেরূপ জয় এবং পরাজয় সেনাপতিরই হইয়া থাকে, তদ্রূপ ঈশ্বরই সমস্ত পাপ প্রাপ্ত হইবেন॥ ১২৩॥

১২৪—এই সকল সূত্র জ্ঞানপূর্ণ গ্রন্থ। তিনি স্তম্ভ ব্যতিরেকে আকাশ উৎপন্ন করিয়াছেন তোমরা উহা দেখিতেছ, তিনি পৃথিবী বিচলিত হইবে না বলিয়া তাহার মধ্যে পর্ব্বত সমস্ত সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তোমরা কি দেখ নাই যে ঈশ্বর রাত্রি মধ্যে দিন, ও দিন মধ্যে রাত্রিকে প্রবেশ করাইতেছেন। তোমরা কি দেখ নাই যে ঈশ্বরের কৃপা বশতঃ সমুদ্রের মধ্যে জলযান সকল চলিতেছে। উহাতেই তিনি আপনার চিহ্ন সকল প্রদর্শন করিতেছেন॥ মঃ ৫। সিঃ ২১। সূঃ ৩১। আঃ ১। ৯। ২৮। ৩০॥

সমীক্ষক :—বাহবা কি জ্ঞানপূর্ণ পুস্তক! উহাতে সর্ব্বথা বিদ্যা বিরুদ্ধ ভাবে আকাশের উৎপত্তি, উহাতে স্তম্ভ সংযোগের আশঙ্কা এবং পৃথিবীকে স্থির করিবার জন্য পর্ব্বত সন্নিবেশ করা ইত্যাদি কথা রহিয়াছে, স্বল্প বিদ্যাবানও এরূপ কথন লিখিতে অথবা বিশ্বাস করিতে পারে না। ( পুস্তকের মধ্যে ) জ্ঞান দেখ যে, দিবসে রাত্রি আসিতে

পারে না এবং রাত্রিতে দিন হইতে পারে না এরূপ হইলেও একক অপরের মধ্যে প্রবিষ্ট করিবার কথা লিখিত হইয়াছে! ইহা অতিশয় অবিদ্বানের কথা। এইহেতু কোরাণ বিদ্যাপূর্ণ পুস্তক হইতে পারে না। জলযান (নৌকা) ঈশ্বরের কৃপাবশতঃ চলিতেছে ইহা বলা কি বিদ্যাবিরুদ্ধ কথা নহে? উহা মনুষ্যদিগের ক্রিয়া ও কৌশলাদি দ্বারা চলিতেছে অথবা ঈশ্বরের কৃপা হইতে চলিতেছে? যদি লৌহময় অথবা প্রস্তরময় নৌকা নির্ম্মাণ করিয়া সমুদ্রে চালান হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরের চিহ্নস্বরূপ উহা নিমগ্ন হইয়া যায় কি না? এই হেতু এই পুস্তক বিদ্বানের অথবা ঈশ্বরের রচিত হইতে পারে না॥ ১২৪॥

১২৫—তিনি স্বর্গ হইতে পৃথিবীর উপর সমস্ত কার্য্যের তত্ত্বাবধান করেন। যে দিন তোমাদিগের গণনানুসারে সহস্র বৎসর পরিমিত হইবে, সেই দিন সমস্তই তাঁহার অভিমুখে পুনরায় উপস্থিত হইবে। তিনি পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞাতা, সর্ব্বশক্তিমান্ এবং দয়ালু। পরে উহাকে পূর্ণগঠিত (পুষ্ট) করিলেন এবং তাহার মধ্যে আপনার আত্মা (শ্বাসদ্বারা) প্রবাহিত করিলেন। কহ যে মৃত্যুর দূত যাহাকে তোমাদিগের উপর প্রেরণ করা হইয়াছে, সেই তোমাদিগকে বিনাশ করিবে। যদি ইচ্ছা করি তবে আমি সকল জীবকে অবশ্যই শিক্ষাদান করি; পরন্তু আমা হইতে নির্গত বাক্য সিদ্ধ (সত্য) হইবে, যখন আমি কহিলাম যে দৈত্য ও মনুষ্য একত্র করিয়া নরক পূর্ণ করিব॥ মঃ ৫। সঃ ২১। সূঃ ৩২। আঃ ৪।৫।৭।৯।১১॥

**সমীক্ষক :**—এক্ষণে প্রকৃত প্রমাণিত হইল যে, মুসলমানদিগের ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় একদেশী। যদি তিনি ব্যাপক হইতেন তাহা হইলে এক দেশ হইতে কার্য্য করা, অবতরণ করা এবং আরোহণ করা হইতে পারে না। যদি ঈশ্বর স্বর্গীয় দূত প্রেরণ করেন এরূপ হয়, তাহা হইলেও তিনি স্বয়ং একদেশী হইলেন এবং স্বয়ং আকাশে লম্বমান হইয়া আছেন আর স্বর্গীয় দূত সকল যেন ধাবমান হইতেছে এইরূপ হইল। স্বর্গীয় দূত যদি দয়া করিয়া কোন কার্য্য বিকৃত করিয়া বসে অথবা কোন মৃতককে ত্যাগ করিয়া যায়, তাহা হইলে ঈশ্বর কি জানিতে পারেন? যিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বব্যাপক তিনিই অবশ্য জানিতে পারেন। পরন্তু এই ঈশ্বর তদ্রূপ নহেন। যদি তাহা হইতেন তাহা হইলে তাঁহার স্বর্গীয় দূত প্রেরণ করা এবং কয়েক ব্যক্তিকে কয়েক প্রকারে পরীক্ষা করিয়া লইবার কি প্রয়োজন ছিল? তদ্ভিন্ন এক সহস্র বৎসরে গমনাগমনের প্রবন্ধ করাতেও তিনি সর্ব্বশক্তিমান নহেন। যদি মৃত্যুর দূত থাকে, তবে উক্ত দূতকে বিনাশ করিবার জন্য অন্য কোন্ মৃত্যু আছে? উক্ত দূত যদি নিত্য হয়, তবে এক দূত অমরত্ব সম্বন্ধে অবশ্যই ঈশ্বরের সহযোগী হইল। এক সময়ে নরক পূর্ণ করিবার জন্য জীবদিগকে শিক্ষাদান করিতে পারেন না এবং উহাদিগের পাপ ব্যতিরেকে আপনার

ইচ্ছানুসারে নরকে পতিত করিয়া উহাদিগকে দুঃখ দিয়া "তামাশা" দেখিতেছেন এরূপ যদি হয়, তবে উক্ত ঈশ্বর নিশ্চয়ই পাপী, অন্যায়কারী এবং দয়াহীন হয়েন। যে পুস্তকে এইরূপ কথা আছে তাহা বিদ্বান্ অথবা ঈশ্বর কৃত হইতে পারে না এবং যিনি দয়া ও ন্যায়হীন, তিনি কখন ঈশ্বরই হইতে পারেন না॥ ১২৫॥

১২৬—কহ যে যদি মৃত্যু হইতে অথবা হত্যা হইতে পলায়ন কর, তবে উক্ত পলায়ন হইতে তোমাদিগের কিছু লাভ হইবে না। হে প্রচারকের পত্নীগণ! তোমাদিগের মধ্যে কেহ যদি প্রত্যক্ষ নির্লজ্জতা প্রকাশ কর, তাহার জন্য দণ্ড দ্বিগুণ করা যাইবে এবং ঈশ্বরের পক্ষে উহা সহজ (সুগম)॥ মঃ ৫। সিঃ ২১। সূঃ ৩৩। আঃ ১৬। ৩০॥

সমীক্ষক:—মহম্মদ সাহেব ইহা এই জন্য লিখিয়া থাকিবেন যে কেহ যুদ্ধস্থলে পলায়ন করিবে না। তাহা হইলে আপনাদিগের জয় হইবে মৃত্যু হইতেও ভয় পাইবে না, ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি পাইবে এবং ধর্ম্মও প্রতিষ্ঠিত হইবে। পত্নীগণ যদি নির্লজ্জতা প্রকাশ না করে, তবে কি প্রচারক সাহেব নির্লজ্জতা প্রকাশ করিবেন? পত্নীদিগের উপর দণ্ড হইবে আর প্রচারক সাহেবের উপর দণ্ড হইবে না ইহা কিরূপ বিচার?॥ ১২৬॥

১২৭—আপনাদিগের গৃহমধ্যে আবদ্ধ থাক। ঈশ্বরের এবং প্রচারকের আজ্ঞা পালন কর, তদ্ভিন অন্যের করিও না। "জৈদ (মহম্মদের কৃত্রিমপুত্র) যখন স্বয়ং পরিতৃপ্ত হইল, তখন আমি তোমার সহিত উহার বিবাহ দিলাম। কারণ, পাছে বিশ্বাসীদিগের মধ্যে কেহ কৃত্রিম পুত্রের স্ত্রীকে, উক্তপুত্র তৃপ্ত হইবার পর, বিবাহ করিলে নিন্দিত হয়।" এইরূপে ঈশ্বরের আজ্ঞাই পালন করা হইল। উক্ত বিষয় সম্বন্ধে ধর্ম্মপ্রচারকের উপর কোনরূপ নিন্দা নাই। মহম্মদ কোন মনুষ্যেরই পিতা নহেন। যে সকল ধর্ম্ম বিশ্বাস বিশিষ্ট স্ত্রী যৌতুক ব্যতিরেকেও ধর্ম্ম-প্রচারককে আত্ম সমর্পণ করিবে, সেই সকল স্ত্রী বিধি অনুসারে গৃহীতব্য। উহাদিগের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা করিবে তুমি ত্যাগ করিতে পার এবং যাহাকে ইচ্ছা করিবে আপনার জন্য স্থান দিতে পার। তোমার পক্ষে তাহা পাপ হইবে না। হে বিশ্বাসী লোকসকল! ধর্ম্ম-প্রচারকের গৃহে প্রবেশ করিও না। মঃ ৫। সিঃ ২২। সূঃ ৩৩। আঃ ৩৩। ৩৭। ৩৮। ৪০। ৪৭। ৪৮। ৫০॥

সমীক্ষক:—স্ত্রীলোক গৃহে কারারুদ্ধের ন্যায় অবরুদ্ধ থাকিবে এবং পুরুষ মুক্ত থাকিবে ইহা অতিশয় অন্যায় কথা। স্ত্রীলোকদিগের চিত্ত কি বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, পবিত্রদেশে ভ্রমণ এবং সৃষ্টির বিবিধ পদার্থ দর্শন করিতে ইচ্ছা করে না? এই অপরাধ-বশতঃ মুসলমানদিগের বালক সকল বিশেষ ভ্রমণপ্রিয় এবং বিষয়ী হইয়া থাকে। ঈশ্বরের এবং ধর্ম্মপ্রচারকের আজ্ঞা কি একরূপ ও অবিরুদ্ধ অথবা ভিন্নরূপ ও বিরুদ্ধ? যদি একরূপ হয়, তবে উভয়ের আজ্ঞা পালন করিতে কহা ব্যর্থ এবং যদি ভিন্ন ভিন্ন ও

বিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে এক সত্য এবং অপর মিথ্যা। একজন ঈশ্বর এবং অপর শয়তান হইয়া যাইবে। অথবা ঈশ্বরের সহযোগী হইয়া যাইবে। ধন্য কোরাণোক্ত ঈশ্বর, ধর্ম্মপ্রচারক এবং কোরাণ! অপরের ইষ্ট নষ্ট করিয়া আপনারই সাধন করাই যাহাদিগের অভিপ্রেত হয়, সেই উক্তরূপ লীলা প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহা হইতে এইরূপ সিদ্ধ হইতেছে যে মহম্মদ সাহেব অতিশয় বিষয়ী ছিলেন। যদি বিষয়ী না হইতেন তাহা হইলে কৃত্রিম পুত্রের স্ত্রীকে অর্থাৎ পুত্রবধূকে কেন আপনার স্ত্রী করিয়া লইবেন? পরে আবার ঈশ্বরও এইরূপ কার্য্যকারীর পক্ষপাতী হইলেন এবং অন্যায়কে ন্যায় স্থির করিলেন! মনুষ্যদিগের মধ্যে যাহারা বন্য হয়, তাহারাও পুত্রবধূ ত্যাগ করে। ধর্ম্ম প্রচারকের বিষয়াসক্তি সম্বন্ধে লীলা প্রকাশ করিতে কোনরূপই প্রতিবন্ধক না থাকা কতদূর অন্যায় কথা! প্রচারক যদি কাহার পিতা ছিলেন না তবে "জৈদ" কাহার পুত্র ছিল? এরূপ কেন লিখিত হইল? উহাও উক্তবিধ স্বার্থ সাধনের কথা। যখন আপনার পুত্রের স্ত্রীকেও উদ্বাহ করা হইতে প্রচারক সাহেব রক্ষা পান নাই, তখন কিরূপে অন্য হইতে রক্ষা পাইবেন? এরূপ চতুরতা দ্বারাও অসৎ কার্য্য বিষয়ে কেহ নিন্দা হইতে রক্ষা পায় না। পরকীয় কোন স্ত্রীও যদি প্রচারকের উপর প্রসন্ন হইয়া বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলেও কি বিধি যুক্ত হইবে? প্রচারক যে স্ত্রীকে ইচ্ছা করিবেন ত্যাগ করিবেন এবং মহম্মদ সাহেবের স্ত্রীগণ, প্রচারক অপরাধী হইলেও কখন তাঁহাকে ত্যাগ করিতে পারিবে না, ইহা অতিশয় অধর্ম্মের কথা। প্রচারকের গৃহে যেরূপ কেহ ব্যভিচার দৃষ্টিতে প্রবেশ করিবে না, তদ্রূপ প্রচারক সাহেবেরও যে কোন লোকের গৃহে প্রবেশ করা উচিত নহে। প্রচারক কি যাহার তাহার গৃহে নিঃশঙ্কভাবে প্রবেশ করিবেন অথচ মাননীয়ও থাকিবেন? আচ্ছা, কে এমন বিচারান্ধ আছে যে এই কোরাণকে ঈশ্বরের-কৃত, মহম্মদ সাহেবকে প্রচারক (ভবিষ্যদ্বক্তা) এবং কোরাণোক্ত ঈশ্বরকে পরমেশ্বর বলিয়া মানিতে পারে? ইহা অতিশয় আশ্চর্য্যের কথা যে ঈদৃশ যুক্তিশূন্য এবং ধর্ম্মবিরুদ্ধ বাক্যযুক্ত মত, আরবদেশবাসী প্রভৃতি মনুষ্যগণ বিশ্বাস করিয়াছেন॥ ১২৭॥

১২৮—ধর্ম্মপ্রচারককে দুঃখ দেওয়া অথবা তাঁহার পশ্চাৎ তাঁহার পত্নীদিগকে কখন বিবাহ করা তোমাদিগের পক্ষে যোগ্য নহে। ঈশ্বরের সমক্ষে উহা নিশ্চয়ই মহাপাপ। যাহারা ঈশ্বরকে এবং তাঁহার প্রচারককে দুঃখ দেয়, ঈশ্বর নিশ্চয়ই সেই লোকের উপর অভিশাপ দিয়াছেন। যাহারা মুসলমানদিগকে এবং মুসলমানদিগের স্ত্রীলোকদিগকে তাহাদিগের অপরাধ ব্যতিরেকেও দুঃখ দেয়, তাহারা নিশ্চয়ই মিথ্যাভাষণের এবং প্রত্যক্ষ পাপের ভার বহন করিবে। উহারা অভিশাপগ্রস্ত। যেস্থানে উহাদিগকে ধৃত করিয়া হত্যা করা হইবে এবং বিশেষরূপে নিহত করা হইবে। হে আমাদিগের অধীশ্বর!

উহাদিগকে দ্বিগুণ দণ্ড দাও এবং (সাধারণ অভিশাপ অপেক্ষা) অধিক অভিশাপ প্রদান কর। মঃ ৫। সিঃ ২২। সূঃ ৩৩। আঃ ৫০।৫৪ ৫৫।৫৮ ৬৫ ॥

সমীক্ষক :—বাহবা! ঈশ্বর কি ধর্ম্মের সহিত আপনার ঈশ্বরত্ব প্রদর্শন করিতেছেন? প্রচারককে দুঃখ দেওয়া বিষয়ে নিষেধ করা যেরূপ সঙ্গত তদ্রূপ অন্যকেও দুঃখ দেওয়া প্রচারককেও নিষেধ করা যোগ্য ছিল, তাহা কেন (নিবারণ) করিলেন না? কাহাকেও দুঃখ দিলে কি ঈশ্বরও দুঃখী হইয়া পড়েন? যদি তদ্রূপ হয় তবে তিনি ঈশ্বরই হইতে পারেন না। ঈশ্বরকে এবং ধর্ম্মপ্রচারককে দুঃখ দেওয়া বিষয়ে এইরূপ করাতে কি সিদ্ধ হইতেছে না যে, ঈশ্বর এবং প্রচারক যাহাকে ইচ্ছা করিবেন দুঃখ দিবেন এবং অন্য সকলকে যেন দুঃখ দেওয়া আবশ্যক? যেরূপ মুসলমানদিগকে এবং মুসলমানদিগের স্ত্রীলোকদিগকে দুঃখ দেওয়া অনুচিত, তদ্রূপ অন্যমনুষ্যকেও দুঃখ দেওয়া অবশ্য অকর্ত্তব্য। যদি এরূপ না মনে করা হয় তবে উহাও পক্ষপাতের কথা। ধন্য বিদ্রোহ উত্তেজক ঈশ্বর এবং প্রচারক! সংসারে ইহারা যেরূপ নির্দ্দয় তদ্রূপ অন্য অতিশয় বিরল। ইহারা যেরূপ লিখিয়াছেন যথা 'অন্য লোকদিগকে যেস্থানে পাওয়া যাইবে, বিনাশ করিবে এবং ধৃত করিবে, তদ্রূপ কেহ যদি মুসলমানদিগের উপর আজ্ঞা দেয়, তাহা হইলে সে কথা মুসলমানদিগের উত্তম বোধ হইবে কি না? উঃ! প্রচারক আদি কিরূপ হিংস্রক! ইহারা পরমেশ্বরের নিকট অন্যকে আপনাদিগের অপেক্ষা দ্বিগুণ দুঃখ দিবার জন্য প্রার্থনা করিবার কথা লিখিয়াছেন। ইহা পক্ষপাত স্বার্থপরতা এবং মহা অধর্ম্মের কথা। এই হেতু এপর্য্যন্তও মুসলমান লোকদিগের মধ্যে অনেক শঠ লোক এইরূপ কার্য্য করিতে ভীত হয় না। শিক্ষা ব্যতিরেকে মনুষ্য যে পশুর সমান হইয়া অবস্থান করে, ইহা সঙ্গত কথা ॥ ১২৮ ॥

১২৯—ঈশ্বর সেই পুরুষ যিনি বায়ু প্রেরণ করেন এবং মেঘ উত্থাপন করেন। পরে তিনি উহাদিগকে দগ্ধ (মৃত) নগরের অভিমুখে চালিত করেন। আমি মৃত (দগ্ধ) পৃথিবীকে দগ্ধ হইবার পর উহাদিগের দ্বারা পুনরুজ্জীবিত করি। এইরূপেই কবর সকল হইতে পুনরুত্থান হইবে। তিনি আপনার কৃপাগুণে নিত্য অবস্থানের জন্য (আবাস স্থান) গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সে স্থানে পরিশ্রম আমাদিগকে স্পর্শ করে না এবং উহার মধ্যে ক্লান্তি অনুভব করিতে হয় না। মঃ ৫। সিঃ ২২। সূঃ ৩৫। আঃ।৯।৩৫ ॥

সমীক্ষকঃ—বাহবা! ঈশ্বরের কি তত্ত্ববিদ্যা (ফিলজফি)! তিনি বায়ু প্রেরণ করেন, এবং মেঘ উত্থাপন ও বিচালন করেন। ঈশ্বর উহাদিগের দ্বারা মৃতককে পুনর্জ্জীবিত করিয়া বেড়ান! ঈশ্বর সম্বন্ধে এ সকল কথা হইতে পারে না। কারণ ঈশ্বরের কার্য্য নিরন্তর একরূপই হইয়া থাকে। যদি গৃহ হয়, তবে তাহার নির্ম্মাণ ব্যতিরেকে হইতে

পারে না এবং যদি নির্ম্মিত হয়, তবে নিত্য স্থায়ী হইতে পারে না। যাহার শরীর আছে, সে পরিশ্রম ব্যতিরেকে দুঃখী হইয়া থাকে এবং শরীর বিশিষ্ট কখন রোগ হইতে রক্ষা পায় না। যে এক স্ত্রী সমাগম করে সেও যখন রোগ হইতে রক্ষা পায় না, তখন যে অনেক স্ত্রী হইতে বিষয় ভোগ করে তাহার কতদূর দুর্দ্দশা হইয়া উঠিবে? এই হেতু মুসলমানদিগের স্বর্গে অবস্থানও সর্ব্বদা সুখদায়ক হইতে পারে না ॥ ১২৯ ॥

১৩০—কোরাণের নামে দৃঢ় শপথ করিয়া বলিতেছি যে, তুমি নিশ্চিতই প্রেরিত (দূত) দিগের মধ্যে একজন। তাঁহার উপর বিশুদ্ধ (সরল) মার্গ প্রকাশিত হইয়াছে; তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ এবং দয়ালু ॥ মঃ ৫। সিঃ ২৩। সূঃ ৩৬ ॥ অঃ ১। ২ ॥

**সমীক্ষক :**—এক্ষণে দেখ যে যদি কোরাণ ঈশ্বরের রচিত হইত, তাহা হইলে ইহার শপথ কেন করিবেন? যদি ধর্ম্মপ্রচারক ঈশ্বরের প্রেরিত হইতেন তাহা হইলে পালিত-পুত্রের স্ত্রীর উপর কেন মোহিত হইবেন? কোরাণবিশ্বাসিগণ শুদ্ধ (সরল) মার্গে আছেন ইহা কেবল কথন মাত্র। কারণ সত্য মনন, সত্য কথন, সত্যানুষ্ঠান ও পক্ষপাতশূন্য ভাব, ন্যায় এবং ধর্ম্মের আচরণ আদি এবং উহার বিপরীতকে ত্যাগ করিবার কথা যাহাতে আছে, তাহাই শুদ্ধ (সরল) মার্গ হইয়া থাকে। তদ্রূপ কোরাণের মধ্যে, মুসলমানদিগের মধ্যে এবং উহাদিগের ঈশ্বরের স্বভাব মধ্যে নাই। ধর্ম্মপ্রচারক মহম্মদ সাহেব যদি সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতেন, তাহা হইলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিদ্যাবান্ এবং শুভগুণযুক্ত কেন না হইতেন? এই হেতু ব্যাধপত্নী ("বেদিনী") যেরূপ আপনার কুল ফলকে অম্ল কহে না, একথাও তদ্রূপ ॥ ১৩০ ॥

১৩১—তুরী ধ্বনি করা হইবে এবং তৎক্ষণাৎ কবর সকল হইতে আপনাদিগের অধিপতির দিকে উহারা ধাবিত হইবে। তাহাদিগের চরণ তাহাদিগের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবে। তিনি ব্যতিরেকে আজ্ঞা করে এমন কেহ ছিল না। তিনি যখন যে বস্তু উৎপন্ন করিতে ইচ্ছা করেন, তখন তাহার জন্য এই মাত্র কহেন যে, "হইয়া যাও" এবং তৎক্ষণাৎ তাহা হইয়া যায়। মঃ ৫। সিঃ ২৩। সূঃ ৩৬। অঃ ৪৮।৬১।৭৮ ॥

**সমীক্ষক**—এক্ষণে অসার কথা শ্রবণ কর। চরণ কখন সাক্ষ্য দিতে পারে? ঈশ্বর ব্যতিরেকে সেই সময়ে আর কে ছিল যে তাহাকে আজ্ঞা দিলেন? কে শ্রবণ করিল? কি বস্তু প্রস্তুত হইল? যদি ছিল না, এরূপ হয় তবে এই কথা মিথ্যা এবং যদি ছিল এরূপ হয়, তবে ঈশ্বর ব্যতিরেকে অন্য কোন পদার্থ ছিল না এবং তিনিই সকল পদার্থ নির্ম্মাণ করিয়াছেন এ কথা মিথ্যা ॥ ১৩১ ॥

১৩২—তাহাদিগের নিকট বিশুদ্ধ মদিরার পানপাত্র বিচালিত হইবে। উহা শুভ্রবর্ণ এবং পানকারীদিগের পক্ষে অতি সুস্বাদু। উহাদিগের নিকট অবনতমুখী (নত নেত্রা) এবং সুন্দরনয়না স্ত্রীসকল উপবিষ্ট থাকিবে। উহারা আবৃত অণ্ডের ন্যায় দৃষ্ট

হইবে। আমরা কি মরিব না? লুত নিশ্চয়ই প্রচারক দিগের মধ্যে একজন ছিল। আমি তখন উহাকে এবং উহার সকল লোককে মুক্তি দিলাম। পরন্তু পশ্চাৎ স্থিত-দিগের মধ্যে এক বৃদ্ধা ছিল। পুনরায় আমি অন্যদিগকে বিনাশ করিলাম। মঃ ৬। সিঃ ২৩। সূ ৩৭। আঃ ৪৩।৪৪।৪৬।৪৭।৫৬।১২৬।১২৭।১২৮।১২৯ ॥

সমীক্ষক :—এরূপ কেন হইল? যখন মুসলমানেরা এস্থানে মদিরাকে অপকৃষ্ট পদার্থ বলেন, তখন উহাদিগের স্বর্গে উহার স্রোত কেন প্রবাহিত হইতেছে? এস্থানে যে উহারা কোন প্রকার মদ্যপান ত্যাগ করাইয়াছেন সেই পর্য্যন্ত উত্তম; পরন্তু এস্থা-নের পরিবর্ত্তে ইহাদিগের স্বর্গে অতিশয় অমঙ্গল রহিয়াছে। স্ত্রীলোকদিগের জন্য সেস্থানে কাহারও চিত্ত স্থির থাকে না এইরূপ হইবে! তদ্ভিন্ন মহৎ রোগও হইয়া থাকে এইরূপ হইবে! যদি শরীরধারী হয়, তবে অবশ্যই মৃত্যুপ্রাপ্ত হইবে এবং যদি শরীরধারী না হয়, তবে ভোগ ও বিলাসও করিতে পারিবে না। এরূপ স্থলে উহাদিগের স্বর্গে গমন করা ব্যর্থ হইল। লুতকে যদি ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া বিশ্বাস কর, তবে বাইবেলে কথিত আছে যে, "তাঁহার কন্যা গণ তাঁহার সহিত সমাগম করিয়া সন্তান প্রসব করিয়াছিল" একথা বিশ্বাস কর কি না? যদি বিশ্বাস কর, তবে এরূপ লোককে প্রচারক মনে করা ব্যর্থ। এইরূপ লোককে এবং এইরূপ লোকের সঙ্গীদিগকে যদি ঈশ্বর মুক্তি দেন, তাহা হইলে ঈশ্বরও তদ্রূপ। কারণ বৃদ্ধার উপাখ্যান কথয়িতা এবং পক্ষপাতকারী, অপরকে বিনাশকারী কখন ঈশ্বর হইতে পারেন না। এরূপ ঈশ্বর মুসলমানদিগের গৃহেই অবস্থান করিতে পারেন, অন্যত্র নহে ॥ ১৩২ ॥

১৩৩—উহাদিগের জন্য উদঘাটিতদ্বার স্বর্গ রহিয়াছে, এবং উহাতে তাহারা নিত্য অবস্থান করিবে। মধ্যে উহাদিগের জন্য উপধান থাকিবে এবং উহাদিগের সুস্বাদু ফল এবং পানীয় বস্তু অনীত হইবে। নিম্নদৃষ্টি এবং উহাদিগের সমবয়স্কা স্ত্রী সকল উহাদিগের সমীপস্থ হইবে। তৎক্ষণাৎ সকল স্বর্গীয় দূত পূজা (নমস্কার) করিবে। পরন্তু শয়তান অভিমান করিল এবং গ্রহণ করিল না। সে অবিশ্বাসীদিগের মধ্যে এক জন ছিল। হে শয়তান! আমি আপনার দুই হস্তে যাহাকে গঠিত করিলাম, তাহাকে পূজা করিতে তোমাকে কে নিবারণ করিল? তুমি কি (বৃথা) অভিমান করিলে অথবা তুমি একজন শ্রেষ্ঠ অধিকারবিশিষ্ট? সে কহিল আমি তোমার উক্ত উৎপাদিত বস্তু অপেক্ষা উৎকৃষ্ট; কারণ তুমি আমাকে অগ্নি হইতে উৎপন্ন করিয়াছ এবং উহাকে মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন করিয়াছ। তিনি কহিলেন তুমি এই স্বর্গ হইতে দূরীভূত হও; তুমি নিশ্চয়ই নিষ্ক্রামণীয় এবং বিচার দিবস পর্য্যন্ত (পুনরুত্থান দিন পর্য্যন্ত) তোমার উপর নিশ্চয়ই আমার অভিশাপ রহিল। সে কহিল হে অধীশ্বর! মৃতকদিগের পুন-

রুত্থান পর্য্যন্ত আমাকে মুক্তি দাও। তিনি কহিলেন যে তুমি নির্দ্ধারিত দিন ও সময় পর্য্যন্ত, মুক্তদিগের মধ্যে একজন হইলে। সে কহিল যে, তোমার প্রতিষ্ঠা দ্বারা শপথ করিতেছি যে, আমি নিশ্চয়ই উহাদিগের সকলকেই প্রতারিত করিব। মং ৬। সিঃ ২৩। সূঃ ৩৮। আঃ ৪৩। ৪৪। ৪৫। ৬৩। ৬৪। ৬৫। ৬৬।৬৭। ৬৮। ৭৯। ৭০। ৭১। ৭২॥

সমীক্ষকঃ—কোরাণে লিখিত আছে যে, সে স্থলে উদ্যান, কুঞ্জ, নদী এবং বাসস্থান আছে, তাহা যদি সত্য হয়, তবে উহা নিত্যকাল হইতে ছিলনা এবং অনন্তকাল থাকিবে না। কারণ যে পদার্থ সংযোগ হইতে উৎপন্ন হয়, উহা সংযোগের পূর্ব্বে ছিল না এবং অবশ্যম্ভাবী বিয়োগের অন্তেও থাকিবে না। যখন উক্ত স্বর্গই থাকিবে না, তখন তাহার অধিবাসীসকল কিরূপে থাকিতে পারে? কারণ লিখিত আছে যে সেই স্থানে "গদ্দী", উপধান (বালিস), স্বাদু ফল এবং পানীয় পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা হইতে এইরূপ সিদ্ধ হইতেছে যে, যে সময়ে মুসলমানদিগের ধর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছিল, সেই সময়ে আরব দেশ বিশেষ ধনাঢ্য ছিল না। এই হেতু মহম্মদ সাহেব উপধান আদির কথা শুনাইয়া দরিদ্রদিগকে আপনার মতে আবদ্ধ করিয়া লইয়াছেন। যে স্থানে স্ত্রী সকল আছে, সে স্থানে নিরন্তর সুখ কোথায়? এই সকল স্ত্রী সে স্থানে কোথা হইতে আসিল? অথবা উহারা (নিত্যই) সেই স্থানের অধিবাসিনী? যদি তাহারা আসিয়া থাকে, তবে (অবশ্য) যাইবে এবং যদি সেই স্থানের অধিবাসিনী হয়, তবে শেষ বিচার দিনের পূর্ব্বে তাহারা কি করিত? উহারা কি কর্ম্মহীন থাকিয়া সেই স্থানে বয়স যাপন করিত? ঈশ্বরের প্রভাব দেখ। সকল স্বর্গীয় দূত তাঁহার আজ্ঞা পালন করিল এবং আদমকে নমস্কার করিল কিন্তু শয়তান গ্রাহ্য করিল না। ঈশ্বর শয়তানকে জিজ্ঞাসা করিলেন এবং কহিলেন যে, আমি উহাকে দুই হস্তে গঠিত করিয়াছি, তুমি অভিমান করিও না। ইহা হইতে সিদ্ধ হইতেছে যে কোরাণের ঈশ্বর দুই হস্ত বিশিষ্ট মনুষ্য ছিলেন। সুতরাং তিনি কখন ব্যাপক এবং সর্ব্বশক্তিমান্ হইতে পারেন না। শয়তান সত্যই কহিয়াছিল যে, "আমি আদম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ"; তাহাতে ঈশ্বর ক্রোধ করিলেন কেন? স্বর্গই কি ঈশ্বরের আবাসস্থান এবং পৃথিবী নহে? তবে প্রথমে মক্কা-মসজিদকে ঈশ্বর-গৃহ বলিয়া কেন নির্দ্দেশ করা হইল? আচ্ছা, পরমেশ্বর আপনা হইতে অথবা সৃষ্টি মধ্য হইতে কিরূপে নিষ্ক্রামিত করিতে পারেন? এই সৃষ্টিও সমস্ত পরমেশ্বরের কৃত। ইহা হইতে বিদিত হওয়া যাইতেছে যে, কোরাণোক্ত ঈশ্বর কেবল স্বর্গেরই অধিকারী। ঈশ্বর উহাকে অভিশাপ এবং ধিক্কার দিলেন ও কারারুদ্ধ করিলেন; পরে শয়তান কহিল যে, হে অধীশ্বর! আমাকে বিচারদিন যাবৎ ছাড়িয়া দাও। ঈশ্বর তোষামোদে বশীভূত হইয়া বিচারদিন যাবৎ ছাড়িয়া দিলেন। শয়তান যখন মুক্তি পাইল

তখন ঈশ্বরকে কহিল যে, এক্ষণে আমি অত্যন্ত প্রতারণা করিব এবং বিদ্রোহ উত্তেজিত করিব। তখন ঈশ্বর কহিলেন যে যাহাদিগকে তুমি প্রতারিত করিবে তাহাদিগকে এবং তোমাকে নরকে প্রক্ষেপ করিব। এক্ষণে সজ্জনগণ বিচার করুন যে, ঈশ্বর শয়তানের প্রতারক হইলেন অথবা সে স্বয়ংই প্রতারিত হইল? যদি ঈশ্বর প্রতারণা করিয়া থাকেন, তবে তিনি শয়তানের শয়তান স্থিরীকৃত হইলেন এবং শয়তান যদি স্বয়ংই প্রতারিত হইয়া থাকে তবে অন্য জীবও স্বয়ং প্রতারিত হইতে পারে এবং তাহা হইলে শয়তানের প্রয়োজন নাই। ঈশ্বর যখন উক্ত বিদ্রোহভাবাপন্ন শয়তানকে মুক্ত করিয়া ছাড়িয়া দিলেন, তখন ইহা বিদিত হওয়া যাইতেছে যে, তিনিও অধর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে শয়তানের সহকারী (ভাগী) হইলেন। যদি স্বয়ং চৌর্য্য করাইয়া আবার তাহার দণ্ড দেন, তাহার অন্যায়ের কোন পারাবার (সীমা) নাই॥ ১৩৩॥

১৩৪—ঈশ্বর সকল পাপ ক্ষমা করেন এবং নিশ্চয়ই ক্ষমাকর্ত্তা এবং দয়ালু। শেষ বিচারদিনে সমস্ত পৃথিবী তাঁহার মুষ্টির ভিতর থাকিবে এবং তাঁহার দক্ষিণ হস্তে আকাশ সংসক্ত থাকিবে। সমস্ত পৃথিবী আপনার অধীশ্বরের প্রকাশ বশতঃ আলোকিত হইবে। কর্ম্মপত্র রক্ষিত হইবে, প্রচারক এবং সাক্ষীদিগকে আনয়ন করা হইবে এবং বিচার করা হইবে। মঃ ৬। সিঃ ২৪। সূঃ ৩৯। আঃ ৫৪। ৬৮। ৭০॥

সমীক্ষক:—ঈশ্বর যদি সমগ্র পাপ ক্ষমা করেন তাহাহইলে, জানিতে হইবে যে, তিনি সমগ্র সংসারকে পাপী করিতেছেন এবং তিনি দয়াহীন। কারণ একজন দুষ্টের উপর দয়া এবং ক্ষমা করিলে, সে অধিক দুষ্টতা করিবে এবং অন্য অনেক ধর্ম্মাত্মার দুঃখ উপস্থিত হইবে। যদি কিঞ্চিৎ মাত্রও অপরাধ ক্ষমা করা হয়, তবে সমগ্র জগৎ অপরাধেই আচ্ছন্ন হইয়া যাইবে। পরমেশ্বর কি অগ্নির ন্যায় প্রকাশ বিশিষ্ট? কর্ম্মপত্র সকল কোথায় পুঞ্জীকৃত থাকে? কে তাহা লিখেন? যদি ধর্ম্মপ্রচারক এবং সাক্ষীদিগের উপর নির্ভর করিয়া ঈশ্বর বিচার করেন তাহাহইলে তিনি অসর্ব্বজ্ঞ এবং অসমর্থ। যদি অন্যায় না করেন এবং কেবল ন্যায়ই করেন তাহাহইলে কর্ম্মানুসারেই করিয়া থাকেন এইরূপ হইবে। এই কর্ম্ম পূর্ব্বাপর এবং বর্ত্তমান জন্মেরই হইতে পারে। তাহাহইলে আবার ক্ষমা করেন, হৃদয়ে চাবি দেন, উপদেশ করেন না, শয়তান দ্বারা প্রতারিত করেন এবং "সেসন সুপুরদ" (ভাবি বিচারাধীন) করেন ইত্যাদি কেবল অন্যায় করা হয়॥ ১৩৪॥

১৩৫—সর্ব্বশক্তিমান্ এবং বিজ্ঞ পরমেশ্বরের নিকট হইতেই এই পুস্তক অবতীর্ণ হইয়াছে। তিনি পাপ সকলের ক্ষমাকর্ত্তা এবং অনুতাপ স্বীকার কর্ত্তা। মঃ ৬। সিঃ ২৪। সূঃ ৪০। আঃ ১। ২॥

সমীক্ষকঃ—নির্ব্বোধ লোক এই পুস্তকে শ্রদ্ধা করিবে এই জন্য এই কথা কথিত

হইয়াছে। ইহাতে অল্পমাত্র সত্য ভিন্ন অসত্যে পূর্ণ আছে এবং উক্ত সত্যও অসত্যের সহিত মিলিত হইয়া বিকৃত হইয়া রহিয়াছে। এই হেতু কোরাণ, কোরাণোক্ত ঈশ্বর, এবং উহাতে বিশ্বাসকারিগণ পাপ বৃদ্ধিককারক এবং পাপের অনুষ্ঠান কর্ত্তা ও প্রবর্ত্তক। কারণ পাপের ক্ষমা করা অত্যন্ত অধর্ম্ম। এই কারণ বশতঃই মুসলমানগণ পাপ এবং উপদ্রব করিতে ভীত হয় না ॥ ১৩৫ ॥

১৩৬—আমি দুই দিনে উহাদিগকে সপ্ত স্বর্গে পরিণত করিলাম এবং উহাদিগের মধ্যে উহাদিগের কার্য্য উহাদিগকে প্রকাশ করিয়া দিলাম। যখন উহারা সেই স্থানে উপস্থিত হইবে, তখন উহাদিগের সম্বন্ধে উহাদিগের কর্ণ, উহাদিগের চক্ষু এবং উহাদিগের চর্ম্ম :উহাদিগের অনুষ্ঠিত কার্য্য বিষয়ে সাক্ষ্য দিবে। উহারা আপনাদিগের চর্ম্মকে কহিবে যে কেন তোমরা তোমাদিগের বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছ ? উহারা (চর্ম্মাদি) কহিবে যে, যিনি সকলকে বাক্‌শক্তি দিয়াছেন, সেই ঈশ্বরই আমাদিগকে বাক্‌শক্তি দিয়া কহিতে প্রবৃত্ত করিয়াছেন। অবশ্যই তিনি মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করেন ॥ মঃ ৬। সিঃ ২৪। সূঃ ৪১। আঃ ১২। ২০। ২১। ৩৯ ॥

সমীক্ষকঃ—মুসলমান! বাহবা! তোমাদিগের ঈশ্বর যাঁহাকে তোমরা সর্বশক্তিমান্ মনে কর, তিনি দুই দিনে সপ্ত সর্গ নির্ম্মাণ করিতে পারেন! বস্তুতঃ যিনি সর্ব্বশক্তিমান্, তিনি ক্ষণমাত্রেই সমস্ত নির্ম্মাণ করিতে পারেন। আচ্ছা, ঈশ্বর যখন কর্ণ, এবং চর্ম্মকে জড় নির্ম্মাণ করিয়াছেন তখন উহারা কিরূপে সাক্ষ্য দিতে পারিবে ? যদি সাক্ষ্য দেওয়ান হইবে, তবে প্রথমে কেন উহাদিগকে জড় করিয়া নির্ম্মাণ করা হইয়াছে ? এবং আপনার পূর্ব্বাপর নিয়মের বিরুদ্ধ কেন করিলেন ? ইহা অপেক্ষাও এক মিথ্যা কথা এই যে, যখন উহারা জীবের সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিল তখন জীবগণ আপনার আপনার চর্ম্মকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল যে, কেন তোমরা আমাদিগের বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছ ? চর্ম্ম কহিবে যে ঈশ্বর প্রবৃত্ত করিতেছেন আমরা কি করিতে পারি ? আচ্ছা, এ কথা কখন কি সত্য হইতে পারে ? যেরূপ কেহ যদি কহে যে আমি বন্ধ্যার পুত্রের মুখ দেখিয়াছি। যদি পুত্রই হইল তবে সে বন্ধ্যা কেন ? যদি বন্ধ্যাই হয়, তবে তাহার পুত্র হওয়াই অসম্ভব। এই মিথ্যা বাক্যও তদ্রূপ। যদি তিনি মৃতককে পুনর্জীবিতই করেন, তবে তাহাকে বিনষ্ট করা কেন ? কেহ স্বয়ং মৃত হইতে পারে কি না ? যদি না পারে তবে মৃত হওয়াকে কেন দোষ মনে করা হয় ? শেষ বিচার দিনের রাত্রি পর্য্যন্ত মৃত জীব কোন্ মুসলমানের গৃহে অবস্থান করিবে ? ঈশ্বর বিনা অপরাধে কোন "সেশন সুপুরুদ্দ" (শেষ বিচারাধীন) করিয়া রাখিলেন ? তিনি কেন শীঘ্র ন্যায় বিধান করিলেন না ? এবংবিধ বাক্য দ্বারা ঈশ্বরত্বের খর্ব্বতা হইতেছে ॥ ১৩৬ ॥

১৩৭—স্বর্গের এবং পৃথিবীর চাবি তাঁহারই জন্য (কাছে) আছে। তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন, ভোজন দ্রব্য দান করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা করেন উহা হইতে বঞ্চিত করেন। তিনি যাহা কিছু ইচ্ছা করেন, তাহাই উৎপন্ন করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা করেন কন্যা ও যাহাকে ইচ্ছা করেন পুত্র দান করেন। অথবা তিনি উভয়ই প্রদান করেন অর্থাৎ পুত্র এবং কন্যা মিলাইয়া দেন এবং যাহাকে ইচ্ছা করেন বন্ধ্যা করিয়া দেন। :কোন লোকের এরূপ শক্তি নাই যে, ঈশ্বর তাঁহার সহিত কথা কহিবেন। ঈশ্বর কিন্তু তাহাদিগের হৃদয়ে (আদেশ) প্রকাশ করেন, অথবা আবরণের পশ্চাৎ * হইতে কিম্বা প্রচারক প্রেরণ করিয়া তাঁহার আদেশ প্রচার করেন॥ মঃ ৬। সিঃ ২৫। সূঃ ৪২। আঃ ১০। ৪৭। ৪৮। ৪৯॥

সমীক্ষক—বোধ হয় ঈশ্বরের নিকট চাবির ভাণ্ডার আছে। কারণ তাঁহাকে সকল স্থানের "কুলুপ" খুলিতে হয় বলিয়া বোধ হইতেছে। যাহাকে ইচ্ছা করেন, তাহাকে তাহার পুণ্য কর্ম্ম ব্যতিরেকেও ঐশ্বর্য্য দান করেন, এবং যাহাকে ইচ্ছা করেন, তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন করেন,—ইহা বালকত্বের কথা। যদি তিনি তদ্রূপ হয়েন, তবে তিনি মহা অন্যায়কারী। কোরাণ-রচয়িতার ঈদৃশ চতুরতা যে, উহাতে স্ত্রীলোকেও মোহিত হইয়া আবদ্ধ হইয়া যাইতে পারে। যদি তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই উৎপন্ন করেন, তাহা হইলে তিনি দ্বিতীয় ঈশ্বরও উৎপন্ন করিতে পারেন কিনা? যদি না করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তার এস্থলে প্রতিবন্ধ হইল। আচ্ছা, মনুষ্যদিগকে ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা করেন, পুত্র ও কন্যা দান করেন; পরন্তু কুক্কুট, মৎস্য শূকরাদি যাহাদিগের অনেক পুত্র ও কন্যা হইয়া থাকে তাহাদিগকে কে (তাহা) দান করে? অধিকন্তু তিনি স্ত্রী ও পুরুষের সমাগম ব্যতিরিকে কেন দেন না? কাহাকেও আপনার ইচ্ছাবশতঃ বন্ধ্যা করিয়া কেন দুঃখ দেন? বাহবা! ঈশ্বর কি তেজস্বী যে কেহই তাঁহার সমক্ষে কথা কহিতে পারে না! পরন্তু উহারা পূর্ব্বেই কহিয়াছে যে যবনিকা পাতিত করিয়া কথা কহিতে পারা যায় অথবা স্বর্গীয় দূতগণ

* "তফসীর হুসেনী" নামক এই সূত্রের ভাষ্যে লিখিত আছে যে, মহম্মদ সাহেব দুই পর্দ্দার (যবনিকার) ভিতর ছিলেন এবং ঈশ্বরের শব্দ (কথা) শুনিয়াছিলেন। এক যবনিকা (পর্দ্দা) "জরী" যুক্ত এবং অপরটী শুভ্র যুক্ত; এবং উভয় যবনিকার মধ্যে সপ্ততি বৎসর গমন যোগ্য মার্গ ছিল! বুদ্ধিমান লোক এবিষয়ে বিচার করিবেন যে এই ঈশ্বর কি ঈশ্বর অথবা যবনিকা মধ্যে সংলাপকর্ত্রী কোন স্ত্রী? এই সকল লোক ঈশ্বরেরই দুর্দ্দশা করিয়া ফেলিয়াছে। বেদ এবং উপনিষদাদি সদ্‌গ্রন্থ সকলে প্রতিপাদিত শুদ্ধ পরমাত্মা কোথায় এবং কোরাণোক্ত যবনিকার আবরণ মধ্যস্থিত হইয়া আলাপ কর্ত্তা ঈশ্বর কোথায়? ইহাই সত্য যে আরব দেশে অবিদ্বান্ লোক ছিল। উহারা কাহার গৃহ (নিকট) হইতে সৎকথা আনিতে (প্রয়োগ করিতে) পারিবে।

এবং প্রচারক ঈশ্বরের সহিত কথা কহিয়া থাকেন। যদি এরূপ হয়, তাহা হইলে স্বর্গীয় দূত এবং ধর্ম্মপ্রচারক উত্তমরূপ আপনাদিগের অভিপ্রায় সিদ্ধ করিয়া থাকেন! ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বব্যাপক; এইহেতু যবনিকার মধ্য হইতে কথা কহা অথবা "ডাকের" তুল্য সংবাদ লইয়া আনা অথবা লেখা ব্যর্থ। যদি এরূপ হয় তবে তিনি ঈশ্বরই নহেন; পরন্তু কোন চতুর মনুষ্য হইবেন। এই হেতু কোরাণ কখন ঈশ্বরকৃত হইতে পারে না॥ ১৩৭॥

১৩৮—ঈশা যখন প্রত্যক্ষ প্রমাণের সহিত আসিলেন। মঃ ৬। সিঃ ২৫ সূঃ ৪৩। আং ৬২॥

সমীক্ষকঃ—ঈশা যদি ঈশ্বর প্রেরিত হয়েন, তাহা হইলে ঈশ্বর তাঁহার উপদেশ বিরুদ্ধ কোরাণ কেন রচনা করিলেন? তদ্ভিন্ন বাইবেল কোরাণের বিরুদ্ধ। এই হেতু এই সকল পুস্তক ঈশ্বর কৃত নহে॥ ১৩৮॥

১৩৯—উহাকে ধৃত কর এবং নরক মধ্যে উহাকে আকর্ষণ (ঘর্ষণ) কর। এই প্রকারে অবস্থান করিবে; উহাদিগকে সুন্দরনয়না ও গৌরবর্ণা স্ত্রীদিগের সহিত বিবাহ দিব। মঃ ৬। সিঃ ২৫। সূঃ ৪৪। আঃ ৪৪।৫১॥

সমীক্ষকঃ—বাহবা! ঈশ্বর ন্যায়কারী হইয়া কি প্রাণীদিগকে ধৃত করেন এবং আকর্ষণ (ঘর্ষণ) করেন? মুসলমানদিগের ঈশ্বরই যখন এইরূপ, তখন তাঁহার উপাসক মুসলমান যে অনাথ এবং দুর্ব্বলদিগকে আক্রমণ করিবে এবং ঘর্ষণ করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তিনি সংসারী মনুষ্যের ন্যায় বিবাহও দিয়া থাকেন। এরূপ জানিতে হইবে যে তিনি মুসলমানদিগের পুরোহিত॥ ১৩৯॥

১৪০—যখন তোমরা অবিশ্বাসীদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবে, তখনই যে পর্য্যন্ত তাহা চূর্ণ না হইয়া যায়, সে পর্য্যন্ত তাহাদিগের গলদেশে আঘাত করিবে এবং দৃঢ়ভাবে উহাদিগকে কারারুদ্ধ করিবে। তোমাদিগের নগরী অপেক্ষা অধিক শক্তি বিশিষ্ট অনেক নগরী আছে। উহারা (নগরীবাসিগণ) তোমাদিগকে দূরীকৃত করিয়া দিয়াছিল এবং আমি উহাদিগকে বিনষ্ট করিয়াছি ও কেহ তাহাদিগের সহায়দাতা হয় নাই। জিতেন্দ্রিয়দিগের প্রতি যে স্বর্গ প্রতিশ্রুত হইয়াছে তাহার স্বরূপ এইরূপ; উহার মধ্যে বিকৃত জল শূন্য নদী; অপরিবর্ত্তিত মধুরতা বিশিষ্ট দুগ্ধ নদী, পানকর্ত্তাদিগের আনন্দদায়ক মদিরার নদী এবং বিশুদ্ধ মধুর নদী প্রবাহিত আছে এবং উহাদের (স্বর্গবাসীদিগের) জন্য উহার মধ্যে সুস্বাদু বিবিধ প্রকার ফল আছে। অধীশ্বরের উহাদিগের প্রতি এইরূপ দান। মঃ ৬। সিঃ ২৬। সূঃ ৪৭। আঃ ৪।১৩।১৫॥

সমীক্ষকঃ—এইজন্য উক্ত কোরাণ উক্ত ঈশ্বর এবং মুসলমানগণ বিদ্রোহ উত্তেজক, সকলের দুঃখদায়ক স্বার্থসাধক এবং দয়াহীন। এস্থলে যেরূপ লিখিত হইয়াছে তদ্রূপ

যদি কোন অন্যমতাবলম্বী মুসলমানদিগের উপর লিখে, তাহা হইলে মুসলমানেরা অন্যকে যেরূপ দুঃখ দেন, উহাঁদিগেরও তদ্রূপ হয় কি না ? মহম্মদ সাহেবকে যাহারা দূরীকৃত করিয়াছে ঈশ্বর যদি তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি অতিশয় পক্ষপাতী। আচ্ছা ; যে স্থানে বিশুদ্ধ জল, দুগ্ধ, মদ্য এবং মধুর নদী আছে, তাহা কি সংসার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে ? দুগ্ধের কি কখন নদী হইতে পারে ? কারণ উহা অল্প সময়ের মধ্যে বিকৃত হইয়া যায় ? এই হেতু বুদ্ধিমান্ লোক কোরাণের মত বিশ্বাস করেন না ॥ ১৪০ ॥

১৪১—যখন কম্পিত করাতে পৃথিবী বিচলিত হইবে। উড্ডীন করাতে চূর্ণ এবং খণ্ড খণ্ড হইয়া পর্ব্বত সকল উড্ডীন হইবে। দক্ষিণ হস্তের পার্শ্বস্থ সাধুগণ, উহারা কীদৃশ ( সুখী হইবে ) ! বামভাগস্থগণ, উহারা ( কীদৃশ দুরবস্থাপন্ন হইবে ) ! সুবর্ণের তার নির্ম্মিত পালঙ্কের উপর ( দক্ষিণস্থ সাধুগণ শয়ান থাকিবে ) তাহাদিগের অভিমুখে "মুখামুখি" করিয়া উপধান থাকিবে। সর্ব্বদা স্থায়ী যুবকগণ শুদ্ধমদিরাপূর্ণ "গেলাস", ঘটি এবং "পেয়ালা" ( ভাঁড় ) লইয়া তাহাদিগের নিকট বিচরণ করিবে। উহাতে তাহাদিগের মস্তক বিক্ষিপ্ত হইবে না এবং উহারা বিরুদ্ধ কথা কহিবে না যেরূপ ইচ্ছা করিবে সুস্বাদু ফল এবং যেরূপ ইচ্ছা পশু ও পক্ষীর মাংস প্রাপ্ত হইবে। আবৃত মুক্তার ন্যায় সুনয়না স্ত্রী সকল তাহাদিগের জন্য আছে। ( তাহাদিগের জন্য ) বিস্তৃত শয্যা আছে। নিশ্চয় আমি বিশিষ্টপ্রকারে নির্ম্মিত স্ত্রীলোকদিগকে উৎপন্ন করিয়াছি। আমি উহাদিগকে কুমারী করিয়াছি। উহারা সমবয়স্কা এবং আনন্দ-বর্দ্ধয়িত্রী। উহা দ্বারা তাহারা উদরপূরণ করিবে। পতনশীল তারাদিগের নামে আমি শপথ করিতেছি। মঃ ৭। সিঃ ২৭। সূঃ ৫৬। আঃ ৪। ৫। ৬। ৮। ৯। ১৫। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯। ২০। ২১। ২২। ২৩। ২৪। ৩১। ৩৬। ৩৭। ৩৮। ৫৪। ৭৫।

সমীক্ষক :—এক্ষণে কোরাণ-রচয়িতার লীলা দেখ। আচ্ছা, পৃথিবী তো বিচলিত আছেই এবং সেই সময়েও বিচলিত থাকিবে। ইহা হইতে সিদ্ধ হইতেছে যে, কোরাণ-রচয়িতা পৃথিবীকে স্থির মনে করিতেন। আচ্ছা, পর্ব্বতদিগকে কি পক্ষীর ন্যায় উড্ডীন করা হইবে ? যদি চূর্ণ হইয়া যায়, তথাপি সূক্ষ্ম শরীরধারী থাকিবে। এরূপ স্থলে উহাদিগের অপর জন্ম কেন না হইল ? বাহবা ঈশ্বর যদি শরীর ধারী না হইলেন তাহা হইলে, তাঁহার দক্ষিণ এবং বাম পার্শ্বে কিরূপে দণ্ডায়মান হইতে পারে ? সে স্থলে যদি সুবর্ণের তার নির্ম্মিত পালঙ্ক থাকে, সে স্থলে সূত্রধর এবং স্বর্ণকারও আছে এবং মৎকুণও দংশন করে এরূপ হইবে ও তজ্জন্য উহাদিগের রাত্রিতে নিদ্রা হয় না। উহারা কি উপধান অবলম্বন করিয়া ও নিষ্কর্ম্মা হইয়া স্বর্গে বসিয়া থাকে ? অথবা কোন কর্ম্ম করে ? যদি বসিয়া থাকে এরূপ হয়, তবে উহাদিগের অন্ন জীর্ণ

না হওয়াতে উহারা রোগী হইয়া শীঘ্র মৃত্যুগ্রস্তও হইবে। যদি কার্য্য করে এরূপ হয়, তবে এস্থানে যেরূপ পরিশ্রম এবং চাকুরী করে তদ্রূপ সে স্থানেও পরিশ্রম করিয়া নির্ব্বাহ করে। তাহা হইলে এস্থান অপেক্ষা স্বর্গের বিশেষ কি রহিল? কিছুই নহে। যদি যুবকগণ সর্ব্বদা সেই স্থানে অবস্থান করে এরূপ হয়, তবে উহাদিগের মাতা, পিতা, শ্বশ্রূ এবং শ্বশুরও অবস্থান করে এইরূপ হইবে। তাহা হইলে উহা একটী প্রকাণ্ড নগর সন্নিবেশিত হইল এবং তাহা হইলে মল মূত্রাদির বৃদ্ধি বশতঃ পীড় অনেক প্রকার হইয়া থাকে এরূপ হইবে। কারণ যদি (উহারা) সুস্বাদু ফল খাইবে, পান পাত্রে জল পান করিবে, গেলাসে মদ্যপান করিবে, অথচ উহাদিগের শিরোবিক্ষেপ হইবে না এবং উহারা বিরুদ্ধ বাক্য কহিবে না, এবং যথেষ্ট স্বাদু ফল এবং পশু ও পক্ষীদিগের মাংসও ভোজন করিবে এরূপ হয়, তবে সে স্থানে অনেক প্রকার দুঃখ এবং অনেক প্রকার পশু ও পক্ষী আছে এবং উহাদিগের হত্যা হয় এবং অস্থি সকল ইতস্ততঃ বিকার্ণ থাকে ও "কসাই দিগের" ও দোকান আছে। চমৎকার! ইহাদিগের স্বর্গের প্রশংসা কত কহা যাইবে! উহা আরব দেশ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ প্রতিয়মান হইতেছে। মদ্য ও মাংস পান ও ভোজন করতঃ উন্মত্ত হইয়া থাকে বলিয়া সেস্থানে উত্তম উত্তম স্ত্রী এবং যুবকগণেরও সেস্থানে থাকা আবশ্যক। অন্যথা মাদক সেবকদিগের মস্তিকের উষ্মা বৃদ্ধি হইয়া উহারা উন্মত্ত হইয়া পড়িবে। অনেক স্ত্রী এবং পুরুষদিগের উপবেশন এবং শয়ন করিবার জন্য অবশ্য বৃহৎ বৃহৎ শয্যা আবশ্যক। ঈশ্বর যদি কুমারীদিগকে স্বর্গে উৎপন্ন করেন, তাহা হইলেই কুমারযুবকদিগকেও উৎপন্ন করিয়া থাকেন। আচ্ছা, উক্ত কুমারী-গণের ইহলোকের যে সকল লোক প্রার্থী হইয়া যায়, তাহাদিগের সহিত বিবাহের কথা ঈশ্বর লিখিয়াছেন। পরন্তু উক্ত সর্ব্বদাস্থায়ী যুবকদিগের কোন্ কুমারীদিগের সহিত বিবাহ হইবে তাহা তিনি লিখেন নাই। উহাদিগকেও কি উক্ত প্রার্থীদিগকে কুমারী দিগের ন্যায় দেওয়া হইবে? ইহার কোনরূপই ব্যস্থা লিখিত হয় নাই। ঈশ্বর এই মহা ভ্রম কেন করিলেন? যদি সমবয়স্কা এবং আনন্দদায়িনী স্ত্রী সকল পতি প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে অবস্থান করে এরূপ হয়, তাহাহইলেও সঙ্গত হইল না। কারণ স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের বয়স দ্বিগুণ অথবা সার্দ্ধ দ্বিগুণ হওয়া আবশ্যক। মুসলমানদিগের স্বর্গের কথা এইরূপ। নরকবাসিগণ "থোহড়" (কণ্টক) বৃক্ষের ফল ভোজন করিয়া উদর পূর্ত্তি করিবে। এরূপ হইলে নরকে কণ্টক বৃক্ষও আছে এবং কণ্টক বেধও হইয়া থাকে। উষ্ণ জল পান করিবে ইত্যাদি দুঃখ নরকে অনুভব হইবে। শপথ করা প্রায়ই মিথ্যাবাদীরই কার্য্য, সত্যবাদার নহে। যদি ঈশ্বরই শপথ করেন, তবে তিনিও মিথ্যা হইতে পৃথক্ হইতে পারেন না ॥১৪১॥

১৪২—ঈশ্বরের মার্গে স্থিত হইয়া যে সকল লোক যুদ্ধ করেন, ঈশ্বর নিশ্চয়ই তাঁহাদিগের উপরই প্রীতি রাখেন। মঃ ৭ সিঃ ৮। সূঃ ৬১। আঃ ৪॥

সমীক্ষক:--বাহবা! বস্তুতঃ ঈদৃশ ঈদৃশ উপদেশ দান করিয়া হতভাগ্য আরবদেশ-বাসীদিগকে সকলের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়া সকলের শত্রু করিয়া পরস্পর দুঃখ প্রদান করা হইয়াছে। ধর্ম্মের ধ্বজা উড্ডীন করিয়া যুদ্ধ-উত্তেজনা ও বিস্তৃত করা হইয়াছে। কোন বুদ্ধিমান্ ঈদৃশ ঈশ্বরকে ঈশ্বর বলিয়া কখন বিশ্বাস করিতে পারেন না। যে জাতি মধ্যে বিরোধ বৃদ্ধি করে, সেই সকলের দুঃখ দাতা হইয়া থাকে॥ ১৪২॥

১৪৩—হে ধর্ম্মপ্রচারক! ঈশ্বর তোমার নিমিত্ত যাহা বিধিযুক্ত করিয়াছেন, তাহা তুমি আপনার স্ত্রীদিগকে প্রসন্ন করিবার জন্য কেন বিধি বিরুদ্ধ করিতেছ? ঈশ্বর ক্ষমাকর্ত্তা এবং দয়ালু। তাঁহার অধীশ্বর শীঘ্রকারী। তিনি (প্রচারক) যদি তোমাদিগকে ত্যাগ করেন, তাহা হইলে তিনি (ঈশ্বর) তোমাদিগের পরিবর্ত্তে তোমাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মুসলমান-বিশ্বাসিনী, সেবাকারিণী, অনুতাপকারিণী, ভক্তিকারিণী, ব্রতানুষ্ঠায়িনী এবং দৃষ্টপুরুষা অথবা অদৃষ্টপুরুষা (কুমারী) স্ত্রী তাহাকে দিবেন। মঃ ৭। সিঃ ২৮॥ সূঃ ৬৬। আঃ ১। ৫॥

সমীক্ষক:—অভিনিবেশ পূর্ব্বক দেখা আবশ্যক যে, ঈশ্বর যেন মহম্মদ সাহেবের গৃহের বাহ্য এবং আভ্যন্তরিক বন্দোবস্ত কর্ত্তা ভৃত্য স্থিরীকৃত হইয়াছেন! প্রথম সূত্র সম্বন্ধে দুইটি আখ্যায়িকা আছে। একটি এই যে, মহম্মদ সাহেব মধুমিশ্রিত পানীয় প্রিয় ছিলেন। তাঁহার কয়েক স্ত্রী ছিল। একজনের গৃহে পান করিতে বিলম্ব হওয়াতে অপর দিগের তাহা অসহ্য প্রতীত হইল। পরে উহাদিগের বাক্য শ্রবণান্তর মহম্মদ সাহেব আর পান করিবেন না বলিয়া শপথ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় এই যে, তাঁহার কয়েক স্ত্রীর মধ্যে এক স্ত্রীর বার (পালা) ছিল। তিনি যখন রাত্রিতে আহার নিকট গমন করিলেন, তখন সে সেস্থানে উপস্থিত ছিল না এবং পিত্রালয়ে গিয়াছিল। মহম্মদ সাহেব এক দাসীকে আহ্বান করতঃ তাহাকে পবিত্র করিলেন। স্ত্রী এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া অতিশয় অপ্রসন্ন হইল। তাহাতে মহম্মদ সাহেব আর তদ্রূপ করিবেন না বলিয়া শপথ করিলেন। তিনি স্ত্রীকে কহিলেন যে, তুমি একথা কাহাকেও প্রকাশ করিও না। স্ত্রীও স্বীকার করিল যে, আর কাহাকেও কহিবে না। তথাপি সে অন্যস্ত্রীর নিকট যাইয়া কহিয়াছিল। এই বিষয় সম্বন্ধে ঈশ্বর এই সূত্রের অবতরণ করিয়াছেন। ইহার মর্ম্ম এই যে, যে বস্তু আমি তোমার জন্য বিধিসিদ্ধ করিলাম, তাহা তুমি কেন বিধি-নিষিদ্ধ করিতেছ? বুদ্ধিমান্ লোক বিচার করিবেন যে ঈশ্বরও কি কোন স্থানে কাহারও গৃহের ব্যবস্থা করিয়া বেড়ান? মহম্মদ সাহেবের আচরণ এই বৃত্তান্ত সকল হইতে প্রকাশিত হইল। কারণ যিনি অনেক স্ত্রী রাখেন তিনি ঈশ্বরের ভক্ত অথবা ধর্ম্মপ্রচারক কিরূপে হইতে পারেন? যিনি পক্ষপাত করিয়া এক স্ত্রীকে অপমান করেন এবং অপরকে সম্মান করেন তিনি পক্ষপাতী হইয়া কেন অধর্ম্মী

হইবেন না? যিনি বহু স্ত্রীতেও সন্তুষ্ট না হইয়া দাসীর উপর আসক্ত হয়েন, তাঁহার লজ্জা ভয় এবং ধর্ম্ম কোথা হইতে থাকিবে? কেহ কহিয়াছেন :—

কামাতুরাণাং ন ভয়ং ন লজ্জা ॥

যিনি কামাতুর হয়েন তাঁহার অধর্ম্ম হইতে ভীতি অথবা লজ্জা হয় না। ইহাদিগের ঈশ্বর মহম্মদ সাহেবের স্ত্রীগণ এবং প্রচারকের কলহ সম্বন্ধে বিচার করাতে জানিতে হইবে যে তিনি প্রধান বিচারক হইয়া বসিয়াছেন। এক্ষণে বুদ্ধিমান লোক বিচার করিবেন যে উক্ত কোরাণ ঈশ্বর অথবা বিদ্বান্ রচিত কিম্বা কোন অবিদ্বান্ উহা কেবল স্বার্থ চক্র প্রস্তুত করিয়াছে? ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইয়া যাইবে। দ্বিতীয় সূত্র হইতে বুঝা যাইতেছে যে মহম্মদ সাহেবের কোন স্ত্রী তাহার উপর অপ্রসন্ন হইয়া থাকিবে এবং ঈশ্বর এই সূত্র অবতারণ করিয়া উহাকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিয়া থাকিবেন যে যদি তুমি গোলযোগ কর, তাহা হইলে মহম্মদ সাহেব তোমাকে ত্যাগ করিলে তাঁহার ঈশ্বর তাঁহাকে তোমা অপেক্ষা উৎকৃষ্টা এবং অদৃষ্ট পুরুষা স্ত্রী প্রদান করিবেন। যে লোকের স্বল্প মাত্রও বুদ্ধি আছে, সে বিচার করিয়া বুঝিতে পারে যে, উহা কি ঈশ্বরের কার্য্য অথবা আপনার প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য অনুষ্ঠিত? এইরূপ বাক্য হইতে বস্তুতঃ সিদ্ধ হইতেছে যে ঈশ্বর কিছুই কহিতেন না. কেবল মহম্মদ সাহেব দেশ কাল বিবেচনা করতঃ আপনার প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য ঈশ্বরের নাম লইয়া কহিয়া দিতেন। যে সকল লোক উক্ত কথা সকল ঈশ্বরের উপর আরোপিত করে, আমরা কেন, অন্যেও তাহাদিগকে কহিবে যে "ঈশ্বরকে তোমরা কিরূপ অনুমান কর, তাহাকে কি মহম্মদ সাহেবের জন্য স্ত্রী সংগ্রহ কর্ত্তার ন্যায় মনে কর? ১৪৩ ॥

১৪৪—হে ধর্ম্মপ্রচারক! অবিশ্বাসী এবং গুপ্ত শত্রুদিগের সহিত বিরোধ কর এবং উহাদিগের উপর উপদ্রব কর ॥ মং ৭। সিঃ ২৮। সূঃ ৬৬। আঃ ৯।

সমী :—মুসলমানদিগের ঈশ্বরের লীলা দেখ। তিনি অন্য মতাবলম্বীদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে ধর্ম্মপ্রচারককে এবং মুসলমানদিগকে উত্তেজিত করিতেছেন। এই হেতু মুসলমানগণ উপদ্রব করিতে সর্ব্বদা প্রবৃত্ত থাকেন। পরমেশ্বর মুসলমানদিগের উপর কৃপাদৃষ্টি করতঃ যেন এরূপ করেন যে তাঁহারা উপদ্রব করা ত্যাগ করিয়া সকলের সহিত মিত্রভাবে ব্যবহার করেন ॥ ১৪৪ ॥

১৪৫—উক্ত দিবসে আকাশ বিদীর্ণ এবং শিথিল হইয়া যাইবে। উহার পার্শ্বে স্বর্গী দূতগণ থাকিবে এবং সেই দিন আট জনে আপনাদিগের অধীশ্বরের সিংহাসন উপরে উত্থাপন করিবে। উক্ত দিবস তোমরা সম্মুখে আনীত হইবে, তখন কোন গোপনীয় বিষয় গুপ্ত থাকিবে না। যাহাকে আপনাদিগের মধ্যে দক্ষিণ হস্তে কর্ম্মপত্র প্রদত্ত হইবে, সে কহিবে যে "আমার কর্ম্মপত্র পাঠ কর"। যাহাকে আপনাদিগের

মধ্যে বাম হস্তে কর্ম্মপত্র প্রদত্ত হইবে সে তৎক্ষণাৎ কহিবে যে "হায়! যদি আমার এই কর্ম্মপত্র না দেওয়া হইত (তাহা হইলে ভাল হইত)।" মঃ ৭। সিঃ ২৯। সূঃ ৬৯। আঃ ১৬। ১৭। ১৮। ১৯। ২৫॥

সমী:—বাহবা! কি তত্ত্ববিদ্যা এবং ন্যায়ের কথা! আকাশ (স্বর্গ) কি কখন ছিন্ন হইতে পারে? উহা কি বস্ত্রের তুল্য যে ছিন্ন হইবে? যদি উপরিস্থ লোককে স্বর্গ কহা যায়, তাহা হইলেও উক্ত কথা বিদ্যাবিরুদ্ধ। এক্ষণে কোরাণের ঈশ্বরের শরীরধারী হওয়া সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ রহিল না। কারণ সিংহাসনে উপবেশন করা এবং আট জন বেহারা দ্বারা উহা উত্থাপন করা মূর্ত্তিমান ব্যতিরেকে অন্য কিছুই হইতে পারে না। সম্মুখে অথবা পশ্চাতে গমনাগমন মূর্ত্তিমানেরই হইতে পারে। যদি তিনি মূর্ত্তিমান হইলেন তবে একদেশী হওয়াতে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপক এবং সর্ব্বশক্তিমান্ হইতে পারেন না এবং সকল জীবের সকল কর্ম্মও কখন জানিতে পারেন না। ইহা অতিশয় আশ্চর্য্যের কথা যে পুণ্যাত্মাদিগকে দক্ষিণ হস্তে পত্র দেওয়া, পাঠ করান, এবং স্বর্গে প্রেরণ করা এবং পাপাত্মাদিগকে বাম হস্তে পত্র দেওয়া, নরকে প্রেরণ করা, এবং কর্ম্মপত্র পাঠ করিয়া বিচার করা ইত্যাদি হইয়া থাকে। আচ্ছা, উক্তবিধ ব্যবহার কি সর্ব্বজ্ঞের হইতে পারে? কখনই নহে। এ সকল লীলা কেবল বালকত্ব মাত্র॥১৪৫॥

১৪৬—উক্ত দিবস, (যাহার পরিমাণ পঞ্চাশ সহস্র বৎসর হইবে) স্বর্গীয় দূতগণ এবং আত্মা (গ্যাব্রিয়েল) তাঁহার অভিমুখে যে স্থানে উপস্থিত হইবে সেই স্থানে দণ্ডবিধান হইবে। সেই সময়ে কবর সকল হইতে (জীব সকল) ধাবমান হইয়া নির্গত হইবে এবং বোধ হইবে যেন তাহারা কোন মূর্ত্তির অভিমুখে ধাবমান হইতেছে॥ মঃ ৭। সিঃ ২৯। সূঃ ৭০। আঃ ৪।৪২

সমী:—যদি দিনের পরিমাণও পঞ্চাশ সহস্র বৎসর হইল, তবে রাত্রির পরিমাণও পঞ্চাশ সহস্র বৎসর কেন হইল না? যদি তাদৃশ দীর্ঘ রাত্রি না হয় তবে তাদৃশ দীর্ঘ দিনও কখন হইতে পারে না। পঞ্চাশ সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত ঈশ্বর, স্বর্গীয় দূতগণ এবং কর্ম্মপত্রধারী সকলে দণ্ডায়মান অথবা উপবিষ্ট কিম্বা জাগ্রত থাকেন, যদি তদ্রূপ হয়, তবে সকলে রোগী হইয়া পুনরায় মৃতও হইবে? কবর হইতে নির্গত হইয়া সকলে কি ঈশ্বরের আদালতের অভিমুখে ধাবমান হইবে? কবর মধ্যে উহাদিগের নিকট কিরূপে (আজ্ঞাপত্র) "সমন" উপস্থিত হইবে? যে সকল হতভাগ্য পুণ্যাত্মা অথবা পাপাত্মা আছে ঈশ্বর তাহাদিগকে এতাবৎকাল পর্য্যন্ত (সেসন্ সুপুরদ্দ) ভাবি বিচারাধীন করিয়া কেন কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলেন? আজ কাল ঈশ্বরের আদালত বন্ধ আছে এবং ঈশ্বর ও স্বর্গীয় দূতগণ নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া আছেন এইরূপ হইবে? অথবা তাঁহারা কার্য্য করিতেছেন এইরূপ হইবে? বোধ হয়, তাহারা

আপনার আপনার স্থানে উপস্থিত থাকিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন, নিদ্রানুভব করিতেছেন এবং নৃত্য ও তামসিক ক্রীড়াদি দর্শন করতঃ স্বচ্ছন্দ এবং বিশ্রাম করিতেছেন। এরূপ অন্ধ কাহারও রাজ্যে থাকিতে পারে না। বন্য লোক ব্যতীত এরূপ কথা কে অন্যে বিশ্বাস করিবে? ॥ ১৪৬ ॥

১৪৭—তিনি নিশ্চয়ই তোমাদিগকে নানা প্রকারে উৎপন্ন করিয়াছেন। তোমরা কি দেখ নাই যে ঈশ্বর কিরূপে সপ্তসর্গ উপর্য্যুপরি উৎপন্ন করিয়াছেন? তিনি উহার মধ্যে চন্দ্রকে প্রকাশক করিয়া এবং সূর্য্যকে দীপক করিয়া উৎপন্ন করিয়াছেন ॥ মঃ ৭। সিঃ ২৯। সূঃ ৭১। আঃ ১৪। ১৫। ১৬ ॥

সমীক্ষক—ঈশ্বর যদি জীবদিগকে উৎপন্ন করিয়া থাকেন তবে ইহারা নিত্য এবং অমর থাকিতে পারে না। তবে আবার স্বর্গে উহারা নিত্য কিরূপে অবস্থান করিতে পারিবে? যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা অবশ্যই নষ্ট হইয়া যায়। আকাশকে উপর্য্যুপরি কিরূপে নির্ম্মাণ করিতে পারিবেন? কারণ উহা নিরাকার এবং বিভু পদার্থ। যদি অন্য পদার্থের নাম আকাশ রক্ষিত হয়, তাহা হইলেও তাহার নাম আকাশ রাখা ব্যর্থ। যদি উপর্য্যুপরি আকাশ সকল নির্ম্মিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহাদিগের মধ্যে চন্দ্র এবং সূর্য্য কখন থাকিতে পারে না। যদি মধ্যে রক্ষিত হয় তাহা হইলে এক উপরের এবং এক নীচের পদার্থই প্রকাশিত হয় এবং দ্বিতীয় হইতে সমস্তই অন্ধকারাবৃত থাকা আবশ্যক, তাহা দৃষ্ট হয় না। সুতরাং এ কথা সর্ব্বথা মিথ্যা ॥ ১৪৭ ॥

১৪৮—এই সকল মন্দির (মসজিদ্) ঈশ্বরের জন্য। অতএব ঈশ্বরের সহিত অন্য কাহাকে আহ্বান করিও না। মঃ ৭। সিঃ ২৯। সূঃ ৭২। আঃ ১৮ ॥

সমীক্ষক—যদি এ কথা সত্য হয় তবে মুসলমানেরা "লাই লাহা ইলিল্লাঃ মহম্মদর্‌রসুলল্লাঃ" এই বচনে মহম্মদ সাহেবকে ঈশ্বরের সহিত কেন উচ্চারণ করেন? এ কার্য্য কোরাণের বিরুদ্ধ এবং যদি কোরাণের বিরুদ্ধ না হয় তবে তাঁহারা কোরাণের কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেন। যদি মসজিদ্ সকল ঈশ্বরের গৃহ হইল, তবে মুসলমানগণ মহামূর্ত্তিপূজক হইলেন। কারণ যেরূপ পৌরাণিক এবং জৈনীগণ ক্ষুদ্র মূর্ত্তিকে ঈশ্বরের গৃহ মনে করাতে তাহাদিগকে মূর্ত্তিপূজক নির্দ্ধারিত করা হয়, ইহারাও তদ্রূপ নহে কেন? ॥ ১৪৮ ॥

১৪৯—সূর্য্য এবং চন্দ্রকে একত্রিত করা যাইবে মঃ ৭। সিঃ ২৯। সূঃ ৭৫। আঃ ৯ ॥

সমীক্ষক—আচ্ছা, সূর্য্য এবং চন্দ্র কি কখন একত্রিত হইতে পারে? ইহা নির্বুদ্ধির এবং তদ্ভিন্ন চন্দ্র ও সূর্য্যকে একত্রিত করিবার প্রয়োজন কি? অন্য সমস্ত লোককে একত্রিত না করাতেই বা যুক্তি কি? ঈদৃশ ঈদৃশ অসম্ভব কথা কখন কি ঈশ্বরকৃত হইতে পারে? অবিদ্বান্ ব্যতিরেকে অন্য কোন বিদ্বানেরও (এরূপ বাক্য) হইতে পারে না ১৪৯ ॥

১৫০—তাহাদিগের নিকট নিত্যস্থায়ী যুবক সকল বিচরণ করিবে। তোমরা যখন তাহাদিগকে দেখিবে, তখন বোধ হইবে যেন মুক্তা বিকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। তাহারা রৌপ্যময় কঙ্কণে ভূষিত হইবে। অধীশ্বর তাহাদিগকে পবিত্র মদিরা পান করাইবেন॥ মঃ ৭। সিঃ ২৯। সূঃ ৭৬। আঃ ১৯।২১॥

সমীক্ষক—মুক্তাবর্ণের যুবক সকল সে স্থলে কিজন্য রক্ষিত হইয়া থাকে? যুবকজনসেবা এবং স্ত্রীজন কি উহাদিগকে তৃপ্ত করিতে পারে না? কি আশ্চর্য্য! দুষ্টজনেরা বালকদিগের সহিত যে ভয়ানক ভয়ানক দুষ্কার্য্য করিয়া থাকে এই কোরাণের বচনই তাহার মূলীভূত! স্বর্গে স্বামী এবং সেবকভাব হইলে স্বামীর আনন্দ এবং সেবকের পরিশ্রম হওয়াতে কেন দুঃখ এবং পক্ষপাত হয়? ঈশ্বর যখন মদ্যপান করাইবেন তখন তিনিও সেবকবৎ নির্দ্ধারিত হইবেন। পরে আর ঈশ্বরের গৌরব কিরূপে রক্ষিত হইবে? উক্ত স্বর্গে স্ত্রীপুরুষের সমাগম, গর্ভস্থিতি এবং উহারা সন্তানবিশিষ্টও হয় কি না? যদি না হয়, তবে উহাদিগের বিষয় ভোগ ব্যর্থ হইল এবং যদি হয়, তবে উক্ত জীব কোথা হইতে আসিল? ঈশ্বরের সেবা ব্যতিরেকে স্বর্গে কেন জন্মগ্রহণ হয়? যদি জন্ম হয়, তবে ধর্ম্ম বিশ্বাস না রাখিয়া এবং ঈশ্বরের উপর ভক্তি না করিয়াই অনায়াসে স্বর্গলাভ হইল। কোন হতভাগ্যের পক্ষে ধর্ম্ম বিশ্বাস রাখা দ্বারা এবং অন্য কাহারও পক্ষে ধর্ম্ম ব্যতিরেকেও সুখলাভ হইয়া যায়। ইহা অপেক্ষা আর কি মহা অন্যায় হইতে পারে? ১৫০॥

১৫১—কর্ম্মানুসারে পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। পানপাত্র পূর্ণ আছে। যে দিন স্বর্গীয় দূতগণ এবং আত্মা (গ্যাব্রিয়েল) পঙ্ক্তিবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইবে॥ মঃ ৭। সিঃ ৩০। সূঃ ৭৮। আঃ ২৬।৩৪।৩৮॥

সমীক্ষক—যদি কর্ম্মানুসারে ফল দেওয়া হইয়া থাকে, তবে নিত্য স্বর্গবাসী সমস্ত স্বর্গীয় দূতদিগের এবং মুক্তা সদৃশ বালকদিগের কোন্ কর্ম্মানুসারে নিত্য কালের জন্য স্বর্গলাভ হইয়াছে? যদি পাত্রপূর্ণ মদিরা পান করে এরূপ হয় তবে মত্ত হইয়া কেন না বিরোধ করিবে? উক্ত স্থলে "আত্মা" নামে এক স্বর্গীয় দূত আছে এবং সে সকল স্বর্গীয় দূত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আত্মা এবং অন্যান্য স্বর্গীয় দূতদিগকে পঙ্ক্তিবদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান করিয়া ঈশ্বর কি সেনা রচনা করিবেন? উক্ত সেনা দ্বারা তিনি সকল জীবদিগকে দণ্ড প্রদান করাইবেন? ঈশ্বর কি সেই সময়ে দণ্ডায়মান থাকিবেন অথবা উপবিষ্ট থাকিবেন? যদি শেষ বিচারদিন যাবৎ ঈশ্বর আপনার সমস্ত সৈন্য একত্রিত করিয়া শয়তানকে ধৃত করেন, তাহা হইলে তাঁহার রাজ্য নিষ্কণ্টক হইয়া যায়। ইহার নাম ঈশ্বরত্ব॥১৫১॥

১৫২—তখন সূর্য্যকে জড়ান (সংবৃত করা) হইবে। তারা সকল তখন মলিন

হইবে। পর্ব্বত সকল তখন বিচলিত হইবে। আকাশের ধর্ম্ম অপাকৃত হইবে॥ মঃ ৭। সিঃ ৩০। সূঃ ৮১। আঃ ১।২।৩।১১।

সমীক্ষক—ইহা অতিশয় নির্বুদ্ধির কথা যে বর্ত্তুলাকার সূর্য্যালোক "জড়ান" (সংবৃত করা) যাইবে। তারা সকল কিরূপে মলিন হইতে পারিবে? পর্ব্বত সকল যখন জড়, তখন উহারা কিরূপে বিচলিত হইবে? আকাশকে কি পশু মনে করা হইয়াছে যে উহার চর্ম্ম অপাকৃত হইবে? ইহা অতিশয় নির্বুদ্ধি এবং বন্যভাবপরিচায়ক কথা ॥১৫২॥

১৫৩—তখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে। তখন তারা সকল বিকীর্ণ হইবে। তখন সমুদ্র বিদীর্ণ হইবে। এবং তখন কবর সকল পুনরুজ্জীবিত করিয়া উত্থাপিত করা যাইবে। মঃ ৭। সিঃ ৩০। সূঃ ৮২। আঃ ১।২।৩।৪॥

সমীঃ—বাহবা! কোরাণের রচয়িতা, তুমি কি তত্ত্ববিদ্যাবিদ্! আকাশকে কিরূপে বিদীর্ণ করিতে পারিবে? তারাদিগকে কিরূপে বিকীর্ণ করিতে পারিবে? সমুদ্র কি কাষ্ঠ, যে উহাকে বিদীর্ণ করা যাইবে? কবর সকল কি শব যে উহাদিগকে পুনর্জ্জীবিত করিতে পারিবে? এ সকল কথা বালকের সদৃশ ॥১৫৩॥

১৫৪—দুর্গ প্রাসাদবিশিষ্ট আকাশের নাম শপথ। কিন্তু সুরক্ষিত লৌহ পেটিকা মধ্যস্থিত কোরাণই শ্রেষ্ঠ॥ মঃ ৭। সিঃ ৩০। সূঃ ৮৫। আঃ ১২১॥

সমীঃ—এই কোরাণের রচয়িতা ভূগোল অথবা খগোল বিষয়ে কিছুই পাঠ করেন নাই। অন্যথা আকাশকে দুর্গের প্রাসাদবিশিষ্ট কেন কহিবেন? যদি মেষাদি রাশিকে দুর্গপ্রাসাদ কথিত হয়, তবে অন্য নক্ষত্র কেন দুর্গপ্রাসাদ নহে? এই হেতু উহা দুর্গপ্রাসাদ নহে, পরন্তু উহা সমস্ত তারালোক। এই কোরাণ কি ঈশ্বরের নিকট আছে? যদি উক্ত কোরাণ তাঁহার কৃত হয়, তাহা হইলেও উহা বিদ্যা এবং যুক্তিবিরুদ্ধ হওয়াতে অতিশয় অবিদ্যাপূর্ণ হইবে ॥১৫৪॥

১৫৫—নিশ্চয় সে প্রতারণা করে; কারণ সে একজন প্রতারক। আমিও প্রতারণা করিয়া থাকি ও আমি একজন প্রতারক॥ মঃ ৭। সিঃ ৩০। সূঃ ৮৬। আঃ ১৫।১৬॥

সমীক্ষক:—খলকে প্রতারক কহে। ঈশ্বরও কি খল? চৌর্য্যের প্রতিবিধান কি চৌর্য্য? এবং মিথ্যার প্রতিশোধ কি মিথ্যা? কোন চোর যদি কোন ভদ্রলোকের গৃহে চৌর্য্য করে, তাহা হইলে কি ভদ্রলোকও তাহার গৃহে যাইয়া চৌর্য্য করিবে? বাহবা! বাহবা! ধন্য কোরাণরচয়িতা! ॥১৫৫॥

১৫৬—তখন তোমাদিগের অধীশ্বর এবং স্বর্গীয় দূত সকল পঙ্ক্তিবদ্ধ হইয়া আগমন করিবেন এবং সেই দিন নরককে লইয়া যাইবেন। মঃ ৭। সিঃ ৩০ সূঃ ৮৯ আঃ ২

সমীঃ—তোমরা বল যে পুলিশাধ্যক্ষ অথবা সেনাধ্যক্ষ আপনার সেনা লইয়া পঙ্ক্তি

রচনা করিয়া যেরূপ বিচরণ করে, ইহাদিগের ঈশ্বরও সেরূপ কি না? নরককে কি কলসের তুল্য মনে করা হইয়াছে যে, যেখানে ইচ্ছা হইবে উহাকে উঠাইয়া লইয়া যাইবে? যদি এতাদৃশ ক্ষুদ্র হয়, তাহা হইলে অসংখ্য কারারুদ্ধ তাহাতে কিরূপে স্থান পাইবে? ॥ ১৫৬ ॥

১৫৭।—ঈশ্বরের ধর্ম্মপ্রচারক উহাদিগের জন্য কহিয়াছিলেন যে, ঈশ্বরের এই উষ্ট্রী এবং উহাকে জলপান করাইবে। কিন্তু উহারা মিথ্যারোপ করিল এবং উহার পদচ্ছেদ করিল। সেই হেতু উহাদিগের অধীশ্বর উহাদিগের উপর মারীভয় প্রেরণ করিলেন। মঃ ৭। সিঃ ৩০। সূঃ ৯১। আঃ ১৩। ১৪॥

সমীঃ—ঈশ্বরও কি উষ্ট্রীর উপর আরোহণ করিয়া বিচরণ করিতেন? যদি তাহা না হয় তবে কিজন্য (উষ্ট্রী) রাখিয়াছিলেন? বিচারদিন ব্যতিরেকে ও আপনার নিয়ম ভঙ্গ করিয়া কেন উহাদিগের উপর মারীভয় প্রেরণ করিলেন? যদি প্রেরণ করিয়া থাকেন তাহা হইলে দণ্ড দিয়াছেন। পুনরায় বিচারদিনের রাত্রিতে বিচার হওয়া এবং উক্ত রাত্রি হওয়া মিথ্যা বুঝিতে হইবে। এই উষ্ট্রীর উল্লেখ হইতে অনুমান হয় যে আরবদেশে উষ্ট্র এবং উষ্ট্রী ব্যতিরেকে অন্য কোনরূপ বাহন অল্পই দৃষ্ট হয় এবং এই জন্য কোন আরবদেশবাসী এই কোরাণ রচনা করিয়াছেন॥ ১৫৭ ॥

১৫৮—যদি না নিবৃত্ত হয় তবে আমরা অবশ্য উহার মস্তক ঘর্ষণ করতঃ আকর্ষণ করিব। উহাদিগের মস্তক মিথ্যারত এবং অপরাধী। আমরা নরকের (অধিকারী) স্বর্গীয় দূতদিগকে আহ্বান করিব। মঃ ৭। সিঃ ৩০। সূঃ ৯৬। আঃ ১৫। ১৬। ১৮॥

সমীঃ—এই নীচ "চাপড়াসীর" কার্য্য অর্থাৎ ঘর্ষণ করতঃ আকর্ষণ করা হইতেও ঈশ্বর রক্ষা পান নাই! আচ্ছা, জীব ব্যতিরেকে মস্তক কি কখন মিথ্যারত এবং অপরাধী হইতে পারে? আচ্ছা, যেরূপ কারাগারের "দারগা" (অধিকৃত) কে আহ্বান করিয়া পাঠান হয়, তদ্রূপ ঈশ্বরও আহ্বান করেন, এরূপ কি কখন হইতে পারে? ॥১৫৮॥

১৫৯—আমি নিশ্চয়ই (কদর) নিয়তিনির্দ্ধারণ দিনের রাত্রিতে কোরাণ অবতারণ করিয়াছি। (কদর) রাত্রি (রামজান ব্রতের মধ্যে এক রাত্রি) কিরূপ, তাহা তোমরা কিরূপে বুঝিবে? আপনাদিগের অধীশ্বরের সকল বিষয় সম্বন্ধে আজ্ঞা লইয়া সেই রাত্রি মধ্যে স্বর্গীয় দূত এবং পবিত্রাত্মা অবতরণ করেন॥ মঃ ৭। সিঃ ৩০। সূঃ ৯৭। আঃ ১। ২। ৪॥

সমীঃ—যদি এক রাত্রি মধ্যে কোরাণ অবতীর্ণ হইয়া থাকে তবে উক্ত সূত্র অর্থাৎ উক্ত সময়ে অবতীর্ণ হইয়াছে এই শব্দে যাহা "অবতীর্ণ হইয়াছে" এ কথা কিরূপে সত্য হইতে পারিবে? রাত্রি অন্ধকারাবৃত ছিল। এ বিষয়ে আর কি জিজ্ঞাসা করিতে হইবে? আমরা লিখিয়া আসিয়াছি যে উপরে এবং নীচে কিছুই হইতে পারে না।

এস্থলে লিখিত হইতেছে যে স্বর্গীয় দূত এবং পবিত্রাত্মা ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে সংসারের বন্দোবস্ত করিবার জন্য আগমন করেন। ইহা হইতে স্পষ্ট হইল যে, উক্ত ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় একদেশী। এপর্য্যন্ত দৃষ্ট হইয়াছে যে ঈশ্বর, স্বর্গীয় দূত এবং ধর্ম্মপ্রচারক এই তিনেরই কথা আছে। এক্ষণে আবার চতুর্থ পবিত্রাত্মা নির্গত হইল। এই চতুর্থ পবিত্রাত্মা কি বস্তু তাহা বলা যায় না। ইহা অবশ্য খ্রীষ্টিয়ানদিগের মত, অর্থাৎ পিতা, পুত্র এবং পবিত্রাত্মা। এই তিন মানিতে গিয়া এক চতুর্থ বৃদ্ধি পাইয়াছে। যদি বল যে আমরা এই তিনকে ঈশ্বর বলিয়া মানি না। তাহা হইতে পারে, পরন্তু যখন পবিত্রাত্মা পৃথক্ হইল, তখন ঈশ্বর, স্বর্গীয় দূত এবং ধর্ম্মপ্রচারককে পবিত্রাত্মা কহা যাইবে কি না? যদি তাঁহারা পবিত্রাত্মা হয়েন, তবে একের নামই কেন পবিত্রাত্মা হইল? এতদ্ব্যতীত অশ্বাদি পশু এবং রাত্রি ও দিন এবং কোরাণ প্রভৃতির দ্বারা ঈশ্বর শপথ করেন। শপথ করা ভদ্রলোকের কার্য্য নহে ॥ ১৫৯ ॥

এক্ষণে এই কোরাণের বিষয় লিখিয়া এই পুস্তক কিরূপ তাহা বুদ্ধিমান্‌দিগের সম্মুখে স্থাপিত করিলাম। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে হইবে যে এই পুস্তক ঈশ্বর অথবা কোন বিদ্বানের রচিত নহে, এবং বিদ্যাপূর্ণ হইতে পারে না। লোকে প্রতারণায় পতিত হইয়া আপনাদিগের জন্ম ব্যর্থ না যাপিত করে এই হেতু এস্থলে অতি অল্পমাত্র দোষ প্রকটিত হইল। ইহাতে যাহা কিছু অল্পমাত্র সত্য আছে, তাহা বেদাদি বিদ্যাপূর্ণ পুস্তক সমূহের অনুকূল হওয়াতে যেরূপ আমাদিগের গ্রাহ্য, তদ্রূপ অন্য ধর্ম্মস্থ ভ্রম ও পক্ষপাতরহিত বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্‌দিগের গ্রাহ্য। তদ্ব্যতিরেকে ইহাতে আর যাহা কিছু আছে তৎসমস্ত অবিদ্যা ও ভ্রমে পূর্ণ জানিতে হইবে। উক্ত বিষয় কেবল মনুষ্যদিগের আত্মাকে পশুবৎ করিয়া শান্তিভঙ্গ করতঃ উপদ্রব উত্তেজনা করে, এবং মনুষ্য মধ্যে বিদ্রোহভাব বিস্তার করতঃ পরস্পরের দুঃখ বৃদ্ধি করে। কোরাণকে পুনরুক্তি দোষের ভাণ্ডার বলিয়া জানিতে হইবে। প্রার্থনা করি পরমাত্মা সকল মনুষ্যের উপর এরূপ কৃপা করেন যেন সকলে পরস্পর প্রীতিযুক্ত হইয়া ও মিলিত হইয়া পরস্পরের সুখ বৃদ্ধি করিতে প্রবৃত্ত হয়। আমি যেরূপ পক্ষপাত রহিত হইয়া আপনাদিগের এবং অপর মতমতান্তরের দোষ প্রকাশ করিতেছি তদ্রূপ যদি সকল বিদ্বান্ লোকে করেন তাহা হইলে পরস্পরে বিরোধ খণ্ডন বশতঃ ঐক্যোৎপত্তি হইয়া সকলের পক্ষে আনন্দের একমত হওয়াতে সত্যপ্রাপ্তি সিদ্ধ হওয়া বিষয়ে কঠিনতা কি থাকে? এস্থলে কোরাণ বিষয়ে অল্পমাত্র লিখিত হইল। ইহাতে বুদ্ধিমান্ ধার্ম্মিক লোক সকল গ্রন্থকারের অভিপ্রায় বুঝিয়া লাভবান্ হইবেন। যদি কোন স্থলে ভ্রমবশতঃ অন্যথা লিখিত হইয়া থাকে, তবে তাহা শুদ্ধ করিয়া লইবেন।

এক্ষণে এই এক কথা অবশিষ্ট রহিয়াছে। অনেক মুসলমান লোক এইরূপ কহেন

এবং লিখেন ও মুদ্রিত করেন যে তাঁহাদিগের ধর্ম্মের বিষয় অথর্ব্ববেদে লিখিত আছে। তাহার উত্তর এই যে অথর্ব্ববেদে উহার নাম এবং চিহ্নও নাই। (প্রশ্ন) আপনি কি সমস্ত অথর্ব্ববেদ দেখিয়াছেন? যদি দেখিয়া থাকেন তবে অল্লোপনিষদ্ অবলোকন করুন। স্পষ্ট উহাতে লিখিত আছে। এরূপ স্থলে পুনরায় কেন কহিতেছেন যে অথর্ব্ববেদে মুসলমানদিগের নাম চিহ্নও নাই?

অথাঽল্লোপনিষদং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥

(এক্ষণে অল্লোপনিষদ্ ব্যাখ্যাত হইবে)

অস্মাল্লাং ইল্লে মিত্রাবরুণা দিব্যানি ধত্তে॥ ইল্লল্লে বরুণো রাজা পুনর্দ্দদুঃ। হয়ামিত্রো ইল্লাং ইল্লল্লে ইল্লাং বরুণো মিত্রস্তে জস্কামঃ॥ ১॥ হোতারমিন্দ্রো হোতারমিন্দ্র মহাসুরিন্দ্রাঃ॥ অল্লো জ্যেষ্ঠং শ্রেষ্ঠং পরমং পূর্ণং ব্রহ্মাণং অল্লাম্॥ ২॥ অল্লোরসূল মহামদরকবরস্য অল্লো অল্লাম্॥ ৩॥ আদল্লাবূকমেককম্॥ অল্লাবূক নিখাতকম্॥ ৪॥ আল্লো যজ্ঞেন হুতহুত্বা॥ অল্লা সূর্য্য চন্দ্র সর্ব্বনক্ষত্রাঃ॥ ৫॥ অল্লা ঋষীণাং সর্ব্ব দিব্যাঁ ইন্দ্রায় পূর্ব্বং মায়া পরমমন্তরিক্ষাঃ॥ ৬॥ অল্লঃ পৃথিব্যা অন্তরিক্ষং বিশ্বরূপম্॥ ৭॥ ইল্লাঁ কবর ইল্লাঁ কবর ইল্লাঁ ইল্লল্লেতি ইল্লল্লাঃ॥ ৮॥ ওম্ অল্লা ইল্লল্লা অনাদিস্বরূপায় অথর্ব্বণা ইয়ামা হুং হ্রীং জনানপশূনসিদ্ধান্ জলচরান্ অদৃষ্টং কুরু ফট্॥ ৯॥ অসুর সংহারিণী হুং হ্রীং অল্লোরসূল মহমদরকবরস্য অল্লো অল্লাম ইল্লল্লেতি ইল্লল্লাঃ॥ ১০॥

ইত্যল্লোপনিষৎ সমাপ্তা॥

ইহাতে যে স্পষ্ট মহম্মদ সাহেবকে "রসুল" অর্থাৎ ঈশ্বরের দূত লিখিত হইয়াছে, তাহাতে সিদ্ধ হইতেছে যে মুসলমানদিগের মত বেদমূলক॥ (উত্তর) যদি তোমরা অথর্ব্ববেদ না দেখিয়া থাক, তবে আমাদিগের নিকট আইস এবং আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত দেখ অথবা কোন অথর্ব্ববেদীর নিকট বিংশ কাণ্ডযুক্ত অথর্ব্ববেদের মন্ত্রসংহিতা অবলোকন কর। উহার কোন স্থানে তোমাদিগের ধর্ম্মপ্রচারক সাহেবের নাম অথবা তাঁহার মতের চিহ্নও দেখিতে পাইবে না। এই যে অল্লোপনিষদ্ দেখাইতেছ তাহা অথর্ব্ববেদে অথবা উহার গোপথব্রাহ্মণে কিংবা কোন শাখায় নাই। অনুমান হইতেছে যে আকবর সাহেবের সময়ে কেহ উহা রচনা করিয়াছেন। রচয়িতা কিছু আরবী এবং কিছু সংস্কৃত ভাষাও পাঠ করিয়াছিলেন দৃষ্ট হইতেছে। কারণ উহাতে আরবীর এবং সংস্কৃত ভাষার পদ লিখিত দৃষ্ট হইতেছে। দেখ (অস্মাল্লাং ইল্লে) ইহা আরবী এবং (মিত্রাবরুণা দিব্যানি ধত্তে) ইহা সংস্কৃত পদ লিখিত হইয়াছে। এইরূপ সর্ব্বত্র দৃষ্টিগোচর হওয়াতে নিশ্চয় হইতেছে যে কোন আরবী এবং সংস্কৃতভাষাজ্ঞ ব্যক্তি উহা রচনা করিয়াছেন। যদি উহার অর্থ দেখা যায়, তবে উহা কৃত্রিম, অযুক্ত এবং বেদ ও ব্যাকরণ রীতি বিরুদ্ধ বোধ হইবে। এই উপনিষদ যেরূপে রচিত হইয়াছে তদ্রূপ

অন্য মতমতান্তরস্থ পক্ষপাতী লোকেরাও অনেক রচনা করিয়াছেন। এইরূপ স্বরো-গোপনিষদ্, নৃসিংহতাপনী, রামতাপনী, গোপালতাপনী প্রভৃতি অনেক রচিত হইয়াছে। (প্রশ্ন) আজ পর্য্যন্ত কেহ এ কথা কহেন নাই। আপনি যখন এইরূপ নূতন কথা বলিতেছেন, তখন আপনার কথা কিরূপে বিশ্বাস করা যাইবে? (উত্তর) তোমা-দিগের বিশ্বাস করা এবং অবিশ্বাস করাতে আমার কথা মিথ্যা হইতে পারে না। আমি যেরূপে উহাকে অযুক্ত নির্দ্ধারিত করিয়াছি, তদ্রূপ তোমরাও যদি অথর্ব্ববেদ, গোপথ অথবা উহার শাখা সকল হইতেও প্রাচীন লিখিত পুস্তক সমূহেও অবিকল এইরূপ লিখিত দেখাইতে পার, এবং অর্থসঙ্গতি করিয়া শুদ্ধ প্রতিপন্ন করিতে পার, তবেই উহা সপ্রমাণ হইতে পারে। (প্রশ্ন) দেখ, আমাদিগের মত কিরূপ উৎকৃষ্ট! ইহাতে সকল প্রকার সুখ আছে এবং অন্তে মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। (উত্তর) এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী সকলেই কহিয়া থাকেন যে, "আমাদিগের মত সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং অবশিষ্ট সমস্ত অপকৃষ্ট। আমাদিগের মত ব্যতিরেকে অন্য মতে মুক্তি হইতে পারে না।" এরূপ স্থলে তোমাদিগের কথা সত্য মনে করিব অথবা উহাদিগের মত সত্য মনে করিব? আমরা এইরূপ বিশ্বাস করি যে সত্য ভাষণ, অহিংসা এবং দয়া আদি শুভগুণ সকল মতেই উত্তম এবং অবিশষ্ট বাদ, বিবাদ, ঈর্ষ্যা, দ্বেষ ও মিথ্যাভাষণাদি কার্য্য সকল সকল মতেই নিকৃষ্ট জানিতে হইবে। যদি তোমাদিগের সত্য মত গ্রহণ করিবার ইচ্ছা হয় তবে বৈদিক মত গ্রহণ কর॥

ইতি শ্রীমদ্দয়ানন্দ-সরস্বতী-স্বামিকৃতে সত্যার্থপ্রকাশে
সুভাষাবিভূষিতে যবনমত-বিখণ্ডনে
চতুর্দ্দশঃ সমুল্লাসঃ সম্পূর্ণঃ।

ওঁ

# স্বমন্তব্যামন্তব্য-প্রকাশঃ ॥

সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত অর্থাৎ সাম্রাজ্যসার্ব্বজনিক ধর্ম্মকে সর্ব্বদা সকলে বিশ্বাস করিয়াছেন, এক্ষণে বিশ্বাস করেন এবং ভবিষ্যতেও বিশ্বাস করিবেন। এই হেতু উহাকে সনাতন ও নিত্য ধর্ম্ম কহা যায়। কেহই উহার বিরোধী হইতে পারেন না। অবিদ্যাযুক্ত লোক অথবা কোন ভিন্নমতাবলম্বী কর্ত্তৃক প্রতারিত ব্যক্তি যাহাকে অন্যথা মনে করেন, অথবা বিশ্বাস করেন, কোন বুদ্ধিমানই তাহা স্বীকার করেন না। পরন্তু আপ্ত অর্থাৎ সত্যমানী, সত্যবাদী, পরোপকারক, পক্ষপাত রহিত এবং বিদ্বান লোক যাহা বিশ্বাস করেন, তাহাই সকলের মাননীয় এবং তাঁহারা যাহা বিশ্বাস না করেন তাহাই অগ্রাহ্য হওয়াতে প্রমাণযোগ্য হয় না। এক্ষণে যে সকল ঈশ্বরাদি পদার্থ বেদাদি সত্যশাস্ত্রে লিখিত আছে এবং ব্রহ্মা হইতে জৈমিনি মুনি পর্য্যন্ত যাহা বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন, তাহা আমিও বিশ্বাস করি এবং সকল সজ্জন মহাশয়দিগের সমক্ষে প্রকাশিত করিতেছি। যাহা ত্রিকালে সকলেরই একরূপ মাননীয় আমি তাহাকেই আপনার মন্তব্য বলিয়া জানি। কোনরূপ নূতন কল্পনা করা অথবা কোন মত বিশেষ প্রচলিত করা আমার লেশমাত্রও অভিপ্রেত নহে। পরন্তু যাহা সত্য, তাহাই বিশ্বাস করা ও অপরকে তাহাই বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্ত করা এবং যাহা অসত্য তাহা ত্যাগ করা ও অপরকে ত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত করাই আমার অভীষ্ট। আমি যদি পক্ষপাত করিতাম তাহা হইলে আর্য্যাবর্ত্ত মধ্যে প্রচারিত কোন এক মত বিশেষের আগ্রহী হইতাম। কিন্তু আর্য্যাবর্ত্তে অথবা অন্য দেশে যে সকল অধর্ম্মযুক্ত আচার ও ব্যবহার আছে তাহা আমি স্বীকার করি না এবং যে সকল ধর্ম্মযুক্ত বিষয় আছে তাহা ত্যাগ করি না এবং করিতেও ইচ্ছা করি না। কারণ তদ্রূপ করা মনুষ্যধর্ম্মের বহির্ভূত। তাঁহাকেই মনুষ্য কহা যায়, যিনি মননশীল হইয়া আপনার ন্যায় অন্যেরও সুখ ও দুঃখ এবং হানি ও লাভ মনে করেন; অন্যায়কারী বলবান্ হইলেও ভীত হয়েন না; এবং ধার্ম্মিক দুর্ব্বল হইলেও ভীত হয়েন। এই মাত্র নহে। পরন্তু ধর্ম্মাত্মা সকল যতই কেন অনাথ দুর্ব্বল এবং গুণরহিত হউন না, তাঁহাদিগকে সমস্ত সামর্থ্য দ্বারা তিনি রক্ষা করেন, তাঁহাদিগের উন্নতি সাধন করেন এবং তাঁহাদিগের সহিত প্রিয়াচরণ করেন। অধার্ম্মিক লোক চক্রবর্ত্তী, সনাথ, মহাবলবান্ এবং গুণবান্ হইলেও তিনি সর্ব্বদা তাহার নাশ ও অবনতি এবং তাহার সহিত অপ্রিয়াচরণ করেন। অর্থাৎ যতদূর সম্ভব তিনি ততদূর অন্যায়কারীদিগের বলহানি এবং

ন্যায়কারীদিগের বলোন্নতি সর্ব্বপ্রকারে করিয়া থাকেন। এই কার্য্যে তাঁহার যতদূরই কেন ভয়ানক দুঃখ প্রাপ্তি হউক না, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্তও যদি সৎকর্ম্মে বিনষ্ট হয় তথাপি তিনি মনুষ্যত্বরূপ ধর্ম্ম হইতে কখন পৃথক হয়েন না। এ বিষয়ে শ্রীমান্ মহারাজ ভর্ত্তৃহরি মহোদয় আদি শ্লোক রচনা করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত শ্লোকসকল উপযুক্ত বোধে লিখিত হইতেছে :—

নিন্দন্তু নাতিনিপুণা, যদি বা স্তুবন্তু,
লক্ষ্মীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেষ্টম্॥
অদ্যৈব বা মরণমস্তু যুগান্তরে বা
ন্যায্যাৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ ॥১॥

ভর্ত্তৃহরিঃ॥

ন জাতু কামান্ন ভয়ান্ন লোভাদ্
ধর্ম্মং ত্যজেজ্জীবিতস্যাপি হেতোঃ।
ধর্ম্মোনিত্যঃ সুখদুঃখে ত্বনিত্যে
জীবো নিত্যো হেতুরস্য ত্বনিত্যঃ ॥২॥

মহাভারতে॥

এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যদ্ধি গচ্ছতি ॥৩॥ মনুঃ॥

সত্যমেব জয়তে নানৃতং সত্যেন পন্থা বিততো
দেবয়ানঃ।
যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা যত্র তৎসত্যস্য
পরমং নিধানম্ ॥৪॥

নহি সত্যাৎ পরোধর্ম্মো নানৃতাৎ পাতকং পরম্।
নহি সত্যাৎ পরং জ্ঞানং তস্মাৎ সত্যং সমাচরেৎ ॥৫॥

উপনিষদ্॥

উপোরোক্ত শ্লোকগুলির তাৎপর্য্য এই যে, পার্থিব নীতিনিপুণ ব্যক্তি, নিন্দাই করুন বা স্তুতিবাদই করুন, অথবা লক্ষ্মী বা পার্থিব ঐশ্বর্য্য ও উন্নতি, সমীপস্থ হউন, বা দূরবর্ত্তী হউন, অদ্য বা যুগান্তরে

যখন মরিতেই হইবে, তজ্জন্য ইহাদিগের প্রতি কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, ন্যায়পথাবলম্বী ধীর মনুষ্যগণ কিছুতেই বিচলিত হন না। অর্থাৎ কোন বিশেষ পার্থিব উন্নতি বা হানি, যথার্থ ধীর পুরুষকে, ধর্ম্মানুষ্ঠান রূপ পুরুষকার হইতে, কদাপি উদাসীন করিতে সমর্থ হয় না।

ধার্ম্মিকপুরুষ কোন কামনা, ভয়, বা লোভ হেতু, এমনকি, নিজ প্রাণ রক্ষার জন্যও, ধর্ম্ম ত্যাগ করেন না ; তিনি নিশ্চয় জ্ঞাত আছেন, যে ধর্ম্ম নিত্য, ও সুখ দুঃখ অনিত্য ও ক্ষণস্থায়ী ; এইরূপে জীব নিত্য, কিন্তু তাহার হেতু, অর্থাৎ পুণ্য পাপ বা সুখ দুঃখ, অনিত্য।

ধর্ম্ম, জীবের, বিশেষতঃ মনুষ্যের একমাত্র সুহৃৎ ; যাহা মৃত্যুর পর ও, তাহার ( অর্থাৎ মনুষ্যের ) অনুগমন করিয়া থাকে। অন্য যাহা কিছু আছে, তাহা মৃত্যুর পর, শরীরের সহিত ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

সত্যেরই জয় হইয়া থাকে, মিথ্যার কদাপি জয় হয় না। সত্যবলে বিদ্বানদিগের পথ বিস্তৃত হইয়া থাকে। ঋষিগণ সত্যবলে, সমগ্র ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা, তৃপ্তচিত্ত হইয়া, পরম নিধান অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠাশ্রয় পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন। সত্য অপেক্ষা আর পরম ধর্ম্ম নাই, ও হইতে পারে না ; ও মিথ্যা অপেক্ষা গুরুতর পাপ ও আর নাই। সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠজ্ঞানও নাই, তজ্জন্য সর্ব্বদা সত্যানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। ৪ ও ৫ ॥

এই সকল মহাশয়োক্ত শ্লোকের অনুকূল ভাবে সকলেরই নিশ্চয় করা উচিত। এক্ষণে আমি যে যে পদার্থ বিষয়ে যেরূপ বিশ্বাস করি তাহা সংক্ষেপতঃ এস্থলে বর্ণন করিতেছি। এই গ্রন্থের বিশেষ বিশেষ প্রকরণে এই সকল বিষয়ের বিশেষ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

১—প্রথমতঃ যে ঈশ্বরের ব্রহ্ম ও পরমাত্মাদি নাম আছে, যিনি সচ্চিদানন্দাদি-গুণযুক্ত, যাঁহার গুণ, কর্ম্ম ও স্বভাব পবিত্র, যিনি সর্ব্বজ্ঞ, নিরাকার, সর্ব্বব্যাপক, অজন্মা, অনন্ত, সর্ব্বশক্তিমান্, দয়ালু, ন্যায়কারী, সমস্ত সৃষ্টির কর্ত্তা, ধর্ত্তা ও হর্ত্তা এবং সকল জীবের কর্ম্মানুসারে এবং সত্য ও ন্যায়ানুসারে ফলদাতা ইত্যাদি গুণযুক্ত, তাঁহা-কেই পরমেশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করি ॥

২—চারি বেদকে ( বিদ্যাধর্ম্মযুক্ত ঈশ্বরপ্রণীত সংহিতা ও মন্ত্রভাগকে ) নির্ভ্রান্ত ও স্বতঃপ্রমাণ বলিয়া বিশ্বাস করি। উহা স্বয়ং প্রমাণস্বরূপ অর্থাৎ যাহা প্রমাণ করিতে অন্য কোন গ্রন্থের অপেক্ষা নাই। সূর্য্য অথবা প্রদীপ যেরূপ আপনার স্বরূপ বশতঃ স্বতঃ প্রকাশক এবং পৃথিব্যাদিরও প্রকাশক হয়, চারি বেদও তদ্রূপ চারি বেদের ব্রাহ্মণে, ছয় অঙ্গ, ছয় উপাঙ্গ, চারি উপবেদ এবং ১১২৭ বেদ শাখা এই সকল গ্রন্থ বেদের ব্যাখ্যানরূপ এবং ব্রহ্মাদি মহর্ষিদিগের রচিত। উহাদিগের পরতঃ প্রমাণ অর্থাৎ উহা বেদের অনুকূল হইলে প্রমাণ এবং উহার মধ্যস্থিত যে সকল বেদ বিরুদ্ধ বচন আছে তাহা অপ্রমাণ বলিয়া মনে করি।

৩—বেদ সকলের অবিরুদ্ধ, পক্ষপাতরহিত, ন্যায়াচরণ ও সত্য ভাষণাদিযুক্ত যে

সকল ঈশ্বরাজ্ঞা তাহাকে "ধর্ম্ম" এবং বেদবিরুদ্ধ ও পক্ষপাতযুক্ত, অন্যায়াচরণ ও মিথ্যা-ভাষণাদি ঈশ্বরাজ্ঞাভঙ্গকে "অধর্ম্ম" বলিয়া মনে করি।

৪—যাহা ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ এবং জ্ঞানাদি গুণযুক্ত অল্পজ্ঞ এবং নিত্য, তাহাকে "জীব" মনে করি।

৫—জীব এবং ঈশ্বর স্বরূপ এবং বৈধর্ম্ম্য বশতঃ ভিন্ন এবং ব্যাপ্য ব্যাপক ভাব ও সাধর্ম্ম্য বশতঃ অভিন্ন। অর্থাৎ যেরূপ আকাশ হইতে মূর্ত্তিমান পদার্থ কখন ভিন্ন নহে, ছিলনা, এবং হইবে না এবং কখনও এক নহে, ছিল না এবং হইবে না; তদ্রূপ পরমেশ্বর এবং জীবকে ব্যাপ্য ও ব্যাপক, উপাসক এবং পিতা ও পুত্রাদি সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া বিশ্বাস করি।

৬—তিন পদার্থ "অনাদি"। প্রথম ঈশ্বর, দ্বিতীয় জীব, এবং তৃতীয় প্রকৃতি অর্থাৎ জগতের কারণ। ইহাদিগকে নিত্যও কহা যায়। যাহা নিত্য পদার্থ, তাহার গুণ কর্ম্ম ও স্বভাবও নিত্য।

৭—"প্রবাহক্রমে অনাদি"—সংযোগ হইতে যে দ্রব্য গুণ ও কর্ম্ম উৎপন্ন হয়, উহা বিয়োগের পশ্চাৎ থাকে না; পরন্তু যে হেতু বশতঃ প্রথম সংযোগ হয়, উক্ত সামর্থ্য উহাতে অনাদি। এবং সেই হেতু পুনরায় সংযোগ এবং বিয়োগও হইয়া থাকে। এই তিনকে প্রবাহ ক্রমে অনাদি মনে করা যায়।

৮—পৃথক্ দ্রব্য সমূহের জ্ঞান ও যুক্তিপূর্ব্বক মিলিত হইয়া নানারূপ গঠিত হওয়াকে "সৃষ্টি" কহা যায়।

৯—"সৃষ্টির প্রয়োজন" এই যে, উহাতে ঈশ্বরের সৃষ্টি নিমিত্ত গুণ কর্ম্ম ও স্বভাবের সাফল্য হওয়া। যেমন কেহ কাহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে নেত্রের প্রয়োজন কি? সে কহিল দর্শন। তদ্রূপ সৃষ্টি বিষয়ও ঈশ্বরের সামর্থ্যের সফলতা এবং জীবদিগের কর্ম্মের যথাবৎ ভোগ করা আদিও প্রয়োজন।

১০—"সৃষ্টি সকর্ত্তৃকা"। পূর্ব্বোক্ত ঈশ্বর ইহার কর্ত্তা। কারণ সৃষ্টির রচনা দর্শন হইতে এবং জড় পদার্থমধ্যে আপনাপনি যথাযোগ্য বীজাদি স্বরূপ গঠিত হইবার শক্তি না থাকাতে অবশ্যই সৃষ্টির কর্ত্তা আছেন।

১১—বন্ধ "সনিমিত্তক" অর্থাৎ অবিদ্যারূপ নিমিত্ত হইতে হইয়া থাকে। ঈশ্বর-ভিন্নোপাসনাদি পাপ কর্ম্ম এবং অজ্ঞানাদি সমস্তই দুঃখরূপ ফলদায়ক হইয়া থাকে। এই হেতু বন্ধ হইয়া থাকে অর্থাৎ কাহারও ইচ্ছা না থাকিলেও ভোগ করিতে হয়॥

১২—"মুক্তি"—সর্ব্বপ্রকার দুঃখের খণ্ডন হওয়াতে বন্ধ রহিত হইয়া সর্ব্বব্যাপক ঈশ্বরে এবং তাঁহার সৃষ্টি মধ্যে যথেষ্ট বিচরণ করা। নিয়ত সময় পর্য্যন্ত মুক্তির আনন্দ ভোগ করতঃ সংসারে আগমন করিতে হয়॥

১৩—"মুক্তির সাধন"—ঈশ্বরোপাসন অর্থাৎ যোগাভ্যাস ধর্ম্মানুষ্ঠান ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা বিদ্যাপ্রাপ্তি, আপ্ত ও বিদ্বানদিগের সঙ্গ, সত্যবিদ্যা সুবিচার এবং পুরুষার্থ প্রভৃতি॥

১৪—যাহা কেবল ধর্ম্ম দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাই "অর্থ" এবং যাহা অধর্ম্ম দ্বারা সিদ্ধ হয় তাহাকে অনর্থ কহে॥

১৫—ধর্ম্ম এবং অর্থ দ্বারাই যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাই কাম॥

১৬—বর্ণাশ্রম, গুণ এবং কর্ম্মের যোগ্যতানুসারে মানিয়া থাকি॥

১৭—"রাজা" তাঁহাকেই বলা যায় যিনি শুভগুণ, কর্ম্ম এবং স্বভাব দ্বারা প্রকাশমান, পক্ষপাতরহিত, ন্যায়ধর্ম্মে রত, প্রজাদিগের প্রতি পিতৃবৎ ব্যবহার এবং উহাদিগকে পুত্রবৎ মান করিয়া উহাদিগের উন্নতি এবং সুখবৃদ্ধি করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রযত্ন করেন॥

১৮—"প্রজা" তাহাকে বলা যায় যে পবিত্র গুণ, কর্ম্ম এবং স্বভাব ধারণ করতঃ পক্ষপাত রহিত হইয়া ন্যায় ও ধর্ম্মের সেবন দ্বারা রাজা এবং প্রজাদিগের উন্নতি প্রার্থনা করতঃ রাজবিদ্রোহ রহিত হইয়া রাজার সহিত পুত্রের ন্যায় ব্যবহার করে॥

১৯—যিনি সর্ব্বদা বিচার করিয়া অসত্য ত্যাগ করেন এবং সত্য গ্রহণ করেন, অন্যায়কারীদিগকে নিরস্ত করেন এবং ন্যায়কারীদিগের গৌরব বৃদ্ধি করেন এবং আপনার আত্মার তুল্য অন্য সকলেরই সুখ প্রার্থনা করেন, তিনিই ন্যায়কারী।" তাঁহাকে আমিও বিশ্বাস করি॥

২০—বিদ্বান্‌দিগকে "দেব" অবিদ্বান্‌দিগকে "অসুর", পাপীদিগকে রাক্ষস এবং অনাচারীদিগকে "পিশাচ" মানিয়া থাকি॥

২১—উক্ত বিদ্বানদিগের, মাতা, পিতা, আচার্য্য, অতিথি, ন্যায়কারী রাজা, ধর্ম্মাত্মালোক, পতিব্রতা স্ত্রী এবং স্ত্রীব্রত পতির সৎকার করাকে দেবপূজা কহে। উহার বিপরীতকে অদেবপূজা কহে। উহাদিগের মূর্ত্তি সকলই পূজ্য এবং ইতর পাষাণাদি জড়মূর্ত্তিসকল সর্ব্বপ্রকারে অপূজ্য মনে করিয়া থাকি॥

২২—"শিক্ষা" যাহা দ্বারা বিদ্যা, সভ্যতা, ধর্ম্মাত্মতা এবং জিতেন্দ্রিয়তাদি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ও অবিদ্যাদি দোষ খণ্ডিত হয় তাহাকে শিক্ষা বলা যায়॥

২৩—"পুরাণ" ব্রহ্মাদি রচিত ঐতরেয়াদি ব্রাহ্মণ পুস্তককেই পুরাণ, ইতিহাস, কল্প, গাথা এবং নারাশংসী নাম দ্বারা গ্রহণ করি; অন্য ভাগবতাদিকে গ্রহণ করি না॥

২৪—"তীর্থ" যাহা দ্বারা দুঃখসাগরের অপর পারে উত্তীর্ণ হওয়া যায় অর্থাৎ সত্যভাষণ, বিদ্যা, সৎসঙ্গ, যমাদি, যোগাভ্যাস, পুরুষার্থ এবং বিদ্যা ও দানাদি শুভকর্ম্মকেই তীর্থ মনে করি। ইতর জল ও স্থলকে তীর্থ মনে করি না॥

২৫—"পুরুষার্থ প্রারব্ধ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ"। কারণ ইহা হইতে সঞ্চিত প্রারব্ধ গঠিত

হয়, যাহা শুদ্ধ হওয়াতে সমস্তই শুদ্ধ হয় এবং যাহা বিকৃত হওয়াতে সমস্তই বিকৃত হয়। এই হেতু প্রারব্ধ অপেক্ষা পুরুষার্থ শ্রেষ্ঠ ॥

২৬—মনুষ্যদিগের পক্ষে সুখ, দুঃখ, হানি এবং লাভ বিষয়ে সকলের সহিত যথাযোগ্য স্বাত্মবৎ ব্যবহার করা শ্রেষ্ঠ এবং অন্যথা ব্যবহার করা অপকৃষ্ট বিবেচনা করি ॥

২৭—যাহাতে শরীর, মন এবং আত্মা উত্তম হয়, তাহাকে সংস্কার কহা যায়। উহা নিষেক হইতে শ্মশানান্ত ষোড়শবিধ। উহাদিগকে কর্ত্তব্য মনে করি। দাহের পশ্চাৎ মৃতকের জন্য কিছুই কর্ত্তব্য নহে ॥

২৮—যাহা দ্বারা বিদ্বান্‌দিগের সৎকার হয়, তাহাকে যজ্ঞ কহে। উহা দ্বারা শিল্প এবং রসায়ন অর্থাৎ পদার্থবিদ্যার যথাযোগ্য বিস্তার এবং উহার উপযোগিতা জ্ঞান ও বিদ্যাদি শুভগুণের দান হয়। অগ্নিহোত্রাদি দ্বারা বায়ু, বৃষ্টি জল ও ওষধির পবিত্রতা সাধন করতঃ সকল জীবের সুখোপস্থিতি করা হয়। উহাদিগকে উত্তম মনে করা যায় ॥

২৯—শ্রেষ্ঠদিগকে "আর্য্য" এবং দুষ্ট মনুষ্যদিগকে "দস্যু" কথিত হইয়া থাকে। আমিও তাহাই স্বীকার করি ॥

৩০—এই ভূমির নাম আর্য্যাবর্ত্ত দেশ হইয়াছে। কারণ ইহাতে আদিসৃষ্টি হইতে আর্য্যলোক বাস করেন। পরন্তু ইহার সীমা উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল, পশ্চিমে অটক এবং পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র নদী। এই চারির মধ্যস্থিত যাবৎপরিমিত দেশ আছে তাহাকে আর্য্যাবর্ত্ত কহে এবং উহাতে যাঁহারা সর্ব্বদা অবস্থান করেন তাঁহাদিগকেও "আর্য্য" কহে ॥

৩১—যিনি সাঙ্গোপাঙ্গ বেদবিদ্যা সমূহের অধ্যাপক এবং যিনি সত্যাচার গ্রহণ করেন ও মিথ্যাচার ত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত করেন তাঁহাকে আচার্য্য কহা যায়।

৩২—যিনি সত্য শিক্ষা এবং বিদ্যা গ্রহণ করিতে যোগ্য, ধর্ম্মাত্মা, বিদ্যা গ্রহণে ইচ্ছুক এবং আচার্য্যের প্রিয়কারী তাঁহাকে শিষ্য কহা যায় ॥

৩৩—"গুরু" মাতাকে পিতাকে এবং সত্যগ্রহণে এবং অসত্য খণ্ডনে যিনি প্রবর্ত্তক তাঁহাকেও গুরু কহা যায় ॥

৩৪—যিনি যজমানের হিতকারী এবং সত্যোপদেষ্টা, তিনিই পুরোহিত ॥

৩৫—যিনি বেদ সকলের একদেশ অথবা অঙ্গসমূহ অধ্যাপন করেন তিনি উপাধ্যায় ॥

৩৬—"শিষ্টাচার" ধর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা বিদ্যা গ্রহণ করতঃ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা সত্যাসত্যের নির্ণয় করিয়া সত্যের গ্রহণ করা এবং অসত্যের পরিত্যাগ করাকে শিষ্টাচার কহা যায়। যিনি তাহা করেন তাঁহাকে "শিষ্ট" বলা যায় ॥

৩৭—প্রত্যক্ষাদি "অষ্টবিধ" প্রমাণও স্বীকার করি ॥

৩৮—"আপ্ত" যিনি যথার্থ বক্তা, ধর্ম্মাত্মা এবং সকলের সুখের জন্য প্রযত্ন করেন, তাঁহাকেই আপ্ত কহা যায়॥

৩৯—"পরীক্ষা" পাঁচ প্রকার। ইহাদিগের মধ্যে প্রথম ঈশ্বর, তাঁহার গুণ কর্ম্ম ও স্বভাব এবং বেদবিদ্যা; দ্বিতীয় প্রত্যক্ষাদি অষ্টবিধ প্রমাণ; তৃতীয় সৃষ্টিক্রম; চতুর্থ আপ্তদিগের ব্যবহার; এবং পঞ্চম আপনাদিগের আত্মার পবিত্রতা এবং বিদ্যা। এই পঞ্চবিধ প্রমাণ দ্বারা সত্যাসত্য নির্ণয় করতঃ সত্যের গ্রহণ এবং অসত্যের পরিত্যাগ করিতে হইবে॥

৪০—"পরোপকার" যাহা দ্বারা সকল মনুষ্যের দুরাচার এবং দুঃখ দূরীভূত হয় এবং শ্রেষ্ঠাচার ও সুখ বর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ করাকেই পরোপকার কহিয়া থাকি।

৪১—"স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্র" জীব আপনাদিগের কার্য্য সম্বন্ধে স্বতন্ত্র এবং কর্ম্মফল ভোগ সম্বন্ধে ঈশ্বরের ব্যবস্থানুসারে পরতন্ত্র। ঈশ্বর এইরূপেই আপনার সত্যাচার প্রভৃতি কার্য্যানুষ্ঠান বিষয়ে স্বতন্ত্র॥

৪২—সুখ বিশেষের ভোগ এবং উহার সামগ্রী প্রাপ্তির নাম "স্বর্গ"॥

৪৩—দুঃখবিশেষের ভোগ এবং উহার সামগ্রী প্রাপ্তির নাম নরক॥

৪৪—শরীর ধারণ পূর্ব্বক প্রকটিত হওয়াকে "জন্ম" বলে। উহা পূর্ব্ব, পর, এবং মধ্যভেদে তিন প্রকার বলিয়া মনে করি॥

৪৫—শরীর সংযোগের নাম 'জন্ম' এবং বিয়োগ মাত্রকে "মৃত্যু" কহে॥

৪৬—"বিবাহ"—নিয়মপূর্ব্বক প্রসিদ্ধক্রমে স্বয়ং ইচ্ছা করিয়া পাণিগ্রহণ করাকে "বিবাহ" কহা যায়॥

৪৭—"নিয়োগ" বিবাহের পর পতির মৃত্যু আদি বিয়োগ অবস্থায় অথবা তাহার নপুংসকত্বাদি স্থির রোগের অবস্থায় স্ত্রী অথবা আপৎকালে পুরুষ স্ববর্ণস্থ অথবা আপনার অপেক্ষা উত্তমবর্ণস্থ স্ত্রী অথবা পুরুষের দ্বারা সন্তানোৎপত্তি করাকে নিয়োগ কহে॥

৪৮—গুণের কীর্ত্তন, শ্রবণ এবং জ্ঞানকে স্তুতি কহে। প্রীতি আদি উহার ফল হইয়া থাকে॥

৪৯—"প্রার্থনা"—ঈশ্বরের সম্বন্ধ বশতঃ আপনার সামর্থ্যের অতিরিক্ত যে সমস্ত বিজ্ঞানাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার জন্য ঈশ্বরের নিকট যাচ্ঞা করাকে প্রার্থনা কহে। নিরভিমানাদি ইহার ফল হইয়া থাকে॥

৫০—উপাসনা—ঈশ্বরের গুণকর্ম্ম ও স্বভাব কর্ম্ম যেরূপ পবিত্র, আপনারও তদ্রূপ করা, ঈশ্বরকে সর্ব্বব্যাপক এবং আপনাকে ব্যাপ্য জানিয়া, এবং ঈশ্বরের আমরা সমীপস্থ এবং ঈশ্বর আমাদিগের সমীপস্থ এইরূপ নিশ্চয় করতঃ যোগাভ্যাস দ্বারা তাঁহার সাক্ষাৎ করণকে উপাসনা কহে। জ্ঞানের উন্নতি আদি উহার ফল।

৫১—"সগুণ নির্গুণ স্তুতি প্রার্থনোপাসনা"—যে যে শুভ গুণ পরমেশ্বরে আছে, তদ্দ্বারা যুক্ত, এবং যে যে (অশুভ ও অনিত্য) গুণ (তাঁহাতে) নাই, তদ্দ্বারা পৃথক্ মনে করিয়া, (ঈশ্বরের) প্রশংসা করাকে সগুণ নির্গুণ স্তুতি (বলে)। ঈশ্বরের নিকট হইতে ঈশ্বরের শুভ গুণ সকলের গ্রহণেচ্ছা ও নিজের দোষ বিমোচন জন্য, যাচ্ঞা করাকে সগুণ নির্গুণ প্রার্থনা বলা যায়। এবং সমগ্র (শুভ) গুণযুক্ত, ও সমস্ত দোষ হইতে রহিত, বা পৃথক্ মানিয়া, আপন আত্মাকে সেই পরমাত্মা, ও তাঁহার আজ্ঞাতে অর্পণ করাকে, সগুণ নির্গুণ উপাসনা বলে।

এই সংক্ষেপে স্বসিদ্ধান্ত প্রকাশ করিলাম, ইহার বিশেষ ব্যাখ্যা সত্যার্থ—প্রকাশের ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণে ব্যাখ্যাত হইয়াছে; তথা ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকাদি গ্রন্থেও লিখিয়াছি। যে যে কথা সকলের সমীপে মাননীয়, আমি তাহাই স্বীকার করিয়া থাকি। যেরূপ সত্যাভাষণ সকলের নিকট উত্তম, ও মিথ্যা মন্দরূপে বিবেচিত হয়, তদ্রূপ; এবম্বিধ সিদ্ধান্তগুলিকে আমি সর্ব্বোতোভাবে স্বীকার করি। পরন্ত যাহা মতমতান্তরের মধ্যে পরস্পর বিরুদ্ধ ও বিবাদযুক্ত আছে, তাহা আমি অনুমোদন করি না, কারণ এই সমস্ত (বেদবিরুদ্ধ) মতাবলম্বীগণ, আপন আপন মতপ্রচার পূর্ব্বক মানবগণকে (ভ্রম) জালে পাতিত করিয়া শত্রু (ভাবাপন্ন) করিয়া দিয়াছে। এইরূপ বাক্য (গুলির) খণ্ডন করতঃ, সত্য বিষয়ের প্রচার পূর্ব্বক, সকলকে ঐকামত করতঃ, দ্বেষভাব পরিত্যাগ করাইয়া, পরস্পরের প্রতি দৃঢ়প্রীতিযুক্ত করিয়া, যাহাতে সকলের সুখলাভ হয়, তাহাই আমার চেষ্টা ও অভিপ্রেত। সর্ব্বশক্তিমান্ পরমাত্মার কৃপারূপ সহায়, ও আপ্ত পুরুষের সহানুভূতিবলে, এই (সত্য) সিদ্ধান্ত সমগ্র ভূগোল খণ্ডে শীঘ্র প্রবৃত্ত হউক, অর্থাৎ মানবমাত্রেই এই সিদ্ধান্তে মনঃসংযোগী ও প্রবৃত্তি যুক্ত হউন, যদ্দ্বারা লোকমাত্রেই সহজে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া সদা উন্নত ও আনন্দিত থাকেন, ইহাই আমার মুখ্য প্রয়োজন। ইতি শিবম্॥

সমাপ্ত।